কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(২৪)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরস্থে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং

পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদে।

(২) অভ্রিরসি নারিরসি।

(৩) পরিলিখিত৺ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহ৺ রক্ষসো

গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম

ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামি।

(৪) দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।

(৫) শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনঃ।

(৬) যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষঃ যবয়ারাতীঃ।

(৭) পিতৃণা৺ সদনমসি।

(৮) উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীং দৃ৺হ।

(৯) দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণয়োর্ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা।

(১০) ব্রহ্মবনি৺ ত্বা ক্ষত্রবনি৺ সুপ্রজাবনি৺ রায়স্পোষবনি৺ পর্যূহামি।

(১১) ব্রহ্ম দৃ৺হ ক্ষত্রং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ রায়স্পোষং দৃ৺হ।

(১২) ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আপৃণেথাম্।

(১৩) ইন্দ্রস্য সদোঽসি বিশ্বজনস্য ছায়া।

(১৪) পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতো।

বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ।

(১৫) ইন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবমস্যৈন্দ্রমসীন্দ্রায় ত্বা ॥ ১ ॥

• • •

অথ পদপাঠঃ।

(১) দেবস্য। ত্বা। সবিতুঃ। প্রসব ইতি প্র—সবে। অশ্বিনোঃ। বাহুভ্যামিতি

বাহু—ভ্যাম্। পূষ্ণঃ। হস্তাভ্যাম্। এতি। দদে।

(২) অভ্রিঃ। অসি। নারিঃ। অসি।

(৩) পরি লিখিতমিতি পরি—লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিখিতা ইতি পরি—লিখিতাঃ।

অরাতয়ঃ। ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি। যঃ।

অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। ইদম।

অস্য। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি।

(৪) দিবে। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা। পৃথিব্যৈ। ত্বা।

(৫) শুন্ধতাং। লোকঃ। পিতৃষদন ইতি পিতৃ—সদনঃ।

(৬) যবঃ। অসি। যবয়। অস্মৎ। দ্বেষঃ। যবয়। অরাতীঃ।

(৭) পিতৃণাম্। সদনম্। অসি।

(৮) উদিতি। দিবম্। স্তভান। এতি। অন্তরিক্ষম্। পৃণ। পৃথিবীং। দৃꣳহ।

(৯) দ্যুতানঃ। ত্বা। মারুতঃ। মিনোতু। মিত্রাবরুণয়োরিতি
মিত্রা—বরুণয়োঃ। ধ্রুবেণ। ধর্ম্মণা।

(১০) ব্রহ্মবনিমিতি ব্রহ্ম—বনিম্। ত্বা। ক্ষত্রবনিমিতি ক্ষত্র—বনিম্। সুপ্রজাবনিমিতি
সুপ্রজা—বনিম্। রায়স্পোষবনিমিতি রায়স্পোষ—বনিম্। পরীতি। উহামি।

(১১) ব্রহ্ম। দৃꣳহ। ক্ষত্রম্। দৃꣳহ। প্রজামিতি প্র—জাম্। দৃꣳহ। রায়ঃ। পোষম্। দৃꣳহ।

(১২) ঘৃতেন। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। এতি। পৃণেথাম্।

(১৩) ইন্দ্রস্য। সদঃ। অসি। বিশ্বজনস্যেতি বিশ্ব—জনস্য। ছায়া।

(১) পরীতি। ত্বা। গির্ব্বণঃ। গিরঃ। ইমাঃ। ভবন্তু। বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমিতি

বৃদ্ধ—আয়ুম্। অন্বিতি। বৃদ্ধয়ঃ। জুষ্টাঃ। ভবন্তু। জুষ্টয়ঃ।

(১৫) ইন্দ্রস্য। স্যূঃ। অসি। ইন্দ্রস্য। ধ্রুবম্। অসি। ঐন্দ্রম্।

অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিতশুদ্ধসত্ত্বরূপহবিঃ (মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'সবিতুঃ' (সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ, জ্ঞানপ্রদস্য ইতি যাবৎ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবনামধ্বর্য্যুরূপস্য ভবব্যাধিনাশকস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগধুক্ পোষকদেবস্য ইতি ভাবঃ) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিরূপং শুদ্ধসত্ত্বং) ভগবতঃ প্রীত্যর্থং 'দদে' (দদামি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মসু অহং ভগবতঃ অংশঃ ইতি অনুস্মরণং কর্ত্তব্যং। মনসি এবং বিচার্য্য যঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্তঃ ভবতি সঃ এব সফলকামঃ ভবতি। ভগবতঃ শক্তিং বিনা সৎকর্ম্মসাধনং সুদূরপরাহতং। তস্মাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবাৎ হৃদয়ে ভগবৎশক্তের্ব্বিকাশং অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং।

২। হে মম মনঃ! ত্বং 'অভ্রিঃ' (অবিচলিতং, স্থিরং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ সৎকর্ম্মসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বা ত্বং 'নারিঃ' (শান্তঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মসম্পাদনে মম মনঃ অবিচলিতং শান্তং চ ভবতু।

৩। (ক) হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ মম 'রক্ষঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতং' (নাশিতং) ভবতু; মম 'অরাতয়ঃ' (সদ্ভাবাবরোধকাঃ রিপুণত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতাঃ' (বিতাড়িতাঃ, বিনাশিতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

(খ) 'ইদং' (অনেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অহং' (অনুষ্ঠানকারী) 'রক্ষসঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপস্য শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলমপি ইতি ভাবঃ) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি)।

(গ) 'যঃ' (বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (সৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তান্ অস্মান্ ইত্যর্থঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' 'দ্বিষ্ম' (বয়ং দ্বেষং কুর্ম্মঃ) 'অস্য' (উভয়বিধস্য শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলমপি ইতি ভাবঃ) 'ইদং' (অনেন কর্ম্মরূপেণ আয়ুধেন ইতি ভাবঃ) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি)।

৪। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি সৎকর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'দিবে' (দ্যুলোকাবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকে অব[illegible]নাং দেবভাবানাং লাভায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম সৎকর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃথিব্যৈ' (পৃথিবীলোকে অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ।

৫। 'পিতৃষদন' (শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং উপনীতানাং পিতৃদেবানাং গৃহরূপং ইতি ভাবঃ) মম লোকঃ (হৃদয়ং) 'শুন্ধতাং' (বিশুদ্ধীকৃতং) ভবতু। অথবা,—হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ-হবিঃ! তব প্রভাবেন 'পিতৃষদনা' (পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতাঃ) 'লোকাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, যদ্বা,—পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতানি হৃদয়ানি) 'শুন্ধতাং (বিশুদ্ধানি ভবন্তু, যদ্বা—উদ্ধারং প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)।

৬। হে ভগবন্! ত্বং 'যবঃ' (দ্রুতগামী) 'অসি' (ভবসি); 'অস্মৎ' (সৎকর্ম্ম-কারকেভ্যঃ জনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বেষঃ' (হিংসাদ্বেষাদিকুপ্রবিত্তীন্) 'যবয়' (নিবারয়, বিতাড়য় ইতি ভাবঃ); ত্বং 'অরাতীঃ' (বহিরন্তঃশত্রূন্) 'যবয়' (নিবারয়, বিতাড়য় ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! মম হৃদিস্থিতং কুপ্রবৃত্তিং নাশয়।

অথবা,

হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপহবিঃ! ত্বং 'যবঃ' (ভগবতা সহ মিলনসাধকঃ, যদ্বা—পরমাত্মনা সহ আত্মানং মিশ্রয়িতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) অতস্ত্বং 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্—অস্মাকং শত্রূন্) 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ, অস্মৎ সকাশাৎ, হৃদয়াৎ ইতি ভাবঃ) 'যবয়' (পৃথক্‌কুরু, দূরে অপসারয়, নাশয়েতি যাবৎ)। তথা 'অরাতীঃ' (দানপ্রতিবন্ধকান্, যদ্বা—সদ্‌বৃত্তিনাশকান্ শত্রূনপি ইত্যর্থঃ) 'যবয়' (নাশয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমাত্মনা সহ সংযোজয়।

৭। হে মম মনঃ! ত্বং 'পিতৃণাং' (পিতৃগুণানাং—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণাং ইতি ভাবঃ) 'সদনং' (আশ্রয়ভূতঃ, আধারস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—পিতৃগুণৈঃ শুদ্ধসত্ত্বাদি-ভাবৈঃ মম মনঃ পরিপূর্ণং ভবতু।

৮। হে ভগবন্! অহং 'দিবং' (হৃদয়নিহিতস্য শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য) 'স্তভান' (ভববন্ধন-ছেদকান্ গুণান্) 'উৎ' (উদ্বোধয়ামি)। হে ভগবন্! ত্বং মম 'অন্তরিক্ষং' (হৃদয়ং) ভক্ত্যা 'পৃণ' (পূরয়) তথা 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং সদ্‌বৃত্তিমূলং জ্ঞানং কর্ম্মঃ বা) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনা—হে ভগবন্! মাং রক্ষ।

অথবা,

হে মনঃ! ত্বং 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'উৎ' (উৎকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, তদ্‌যথা পরিক্ষীণো ন ভবতি তথা রক্ষ ইত্যর্থঃ); 'অন্ত-রিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকস্থিতং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'আপৃণ' (আপূরয়, সর্ব্বতোভাবেন পরিপূর্ণং কুরুষ); 'পৃথিব্যাং' (পৃথ্বীতলে অবস্থিতং, ভূর্লোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহস্ব' (দৃঢ়ীকুরু)। সর্ব্বে দেবভাবাঃ মম হৃদয়মধিষ্ঠন্তু ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে ভগবন্! ত্বং 'দিবং' (মম হৃদ্‌রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'উৎ' (উন্নতং ...ন, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, পতনাৎ রক্ষেতি ভাবঃ); 'অন্তরিক্ষং'

(অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সৎকর্ম্মমূলমিতি যাবৎ, যদ্বা—সদ্ভাবানাং সর্ব্বব্যাপকত্বমিতি ভাবঃ) 'আপৃণ' (পরিপূরয়, পরিবর্দ্ধয়েতি ভাবঃ) 'পৃথিব্যাং (সদ্ভাবানাং আধারক্ষেত্রং, মম সদ্বৃত্তিমূলমিতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। সদ্ভাবপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বেন চ ময়ি সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যঃ অবিচলিতস্তিষ্ঠতু; তেন পূর্ণজ্ঞানং লভেমহি, ভগবন্তং চ প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ।

৯। হে মনঃ! 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, পরমজ্ঞানময়ঃ) 'মারুতঃ' (মরুদ্দেবতা, বিবেকানুমতং জ্ঞানং বা, যদ্বা—প্রাণবায়ুরূপেণ সদাবিদ্যমানঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'মিত্রাবরুণয়োঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপয়োঃ দেবয়োঃ) 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (সত্যধর্ম্মপালনেন ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মিনোতু' (রক্ষতু, পোষয়তু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

অথবা,

হে মনঃ! 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, পরমজ্ঞানময়ঃ) 'মারুতঃ' (মরুদ্দেবতা, বিবেকানুমতং জ্ঞানং বা, যদ্বা—প্রাণবায়ুরূপেণ স্থিতঃ ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধ্রুবেণ' (অবিচলিতেন, অবিচ্ছিন্নেন) ধর্ম্মেণ' (রক্ষণেন) 'মিনোতু' (রক্ষতু, পোষয়তু); তথা 'মিত্রাবরুণয়োঃ' (মিত্রাবরুণদেবৌ, প্রীতিসাধকাভীষ্টপ্রদৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রস্বরূপৌ হিতসাধকৌ তথা অভীষ্ট-বর্ষকরূপৌ শ্রেয়ঃবিধায়কৌ তৌ দেবদ্বয়ৌ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধ্রুবেণ' (অবিচলিতেন, অবিচ্ছিন্নেন) 'ধর্ম্মেণ' (রক্ষণেন) মিনুতামিতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। দেবভাব-প্রভাবেন মনঃ অচঞ্চলং তিষ্ঠতু।

১০। হে মনঃ! 'ব্রহ্মবনি' (ব্রাহ্মণভাবাপন্নং সত্ত্বগুণোপেতং-ব্রহ্মস্বরূপং বা) 'ক্ষত্রবনিং' (ক্ষত্রভাবোপেতং, রজোগুণসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'রায়স্পোষবনিং' (পরমার্থরূপধনস্য পোষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্য্যূহামি' (পরিতো স্থাপয়ামি, যদ্বা—পরমাত্মনি নিয়োজয়ামীতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মনো হি সকলসদ্বৃত্তিমূলং সদ্ভাবপোষকঞ্চ। মনঃ যথা সদাভগবৎ-পরায়ণং ভবতি তথা বিধাস্থিতুং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ।

১১। (ক) হে মম মনঃ! ত্বং 'ব্রহ্ম' (ব্রাহ্মণভাবং, সত্ত্বভাবমিত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ক্ষত্রং' (ক্ষত্রভাবং, রজোগুণং—কর্ম্মসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনঃ! ত্বং 'প্রজাং' (সদ্ভাবং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মনঃ! ত্বং 'রায়স্পোষং (পরমার্থধনং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

১২। হে মনোবৃত্তে! তব প্রভাবেন 'ঘৃতেন' (হবিষা—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকৌ—সর্ব্বে লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'আপৃণেথাম্' (সর্ব্বতোভাবেন পূর্য্যেথাং, পরিপূর্ণাঃ ভবন্তু ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মম সদ্ভাবাঃ সর্ব্বেষাং লোকানাং প্রীতিং বর্দ্ধয়ন্ত—ইতি ভাবঃ।

১৩। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'সদঃ' (আত্মস্বরূপ আধারস্থানীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং চ 'বিশ্বজনস্য' (নিখিলভূতজাতস্য নিখিলসদ্ভাবস্য) 'ছায়া' (আশ্রয়ঃ, ধারকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ।

১৪। 'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্!) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানাঃ) 'ইমাঃ গিরঃ' (অস্মদীয়াঃ এতাঃ স্তুতয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিভবন্তু' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু) ; 'বৃদ্ধায়ুং' (দীর্ঘায়ুষং, নিত্যং ত্বাং সন্তোষ্য ইতি ভাবঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ) 'বৃদ্ধয়ঃ' (সুখং বর্দ্ধয়ন্তু) ; 'জুষ্টা' (ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ) 'জুষ্টয়ঃ' (অস্মাকং প্রীতিহেতবঃ) 'ভবন্তু'। অস্মদীয়াঃ গিরঃ তৎকর্ম্মনিরতাঃ সত্যঃ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তু ; ত্বাং সন্তোষ্য অস্মাকং সন্তোষং বর্দ্ধয়ন্তু। ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ অস্মাকং প্রীতিহেতবো ভবন্তিতি ভাবঃ।

১৫ (ক)। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'স্যূঃ' (সীবনহেতুভূতঃ, গ্রন্থিস্বরূপঃ, যদ্বা—বন্ধনহেতুভূতঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ। ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বেন চ ভগবান প্রাপ্তব্যঃ। অতঃ ভক্তিসামর্থ্যেন সদ্ভাবেন চ অহং মাং ভগবতি নিলীয়ামীতি ভাবঃ।

(খ) হে হৃন্নিহিতশুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'ধ্রুব' (নিত্যসত্য-রূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। সত্যেন সদ্ভাবেন চ সৎস্বরূপঃ ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। মোক্ষমিচ্ছন্তঃ জনাঃ হৃদ্গতেন ভক্তিসুধায়া তং ভগবন্তং পূজয়ন্তি। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধো ভব ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ঐন্দ্রং' (ইন্দ্রসম্বন্ধিনং, ভগবতঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসত্ত্বো হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ। যেনাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ প্রীতিং উৎপাদয়িতুং শক্নোমি তথা সাধয়ামি॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! দীপ্তিমান্ জ্ঞানপ্রদ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সকলের প্রসবিতা সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল-বৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের পূজাংশভাগী হবির্ভাগ-পূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। (ইহার ভাব—সৎকর্ম্ম সাধনসময়ে আমি ভগবানের অংশ, ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি কর্ম্মে সফলকাম হইয়া থাকেন। ভগবানের শক্তি ভিন্ন সৎকর্ম্ম-সাধন সুদুর-পরাহত। সেই হেতু, কর্ম্মসম্পাদন সময়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব-প্রভাবে হৃদয়ে ভগবানের শক্তির বিকাশ অবশ্য ...র্ত্তব্য)।

২। হে আমার মন! তুমি স্থির অবিচলিত হও। অতএব তুমি ভগবদারাধনার জন্য অথবা সৎকর্ম্মসাধননিমিত্ত শান্তভাব ধারণ কর। (ভাব এইযে—সৎকর্ম্মসম্পাদনে আমার মন অবিচলিত এবং শান্ত হউক। মনই মূল। মনস্থৈর্য্য-সম্পাদন ভিন্ন সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত। মন্ত্রে সেই মনস্থৈর্য্য-সম্পাদন জন্য উদ্বোধনা রহিয়াছে)।

৩। (ক) হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক; এবং আমার সদ্ভাবাবরোধক রিপুশত্রু বিনাশিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। বহিরন্তঃ—সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা মন্ত্রে বিদ্যমান)।

(খ) এই প্রকার সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমি দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুর মূল পর্য্যন্ত ছেদন করিতেছি।

(গ) যে বহিরন্তঃশত্রু সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত আমাদিগকে হিংসা করে এবং যে শত্রুর আমরা হিংসাকারী, এই উভয়বিধ শত্রুর মূল পর্য্যন্ত কর্ম্মরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতেছি। (কর্ম্মশক্তিপ্রভাবে আমরা যেন সকল শত্রুকে নাশ করিতে সক্ষম হই—ইহাই ভাবার্থ)।

৪। (ক) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি সৎকর্ম্ম! তোমাকে দ্যুলোকে অবস্থিত দেবভাব-লাভের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতেছি।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত দেবভাব-লাভের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতেছি।

(গ) হে আমার সৎকর্ম্ম! তোমাকে পৃথিবীলোকে অবস্থিত দেবভাব-লাভের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতেছি।

৫। হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায় উপনীত পিতৃদেবতাদিগের গৃহরূপ আমার হৃদয় বিশুদ্ধীকৃত হউক। অথবা—হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তোমার প্রভাবে পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত সকল লোক অর্থাৎ পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত হৃদয় বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক অথবা পরিত্রাণ লাভ করুক। (ইহার ভাব,—যেমন আমায় পিতৃপুরুষগণ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে উপনীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের বিকাশ করিতেছি)।

৬। হে ভগবন্! আপনি দ্রুতগামী হয়েন। আপনি সৎকর্ম্ম...ক আমাদিগের নিকট হইতে হিংসাদ্বেষ-কুপ্রবৃত্তিদিগকে বিতাড়িত ...ন; এবং

আপনি অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুদিগকে নিবারণ করুন। (ভাব এই—হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে নিহিত কুপ্রবৃত্তিসমূহকে নাশ করুন।)

অথবা,

আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত মিলন-সাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার মিশ্রণকারী হও। অতএব তুমি আমাদিগ হইতে আমাদিগের শত্রুদিগকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ ও বিনাশ কর; অপিচ, দানপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ সদ্বৃত্তিনাশক শত্রুদিগকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের আন্তর্ব্বাহ্য সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করুন)।

৭। হে আমার মন! তুমি পিতৃপুরুষদিগের গুণের আধারস্বরূপ হও। (ভাব এই যে—পিতৃগুণের দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমার মন পরিপূর্ণ হউক)।

৮। হে ভগবন্! আমি হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবের ভববন্ধনছেদক গুণসমূহের উদ্বোধন করিতেছি। হে ভগবন্! তুমি আমার হৃদয়কে ভক্তির দ্বারা পূর্ণ কর। সদ্বৃত্তির মূল জ্ঞান ও কর্ম্মকে দৃঢ় কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা—হে ভগবন্ আমাকে রক্ষা করুন)।

অথবা,

হে আমার মন! তুমি দ্যুলোককে অর্থাৎ দ্যুলোক-সম্বন্ধি দেবভাবকে উৎকৃষ্ট-রূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ যাহাতে তাহা পরিক্ষীণ না হয়, সেইরূপ ভাবে রক্ষা কর; এবং পৃথিবীতলে অবস্থিত অথবা ভূলোকসম্বন্ধি সদ্ভাবকে দৃঢ় কর। (ভাব এই যে,—সকল দেবভাব আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমার হৃদয়-রূপ দেবস্থানকে অর্থাৎ পরমসুখমূলকে উন্নতভাবে বা প্রকৃষ্টরূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ পতন হইতে রক্ষা কর; অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত আমার সৎকর্ম্মমূলকে অথবা সদ্ভাবসমূহের সর্ব্বব্যাপকত্বকে পরিপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত কর; এবং সদ্ভাবসমূহের আধার-ক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমার সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। (সদ্ভাবপ্রভাবে ও শুদ্ধ-

সত্ত্বের প্রভাবে আমাতে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য অবিচলিতভাবে অবস্থিত করুক। তাহাতে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারিব)।

৯। হে আমার মন! দীপ্যমান্ পরমজ্ঞানময় মরুদ্দেবতা বা বিবেকানুমত-জ্ঞান অথবা প্রাণবায়ুরূপে সদা-অধিষ্ঠিত ভগবান্ তোমাকে জ্ঞানভক্তিরূপে দেবতার সত্যধর্ম্মপালনরূপ-বলের দ্বারা রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক)।

অথবা,

হে আমার মন! দীপ্যমান্ পরমজ্ঞানময় মরুদ্দেবতা বা বিবেকানুমত জ্ঞান অথবা প্রাণবায়ুরূপে অধিষ্ঠিত ভগবান্ তোমাকে অবিচলিত বা অবিচ্ছিন্ন রক্ষার দ্বারা রক্ষা বা পোষণ করুন; অপিচ, মিত্রবরুণদেবতা অর্থাৎ সকলের প্রীতিসাধক ও অভীষ্টপূরক দেবতা অর্থাৎ মিত্রের ন্যায় হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষকরূপ শ্রেয়ঃবিধায়ক দেবদ্বয় অবিচলিত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন রক্ষার দ্বারা তোমাকে রক্ষণ ও পোষণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাব প্রভাবে মন চাঞ্চল্যরহিত ও ভগবৎপরায়ণ হউক,—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা)।

১০। হে মন! ব্রাহ্মণভাবাপন্ন অর্থাৎ সত্ত্বগুণোপেত ব্রহ্মস্বরূপ, ক্ষত্র-ভাবোপেত অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন, পরমার্থরূপ ধনের পোষক তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করিতেছি, অথবা পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মনই সকল সদ্‌বৃত্তির মূল এবং সদ্ভাবের পোষক। মন যাহাতে সর্ব্বদা ভগবৎ-পরায়ণ হয়, তৎপক্ষে চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহাই ভাবার্থ)।

১১। (ক) হে মন! তুমি ব্রাহ্মণ-ভাবকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর। (খ) হে মন! তুমি ক্ষত্র-ভাবকে বা রজোগুণকে অর্থাৎ কর্ম্ম-সামর্থ্যকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর। (গ) হে মন! তুমি সদ্ভাবকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর। (ঘ) হে মন! তুমি পরমার্থ-ধনকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর।

(এই চারিটী মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক। সকল সদ্ভাব আমাকে প্রাপ্ত হউক; অপিচ, পরমার্থপ্রাপ্তি-পক্ষে তাহারা আমার সহায় হউক,—এইরূপ প্রার্থনার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত)।

১২। হে মনোবৃত্তি! তোমার প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির দ্বারা দ্যুলোক ভূলোক অর্থাৎ সর্ব্বলোক পরিপূর্ণ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

ভাব এই যে,—আমার অন্তরস্থিত সদ্ভাবরাজি সকল লোকে অবস্থিত হউক অর্থাৎ সকল লোকের প্রীতি-বর্দ্ধন করুক)।

১৩। হে মনোবৃত্তি! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের আশ্রয়-স্বরূপ অর্থাৎ আধারস্থানীয় হও। হে মনোবৃত্তি! তুমি নিখিলভূত-সমূহের অথবা নিখিলসদ্ভাবের আশ্রয় বা ধারক হও।

১৪। স্তুতিমন্ত্রসেবনীয় হে ভগবন্! সর্ব্বপ্রকারে সকল কর্ম্মে প্রযুজ্য-মান্ আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (তদ্দ্বারা) নিত্যসত্যস্বরূপ আপনার সন্তোষ সাধনেই আমাদের সন্তোষ হউক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের বাক্য-সমূহ আপনাকেই প্রাপ্ত হউক; আপনার সেবায় নিযুক্ত হইয়াই আমার প্রীতি হউক।)

১৫। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সীবনহেতুভূত অথবা গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ বন্ধন-হেতুভূত হও। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভক্তির ও শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এবং সদ্ভাবের দ্বারা আমি আমাকে ভগবানে লীন করি—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের নিত্যসত্যরূপ হও। (ভাব এই যে,—সত্যের দ্বারা এবং সদ্ভাবের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষেচ্ছু-ব্যক্তি আপনার হৃদ্গত ভক্তি-সুধারূপ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। অতএব হে আত্মন্! শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও)।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োগ করিতেছি। (ভাব এই যে,—আমি যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হই)॥ (১ অষ্টক—০ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বিতীয়স্মিন্ প্রপাঠকে সোমক্রয়ং প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্য ততো হবির্দ্ধানমণ্ডপনির্ম্মাণপর্য্যন্তং কর্ম্মজাতং প্রতিপাদিতং। অথ তৃতীয়েঽস্মিন্প্রপাঠকেঽগ্নীষোমীয়পশুঃ প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে। আদৌ তাবৎপূর্ব্বশেষঃ সদোমণ্ডপনির্ম্মাণাদিঃ প্রতিপাদ্যতে। তত্রানুবাকার্থা বিনিয়োগ-সংগ্রহকারেণাভিহিতাঃ—"পশুপ্রশ্নে তৃতীয়েঽস্মিন্ননুবাকাশ্চতুর্দ্দশ। সদশ্চোপরবা ধিষ্ণ্যা বৈসর্জ্জনহুতিস্তথা॥ ১॥ যূপচ্ছেদস্তৎপ্রতিষ্ঠা পশূপাকৃতিহিংসনে। বপোৎখেদো বসাহোমো গুদকাণ্ডাহুতিস্তথা॥ ২॥ বসতীবর্য্যুপাদানং সোমোপাবহৃতিস্তথা। কাম্যযাজ্যা ইতি প্রোক্তা অর্থা অত্রানুবাকগাঃ॥ ৩॥" ইতি॥

১। "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদে।"—কল্পঃ—"অথাধ্বর্য্যুঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যঙ্ঙাক্রম্য শালামুখীয়াচ্ছঙ্কোরমুষ্যন্দ্যাং ষট্প্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রামিতি দক্ষিণা সপ্তমং তত্রাভ্রিং নিদধাতি স ঔডুম্বর্য্যৈ কাল ঔডুম্বর্য্যৈ কালাদভ্রিমাদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদ ইতি" ইতি। অভ্র্যাদানং বিধত্তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যভ্রিমা দত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

২। "অভ্রিরসি নারিরসি।"—কল্পঃ—"আদায়াভিমন্ত্রয়তেঽভ্রিরসি নারিরসীতি" ইতি। খননসাধনভূতা কাষ্ঠময়ী তীক্ষ্মমুখাগ্রাঽভ্রিরিত্যুচ্যতে। যদ্যপি ত্বমভ্রিরসি তথাঽপ্যস্মান্ প্রতি নারিরশক্ররসি॥ নারিশব্দপ্রয়োজনমাহ—"বজ্র ইব বা এষা যদভ্রিরভ্রিরসি নারিরসীত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

৩। "পরিলিখিতঁ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহঁ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামি।"—কল্পঃ—"তয়ৌডুম্বর্য্যা অবটং পরিলিখতি পরিলিখিতঁ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহঁ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামীতি" ইতি॥ পরিলেখনপ্রয়োজনমাহ—"কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞঁ রক্ষাঁসি জিঘাঁসন্তি পরিলিখিতঁ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহঁ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কৃন্ততি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

৪। "দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।"—বৌধায়নঃ—"ঔডুম্বর্য্যেষা স্থূণা প্রক্ষালিতা প্রপন্না প্রাগবটাদুপশেতে তাং পরস্তাদর্ব্বাচীং প্রোক্ষতি দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দিবে ত্বেত্যগ্রং প্রোক্ষত্যন্তরিক্ষায় ত্বেতি মধ্যং পৃথিব্যৈ ত্বেতি মূলং" ইতি। প্রোক্ষামীত্যধ্যাহারঃ। ঔডুম্বরীভাগানাং লোকত্রয়াত্মকত্বং মন্ত্রেণাভিপ্রেত-মিত্যাহ—"দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেত্যাহৈভ্য এবৈনাং লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥ অগ্রমারভ্য মূলপর্য্যন্তং প্রোক্ষণং বিধত্তে—"পরস্তাদর্ব্বাচীং প্রোক্ষতি তস্মাৎ পরস্তাদর্ব্বাচীং মনুষ্যা উর্জ্জমুপ জীবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি উর্দ্ধবর্ত্তিনো মুখ্যাদারভ্যার্ব্বাচীমুদরাবসানং॥

৫। "শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনঃ।"—কল্পঃ—"অবটেঽপোঽবনয়তি শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদন ইতি" ইতি। পিতরঃ সীদন্ত্যস্মিন্নিতি পিতৃষদনোঽবটাখ্যো লোকঃ শুদ্ধো ভবতু॥ অববনয়নং বিধত্তে—"ক্রূরমিব বা এতৎকরোতি যৎখনত্যপোঽব নয়তি শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

৬। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ।"—কল্পঃ—"যবান্ প্রস্কন্দয়তি যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীরিতি" ইতি। হে ধান্য ত্বং যবোঽসি অমিশ্রীকর্ত্তাঽসি। অতো দ্বেষিণো রাক্ষসানিতরানপি শত্রূনস্মত্তো বিযোজয়॥ পূর্ব্বোক্তাস্বপ্সু যবপ্রস্কন্দনং বিধত্তে—"যবমতীরব নয়ত্যূর্গ্বৈ যব উর্গুদুম্বর ঊর্জ্জৈবোর্জ্জ৺ সমর্দ্ধয়তি" (স০ কা০ ৬প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি ঔদুম্বর্য্যা নিখাতভাগাদূর্দ্ধভাগে প্রমাণং বিধত্তে—"যজমানেন সংমিতৌদুম্বরী ভবতি যাবানেব যজমানস্তাবতীমেবাস্মিন্নূর্জ্জং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। যজমানস্য যাবৎপর্য্যাপ্তং তাবদন্নং ভবতীত্যর্থঃ॥

৭। "পিতৃণা৺ সদনমসি।"—কল্পঃ—"বর্হির্হস্তং ব্যতিষজ্যাবস্তৃণাতি পিতৃণা৺ সদনমসীতি" ইতি। বর্হির্হস্তো বর্হির্মুষ্টিঃ। হে বর্হিঃ পিতৃণাং স্থানমসি॥ বিধত্তে—"পিতৃণাং সদনমসীতি বর্হিরব স্তৃণাতি পিতৃদেবত্যং হ্যেতদযন্নিখাতম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। নিখাতস্য পিতরো দেবতেত্যর্থবাদান্তরাদবগন্তব্যং॥

৮। "উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীং দৃ৺হ।"—কল্পঃ—"অথৈনামুচ্ছ্রয়তি উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীং দৃ৺হেতি" ইতি। হে ঔদুম্বরি দ্যুলোকমূর্দ্ধদেশে বিধারয়, অন্তরিক্ষং পূরয়, পৃথিবীং দৃঢ়ী কুরু॥ উচ্ছ্রয়ণং বিধত্তে—"যদ্বর্হিরনবস্তীর্য্য মিনুয়াৎ পিতৃদেবত্যা নিখাতা স্যাদ্বর্হিরবস্তীর্য্য মিনোত্যস্যামেবৈনাং মিনোত্যথো স্বারুহমেবৈনাং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। যদি বর্হিরস্তীর্ত্বা প্রথমত এব তামুচ্ছ্রয়েত্তদা পিতৃণাং নিখাতং মনুষ্যাণামূর্দ্ধং নিখাতাদিত্যয়ং বিভাগো ন স্যাৎ কিং তু কৃৎস্না পিতৃদেবত্যৈব স্থাপিতা ভবেৎ। বর্হিষঃ পৃথিবীজন্যত্বেন তৎপৃথিব্যামেব কৃতং ভবতি। কিং চ স্বসম্বন্ধামেবৈনাং করোতীতি নোক্তদোষঃ॥ মন্ত্রে দিবমিত্যাদিপদানামুপযোগমাহ—"উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণেত্যাহৈষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

৯। "দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণয়োর্ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা।"—কল্পঃ—"অথৈনাং প্রাচীনকর্ণামুচ্ছ্রিতামবটে প্রক্ষিপেৎ—দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণয়োর্ধ্রুবেণ ধর্ম্মণেতি" ইতি। হে ঔদুম্বরি মিত্রাবরুণয়োঃ সম্বন্ধিনা দৃঢ়েন ত্বদীয়ধারণেনেতস্ততঃ পতিতাং ত্বাং মরুৎপুত্রো দ্যুতাননামকো দেবোঽবটে প্রক্ষিপতু॥ ইতরপরিত্যাগেন দ্যুতানস্বীকারকারণমাহ—

"দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোত্বিত্যাহ দ্যুতানো হ স্ম বৈ মারুতো দেবানামৌদুম্বরীং মিনোতি তেনৈবৈনাং মিনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

১০। "ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনি৺ সুপ্রজাবনি৺ রায়স্পোষবনিং পর্য্যূহামি।"—কল্পঃ—"অথৈনাং প্রদক্ষিণং পুরীষেণ পর্য্যূহতি ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনি৺ সুপ্রজাবনি৺ রায়স্পোষবনিং পর্য্যূহামীতি" ইতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিং বনতি ভজতীতি ব্রহ্মবনিঃ। হে ঔদুম্বরি ব্রাহ্মণ্যাদি-

প্রদাং ত্বাং পরিতো মৃত্তিকাং প্রক্ষিপামি॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনি-মিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

১১। "ব্রহ্ম দৃꣳহ ক্ষত্রং দৃꣳহ প্রজাং দৃꣳহ রায়স্পোষং দৃꣳহ।"—কল্পঃ—'মৈত্রাবরুণ-দণ্ডেন সꣳহন্তি ব্রহ্ম দৃꣳহ ক্ষত্রং দৃꣳহ প্রজাং দৃꣳহ রায়স্পোষং দৃꣳহেতি" ইতি। হে দণ্ড ব্রাহ্মণ্যাদীন্ দৃঢ়ী কুরু। মন্ত্রোঽয়ং ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ॥

১২। "ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আ পৃণেথাম্।"—কল্পঃ—"তস্যা বিশাখে হিরণ্যং নিধায় ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আ পৃণেথামিতি স্রুবেণ হিরণ্যে জুহ্বদাস্তমৌদুম্বরীমন্ববস্রাবয়তি" ইতি। হে দ্যাবাপৃথিবীরূপে ঔদুম্বর্য্যা অগ্রমূলে ঘৃতেনানেন সমন্তাতৃপ্যেথাম্॥ বিধত্তে—"ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আ পৃণেথামিত্যৌদুম্বর্য্যাং জুহোতি দ্যাবাপৃথিবী এব রসেনানক্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥ অগ্রে হুতস্যাঽজ্যস্য মূলপর্য্যন্ততাং বিধত্তে—"আন্তমন্ববস্রাবয়ত্যান্তমেব যজমানং তেজসাঽনক্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। যজমানস্য শির আরভ্য পাদপর্য্যন্তং তেজঃ সম্পাদিতং ভবতি॥

১৪। "ইন্দ্রস্য সদোঽসি বিশ্বজনস্য ছায়া।"—বৌধায়নঃ—"তস্যা উচ্ছ্রয়ণমনু প্রাচীনকর্ণাঃ স্থূণা উচ্ছ্রয়ন্তি তাসূদীচো বংশান্প্রোঽস্ত্যধ্যস্যন্তি মধ্যমং ছদিরিন্দ্রস্য সদোঽসীতি, বিশ্বজনস্য ছায়েতি যে অভিতো ভবতঃ" ইতি। আপস্তম্বঃ—"উদীচঃ প্রাচশ্চ বংশানত্যাধায়ৈন্দ্রমসীতি তেষু মধ্যমানি ত্রীণি চ্ছদীংষ্যধ্যূহতি, বিশ্বজনস্য ছায়েতি ত্রীণি দক্ষিণানি, ইন্দ্রস্য সদোঽসীতি ত্রীণ্যুত্তরাণি" ইতি। ঐন্দ্রমসীতি শাখান্তরেঽবগতো মন্ত্রঃ। উত্তরয়োর্ম্মন্ত্রয়োরত্রৈবাঽম্নাতয়োর্ব্রাহ্মণান্তরানু-সারেণ ক্রমব্যত্যয়ঃ॥ বিধত্তে—"ঐন্দ্রমসীতি ছদিরধি নি দধাত্যৈন্দ্রꣳ হি দেবতয়া সদো বিশ্বজনস্য ছায়েত্যাহ বিশ্বজনস্য হ্যেষা ছায়া যৎসদঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। ইন্দ্রস্য সদোঽসীত্যয়ং মন্ত্র উপেক্ষিতঃ॥ সদস্থানাং কামনাভেদেন চ্ছদিষাং সংখ্যাং বিধত্তে—"নবচ্ছদি তেজস্কামস্য মিনুয়াত্রিবৃতা স্তোমেন সংমিতং তেজস্ত্রিবৃত্তেজস্ব্যেব ভবত্যে-কাদশচ্ছদীন্দ্রিয়কামস্যৈকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়াব্যেব ভবতি পঞ্চদশচ্ছদি ভ্রাতৃব্যবতঃ পঞ্চদশো বজ্রো ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ সপ্তদশচ্ছদি প্রজাকামস্য সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা একবিꣳশতিচ্ছদি প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিꣳশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। নবসংখ্যাকানি চ্ছদীংষি যস্য সদসস্তন্নবচ্ছদি মিনুয়াৎ কুর্য্যাৎ। ত্রিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশৈকবিংশশব্দৈঃ সাম্ন আবৃত্তিভেদেন নিষ্পন্নাঃ স্তোমা উচ্যন্তে। ত্রিবৃৎস্তোমে সামাবৃত্ত্যভাবেঽপি ঋচাং নবত্বাৎ সংখ্যাসাম্যং। প্রজাপতিমুখাদগ্নিনা সহোৎপন্নত্বাত্রিবৃত-স্তেজস্ত্বম্। বীর্য্যবতঃ প্রজাপতিবাহুত উৎপন্নতয়া পঞ্চদশস্য বজ্রত্বম্। আ শ্রাবয়েত্যাদি-মন্ত্রাক্ষরাণাং সংখ্যয়া সমত্বাৎ সপ্তদশস্য প্রজাপতিত্বং। ত্রিবৃদাদীনামন্তর্ভাবেনৈকবিংশস্য প্রতিষ্ঠাত্বম্॥ ঔদুম্বরীস্থাপনসদোমণ্ডপমধ্যপ্রদেশঃ বিধত্তে—"উদরং বৈ সদ উর্গুদুম্বরো মধ্যত ঔদুম্বরীং মিনোতি মধ্যত এব প্রজানামূর্জ্জং দধাতি তস্মান্মধ্যত ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

দক্ষিণদিগ্‌গতচ্ছদিষামগ্রাণ্যুত্তরদিগ্‌গতচ্ছদিষামুপরি দৃশ্যমানতয়া স্থাপনীয়ানীতি বিধত্তে—"যজমানলোকে বৈ দক্ষিণানি ছদীꣳষি ভ্রাতৃব্যলোক উত্তরাণি দক্ষিণান্যুত্তরাণি করোতি

যজমানমেবাযজমানাদুত্তরং করোতি তস্মাদ্যজমানোঽযজমানাদুত্তরঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। লোকে স্থানে। উত্তর উৎকৃষ্টঃ॥ ছদিষামন্তরালচ্ছিদ্রেষু তৃণমূলৈরাধানং বিধত্তে—"অন্তর্ব্বর্ত্তান্ করোতি ব্যাবৃত্ত্যৈ তস্মাদরণ্যং প্রজা উপ জীবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। মূলানাং বিলক্ষণত্বাচ্ছদির্ভ্যো ব্যাবৃত্তির্ভবতি। যস্মাত্তৃণমরণ্যজন্যং তস্মাত্তৃণকাষ্ঠলাভায় প্রজা অরণ্যমুপজীবন্তি॥

১৫। "পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতো বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ।" —কল্পঃ—"অথৈনান্ পরিশ্রয়ন্তি পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতো বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয় ইতি" ইতি। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্ব্বননীয়ো ভজনীয় ইন্দ্রঃ সদোভিমানী গির্ব্বণঃ। হে গির্ব্বণ ইমাঃ স্তোত্রশস্ত্ররূপা গিরঃ সর্ব্বতঃ কটকরূপেণ ত্বাং পরিভবন্তু বেষ্টয়ন্তু। কীদৃশম্‌। দীর্ঘায়ুষং ত্বামনু স্বয়মপি বৃদ্ধিমত্যঃ। কিং চ, জুষ্টয়োঽস্মৎসেবাস্তব জুষ্টাঃ প্রিয়া ভবন্তু॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

১৬। "ইন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবমস্যৈন্দ্রমসীন্দ্রায় ত্বা॥"—কল্পঃ—"অথ দক্ষিণদ্বার্ব্বাহৌ কুশহস্তমুপনিগৃহ্য দর্ভণং করোতি প্রবর্ত্তয়তি দর্ভণে স্যন্দ্যামিন্দ্রস্য স্যূরসীতি, ইন্দ্রস্য ধ্রুবমসীতি গ্রন্থিং করোতি। তং তদানীমেব বিস্রংস্যাহাকুর্ব্বন্তো হস্তান্ গ্রন্থকৌশলৈর্নিস্তিষ্ঠন্তি, এবমেবোত্তরং দ্বার্ব্বাহুমেবমেবাপরৌ দ্বার্ব্বাহূ নিস্তিষ্ঠন্তি" ইতি। ব্যাখ্যাতং হবির্দ্ধানেন॥ ব্যাচষ্টে—"ইন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবমসীত্যাহৈন্দ্রং হি দেবতয়া সদঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥ প্রস্তাতগ্রন্থের্বিস্রংসনং বিধত্তে—"যং প্রথমং গ্রন্থিং গ্রথ্নীয়াদ্যত্তং ন বিস্রংসয়েদমেহেনাধ্বর্য্যুঃ প্র মীয়েত তস্মাৎ স বিস্রস্যঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি॥

অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—

"দেবস্যেত্যভ্রিমাদত্তে হবিরিত্যনুমন্ত্রণম্।
পরীত্যবটমালিখ্য দিবেঽগ্রে মধ্যমূলয়োঃ॥ ১॥
প্রোক্ষেদৌদুম্বরীং শুন্ধ শেষো গর্ত্তেঽবনীয়তে।
যবো যবং ক্ষিপেত্তত্র পিতৃ দর্ভেণ সংস্তৃতিঃ॥ ২॥
উদৌদুম্বর্য্যুচ্ছ্রয়োঽথ দ্যুতা তামবটে ক্ষিপেৎ।
ব্রহ্ম পাংসুং ক্ষিপেদ্গর্ত ব্রহ্ম গর্ত্তদৃঢ়ীকৃতিঃ॥ ৩॥
ঘৃতেনৌদুম্বরীহোম ইন্দ্রবিশ্বদ্বয়াদ্দিশোঃ।
ছদীংষ্যধ্যূহ কর্ত্তব্যঃ পরি ত্বেতি পরিশ্রয়ঃ॥ ৪॥
ইন্দ্র রজ্জুং ক্ষিপেদিন্দ্র বদ্ধৈবন্দ্রমিতি মণ্ডপম্।
স্পৃশেদ্ধন্তেন মন্ত্রাস্তু বিংশতিঃ সমুদীরিতাঃ॥ ৫॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"বৃষ্টিকামী সদো নীচৈর্মিনুয়াদিতি কামনা। অধ্বর্য্যোঃ স্বামিনো বাঽস্তো বাক্যান্মাতুঃ স উচ্যতে॥ পরস্মৈপদতোঽধ্বর্য্যুব্যাপারস্য পরার্থতা। শ্রুতাঽতো বাক্যবাধেন তপোবৎস্বামিনোঽস্তু তৎ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে; শ্রূয়তে—"যঃ কাময়েত

বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিতি নীচৈঃ সদো মিনুয়াৎ" ইতি। যথা পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চাবস্থিতৌ হবির্দ্ধান-প্রাচীনবংশাবুচ্চৌ তথা সদো নোচ্চং কিং তু নীচং কার্য্যমিত্যর্থঃ। ইয়ং চ বৃষ্টিকামনাঽধ্বর্য্যোর্যুক্তা। যঃ কাময়েত স মিনুয়াদিতি বাক্যেন কাময়িতৃমাত্রোরেকত্বাবগমাৎ। মাতৃত্বং চাধ্বর্য্যোরিত্যবিবাদং। তস্মাৎ স এব কাময়িতেতি চেন্নৈবং। মিনুয়াদিতি পরস্মৈপদেনাধ্বর্য্যু-ব্যাপারফলস্য পরগামিতা প্রতীয়তে। ততো বৃষ্টিলক্ষণফলস্য যজমানগামিত্বাৎ পরস্মৈপদশ্রুত্যা বাক্যং বাধিত্বা কামস্য যজমানকর্ত্তৃকত্বং দ্রষ্টব্যং। যজমানকামিতাং বৃষ্টিং পর্জ্জন্যঃ সম্পাদয়ত্বি-ত্যেবং যোঽধ্বর্য্যুঃ কাময়েত স মিনুয়াদিতি বাক্যং ব্যাখ্যেয়ং। "এবং বিদুদ্গাতাঽঽত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি" ইত্যৃত্বিজোঽপি কাম ইতি চেত্তর্হি তস্মিন্নুদ্গী-থোপাসনে বচনাদৃত্বিজোঽপি ফলমস্তু॥

অথ চ্ছন্দঃ।

পরি ত্বা গির্ব্বণ ইত্যনুষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

তৃতীয় প্রপাঠক আরম্ভ হইল। ব্যাখ্যার সূচনায় প্রাপাঠকের প্রতিপাদ্য বিষয় স্থূলভাবে প্রকটন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম প্রপাঠকে সাধারণভাবে দর্শযাগের বিষয় উল্লিখিত। দ্বিতীয় প্রপাঠকে তদন্তর্ভূত সোমযাগে সোমক্রয়ের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। সোমক্রয়ই দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রধান প্রতিপাদ্য। সোমক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া হবির্দ্ধানমণ্ডপ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত কর্ম্মজাত দ্বিতীয় প্রপাঠকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই তৃতীয় প্রপাঠকের প্রধান প্রতিপাদ্য—অগ্নিষোমীয় পশু। প্রথম অনুবাক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অনুবাক পর্য্যন্ত, 'সদঃ' নাম মণ্ডপ-নির্ম্মাণাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কাষ্ঠনির্ম্মিত খননসাধনোপযোগী তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রবিশেষ 'অভ্রি' নামে অভিহিত হয়। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে 'দেবস্য ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই 'অভ্রি' গ্রহণ করিয়া 'অভ্রিরসি' মন্ত্রে তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া লইতে হইবে; তদনন্তর 'পরিলিখিত' প্রভৃতি মন্ত্রে গর্ত্ত খনন করিয়া দিবে 'ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে ঔদুম্বরীর অগ্র মধ্যে ও মূল প্রোক্ষণ করিয়া 'শুন্ধতাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সর্ব্বশেষে সেই ঔদুম্বরীকে গর্ত্তের মধ্যে অবনমিত করিবার বিধি। তার পর যথাক্রমে 'যবোঽসি' প্রভৃতি মন্ত্রে যব নিক্ষেপ, 'পিতৃণাং' প্রভৃতি মন্ত্রে দর্ভ আস্তীর্ণীকরণ, 'উদ্দিবং' প্রভৃতি মন্ত্রে ঔদুম্বরী গ্রহণে 'দ্যুতানস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অবটে অর্থাৎ সেই গর্ত্তে প্রোথিত করিবে। তদনন্তর 'ব্রহ্মবনি' প্রভৃতি মন্ত্রে গর্ত্তকে দৃঢ় করিতে হইবে। অনন্তর 'ঘৃতেন' প্রভৃতি মন্ত্রে 'ঔদুম্বরী হো' 'ইন্দ্রস্য সদোঽসি' প্রভৃতি মন্ত্রে দিক্ অভিমন্ত্রণান্তর ছদিতে কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া প্রভৃতি প্রভৃতি মন্ত্রে পরিশ্রয়ণের বিধি সূত্রাদিতে উক্ত হয়। তার পর 'ইন্দ্রস্য স্য'

মন্ত্রসমূহে যজমান যথাক্রমে রজ্জুগ্রহণ, গ্রন্থিবন্ধন এবং মণ্ডপনির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। প্রথম অনুবাকের বিংশতি সংখ্যক মন্ত্রে এইরূপে মণ্ডপ-নির্ম্মাণের পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্র প্রথম প্রপাঠকের ষষ্ঠ অনুবাকে একটু রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সেস্থলে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সম্বন্ধে সেই ব্যাখ্যাই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্মের যে উপদেশ প্রাপ্ত হই, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ-তত্ত্ব নিহিত বলিয়া মনে করি। যতদিন মানুষের আপনার কর্তৃত্বাভিমান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাহার কোনও কর্ম্মই সুফলপ্রসূ হয় না। দেবতার কার্য্য—দেবতা করাইতেছেন, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ যখন সকল কর্তৃত্বাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া মানুষ বলিতে পারে—'তোমার কর্ম্ম কর তুমি, লোকে বলে করি আমি'; তখনই তাহার কর্ম্ম সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে। তখনই তাহার নিষ্কামকর্ম্মের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্যের দ্বারাই যে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আলোক-সাহায্যেই যে আলোক লাভ হইয়া থাকে, চিতির দ্বারাই যে চিন্ময়কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আলোকই যে আলোককে প্রকাশ করে, মন্ত্র সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। আমাদিগের অনৃত বিনশ্বর দেহাদির ভাবনায় অবিনশ্বর পরমতত্ত্ব অধিগত হয় না। তাই অবিনশ্বর শাশ্বত দেবভাবের সহায়তা গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভাবেই এ মন্ত্রের সার্থকতা বলিয়া মনে করি এবং এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ করি।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন যে উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্র, প্রচলিত ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে তাহারও বিকৃতি সংঘটিত হইয়াছে। মন্ত্রে কাষ্ঠনির্ম্মিত খনন-সাধন অভ্রিকে এবং সেই অভ্রির দ্বারা খনিত উপরবাখ্য গর্ত্তকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'সবিতৃদেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষাদেবতার হস্ত দ্বারা, হে অভ্রি, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ,—'হে অভ্রি! যদিও তুমি খনন-সাধন কর্ম্মের উপযোগী, তথাপি তুমি আমাদিগের অশক্র হও। (২) এই অভ্রি দ্বারা আমি যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদনকারীদিগের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করি। যাহারা আমাদিগের দ্বেষ্য এবং যাহারা আমাদিগকে হিংসা করে, সেই সকল শক্রর গ্রীবা ছিন্ন করি।' অভ্রির দ্বারা গর্ত্ত খনন করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে ভাষ্যে এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ স্বীকার করি না। আমাদের মন্তব্য প্রথমেই সূচনাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাহু' ও 'হস্ত'—সাধারণতঃ উভয়ই একার্থবোধক বলিয়া মনে হয়। উহাদের পার্থক্য সহসা উপলব্ধ হয় না। সাধারণতঃ বহু শব্দের অর্থে আমরা 'হাত' প্রতিশব্দই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। 'বাহুভ্যাং' এবং 'হস্তাভ্যাং' পদের অর্থে ে পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। 'বাহু' বলিতে 'অংশমণিবন্ধয়োর্মধ্যভাগো দীর্ঘদণ্ডাকারো বাহুঃ'; আর হস্ত বলিতে 'পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তাগ্রভাগো হস্তঃ' বুঝায়। তাহা হইলেই বুঝা গেল,—অংশ

অর্থাৎ স্কন্ধদেশ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত অংশকে বাহু এবং মণিবন্ধ হইতে পঞ্চাঙ্গুলি-সমেত অগ্রাংশকে হস্ত বলে। দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'নারিঃ' পদের ভাষ্যকার যে সাধারণ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই—'অশক্রঃ'। কিন্তু আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র। 'নরঃ' শব্দে ভগবান বিষ্ণুকে বুঝায়। সেই হইতে ঐ পদে ভগবৎ-সম্বন্ধী বা তদংশস্বরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। এখানে 'নরঃ' পদের স্ত্রীলিঙ্গে 'নারী' শব্দের সাধারণ অর্থ 'স্ত্রীলোক' পরিগৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয় মন্ত্র মনঃসম্বোধনমূলক। মনই মূল। মন স্থির না হইলে কোনও কার্য্যই সুফলপ্রসূ হয় না। পূর্ব্বে বহুত্র তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে মনস্থৈর্য্য-সাধনের সঙ্কল্প বিদ্যমান। 'নারিঃ পদের তাই আর এক অর্থ 'শান্তং' পরিগৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। * আমাদিগের পরিগৃহীত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার অর্থ উপলব্ধ হইবে। এই গ্রন্থের ৪৬১ পৃষ্ঠায়ও ইহার ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেখানেও আমরা পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই অনুসরণ করিয়াছি।

পরিশেষে মন্ত্রকয়েকটীর সম্বোধ্য পদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। এই অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রথম অধ্যায়ের দশম কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রের সম্বোধ্য-রূপে হবিঃ বা কতকগুলি ধানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এখানে সেই একই মন্ত্রে গর্ত্ত-খনন জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত অভ্রিকে সম্বোধন আছে। প্রয়োজনানুসারে একই মন্ত্রের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন সম্বোধ্য পদ এবং বিভিন্ন অর্থের পরিকল্পনা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না কি? বেদ-মন্ত্রের এরূপ অর্থ ও প্রয়োগ কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, আমরা যে সম্বোধন-পদের অধ্যাহার করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বে পরে সর্ব্বত্র অর্থ একই ভাব প্রকাশ করে। কোথাও সে অর্থের বা সে ভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। এই ভাবই আমাদের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে।

তার পর চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্র-চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রগুলি ঔদুম্বরী-শাখা অর্থাৎ যজ্ঞডুম্বরের শাখা প্রোথিত করিবার মন্ত্র। যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষ হইতে যজমানের দেহপরিমিত একটী শাখা কাটিয়া লইয়া, ঋত্বিগ্‌গণ-পরিবৃত মণ্ডপের মধ্যস্থলে প্রোথিত করিবার বিধি—সূত্রগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে সেই শাখাকে যূপের ন্যায় মৃত্তিকোপরি শায়িতভাবে রাখিবে। যূপাবট-খননবৎ অভ্রি-স্বীকার হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভোপস্তরণ পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থের আবশ্যক হয়, এই মন্ত্র-চতুষ্টয়ের দ্বারা সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিবার বিধি। যূপাবট-প্রদেশে 'দেবস্য ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে অভ্রি গ্রহণ করিবে। তার পর, ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রোক্ষণভূত জলে যবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর সেই ঔদুম্বরী-শাখার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগ বা মূলাংশকে যথাক্রমে দ্যুলোক অন্তরিক্ষলোক এবং পৃথিবীলোক-রূপে পরিকল্পনা করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সেই প্রোক্ষণভূত জল দ্বারা ঔদুম্বরী শাখার অগ্রভাগ এবং নিম্নভাগ অভিষিঞ্চিত করিবে। ঔদুম্বরী-শাখা প্রোথিত

---

* কৌতূহলের বিষয়,—জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'নারিরসি' মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছেন—"Thou art a woman." অনুবাদকের এ অর্থ—'গোপাল উড়ে' পদদ্বয়ের অনুবাদ (Gopal flying in the sky) অনুরূপ।

করিবার জন্য যে গর্ত্ত খনন করা হয়, প্রোক্ষণশেষভূত জল পঞ্চম মন্ত্রে সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর সপ্তম মন্ত্রে সেই গর্ত্তে দর্ভ স্থাপন করিবে। এইরূপ প্রয়োগ-বিধি অনুসারে, মন্ত্র-সমূহের যে সকল সম্বোধন পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা এই,—চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত অভ্রিসম্বোধনে বিনিযুক্ত। ষষ্ঠ মন্ত্রে যব-শস্যের, চতুর্থ মন্ত্রে ঔদুম্বরী-শাখার অগ্র মধ্য ও মূল-ভাগের, পঞ্চম মন্ত্রে ঔদুম্বরী-শাখা-প্রোথিতকরণোদ্দেশ্যে খনিত গর্ত্তের এবং সপ্তম মন্ত্রে দর্ভের সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, ভাষ্যানুসারী সেই অর্থ নিম্নে প্রকটিত হইল। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম অংশের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখার অগ্র-ভাগ। মন্ত্রের অর্থ—'হে ঔদুম্বর্য্যাগ্রভাগ! দ্যুলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ বা সিঞ্চন করিতেছি।' দ্বিতীয় অংশের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী শাখার মধ্যভাগ। মন্ত্রের অর্থ,—'হে মধ্যভাগ! অন্তরিক্ষলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে জলের দ্বারা সিঞ্চিত করিতেছি।' তৃতীয় অংশের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখার মূলভাগ। মন্ত্রের অর্থ—'হে মূলভাগ! পৃথিবীর প্রীতির জন্য তোমাকে সিঞ্চিত করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখা-প্রোথিত-করণোদ্দেশ্যে খনিত গর্ত্ত। অবটে প্রোক্ষণ-শেষভূত জল সিঞ্চন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'পিতৃগণের আশ্রয়স্থানভূত লোক-সকল এই জল-সিঞ্চনে পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক।' ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য—যবশস্য। মন্ত্রের অর্থ,—'হে যবধান্যবিশেষ! তুমি পৃথক্‌-কারী হও; আমাদিগ হইতে আমাদিগের দুর্ভাগ্যরূপ শত্রুকে পৃথক কর; অপিচ অদানরূপ শত্রুকে পৃথক কর।' ফলতঃ, এই মন্ত্রে সৌভাগ্য ও ধন-লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধ্য—বর্হি। মন্ত্রের অর্থ,—'হে বর্হি! তোমরা পিতৃগণের উপবেশন-স্থানভূত হও।' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ অনুসারে, বিভিন্ন সামগ্রীর সম্বোধনে, ভাষ্যে মন্ত্রসমূহের এবম্বিধ অর্থই পরিগৃহীত হয়।

ভাষ্যানুসারী সম্বোধন-পদ-সমূহে এবং তৎসম্বোধনে মন্ত্রের পরিগৃহীত অর্থে মানুষের পারত্রিক কি মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সকল অনু-ষ্ঠানেরই লক্ষ্য—ঐহিক দুঃখনাশে পারত্রিক কল্যাণ-সাধন। বেদানুসারী ক্রিয়া-কর্ম্মের মূল লক্ষ্য তাহাই মনে হয়। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ আপনার পারত্রিক মঙ্গল-বিধায়ক কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হউক,—কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার সকল কর্ম্মের অবসান হউক, কর্ম্মই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করুক,—আমাদের মনে হয়, ক্রিয়া-পদ্ধতির অবতারণায় বেদমন্ত্র মানুষকে সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে। একটু অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, মন্ত্র-সমূহের এই লক্ষ্যই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই উদ্দেশ্য-প্রকটনই আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। তদ্ভিন্ন, বেদানুসারী বৈদিক ক্রিয়া-পদ্ধতির কোনও ব্যতিক্রম সংঘটন করা, আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যা, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বাপর মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতার বিষয় সুধীগণেরই বিচার্য্য। মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই। সুতরাং সেস্থলে কেন ঔদুম্বরী-শাখা, যবশস্য অথবা অবট ও বর্হি কল্পনা আমরা মন্ত্র চতুষ্টয়ের সে সকল সম্বোধ্য-পদ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদের

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রসমূহের সম্বোধ্য—সৎকর্ম্ম এবং মন অর্থাৎ তদধিষ্ঠিত সেই শুদ্ধভাব বলিয়া মনে করি। সপ্তম মন্ত্রের লক্ষ্য—হৃদয়। ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ, সে হিসাবে, এই হয় যে—'হে আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সংযোজনসাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার সংমিশ্রণকারী হও। অতএব, তুমি আমাদিগ হইতে আমাদের শত্রুগণকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ কর ও বিনাশ কর।' এখানে 'যব' পদ প্রধান লক্ষ্যস্থল। অর্থ—'যৌতি পৃথক্করোতীতি যবঃ অথবা অমিশ্রীকর্ত্তা।' তাহাতে 'যবোঽসি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—তুমি অমিশ্রণকারী অর্থাৎ পৃথক্‌কারী হও।' আমরা এ অর্থ গ্রহণ করি না। 'যু' ধাতু হইতে (যু+অল্—ক) 'যব' পদ নিষ্পন্ন। ঐ যু ধাতুর অর্থ—মিশ্রিত করা। তাহা হইতে 'যবঃ' পদের অর্থ হয়—'মিশ্রয়িতা।' ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয় নির্ম্মল হয় তখনই, যখন সে হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব সেই অজ্ঞানতা প্রভৃতি সদ্ভাবনাশক শত্রুকে পৃথক করে এবং ভগবানের সহিত সাধককে সম্মিলিত করিয়া দেয়। যতক্ষণ অন্তরে অসদ্ভাবের সমাবেশ থাকে, ততক্ষণ সে হৃদয়ে সদ্ভাবের স্থান হয় না; আবার সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাব দূরে পলায়ন করে। এই জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব যেমন একদিকে হৃদয়কে অসদ্ভাব হইতে পৃথক করে, তেমনই অন্যদিকে সতের সহিত তাহাকে সংযোজিত করিয়া দেয়। হৃদয় সদসৎ উভয়েরই আধারস্থানীয়। সৎকে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অসৎ দূর করিবার আবশ্যক হয়। শুদ্ধসত্ত্ব এতদুভয় ব্যাপার সংঘটনে সমর্থ বলিয়া মনে করি। কর্ম্ম-কাণ্ডানুসারে, যবশস্য যেরূপভাবেই কার্য্যকরী হউক না কেন, কিন্তু হৃদয়ের আবিলতানাশে হৃদয়কে ভগবদনুসারী করিতে যবশস্য কিরূপ কার্য্যকরী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি,—ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল-সাধন। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভক্তসাধক হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশে অসদ্ভাব-দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম মন্ত্রের লক্ষ্য—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের হিতসাধন। এই তিনটী মন্ত্রে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ হইয়াছে। সাধক কহিতেছেন,—'আমার শুদ্ধসত্ত্ব যে কেবল আমারই মঙ্গলসাধক হউক, তাহা নহে; পরন্তু তদ্দ্বারা এই বিশ্বচরাচরের সকলেই উপকৃত হউক। আমি যেন এমন সাধনা-সম্পন্ন হই, আমি যেন এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বচরাচরের সকলেই নিজ নিজ উৎকর্ষতাসাধনে সমর্থ হয়। 'দিবে', 'অন্তরিক্ষায়', 'পৃথিব্যৈ' প্রভৃতি পদ, আমরা মনে করি, সেই বিশ্বজনীন ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। পঞ্চম ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয়ের প্রার্থনা সরল। সুতরাং তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে হইলে বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা প্রয়োজন। চিত্তের বিক্ষোভ দূর না হইলে সদ্ভাবের অধিকারী হওয়া যায় না। তাই মন্ত্রদ্বয় উপদেশ দিতেছে,—চিত্তের বিক্ষোভ দূর কর; হৃদয় নির্ম্মল কর; সদ্ভাব আপনিই আসিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' আমরা মনে করি, পূর্ব্বোক্ত ভাব-তরঙ্গ প্রবাহমান রহিয়াছে।

অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারিটী মন্ত্রও ঔদুম্বরী-শাখা সম্বন্ধে বিনিযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে চারিটী মন্ত্রেই ঔদুম্বরীর সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি। (৮) হে ঔদুম্বরি! তুমি দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে পতিত না হয়, তাহাই কর। অন্তরিক্ষকে পূরণ কর; এবং পৃথিবীকে দৃঢ় কর।' ঔদুম্বরী-শাখা গর্ত্তে স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—(৯) হে ঔদুম্বরী! দ্যোতমান্ মরুৎপুত্র দ্যুতান নামক দেবতা স্থির রক্ষার দ্বারা তোমাকে গর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত করুন; মিত্রাবরুণদেবতাও স্থির রক্ষার দ্বারা তোমাকে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করুন।' যূপাবটস্থানে দশম মন্ত্র পাঠ করিবে। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ,—(১০) 'হে ঔদুম্বরি। তোমার উপরে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছি। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ—ব্রাহ্মণজাতির সম্ভজনকারী, ক্ষত্রিয়-জাতির সম্ভজয়িতা, ধন এবং পুষ্টি প্রদানকারী।' শাখার চতুর্দ্দিকে স্থাপিত মৃত্তিকা দৃঢ় করিতে করিতে অর্থাৎ পিটিতে পিটিতে একাদশ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ—'হে ঔদুম্বরী! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়জাতি জীবন এবং পুত্রাদিকে দৃঢ় কর।'

মন্ত্রের প্রার্থনা সরলভাবদ্যোতক। অষ্টম মন্ত্রে নিখিল দেবভাব আহরণ করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অর্থ সংসূচিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অর্থে, হৃদয়ের বিবিধ বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। আমাদিগের মতে মন্ত্র-কয়টী মন বা চিত্তবৃত্তির সম্বোধন-মূলক। মন বা চিত্তবৃত্তি পাপ-পুণ্য সৎ-অসৎ—সকল ভাবেরই আধার। মন স্থির না হইলে, পাপ বা অসৎ মন হইতে বিদূরিত না হইলে, পরিত্রাণের আশা অতি বিরল। প্রার্থনাকারীর তাই আকাঙ্ক্ষা—তাহার হৃদয় নির্ম্মল হউক, তাহার মন সকল সদ্ভাবের ধারক ও পোষক হউক। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরিক্ষে—যেখানে যত দেবভাব আছে, যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব আছে, সমস্তই তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক। তৃতীয় অন্বয়েও প্রায় এই প্রকারের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'অন্তরিক্ষ' পদে অনন্তত্বের ভাব দ্যোতিত হইতেছে। মন বা চিত্তবৃত্তি অকাশের ন্যায় বহু ও অনন্ত। আকাশের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; মনের বা চিত্তবৃত্তিরও তেমনি আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সেই আদ্যন্তমধ্যহীন মন বা চিত্তবৃত্তিই সকল সদ্ভাবের—সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। সেই চিত্তবৃত্তিকে সদ্ভাবে পরিপূর্ণ করিবার প্রার্থনা, 'অন্তরিক্ষং আপৃণ' মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ঐ 'অন্তরিক্ষং' পদে সদ্ভাবরাশির অনন্তত্বের বিষয়ও দ্যোতিত হয়। সদ্ভাবের সৎকর্ম্মের বা পুণ্যানুষ্ঠানের অন্ত নাই—তাহা সকলেরই অনুমিত। 'দিবং' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। দ্যুলোক বা স্বর্গ যেমন সর্ব্বোন্নতভাবে অবস্থিত, হৃদয়ও তেমনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হৃদয়ই দেবতার আসন, হৃদয়ই পরম সুখের বা মোক্ষের মূলীভূত! হৃদয় যদি পুণ্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলেই পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা। আর হৃদয় কলুষিত হইলে, সে আশা অতি বিরল। তাই প্রার্থনা,—'যে হৃদয় সিংহাসন ভগবানের আসন, যে হৃদয় পরমার্থলাভের বা পরমসুখের মূলীভূত, আমার সেই হৃদয় যেন কলুষ-পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়,—'দিবং স্তভান' প্রভৃতি মন্ত্রাংশে এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশের 'পৃথিব্যাং' পদ সপ্তম্যন্ত। ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে

'পৃথিবীং' পদ গ্রহণ করা হয়। আমাদের ব্যাখ্যায় আমরাও ঐ প্রকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,—'আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর।' পৃথিবী সকলের আধার, পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সৎ অসৎ সকলকেই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। চিত্তবৃত্তি বা মনও তদ্রূপ পাপ-পুণ্য সৎ অসৎ সকল ভাবের আশ্রয়। এই ভাব হইতেই 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার 'পৃথিব্যাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলেও এক সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বধারণক্ষম। আধার-ক্ষেত্র আমার এই হৃদয়ে 'দৃংহ'—'দৃঢ়ী ভব' অর্থাৎ অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করুন।' ফলতঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'আমাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সদ্ভাব সমাবিষ্ট হউক। আমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হই। আমার হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত হউক।'

মন বা চিত্তবৃত্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত। মন চাঞ্চল্যরহিত না হইলে, চিত্তবৃত্তি স্থির না হইলে, শ্রেয়ঃ-লাভে নানা অন্তরায় ঘটে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি কিসে স্থির হয়?—মনের চাঞ্চল্য কিসে দূর হয়? শাস্ত্র সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়াছেন—নানা পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয়েই ভগবদনুগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ভিন্ন চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রয়াসই আসিতে পারে না। কর্ম্মফল সে পথের অন্তরায় হয়। সেইজন্য দেবানুগ্রহের প্রয়োজন। নবম মন্ত্রে তাই চিত্তস্থৈর্য্যসাধনে ভগবদনুকম্পালাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। দেবতাগণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, তাঁহাদের অনুকম্পায় মন চাঞ্চল্যরহিত হইয়া অবস্থিতি করুক,—মন্ত্রে সাধক সেই প্রার্থনা করিতেছেন। একাদশ মন্ত্রে 'আয়ুঃ' বা জীবন দৃঢ়ীকৃত করিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'আয়ুর্দ্দৃংহ' অর্থাৎ 'আমার আয়ুকে বা জীবনকে দৃঢ় কর।' আয়ুকে দৃঢ় করিয়া কি ফললাভ হইবে? এই সংসারতাপ-তপ্ত আয়ুঃ যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই তো মঙ্গল! তবে আয়ু পাইবার প্রার্থনা কেন? আমরা মনে করি, এখানে সেই ভোগায়তন আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পায় নাই। এখানকার প্রার্থনা,—'আমি যেন সেইরূপ আয়ুঃ পাই, যে আয়ুঃ আমাকে সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যায়। এই হিসাবে 'আয়ুঃ' পদে আমরা এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য অর্থ আমনন করি। আহার-মৈথুন-নিদ্রা লইয়া যে আয়ুঃ বা জীবন, তাহা তো আয়ুঃ-পদ-বাচ্যই হইতে পারে না। তেমন আয়ুঃ, তেমন জীবন তো পশুতেও ধারণ করে—অতি নীচ পাষাণ্ডেরও তাহাতে অধিকার আছে। প্রার্থী এখানে ভগবানের নিকট তেমন আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছে না। এখানকার প্রার্থনা—সৎকর্ম্মশীল পুণ্যপূত আয়ুঃ-লাভের। এই হিসাবেই মন্ত্রের আমরা অর্থ করিয়াছি,—'আমার সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে দৃঢ় কর।' মনের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই, চিত্তে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই, তাহা সম্ভবপর হয়। মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে।

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রহ্মবনি, ক্ষত্রবনি, রায়স্পোষবনি' প্রভৃতি পদের এবং অন্যান্য পদের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাক-সমূহে দ্রষ্টব্য। মন্ত্র-কয়েকটী মনঃ-সম্বোধন-মূলক। *

'দ্যুতানঃ' পদ একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিতেছেন,—'দীপ্যমানঃ'! কিন্তু অনুবাদকের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি ঐ 'দ্যুতানঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'the name of a Vedic Rishi' অর্থাৎ ঐ পদে 'দ্যুতানঃ' নামক কোনও বৈদিক ঋষিকে বুঝাইতেছে। অনুবাদকের এবম্বিধ অর্থ-গ্রহণের যৌক্তিকতা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য ঋষি প্রভৃতির সম্বন্ধের কল্পনা অমূলক-মাত্র।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ—দুইটী মন্ত্রটী সরল। কিন্তু ভাষ্যের ভাব জটিল। ভাষ্যে মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔডুম্বরী, তৃণময় কট প্রভৃতি। ঔডুম্বরী শাখার যেখান হইতে দুইটী ডাল বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে স্রুব বা ঘৃত ঢালিয়া দিবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হূয়মান এই ঘৃতের দ্বারা, হে দ্যাবাপৃথিবীরূপ ঔডুম্বরী তোমরা পরিপূর্ণ হও।' ঔডুম্বরীর উপরে সদনামক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিভাগে, প্রাবরণের মধ্যভাগে, তৃণনির্ম্মিত কট আরোপণ করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে তৃণময় কট! তুমি ইন্দ্রের বা ইন্দ্র সম্বন্ধী ছদি অর্থাৎ কট হও। অতএব তুমি সকলের ছায়া হও। অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্ প্রভৃতি প্রাণিদিগকে আশ্রয় দান কর বলিয়া তাহাদের ছায়া হয়।'

ভাষ্যের অর্থ এইরূপ। ইহা হইতে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ছায়া' 'ছদি' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব প্রকটিত হইতে পারে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত করিয়াছি। আমাদের মতে এই দুইটী মন্ত্রের সম্বোধ্য—মনোবৃত্তি। মনোবৃত্তি সকলের আধারস্থানীয়; মনোবৃত্তিই সকল মঙ্গলামঙ্গলের নিদান। মনোবৃত্তি অনুসারেই মানুষ সংসারে সুফল-কুফলের অধিকারী হইয়া থাকে। সেই মনোবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারিলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা মনে করি, সেই সদ্ভাব-মণ্ডিত মনোবৃত্তিই এই মন্ত্রসমূহের সম্বোধ্য। সদ্ভাবমণ্ডিত শুদ্ধসত্ত্ব-পরিশোধিত মনোবৃত্তি ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সহায়। প্রথম মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'তোমার মনোবৃত্তি সদ্ভাবের আধার হউক;

---

* এই চারিটী মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"Prop heaven, : fill full the air, on earth stand firmly.

Dyutana, offspring of the Maruts, plant thee !, Mitra and Varuna with firm upholding.

I close thee in, thou winner of the Brahmans, winner of Nobles and abundant riches.

Strengthen the Brahmans, Strengthen thou the Nobles, Strengthen our vital power, strengthen our offspring."

তাহা হইলে ইহলোকে এবং পরলোকে তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।' সঙ্ক্ষেপতঃ মন্ত্র সেই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সৎকর্ম্মপরায়ণ জন ধনপুষ্টির দ্বারা নিত্যসমৃদ্ধ হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

একাদশ মন্ত্রের 'দ্যাবাপৃথিবী' পদ ভাষ্যে সম্বোধন-রূপে ব্যবহৃত। আমরা ঐ পদকে কর্ত্তৃপদরূপে গ্রহণ করি; এবং ঐ পদে দ্যুলোক ও ভূলোক অভিধায়ে সকল লোক অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থ আমরা গ্রহণ করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমাদের সদ্ভাবসমূহ সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হউক। 'ছদি' পদে তদাখ্য মণ্ডপ উপলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—তৃণনির্ম্মিত কট অর্থাৎ মাহুরের ন্যায় সামগ্রী। স্থূলতঃ, ঐ পদে আবরকের ভাব আসে। সেই আবরণ—আশ্রয়-স্থান, আবার আধাররূপেও পরিগৃহীত হইতে পারে। এই ভাব হইতেই আমরা 'ছদি' পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি—'আশ্রয়স্বরূপঃ বা আধারস্থানীয়ঃ'। ভগবানকে ধারণ—মনোবৃত্তিই করিতে পারে। এই হিসাবেই মনোবৃত্তি ভগবানের আশ্রয় বা আধার-স্বরূপ। আবার 'ছায়া' পদেব ভাবও পূর্ব্বোক্তরূপ। এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রদ্বয় কহিতেছে—'মনোবৃত্তিকে ভগবানের আশ্রয়-স্বরূপ বা আধারস্থানীয় করিতে হইলে, তাহাকে সদ্ভাবমণ্ডিত কর।' প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা—'হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি ভগবানকে আশ্রয় কর এবং তৎপক্ষে নিখিলসদ্ভাবের ধারক হও। তাহা হইলে পরমাগতি লাভ হইবে।

চতুর্দ্দশ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। কিন্তু ভাষ্যের ভাব জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধী—ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। কুড্যবদারণে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। তাহাতে ভাষ্য-মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে গির্ব্বণ ইন্দ্র! স্তোত্রশস্ত্ররূপা বাক্ (বাক্য) তোমাকে সর্ব্বদিকে বা সর্ব্বপ্রকারে কটরূপে পরিগ্রহণ করুক! কিরূপ তোমাকে? অর্থাৎ—'বৃদ্ধায়ুঃ' মহামনুষ্য অথবা বৃদ্ধ মনুষ্য বা মরুদ্গণ যাহার, সেইরূপ তোমাকে। কিরূপ বাক্? অর্থাৎ—সবনত্রয়ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত; অর্থাৎ প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন-সবন, তৃতীয়সবন প্রভৃতি ক্রমে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভাবে, অনুক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অপিচ, আমাদেব সেবা আপনার প্রিয় হউক।' ইত্যাদি।

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এক চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার যে পরম পরিণতি, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়,—এতদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ কি? মর্ম্মার্থ কি এই নয় যে, আমি যেন এমন অপকর্ম্ম কিছু না করি, যাহার জন্য আমার স্তুতি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়; পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার নিকট পৌঁছিয়া যায়।

তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক;- এ ভাবের কি তুলনা আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-দেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি, গীতার মধ্যে এ ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ-ব্যপদেশে, এই ভাবের কিঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে।

সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবের ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—এ সংসারের কয় জন?

এ ভাবের এক প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা। কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি হরিপরায়ণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব? কে আর কহিবে এখন,—

'তোমারি সুখেতে আমারি সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি, অমিয়-রাশি,
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই॥'

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে—এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! এ মন্ত্র সেই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমরা মনে করি,—মন্ত্রমধ্যে এই উচ্চভাব—উচ্চনীতি নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'মানুষ! যদি তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, এই ভাবের ভাবুক হও; তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হও। পাগল হইয়া পাগলের প্রতি ধাবমান হও। নিষ্কাম-কর্ম্মের সাধনা কর, সকল কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই তোমার পরম-শ্রেয়ঃ লাভ হইবে।' মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছে। *

ভাষ্য-মধ্যে পঞ্চদশ মন্ত্রের তিনটী সম্বোধন পদ দৃষ্ট হয়। সে তিনটী সম্বোধন পদ—রজ্জু, গ্রন্থি ও সদস্। এই মন্ত্রাংশসমূহে ত্রিবিধ পরিষীবণাদি ক্রিয়া করিবার বিধি। মন্ত্রের চারিটী অংশ পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রথম অংশের সম্বোধ্য—রজ্জু। রজ্জু দ্বারা কটকে সদসাখ্য মণ্ডপে বাঁধিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ,—'হে রজ্জু! তুমি সদসভিমানী ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধি সীবন অর্থাৎ বন্ধনহেতু-ভূত হও।' দ্বিতীয় অংশের সম্বোধন—গ্রন্থি। মন্ত্রার্থ—'হে গ্রন্থি! তুমি ইন্দ্র-সম্বন্ধি হইয়া স্থির হও।' তৃতীয় অংশ সদসাখ্য মণ্ডপের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। অর্থ,—'হে সদ! তুমি ইন্দ্র-সম্বন্ধি হও।' হবির্দ্ধানের একাংশকে অগ্ন্যাগার-দ্বারের অন্তর্ব্বেদিরূপে পরিকল্পনা করিয়া 'বৈশ্ব-দেবমসি' মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে আগ্নীধ্র! তুমি সর্ব্বদেবসম্বন্ধি হও।' মন্ত্রসম্বন্ধে ভাষ্যের ভাব এইরূপ।

আমরা মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে তিনটী সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছেন, মন্ত্রে সেরূপ কোনও সম্বোধন পদের অধ্যাস নাই।

---

* এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"Lover of song, may these our songs encompass thee on every side;

"Strengthening thee of lengthened life, may they be dear delights to thee."

সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধ্য ভাষ্যোল্লিখিত পদত্রয় ভিন্ন অন্য পদ যে হইতে পারে না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বেদমন্ত্রের সার্ব্বজনীন অর্থ হওয়াই সঙ্গত। সার্ব্বজনীনত্ব রক্ষা করিতে হইলে মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের ভাব তদনুরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গ্রন্থি, রজ্জু বা সদস—এই তিনটী সম্বোধন ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্যান্য স্থানে ঐ সকল মন্ত্রের সম্বোধ্য ভিন্ন-রূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সার্ব্বজনীনত্ব রক্ষার বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধ্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পূর্ব্বাপর মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি রক্ষা বিষয়ে কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্যূ', 'ধ্রুবঃ' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণ অনুবাকে করা হইয়াছে। এখানেও আমরা ঐ সকল পদের সেই অর্থই পরিগ্রহণ করি। সুতরাং এস্থলে পুনরায় বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বভাব যে সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বাত্মক, পূর্ব্ব-মন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে তাহাও বিশ্লেষিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ ভগবানে লীন হইতে হইলে, সদ্‌ভাব সচ্চিন্তা নিত্যসহচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছে,—'ভগবদ্ভাবে ভাবান্বিত হও, তাঁহার গুণালোচনা কর, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হও; তাহা হইলেই পরমার্থলাভে সফলকাম হইতে পারিবে।' * (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

—*—

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামি।

(২) ইদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেদমেনমধরং করোমি যো নঃ সমানো যোঽসমানোঽরাতীয়তি গায়ত্রেণ ছন্দসাঽববাঢ়ো বলগঃ।

---

* অনুবাকের শেষ মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

Thou art the needle for the work of Indra. Thou art the firmly fastened knot of Indra. Indra's art thou. Thou art the Visvedevas."

(৩) কিমত্র ভদ্রং তন্নৌ সহ।

(৪) বিরাডসি সপত্নহা সম্রাডসি ভ্রাতৃব্যহা স্বরাডস্যভিমাতিহা

বিশ্বারাডসি বিশ্বাসাং নাষ্ট্রাণা৺ হন্তা।

(৫) রক্ষোহণো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্রক্ষোহণো বলগহনোঽব

নয়ামি বৈষ্ণবান্ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী

রক্ষোহণো বলগহনোঽব স্তৃণামি বৈষ্ণবান্।

(৬) রক্ষোহণো বলগহনোঽভি জুহোমি বৈষ্ণবান্

রক্ষোহণৌ বলগহনাবুপ দধামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ

বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ

বলগহনৌ পরি স্তৃণামি বৈষ্ণবী।

(৭) রক্ষোহণৌ বলগহনৌ বৈষ্ণবী বৃহন্নসি বৃহদ্গ্রাবা

বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদ ॥ ২ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) রক্ষোহণ ইতি রক্ষঃ—হনঃ। বলগহন ইতি বলগ—হনঃ। বৈষ্ণবান্। খনামি।

(২) ইদম্। অহম্। তম্। বলগমিতি বল—গম্। উদিতি। বপামি। যম্। নঃ।
সমানঃ। যম্। অসমানঃ। নিচখানেতি নি—চখান। ইদম্। এনম্।
অধরম্। করোমি। যঃ। নঃ। সমানঃ। যঃ। অসমানঃ।
অরাতীয়তি। গায়ত্রেণ। ছন্দসা। অববাঢ় ইত্যব—বাঢ়ঃ।
বলগ ইতি বল—গঃ।

(৩) কিম্। অত্র। ভদ্রম্। তৎ। নৌ। সহ।

(৪) বিরাডিতি বি—রাট্। অসি। সপত্নহেতি সপত্ন—হা। সম্রাডিতি সম্—রাট্।
অসি। ভ্রাতৃব্যহেতি ভ্রাতৃব্য—হা। স্বরাডিতি স্ব—রাট্। অসি। অভিমাতি-
হেত্যভিমাতি—হা। বিশ্বারাডিতি বিশ্ব—রাট্। অসি।
বিশ্বাসাম্। নাষ্ট্রাণাম্। হন্তা।

(৫) রক্ষোহণ ইতি রক্ষঃ—হনঃ। বলগহন ইতি বলগ—হনঃ। প্রেতি। উক্ষামি

বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণ ইতি রক্ষঃ—হনঃ। বলগহন ইতি বলগ—হনঃ। অবেতি।

নয়ামি। বৈষ্ণবান্। যবঃ। অসি। যবয়। অস্মৎ। দ্বেষঃ। যবয়।

অরাতীঃ। রক্ষোহণ ইতি রক্ষঃ—হনঃ। বলগহন ইতি বলগ—

হনঃ। অবেতি। স্তৃণামি। বৈষ্ণবান্।

(৬) রক্ষোহণ ইতি রক্ষঃ—হনঃ। বলগহন ইতি বলগ—হনঃ। অভীতি। জুহোমি।

বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণাবিতি রক্ষঃ—হনৌ। বলগহনাবিতি বলগ—হনৌ। উপেতি।

দধামি। বৈষ্ণবী ইতি। রক্ষোহণাবিতি রক্ষ—হনৌ। বলগহনাবিতি বলগ—

হনৌ। পরীতি। উহামি। বৈষ্ণবী ইতি। রক্ষোহণাবিতি রক্ষঃ—

হনৌ। বলগহনাবিতি বলগ—হনৌ। পরীতি।

স্তৃণামি। বৈষ্ণবী ইতি।

(৭) রক্ষোহণাবিতি রক্ষঃ—হনৌ। বলগহনাবিতি বলগ—হনৌ। বৈষ্ণবী ইতি। বৃহন্।

অসি। বৃহদ্গ্রাবেতি বৃহৎ—গ্রাবা। বৃহতীম্। ইন্দ্রায়। বাচম্। বদ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! বৈষ্ণবান্ (ভগবদংশভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎ-কর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বল্গহনঃ' (মোহজনকান্, আন্ত-র্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'খনামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ হি ভগবৎ-প্রীতিসাধকাঃ। ভগবৎপ্রীতয়ে তান্ সদ্ভাবান্ হৃদি সংজনয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

২। (ক) 'ইদং' (অনেন প্রবর্ত্তমানেন মন্ত্ররূপায়া বাচা, যদ্বা—অস্মাভিরনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা, অথবা হৃদিসঞ্জাতেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'তং' (সর্ব্বং) 'বল্গং' (মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যপ্রকৃতিং) 'উদ্বপামি' (বিশেষেণ দূরীকরোমি নাশয়ামি বা ইতি যাবৎ)।

(খ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সমানঃ' (সহাধিষ্ঠিতঃ, অন্তরস্থিতঃ বা রিপুঃ) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং কুপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (জনয়তি) অপিচ 'অসমানঃ' (প্রলোভনাদিরূপঃ বহি-রাগতঃ যঃ শত্রুঃ) 'যং' (মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যপ্রকৃতিং) 'নিচখান' (জনয়তি) 'ইদং' (অনেন প্রবর্ত্তমানেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন, যদ্বা—হৃদিসঞ্জাতেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন) 'এনং' (তৎসর্ব্বং মোহজনকং অন্তর্ব্বাহ্যশত্রুং) অহং 'অধরং করোমি' (নীচং নাশং বা ইত্যর্থঃ করোমি, নাশয়ামি ইতি ভাবঃ)।

(গ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সমানঃ' (সহাধিষ্ঠিতঃ) 'যঃ' (শত্রুঃ—মোহজনকঃ কুপ্রবৃত্তিরূপঃ অপিচ 'নঃ' (অস্মাকং) 'অসমানঃ' (বহিরাগতঃ, কর্ম্মসঞ্জাতঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (শত্রুঃ—মোহজনকঃ কুপ্রবৃত্তিরূপঃ) অস্মান্ 'অরাতীয়তি' (হিংসয়তি) 'বল্গঃ' (তে আন্তর্ব্বাহ্যঃ শত্রুঃ) 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' (গায়ত্রীছন্দোবদ্ধেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ) 'অববাঢ়ঃ' (নিবারিতঃ, বিনাশিতঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু। কর্ম্মপ্রভাবেন অস্মাকং কুপ্রবৃত্তিনিবহাঃ বিতাড়িতাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ।

৩। হে ভগবন্! ভগবদনুগ্রহেণ 'অত্র' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'নৌ সহ' (অস্মাভিঃ সহ) 'কিং' (যথা ত্বং বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ) তথা 'ভদ্রং' (কল্যাণং, কর্ম্মফলং বা) বিধায়সি ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'বিরাট্' (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ—পরমপুরুষঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মৎপক্ষে 'সপত্নহা' (অন্তরস্থিতানাং সহাধিষ্ঠিতানাং জন্মসহজাতানাং শত্রূণাং নাশকঃ ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্ অস্মাকং অন্তশত্রূন্ বিনাশয় ইতি প্রার্থনা।

(খ) হে ভগবন্! ত্বং 'সম্রাট' (সম্যক্ রাজমান্, সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ স্বামী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মাকং 'ভ্রাতৃব্যহা' (পুত্রপৌত্রাদিস্নেহবন্ধনানাং নাশকঃ, সংসার-বন্ধননাশকঃ ইতি ভাবঃ) ভব ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং ভববন্ধনং নাশং যাতু ইতি ভাবঃ।

(গ) হে ভগবন্! ত্বং 'স্বরাট্' (স্বাত্মনি স্বয়মেব রাজমানো দীপ্যমানো বা) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং অস্মাকং 'অভিমাতিহা' (অননকুলানাং মোহজনকানাং আন্তর্ব্বাহ্য-শত্রূণাং নাশয়িতা ইতি যাবৎ) ভব ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শত্রুনাশসামর্থ্যান্ বিধেহীতি ভাবঃ।

(ঘ) হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বরাট্' (বিশ্বচরাচরস্য সর্ব্বেষাং অন্তরে নিত্যরাজমানঃ দীপ্যমানঃ বা, যদ্বা—বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রকাশকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'বিশ্বাসাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং) 'নাষ্ট্রাণাং' (শত্রূণাং—রিপুরূপাণাং ইতি ভাবঃ) 'হন্তা' (নাশয়িতা ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং কুপ্রবৃত্তীন্ নাশয় ইতি প্রার্থনা।

৫। (ক) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদংশভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃণাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বল্‌গহনঃ' (মোহজনকান্ আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রোক্ষামি' (নিয়োজয়ামি—ভগবতি ইতি শেষঃ; প্রকৃষ্টরূপেণ সুসংস্কৃতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং প্রকৃষ্টরূপেণ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ হি ভগবতঃ প্রীতিসাধকাঃ। ভগবৎপ্রীতয়ে তান্ সর্ব্বান্ সদ্ভাবান্ নিয়োজয়ামীতি সঙ্কল্পঃ।

(খ) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! যূয়ং যথা 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদঙ্গীভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বল্‌গহনঃ' (মোহজনকান্ আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি ভাবঃ) ভবথ তথা যুষ্মান্ 'অবনয়ামি' (অবনতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎপ্রীতিসাধনোপযোগিরূপেণ সুসংস্কৃতান্ করোমি)। অয়ং মন্ত্রোহপি সঙ্কল্পমূলকঃ। যথা মম হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থাঃ ভবন্তি, তথা তান্ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীতি ভাবঃ।

(গ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! ত্বং 'যবঃ' (ভগবতা সহ মিলনসাধকঃ, যদ্বা—পরমাত্মনা সহ আত্মানং সংযোজকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্—অস্মাকং শত্রূন্) 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'যবয়' (পৃথক্কুরু, দূরে অপসারয়, নাশয়েতি যাবৎ); তথা 'অরাতীঃ' (দানপ্রতিবন্ধকান্, যদ্বা—সদ্বৃত্তিনাশকান্ শত্রূনপি ইত্যর্থঃ) 'যবয়' (নাশয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং আন্তর্ব্বাহ্যশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমাত্মনা সহ সংযোজয়।

(ঘ) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! বৈষ্ণবান্' (ভগবদঙ্গীভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বল্‌গহনঃ' (মোহজনকান্ আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি যাবৎ) যুষ্মান্ 'অবস্তৃণামি' (সংপাতয়ামি, যথা যূয়ং ভগবৎপ্রীণনসাধকাঃ ভবন্তি তথা যুষ্মান্ আস্তীর্ণান্ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ।

(ঙ) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদঙ্গীভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বল্‌গহনঃ' (মোহজনকান্ আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি যাবৎ) যুষ্মান্ 'অভিজুহোমি' (ভগবতি সমর্পয়ামি—উৎসৃজ্যামি বা ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকং। সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পণায় অত্র সঙ্কল্পঃ দ্যোততে। মন্ত্রোহয়ং নিষ্কামকর্ম্মণঃ মূলসূত্রং প্রদর্শয়তি। অস্য ভাবঃ—মম সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতমস্তু।

(৬) (ক) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্ম-বিঘাতৃণাং হন্ত্ৰী, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বল্‌গহনা' (মোহজনকে আন্তর্ব্বাহ্য-বৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'উপদধামি' (স্থাপয়ামি—শত্রু-হননায় ভগবৎপ্রীতয়ে চ নিয়োজয়ামিতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভগবৎপ্রীত্যুপোযোগিনী ভবতু।

(খ) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃণাং হন্ত্ৰী, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বল্‌গহনৌ' (মোহজনকে আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইতি ভাবঃ) যুবাং 'পর্য্যূহামি' (সদ্ভাবেন পরিতঃ ছাদয়ামি, যুবয়োঃ ঔৎকর্ষসাধনেন ভগবন্তং প্রাপয়ামি, যদ্বা—ভগবতা সহ নিলীয়ামীতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি সঙ্কল্পমূলকঃ। মম জ্ঞানকর্ম্মণী এবম্বিধে ভবতাং, যেন মম ভগবৎপ্রাপ্তিঃ সুগমো ভবতীতি ভাবঃ।

(গ) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্ত্ৰী, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বল্‌গহনৌ' (মোহজনকে আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইতি ভাবঃ) যুবাং 'পরিস্তৃণামি' (সংপাতয়ামি, যথা যুয়ং ভগবৎ-প্রীতিসাধকাঃ ভবন্তি তথা যুষ্মান্ আস্তীর্ণান উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীত্যর্থঃ।

(ঘ) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃণাং হন্ত্ৰী, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বল্‌গহনৌ' (মোহজনকে আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইতি ভাবঃ) যুবাং 'বৈষ্ণবী' (অস্মৎসম্বন্ধে ভগবৎপ্রাপকে ভবতাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ।

(৭) হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! ত্বং 'বৃহন্' (মহান্ অনন্তস্বরূপঃ) অপিচ ত্বং 'বৃহদ্‌গ্রাবা' (মহদ্ধনিযুক্তঃ, মহামহিমোপেতঃ শব্দব্রহ্মরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তায় ভগবৎপ্রীতয়ে) 'বাচং' (স্তোত্রলক্ষণং বাক্যং, স্তুতিমন্ত্রং ইত্যর্থঃ) 'বদ' (উচ্চারয়)। মন্ত্রোঽয়ং উদ্বোধনমূলকঃ ভগবৎপূজনায় অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—২ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকদিগের নাশয়িতা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্য-প্রবৃত্তিনাশকারী অর্থাৎ মায়ামোহনাশক তোমাদিগকে হৃদয়ে স্থাপন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। হৃদ্গত সদ্ভাবরাজি ভগবৎপ্রীতিসাধক। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সেই সদ্ভাবসমূহকে বিনিযুক্ত করি,—ইহাই সঙ্কল্প।)

২। (ক) প্রবর্ত্তমান এই মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা অর্থাৎ হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সেই সকল মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্য-প্রকৃতিকে বিশেষরূপে বিনষ্ট করি।

(খ) আমাদের সহাধিষ্ঠিত অন্তরস্থিত রিপুশত্রু, মোহজনক যে কুপ্রবৃত্তি-সমূহকে উৎপন্ন করে অপিচ প্রলোভনাদিরূপ বহিরাগত যে শত্রু মোহজনক অন্তর্ব্বাহ্য-প্রকৃতিকে উৎপাদিত করে, আমাদিগের প্রবর্ত্তমান সৎকর্ম্মের প্রভাবে অর্থাৎ হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সেই সকল মোহজনক আন্তরবাহ্যশত্রুকে আমি বিনাশ করি।

(গ) আমাদের সহাধিষ্ঠিত যে শত্রু (মোহজনক কুপ্রবৃত্তি) এবং আমাদের বহিরাগত কুপ্রবৃত্তিরূপ যে শত্রু আমাদিগকে হিংসা করে, সেই আন্তর্ব্বাহ্যশত্রু গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা নিবারিত (বিনাশিত) হউক। (ভাব এই যে—কর্ম্মপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দূরীভূত হউক)।

৩। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে (আমাদিগের) এই কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদিগের সহিত যাহাতে আপনি নিত্যবর্ত্তমান হয়েন, আপনি আমাদিগের সেইরূপ কল্যাণ (কর্ম্মফল) বিধান করুন।

৪। (ক) হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী হয়েন! অতএব আমাদিগের অন্তরস্থিত সহাধিষ্ঠিত অর্থাৎ জন্মসহজাত শত্রুগণের বিনাশকারা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন)।

(খ) হে ভগবন্! আপনি সকলের অধিপতি স্বামী হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি সম্পর্কিত স্নেহ-বন্ধনের অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের নাশকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের ভববন্ধন নাশপ্রাপ্ত হউক)।

(গ) হে ভগবন্! আপনি স্বয়ংই আপনাতে বিদ্যমান, দীপ্যমান্ ও প্রকাশমান্ হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগের অননুকূল মোহোৎপাদক আন্তরবাহ্য শত্রুগণের বিনাশকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শত্রুনাশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন)।

(ঘ) হে ভগবন্! আপনি বিশ্বচরাচরে সকলের অন্তরে নিত্যবিরাজমান ও দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া আছেন অথবা আপনি বিশ্বের সকলের প্রকাশক হয়েন। অতএব আপনি বিশ্বের সর্ব্বজনের রিপুশত্রুসমূহের নাশক হউন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগের-কুপ্রবৃত্তি সমূহকে নাশ করুন)।

৫। (ক) হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎ-কর্ম্মবিঘাতকদিগের নাশয়িতা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্য প্রবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদিনাশক তোমাদিগকে ভগবানে নিয়োজিত করি অথবা প্রকৃষ্টরূপে সুসংস্কৃত করি অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে উৎকর্ষ সাধন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। হৃদ্গত সদ্ভাবরাজি ভগবৎপ্রীতিসাধক! ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সেই সদ্ভাব-সমূহকে বিনিযুক্ত করি,—সাধকের ইহাই সঙ্কল্প)।

(খ) হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমরা যেন ভগবদংশভূত সৎকর্ম্মের বিঘাতকদিগের বিনাশকারী অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহ-জনক আন্তর্ব্বাহ্য-প্রবৃত্তিনাশক অথবা মায়ামোহবিনাশকারী হও, সেইরূপে তোমাদিগকে অবনত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধনোপযোগিরূপে সুসংস্কৃত করিতেছি। (এ মন্ত্রটীও সঙ্কল্পমূলক। আমার হৃদয়স্থিত সদ্ভাবরাজি যাহাতে ভগবৎ-প্রীতি-সাধনসমর্থ হয়, সেইরূপভাবে উৎকর্ষসম্পন্ন করি)॥

(গ) আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত মিলনসাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোজক (মিশ্রণকারী) হও। অতএব তুমি আমাদিগ হইতে আমাদিগের শত্রুদিগকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ ও বিনাশ কর; অপিচ দান-প্রতিবন্ধক অর্থাৎ সদ্বৃত্তিনাশক শত্রুদিগকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদিগের আন্তর্ব্বাহ্য সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত কর)॥

(ঘ) হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকদিগের বিনাশকারী অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্ত-র্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশক অথবা মায়ামোহবিনাশকারী তোমাদিগকে ভগবানে নিয়োজিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মন্ত্রটী নিষ্কাম-কর্ম্মের মূলসূত্র প্রদর্শন করিতেছে। ভাব এই যে,—আমার সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক)।

(ঙ) হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদঙ্গীভূত সৎকর্ম্ম-

বিঘাতকদিগের বিনাশকারী অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্ত-র্ব্বাহ্য-প্রবৃত্তিনাশক অথবা মায়ামোহবিনাশকারী তোমাদিগকে পূজা করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—আমি ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে পূজা করি)।

৬। (ক) হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গাভূত সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের বিনাশক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদি-বিনাশক তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত করি অর্থাৎ শত্রুনাশের জন্য এবং ভগবানের প্রীতিসাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—আমার জ্ঞান এবং কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিসাধনযোগ্য হউক)।

(খ) হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গীভূত সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের বিনাশক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়া-মোহাদিবিনাশক তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদন করি অর্থাৎ ঔৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করি অর্থাৎ ভগবানের সহিত বিলীন করিতেছি। (এই মন্ত্রটিও সঙ্কল্পমূলক। আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম এইরূপ হউক, যাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি সুগম হয়)।

(গ) হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গীভূত সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের বিনাশক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদিবিনাশক তোমাদিগকে সংপাতিত করিতেছি অর্থাৎ যাহাতে তোমরা ভগবানের প্রীতিসাধক হও, সেইরূপভাবে তোমাদিগকে আস্তীর্ণ অর্থাৎ ঔৎকর্ষসম্পন্ন করি।

(ঘ) হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গীভূত সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের নাশ-কারী, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশক (মায়ামোহাদিনাশক) তোমরা আমার সম্বন্ধে ভগবৎপ্রাপক হও অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত করাও।

৭। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি মহান্ অনন্তস্বরূপ এবং মহদ্ধনি-যুক্ত অর্থাৎ মহামহিমোপেত শব্দব্রহ্মরূপ হও। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবানের প্রীতির জন্য তুমি স্তোত্রলক্ষণযুক্ত বাক্য অর্থাৎ স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক) (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

প্রথমেঽনুবাকে সদোনির্ম্মাণমুক্তং। এতাবতা ষট্ত্রিংশতা পদৈঃ পরিমিতায়াং মহাবেদ্যাং নির্ম্মাতব্যানি উত্তরবেদিহবির্দ্ধানসদাংসি সম্পন্নানি। তস্যাশ্চ মহাবেদ্যা উত্তরদক্ষিণভাগস্থয়োরাগ্নীধ্রীয়মার্জ্জালীয়য়োর্মন্ত্রা ন সন্ত্যতো নির্ম্মিতেষু স্থানেষভ্যন্তরে যদন্যৎসমন্ত্রকং নির্ম্মাতব্যং ভবতি তদভিধেয়ং। তত্রোত্তরবেদ্যাং সর্ব্বস্যাভিহিতত্বাদ্ধবির্দ্ধানাভ্যন্তর উপরবা দ্বিতীয়ানুবাক উচ্যন্তে।

১। "রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামি।"—কল্পঃ—"দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্যাধস্তাৎ পুরোক্ষং চতুর উপরবানবান্তরদেশেষু প্রাদেশমুখান্ প্রাদেশান্তরালান্ করোতি রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামীতি খনতি" ইতি। বিষ্ণুর্দ্দেবতা যেষামুপরবাণাং তে বৈষ্ণবাঃ। জীর্ণকটপটাদিখণ্ডবদ্ধা অস্থিনখরোমপাদপাংসুপ্রভৃতয়ো বিরোধিনাং মারণার্থং যে ভূমৌ নিখন্যন্তে তে বলগাস্তান্ঘ্নন্তীতি বলগহনঃ। রক্ষাংসি ঘ্নন্তীতি রক্ষোহণঃ। তাদৃশানুপরবনামকান্ গর্ত্তান্ খনামি॥ বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং প্রাণা উপরবা হবির্দ্ধানে খায়ন্তে তস্মাচ্ছীর্ষন্ প্রাণাঃ" (সং০ কা০৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। উপরববিলানাং শ্রোত্রনাসিকাদিংচ্ছিদ্রগতপ্রাণস্থানীয়ত্বাচ্ছিরস্থানীয়ে হবির্দ্ধানে খননং যুক্তং॥ বিধত্তে—"অধস্তাৎ খায়ন্তে তস্মাদধস্তাচ্ছীর্ষ্ণঃ প্রাণাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। যস্মাদ্ধবির্দ্ধানস্যাধোভাগো ভূমাবুপরবাস্তস্মাল্লোকেঽপি শিরস্যূর্দ্ধকপালাদধ এব প্রাণসঞ্চারঃ॥ বৈষ্ণবানিতি তদ্ধিতো দেবতাবাচীত্যাহ—"রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামীত্যাহ বৈষ্ণবা হি দেবতয়োপরবাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি॥ বিতস্তিত্রয় প্রমাণং বিধত্তে—"অসুরা বৈ নির্য্যন্তো দেবানাং প্রাণেষু বলগান্ন্যখনন্তান্বাহুমাত্রেঽন্ববিন্দস্তস্মাদ্বাহুমাত্রাঃ খায়ন্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। নির্য্যন্তঃ পলায়নোদ্যুক্তাঃ। প্রাণেষু প্রাণবিনাশনিমিত্তং। ন্যখনন্নিতি নিতরাং ভূমাবন্তর্দ্ধাপিতবন্তঃ॥

২। "ইদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেদমেনমধরং করোমি যো নঃ সমানো যোঽসমানোঽরাতীয়তি গায়ত্রেণ ছন্দসাঽববাঢো বলগঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথৈভ্যঃ পাংসূনুদ্বপতীদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেদমেনমধরং করোমি যো নঃ সমানো যোঽসমানোঽরাতীয়তি গায়ত্রেণ ছন্দসাঽববাঢো বলগ ইতি"॥ ইতি॥ আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"ইদমহং তং বলগমুদ্বপামীত্যুদ্বপ্যোপরবাঃ খন্যন্তেববাধত্তে গায়ত্রেণ ছন্দসাঽববাঢো বলগ ইতি" ইতি। অস্মাদ্বিনাশয়িতুং বিদ্যাবিত্তসৌভাগ্যাদিভিঃ সমানোঽসমানো বা যং বলগং নিচখান তং বলগমহমিদমুদ্বপামি। কিং চাস্মানুদ্দিশ্য সমানোঽসমানো বা যঃ কোঽপ্যরাতিবদাচরতি এনমিদমধরং যজমানপাদস্যাধোবর্ত্তিনং করোমি॥ গায়ত্রচ্ছন্দোভিমানিদেবেন বলগোঽববাধিতঃ। অশেষশত্রুসংগ্রহায় সমানাসমানশব্দাবুভাবপ্যুপাদেয়াবিত্যাহ—"ইদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যশ্চৈব সমানো যশ্চাসমানো যমেবাস্মৈ তৌ বলগং নিখনতস্তমেবোদ্বপতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি॥ চতুর্ণামুপরবাণামধস্তাদেকীকরণং বিধত্তে—"সং তৃণতি তস্মাৎ সংতৃন্না অন্তরতঃ প্রাণাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি॥ প্রাণাপানচক্ষুঃশ্রোত্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি শরীরস্যাভ্যন্তরে হৃদ্যেকীভূয় বর্ত্তন্তে॥ তদুপরি চতুর্ণাং পৃথক্করণং বিধত্তে—"ন সং ভিনত্তি তস্মাদ-

সংভিন্নাঃ প্রাণাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। সংভেদ একীভাবস্তং ন কুর্য্যাৎ। প্রাণাশ্চ বহিঃ স্বস্বগোলকেষু তিষ্ঠন্তো নৈকী ভবন্তি ॥

৩। "কিমত্র ভদ্রং তন্নৌ সহ।"—কল্পঃ—"দক্ষিণপূর্ব্বং যজমানোঽবমৃশতি, উত্তরাপরমধ্বর্য্যুরথ যজমানঃ পৃচ্ছতি অধ্বর্য্যো কিমত্রেতি, ভদ্রমিতীতরঃ প্রত্যাহ, তন্নৌ সহেত্যুক্তং।" ইতি। অধ্বর্য্যো, ইত্যধ্যাহ্রিয়তে। অত্রোপরবেষ্বস্মদুপযুক্তং কিমস্তীতি প্রশ্নঃ। ভদ্রং সেমোভিষবদ্বারেণ ভজনীয়ং সর্ব্বমস্তীত্যুত্তরং। তদ্ভদ্রমাবয়োঃ সহ ভবেদিতি যজমানোক্তিঃ ॥

৪। "বিরাডসি সপত্নহা সম্রাডসি ভ্রাতৃব্যহা স্বরাডস্যভিমাতিহা বিশ্বারাডসি বিশ্বাসাং নাষ্ট্রাণাং হন্তা।"—কল্পঃ—"অথৈনানভিমৃশতি বিরাডসি সপত্নহা সম্রাডসি ভ্রাতৃব্যহা স্বরাডস্যভিমাতিহা বিশ্বারাডসি বিশ্বাসাং নাষ্ট্রাণাঁ হন্তেতি" ইতি। দক্ষিণপূর্ব্বমুপক্রম্য প্রদক্ষিণক্রমেণ চতুর্ষু চত্বারো মন্ত্রাঃ। বিবিধং রাজতে সম্যগ্রাজতে স্বয়মেব রাজতে বিশ্বেষু রাজত ইতি বিরাডাদয়ঃ। বিরুদ্ধোন্দ্রিয়বৃত্তিরান্তরঃ শত্রুঃ। ততো বাহ্যো বিরুদ্ধজাতিঃ। ততোঽপি বাহ্যা গ্রামসীমাদৌ বিবদমানোঽন্যগোত্রজঃ। ততোঽপি বাহ্যাঃ পররাষ্ট্রসেনাঃ সর্ব্বনাশহেতবঃ। এতচ্চতুষ্টয়ং সপত্নাদিশব্দৈর্ব্বিবক্ষিতং ॥

৫। "রক্ষোহণো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্রক্ষোহণো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী রক্ষোহণো বলগহনোঽব স্তৃণামি বৈষ্ণবান্রক্ষোহণো বলগহনোঽভি জুহোমি বৈষ্ণবান্।"—কল্পঃ—"অথৈনানদ্ভিঃ প্রোক্ষতি রক্ষোহণো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবানিতি সর্ব্বানেবানুপূর্ব্বমথৈতেষপোঽবনয়তি রক্ষোহণো বলগহনোঽব নয়ামি বৈষ্ণবানিতি সর্ব্বেষ্বনুপূর্ব্বমথৈতেষ্ যবান্ প্রস্কন্দয়তি যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীরিতি সর্ব্বেষ্বনুপূর্ব্বমথৈনান্বর্হিষাঽবস্তৃণাতি রক্ষোহণো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবানিতি সর্ব্বানেবানুপূর্ব্বমথৈনান্ হিরণ্যমন্তর্দ্ধায় স্রুবাহুত্যাঽভিজুহোতি রক্ষোহণো বলগহনোঽভি জুহোমি বৈষ্ণবানিতি সর্ব্বানেবানুপূর্ব্বং" ইতি। কিমত্রেত্যাদিমন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ ॥ প্রোক্ষণশেষস্য জলস্যোপরবদেশেঽবনয়নং বিধত্তে—"অপোঽব নয়তি তস্মাদর্দ্রা অন্তরতঃ প্রাণাঃ" (সং০ কা০ ৭ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। মুখনাসিকাচক্ষুরাদিগোলকেষু দ্রবদর্শনাৎ প্রাণানামার্দ্রত্বং ॥ অবনীতে জলে যবপ্রক্ষেপং বিধত্তে—"যবমতীরব নয়ত্যূর্গ্বৈ যবঃ প্রাণা উপরবাঃ প্রাণেষ্বেবোর্জ্জং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। যা অপোঽবনয়তি তা যবযুক্তাঃ কুর্য্যাদিতি যোজনা ॥ উপরবেষু দর্ভপ্রক্ষেপণং বিধত্তে—"বর্হিরব স্তৃণাতি তস্মাল্লোমশা অন্তরতঃ প্রাণাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। অক্ষিপক্ষ্মনাসিকাদিষু লোমদর্শনাল্লোমশত্বং ॥ হোমং বিধত্তে—"আজ্যেন রব্যাঘয়তি তেজো বা আজ্যং প্রাণা উপরবাঃ প্রাণেষ্বেব তেজো দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি ॥

৬। "রক্ষোহণৌ বলগহনাবুপ দধামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বলগহনৌ পরি স্তৃণামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বলগহনৌ বৈষ্ণবী।"—কল্পঃ—"অথাস্মৈতে ফলকে দীর্ঘসোমে সংতৃণ্ণে একাহে তে সংসৃষ্টে উপদধাতি রক্ষোহণৌ বলগহনাবুপ দধামি বৈষ্ণবী ইত্যথৈনে শঙ্কুভিঃ পরিণিহন্তি দ্বাভ্যাং পুরস্তাদ্দ্বাভ্যাং পশ্চাদ্দ্বাভ্যামভিতোঽনবসর্পণায় প্রদক্ষিণং পুরীষেণ পর্য্যূহতি রক্ষোহণৌ বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী ইত্যথৈনে বর্হিষা পরিস্তৃণাতি রক্ষো-

হণৌ বলগহনৌ পরি স্তৃণামি বৈষ্ণবী ইত্যথৈনে অভিমৃশতি রক্ষোহণৌ বলগহনৌ বৈষ্ণবী ইতি” ইতি। ফলকবিশেষবিবক্ষয়া রক্ষোহণাবিতি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশঃ। হনুত্বেন ব্রাহ্মণে নিরূপ্যমাণত্বা-দ্বৈষ্ণবী ইতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ॥

৭। “বৃহন্নসি বৃহদ্‌গ্রাবা বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদ।”—কল্পঃ—“অথৈনে চর্ম্মফলকয়োঃ প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি যজ্ঞং প্রতিষ্ঠেতি বা তুষ্ণীং বা তিরশ্চর্ম্মফলকে গ্রাব্‌ণোদ্বাদয়েতি বৃহন্নসি বৃহদ্‌গ্রাবা বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদেতি” ইতি। উদ্বাদয়তি পাষাণেন ফলকে শব্দং জনয়েৎ। হে পাষাণ ত্বং বীর্য্যেণ বৃহন্মহানসি। কিং চ বৃহন্তোঽবয়বভূতা গ্রাবাণো যস্য স ত্বং ব্রহদ্‌গ্রাবাঽসি। ইন্দ্রার্থমিন্দ্রো যথা শৃণোতি তথা বৃহতীমুচ্চধ্বনিমস্মদযজ্ঞবিষয়াং বাচং বদ। ত এতে মন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ॥ ফলকয়োরত্যন্তসংশ্লেষং নিষেধতি “হনূ বা এতে যজ্ঞস্য যদধিষবণে ন সং তৃণত্ত্যসন্তৃণ্ণে হি হনূ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। হনূ মুখস্যাঽধারফলকে সোমাধিষবাধারফলকে। সন্তর্দ্দনং রজ্জুবন্ধনাদিনা দৃঢ়সংশ্লেষস্তমত্র ন কুর্য্যাৎ॥ তদ্দ্বিরাত্রাদৌ প্রসঙ্গাদ্বিধত্তে—“অথো খলু দীর্ঘসোমে সংতৃণ্দ্যে ধৃত্যৈ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। আবৃত্তত্বাৎ সোমস্য দীর্ঘত্বং। অভিষববাহুল্যাদ্দাঢ্যার্থং তত্র সন্তর্দ্দনং॥ অথ রূপকেণোপরবান-প্রশংসনপ্রসঙ্গাৎ সনিমিত্তং সদসি সোমভক্ষণং বিধত্তে—“শিরো বা এতদযজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং প্রাণা উপরবা হনূ অধিষবণে জিহ্বা চর্ম্ম গ্রাবাণো দন্তা মুখমাহবনীয়ো নাসিকোত্তরবেদিরুদরং সদো যদা খলু বৈ জিহ্বয়া দৎস্বধি স্বাদত্যথ মুখং গচ্ছতি যদা মুখং গচ্ছত্যথোদরং গচ্ছতি তস্মাদ্ধবির্দ্ধানে চর্ম্মন্নধি গ্রাবভিরভিষুত্যাঽহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। অত্রাভিষবহোমৌ বিধেয়স্য ভক্ষণস্য নিমিত্তং॥ পুনরপ্যুপরবস্তুত্যৈ প্রকারান্তরেণ রূপকং পরিকল্প্য তদ্বেদনং প্রশংসতি—“যো বৈ বিরাজো যজ্ঞমুখে দোহং বেদ দুহ এবৈনামিয়ং বৈ বিরাট্‌তস্যৈ ত্বক্‌চর্ম্মোধোঽধিষবণে স্তনা উপরবা গ্রাবাণো বৎসা ঋত্বিজো দুহন্তি সোমঃ পয়ো য এবং বেদ দুহ এবৈনাং” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১১) ইতি। অগ্নিষ্টোমে দ্বাদশসু স্তোত্রেষু বিদ্যমানা ঋচ আবর্ত্ত্যমানাঃ সত্যো নবতিঃ সম্পদ্যন্তে। তত্র নবসু দশকেষু প্রত্যেকং বিরাট্‌ছন্দোক্ষরসংখ্যাঽস্তীত্যয়ং যজ্ঞো বিরাডিত্যুচ্যতে। এতদেবাভিপ্রেত্য সপ্তমকাণ্ডস্য প্রথমানুবাকে সমাম্নায়তে “বিরাজমভিসম্পদ্যতে” ইতি। সোঽয়ং যজ্ঞো বিরাডত্র কামধেনুত্বেন নিরূপ্যতে। ইয়ং চ মহাবেদিরেব বিরাডাখ্যা ধেনুস্তস্যা ধেনোর্য্যা ত্বক্তদিদমাস্তৃতং চর্ম্ম। উর্ধ-আপীনভারঃ। তদ্রূপং ফলকদ্বয়ং। এবমন্যদেযাজ্যং। পরেত্যঃ কর্ত্তব্যস্য যজ্ঞস্যায়ং কল্পঃ প্রারম্ভোঽন্তঃপাতিত্বান্মুখং, তস্মিন্মুখে বিরাজো ধেনোর্দ্দোহনপ্রকারং যো বেদ স এনাং কামধেনুং সর্ব্বথা দুগ্ধে। য এবং বেদ দুহ এবৈনামিতি পুনর্ব্বচনমুপসংহারার্থং। সেয়মুপরবপ্রশংসেতি কেচিৎ। স্বতন্ত্রোপাস্তিবিধিরিত্যন্যে। যথা সপ্তমকাণ্ডান্তেঽশ্বমেধপ্রকরণে—“উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ” ইতি স্বতন্ত্রোপাস্তিরাম্নাতা তদ্বৎ। তস্যাশ্চ স্বাতন্ত্র্যং বৃহদারণ্যকস্যাঽদৌ বিস্পষ্টং। এতাদৃশানাং বাক্যানাং কর্ম্মপ্রকরণাদুৎকর্ষ উত্তরমীমাংসায়াং গুণোপসংহারে মনশ্চিদাদ্যধিকরণে নির্ণীতঃ। তস্মাদুৎকর্ষে স্বাতন্ত্র্যমনুৎকর্ষে তু স্তুতিত্বেনোপরববাক্যাঙ্গত্বমিত্যাকারদ্বয়মভ্যুপেয়ং। অবেষ্টেশ্চাতুর্ম্মাস্যানাং চ রাজসূয়ান্তঃপ্রয়োগবহিষ্প্রয়োগৌ যথা তদ্বদেতদ্‌দ্রষ্টব্যং। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“খনেদুপরবান্ রক্ষ ইদং তন্মৃদমুদ্বপেৎ। গাম তত্রাববাধেত কিং স্বামী

পৃচ্ছতীতরঃ ॥ ১ ॥ ভদ্রমিত্যাহ তন্নাবিত্যাহ স্বামীতরং প্রতি। বিরাট্‌চতুর্ভিঃ সংস্পর্শো রক্ষঃ-পঞ্চস্ফুটক্রিয়া ॥ ২ ॥ রক্ষোঽধিষবণাখ্যে তু ফলকে স্থাপয়েত্তথা। পর্য্যূহ্য পরিতঃ স্তৃত্বা মন্ত্রয়েচ্চ বৃহন্নিতি ॥ উপাংশু সবনাশ্মানং সা (নেঽশ্মনা বা) দয়েদ্বিংশতির্ম্মতা ॥ ৩ ॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"ভদ্রং তন্নৌ সহেতেতৎ কস্মিন্ স্বামিনি যুজ্যতে। দ্বিত্ব-শ্রুত্যা ভবেদেতদধ্বর্য্যুযজমানয়োঃ" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে হবির্দ্ধানমণ্ডপে সোমাভিষবাধারয়োঃ ফলকয়োরধস্তাচ্চতস্থধাগ্নেয্যাদিবিদিক্ষু চত্বার উপরবনামকা গর্ত্তা বাহুমাত্রখাতা অধোভাগে পরস্পরমিলিতা ঊর্দ্ধভাগে পরস্পরং প্রাদেশমাত্রব্যবহিতা বর্ত্তন্তে। তেষ্বেকস্মিন্নুপরবে যজমানো দক্ষিণহস্তং প্রসারয়তি। তথৈবাধ্বর্য্যুরন্যস্মিন্ স্বহস্তং প্রসার্যাধস্তাদ্যজমানহস্তং গৃহ্ণাতি। তদা যজমানঃ কিমত্রেত্যনেন মন্ত্রেণ ফলং পৃচ্ছতি। অধ্বর্য্যুশ্চ ভদ্রমিত্যনেন মন্ত্রেণোত্তরং ব্রূতে। ততো যজমানস্তন্নৌ সহেতনেন মন্ত্রেণ তৎফলং স্বকীয়ত্বেন স্বী করোতি। তস্মাদ্যজমানস্যৈতদিতি চেন্নৈবং। নাবিত্যনেন দ্বিবচনেন সহেত্যনেন চোভয়গামিতয়ৈব স্বীকারাৎ। তত্রৈব তৃতীয়-পাদে চিন্তিতং—"সংতৃন্তে দীর্ঘসোমে তৎপ্রকৃতৌ বিকৃতাবুত। দীর্ঘস্য সোম ইত্যুক্তেঃ প্রকৃতাবস্তু তর্দ্দনং। সামানাধিকরণ্যস্য ষষ্ঠীতো বলবত্ত্বতঃ। দৈর্ঘ্যযুক্তেঽন্যক্তোকৃথ্য সংস্থাদাবুৎ-কর্ষোঽন্যত্র বাধনাৎ" ইতি।

জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"দীর্ঘসোমে সংতৃন্তে ধৃত্যৈ" ইতি। সোমযাগবিশেষো দীর্ঘসোমঃ। তস্মিন্ সোমাভিষবাধারয়োরধিষবণফলকয়োঃ সন্তর্দ্দনং কার্য্যং। অন্যোন্যবিয়োগেন শৈথিল্যং মা ভূদিতি দৃষ্টসংশ্লেষঃ সন্তর্দ্দনং। তদেতৎপ্রকরণবলাৎ প্রকৃতৌ বিনিবিশতে। ন চ তত্র দীর্ঘসোমত্বানুপপত্তিঃ। দীর্ঘস্য সোম ইত্যেবং দীর্ঘত্বস্য যজমানবিশেষণত্বেনাপ্যুপপত্তেরিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ ষষ্ঠীসমাসাৎ কর্ম্মধারয়ো বলীয়ানিতি বক্ষ্যতে। তথা সতি দীর্ঘত্বং সোমস্য ধর্ম্মো ন তু যজমানস্য। নম্বেবমপি প্রকৃতিভূতস্য সোমস্যেষ্টিপশ্বপেক্ষয়া দীর্ঘত্বমস্ত্যেবেতি চেন্ন। সোমশব্দে-নৈব তদবগতৌ দীর্ঘশব্দবৈয়র্থ্যাৎ। ন হীষ্টিপশ্বপেক্ষয়া হ্রস্বঃ কশ্চিৎসোমোঽস্তি যস্য ব্যাবৃত্তয়ে দীর্ঘশব্দঃ প্রযুজ্যেত। তস্মাৎ প্রকৃতিরূপং হ্রস্বসোমং ব্যাবর্ত্তয়িতুময়ং দীর্ঘশব্দঃ। বিকৃতিষূকৃথ্যা-দিষু গ্রহাধিক্যেন দীর্ঘত্বং। তস্মাদ্বাক্যেন প্রকরণং বাধিত্বা বিকৃতিষু তন্নিবেশঃ। প্রকৃতৌ তু দীর্ঘশব্দস্য বাধঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। সন্তর্দ্দনবাধশ্চ সাক্ষাচ্ছ্রূয়তে "হনূ বা এতে যজ্ঞস্য যদধিষবণে ন সংতৃণত্ত্যসংতৃন্নে হি হনূ" ইতি। তস্মান্ন প্রকৃতৌ নিবেশঃ।

তত্রৈব পঞ্চমপাদে চিন্তিতং—"আখ্যাবচোবষট্‌কারা এব কিং ভক্ষহেতবঃ। কিং বাঽভি-ষবহোমৌ চ তত্রাঽদ্যোঽস্তূক্তয়া দিশা ॥ হবির্দ্ধানেঽভিষুত্যাথ হুত্বা সদসি ভক্ষয়েৎ। ইতি শ্রুতত্বতস্তৌ চ ভক্ষহেতু যথেতরে" ইতি ॥ প্রৈতু হোতুশ্চমস ইত্যত্র সমাখ্যা ভক্ষহেতুঃ, হরি-যোজনবাক্যং, বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষ ইত্যত্র বষট্‌কার ইত্যেবমুক্তত্বাত্রয় এব ইতি চেন্নৈবং। "হবির্ধানে চর্ম্মন্নধিগ্রাবভিষুত্যাহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তি" ইতি শ্রূয়তে। উত্তরবেদ্যাঃ প্রতীচীনে সদসঃ প্রাচীনে মণ্ডপেঽভিষবঃ উত্তরবেদ্যাং হোমঃ। সদসি ভক্ষণং। তত্রাভিষবহোময়োর্ব্বচনান্তরপ্রাপ্তয়োরভিবিধেয়ত্বয়া তৌ নিমিত্তত্বেনানূদ্য ভক্ষণং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমাখ্যাদিবদেতয়োরপি ভক্ষহেতুত্বমস্তি।

ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"অভিষুত্য ততো হুত্বা খাদেদেকৈকহেতুনা। সংহত্য বা নিমিত্তোক্তৌ সাহিত্যাবিধিতোঽগ্রিমঃ। হোমাভিষবকর্ত্তাঽত্র ভক্ষাঙ্গত্বেন চোদ্যতে নিমিত্ত-তাঽর্থিকী তস্মাৎ সাহিত্যং হেতুগং মতং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"হবির্দ্ধানে চর্ম্মন্নধি গ্রাবভিরভিষুত্যাঽহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তি" ইতি। তত্রাভিষবহোময়োরেকৈক এব ভক্ষহেতুঃ। সাহিত্যস্যাবিধেয়ত্বাৎ। অভিষবহোমাবত্র নিমিত্তত্বেনোচ্যেতে। তত্র সাহিত্যবিধৌ বাক্যং ভিদ্যেত। অভিষবহোমৌ ভক্ষহেতূ। তৌ চ সহিতাবিত্যেবং তদ্ভেদঃ। তস্মাৎ সাহিত্যস্যাবিধেয়ত্বাদভিষবহোময়োঃ প্রত্যেকং ভক্ষণনিমিত্তত্বমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাত্র নিমিত্তমুপন্যস্যতে, কিং তু হোমাভিষবয়োঃ কর্ত্তা ভক্ষণং প্রত্যঙ্গত্বেন পূর্ব্বমপ্রাপ্তত্বাদ্বিধীয়তে। তথা সত্যভিষবহোময়োর্যন্নিমিত্তত্বং প্রতীয়তে তদার্থিকমিতি বাক্যভেদদোষাভাবাৎ সাহিত্যং প্রতীয়মানং বিবক্ষিতমিতি সহিতয়োরেব তয়োর্নিমিত্তত্বং॥ অত্র সর্ব্বেষাং যজুষ্ট্বাদ্বাস্তিচ্ছন্দঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা উপরবাখ্য গর্ত্ত খনন করিতে হয়। তৃতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত প্রথম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে 'সদস্' নামক শালা নির্ম্মাণ-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। এতাবৎ ষট্‌ত্রিংশৎ পদ পরিমিত মহাবেদি-নির্ম্মাণ-কল্পে উত্তরবেদি, হবির্দ্ধান এবং সদঃ প্রভৃতি সম্পন্ন হইল। কিন্তু সেই মহাবেদীর উত্তর-দক্ষিণভাগস্থ আগ্নীধ্রীয় মার্জ্জালীয় মন্ত্রসমূহ উক্ত হয় নাই। নির্ম্মিত স্থানের অভ্যন্তরে অন্য যে সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণে অন্যবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হয়, সেই মন্ত্রসমূহ এই অনুবাকে কথিত হইতেছে। নির্ম্মাতব্য সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে উত্তরবেদি সকলের আধারভূত বলিয়া অভিহিত হয়; সেই হেতু তদঙ্গীভূত হবির্দ্ধানের অন্তর্গত উপরবাখ্য গর্ত্তসমূহ এই অনুবাকের প্রতিপাদ্য।

পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রসমূহের যে প্রয়োগবিধি উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—প্রথমতঃ 'রক্ষোহণো' প্রভৃতি মন্ত্রে উপরবাখ্য গর্ত্ত খনন করিয়া 'ইদমহং' ইত্যাদি মন্ত্রে সেই গর্ত্ত হইতে মৃত্তিকা অপসারিত করিতে হইবে। 'কিং' প্রভৃতি মন্ত্রে যজমান্ অধ্বর্য্যু প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবেন—এতদ্দ্বারা তাঁহার কি মঙ্গল সাধিত হইবে? 'তোমার কল্যাণ হইবে'—অধ্বর্য্যু প্রভৃতি উত্তর করিলে 'বিরাড়সি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই গর্ত্তের চারিদিক স্পর্শ করিয়া 'রক্ষোহণৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে পঞ্চস্ফুটক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। তার পর ঐ মন্ত্রে অধিষবণাখ্য ফলক গর্ত্তের চারিদিকে স্থাপন করিয়া উর্দ্ধোপরি মৃত্তিকা আস্তীর্ণ করিবে। শেষ মন্ত্র পর্য্যুহাণ মন্ত্র। মৃত্তিকাচ্ছাদিত অভিষবণ-ফলকের উপরিভাগে শেষ মন্ত্রে ('বৃহন্নসি'

প্রভৃতি মন্ত্রে) চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া, তাহার চর্ম্মাধিষবণাখ্য ছিন্ন অগ্রভাগকে লোহিতবর্ণ সেই ফলকের উপরিভাগে স্থাপন করিবার বিধি সূত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিনিয়োগ অনুসারেই ভাষ্যকার অনুবাকের মন্ত্রসমূহের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী অংশে একে একে তৎপ্রদর্শন উপলক্ষে আমাদের ব্যাখ্যার ভাব প্রকটন করিতেছি।

এই অনুবাকের মন্ত্র-কয়টী একটু জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্যকার মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহণ সহজসাধ্য নহে। তাই আমরা এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহে যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রাপ্ত হই, এস্থলে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রথমে মন্ত্রে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশের নিমিত্ত ভক্ত সঙ্কল্প করিতেছেন। এই পার্থিব সংসারে মানুষ মাত্রেই রিপুর দাস। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণ চতুর্দ্দিক হইতে লোককে নিয়ত আক্রমণ করিতেছে। সে প্রবল আক্রমণ কয়জন সহ্য করিতে পারে? হৃদয়ে ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব না হইলে সেই প্রবলপরাক্রমশালী রিপুগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়া কি সহজসাধ্য! তাই রিপুগণকে জয় করিতে হইলে; আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতস্তরে উপনীত হইতে হইবে। পার্থিব সমস্ত মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, একমনে একপ্রাণে সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে, তবে তো শুদ্ধসত্ত্বরূপ ঐশ্বরিক শক্তিসমূহ হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে! তবে তো তুমি রিপুর বৃশ্চিকদংশন জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে! তাই ভক্তমাত্রেরই কাম্য—আত্মার উৎকর্ষসাধন—অন্তর্দৃষ্টির বা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের পূর্ণবিকাশ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে আমরা দেখিতে পাই—মানবের হৃদয়ে মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্য প্রকৃতি নিয়ত আবির্ভূত হইতেছে; কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে সহজেই নাশ করা যায়। মানুষের অন্তরে প্রতিনিয়ত কুপ্রবৃত্তির লীলাখেলা চলিতেছে। সংসারী মানুষকে এই কুপ্রবৃত্তি নিয়ত পুণ্যের সুগম পথ হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পাপের কণ্টকাকীর্ণ পথে পরিচালিত করিতেছে—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? কিন্তু লোক কুপ্রবৃত্তির আপাতঃরম্য সুখে এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, ভবিষ্যতের সেই অফুরন্ত সুখের কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারে না। তাই মানুষ পাপের কণ্টকাকীর্ণ পথকেই কুসুমাস্তীর্ণ বলিয়া মনে করে। ইহাই কুপ্রবৃত্তির মোহিনী-মায়ার প্রভাব। কিন্তু যে ভক্ত, কুপ্রবৃত্তির মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট না হইয়া, সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ভগবানের পবিত্রনামগানে প্রবৃত্ত হয়, সেই ভক্ত কুপ্রবৃত্তিকে পদদলিত করে। তাঁহার কর্ম্মশক্তির প্রভাবে কুপ্রবৃত্তিসমূহ বিনষ্ট হয়। যে ভক্ত, গায়ত্রীছন্দোবদ্ধব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করে—ভগবৎকর্ম্মে সদা নিযুক্ত থাকে, তাহার হৃদয়ে কর্ম্ম-প্রবণতা আপনিই আসিয়া উপস্থিত। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কুপ্রবৃত্তির বিনাশ হইতে পারে না! ভগবৎ-সাধনায় ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিলেও, কর্ম্ম ব্যতীত তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা অসম্ভব। তাই শ্রীভগবান মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানকে প্রশংসা-যোগ্য মনে করেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ,—হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফলকামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হয়েন। তাই আমরা 'অহং' অর্থে সৎকর্ম্মকারী ভক্ত সাধক যে 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' অর্থাৎ ব্রহ্মমন্ত্রদ্বারা কুপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়, তাহাই ভাবে দেখান হইয়াছে।

কিন্তু কি কুহেলিকা-জালেই মন্ত্র-দুইটী সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে কুহেলিকা-জাল ভেদ করা যে বিশেষ আয়াস-সাধ্য, আমাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, মন্ত্রে যেন মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত। তাহা হইতে কেহ কেহ দেবাসুরের, কেহ বা আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধ টানিয়া আনেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতে পুত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি, স্বজাতি, সবন্ধু, সমবলসম্পন্ন, অল্পবলসম্পন্ন - নানাবিধ মানুষ শত্রুর উপদ্রব-নিবারণ-কল্পে এই মন্ত্রের প্রয়োগের বিষয় উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বলগ' পদটী সকল সমস্যার মূলীভূত। 'বলগ' পদ বহুভাবদ্যোতক। ইহার এক অর্থ—'অভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থিকেশনখাদিপদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষাঃ বলগাঃ।' শত্রুসংহারের জন্য এক গজ মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত যে অস্থি-কেশ-চুল প্রোথিত করা হয়, তাহাকে 'বলগা' বলে। অধুনাতন-কালে যে 'তুক-তাক্', প্রাচীনকালের 'বলগাঃ' তাহারই ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। আবার নিরুক্ত মতে 'বলগাঃ' পদের অর্থ—'বলগো বৃণোতে' (নি০ ৬।২) অথবা 'বলো বৃণোতে।' 'বল' পদে মেঘ বুঝায়। মেঘ সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদন করে; মেঘে আকাশ সমাচ্ছাদিত হয়। এতদর্থে 'বলগা' পদে মেঘ বা অজ্ঞানান্ধকারকে বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, ভাষ্যকার প্রথমোক্ত 'তুক-তাক'-ভাবজ্ঞাপক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

শেষ মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে। অনুবাকের উপসংহার—'ইন্দ্রায় বাচং বদ।' কিন্তু কিরূপ বাক্য বলিতে হইবে, তাহার বিশেষ করা হয় নাই। এই মন্ত্রে সেই 'বাচং বদ' মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে মনে করি। পুত্র-মিত্র-অমাত্য-ভৃত্য-জ্ঞাতি-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন বা অপর যে কেহই হউন, অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ এই মারণ-প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিলে, প্রতি মন্ত্রাংশে উপরবাখ্য খাত খনন করিয়া, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত 'বলগা' উৎকীর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রতি বলগা উৎকীর্ণ করিবার সময় এক একটী মন্ত্রাংশ পাঠ করিবার বিধি। প্রত্যেক গর্ত্ত বাহুপরিমিত হইবে। যে মন্ত্রে গর্ত্ত-চতুষ্টয় খনন করিবার বিধি, সেই মন্ত্রেই তন্মধ্যস্থিত বলগা উৎকীর্ণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রের সহিত সচরাচর দেবাসুরের সংগ্রামের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। অসুরগণ পরাজিত হইলে বিজেতা দেবতাদিগের সংহারের জন্য তাহারা অভিচাররূপে অস্থি-কেশ-নখ প্রভৃতি পদার্থ লইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। সেই সকল 'বলগা' উৎকীর্ণ-কালে মন্ত্র-সমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল,—পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানে তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে এবং আধ্যাত্মিক জগতের সহিত এই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ

আছে বুঝিতে পারিলে, আমরা যে পথে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে অহরহ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই সংগ্রামের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। সে সংগ্রামে চারিদিকে অসংখ্য শত্রু বিবিধ আয়ুধ-ধারণে দণ্ডায়মান। কোনও শত্রু আমাদিগের অন্তরের মধ্যে আমাদের জন্মসহচর হইয়া আছে; কতকগুলি শত্রুকে আমরা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আহ্বান করিয়া আনিতেছি; কতকগুলি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদের অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। এইরূপ বিবিধ শত্রু আমাদের অনুষ্ঠিত ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়ত বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। সেই সকল শত্রু মন্ত্রে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রের 'সমানঃ', 'অসমানঃ', 'সজাতঃ', 'অসজাতঃ', প্রভৃতি পদে সেই সকল শত্রুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ঐ সকল পদের ভাষ্যকার যেরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন কথঞ্চিৎ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐ সকল পদের অর্থ-বিশ্লেষণে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতেছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমানঃ', 'অসমানঃ' প্রভৃতি পদেও পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবই পরিব্যক্ত হয়। উহাদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়ই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 'সমানঃ' পদে সহোদর জ্ঞাতি প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। সহোদর জ্ঞাতি প্রভৃতি যেমন স্বগৃহে থাকিয়াই অনিষ্টসাধনে তৎপর হইয়া থাকে, কামক্রোধাদি রিপুশত্রুও সেইরূপ হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াই হৃদয়কে বিপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পায়; আর তাহাতে বিষম অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। সেইজন্য হৃদিস্থিত অন্তঃশত্রুসমূহকে—জন্মসহজাত অসদ্‌বৃত্তিসমূহকে সবন্ধু এবং স্বজাতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের সদসৎবৃত্তিদ্বয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যানুসারে সেই সকল বৃত্তি পরিস্ফুট বা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। 'সমানঃ' পদে এখানে সেই সকল অসদ্‌বৃত্তির ভাব মনে আসে। এতদ্ব্যতীত, 'অসমানঃ' অর্থাৎ অসবন্ধুঃ, অসজাতঃ প্রভৃতি যে সকল মানসিক বৃত্তির বা শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহারা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। আমাদিগের কর্ম্ম তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনে, অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহারা আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করে। এমন অনেক কুকর্ম্ম আছে, যাহা আমাদের অজ্ঞাতে সাধিত হয়। সে সকল কর্ম্মের ফলাফল আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না; অথচ সে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি। এখানে পূর্ব্বোক্ত পদত্রয়ে, সেই সকল কর্ম্মকৃত শত্রুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনে করা যায়। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমরা পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্জাত অসদ্‌বৃত্তি-সমূহ এবং কামক্রোধাদিকে বেদমন্ত্রাদিরূপ বাক্যের দ্বারা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করি।' এতদ্ভিন্ন মন্ত্রের অন্য কোনও অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহাতে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের—জ্ঞাতি-স্বজাতির, পুত্র-ভৃত্যের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের ভাব আসে। তদ্ভিন্ন মন্ত্রে অন্য কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদ-মন্ত্র

যে পারিবারিক দ্বন্দ্বের স্বজাতিদ্রোহের বা জ্ঞাতি-নাশের বিষয় বর্ণনা করে নাই, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। বেদমন্ত্রসমূহ উচ্চ-শিক্ষামূলক; উহাতে লৌকিক অনিত্য-সম্বন্ধের বিষয় কদাচ প্রকটিত হয় নাই। *

তৃতীয় মন্ত্রটীতে ভক্ত ভগবানের আরাধনার দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই উদ্দেশ্য—ভগবানের সাযুজ্য, সামীপ্য লাভ এবং তাঁহার রূপ দর্শন। প্রকৃত ভক্ত ধন জন অর্থ কিছুই চাহেন না; চাহেন শুধু হৃদয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতির পূর্ণ-বিকাশ। এই মন্ত্রটীতে ভক্তের মনোগত এই পুণ্যময় ভাবটী অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রটী ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রটীতে ভগবানের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। এই মন্ত্রটীর অর্থ-গ্রহণে ভাষ্যকারের সহিত যদিও আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই; কিন্তু তথাপি মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে, তিনি যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহা আমরা আদৌ অনুমোদন করি না। মৃত্তিকা মধ্যে খনিত গর্ত্তকে, বিরাট সম্রাট প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, যাজ্ঞিকের পারলৌকিক কি ফলোদয় হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভগবানকে প্রথমে 'বিরাট্' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তার পর যাজ্ঞিক তাঁহাকে 'সম্রাট্', 'স্বরাট্' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহার অসীম শক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশেষে যখন আরাধনা-বলে তিনি সাধনার উন্নত-স্তরে উপনীত হইলেন, তখনই মাত্র তিনি তাঁহাকে 'বিশ্বরাট' বলিয়া চিনিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন—বিশ্বের প্রতি বস্তুতে, প্রতি অণু-পরমাণুতে,—অনলে, অনিলে, সলিলে ভগবানের অবস্থিতি; তখনই তিনি বুঝিলেন—যিনিই বিরাট্, তিনিই সম্রাট্, তিনিই স্বরাট্—পরিণামে তিনিই বিশ্বরাট। যে নামেই অভিহিত কর, যে বিশেষণেই বিশেষিত কর, পরিণামে সেই বিশ্বরাটত্বই উপলক্ষিত হয়। জলকে যেমন কেহ 'সলিল', কেহ 'বারি', কেহ 'পানি', কেহ 'ওয়াটার' বলিয়া থাকে,—অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, স্থান ও পাত্রভেদে

---

* এই মন্ত্রের সহিত যাঁহারা আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধের সম্বন্ধ খ্যাপন করেন, তাঁহারা বলেন,—আর্য্যগণ যখন এ দেশে আসেন, তখন এ দেশের লোকের মধ্যে দুইটী দল ছিল। এক দল আর্য্যগণের পক্ষ অবলম্বন করেন; আর এক দল, তাঁহাদিগের প্রতিযোগী হন। সেই প্রতিযোগী দলের মধ্যে অনেকে জ্ঞাতি-শত্রু ছিলেন, অনেকে আবার বাহিরের লোক ছিলেন। অনেকে নিকটে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা দূরে থাকিয়াই নানা উপায়ে অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা পাইতেন। আমরা অবশ্য বেদ-মন্ত্রের সহিত এই সকল উপাখ্যানের সম্বন্ধের বিষয় স্বীকার করি না। তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। অনেক পাশ্চাত্য অনুবাদক 'বলগা' পদের অর্থ করিয়াছেন—Charm of magic power. ইত্যাদি।

বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করিলেও, জল যেমন একই পদার্থ—বস্তুগত যেমন কোনই পার্থক্য হয় না; বিভিন্ন নামে অভিহিত এবং বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিলেও, সেই নাম সেই গুণ-বিশেষণ সেই অদ্বিতীয় পরমকারুণিক বিশ্বেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করে।

মন্ত্রের 'স্বরাট্' পদ এক অতি উচ্চভাব দ্যোতনা করে। 'স্ব' পদে 'আপনাকে'—আত্মাকে বুঝায়। যিনি আপনার আত্মায় আপনিই 'রাট' অর্থাৎ 'রাজমান্'—তিনিই 'স্বরাট'। ভগবান স্বয়ংই আপনাতে বিরাজিত; তিনি আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান্। সেই বিরাটপুরুষের কেহ অধিপতি বা বশীকর্ত্তা নাই, অথচ তিনি সকলকেই বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই বেদমন্ত্রে তিনি স্বরাট্‌রূপে পরিব্যক্ত। এই ভাব হইতে আমরা ঐ 'স্বরাট্' পদের অর্থ করিয়াছি—'স্বাত্মনি স্বয়মেব রাজমানঃ'। অর্থাৎ তিনি আপনাতে আপনিই বিরাজিত। আবার 'স্বরাট্' পদের অন্য অর্থও অধ্যাহার করা যাইতে পারে। 'স্বরাজ' বলিতে সাধারণতঃ যে অর্থ উপলব্ধি হয়, আমরা মনে করি—তাহাতে ঐ পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হয় না। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—যিনি আপনাতে আপনিই রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ যিনি আপনাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'স্বরাট'। ইহাতে রাজ্যজয়ের বা জাতি-বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের এক নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিতেছে। আপনাকে বশীভূত করিতে হইলে, কি আয়োজন করিতে হইবে? আমাকে দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতিকে বশীভূত করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, আত্মাকে জয় করিতে পারিলেই 'স্বরাজ' লাভ হইবে। যিনি এই ভাবে আত্মাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বরাজ লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। ফলতঃ, আত্মজয়ী যিনি, তিনিই 'স্বরাট্'; আত্মজয়ই—'স্বরাজলাভ'। স্বরাট্ পদের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের আলোচ্য অপরাপর পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রসমূহ গভীর প্রার্থনামূলক। ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী এবং আপনি লোকের হৃদয়ের—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুকে দমন করেন। আপনার সাহায্য না পাইলে, আপনার অলৌকিক শক্তির সামান্য অংশ মানব-হৃদয়ে বিকশিত না হইলে, সাধ্য কি সামান্য মানবের যে—এই দুর্দ্দমনীয় শত্রুদিগকে বিনাশ করে! তাই ডাকি দয়াময়! আপনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তর্নিহিত শত্রুগণকে সমূলে বিনাশ করুন। তার পর, হে ভগবন্, আমি মোহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছি—স্ত্রী পুত্র পরিবার চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে বিবিধ বন্ধনে ঘেরিয়া রাখিয়াছে—আমি আপনাকে ডাকিবার সময় পাই না প্রভু! আমার সেই ভববন্ধন মোচন করিয়া দিউন্; আমি প্রাণ ভরিয়া আপনার নাম গান করি। হে ভগবন্! আপনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বব্যাপী, আপনি আমার সর্ব্ববিধ কুপ্রবৃত্তি নাশ করুন। আমার পার্থিব সংসারের বৃশ্চিক দংশন-জ্বালার অবসান হউক।" ইহাই এই মন্ত্রে ভক্তের আকুল প্রার্থনার স্বরূপ।

এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্রটী একটু জটিল-ভাবাপন্ন। মন্ত্রটী বিষ্ণুদেবতাসম্বন্ধী। ইহাতে প্রোক্ষণ, অবনয়ন প্রভৃতির বিষয় উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এই মন্ত্রটীর যে অর্থ হয়, তাহার একটু আভাস দিতেছি। (ক) হে বিষ্ণুদেবতাক গর্ত্ত। তোমাদিগকে প্রোক্ষণ করিতেছি।

তোমরা কিরূপ? অর্থাৎ, রাক্ষসহন্তা এবং অভিচারসাধকদিগের হননকর্ত্তা। (খ) হে বিষ্ণুদেবতাক গর্ত্ত! তোমাদিগকে জল দ্বারা সিঞ্চন করিতেছি। তোমরা কিরূপ? অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা এবং অভিচার-সাধকদিগের হননকর্ত্তা। ভাষ্যকার এই মন্ত্রটীর অন্যান্য অংশেরও এই ভাবেই অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের পরিগৃহীত মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ যাহাই হউক, কর্ম্মকাণ্ডানুসারী পণ্ডিতগণ মন্ত্রের যেইরূপ প্রয়োগই স্বীকার করুন, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে যে কর্ম্ম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সকল কর্ম্মের লক্ষ্য এক অভিন্ন; সকল কর্ম্মেরই লক্ষ্য—দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখসাধন। সুখশান্তি-লাভের আশায়ই মানুষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কোনও কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কর্ম্ম সকামই হউক, আর নিষ্কামই হউক, লক্ষ্য সেই একই। সুতরাং কর্ম্মসাধনমূলক বেদমন্ত্রেরও লক্ষ্য— আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবদ্বাণী বেদমন্ত্র মানুষকে সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমাদের উদ্দেশ্য— সেই লক্ষ্য প্রকটন করা। আমদের সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছি, সেই উদ্দেশ্য প্রকটনে আমরা কতদূর সাফল্য লাভ করিতেছি,—সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের প্রথম মতান্তর মন্ত্রের সম্বোধন পদ লইয়া। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রে গর্ত্ত-চতুষ্টয়ের সম্বোধন এবং অন্যবিধ সম্বোধন আছে। কিন্তু আমরা আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের মহদুদ্দেশ্য প্রকটনে, আমরা মনে করি—এই মন্ত্রে হৃদয়ের সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ শত্রুনাশে, সদ্ভাব সৎকর্ম্ম ও সজ্জ্ঞান যেমন পূর্ণ-শক্তিসম্পন্ন, তেমন আর কিছুই নহে। অজ্ঞানতা মানুষের প্রধান শত্রু। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মানুষকে নানা প্রকার প্রলোভনে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিতে চায়। কাম, ক্রোধ, মায়া, মোহ, লোভ, প্রলোভন অজ্ঞানতার সহচর সকলেই তখন তাহাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইলে— শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে, মানুষ স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া উঠে। তখন সে অতি সহজেই তাহার হৃদয়-নিহিত রিপুগণকে পরাজিত করিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। এই পার্থিব সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয়কে জয় করা সামান্য কথা নহে। কত মুনি ঋষি পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর সামান্য মানব—কতটুকুই বা শক্তি তাহার! এই সামান্য শক্তি লইয়া সে কি করিয়া রিপুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে! রিপু যে প্রতি পলে পলে তাহার হৃদয়কে আবর্জ্জনাপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। তাই রিপুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে; অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রদীপ্ত করিতে হইবে। জ্ঞান হইতেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব আত্ম-শক্তি তখন মানুষকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিচালিত করে। তখন আন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দূরে পলায়ন করে। ভগবান্ তখন সন্তুষ্টচিত্তে আসিয়া তাহার হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন। এই মন্ত্রটীতে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহের প্রভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষোহণঃ' 'বলগহনঃ' 'বৈষ্ণবান্' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা কুহেলিকাচ্ছন্ন।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বলগ' পদটী সকল সমস্যার মূলীভূত। 'বলগ' পদ বলুভাব-দ্যোতক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অধুনাতিনকালে যে 'তুক্‌তাক্' প্রাচীনকালের 'বলগাঃ' তাহারই ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যকার প্রথমোক্ত 'তুকতাক' ভাবজ্ঞাপক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 'বৈষ্ণবান্' পদের অর্থ ভাষ্যকার করিয়াছেন 'বিষ্ণুদেবতাকান্ গর্ত্তান্'; কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিলাম 'ভগবদঙ্গী-ভূতান্'। এই মন্ত্রে 'প্রোক্ষামি' ক্রিয়াপদ প্রণিধান-যোগ্য। এই পদের ভাষ্যকার বিশেষ কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। 'ঈক্ষ' ধাতুর অর্থ—দর্শন করা। প্রকৃষ্ট দর্শন তখনই সম্ভবপর হয়, যখন বস্তু-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ তখনই হয়, যখন সে জ্ঞান ঔৎকর্ষ সম্পন্ন হয়। তখনই তাহা ভগবানে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই আমরা 'প্রোক্ষামি' ক্রিয়াপদের অর্থ করিয়াছি—'প্রকৃষ্টরূপেণ নিয়োজয়ামি—ভগবতি ইতি ভাবঃ, সুসংস্কৃতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং প্রকৃষ্টরূপেণ ঔৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমি।' সে মতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—'হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ! তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে ভগবানে নিয়োজিত করি বা সুসংস্কৃত করি অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য প্রকৃষ্টরূপে তোমাদিগের ঔৎকর্ষসাধন করি।' 'অবনয়ামি' অপর আর একটী ক্রিয়াপদ—একই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অন্যান্য ক্রিয়া পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়ই বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রাংশ কয়েকটী ভগবদ্ভাবমূলক। হৃদয়ের আবিলতা দূর হউক, হৃদয়-সঞ্চিত শুদ্ধসত্ত্বের ও সদ্ভাবের প্রভাবে যেন ভগবানের প্রীতিসাধন করিতে সক্ষম হই, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির এবম্বিধ কামনা এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র-সমূহ যেন উপদেশ দিতেছেন —'যদি ভগবদনুকম্পা পাইতে চাও, তবে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের অধিকারী হও।'

ষষ্ঠ মন্ত্রটী গভীর আধ্যাত্মিক। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ জানিতে হইলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাই আলোচ্য মন্ত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসংসারে এক বিরাট অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ নিয়ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মনুষ্য-সমাজকে হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যানীর ন্যায় ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের নামে শত শত অধর্ম্ম প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু যে মনুষ্যজাতি বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাহার অধঃপতন কেন হইল? তাহার কারণ, সে আজ গভীর অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অজ্ঞানতাকে দূর করিতে না পারিলে, জ্ঞানের পূর্ণ-জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিকশিত না হইলে, ভগবানের প্রীতি উৎপাদন তো দূরের কথা, মনুষ্য কখনও মনুষ্য নামেরই যোগ্য হইতে পারে না। তাই হৃদয়ে যাহাতে জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতির আবির্ভাব হয়, সে চেষ্টা লোকমাত্রেরই করা উচিত। হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ না হইলে কেহ কখনও রিপুগণকে দমন করিতে পারে না। রিপুগণকে স্ববশে আনিতে না পারিলে জগতে কোনরূপ সৎকর্ম্ম করিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে—জ্ঞানই মূল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাই বলিতেছেন :—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

অর্থাৎ,—হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মব্যাপারহীন দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সমুদায় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়।

তার পর হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে, নিষ্কাম কর্ম্মের স্বরূপ তখন অতি সহজেই বুঝা যায়। মানুষ তখন কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ভক্ত কামনা-পরিশূন্য হইয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, ভগবান তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না। তাই নিষ্কাম কর্ম্মই ব্রহ্ম। প্রকৃত ভক্ত তাই নিষ্কাম-কর্ম্মের মধ্যেই ভগবানের ছায়া দেখিতে পান; কর্ম্মের মধ্যেই তিনি মুক্তির পথ বাহির করিয়া লন। স্বয়ং ভগবানও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অর্থাৎ,—'তুমি ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন, ফলতঃ, নিষ্কাম-কর্ম্মের যে মূল সূত্র—ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, এই মন্ত্রে বীজরূপে সে তত্ত্ব নিহিত বলিয়া মনে করি। তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি, তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন, কর্ম্মফলের অধিকারী একমাত্র তিনি, আমি নিমিত্তমাত্র—এই যে ভাব, এই যে সাধনা, ইহার অপেক্ষা উচ্চতর কামনা আর কি হইতে পারে? কেবল শত্রুনাশের প্রার্থনা নহে; আমরা মনে করি, বীজরূপে মন্ত্রে এই পরমতত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। এই ভাবেই বিশ্বপ্রীতি, এই ভাবেই বিশ্বরূপে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর হয়। মন্ত্রের এই উপদেশ এই বলিয়া মনে করি—তুমি যাহা কিছু অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু চিন্তা কর—সকলই তাঁহাতে সমর্পিত হউক। তাহা হইলেই তুমি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

তাই আলোচ্য বেদ-মন্ত্রে সজ্জ্ঞান ও সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে মনে করি। ভক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—হে জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা আমার হৃদয়নিহিত মায়ামোহাদি ও কুপ্রবৃত্তি সমূহকে নাশ করিয়া, তোমাদের কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন কর; অর্থাৎ আমি যেন এমন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার ভববন্ধন মোচন হয়। ভগবানের সামীপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গই যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্র তাহাই প্রদর্শন করিতেছে।

সপ্তম মন্ত্রটিও উচ্চভাবপূর্ণ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইলে, মানুষ, জপ, তপ, পূজা-আরাধনা ও অন্যবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ভাষ্যকার কিন্তু এই মন্ত্রটীর অর্থ করিয়াছেন—'হে উপরবাখ্য গর্ত্ত! তুমি মহান্ হও এবং তুমি মহদ্ধ্বনি উচ্চারণ কর। সেই হেতু ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত তুমি প্রৌঢ়-ধ্বনিযুক্ত বাক্য বল।' ভাষ্যকারের মত যাহাই হউক, আমরা কিন্তু এইরূপ অর্থ সমীচীন মনে করি না। আমরা যে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—২ অনুবাক)॥

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) বিভূরসি প্রবাহণঃ। (২) বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ।

(৩-৪) শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাস্তুথোঽসি বিশ্ববেদা।

(৫) উশিগসি কবিঃ। (৬) অঙ্ঘারিরসি বম্ভারিঃ।

(৭-৮) অবস্যুরসি দুবস্বাঞ্ছুন্ধ্যুরসি মার্জ্জালীয়ঃ।

(৯) সম্রাডসি কৃশানুঃ। (১০) পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ।

(১১-১২) প্রতক্কাঽসি নভস্বানসংমৃষ্টোঽসি হব্যসূদঃ।

(১৩) ঋতধামাঽসি স্বর্জ্জ্যোতিঃ।

(১৪-১৬) ব্রহ্মজ্যোতিরসি স্বর্ধামাঽজোঽস্যেকপাদহিরসি বুধ্নিয়ঃ।

(১৭) রৌদ্রেণানীকেন পাহি মাঽগ্নে পিপৃহি মা মা মা হিꣳসীঃ ॥ ৩ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) বিভূরিতি বি—ভূঃ। অসি। প্রবাহণ ইতি প্র—বাহনঃ।

(২) বহ্নিঃ। অসি। হব্যবাহন ইতি হব্য—বাহনঃ।

(৩) শ্বাত্রঃ। অসি। প্রচেতা ইতি প্র—চেতাঃ।

(৪) তুথঃ। অসি। বিশ্ববেদা ইতি বিশ্ব—বেদাঃ।

(৫) উশিক্। অসি। কবিঃ। (৬) অঙ্ঘারিঃ। অসি। বম্ভারিঃ।

(৭) অবস্যুঃ। অসি। দুবস্বান্। (৮) শুন্ধ্যুঃ। অসি। মার্জ্জালীয়ঃ।

(৯) সম্রাডিতি সম্—রাট্। অসি। কৃশানুরিতি কৃশ—অনুঃ।

(১০) পরিষদ্য ইতি পরি—সদ্যঃ। অসি। পবমানঃ।

(১১) প্রতক্কেতি প্র—তক্কা। অসি। নভস্বান্।

(১২) অসংমৃষ্ট ইত্যসম্—মৃষ্টঃ। অসি। হব্যসূদ ইতি হব্য—সূদঃ।

(১৩) ঋতধামিত্যৃত—ধামা। অসি। সুবর্জ্জ্যোতিরিতি সুবঃ—জ্যোতিঃ।

(১৪) ব্রহ্মজ্যোতিরিতি ব্রহ্ম—জ্যোতিঃ। অসি। সুবর্দ্ধামেতি সুবঃ—ধামা।

(১৫) অজঃ। অসি। একপাদিত্যেক—পাৎ। (১৬) অহি। অসিঃ। বুধ্নিয়ঃ।

(১৭) রৌদ্রেণ। অনীকেন। পাহি। মা। অগ্নে।

পিপৃহি। মা। মা। মা। হিং৺সীঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ত্বং 'বিভূঃ' (বিবিধরূপেণ প্রকাশশীলঃ স্বপ্রকাশঃ বা, যদ্বা—সর্ব্বব্যাপী বহুরূপঃ বা ইতি ভাবঃ) 'প্রবাহণঃ' (প্রকৃষ্টরূপেণ বহনকর্ত্তা, যদ্বা—নরাণাং ভবাব্ধিপারনয়নকর্ত্তা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতস্ত্বং মাং সমুদ্ধারয়, মম ভববন্ধনং চ ছেদয় ইতি ভাবঃ।

অথবা

হে ভগবন্! ত্বং 'বিভুঃ' (স্বপ্রকাশঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং উদ্ধারকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মাকং 'প্রবাহণঃ' (ভবাব্ধিপারনায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ।

২। হে ভগবন্! ত্বং 'বহ্নিঃ' (সৎকর্ম্মপূরকঃ, সৎকর্ম্মময়ঃ, যজ্ঞেশ্বরঃ বা) 'হব্যবাহনঃ' (অত্যোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাব-সংরক্ষকঃ, যদ্বা—সদ্ভাবজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতস্ত্বং ময়ি সদ্ভাবং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ সংস্থাপয় ইতি প্রার্থনা।

অথবা

হে ভগবন্! ত্বং 'বহ্নি' (সৎকর্ম্মপূরকঃ—কর্ম্মফলপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মৎপক্ষে 'হব্যবাহনঃ' (হবিষাং প্রবাহকঃ, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য হবিষঃ জনকঃ ইতি ভাবঃ) ভব ইতি শেষঃ।

৩। হে ভগবন্! ত্বং শ্বাত্রঃ' (জগতাং মিত্রভূতঃ হিতসাধকঃ অপিচ অভীষ্টপূরকঃ শ্রেয়ঃ-বিধায়কঃ) 'প্রচেতাঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ, প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং মাং প্রজ্ঞানসম্পন্নং কুরু, অভীষ্টঞ্চ পূরয় ইতি প্রার্থনা।

অথবা

হে ভগবন্! ত্বং 'শ্বাত্রঃ' (অভীষ্টপূরকঃ, শ্রেয়ঃসাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মৎপক্ষে 'প্রচেতাঃ' (প্রকৃষ্টচৈতন্যসম্পাদকঃ, দিব্যজ্ঞানদায়কঃ ইতি ভাবঃ) ভব ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

৪। হে ভগবন্! ত্বং 'তুথঃ' (পাপিনাং সন্তাপকঃ, যদ্বা—পূর্ণব্রহ্মরূপঃ) 'বিশ্ববেদাঃ' (সর্ব্বধনোপেতঃ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং মাং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ।

অথবা

হে ভগবন্! ত্বং 'তুথঃ' (পাপিনাং উদ্ধারকঃ, পাপহারকঃ বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং অস্মাকং সম্বন্ধে 'বিশ্ববেদাঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ, তত্ত্বজ্ঞান-প্রদাতা বা, পরাগতিবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ।

৫। হে ভগবন্! ত্বং 'উশিক্' (সর্ব্বেষাং কামনীয়ঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শনঃ, যদ্বা—প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ 'অসি' (ভবসি); অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ কুরু।

৬। হে ভগবন্! 'অঙ্ঘারিঃ' (সর্ব্বপাপনাশকঃ) ত্বং 'বম্ভারিঃ (সর্ব্বেষাং পালকঃ ধারকঃ চ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশকঃ ত্বং অস্মান্ পাপেভ্যঃ রক্ষ অপিচ সম্যক্ পালয় ইতি প্রার্থনা।

৭। হে ভগবন্! 'অবস্যুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ হবির্গ্রাহকঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'দুবস্বান্' (হবিষ্মান্, শুদ্ধসত্ত্বাধারঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্। অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নান্ কুর্ব্বিতি প্রার্থনা।

৮। হে ভগবন্! ত্বং 'শুন্ধ্যূঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ নিত্যপূতঃ নিত্যশুদ্ধঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং অস্মাকং 'মার্জ্জালীয়ঃ' (পবিত্রতাসাধক, পাপনাশকঃ ইতি ভাবঃ) ভব ইতি শেষঃ। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং কলুষং দূরীভবতু, অপিতু অস্মাকং হৃদয়ং নির্ম্মলং ভবতু ইতি ভাবঃ।

৯। হে ভগবন্! 'সম্রাট্' (সম্যক্‌রাজমান্, সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ স্বামী ইত্যর্থঃ) ত্বং 'কৃশানুঃ' (সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপঃ, যদ্বা—ক্ষীণপাপানাং তপঃক্ষীণানাং সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্নানাং বা রক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবান হি সর্ব্বেষাং আয়ুঃ; তদনুগ্রহেণ হি কেবলং লোকাঃ জীবন্তি; অথবা আত্মজ্ঞানসম্পন্নেষু জনেষু ভগবান্ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

১০। হে ভগবন্! ত্বং 'পরিসদ্যঃ' (ভক্তেন ভক্ত্যা সহ নিত্যবর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'পবমানঃ' (পতিতোদ্ধারকঃ পুণ্যবিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবান্ হি ভক্তি-স্বরূপঃ। ভক্ত্যা হি কেবলং সঃ ভগবান প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে ভগবন্! ত্বং 'পরিসদ্যঃ' (ভক্ত্যা ভক্তেন প্রাপ্তব্যঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'পবমানঃ' (অস্মাকং পবিত্রতাবিধায়কঃ, পাপমোহাৎ উদ্ধারকঃ, জ্ঞানভক্তেরুন্মেষকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

১১। হে ভগবন্! ত্বং 'প্রতক্বা' (সর্ব্বেষাং পরমাশ্রয়ঃ, বিশ্বরূপঃ বা) তথা 'নভস্বান্' (আকাশরূপঃ, বিরাটরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান একঃ এব পরমাশ্রয়ঃ। সঃ ভগবান্ অস্মান পরমাশ্রয়ং বিধায়তু।

১২। হে ভগবন্! 'অসংমৃষ্ট' (পাপসংশ্রবশূন্যঃ, পবিত্রকারকঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'হব্যসূদঃ' (বাহ্যান্তরস্য পবিত্রতাসাধকঃ ইতি যাবৎ, সত্ত্বাবজনকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং দেহং অন্তরং চ পবিত্রং ভবতাং অপিচ অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বঃ উপজায়তু।

১৩। হে ভগবন্! 'ঋতধামা' (সৎকর্ম্মণাং কারণভূতঃ) ত্বং 'সুবজ্যোতিঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রকাশকঃ, সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। জ্যোতিষাং আধারঃ ভগবান্ জ্ঞানজ্যোতিঃবিস্ফুরণেন অস্মান্ প্রদীপ্তান্ কুরু ইতি ভাবঃ।

১৪। হে ভগবন্! ত্বং 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য প্রকাশকঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সুবধামা' (সুষ্ঠুরূপেণ মম হৃদ্রূপগৃহস্য অধিষ্ঠাতা) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—হে শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য প্রকাশক ভগবন্! ত্বং মম হৃদি আগচ্ছ।

১৫। হে ভগবন্! 'অজঃ' (জন্মজরারহিতঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষু ভূতজাতেষু বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'একপাৎ' (একঃ এব পাতা ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—সর্ব্বভূতানাং পরমাশ্রয়ঃ বিশ্বমূলাধারঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভাবার্থঃ—বিশ্বমূলাধারঃ পরমাশ্রয়ঃ ভগবান্ অস্মাকং পরমাশ্রয়ং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

১৬। হে ভগবন্! ত্বং 'অহিঃ' (বিকাররহিতঃ নির্ব্বিকারঃ ইত্যর্থঃ) অতএব 'বুধ্ন্যঃ' (জগৎকারণঃ, সর্ব্বেষাং উৎপত্তিমূলঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অহিঃ' (উৎকর্ষসাধকঃ) অপিচ 'বুধ্ন্যঃ' (কারণরূপাৎ ভগবতঃ সমুদ্ভূতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎসম্বন্ধযুতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৭। (ক) হে ভগবন্, ত্বং 'মা' (মাং) রৌদ্রেণ (শত্রুবিনাশকত্বাৎ উগ্রেণ) 'অনীকেন' (বলেন) 'পাহি' (পালয়)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান কুরু, অপিচ অস্মভ্যং ভগবৎসম্বন্ধযুতং পরমসুখং চ বিধেহি।

(খ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে দেব! ত্বং 'মা' (মাং) 'পিপৃহি' (রক্ষ, পরমধনাদিভিঃ মম অভীষ্টং চ পূরয়, যদ্বা—পরমধনদানেন প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ); অপিচ 'মা' (মাং) 'মা হিংসীঃ' (মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ, মাং প্রতি বিরূপঃ মা ভব ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! পরমধনদানেন অভীষ্টং পূরয় অপিচ মাং মা পরিত্যজ, যদ্বা—মাং তব কৃপয়া বঞ্চিতং মা কুরু। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনি বিবিধরূপে প্রকাশশীল স্বপ্রকাশ অথবা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ বহুরূপ এবং প্রকৃষ্টরূপে বহনকর্ত্তা অর্থাৎ মানুষ্যদিগকে ভবাব্ধিপারে নয়নকর্ত্তা হয়েন। (অতএব আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমার ভববন্ধন ছেদন করিয়া দিউন)।

অথবা,

হে ভগবন্! আপনি স্বপ্রকাশ অথবা সকলের উদ্ধারকর্ত্তা হয়েন; অতএব আপনি আমাদিগের ভবাব্ধিপারনয়নকর্ত্তা অর্থাৎ ভববন্ধননাশক হউন। মন্ত্রটী (প্রার্থনামূলক)।

২। হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মপূরক সৎকর্ম্মময় বা যজ্ঞেশ্বর এবং অত্যোৎকর্ষসম্পন্নজনের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বরূপ সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন। (অতএব আমাতে শুদ্ধসত্ত্বরূপ সদ্ভাব সংস্থাপিত করুন)।

অথবা,

হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মপূরক অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা হয়েন; অতএব আপনি আমাদিগের পক্ষে কর্ম্মফলরূপ হবিঃ-সমূহের গ্রাহক অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির উৎপাদক হউন।

৩। হে ভগবন্! আপনি জগতের মিত্রভূত হিতসাধক ও অভীষ্ট-বর্ষক শ্রেয়ঃবিধায়ক এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন। (অতএব আমাকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন এবং আমার অভীষ্ট পূরণ করুন)।

অথবা,

হে ভগবন্! আপনি অভীষ্টপূরক ও শ্রেয়ঃসাধক হয়েন। অতএব আপনি আমাদের সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট চৈতন্যসম্পাদক দিব্যজ্ঞানদায়ক হউন।

৪। হে ভগবন্! আপনি পাপীদিগের সন্তাপক পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্ব-ধনোপেত এবং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হয়েন। (অতএব আমার অভীষ্ট পূরণ করুন এবং আমার পরমাগতি বিধান করুন)।

অথবা,

হে ভগবন্! আপনি পাপীদিগের উদ্ধারকারী অর্থাৎ পাপহারক হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগের সম্বন্ধে বিশ্বের সর্ব্বভূতের প্রজ্ঞাপক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানদাতা ও পরাগতিবিধায়ক হউন।

৫। হে ভগবন্! আপনি সকলেরই কামনীয় এবং ক্রান্তদর্শন অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহেই মানুষ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন)।

৬। হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশক আপনি সকলের পালক বা ধারক হয়েন। (ভাবার্থ—হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশক আপনি আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং পালন করুন)।

৭। হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির গ্রাহক অথবা সকলের রক্ষক আপনি শুদ্ধসত্ত্বের আধার হয়েন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন করুন)।

৮। হে ভগবন্! বিশুদ্ধতাপ্রাপক নিত্যশুদ্ধ আপনি সকলের পরম-পবিত্রতা-বিধায়ক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্ববিধ কলুষ দূরীভূত হউক এবং আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হউক)।

৯। হে ভগবন্! সকলের অধিপতি—স্বামী আপনি, সকলের জীবন-স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ ক্ষীণপাপ বা তপঃক্ষীণ ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্নদিগের রক্ষক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবানই সকলের প্রাণ বা আয়ুঃ। তাঁহার অনুগ্রহেই সকলে জীবিত থাকে; অথবা আত্মজ্ঞানসম্পন্নজনের হৃদয়ে ভগবান স্বতঃপ্রকাশিত হয়েন)।

১০। হে ভগবন্! আপনি ভক্তের ভক্তির সহিত বর্ত্তমান আছেন; অতএব আপনি পতিতোদ্ধারক পুণ্যবিধায়ক হয়েন। (ভাবার্থ—ভগবান ভক্তির স্বরূপ। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

অথবা,

হে ভগবন্! আপনি ভক্তির দ্বারাই ভক্তের প্রাপ্তব্য হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগের পবিত্রতা সাধন করুন অর্থাৎ পাপমোহ হইতে উদ্ধারকারী এবং ভক্তির উন্মেষকারী হউন।

১১। হে ভগবন্! আপনি সকলের পরমাশ্রয় এবং আকাশরূপ বা বিরাটরূপ হয়েন। (ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই পরমাশ্রয়। সেই ভগবান আমাদিগকে পরমাশ্রয় দান করুন)।

১২। হে ভগবন্! পবিত্রকারক আপনি সদ্ভাবজনক হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের অন্তর-বাহ্য পবিত্র হউক এবং আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হউক)।

১৩। হে ভগবন্! সৎকর্ম্মের কারণভূত আপনি বিশ্বের প্রকাশক,

বা সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন। (ভাবার্থ,—জ্যোতির আধার ভগবান জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে আমাদিগকে প্রদীপ্ত করুন)।

১৪। হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রকাশক এবং সুন্দররূপে আমার হৃদ্‌রূপ গৃহের অধিষ্ঠাতা হয়েন। (ভাব এই যে,—হে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের প্রকাশক ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে আগমন করুন)।

১৫। হে ভগবন্! জন্মজরারহিত অথবা সকল ভূতে বর্ত্তমান আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, অথবা সর্ব্বভূতের পরমাশ্রয় বিশ্বমূলাধার হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবান বিশ্বমূলাধার পরমাশ্রয়। প্রার্থনা—তিনি আমাদিগের পরমাশ্রয় বিধান করুন)।

১৬। হে ভগবন্! আপনি বিকাররহিত নির্ব্বিকার অতএব জগৎ-কারণ হয়েন; অথবা, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি উৎকর্ষ-সাধক এবং কারণস্বরূপ ভগবান হইতে সমুদ্ভূত হও। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্র ভগন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক)।

১৭। (ক) হে ভগবন্! আপনি আমাকে শত্রুনাশক উগ্রবলের দ্বারা পালন করুন। (ভাব এই যে—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের শত্রুসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করুন এবং ভগবৎসম্বন্ধযুত পরমসুখের বিধান করুন।)।

(খ) হে প্রজ্ঞানরূপ দেব! আপনি পরমধনদানের দ্বারা আমার অভীষ্টপূর্ণ করুন। আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না অথবা আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। (ভাব এই যে—হে ভগবন্! পরম-ধনদানের দ্বারা আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন এবং আমাকে আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবেন না॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বিতীয়েঽনুবাকে হবির্দ্ধানগতোপরবনির্ম্মাণমুক্তং। অথাগ্নিশিষ্টেষ্বাগ্নীধ্রীয়সদঃ প্রভৃতিস্থানেষু ধিষ্ণিয়াস্তৃতীয়েঽনুবাকেঽভিধীয়ন্তে।

১-১৭। "বস্বুরসি প্রবাহণো বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাস্তুথোঽসি বিশ্ববেদা উশিগসি কবিরঙ্ঘারিরসি বম্ভারিরবস্যুরসি দুবস্বাঞ্ছুন্ধ্যূরসি মার্জ্জালীয়ঃ সম্রাডসি কৃশানুঃ পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ প্রতক্বাঽসি নভস্বানসংমৃষ্টোঽসি হব্যসূদ ঋতধামাঽসি সুবর্জ্জ্যোতির্ব্রহ্ম-

জ্যোতিরসি স্ুবর্দ্ধামাহজোহস্যেকপাদহিরসি বুধ্নিয়ো রৌদ্রেণানীকেন পাহি মাহগ্নে পিপৃহি মা মা মা হিংসীঃ॥"—কল্পঃ—"আগ্নীধ্রীয়ং গত্বা স্ফ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষ্য চাত্বালপুরীষং সিকতা ইতি নিবপতি বিভূরসি প্রবাহণো রৌদ্রেণানীকেন পাহি মাহগ্নে পিপৃহি মা মা মা হিংসীরিতি তং পরিমণ্ডলং ধিষ্ণিয়ং করোত্যথৈনং সিকতাভিরাভ্রাশিতং করোত্যথান্তঃসদসি ধিষ্ণিয়ান্নিবপতি হোতুঃ প্রথমং বহ্নিরসি হব্যবাহন ইতি শ্বাত্রোহসি প্রচেতা ইতি দক্ষিণতো মৈত্রাবরুণস্য, তুথোহসি বিশ্ববেদা ইত্যুত্তরতো ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ উশিগসি কবিরিত্যুত্তরতঃ পোতুঃ, অঙ্ঘারিরসিবম্ভারিরিত্যুত্তরতো নেষ্টুঃ, অবস্যুরসি দুবস্বানিত্যুত্তরতোহচ্ছাবাকস্যাথ দক্ষিণে বেদ্যন্তে মার্জ্জালীয়ং নিবপতি শুন্ধ্যূরসি মার্জ্জালীয় ইতি, সর্ব্বেষ্বেব রৌদ্রমনুবর্ত্তয়ত্যথাষ্টাবনুদিশতি সম্রাডসি কৃশানুরিত্যাহবনীয়মুপতিষ্ঠতে, পরিষদ্যোহসি পবমান ইত্যাস্তাবং, প্রতক্কাহসি নভস্বানিতি চাত্বালমসংমৃষ্টোহসি হব্যসূদ ইতি পশুশ্রপণমথ সদসো দ্বারি তিষ্ঠনৌদুম্বরীমুপতিষ্ঠত ঋতধামাহসি স্ুবর্জ্জ্যোতিরিতি, ব্রহ্মজ্যোতিরসি স্ুবর্দ্ধামেতি ব্রহ্মসদনমথাত্রৈব তিষ্ঠন্ গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতেহজোহস্যেকপাদিতি, অহিরসি বুধ্নিয় ইতি যং প্রহাস্যন্তো ভবন্তি" ইতি।

অত্র রৌদ্রেণেতি বাক্যং সর্ব্বমন্ত্রশেষত্বাদন্তে সমাম্নায়তে। আভ্রাশিতং সমন্তাদযথা ন ভ্রশ্যতি তথা করোতি শুভ্রং বা করোতি। হে আগ্নীধ্রীয় ত্বত্তোহন্যাবিষ্ণিয়ং বিহবংস্বং বিভূরসি বিবিধং ভবসি। হবিষাং প্রবাহয়িতৃত্বাৎ প্রবাহণোহসি। হে হোত্রীয় যং যো বহ্নির্হব্যবাহনস্তদ্রূপোহসি। হে মৈত্রাবরুণীয় শ্বাত্রো মিত্রঃ প্রচেতা বরুণস্তত্তভয়রূপোহসি। হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধিন, তুথো হ স্ম বৈ বিশ্ববেদা দেবানাং দক্ষিণা বিভজতীত্যাম্নাতো বিশ্বাভিজ্ঞো যস্তুথস্তদ্রূপোহসি। হে পোত্রীয় ত্বমুশিক্কমনীয়ঃ কবির্ব্বিদ্বানসি। হে নেষ্ট্রীয় সোমরক্ষকৌ বঙ্ঘারিবম্ভারিনামকৌ তদ্রূপোহসি। হেহচ্ছাবাকসম্বন্ধিন্, অবস্যবে ত্বা বহুয়ে স্বাহা দুবস্বতে ত্বা বাতায় স্বাহেত্যাম্নাতৌ যাববস্যুদুবস্বন্তৌ বাতবিশেষৌ তদ্রূপোহসি। হে মার্জ্জালীয় ত্বং শুন্ধ্যূঃ শোধকঃ পাত্রপ্রক্ষালনেন লেপমার্জ্জনস্থানভূতোহসি। হে আহবনীয় সম্যগ্রাজমানঃ কৃশানুরসি। হে আস্তাব স্তোত্রস্থান পরিষদ্যঃ পরিতঃ সদনযোগ্যঃ পবমানঃ পূতোহসি। হে চাত্বাল কৃষ্ণবিষাণত্যাগার্থং প্রতক্কা প্রকৃষ্টগমনবিষয়ো নভস্বানন্তবরকাশবানসি। হে পশুশ্রপণপ্রদেশ রাক্ষসৈরসংমৃষ্টো হব্যসূদো হৃদয়াদিহব্যপাচকোহসি। হে ঔদুম্বরি ত্বমৃতধামা সামগানামৃতমবশ্যম্ভাবি ধামোপবেশনস্থানং যস্যাস্তাদৃশী স্ুবর্জ্জ্যোতিরুন্নতত্বেন স্বর্গপ্রকাশিকাহসি। হে ব্রহ্মসদন ত্বং ব্রহ্মজ্যোতির্ব্ব্রহ্মনামকস্যর্ত্বিজঃ প্রোক্ষণাদিকর্ম্মাভ্যনুজ্ঞানরূপং জ্যোতির্যস্মিন্ স্থানে তাদৃশমসি, স্ুবর্ধাম স্বর্গসদৃশং স্থানং যস্য তথাবিধমসি। হে নূতনগার্হপত্য যো দেবঃ প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রমজ একপাদ্দেবতেত্যাম্নাতস্তদ্রূপোহসি। পুরাতনং গার্হপত্যমিত ঊর্ধ্বমৃত্বিজঃ পরিত্যক্ষ্যন্তো ভবন্তি। হে ত্যাজ্যগার্হপত্য যো দেবঃ প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রমহির্ব্বুধ্নিয়ো দেবতেত্যাম্নাতস্তদ্রূপোহসি। আগ্নীধ্রীয়মারভ্য পুরাণগার্হপত্যান্তেষু ষোড়শসু স্থানেষ্বভিমন্যমান হেহগ্নে ত্বদীয়েন রৌদ্রেণ সৈন্যেন রাক্ষসেভ্যো মাং পাহি, কর্ম্মফলপ্রদানেন মাং পিপৃহি পূর্ণমনোরথং কুরু, মদ্বিনাশরূপং হিংসাং মা কুরু॥

তানেতান্ সর্ব্বানুপেক্ষ্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপ বপতি যোনির্ব্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যজ্ঞস্য সযোনিত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ততঃ পুরীষমাদায়োত্তর-

বেত্বাঃ করণাচ্চাত্বালং যজ্ঞস্য যোনিঃ। তাদৃশাচ্চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়নামকানাং স্থলবিশেষাণাং নিবপনে যজ্ঞঃ সর্ব্বেঽপি স্বযোনিযুক্তো ভবতি। কালান্তরেঽনুষ্ঠেয়ান্যপি কানিচিদ্ধিষ্ণিয় প্রসঙ্গাদিহ বিধীয়ন্তে। তত্রাঽগ্নীধ্রীয়ধিষ্ণিয়স্থিতাদঙ্গারৈর্হোত্রীয়াদিধিয়েম্বগ্নিস্থাপনং বিধত্তে—"দেবা বৈ যজ্ঞং পরাঽজয়ন্ত তমাগ্নীধ্রাৎ পুনরপাজয়ন্নেতদ্বৈ যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্রং যদাগ্নিধ্রাদ্ধিষ্ণিয়ান্বিহবতি যদেব যজ্ঞস্যাপরাজিতং তত এবৈনং পুনস্তনুতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। পরাজয়ন্ত পরাজয়মকুর্ব্বত। যজ্ঞমসুরা অগৃহ্নন্। পুনস্তং যজ্ঞমাগ্নীধ্রদেবতাসামর্থ্যেনাসুরেভ্যোঽপচ্ছিদ্য দেবা অজয়ন্। আগ্নীধ্রস্যাপরাজিতস্থানত্বাত্ততো বিহরণং যুক্তং॥ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"পরাজিত্যেব খলু বা এতে যন্তি যে বহিষ্পবমানং সর্পন্তি বহিষ্পবমানে স্তুতে আহাগ্নীদগ্নীন্বিহর বর্হিঃ স্তৃণাহি পুরোডাশাং অলং কুর্ব্বিতি যজ্ঞমেবাপজিত্য পুনস্তন্বানাযন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। বহিষ্পবমানং নাম প্রাতঃসবনে সামগৈর্গীয়মানমুপাস্মৈ গায়তেত্যাদিকং স্তোত্রং। তত্র গায়ন্ত ঋত্বিজো ধাবন্তি যথা লোকে পরাজিত্য পলায়ন্তে তদ্বৎ। ততঃ স্তোত্রে সমাপিতে সত্যাগ্নীধ্রং সম্বোধ্যাগ্নিবিহরণাদিপ্রৈষ উক্তে যজ্ঞং পরাজয়াদপাবৃত্য পুনঃ প্রসারিতবন্তো ভবন্তি॥

বিহরণে বিশেষং বিধত্তে—"অঙ্গারৈর্দ্বে সবনে বি হরতি শলাকাভিস্তৃতীয়ং সশুক্রত্বায়াথো সং ভরত্যেবৈনৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) প্রাতঃসবনমাধ্যন্দিনসবনয়োরাগ্নীধ্রীয়গতৈর্দগ্ধকাষ্ঠৈর্বিহরেৎ। তৃতীয়সবনে তু শলাকাভির্দীপ্ততৃণমুষ্টিভির্ব্বিহরেৎ। অত্র সোমস্য গায়ত্রীমুখেন পীতত্বান্নাস্তি সোমে তেজঃ। দীপ্তাসু শলাকাসু সারৰূপং তেজোঽস্তীতি সশুক্রত্বায সতেজস্ত্বায় তথা কুর্য্যাৎ। কিং চৈনত্তৃতীয়সবনমিতরসদৃশং কৃত্বা সম্ভরতি সম্যক্‌পোষয়তি॥ পূর্ব্বোক্তং ধিষ্ণিয়সঞ্জ্ঞং প্রশংসতি "ধিষ্ণিয়া বা অমুষ্মিল্লোঁকে সোমমরক্ষন্তেভ্যোঽধি সোমমাঽহরন্তমন্ববায়ন্তং পর্য্যবিশন্" (সং০ কা০ ৭ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। স্বানভ্রাজাদয় ইব ধিষ্ণিয়দেবতা অপি সোমং রক্ষন্তি। আহ্রিয়মাণং সোমমনু স্বয়মপ্যাগত্য পরিত উপবিষ্টাঃ। তস্মাৎ প্রশস্তা ধিষ্ণিয়াঃ॥ এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ বিন্দতে পরিবেষ্টারং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। সেবকজনমিত্যর্থঃ॥ কেষুচিদ্ধিষ্ণিয়েষু সোমাহুতিং বিদধাতি—"তে সোমপীথেন ব্যার্ধ্যন্ত তে দেবেষু সোমপীথমৈচ্ছন্ত তান্দেবা অব্রুবন্দ্বেদ্বে নামনী কুরুধ্বমথ প্র বাঽপ্স্যথ ন বেত্যগ্নয়ো বা অথ ধিষ্ণিয়াস্তস্মাদ্দিনামা ব্রাহ্মণোঽর্দ্ধুকস্তেষাং যে নেদিষ্ঠং পর্য্যবিশন্তে সোমপীথং প্রাপ্নুবন্নাহবনীয় আগ্নীধ্রীয়ো হোত্রীয়ো মার্জ্জালীয়স্তস্মাত্তেষু জুহ্বতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। তে ধিষ্ণিয়াঃ সোমপানেন বিযুক্তাঃ। ততস্তে দেবেষু মধ্যে সোমপানমস্মাকমস্ত্বিত্যৈচ্ছন্ত। একৈকনামমাত্রধারণেন যুষ্মাকং সোমপানযোগ্যতা সর্ব্বথা নাস্তি। নামদ্বয়ে তু স্বীকৃতে পাক্ষিকী তদ্যোগ্যতেতি দেবৈরুক্তা অগ্নিনাম ধিষ্ণিয়নাম চ কৃতবন্তঃ। যস্মান্নামদ্বয়মুৎকর্ষহেতুস্তস্মাল্লোকেঽপি দেবদত্তাদিনাম প্রথমং ধৃত্বা পশ্চাত্তপোবিদ্যাদিভিরাচার্য্যোপাধ্যায়াদিকং দ্বিতীয়ং নাম দধৎ সৎকারেণ সমৃদ্ধো ভবতি। নামদ্বয়ধারিণাং তেষাং মধ্যে যে চত্বার আহবনীয়াদয়ঃ সোমস্যাত্যন্তসমীপে নিবিষ্টাস্তে সমীপবর্ত্তিত্বেন সোমপানযোগ্যা ইতি তেষু সোমং জুহুয়ুঃ॥

দ্বিনামধারিত্বেনেতরেষামপি প্রসক্তং সোমপানং বারয়তি—"অতিহায় বষট্‌করোতি বি হ্যেতে

সোমপীথেনাহর্দ্ধন্ত'' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। যে দূরবর্ত্তিনো মৈত্রাবরুণধিষ্ণিয়াদয়স্তানতিলঙ্ঘ্য সমীপস্থেভ্য এব বষট্‌কারস্তথাঽপি অনুবষট্‌কার প্রদানাহুতিব্রাহ্মণ ঐতরেয়শ্রুতৌ তদাহুতিদেবতাত্বেন চতুর্ণামেব শ্রবণাত্তীনতিহায় বষট্‌করোতীত্যুক্তং যুক্তং। সা চ শ্রুতিঃ "যদেব সোমস্যাগ্নে বীহীত্যনুবষট্‌করোতি তেন ধিষ্ণিয়ান্ প্রীণাতি'' ইতি। তস্মাত্তেষাং বষট্‌কারপূর্ব্বকো হোমঃ। ইতরে তু সোমপানেন ব্যার্দ্ধন্ত হি যস্মাৎ পূর্ব্বোক্তস্য বিয়োগস্য প্রতীকারং সামীপ্যলক্ষণং ন সম্পাদিতবন্তঃ। দ্বিতীয়নাম প্রযুক্তস্তু ৎকর্ষস্তেষাং সোমাভাবেঽপ্যাজ্যব্যাঘারণাদ্রেবোপপদ্যতে॥

সোমাহুতীনাং ব্যবস্থাং বিধত্তে "দেবা বৈ যাঃ প্রাচীরাহুতীরজুহবুর্যে পুরস্তাদসুরা আসন্তাᳫস্তাভিঃ প্রাণুদন্ত যাঃ প্রতীচীর্যে পশ্চাদসুরা আসন্তাᳫস্তাভিরপানুদন্ত প্রাচীরন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তে প্রত্যঙ্ঙাসীনো ধিষ্ণিয়ান্‌ব্যাঘারয়তি পশ্চাচ্চৈব পুরস্তাচ্চ যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে তস্মাৎ পরাচীঃ প্রজাঃ প্র বীয়ন্তে প্রতীচীর্জ্জায়ন্তে (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১ ইতি। প্রাঙ্মুখেন হূয়মানাঃ প্রাচীরুত্তরবেদিগতাঃ। যস্মাদাহুতির্‌দ্বৈবিধ্যং তস্মাল্লোকেঽপি প্রজাঃ পিত্রা যন্মুখেন প্রবীয়ন্তে নিষিচ্যন্তে তদ্বিপরীতদিঙ্মুখা উৎপদ্যন্তে॥ অধ্বর্য্যোঃ প্রত্যগ্‌গমননিষেধং নিন্দাভ্যামুন্নয়তি—"প্রাণা বা এতে যদ্ধিষ্ণিয়া যদধ্বর্য্যুঃ প্রত্যঙ্ধিষ্ণিয়ানতিসর্পেৎ প্রাণান্‌ৎসং কর্ষেৎপ্রমায়ুকঃ স্যান্নাভির্ব্বা এষা যজ্ঞস্য যদ্ধোতোর্দ্ধ্বঃ খলু বৈ নাভ্যৈ প্রাণোঽবাঙপানো যদধ্বর্য্যুঃ প্রত্যঙ্‌হোতারমতিসর্পেদপানে প্রাণং দধ্যাৎ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ'' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। অতিসর্পেদতিক্রম্য গচ্ছেৎ। হোতা যজ্ঞস্য নাভির্ম্মধ্যদেশে বর্ত্ততে। প্রাণবৎপ্রাগ্বর্ত্তিনোঽধ্বর্য্যোঃ প্রত্যগ্‌গমনমযুক্তং॥

ঋত্বিজ উপগায়ন্তো তদ্বিধিপ্রাপ্তগানমধ্বর্য্যোর্নিষেধতি —'নাধ্বর্য্যুরুপগায়েদ্বাগ্বীর্য্যো বা অধ্বর্য্যুর্যদধ্বর্য্যুরুপগায়েদুদ্গাত্রে বাচং সং প্র যচ্ছেদুপদাসুকাঽস্য বাক্ স্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। উদ্গাত্রা সামনি গীয়মানে পৃষ্ঠতস্তদঙ্গীকরণমুপগানং। উপদাসুকোপক্ষয়শীলাঃ॥

প্রকারান্তরেণাধ্বর্য্যোঃ প্রত্যগ্‌গমনং বিধাতু চোদ্যমুত্থাপয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নাসᳫস্থিতে সোমেঽধ্বর্য্যুঃ প্রত্যঙ্সদোঽতীয়াদথ কথা দাক্ষিণানি হোতুমেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। অধ্বর্য্যোঃ সদ উল্লঙ্ঘ্য প্রত্যগ্‌গমনং নিষিদ্ধং। দাক্ষিণহোমস্তু প্রাচীনবংশে নূতন গার্হপত্যে কর্ত্তব্যঃ। তৎকথং ঘটতে। অসংস্থিতে সমাপ্তে। কথা কেন প্রকারেণ। উক্তচোদস্য পরিহারাভাসমাশঙ্কতে---"যামো হি স তেষাং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। যাম উপরমঃ। যস্মাৎ স দাক্ষিণহোমস্তেষাং দেবানাং যজ্ঞিনঃ কর্ম্মণ উপরমকালীনোঽতো লৌকিকগমনত্বাদ্দেবা অনুজ্ঞাস্যন্তি॥ ইত্থমুত্তরাভাসং দূষয়তি—"কস্মা অহ দেবা যামং বাঽযামং বাঽনু জ্ঞাস্যন্তীতি'' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। অহেত্যুক্তনিষেধে। যদুত্তরবাদিনোক্তং তন্ন ভবতি, দেবাঃ কস্মৈ প্রয়োজনায় কস্মান্‌ উপরতিমনুপরতিং বাঽনুজ্ঞাস্যন্তি, ন হি তদনুজ্ঞয়া দেবানাং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং পশ্যামঃ। ততঃ প্রত্যগ্‌গমনস্য নিষিদ্ধত্বাদ্দাক্ষিণহোমো ন ঘটত এবেতি চোদ্যং সুস্থিতং॥

তস্য মুখ্যং পরিহারং দর্শয়ন্ প্রত্যগ্‌গমনং বিধত্তে—"উত্তরেণাঽঽগ্নীধ্রং পরীত্য জুহোতি দাক্ষিণানি ন প্রাণান্‌ৎসং কর্ষতি'' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। আগ্নীধ্রহবির্দ্ধানয়ো-

র্শ্মধ্যে গত্বা যৎসদোতিক্রমণং তদেব নিষিদ্ধং। অয়ং ত্বাগ্নীধ্রং বামতঃ পরিত্যজ্য তস্মাদুত্তরতঃ প্রত্যঙ্‌মুখো গত্বা প্রাচীনবংশে দক্ষিণানি জুহুয়াৎ। ততো নোক্তদোষঃ॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি। তত্র চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপবপতীতি সামান্যশাস্ত্রেণাহহগ্নীধ্রাদীনাং প্রাজহিতান্তানাং ষোড়শানামপি নিবপনে প্রসক্তে মার্জ্জালীয়ান্তানামেবেতি বিশেষং বিধত্তে—"নান্যে ধিষ্ণিয়া উপ্যন্তে নান্যে যান্নিবপতি তেন তান্ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি॥

ইতরেষামাহবনীয়াদীনাং প্রাজহিতান্তানামষ্টানামুপস্থানং বিধত্তে—"যান্ন নিবপতি যদনুদিশতি তেন তান্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। প্রীণাতীত্যনুবর্ত্ততে। অনুদেশনং মন্ত্রেণোপস্থানং॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"বিভূপদত্রয়াত্মানো মন্ত্রাঃ ষোড়শ নির্ব্বপেৎ। ধিষ্ণ্যান্দিশেচ্চ সর্ব্বেষু রৌদ্রেণেত্যনুদিশ্যতে॥ ১॥" ইতি। অত্র মীমাংসাচ্ছন্দসী ন স্তঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বিতীয় অনুবাকে হবির্দ্ধান মণ্ডপ-নির্ম্মাণ-কল্পে 'উপরবাখ্য' গর্ত্ত খননের প্রক্রিয়া-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ অনুবাকে আগ্নীধ্রীয়সদ প্রভৃতি স্থানে ধিষ্ণ্য প্রভৃতির নির্ম্মাণ-প্রথা পরিব্যক্ত। ভাষ্যকার এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের বিভিন্ন সম্বোধ্য পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আর সেই সম্বোধ্য-পদের উপযোগী মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। তাহাতে যথাক্রমে মন্ত্রের সম্বোধনের এবং অর্থের ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) হে আগ্নীধ্রীয়! তুমি বিবিধরূপ হও। (২) হে হোত্রীয়! তুমি বহ্নি-হব্যবাহনের স্বরূপ হও। হবির প্রবাহক বলিয়া হোত্রীয় প্রবাহণ নামে পরিকল্পিত হয়। (৩) হে মৈত্রাবরুণীয় খাত্র! তুমি মিত্র প্রচেতা ও বরুণের রূপ হও। (৪) হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধীন্ ধিষ্ণ্য! দেবগণের দক্ষিণা-বিভাগকারী বিশ্বাভিজ্ঞ যে তুথ দেবতা, তুমি তাহার স্বরূপ হও। (৫) হে পোত্রীয়! তুমি কমনীয় কবি অর্থাৎ বিদ্বান হও। (৬) হে নেষ্টৃধিষ্ণ্য! তুমি সোমরক্ষক অঙ্ঘারি ও বম্ভারি দেবদ্বয়ের স্বরূপ হও। (৭) হে অচ্ছাবাকসম্বন্ধী ধিষ্ণ্য! তুমি দুবস্বত নামক বায়ু-বিশেষের স্বরূপ হও। (৮) হে মার্জ্জালীয়! তুমি শোধক অর্থাৎ পাত্রপ্রক্ষালনের হেতু লেপমার্জ্জনস্থানভূত হও। (৯) হে আহবনীয়! তুমি সম্যক্ রাজমান কৃশানু হও। (১০) হে আস্তাব স্তোত্রস্থান (বহিষ্পবমানদেশ)! তুমি সদনযোগ্য পূত হও। (১১) হে চাত্বাল! তুমি কৃষ্ণবিষাণত্যাগার্থ প্রকৃষ্টগমনবিষয়ীভূত এবং অন্তরবকাশবান হও। (১২) হে পশুশ্রপণদেশ! তুমি রাক্ষসের দ্বারা অসংমৃষ্ট এবং হৃদয়াদি হব্যপাচক হও। (১৩) হে ঔদুম্বরী! তুমি সাম-গানের অবশ্যম্ভাবী উপবেশন-স্থান-স্বরূপ অর্থাৎ তদনুরূপ উন্নতত্ব-হেতু স্বর্গ-প্রকাশিকা হও। (১৪)

হে ব্রহ্মসদন! তুমি ব্রহ্ম নামক ঋত্বিকের প্রোক্ষণাদিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান জ্যোতিঃস্থান এবং স্বর্গ-সদৃশ স্থানের স্বরূপ হও। (১৫) হে নূতন গার্হপত্য! তুমি অজ একপাদ দেবতার স্বরূপ হও। (১৬) হে ত্যজ্যগার্হপত্য! যে দেবতা প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্র-সম্বন্ধী অহিবুধ্ন দেবতার স্বরূপ, তুমি তাঁহারই অংশভূত হও। (১৭) হে অগ্নি। আপনার রৌদ্রভাবাপন্ন সৈন্যগণের সাহায্যে রাক্ষসদিগের আক্রমণ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন; এবং কর্ম্মফল-প্রদানে আমাকে পূর্ণ-মনোরথ করুন; অপিচ আপনি যেন আমার বিনাশরূপ হিংসা না করেন।

যাহা হউক, আমরা কিন্তু মন্ত্র-সমূহের এবম্বিধ সম্বোধন পদ স্বীকার করি না। তবে, কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী ভাষ্যানুগত সম্বোধন-পদাদির বিরুদ্ধেও আমরা কিছু বলিতে চাহি না। আমাদের মতে অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ ভগবৎসম্বোধনে বিনিযুক্ত। আমরা সেইরূপ সম্বোধন স্বীকার করিয়াই মন্ত্র-সমূহের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। পরবর্ত্তী অংশে আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যের বিষয় উপলব্ধ হইবে।

এই অনুবাকের প্রথম চারিটী মন্ত্র সরল প্রার্থনা-দ্যোতক। ভাষ্যের ভাব যদিও জটিল; তথাপি দুই এক স্থলে মন্ত্রের সূক্ষ্ম সঙ্গত ভাব অব্যাহত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্র-চতুষ্টয়ের সম্বোধ্য—ধিষ্ণ্য হইলেও, ধিষ্ণ্যস্থিত অগ্নিই মন্ত্রসমূহের উপলক্ষিত। অগ্নির আশ্রয়ভূত মৃৎনির্ম্মিত স্বল্পবেদিকা ধিষ্ণ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই ধিষ্ণ্যায় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধ্য—সেই ধিষ্ণ্যাধিষ্ঠিত অগ্নি। মন্ত্রের অপরাপর যে প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠে তাহা অবগত হওয়া যাইবে।

আমাদের মতে মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধ্য—ভগবান্। বিবিধ গুণবিশেষণে মন্ত্রে তাঁহারই স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। আর সেই গুণ-ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর বিবিধ প্রার্থনা সংসূচিত হইয়াছে। ভগবান বহুরূপ। তিনি বিবিধরূপে প্রকটিত বলিয়া, তাঁহাকে মন্ত্রে 'বিভুঃ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও এই ভাবই গ্রহণ করিয়া 'বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঐ 'বিভুঃ' পদে আবার ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং স্বতঃপ্রকাশশীলতার ভাবও প্রকাশ করে। 'প্রবাহণঃ' পদের আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, ভাষ্যকারের অর্থের সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহা একটু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। যিনি বিবিধ হন, অর্থাৎ যিনি অনন্তমূর্ত্তি, তিনিই 'বিভুঃ' অর্থাৎ ভগবান্! তিনি প্রকৃষ্টরূপ বহন করিয়া লইয়া যান; সেইজন্য তিনি 'প্রবাহণঃ' নামে অভিহিত। 'প্রকৃষ্টরূপে বহন' বলিতে, সংসার-সমুদ্র উত্তরের ভাব প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে যিনি মানুষকে ভব-সমুদ্রের পারে লইয়া যান, সেই ভগবানকেই 'প্রবাহণঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে বুঝা যায়। অর্থাৎ ভগবানই মানুষের সংসার-সমুদ্র-ত্রাণকর্ত্তা। 'তুথ' পদে, ভাষ্যমতে, 'দেবান্ প্রতি দক্ষিণানাং বিভাগকর্ত্তা পুরুষঃ;' অর্থাৎ, যিনি দেবগণের উদ্দেশে দক্ষিণাদি বিভাগ করিয়া দেন, তিনিই 'তুথ।' এ হিসাবে 'তুথ' পদে কোনও ঋত্বিককে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, 'তুথ' পদের লক্ষ্যস্থল যে অতি মহান্, তাহা উপলব্ধি

হইবে। 'তুদ' ধাতু হইতে (তুদ্+থক্ 'থ') 'তুথ' পদ নিষ্পন্ন। 'তুদ' ধাতুর অর্থ— 'ব্যথিত করা', 'পীড়া দেওয়া।' এই ধাত্বর্থ হইতে আমরা 'তুথ' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি—'পাপিনাং সন্তাপকঃ'। ভগবানের কৃপা-কণা-লাভে যখন পাপীর জ্ঞানোন্মেষ হয়, যখন সে বুঝিতে পারে—তাহার মত মহাপাপী সংসারে নাই, সুতরাং তাহার গতি কি হইবে, তখনই তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়। 'আমি কি করিয়াছি। সারাজীবন কেবল পাপই করিয়া আসিয়াছি, একদিনও তো আমি ভ্রমেও তাঁহাকে ডাকি নাই। সুতরাং আমার উপায় কি হইবে? আমি কি জন্ম জন্ম নিরয়কূপেই নিমজ্জমান্ থাকিব! হে ভগবন্! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমায় উদ্ধার করুন।' তাহার মনে তখন এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়। তখন সে অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতে থাকে। সেই অনুতাপ-প্রজনন জন্যই ভগবানকে 'পাপিনাং সন্তাপকঃ' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এদিকে আবার শ্রুতিবাক্য অনুসারে—'ব্রহ্ম বৈ তুথঃ'—তুথ পদে পরব্রহ্ম ভগবানকে বুঝায়। অন্যান্য মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। *

অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রসমূহে ভগবানের গুণানু-কীর্ত্তনের এবং স্বরূপ-বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের প্রার্থনার ভাবও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ভাষ্যে মন্ত্রসমূহের যে ভাব পরিব্যক্ত, অনেক স্থলে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে,—ভাষ্যের

---

* এই মন্ত্রসমূহের ভাষ্যানুসারী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"All present art thou, carrying off. Oblation-bearing 'priest art thou. Thou art the swift, the very wise. Tutha art thou, who knoweth all."

এই মন্ত্র সম্বন্ধে অনুবাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহার মতে এই কণ্ডিকার এবং পরবর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ 'ধিষ্ণ্য' অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্বালনের বেদি-নির্ম্মাণের মন্ত্র। এই কণ্ডিকার চারিটী মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ বেদি-নির্ম্মাণের বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। এতৎসম্বন্ধে অনুবাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"31 and 32 contain formulas for the consecration of the Eight Dhishnyas, side altars or heatrths, each of which is addressed in turn: (1) the Agnidhriya or hearth if the Agnidhrs or Firekindler (carrying off, meaning bearing oblations to the Gods); (2) the Hotar's hearth; (3) the earth of the Maitra Varuna or first Assistant of the Hotar; (4) the earth of the Brahmanachhansi (TUTHA meaning 'Brahman priest,' who knows how priestly feel are to be distributed)."

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধন পরিকল্পিত দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা মনে করি, সকল মন্ত্রেই ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'বস্তারিঃ' ও 'অজ্মারিঃ' পদের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বে নিষ্পন্ন করিয়াছি, এতৎ-প্রসঙ্গে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাৎপর্য্য বোধগম্য হইতে পারে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অষ্টম মন্ত্রের ভাব সরল—প্রার্থনাও সরল। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম মন্ত্রের 'উশিক' পদ—'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। 'বশ' ধাতু কান্ত্যর্থক। তাহা হইতে 'উশিক' পদে 'কান্তঃ' বা 'কামনীয়' অর্থ আমরা অধ্যাহার করি। 'কবিঃ' পদের 'ক্রান্তদর্শী' অর্থ আমরা বেদমন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বহুত্র প্রদর্শন করিয়াছি।

নবম মন্ত্রের 'মার্জ্জালীয়' পদ কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যকারের মতে, যেখানে পাত্রাদি প্রক্ষালিত হয়, তাহাকেই মার্জ্জালীয় বলে। প্রক্ষালিত হইলেই পাত্র বিশুদ্ধ হয়। তাই এই বিশুদ্ধীকরণের ভাব হইতেই আমরা 'মার্জ্জালীয়' পদের পরমপবিত্রতাসাধক অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'কৃশানুঃ' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'কৃশানুঃ' পদে 'ক্ষীণপাপ' বা 'তপঃক্ষীণ' জনগণের রক্ষক—সকলের জীবনস্বরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হব্যসূদঃ' পদ, আমাদের মতে, অন্তরবাহ্যের পবিত্রতাসাধক অর্থ সূচনা করে। যাহা হউক, মন্ত্রের প্রার্থনা আন্তর-বাহ্য বিশুদ্ধীকরণের ; মন্ত্রের উদ্দেশ্য—শত্রুনাশে হৃদয়ের নির্ম্মলতা-সাধনের ; মন্ত্রের সঙ্কল্প—শুদ্ধসত্ত্বলাভে ভগবৎ-প্রাপ্তির। আমাদের মতে পঞ্চম হইতে পরবর্ত্তী চারিটী মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট। তার পর ষোড়শ মন্ত্রের অন্তর্গত 'অজঃ' 'একপাৎ' প্রভৃতি পদে পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য আছে। শ্রুতিতে দেখিতে পাই, তিনি—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানেশরীরে॥

তাঁহার জন্ম নাই, তাঁহার মৃত্যু নাই, তিনি শাশ্বত—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই তিনি বর্ত্তমান। তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত, তিনি পুরাণ, শরীরের ধ্বংস হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার জন্ম নাই, তাই তিনি অজ ; তাঁহার মৃত্যু নাই, তাই তিনি অজ ; তাঁহার জরা নাই, তাই তিনি অজ। আবার তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তাই তিনি নিত্য ; তাঁহার ক্ষয় নাই, তাই তিনি শাশ্বত ; তাঁহার পরিণাম নাই, তাই তিনি পুরাণ। ভাষ্যের আভাস হইতে 'অজঃ' পদের এই এক অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তাই আমরা 'অজঃ' পদে 'জন্মজরারহিতঃ' এই অর্থই গ্রহণ করিলাম। তার পর 'একপাৎ' পদ। ভগবান 'অজৈকপাদ' রূপে শাস্ত্রে পরিব্যক্ত আছেন। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি'—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ভূত-সমষ্টি তাঁহার এক পাদে অবস্থিত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইতে ভগবানকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিশ্বমূলাধার ও সর্ব্বভূতের পরমাশ্রয় বলিতে পারি। আবার 'একপাৎ' পদের 'একঃ এব পাতা' অর্থাৎ অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপে মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা এই—'সকল ভূতের আশ্রয় ভগবান আমাদের পরমাশ্রয় বিধান করুন ; সর্ব্বজীবের পরিত্রাণকারক ভগবান আমাদিগকে ত্রাণ করুন।' 'অহিঃ' পদের 'বিকাররহিতঃ নির্ব্বিকারঃ' অর্থ গ্রহণ করি। আবার ভগবান যে বিকাররহিত নির্ব্বিকার—শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাই। অন্যভাবে দেখিতে গেলে, মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্তও বলিতে পারি। তাহাতেও সঙ্গত অর্থ হইতে পারে। সে স্থলে 'অহিঃ' পদের 'উৎকর্ষসাধকঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। যদ্দ্বারা হীনতা প্রাপ্ত হইতে হয় না—তাহাই 'অহিঃ'; সুতরাং উৎকর্ষসাধক অর্থ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যের অর্থ হইতেই 'অহিঃ' পদের এবম্বিধ অর্থ অধ্যাহার করা যায়। 'বুধ্ন্যঃ' পদে আদিকারণ ভগবান হইতে সমুদ্ভূত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই অংশীভূত—ভগবানেরই বিভূতি। ভাষ্যের ভাব হইতে আমরা 'বুধ্ন্যঃ' পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের ভাব এই যে—'আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হই। আর আমাদের সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়।' ভগবান নির্ব্বিকার; সুতরাং তাঁহার বিভূতিও বিকারহীন। আমরা এই মন্ত্রে এবম্বিধ ভাব উপলব্ধি করি।

'অনীকেন' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের 'সৈন্যেন' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য সে অর্থ যে অযৌক্তিক, তাহা বলিতে পারি না; অথবা তাহা হইতে যে কোনও উচ্চ ভাবের সূচনা হয় না, তাহাও বলিতে চাহি না। ভাষ্যের ভাব হইতে আমরা যে সূত্র প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—মানবের অন্তঃকরণে নিয়ত মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। কামক্রোধাদি রিপুগণ সে যজ্ঞের প্রধান অন্তরায়। তাহাদের শত্রুতাচরণে সকল সদনুষ্ঠানই পণ্ড হইয়া যায়। জ্ঞান-প্রভাবে সে সকল শত্রু বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যের রশ্মির অন্ধকার নাশের ন্যায়, জ্ঞানরশ্মি হৃদয়ের শত্রু—অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করে। সে হিসাবে, রশ্মিসমূহ অনীকের কার্য্য করিয়া থাকে; অগ্নির শিখা-সমূহে পুড়িয়া সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; তাই অগ্নির তেজকে 'অনীক' বলা যাইতে পারে। আমরা তাই 'অনীকেন' পদে 'বলেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের ভাব এই যে—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন শত্রুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি, অপিচ অন্তঃশত্রুনাশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে আমরা যেন আপনার সম্বন্ধ পরমসুখ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হই।'

শেষ মন্ত্রে 'মা মা হিংসীঃ' অর্থাৎ 'আমাকে হিংসা করিবেন না' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানে প্রশ্ন হয়—দেবতা আবার হিংসা করেন কিরূপে? সে সমস্যার নিরসনে আমরা বলিতে পারি—'দেবগণও মনুষ্যকে হিংসা করিতে পারেন। যখন তাঁহারা মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখনই তাহাদের হিংসা প্রকাশ পায়। যখন অন্তর হইতে সদ্ভাব-সত্ত্বভাব অন্তর্হিত হয়, তখনই মানুষ দেবতাগণ কর্তৃক হিংসিত হয়। 'দেবতা যেন হিংসা না করেন' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন প্রবর্দ্ধিত হই। আমরা যেন সদ্ভাবমণ্ডিত হই।" ফলতঃ, মন্ত্রসমূহ যে ভগবানের বিভূতি-লাভের জন্য মানুষকে উদ্বোধিত করিতেছে, প্রার্থনার ভাবে তাহাই বুঝিতে পারি। সৎকর্ম্মের সুফললাভে অভীষ্টপূরণ—পরাগতি প্রাপ্তি মন্ত্রের লক্ষ্য। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকটিত। কর্ম্মের ফললাভ হয় তখনই, যখন সে কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পিত হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতায় ভগবদুক্তিতে এ ভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য হয়। তৃতীয় অনুবাকের শেষ মন্ত্রে সেই ভাবেরই আভাস প্রাপ্ত হই। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)।

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

(১) ত্বꣳ সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু

যন্তাঽসি বরূথꣳ স্বাহা। জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহাঽয়ং

নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্।

অয়ꣳ শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ।

উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নঃ কৃধি। ঘৃতং

ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির।

(২) সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি

নিষ্কৃতমৃতস্য যোনিমাসদম্।

(৩) অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ।

(৪) এষ বো দেব সবিতঃ সোমস্তꣳ রক্ষধ্বং মা বো দভৎ।

(৫) এতত্ত্বꣳ সোম দেবো দেবানুপাগা ইদমহং মনুষ্যো

মনুষ্যান্‌ৎসহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণ।

(৬) নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্য ইদমহং নির্ব্বরুণস্য

পাশাৎ সুবরভি বি খ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ।

(৭) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম

তনূস্ত্বয্যভূদিয়ꣳ সা ময়ি যা তব তনূর্ম্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি

যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি ॥ ৪ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) ত্বম্। সোম। তনূকৃদ্ভ্য [illegible] তনূকৃৎ—ভ্যঃ। দ্বেষোভ্য ইতি দ্বেষঃ—ভ্যঃ।

অন্যকৃতেভ্য ইত্যন্যকৃৎ—ভ্যঃ। উরু। যন্তা। অসি। বরূথম্। স্বাহা।

জুষাণঃ। অপ্তুঃ। আজ্যস্য। বেতু। স্বাহা। অয়ম্। নঃ। অগ্নিঃ।

বরিবঃ। কৃণোতু। অয়ম্। মৃধঃ। পুরঃ। এতু। প্রভিন্দন্নিতি

প্র—ভিন্দন্। অয়ম্। শত্রূন্। জয়তু। জর্হৃষাণঃ। অয়ম্। বাজম্।

জয়তু। বাজসাতাবিতি বাজ—সাতৌ। উরু। বিষ্ণো ইতি। বীতি। ক্রমস্ব।

উরু। ক্ষয়ায়। নঃ। কৃধি। ঘৃতম্। ঘৃতযোন ইতি ঘৃত—যোনে। পিব।

প্রপ্রেতি প্র—প্র। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম। তির।

(২) সোমঃ। জিগাতি। গাতুবিদিতি গাতু—বিৎ। দেবানাম। এতি।

নিষ্কৃতমিতি নিঃ—কৃতম্। ঋতস্য। যোনিম। আসদমিত্যা—সদম।

(৩) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ।

(৪) এষঃ। বঃ। দেব। সবিতঃ। সোমঃ। তম।

রক্ষধ্বম্। মা। বঃ। দভৎ।

(৫) এতৎ। ত্বম্। সোম। দেবঃ। দেবান্। উপেতি। আগাঃ। ইদম্। অহম্।

মনুষ্যঃ। মনুষ্যান্। সহ। প্রজয়েতি প্র—জয়া। সহ। রায়ঃ। পোষেণ।

(৬) নমঃ। দেবেভ্যঃ। স্বধেতি স্ব—ধা। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ। ইদম্।

অহম্। নিরিতি। বরুণস্য। পাশাৎ। সুবঃ। অভি।

বীতি। খ্যেষম্। বৈশ্বানরম্। জ্যোতিঃ।

(৭) অগ্নে। ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে। ত্বম্। ব্রতানাম্। ব্রতপতিরিতি

ব্রত—পতিঃ। অসি। যা। মম। তনূঃ। ত্বয়ি। অভূৎ। ইয়ম্।

সা। ময়ি। যা। তব। তনূঃ। ময়ি। অভূৎ। এষা। সা। ত্বয়ি। যথাযথমিতি

যথা—যথম্। নৌ। ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে। ব্রতিনোঃ। ব্রতানি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'সোম' (হে মম হৃন্নিহিত দেবভাব!) ত্বং 'তনূকৃদ্ভ্যঃ' (ইহজন্মনি কৃতেন কর্ম্মণা সঞ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষোভ্যঃ' (জন্মনা সহ আগতেভ্যঃ, যদ্বা—পূর্ব্বজন্মকৃতেন কর্ম্মণা সহ আগতেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'অন্যেভ্যঃ' (অপরৈঃ কৃতেভ্যঃ, যদ্বা—বহিরন্তঃশত্রূণাং কৃতেভ্যঃ ইতি যাবৎ দুরিতস্য ইতি ভাবঃ) উরু (প্রভূতং, বহুপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ) 'যন্তা' (নিয়ন্তা, বিনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। শত্রবঃ যথা অস্মান্ ন বাধন্তে তথা অস্মান্ সুরক্ষিতান্ প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ। অপিচ তস্মাৎ ত্বং 'বৃষ্ণ্যং' (লোকানাং অশেষকল্যাণকরঃ) 'অসি' (ভবসি); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়ামি, সুহুতম্ অস্তু অস্মাকং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু—ইতি প্রার্থনা।

(খ) 'জুষাণঃ' (প্রিয়মাণঃ—অস্মাকং সদ্ভাবগ্রহণেন সৎকর্ম্মণা চ ইত্যর্থঃ) 'অপ্তুঃ' (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ ভগবান) 'আজ্যস্য' (অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'বেতু' (জানাতু, গৃহ্নাতু ইত্যর্থঃ); তস্মৈ ভগবতে 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ মম হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং চ উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ, সুসিদ্ধমস্তু অস্মাকং অনুষ্ঠানং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ অস্মাকং কর্ম্মণা প্রীতঃ সন অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহ্নাতু পরমমঙ্গলং চ বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(গ) 'অয়ং' (অস্মাভিঃ প্রার্থিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বরিব' (ধনং, পরমধনং) 'কৃণোতু' (করোতু, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ) ; অপিচ 'অয়ং' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'প্রভিন্দন্' (বিদারয়ন্, বিদূরয়ন্ ইতি যাবৎ) 'পুরঃ' (পুরতঃ, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এতু' (আগচ্ছতু, অধিতিষ্ঠতু)। অনন্তরং অয়ং (সঃ ভগবান্) 'বাজসাতৌ' (অস্মভ্যং শ্রেষ্ঠধনপ্রদানায় ইতি ভাবঃ) 'বাজান্' (শত্রূন্—শত্রু-সম্পর্কিতানি ধনানি) 'জয়তু' (বিজয়তু) ; কিঞ্চ 'অয়ং' (স এব জ্ঞানদেবঃ) 'জর্হৃষাণঃ' (অত্যর্থং হৃষ্যন্, অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন প্রীতঃ সন্) 'শত্রূন্' (অস্মাকং সৎকর্ম্মবিরোধিনঃ, অন্তঃশত্রূন্) 'জয়তু' (নাশয়তু) ; 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ তং ভগবন্তং পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মম কর্ম্ম অনুষ্ঠানং চ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তদনুগ্রহেণ অস্মাসু প্রজ্ঞানং উপজয়তু। সজ্‌জ্ঞানদানেন সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রূন্ নাশয়তু অপিচ অস্মান্ পরমপদি প্রতিষ্ঠাপয়তু।

(ঘ) 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণেন, অনন্তেন বা সত্ত্বসমুদ্রেণ ইতি ভাবঃ) 'বিক্রমস্ব' (ব্যাপ্নুহি—অস্মান্ ইত্যর্থঃ) ; কিঞ্চ 'উরুক্ষয়ায়' (অনন্তনিবাসায়, শ্রেষ্ঠনিবাসায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'কৃধি' (কুরু, সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু ইতি ভাবঃ)। অপিচ 'ঘৃতযোনে' (শুদ্ধসত্ত্বজনক হে ভগবন্!) ত্বং 'ঘৃতং' (হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মকারকং মাং) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'প্রতির' (প্রবর্দ্ধয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বেন সহ অস্মাসু আগচ্ছ। যথা বয়ং শ্রেষ্ঠনিবাসং তাং প্রাপ্নুমঃ তথা অস্মান্ সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু। অপিচ ভবৎপ্রদত্তেন শুদ্ধসত্ত্বেন অস্মান্ সমুদ্ধারয় স্বাত্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ।

২। হে ভগবন্! 'দেবানাম্' (দেবসম্বন্ধযুতানাং ইতি ভাবঃ) 'ঋতস্য' (সৎকর্ম্মণাং) 'যোনিং' (উৎপত্তিস্থানং) 'নিষ্কৃতং' (বিবিধগুণালঙ্কৃতং) মম 'সদং' (হৃদয়রূপং গৃহং) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'আ জিগাতি' (আগচ্ছতি, আগচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মম হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্য বিকাশং ভবতু। মম হৃদয়ং ভগবতঃ প্রীত্যর্থং কর্ম্ম কর্ত্তুং মাং নিয়োজয়তু।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য ভগবতঃ) 'সদঃ' (অধিষ্ঠানং, আধারস্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি) ; অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন হি ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য তস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, সৎস্বরূপং আশ্রয়স্থানং—মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ।

৪। হে 'দেব' (স্বতঃপ্রকাশমান) 'সবিতঃ' (জ্ঞানপ্রদাতঃ জ্ঞানপ্রেরক বা হে ভগবন্!) 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ) 'সোমঃ' (অয়ং শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং সমর্পিতঃ) অস্তু। হে দেবাঃ! 'তং' (যুষ্মাকং উদ্দেশ্যে সমর্পিত তাদৃশং সোমং) যূয়ং 'রক্ষধ্বম্' (পালয়ত, গৃহ্নীত ইত্যর্থঃ) ; 'বঃ' (যুষ্মভ্যং সমর্পিতং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'মা দভৎ' (মা হিংসীত অপিচ

পরিপোষয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ স্বন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং উৎসৃজ্যতি; প্রার্থয়তি যেন ভগবান্ সদা শুদ্ধসত্ত্বং পালয়তু।

৫। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্!) 'এতৎ' (ইদানীং, নিত্যকালমেব ইত্যর্থঃ) ত্বং 'দেবঃ' (স্বতঃপ্রকাশঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'দেবান্' (দেবভাবসম্পন্নান্) 'উপগাঃ' (প্রাপ্তবানসি, যদ্বা—দেবভাবৈঃ সহ অথবা দেবভাবসম্পন্নানাং সমীপে হৃদি বা অগতবানসি—আগচ্ছসি ইতি ভাবঃ); 'মনুষ্যঃ' (সামান্যঃ নরঃ ইতি ভাবঃ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'প্রজয়া সহ' (সদ্ভাবেন) চ 'রায়স্পোষেণ 'সহ' (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপেন পরমধনেন, শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েন বা ইত্যর্থঃ) 'মনুষ্যান্' (মনুষ্যোচিতান পৌরুষান্) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। ভগবান্ স্বয়মেব সদ্ভাবসম্পন্নেষু জনেষু স্বতঃপ্রকাশমানঃ ভবতি। অতঃ সাধকঃ মনুষ্যোচিতান্ পৌরুষসামর্থ্যান কাময়তি প্রার্থয়তি চ। পরমধনদানেন ভগবান কৃপয়া মাং উদ্ধারয়তু।

৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'দেবেভ্যঃ' (দেবানাং প্রীতিসাধনায়) যুষ্মান্ 'নমঃ' (নমস্কর্ম্মণা নিয়োজিতান্ কুর্ম্ম) অপিচ 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃপুরুষাণাং প্রীতিসাধনায়) যুষ্মান্ 'স্বধা' (স্বধা-মন্ত্রেণ নিয়োজিতান কুর্ম্ম)। ইদং (ইদানীমেব) অহং (প্রার্থনাকারী) 'বরুণস্য' (সংসারবন্ধন-জনকস্য কামনাবাসনাদিরূপস্য পাপসম্বন্ধস্য) 'পাশাৎ' (বন্ধনাৎ) 'নিঃ' (নির্ম্মুক্তঃ) ভবামি। হে ভগবন্! 'সুবরভি' (সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং আভিমুখ্যেন ইত্যর্থঃ) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বহিত-সাধকং) 'জ্যোতিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকং জ্যোতিঃস্বরূপং ত্বাং ইতি ভাবঃ) 'বিখ্যেষং' (বিশেষেণ পশ্যেয়ং)। সর্ব্বস্থ কর্ম্মসু ভগবদধিষ্ঠানং ভবতু ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) 'ব্রতপতে' (সৎকর্ম্মপালক, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'ব্রতানাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং) 'ব্রতপতিঃ' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অতঃ অহং ত্বাং শরণং গচ্ছামি। মাং সদ্ভাবাধিকারিণং কুরু।

(খ) অতঃ হে দেব! 'যা' (কলুষকলঙ্কপরিম্লানং) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) 'ত্বয়ি অভূৎ' (ত্বদীয় আত্মনি অবস্থিতং ভবতি) 'সা এষা' (ভবতাং তৎ পবিত্রকারকং পতিতোদ্ধারকং বা শরীরং ইতি ভাবঃ) 'ময়ি' (মমাত্মনি) ভবতু ইতি শেষঃ; অপিচ 'তব' (তথাবিধস্য সৎকর্ম্মপালকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'যা তনূঃ' (যং পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'ময়ি অভূৎ' (ময়ি সংন্যস্তং অভবৎ) 'এষা সা' (তব তৎপবিত্রকারকং শরীরং ইত্যর্থঃ) 'ত্বয়ি' (ভবতি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। ত্বদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। মন্ত্রাংশোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! কলুষকলঙ্কপরিলিপ্তং পাপক্লিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তব পূতং দেবদেহং স্থাপয়। মর্ম্মার্থস্ত—অহং পরমাগতিং লভেয়ং।

(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার ভগবন্!) 'ব্রতিনঃ' (সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠাতারঃ অস্মাকং) 'ব্রতানি' (অনুষ্ঠিতানি সৎকর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'নৌ'

(তুভ্যং মহ্যং চ) 'যথাযথং' (যথানুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইত্যর্থং। যাবান ব্রতেষু মমাদরস্তাবান্ তবাপি ভবতু ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত দেবভাব! ইহজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত, জন্ম সহ আগত অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সহিত জাত এবং অপরের কৃত অর্থাৎ বহিরন্তঃশত্রুর কৃত দুরিতসমূহের আপনি প্রভূতপ্রকারে নিয়ন্তা অর্থাৎ বিনাশক হয়েন। শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদিগকে বাধা দিতে না পারে, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে সুরক্ষিত-ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত করুন; সেই ভাবেই আপনি লোকসমূহের অশেষ কল্যাণকারী হয়েন। স্বাহা মন্ত্রে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি; আমাদিগের কর্ম্ম সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাবার্থ এই যে—আমাদিগের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধিত হউক।

(খ) আমাদিগের সদ্ভাবগ্রহণে (অথবা কর্ম্মের দ্বারা) প্রিয়মাণ সর্ব্বতো-ব্যাপ্ত ভগবান্ আমাদিগের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। সেই ভগবানকে স্বাহামন্ত্রে পূজা করি; আমাদিগের অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন অপিচ আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)।

(গ) আমাদিগের প্রার্থিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। আরও, সেই জ্ঞানদেব শত্রুগণকে বিদূরিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। তদনন্তর সেই ভগবান্ আমাদিগকে পরমধনদানের জন্য শত্রুদিগকে অথবা শত্রুসম্বন্ধী ধনসমূহকে জয় করুন এবং সেই ভগবান্ আমাদিগের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে প্রীত হইয়া আমাদিগের সৎকর্ম্মবিরোধী অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন। স্বাহামন্ত্রে সেই ভগবানকে পূজা করি; আমার কর্ম্মানুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে—ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞান উপজিত হউক। সজ্জ্ঞানদানে সেই ভগবান আমাদিগের

শত্রুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত)।

(ঘ) বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্! আপনি অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুন এবং অনন্তনিবাস বা শ্রেষ্ঠনিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্যসম্পন্ন করুন। আরও, হে শুদ্ধসত্ত্বের আধার ভগবন্! আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্দ্ধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন ; আমরা যাহাতে শ্রেষ্ঠ নিবাসভূত আপনাকে প্রাপ্ত হই, সেইরূপে আমাদিগকে সামর্থ্যসম্পন্ন করুন ; অপিচ, আপনার প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন এবং আপনাতে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)।

২। হে ভগবন্! দেবসম্বন্ধযুক্ত সৎকর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বিবিধগুণের দ্বারা অলঙ্কৃত আমার হৃদয়-গৃহে শুদ্ধসত্ত্ব আগমন করুক। (ভাব এই যে—আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হউক। যেন আমার হৃদয় আমাকে ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সৎকর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিতে পারে)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্তস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সে হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি)।

৪। স্বতঃপ্রকাশমান জ্ঞানপ্রেরক হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদি-সঞ্জাত এই শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আমাদিগের সোম আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ পরিপোষণ করুন। (এই মন্ত্রটী প্রার্থনামুলক। এস্থলে সাধক ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্ব উৎসর্গ করিতেছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান যেন সদাই শুদ্ধসত্ত্বকে পালন করেন)।

৫। দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিত্যকাল স্বতঃপ্রকাশমান হইয়া দেবভাবসম্পন্নদিগকে প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ দেবভাবসমূহের

সহিত কিংবা দেবভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে আগমন করেন। মরণ-ধর্ম্মাবলম্বী প্রার্থনাকারী আমি সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরমধনের সহিত মনুষ্যোচিত পৌরুষ কামনা করিতেছি। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রকাশক। ভগবান সদ্ভাবসম্পন্নদিগের মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান্ হন। এখানে সাধক মনুষ্যোচিত পৌরুষ প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব—পরমধনদানে ভগবান আমাকে উদ্ধার করুন)।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবতাদিগের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে নমঃমন্ত্রের (নমস্কর্ম্মের) দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি এবং পিতৃপুরুষদিগের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্বধা-মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি। আমি যেন নিত্যকাল কামনাবাসনাদিরূপ পাপ-সম্বন্ধের বন্ধন হইতে অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই। হে ভগবন্! সকল সৎকর্ম্মেই যেন বিশ্বের হিতসাধক বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাকে দর্শন করি। (ভাব এই যে—আমাদিগের অনুষ্ঠিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মেই ভগবানের অধিষ্ঠান হউক)।

৭। (ক) সৎকর্ম্মপালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন। অতএব আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন।

(খ) অতএব হে দেব! কলুষকলঙ্কপরিম্লান আমার পাপপঙ্কিল শরীর আপনার আত্মাতে অবস্থিত হউক; আপনার পবিত্রকারক শরীর আমাতে অবস্থিত হউক। তথাবিধ সৎকর্ম্মের পালক আপনার পবিত্রতাসাধক পুণ্যময় যে শরীর আমাতে সংন্যস্ত বা বর্ত্তমান ছিল, আপনার সেই পবিত্রকারক শরীর আপনাতেই বর্ত্তমান থাকুক। আপনার ও আমার অভিন্ন শরীর হউক—ইহাই ভাব। (মন্ত্রের এই অংশটী প্রার্থনামূলক। এখানে প্রার্থনাকারী পরামাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে—কলুষকলঙ্কপরিলিপ্ত আমার এই ভৌতিক শরীর নাশ করিয়া আমাতে আপনার পূণ্যপূত দেবদেহ স্থাপন করুন। মর্ম্মার্থ এই যে—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন; আমাকে পবিত্র সত্ত্বসমন্বিত

করুন। আপনাতে আত্মসম্মিলন করিয়া আমি যেন পরাগতি লাভ করিতে পারি, হে দেব, তাহাই বিহিত করুন)।

(গ) এইরূপ হইলে হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত যথাক্রমে প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর ও প্রীতি হউক ॥ (১ অস্টক—৩ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

তৃতীয়ানুবাকে প্রিক্রিয়া বর্ণিতাঃ। এতাবতা বেদিগতবিশেষনির্ম্মাণং সমাপ্তং। অথ তস্যাং বেদ্যামগ্নীষোমীয়প[শুঃ] র্ব্বক্তব্যঃ। তস্য চাগ্নীষোময়োঃ প্রণীতয়োঃ পশ্চাদ্বক্ত্যমুচিতত্বাত্তৎ-প্রণয়নায় বৈসর্জ্জনহোমশ্চ[তু]র্থেঽনুবাকেঽভিধীয়তে।

১। "ত্বং সোম ত[নূকৃ]দ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু যন্তাঽসি বরূথং স্বাহা। জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহা[য়ং] নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং [বা]জং জয়তু বাজসাতৌ। উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নঃ কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পি[ব] প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির।" কল্পঃ—"স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শালামুখীয়ে বৈসর্জ্জনহোমং জুহোতি ত্বং সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু যন্তাঽসি বরূথং স্বাহেতি, স্রুবেণাপ্তুং প্রস্কন্দয়তি জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহেতি, পূর্ব্বয়া দ্বারোপনি-ক্রামত্যয়ং নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতাবিতি, অথাঽহবনীয়ে স্রুবাহুতিং জুহোতি উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নঃ কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহেতি" ইতি।

তনূং শরীরং কৃন্তন্তি ছিন্দন্তীতি তনূকৃন্তি রক্ষাংসি। দ্বিষন্তীতি দ্বেষাংসি। অন্যৈরস্ম-দ্বিরোধিভিরভিচরদ্ভিঃ কৃতানি প্রেষিতানীত্যন্যকৃতানি। হে সোম ত্বং তাদৃশেভ্যো নিয়ন্তাঽসি। যথা তাদৃশানি নাস্মান্বাধন্তে তথাঽস্মানন্যত্র সুরক্ষিতপ্রদেশে স্থাপয়িত্বা পালয়সি। তস্মাত্ত্বমেবা-স্মাকমুরু প্রভূতং বরূথং বলমসি, তস্মৈ তুভ্যমিদং হুতমস্তু। অপ্তুং প্রস্কন্দয়তীত্যত্রাপ্তুশব্দ আজ্যবিন্দুবাচী। মন্ত্রে স্বল্পদেহবাচী। হে সোমঽয়ং জুষাণোঽস্মাসু প্রীতিমান্ বক্ষসামদর্শনায়াপ্তু-স্বল্পদেহঃ সন্নাজ্যস্য বিন্দুং বেতু পিব, তবেদং হুতমস্তু। পূর্ব্বদ্বারেণ নিষ্ক্রামন্তো যমগ্নিং প্রণয়ন্তি অয়মগ্নিরস্মাকং বরিবঃ কৃণোতু শ্রেয়ঃ করোতু। অয়ং মৃধো বৈরিণঃ প্রভিন্দন্ পুর এতু অগ্রে গচ্ছতু। অয়ং জর্হৃষাণো হৃষ্টান্তঃকরণঃ শত্রূঞ্জয়তু। বাজস্যান্নস্য সাতির্লাভো যস্মিন্ সংগ্রামে স বাজসাতিস্তস্মিন্নয়মস্মদর্থং বাজং জয়তু বশীকরোতু। হে বিষ্ণো ব্যাপিন্নাহবনীয়াস্মদনুগ্রহার্থ-মুরু বিক্রমস্ব বৈরিষু বহুলং পরাক্রমং কুরু। নোঽস্মাকং ক্ষয়ায় নিবাসার্থমুরু কৃধি বহুলং গৃহধনাদিকং সম্পাদয়। ঘৃতেন জ্বালোদ্ভবাদ্ঘৃতযোনিঃ। হে ঘৃতযোনে হূয়মানমিদং ঘৃতং পিব, যজ্ঞপতিং যজমানং প্রতিরাতিশয়েন বর্দ্ধয় ॥

মন্ত্রান্ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ হোমং বিধত্তে—"সুবর্গায় বা এতানি লোকায় হূয়ন্তে যদ্বৈসর্জ্জনানি"

(সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। অবান্তরদীক্ষাবিসর্জ্জনার্থত্বাদেতানি হোমকর্ম্মাণি বৈসর্জ্জনানি। তৎপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"উপস্থে ব্রহ্মা রাজানং কুরুতে সমপি ব্রতান্ হ্বয়ধ্বমিতি সম্প্রেষ্যতি যজমানস্যামাত্যান্ সংহ্বয়ন্তমধ্বর্য্যুং যজমানোঽন্বারভতে যজমানং পত্নী পত্নীমিতরে পুত্রভ্রাতরোঽহতেন বাসসাঽমাত্যান্ সম্প্রচ্ছাদ্য বাসসোঽন্তে স্রুগ্দণ্ডমুপনিয়ম্য প্রচরণ্যা বৈসর্জ্জনানি জুহোতি" ইতি।

ব্রতামাত্যশব্দৌ বন্ধুবাচকৌ। প্রচরণী জুহ্বাসদৃশী॥ বিশেষান্ ক্রমেণ বিধত্তে—"দ্বাভ্যাং গার্হপত্যে জুহোতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যা আগ্নীধ্রে জুহোত্যন্তরিক্ষ এবাঽক্রমত আহবনীয়ে জুহোতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। দ্বাভ্যাং ত্ব৺ সোম জুষাণ ইত্যেতাভ্যাং। আগ্নীধ্রে হোমস্য মন্ত্রো বিধাস্যতে। আহবনীয় উরু বিষ্ণো ইতি মন্ত্রঃ॥ হোমাৎ পূর্ব্বমেব ব্রহ্মণা সোম আদাতব্য ইতি বিধত্তে—"দেবা বৈ সুবর্গং লোকং যন্তো রক্ষা৺স্যজিঘা৺সন্তে সোমেন রাজ্ঞা রক্ষা৺স্যপহত্যাপ্সু আত্মানং কৃত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্ রক্ষসামনুপলাভায়াহৃতঃ সোমো ভবত্যথ বৈসর্জ্জনানি জুহোতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। যন্তো গচ্ছন্তঃ। অপ্সু রক্ষোভিরদৃশ্যমানকায়-দেহং। আত্তো ভবতি স্বীকৃতো ভবেৎ। তত ঊর্দ্ধং কৃতো হোমো রক্ষাংস্যপহন্তি॥

প্রথমমন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগেঽভিপ্রেতং সোমস্য সামর্থ্যমুপপাদয়তি—"ত্ব৺ সোম তনূকৃদ্ভ্য ইত্যাহ তনূকৃদ্ধ্যেষঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। তনূচ্ছিদাং রক্ষসামপি তনং কৃণত্তি ছিনত্তীত্যেব সোমোঽত্যন্তং তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽস্মান্ পালয়িতুং সমর্থঃ॥

দ্বিতীয়ভাগে বিশেষ্যং পূরয়তি—"দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য ইত্যাহান্যকৃতানি হি রক্ষা৺সি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। তৃতীয়ভাগস্যোরু বরূথমিত্যস্য বাক্যস্য শেষং পূরয়তি—"উরু যন্তাঽসি বরূথমিত্যাহোরুণস্কৃধীতি বাবৈতদাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। বহুলমস্মদর্থং কুর্ব্বিত্যেতদেব স ভাগো ব্রূতে॥ দ্বিতীয়মন্ত্রেঽপ্সু শব্দসূচিতমাহ—"জুষাণো অপ্তু-রাজ্যস্য বেত্বিত্যাহাপ্সুমেব যজমানং কৃত্বা সুবর্গং লোকং গময়তি রক্ষসামনুপলাভায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। প্রাচীনবংশান্নিষ্ক্রম্যাঽগ্নীধ্রে জিগমিষুভির্নুষ্ঠেয়ানি সোমস্বীকারাদীনি ষড় বিধত্তে—"আ সোমং দদত আ গ্রাব্ণ আ বায়ব্যান্যা দ্রোণকলশমুৎপত্নীমানয়ন্ত্যন্বনা৺সি প্রবর্ত্তয়ন্তি যাবদেবাস্যাস্তি তেন সহ সুবর্গং লোকমেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। সোমং হবির্দ্ধানে নেতুমাদদীরন্ গ্রাবাণোঽভিষবার্থাঃ। বায়ব্যান্যুলূখলসদৃশানি গ্রহপাত্রাণি। দ্রোণকলশঃ প্রৌঢ়ং কাষ্ঠপাত্রং। এতান্যাদদীরন্। পত্নীং স্বস্থানাদুত্থাপ্যানয়েয়ুঃ। ব্রীহ্যা-দ্যৌষধদ্রব্যার্থং যত্তৃতীয়ং শকটং তদেবাসকৃদাবৃত্তত্বাদনাংসীতি বহুবচনেনোচ্যতে। তদস্য পুনঃ-পুনঃ প্রবর্ত্তয়েয়ুঃ। এবং সতি যজমানস্য স্বং যাবদস্তি তেন সর্ব্বেণ সহ স্বর্গং প্রাপ্নোতি॥ বিধত্তে—"নয়বত্যর্চ্চাঽগ্নীধ্রে জুহোতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিনীত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। অগ্নে নয় সুপথেত্যসৌ নয়বতী। অত্র সূত্রং—"শালামুখীয়ে প্রণয়নীয়মিধ্মাদীপ্যসিকতাভিরু-পযম্যাগ্নীষোমাভ্যাং প্রণীয়মানাভ্যামনুব্রূহীতি সম্প্রেষ্যতি প্রণীয়মানায়ানুব্রূহীতি বা প্রথমায়াং ত্রিরনূক্তায়াময়ং নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বিত্যগ্নিপ্রথমাঃ সোমপ্রথমা বা প্রাঞ্চোঽভিপ্রব্রজন্ত্যাগ্নী-ধ্রীয়েঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্যাগ্নে নয়েত্যর্দ্ধমাজ্যশেষস্য জুহোতি" ইতি। প্রচরণ্যা চতুর্গৃহীতস্যাঽজ্য-

স্যার্দ্ধং গার্হপত্যে মন্ত্রদ্বয়েন হুতমবশিষ্টেঽপ্যর্দ্ধমাজ্যমাগ্নীধ্রে হুত্বেতরদাহবনীয়ে হোতুং শেষয়েৎ॥ বিধত্তে—"গ্রাবাণো বায়ব্যানি দ্রোণকলশমাগ্নীধ্রে উপবাসয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। স্থাপয়েদিত্যর্থঃ॥ তদ্বৎ সোমস্যাপি স্থাপনপ্রাপ্তৌ তদানয়িতুং গ্রহণং বিধত্তে—"বি হ্যেনং তৈর্গৃহ্ণতে যৎসহোপবাসয়েদপ্রবাপ্যেৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। এনং সোমং তৈর্গ্রাবাদিভির্ব্বিযুজ্য নেতুং গৃহ্ণীয়াৎ। যদি কশ্চিত্তৈঃ সহ স্থাপয়েত্তদানীমভিষবভীত্যা সোমস্যোদরং পূতি ভবেৎ। অত্রাঽজ্যশেষস্যাঽহবনীয়ে হোমায়োক্ত বিধেয়া ইতি যো মন্ত্রো যশ্চ ততঃ পূর্ব্বোঽয়ং নো অগ্নিরিতি মন্ত্রস্তাবুপেক্ষিতৌ॥

২। "সোমো জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতমৃতস্য যোনিমাসদম্"। কল্পঃ—"ব্রহ্মণো রাজানমাদায় পূর্ব্বয়া দ্বারা হবির্দ্ধানং প্রপাদয়তি সোমো জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতমৃতস্য যোনিমাসদমিতি" ইতি।

গাতুবিন্মার্গজ্ঞঃ সোমো জিগাতি গচ্ছতি। কং দেশং গচ্ছতি, আগীদত্যস্মিন্ হবির্দ্ধানদেশ ইত্যাসদঃ। দেবানামাসদমেতি। কীদৃশং? নিষ্কৃতমলঙ্কৃতং। ঋতস্য যজ্ঞস্য যোনিং কারণং গ্রহচমসাদিহবিষামত্রাবস্থিতত্বাৎ॥ বিধত্তে—"সৌম্যয়া প্র পাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া প্রপাদয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২)॥

৩। "অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ"। কল্পঃ—"অথ দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য নীড়ে কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাতি অদিত্যাঃ সদোঽসীত্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং" ইতি॥ স্পষ্টার্থত্বাং দর্শয়তি—"অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যা সদ আ সীদেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি।

৪। "এষ বো দেব সবিতঃ সোমস্তꣳ রক্ষধ্বং মা বো দভৎ"। কল্পঃ—"অথৈনং দেবতাভ্যঃ সম্প্রযচ্ছত্যেষ বো দেব সবিতঃ সোমস্তꣳ রক্ষধ্বং মা বো দভদিতি" ইতি। এতাবন্তং কালং যজমানঃ সোমমরক্ষৎ। ইত ঊর্দ্ধং হে দেবা যুষ্মদীয়ং সোমং যূয়মেব রক্ষধ্বং। যদ্যপীন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সম্বোধনীয়াস্তথাঽপি পবিত্রত্বাদশেষোপলক্ষণার্থং সবিতৈব সম্বোধ্যতে। মা বো দভৎ সোমং রক্ষমাণান্ যুষ্মান্ কশ্চিদপি মা হিংসীৎ॥ সবিতৃসম্বোধনতাৎপর্য্যমাহ—"যজমানো বা এতস্য পুরা গোপ্তা ভবত্যেষ বো দেব সবিতঃ সোম ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং দেবতাভ্যঃ সং প্র যচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি॥

৫। "এতত্ত্বꣳ সোম দেবো দেবানুপাগা ইদমহং মনুষ্যো মনুষ্যান্ৎসহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণ"। বৌধায়নঃ—"সম্প্রদায়োপতিষ্ঠত এতত্ত্বꣳ সোম দেবো দেবানুপাগা ইদমহং মনুষ্যো মনুষ্যান্ৎসহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেতি" ইতি। হে সোম ত্বং দেবঃ সন্ ভবদীয়ান্দেবানেতদিদানীং প্রাপ্তোঽস্মি। অহমপি মনুষ্যঃ সন্ মদীয়ান্ মনুষ্যানিদমিদানীং প্রাপ্তোস্মি। কীদৃশোঽহং পুত্রাদিপ্রজয়া পশ্বাদিধনপুষ্ট্যা চ সহ বর্ত্তমানঃ॥ মন্ত্রভাগয়োর্দ্বয়োঃ প্রসিদ্ধিং তৃতীয়ভাগে বিপক্ষবাধং চ দর্শয়তি—"এতত্ত্বꣳ সোম দেবো দেবানুপাগা ইত্যাহ দেবো হ্যেষ সন্দেবানুপৈতীদমহং? মনুষ্যো মনুষ্যানিত্যাহ মনুষ্যো হ্যেষ সন্মনুষ্যানুপৈতি যদেতদ্যজুর্ন ব্রূয়াদপ্রজা অপশুর্যজমানঃ স্যাৎ সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেত্যাহ প্রজয়ৈব পশুভিঃ সহেমং লোকমুপাবর্ত্ততে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি॥

৬। "নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্য ইদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাৎ সুবরভি বি খ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ"। বৌধায়নঃ—"নমো দেবেভ্য ইতি প্রাঞ্চমঞ্জলিং করোতি স্বধা পিতৃভ্য ইতি দক্ষিণাপ্রত্যঞ্চমথোপনিষ্ক্রামতীদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাদিত্যথাহবনীয়মুপতিষ্ঠতে সুবরভি বি খ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ইদমহং মনুষ্যো মনুষ্যানিতি প্রদক্ষিণমাবৃত্য নমো দেবেভ্য ইতি প্রাচীনমঞ্জলিং কৃত্বা স্বধা পিতৃভ্য ইতি দক্ষিণে, ইদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাদিত্যুপনিষ্ক্রম্য সুবরভি বি খ্যেষমিতি সর্ব্বং বিহারমনুবীক্ষতে বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যাহবনীয়ং" ইতি॥ মন্ত্রদ্বয়ার্থপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"নমো দেবেভ্য ইত্যাহ নমস্কারো হি দেবানা৺ স্বধা পিতৃভ্য ইত্যাহ স্বধাকারো হি পিতৃণাং (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি॥ নির্ব্বরুণস্য পাশাদিত্যত্র নির্ম্মুক্তানীত্যধ্যাহর্ত্তব্য। এতমেবাভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"ইদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাদিত্যাহ বরুণ-পাশাদেব নির্ম্মুচ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি॥

৭। "অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়৺ সা ময়ি যা তব তনূর্ম্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি।" কল্পঃ—"অথ যজমানো-হবান্তরদীক্ষাং বিসর্জ্জয়তি অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়৺ সা ময়ি যা তব তনূর্ম্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানীতি" ইতি। অবান্তরদীক্ষায়া আদৌ যজমানঃ স্বতনুমগ্নৌ সঙ্কল্পেনাবস্থাপ্যাগ্নিতনুং চ স্বস্মিন্নবস্থাপ্য সহ ব্রতনিয়মমুপচক্রমে। ইদানীং তু শরীরব্যত্যয়স্যাসমাহিতত্বাদ্‌ব্রতিনোরগ্নিযজমানয়োঃ স্বোচিত-ব্রতমেবাস্তু। অত্র সুবরভি বি খ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যেতৌ মন্ত্রৌ পুরোডাশব্রাহ্মণে স্পষ্টত্বাদুপেক্ষিতৌ॥ অস্য তু মন্ত্রস্য প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বকং তাৎপর্য্যমাহ—"অগ্নে ব্রতপত আত্মনঃ পূর্ব্বা তনূরাদেয়েত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্বসীয়ান্ৎস্বে বশেভূতে পুনর্ব্বা দদাতি ন বেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি।

অগ্নে ব্রতপত ইত্যেতাবৎপ্রতীকং। স্বকীয়া পূর্ব্বা তনূরগ্নিসকাশাৎ সহসা স্বীকার্য্যেতি বুদ্ধিমন্ত আহুঃ। কুতঃ, বসীয়ানত্যন্তধনিকঃ প্রভুঃ পরকীয়ে বস্তুনি স্ববশীভূতে সতি পুনর্দ্দদাতি বা ন বেতি যত্তৎ কো নাম বেদ। ততো বশাভাবাৎ প্রাগেবাহদেয়া॥ গ্রাবাদীনামাগ্নীধ্রে স্থাপনং যৎ পূর্ব্বমুক্তং তৎ প্রশংসতি—"গ্রাবাণো বৈ সোমস্য রাজ্ঞো মলিম্লুসেনা য এবং বিদ্বান্‌-গ্রাবণ্ণ আগ্নীধ্র উপবাসয়তি নৈনং মলিম্লুসেনা বিন্দতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। মলিম্লুসেনা বিরোধিতস্করসেনা॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"ত্বং জুষা পশ্চিমে বহ্নৌ বৈসর্জ্জন-হুতিস্ত্রয়ং। শালামুখীয়তো বহ্নিং ধৃত্বা প্রাঞ্চোঽভিযান্তি হি॥ ১॥ উরু হুত্বা পূর্ব্ববহ্নৌ সোমো রাজানমগ্রতঃ। হবির্দ্ধানং নয়ত্যত্র চর্ম্ম সংস্তীর্য্য সাদয়েৎ॥ ২॥ অদিত্যাদেষ সোমং নির্দ্দিশৈস্তৈরিমস্ত্রয়েৎ। ইদং দক্ষিণমাবৃত্য নমঃ প্রাগঞ্জলিঃ স্বধা॥ ৩॥ দক্ষিণাঞ্জলিরেতস্মান্নি-র্গচ্ছেন্মণ্ডপাদিদং। সুবর্ব্বিহারমীক্ষিত্বা বৈশ্বা পূর্ব্বাগ্নিমীক্ষতে॥ অগ্নে বহ্নেরুপস্থানং মন্ত্রাঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ॥ ৪॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"বৈসর্জ্জনাখ্যহোমীয়বাসসো গ্রহণস্মৃতিঃ। প্রমা ন বা শ্রুত্যবাধাৎ প্রমা স্যাদষ্টকাদিবৎ॥ দৃষ্টলোভৈকমূলত্বসম্ভবে শ্রুত্যকল্পনাৎ। সর্ব্ববেষ্টনবদ্বাধহীনাহ-

প্যোষা ন হি প্রমা" ইতি॥ ইদং স্মর্য্যতে—"বৈসর্জ্জনহোমবাসোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্নাতি" ইতি। সেয়ং স্মৃতিঃ সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতিবৎপ্রত্যক্ষশ্রুত্যা ন বাধ্যতে। ততোঽষ্টকাদিস্মৃতিবন্মূলবেদানুমানেন প্রমাণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কদাচিৎ কশ্চিদধ্বর্য্যুর্লোভাদেতদ্বাসো জগ্রাহ। তন্মূলৈবৈষা স্মৃতিরিত্যপি কল্পনা সম্ভবতি। দৃষ্টানুসারিণী চেয়ং কল্পনা। দক্ষিণয়া পবিক্রীতানামৃত্বিজাং লোভদর্শনাৎ। তথা সত্যস্যাঃ স্মৃতেরন্যথাঽপ্যুপপত্তাবষ্টকাদিমূলশ্রুতিবন্মূলশ্রুতির্ন কল্পয়িতুং শক্যতে। অতো বাধাভাবেঽপি মূলবেদাভাবান্নেয়ং স্মৃতেঃ প্রমাণং।

অথ ছন্দঃ।

অংশুঃ সোমেতি গায়ত্রী। অয়ং নো অগ্নিরিতি ত্রিষ্টুপ্। উরু বিষ্ণো ইত্যনুষ্টুপ্। সোমো জিগাতীতি গায়ত্রী॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক ৪ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আমরাও সে ভাব গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের সোম অন্যরূপ। আমরা বেদের ব্যাখ্যায় 'সোম' পদের যে অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমাদের সোম—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব—সদ্ভাবরাজি। ভাষ্যকারের অর্থেও সেই ভাবেরই আভাস পাই। বেদের বিভিন্ন স্থানে 'সোম' শব্দের প্রয়োগ আছে। সে সকল স্থলে 'সোম' শব্দে প্রায়ই সোম-রসরূপ মাদক দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিবা ঋগ্বেদে, কিবা সামবেদে, কিবা যজুর্ব্বেদে—সর্ব্বত্রই এ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু এখানকার ভাব অন্যরূপ বলিয়াই মনে হয়। এখানে সোমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে সোম! তং তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্য অন্যকৃতেভ্যঃ যন্তা অসি।' ভাবার্থ—'তাদৃশাঃ অস্মান্ মা বাধন্তে তথাস্মান্ সুরক্ষিত-প্রদেশে সংস্থাপ্য পালয়সীত্যর্থঃ।' শত্রুগণ আমাদিগকে বাধা প্রদান করিতে না পারে, সেইরূপ-ভাবে আমাদিগকে সুরক্ষিত-প্রদেশে স্থাপন করিয়া পালন করুন।' এখন, এ সোমকে কি বলিব? শত্রু-সংহার করিয়া সুরক্ষিত-প্রদেশে স্থাপন করে যে সোম, সে সোম কি সামগ্রী? তাহাকে কি মাদক-দ্রব্য বলিব? মাদক-দ্রব্যের এমন কি সামর্থ্য আছে যে, সে শত্রু নাশ করিয়া সুরক্ষিত-প্রদেশে স্থাপন করে? শত্রু নাশ করা দূরে থাকুক, মাদক-দ্রব্য শত্রুকে বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। সুতরাং, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে উল্লিখিত এ সোম যে মাদকতা-সাধক সোম নহে—এ সোম যে তদতিরিক্ত কোনও শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। আমরা সোম শব্দে হৃদয়ের 'শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি-সুধা' প্রভৃতি অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমরা সেই অর্থ ই সমীচীন বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে ভাষ্যকারও তদ্বিধ কোনও অর্থ ই এখানে সোম

শব্দের প্রয়োগে লক্ষ্য করিয়াছেন। নচেৎ, মাদকতা-বিশিষ্ট সোম হইলে, ভাষ্যে তিনি তাহার আভাস প্রদানে বিরত হইতেন না। যে সোম হৃদয়ের শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, যে সোম শত্রু-নাশ করিয়া সুরক্ষিত প্রদেশে স্থাপন করিতে সক্ষম, তাহাকে কোন প্রকারেই মাদকতা-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে না। পরন্তু সে সোম যে অশেষ শক্তিশালী, সে সোম যে অমৃতত্ব-প্রদানে অধিকারী, তাহাই উপলব্ধ হয়। অথর্ব্ববেদের 'অপ্সু মে সোম অব্রবীৎ' প্রভৃতি মন্ত্রে যে সোমের পরিচয় পাইয়াছি, আমাদের মতে, ভাষ্যের ভাবে, এখানে সোম সম্বোধনে, সেই সোমের প্রতিই লক্ষ্য আছে।

সে সোম শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সে সোম—অন্তরের সামগ্রী, অন্তরে থাকিয়া অন্তরের শত্রুদিগকে, কাম-ক্রোধাদিকে বিনাশ করেন; আর সেই সোমের প্রভাবেই সংসার অমৃতত্বের অধিকারী হয়। আমাদের মতে, বেদ-মন্ত্রের যেখানেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেখানেই এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন, মাদকতা-বিশিষ্ট সোমের কার্য্যকারিতার বিষয় আমরা কোনও স্থলেই উপলব্ধি করি নাই। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ; তিনি শুদ্ধসত্ত্বের আধার। শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেই তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; আবার শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তাঁহার পরমানন্দ লাভ করা যায়। সদ্ভাবাপন্ন জনকে তিনি আসিয়া রক্ষা করেন। মন্ত্রটীতে এবং মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোম' শব্দে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ও সোম সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-রক্ষায় সোমের এই পরিচয়ই যে সমীচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পরিচয়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোম শব্দের বিভিন্ন অর্থ অধ্যাহারের কোনও প্রয়োজন হয় না। পরন্তু বেদ-মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যায়ও এক অভিনব উচ্চ ভাবের বিকাশ হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনূকৃদ্ভ্যঃ' 'দ্বেষোভ্যঃ' ও 'অন্যকৃতেভ্যঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা ভাষ্যব্যতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনূকৃদ্ভ্যঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'তনূঃ শরীরং কৃন্তন্তি ছিন্দন্তীতি তনূকৃন্তি রক্ষাংসি'। কিন্তু ভাষ্যের এই অর্থ অপেক্ষা আর একটু সঙ্গত অর্থ হয়,—'তন্বা শরীরেণ ক্রিয়তে যানি দৌর্ভাগ্যানি' অর্থাৎ শরীরের দ্বারা যে দৌর্ভাগ্যের সৃষ্টি করা যায়। তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'ইহজন্মে কৃতকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত।' এইরূপ 'দ্বেষোভ্যঃ' পদে 'পূর্ব্বকৃতেন কর্ম্মণা সহ জাতেভ্যঃ' অর্থাৎ 'জন্মনা সহ সঞ্জাতেভ্যঃ জন্ম-সংজাতঃ' আর 'অন্যেভ্যঃ' পদে 'বাহ্যান্তঃশত্রুভ্যঃ কৃতেভ্যঃ' অর্থ আমরা অধ্যাহার করি। আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত, ইহজন্মকৃত এবং অন্তঃশত্রুবাহ্যশত্রুকৃত যে দৌর্ভাগ্য—দেবভাবের, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের প্রভাবে সে সকলই বিদূরিত হয়, ইহাই মন্ত্রের সঙ্গত ও তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাদের প্রভাবে আমাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত, ইহজন্মকৃত এবং অন্তঃশত্রুবাহ্যশত্রুকৃত সমস্ত কলুষ বিদূরিত হউক।' সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই,—সৎ ও অসৎ, সু ও কু কদাচ একাধারে থাকিতে পারে না। সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাবের অন্তর্দ্ধান, আবার অসদ্ভাবের আবির্ভাবে সদ্ভাবের তিরোধান—এ দৃশ্য সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। কিন্তু শত্রু যতই প্রবল হউক, শত্রু যতই প্রতিহিংসাপরায়ণ হউক, সদ্ভাবের বশীভূত সকলকেই হইতে হয়। যিনি সদ্ভাবে মণ্ডিত,

তাঁহার নিকট শত্রুমিত্র সকলই সমান। তাই 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং' প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। সদ্ভাবের এমনই প্রভাব। সদ্ভাবের এমনই মহিমা। মন্ত্র বলিতেছে—'আমাদের সদ্ভাব, আমাদের হৃদিসঞ্জাত সত্ত্বভাব—আমাদিগকে রক্ষা করুক। অর্থাৎ, সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎস্বরূপের অনুগ্রহে আমরা যেন জন্মগতিরোধে সমর্থ হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আর একটী ভাব বেশ প্রকাশ পাইয়াছে—ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন, আমাদের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হউন,—কি মধুর ভাব! ভগবান আমাদিগের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান সফল করুন,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ না হইলে, কেহ কি এরূপ আশা করিতে পারে?' সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ একান্তই আবশ্যক—জ্ঞান-জ্যোতিই যে আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান—মন্ত্রে এই ভাবটী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের তৃতীয় (গ) অংশটীর ভাব সরল—প্রার্থনাও সরলতাপূর্ণ। মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনার আভাস পাই। প্রথম প্রার্থনা—পরমধনলাভের, দ্বিতীয় প্রার্থনা—শত্রুনাশের, তৃতীয় প্রার্থনা—শুদ্ধসত্ত্বদানে পরমাত্মার আত্মসম্মিলনের। অজ্ঞানতা বা কাম-ক্রোধাদিজনিত চিত্তের যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, সে বিক্ষোভের নিবৃত্তি ঘটিলেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইয়া থাকে। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনে, হৃদয়ের আবিলতা দূর হইয়া সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থায়ই ভগবদধিষ্ঠান—সেই অবস্থায়ই পরমধনপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। মন্ত্রে সেই চিত্তস্থৈর্য্যের, শুদ্ধসত্ত্ব লাভের এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত।

আলোচ্য মন্ত্রের চতুর্থ (ঘ) অংশটী সরল-প্রার্থনামূলক হইলেও ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রদ্বয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধ্য—ভগবান্। কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রের দ্বিবিধ সম্বোধন স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম সম্বোধ্য হইয়াছে—আহবনীয় এবং দ্বিতীয় সম্বোধ্য হইয়াছে—'অগ্নি'। কিন্তু আমাদের পন্থার অনুসরণে, আমরা কোনক্রমেই ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে লক্ষ্য—ভগবান্। মন্ত্রে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আরও, মন্ত্রের ভাবও যে ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য কিছু, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। 'বিষ্ণোঃ' সম্বোধন পদে এখানে সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যকার 'উরু' পদের 'বহুলং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'উরু' পদে আমরা 'অনন্তেন সত্ত্বসমুদ্রেন' অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভগবান সত্ত্বের আধার। তাঁহা হইতেই সকল সদ্ভাব সমুদ্ভূত। 'বিক্রমস্ব' ক্রিয়াপদে আমরা 'ব্যাপ্নুহি' অর্থ গ্রহণ করি। এখানে এই মন্ত্রে লৌকিক শত্রুনাশের প্রার্থনা নাই। মন্ত্রের লক্ষ্য অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে অবগাহন—সত্ত্বস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। সাধক বলিতেছেন,—'আপনার অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন। অরি অনন্ত শ্রেষ্ঠ-নিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্য-সম্পন্ন করুন।' এখানে সেই অধিকার লাভের প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে। অধিকারী না হইলে, অধিকার লাভ না করিতে পারিলে, ভগবৎ-প্রাপ্তি যে সুদূর-পরাহত, এ প্রসঙ্গে তাহাই স্পষ্টীকৃত দেখিতে পাই। তাই ভগবানের নিকট তাঁহাকে পাইবার অধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। আর প্রার্থনা করা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের। তিনি বিশ্বের সকল সদ্ভাবের আধার—তিনি সৎস্বরূপ। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্র-মধ্যে পরিস্ফুট দেখি। তদ্ভিন্ন মন্ত্রের সহিত শত্রুর কোনও

সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝা যায় না। 'ঘৃতযোনে' পদের বিশ্লেষণে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বজনক' অর্থাৎ যিনি শুদ্ধসত্ত্ব জন্মান বা উৎপন্ন করেন, আমরা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। 'অগ্নি' পদে এখানে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে বুঝাইয়াছে। ভগবান হইতে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তিনিই যে শুদ্ধসত্ত্বের জনক, এখানে 'ঘৃতযোনে অগ্নি' পদদ্বয়ের তাহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে মন্ত্রের যে ভাব হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেমন শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনা আছে, তেমনি আবার ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্বদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট ভক্ত শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত, প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানেও ভক্ত হৃদয়ের একটী নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। 'অদিত্যাঃ' পদ 'অদিতি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অদিতি' শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। সুতরাং 'অদিত্যাঃ' পদে 'অনন্তরূপস্য ভগবতঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সদঃ'—অধিষ্ঠান, আধার। আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে। এখানে 'অদিত্যাঃ সদঃ' বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব যে আধার ও আধেয়রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীরূপ; যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান, সেইখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। তাই 'সদঃ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'আধাররূপঃ বা অংশীভূতঃ' এবং তাহা হইতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের আধারস্বরূপ হও।' হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে হইয়া থাকে। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন।

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ভক্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি আমার হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তুমি আমার শুদ্ধসত্ত্বকে হিংসা করিও না অর্থাৎ তুমি আমার শুদ্ধসত্ত্বকে পালন কর।' এই মন্ত্রে ভক্তের প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চম মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সে অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করি না। ভাষ্যকার-গৃহীত অর্থে কি যে উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার-গৃহীত অর্থটী এইরূপ—'সোমদেব যেমন অন্যান্য দেবতার নিকট গমন করেন, মানুষ আমি, আমিও তেমনি মানুষের নিকট গমন করি।' মানুষ মানুষের কি স্থায়ী মঙ্গল বিধান করিতে পারে? আর তাহার সামর্থ্যই বা কতটুকু! তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান যে স্বতঃপ্রকাশমান্—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সদ্ভাবসম্পন্ন হইতে পারিলে, ভগবান আপনিই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যে ভক্তের ভগবান্!

মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনুষ্যান্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'মদীয়ানি মনুষ্যানি।' আমরা এই পদের অর্থ করি—'মনুষ্যোচিতানি পৌরষসামর্থ্যানি'। প্রার্থনাকারী আমি যাহাতে মনুষ্যোচিত কর্ম্মসামর্থ্য লাভ করিতে পারি, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জানান হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—আমার জন্মসহজাত যে দেবভাব-সমূহ, তাহা যেন আমাতে অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। আর আপনার অনুগ্রহে আমাতে মনুষ্যোচিত সামর্থ্য যেন উপজিত হয় এবং পরম ধন লাভ করিয়া আমি যেন ধন্য হই।

ষষ্ঠ মন্ত্রে ভক্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়াছেন। ভাব এই যে,—তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহ যেন পিতৃপুরুষদিগের ও দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এবং সকল সৎকর্ম্মের মধ্যেই যেন ভগবানের আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানের রূপদর্শনের সুন্দর ভাবটী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রটী গভীর প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। নিষ্কাম কর্ম্মের চরম পরিণতি এইখানেই দেখিতে পাই। তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই। আমার দীক্ষা তপঃ সকলই যেন তোমাতে সমর্পিত হয়। মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মায় আত্মসম্মিলনের, পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার সুখে আমার সুখ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আসুক, তাঁহারই সেবায় আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হউক। সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকে সমর্পণ, তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া,—ইহা ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে?

ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সামান্য ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইলেও মূলতঃ কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে না। তবে ভাবপক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নে, তুমি স্বভাবতঃ সকল ব্রতের পালক হও। সেই কারণে ইদানীং তুমি আমার ব্রতের পালক হও। হে অগ্নি, ব্রত-প্রার্থনাকালে তোমার সম্বন্ধী যে তনু আমাতে অবস্থিত ছিল, তোমার সেই তনু তোমাতেই হউক। হে ব্রতপতে অগ্নি! আমাদের অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্মসমূহ যেন স্ব-সম্বন্ধ অতিক্রম না করে' ইত্যাদি।

যাই হউক, এক্ষণে মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যা' পদ বহু ভাবের দ্যোতনা করে। ঐ পদে 'ভগবানের যাবতীয় রূপ বা আকৃতি' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাঁহার অনন্ত নাম-রূপের পরিচয়ও উহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি যেমন অনন্ত, তাঁহার গুণও যেমন অনন্ত, তেমনি তাঁহার আকৃতিও অনন্ত অপরিসীম। মন্ত্রের 'খ' চিহ্নিত অংশে 'যা তব তনু' ইত্যাদি অংশে বলা হইয়াছে। তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমায় অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আমার এ পাঞ্চভৌতিক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত

মিশিয়া এক হইয়া যায়। আর ইদানীং তাহা সম্ভবপর না হইলেও সে দেহ যাহাতে সৎকর্ম্মশীল হয়, সে দেহের পাপ-কলুষতা দূর হইয়া আপনার পুণ্যস্পর্শে যাহাতে পাপপরিশূন্য হইতে পারে, আপনি তাহার বিধান করুন। তাহা হইলেই যে আপনাতে মিশিয়া যাইতে পারিব! ফলতঃ, জ্ঞানের স্পর্শে দিব্যজ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আমি যেন তোমারই কর্ম্ম তোমারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিতে পারি। হে দেব! আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট করিয়া দেও—আমার ফলাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া দাও। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য—আত্মায় আত্মসম্মিলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানুষের কোনও অনুষ্ঠানই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত নহে। তাহার প্রতি কার্য্যেই স্বার্থপরতার পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। মানুষ পূজা করে, হোম করে, জপতপ যাহারই অনুষ্ঠান করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—তদ্বিনিময়ে ভগবানের নিকট কিছু পাইবার কামনায়। "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"—এ কামনা, এ প্রার্থনা তাহার প্রতি অনুষ্ঠানের মূল সূত্র। সুতরাং নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য কর্ম্মের সূচনা, তাহার পক্ষে ক্বচিৎ সম্ভবপর হয়। 'তুমি আমার হও, আর আমি তোমার হই; আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তুমি আসিয়া তাহা পূর্ণ কর, তাহার ফল তুমিই গ্রহণ কর'—এ কথা মানুষ সহজে বলিতে পারে কি? আধ্যাত্মিক সাধনার কিরূপ উচ্চ-স্তরে উপনীত হইতে পারিলে, মানুষের মুখে এ কথা ফুটিয়া বাহির হয়, 'ধনং দেহি' প্রার্থনার পরিবর্ত্তে 'আমার সর্ব্বস্ব তুমি গ্রহণ কর' বলিবার সামর্থ্য জন্মে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পার্থিব মানুষের পক্ষে এইরূপ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সহজ কি? কত কালের কত কঠোর-কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে মানুষ বলিতে অধিকারী হয়,—তোমারই দেওয়া এ দেহ মন তোমাতেই সমর্পণ করিলাম; তোমারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া তোমারই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম! কর্ম্ম সম্পাদন তুমি করিবে; ফলভাগীও তুমিই হইবে! কর্ত্তৃত্বের দাবী আমায় আর কিছুই নাই। এই মন্ত্রটীতে আধ্যাত্মিক ভাবের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটী অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপসংহারে অগ্নিকে 'ব্রতপতে', 'ব্রতপতি' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। অগ্নিকে এইরূপ সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য কি? এইরূপ সংশয়-প্রশ্নের অবতারণা অনেকত্র পরিদৃষ্ট হয়। সেই তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ 'ব্রত' কাহাকে বলে? পাপক্ষয়কারী পুণ্য-জনক কর্ম্ম-মাত্রই ব্রত-পর্য্যায়-ভুক্ত। আবার পবিত্রতা-সাধক, মানসিক নির্ম্মলতা সাধক ব্রতনিয়মাদি তপঃপর্য্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কর্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানাগ্নিকে 'ব্রতপতি', 'ব্রতপতে' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হইয়াছে। স্বরূপ জ্ঞান না জন্মিলে, কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ, তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতি-সাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র ও কলুষতাপূর্ণ হইয়া থাকে। অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে সদসৎ নির্ব্বাচন করা কঠিন। ভ্রান্তি-বশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া আমরা মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হন।

তাই অগ্নিদেবকে অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে 'ব্রতপতে' 'ব্রতপতি' ইত্যাদি সম্বোধনে অভিহিত করা হইয়াছে। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

—— ০ ——

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।)

(১) অত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামর্ব্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈস্তং

ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়ৈ।

(২) দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তোষধে ত্রায়স্বৈনং

স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।

(৩) দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা

হিংসীঃ পৃথিব্যা সং ভব।

(৪) বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ।

(৫) সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম।

(৬) যং ত্বাঽয়ং স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়।

(৭) অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীরঃ॥ ৫॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) অতীতি। অন্যান্। অগাম্। ন। অন্যান্। উপেতি। অগাম্।

অর্ব্বাক্। ত্বা পরৈঃ। অবিদম্। পরঃ। অবরৈঃ। তম্। ত্বা। জুষে।

বৈষ্ণবম্। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

২) দেবঃ। ত্বা। সবিতা। মধ্বা। অনক্তু। ওষধে। ত্রায়স্ব। এনম্।

স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে। মা। এনম্। হিংসীঃ।

(৩) দিবম্। অগ্রেণ। মা। লেখীঃ। অন্তরিক্ষম্। মধ্যেন।

মা। হিংসীঃ। পৃথিব্যা। সমিতি। ভব।

(৪) বনস্পতে। শতবল্শ ইতি শত—বল্শঃ। বীতি। রোহ।

(৫) সহস্রবল্শা ইতি সহস্র—বল্শাঃ। বীতি। বয়ম্। রুহেম।

(৬) যম্। ত্বা। অয়ম্। স্বধিতিরিতি স্ব—ধিতিঃ। তেতিজানঃ।

প্রণিনায়েতি প্র—নিনায়। মহতে। সৌভগায়।

(৭) অচ্ছিন্নঃ। রায়ঃ। সুবীর ইতি সু—বীরঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! একমেবাদ্বিতীয়স্ত্বং 'অন্যান্' (বিশ্বান্—সর্ব্বান্) 'অতি' (অতিক্রম্য বর্ত্তসি ইতি শেষঃ), অথবা 'অন্যান্' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং) 'অতি' (অতীতঃ, জ্ঞানবিজ্ঞানানাং অতীতঃ ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—ভগবান্ হি সর্ব্বমূলাধারঃ।

(খ) ইত্থং বিদিত্বা হে ভগবন্! অহং ত্বাং 'অগাং' (আগতবানস্মি, শরণং ব্রজামি ইত্যর্থঃ, ত্বং মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ); 'ন' (নতু) 'অন্যান্' (তত্ত অপরান্ কানপি ব্রজাম্যহং, যদ্বা—ত্বত্তঃ অন্যঃ কোঽপি তারয়িতুং ন শক্নোতি ইতি ভাবঃ)।

এতৌ মন্ত্রাংশৌ ভগবতঃ মাহাত্ম্যবিজ্ঞাপকৌ। বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং অতীতঃ অপিচ অবাঙ্মনসো-গোচরঃ স ভগবান্ মাং উদ্ধারয়তু। অহং তং ভগবন্তং শরণং ব্রজামি। ত্বং বিনা, হে ভগবন্! অন্যঃ কোঽপি ভবাব্ধিতারয়িতুং ন শক্নোতি। ত্বং হি একঃ এব উদ্ধারকারকঃ কর্ম্মফলনাশকঃ।

(গ) হে ভগবন্! 'উপগাং' (ভবৎসমীপে আগতবানস্মি, যদ্বা—প্রত্যাগতোঽস্মি ইত্যর্থঃ) 'অর্ব্বাক্' (নিকটে) পরৈঃ (নিকটেভ্যঃ পরস্তাৎ, দূরে ইত্যর্থঃ) অথবা 'অবরৈঃ পরঃ' (নিকটাৎ দূরাৎ বা তদন্তরে বর্ত্তসি, নিকটে বা দূরে বা অপরে বা স্থানে যস্মিন্ ত্বং বর্ত্তসি তস্মিন্নপি স্থানে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবিদং' (লব্ধবান, জ্ঞাতবান্ অস্মি অর্থাৎ যেন ত্বাং অহং প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'তং' (তাদৃশং, তথাবিধং ইতি যাবৎ) 'বৈষ্ণবং' (ভগবদঙ্গীভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দেবযজ্যায়ৈ' (দেবযাগায়, সদ্ভাবজননায়—দেবভাবানাং উন্মেষণায় চ) 'জুষে' (সেবামহে, প্রীণিমহে ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। পরমপদ-প্রাপ্ত্যর্থং সদ্ভাবলাভায় শুদ্ধসত্ত্বজননায় চ যথাহং ত্বাং সেবয়ামি, হে ভগবন্! কৃপয়া তথা কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

২। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'সবিতা দেব' (জ্ঞানপ্রদায়কঃ প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মধ্বা' (মাধুর্য্যরসেন) 'অনক্তু' (রঞ্জয়তু, পালয়তু বা ইতি ভাবঃ)।

(খ) 'ওষধে' (কর্ম্মফলনাশক হে দেব!) 'এনং' (মামিতি ভাবঃ) 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানাৎ মোহাৎ বা উদ্ধারয়)। হে দেব! ঝটিতি মম কর্ম্মফলক্ষয়ং বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(গ) 'স্বধিতে' (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব!) 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলঃ বিরূপঃ বা মা ভব)। মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ।

প্রার্থনামূলকাঃ এতাঃ মন্ত্রাঃ। ভগবান্ অস্মাকং কর্ম্মফলং ভববন্ধনঞ্চ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমপদি প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা এষু মন্ত্রেষু বর্ত্ততে॥

৩। হে ভগবন্! ত্বং 'দিবং' (মম হৃদয়রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলং ইতি ভাবঃ) 'অগ্রেণ' (সম্যক্‌রূপেণ ইতি যাবৎ) 'মা লেখীঃ' (মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ); 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং সৎকর্ম্মমূলং ইত্যর্থঃ) 'মধ্যেন' (বিরামেন, কৃপাবিরামেন ইতি ভাবঃ) মা 'হিংসী' (পরিত্যজ্য মা গচ্ছ, যদ্বা—মাং প্রতি বিরূপঃ মা ভব ইত্যর্থঃ), অপিচ 'পৃথিব্যা' (হৃদ্রূপেণ আধারক্ষেত্রেণ সদ্বৃত্তিমূলেন বা সহ ইতি যাবৎ) 'সম্ভব' (বর্ত্তস্ব, ত্বং মম হৃদয়ে অধিষ্ঠানং কুরু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

৪। 'দেব' (দ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ) 'বনস্পতে' (হৃদয়রূপস্য অরণ্যস্য স্বামিন্—হে ভগবন্!) 'শতবল্শঃ' (বহুরূপঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বিরোহ' (বিশেষেণ জায়স্ব, অস্মাসু অবতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ); অতঃপরং 'বয়ং' (উপাসকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবল্শাঃ' (বহুসামর্থ্যোপেতাঃ, নিখিলৈঃ সদ্ভাবাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'বিরুহেম' (বিশেষেণ প্রজায়েমহি, প্রবৃদ্ধান্ ভবাম ইতি শেষঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান অস্মাসু অধিষ্ঠিতঃ সন্ অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ কুরু ইতি ভাবঃ।

৫। 'স্বধিতিঃ' (সংসারবন্ধননাশকঃ) 'অয়ং' (সঃ ভগবান্) 'তেতিজানঃ' (তূর্ণং ভবাব্ধিপারনয়নসমর্থঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। অতঃ হে ভগবন্! 'মহতে' (শোভনায়, ঐশ্বর্য্যসমন্বিতায় ইত্যর্থঃ) 'সৌভগায়' (সৌভাগ্যলাভায়, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রণিনায়' (প্রীণয়ামি, সন্তজামি ইতি ভাবঃ)। স হি ভগবান্ ভবাব্ধিপারনায়কঃ। সংসারবন্ধনমোচনায় অহং তং ভগবন্তং পূজয়ামি প্রার্থয়ামি চ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং মম সংসারবন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ।

৬। হে ভগবন্! অস্মাকং সম্বন্ধে তব 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপং ধনং) 'অচ্ছিন্নঃ' (অশেষং, অবিচ্ছিন্নং শাশ্বতং ইতি ভাবঃ) 'সুবীরঃ' (শোভনশক্তিসম্পন্নং—মোক্ষপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! একমেবাদ্বিতীয় আপনি বিশ্বের সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন; অথবা আপনি বিশ্বের সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের অতীত হয়েন। (ভাব এই—ভগবানই সর্ব্বমূলাধার)।

(খ) ইহা জানিয়া, হে ভগবন্! আমি আপনার শরণ লইতেছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি ভিন্ন কাহারও শরণ লইতেছি না; কারণ, আপনি ভিন্ন অন্য কেহই ত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন।

(মন্ত্রদ্বয় ভগবানের মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপক। বিশ্বের সকলের অতীত অপিচ অবাঙ্মনসোগোচর সেই ভগবান আমাকে উদ্ধার করুন; আমি সেই ভগবানের শরণ লইতেছি। হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন কেহই ভবাব্ধি পার করিতে অর্থাৎ ত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। হে ভগবন্! আপনিই একমাত্র উদ্ধারকর্তা। মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

(গ) হে ভগবন্! আপনার নিকট আগমন করিলাম। নিকটে, দূরে অথবা নিকট ও দূরের বাহিরে যে কোনও স্থানে আপনি থাকুন না কেন, সেই স্থানেই যেন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! এইরূপে ভগবদঙ্গীভূত আপনাকে হৃদয়ে সদ্ভাব-জননের অর্থাৎ দেবভাব উন্মেষণের জন্য সেবা করি অর্থাৎ প্রীত করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। হে ভগবন্! পরমপদপ্রাপ্তির কামনায়, সদ্ভাব লাভের জন্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব-প্রজনন নিমিত্ত আমি যাহাতে আপনার সেবা করিতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করুন)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞান-প্রদায়ক ভগবান্ তোমাকে মাধুর্য্যরসের দ্বারা রঞ্জিত (সিঞ্চিত) করুন—পালন করুন।

(খ) কর্ম্মফলনাশকারিন্ হে দেব! আমাকে অজ্ঞান-মোহ হইতে উদ্ধার করুন। (ভাবার্থ—হে দেব! আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন)।

(গ) হে ভববন্ধনচ্ছেদনকারী দেবতা! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতিকূল বা বিরূপ হইবেন না। (ভাব এই যে,—আমাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান আমাদিগের কর্ম্ম-ফল ও ভববন্ধন নাশ করিয়া, আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করুন—মন্ত্রত্রয়ে এবম্বিধ প্রার্থনা বিদ্যমান রহিয়াছে)।

৩। হে ভগবন্! আমার হৃদয়রূপ দেবস্থানকে যেন একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তরিক্ষের ন্যায় অনন্ত-প্রসারিত সৎকর্ম্মের মূলকে কৃপা-বিরামের দ্বারা পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না। পরন্তু সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের সহিত সকলে আসিয়া সঙ্গত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক)।

৪। দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ হৃদয়রূপ অরণ্যের অধিস্বামিন্ হে ভগবন্! আপনি বহুরূপ হইয়া বিশেষভাবে আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, উপাসক আমরা, বহুসামর্থ্যোপেত সদ্ভাবাদি-সমন্বিত হইয়া, বিশেষরূপে প্রবৃদ্ধ হইতে পারিব। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সদ্ভাব-সমন্বিত করুন এবং পরম ধন প্রদান করুন)।

৫। সংসারবন্ধননাশক সেই ভগবানই একমাত্র ভবাব্ধিপারে নয়ন-সমর্থ। অতএব হে ভগবন্! ঐশ্বর্য্যসমন্বিত সৌভাগ্যলাভের জন্য অথবা শোভন সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত তোমাকে ভজনা করি। (মন্ত্র—প্রার্থনা-মূলক। ভাব এই যে,—সেই ভগবানই একমাত্র ভবসমুদ্রপারের নায়ক।

সংসার-বন্ধন মোচনের জন্য আমি সেই ভগবানকে পূজা করি। হে ভগবন্! আমার সংসার-বন্ধন ছেদন করুন)।

৬। হে ভগবন্। আপনার পরমার্থরূপ ধন অশেষ এবং মোক্ষপ্রদান-কারক হউক। (১অষ্টক—৩প্রপাঠক—৫অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)

চতুর্থেঽনুবাকে বৈসর্জ্জনহোমেঽবান্তরদীক্ষাং বিস্বজ্যাগ্নীষোময়োরাগ্নীধ্রীয়ে হবির্দ্ধানে চ প্রণয়নমুক্তং। অথ পঞ্চমমারভ্যৈকাদশান্তেষু সপ্তস্বনুবাকেষু প্রণীতয়োস্তয়োরগ্নীষোময়োঃ পশু-র্ব্বক্তব্যঃ। তত্রাস্মিন্ পঞ্চমেঽনুবাকে পশ্বঙ্গযূপস্য ছেদনমভিধীয়তে।

১। "অত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামর্ব্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈস্তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেব-যজ্যায়ৈ।" বৌধায়নঃ—"পুনঃ পূর্ব্বয়া দ্বারোপনিক্রম্য তাং দিশং যন্তি যত্রাস্য যূপস্তষ্টো ভবতি যত্র বা বৎস্যন্মন্যতে স যঃ সমে ভূম্যৈ স্বাদ্যোনে রূঢ়ো বহুপর্ণো বহুশাখোঽপ্রতিশুষ্কাগ্রঃ প্রত্যঙ্-ঙুপনতস্তমুপতিষ্ঠতে—অত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামর্ব্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈস্তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়া ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অতিক্রম্য যূপ্যান্যং জোষয়তে তমভিমন্ত্রয়তেঽ-ত্যন্যানগামিত্যথৈনমুপস্পৃশতি তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়া ইতি" ইতি।

বৃক্ষা দ্বিবিধা যূপ্যা অযূপ্যাশ্চ। পলাশখদিরাদয়ো যূপ্যাঃ। নিম্বজম্বীরাদয়স্ত্বযূপ্যাঃ। হে পুরোবর্ত্তিযূপ্যবৃক্ষ ত্বত্তোঽন্যান্ কাংশ্চিদ্‌যূপ্যানপি সমপ্রদেশজন্মাদিলক্ষণরহিতানত্যগাং। অন্যাং স্ত্বযূপ্যান্নোপাগাং। ত্বাং ত্ববিদং লব্ধবানস্মি। কীদৃশং, পরৈরর্ব্বাগুৎকৃষ্টৈর্লক্ষণৈঃ প্রত্যাসন্নং তল্লক্ষণযুক্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং, পরোঽবরৈর্নিকৃষ্টৈর্লক্ষণৈর্দ্দূরবর্ত্তিনং তদ্রহিতমিত্যর্থঃ। হে বৃক্ষ তং ত্বাং বিষ্ণুদেবতাকং দেবযজনার্থং সেবে। বিধত্তে—"বৈষ্ণব্যর্চ্চা হুত্বা যূপমচ্ছৈতি বৈষ্ণবো বৈ দেবতয়া যূপঃ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়াঽচ্ছৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বেতি স্রুবেণাঽহবনীয়ে যূপাহুতিং হুত্বা ততো যূপং প্রাপ্তুং গচ্ছেৎ। যথো-ক্তমন্ত্রার্থে প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—অত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামিত্যাহাতি হ্যন্যানেতি নান্যানুপৈত্য-র্ব্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈরিত্যাহার্ব্বাগ্ঘ্যেনং পরৈর্ব্বিন্দতি পরোঽবরৈস্তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়া ইত্যাহ দেবযজ্যায়ৈ হ্যেনং জুষতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি॥

২। "দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তোষধে ত্রায়স্বৈনঁ স্বধিতে মৈনঁ হিঁসীঃ।" কল্পঃ—"দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তিতি স্রুবেণ সর্ব্বতো মূলং পর্য্যণক্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনমিত্যূর্দ্ধাগ্রং দর্ভ-মন্তর্দ্ধায় স্বধিতে মৈনঁ হিঁসীরিতি স্বধিতিনা প্রহরতি" ইতি। মধ্বা মধুরেণাঽজ্যেন। এতদেবাভিপ্রেত্যাঽহ—"দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তিত্যাহ তেজসৈবৈনমনক্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনঁ স্বধিতে মৈনঁ হিঁসীরিত্যাহ বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। বিধত্তে—"স্বধিতের্ব্বৃক্ষস্য বিভ্যতঃ প্রথমেন শকলেন সহ তেজঃ পরা পততি যঃ প্রথমঃ শকলঃ পরাপতেত্তমপ্যা হরেৎ সতেজসমেবৈনমা হরতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। স্বধিতিভয়াৎ পতিতস্য বৃক্ষতেজস আহরণায়েহাঽদ্যশকলাহরণং।

৩। "দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা হিꣳসীঃ পৃথিব্যা সং ভব।" কল্পঃ—"প্রাঞ্চং বোদঞ্চং বা প্রযন্তমনুমন্ত্রয়তে দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা হিꣳসীঃ পৃথিব্যা সং ভবেতি' ইতি। হে ছিন্নবৃক্ষ ত্বং পতন্দিবং মা লেখীর্ম্মা বিদারীঃ। পৃথিব্যা সম্ভব সংযুজ্যাবতিষ্ঠস্ব॥ অপ্রসক্ত প্রতিষেধবুদ্ধিং বারয়তি—"ইমে বৈ লোকা যূপাৎ প্রযতো বিভ্যতি দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা হিꣳসীরিত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ শময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। প্রযতঃ পততঃ॥

৪। "বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ।" কল্পঃ—"অথাহব্রশ্চনে হিরণ্যং নিধায় সংপরিস্তীর্য্যাভিজুহোতি বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ স্বাহেতি" ইতি॥ বিধত্তে—"বনস্পতে শতবল্শো বি রোহেত্যাব্রশ্চনে জুহোতি তস্মাদাব্রশ্চনাদ্বৃক্ষাণাং ভূয়াꣳস উত্তিষ্ঠন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। আবৃশ্চ্যতে বৃক্ষো যস্মান্মূলাদিত্যাব্রশ্চনং। ভূয়াংসো বহবো বল্শাঃ শাখাবিশেষাং॥

৫। "সহস্রবল্শা বি বয়ꣳ রুহেম।" কল্পঃ—"সহস্রবল্শা বি বয়ꣳ রুহেমেত্যাত্মানং প্রতিভিমৃশ্য" ইতি॥ বিরোহৈবেত্যাশীরর্থো বিবক্ষিত ইত্যাহ—"সহস্রবল্শা বি বয়ꣳ রুহেমেত্যাহাহশিষমেবৈতামা শাস্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি॥

৬। "যং ত্বাহয়ꣳ স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়।" কল্পঃ—"অন্বগ্রꣳ শাখাং প্রসুদয়তি যং ত্বাহয়ꣳ স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়েতি" ইতি। হে ছিন্নবৃক্ষ তেতিজানস্তীক্ষোহয়ং স্বধিতির্য্যং ত্বাং মহতে সৌভগায় দর্শনীয়ত্বায় তির্য্যক্শাখাছেদনেন প্রণিনায় প্রকৃষ্টং যূপত্বং প্রাপয়ামাস। ততস্তাদৃশেন ত্বয়া ছেদনায় ভেতব্যং॥

৭। "অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীরঃ।" কল্পঃ—"অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর ইত্যগ্রং পরিবাসয়তি" ইতি। হে যূপ ত্বমচ্ছিন্নো ভব। মন্ত্রসামর্থ্যেন চ্ছেদনব্যথা তব মা ভূৎ। কীদৃশস্ত্বং, সুবীরঃ শোভনা বীরা যজমানপুত্রপৌত্রাদয়ো যেন ত্বয়া লভ্যন্তে স ত্বং সুবীরঃ। তাদৃশস্ত্বং রায়ো ধনানি যজমানায় দেহি। যং ত্বাহয়মচ্ছিন্ন ইত্যেতৌ মন্ত্রাবুপেক্ষিতৌ॥ যোহয়ং যূপার্থো বৃক্ষচ্ছেদঃ পূর্ব্বমুক্তস্তত্র-চ্ছেদে ছেত্তং বৃক্ষস্য প্রদেশং বিধত্তে—"অনক্ষসঙ্গং বৃশ্চেৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। ছিন্নাবশিষ্টস্য মূলস্যোপরি গচ্ছতঃ শকটস্যাক্ষো যথা ন প্রসজ্যতে তথা নীচং মূলমবস্থাপ্য ছিন্দ্যাৎ॥ বিপক্ষে বাধকমাহ—"যদক্ষসঙ্গং বৃশ্চেদধ ঈষং যজমানস্য প্রমায়ুকꣳ স্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। যদি ছিন্নে বৃক্ষমূলে শকটস্যাক্ষঃ প্রসজ্যেত তদা যজমানস্য সম্বন্ধি গোবৎসাদিকমীষায়া অধো মরণশীলং ভবেৎ। শকটস্য প্রাচীনং দীর্ঘকাষ্ঠমীষা।

শাখায়া যূপার্থং ছেদনং নিন্দতি—"যং কাময়েতা প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাদিত্যারোহং তস্মৈ বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনামপ্রতিষ্ঠিতোহপ্রতিষ্ঠিত এব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। বৃক্ষমারুহ্য জায়ত ইত্যারোহঃ শাখা। স চ ভূমাবনুৎপন্নত্বাদপ্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য যূপত্বে যজমানোহপ্রতিষ্ঠিত এব ভবতি॥ অপর্ণমপি নিন্দতি—"যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যপর্ণং তস্মৈ শুষ্কাগ্রং বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনামপশব্যোহপশুরেব ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। বনস্পতীনাং মধ্য এষ পর্ণরহিতঃ শুষ্কাগ্রশ্চাপশব্দঃ পশুভ্যো ন হিতঃ॥ বহুপর্ণং বিধত্তে—"যং কাময়েত পশুমান্ৎস্যাদিতি বহুপর্ণং তস্মৈ বহুশাখং বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনাং পশব্যঃ পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি॥

ভূমৌ সমপ্রদেশে স্ববীজাদুৎপন্নং বিধত্তে—"প্রতিষ্ঠিতিং বৃশ্চেৎ প্রতিষ্ঠাকামস্যৈষ বৈ বনস্পতীনাং প্রতিষ্ঠিতো যঃ সমে ভূম্যৈ স্বাদ্যোনে রূঢ়ঃ প্রত্যেব তিষ্ঠতি" (সং ০ কা০৬ প্র০ ৩ অ০ ৩)। ইতি স্বাদ্যোনেরিত্যনেন বৃক্ষজন্যা শাখা ব্যাবর্ত্ত্যতে পশ্চিমদিশ্যানতং বিধত্তে—"যঃ প্রত্যঙ্ঙুপনতস্তং বৃশ্চেৎ স হি মেধমভ্যুপনতঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। মেধো যজ্ঞঃ। স চোত্তরবেদ্যাং ক্রিয়মাণো যূপস্থানাৎ প্রত্যঙ্ ভবতি। অতো মেধমভিলক্ষ্যোপনতঃ॥ যূপস্য কাম্যানি পরিমাণানি বিধত্তে—"পঞ্চারত্নিং তস্মৈ বৃশ্চেদ্যং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদিতি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞ উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমতি ষড়রত্নিং প্রতিষ্ঠা-কামস্য ষড়্‌ৃ ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি সপ্তারত্নিং পশুকামস্য সপ্তপদা শক্করি পশবঃ শক্করী পশূনেবাব রুন্ধে নবারত্নিং তেজস্কামস্য ত্রিবৃতা স্তোমেন সম্মিতং তেজস্ত্রিবৃত্তেজস্বেব ভবত্যেকাদশারত্নিমিন্দ্রিয়কামস্যৈকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়াব্যেব ভবতি পঞ্চদশা-রত্নিং ভ্রাতৃব্যবতঃ পঞ্চদশো বজ্রো ভাতৃব্যাভিভূত্যৈ সপ্তদশারত্নিং প্রজাকামস্য সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা একবিংশত্যরত্নিং প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি।

চতুর্ব্বিংশতিরঙ্গুলয়োঽরত্নিঃ। উত্তরো যজ্ঞঃ সোমবিকৃতিঃ। বিধত্তে—"অষ্টাশ্রির্ভব-ত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী তেজো গায়ত্রী গায়ত্রী যজ্ঞমুখং তেজস্যৈব গায়ত্রিয়া যজ্ঞমুখেন সম্মিতঃ" (সং ০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি।

গায়ত্র্যাস্তেজস্ত্বমগ্নিনা সহোৎপন্নত্বাৎ। যজ্ঞমুখত্বং চ প্রাতঃসবনে প্রযোজ্যত্বাৎ। অতোঽষ্ট-সংখ্যাদ্বারা তেজোগায়ত্রীযজ্ঞমুখৈঃ সমানো ভবতি। তস্মাত্তক্ষণেন যূপস্যাষ্টাবশ্রয়ঃ কার্য্যাঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অতি বৃক্ষং মন্ত্রয়িত্বা তং ত্বা যূপতরুং স্পৃশেৎ। দেবস্ত্বন্ম লমভ্যজ্য হোষ দর্ভান্তরায়তঃ॥ ১॥ স্বধিচ্ছিন্দ্যাদ্দিবং প্রাচ্যাং পাতয়েদ্বন শেষিতে। মূলে হুত্বা সহেত্যাস্য-স্পর্শো যং ত্বাঽঙ্গকানি চ॥ অচ্ছীত্যগ্রং চ সংছিন্দ্যাদ্দশমন্ত্রা উদীরিতাঃ॥ ২॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"যূপচ্ছেদাপকর্ষঃ কিং তদন্তে শ্রুত এব বা। প্রযাজবত্তদন্তস্যাগ্নয়নং চাপকৃষ্যতাং॥

অগ্নীষোমপ্রণয়নং সৌমিকং পাশুকী ছিদা। প্রযাজাঘারবৈষম্যাচ্ছ্রুতমাত্রাপকর্ষণং" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে বৈসর্জ্জনহোমকালে প্রাচীনবংশগতো বহ্নিরাগ্নীধ্রীয়ে প্রণেতব্যঃ। সোমশ্চ প্রাচীনবংশে পূর্ব্বং স্থাপিত ইদানীং হবির্দ্ধানে প্রণেতব্যঃ। তয়োরুভয়োঃ প্রণয়নাদূর্দ্ধং যূপচ্ছেদ আম্নাতঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুত্যাদিনাৎ প্রাচীন ঔপবসথ্যে দিনে প্রাপ্তং। তত্র যূপচ্ছেদো দিনত্রয়াৎ পূর্ব্বস্মিন্দীক্ষাকালেঽপকৃষ্টঃ। দীক্ষাসু যূপং ছিনত্তীতি তদ্বিধানাৎ। তস্মিন্নপকৃষ্টে প্রযাজন্যায়েন তদন্তাঙ্গসমূহস্যাপকর্ষাৎ প্রণয়নমপ্যপকৃষ্যতামিতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ—প্রযাজাঘারাদীনা-মেকমেব প্রধানং প্রত্যঙ্গত্বেনৈকপ্রয়োগান্তঃপাতিত্বাদবশ্যম্ভাবী পরস্পরক্রম ইতি প্রযাজাপকর্ষে তদন্তাঙ্গসমূহাপকর্ষো যুক্তঃ। ইহ তু প্রণয়নং সোমযাগাঙ্গং। যূপচ্ছেদস্ত্বগ্নীষোমীয় পশোরঙ্গমিতি প্রণয়নচ্ছেদনয়োর্নান্যোন্যক্রমোঽপেক্ষিতঃ। তস্মাৎ শ্রুতস্য যূপচ্ছেদনমাত্রস্যাপকর্ষঃ।

একাদশাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"অগ্নীষোমীয়মুখ্যেষু যূপো ভিন্নোঽথ তন্ত্রতা।

উপদেশাতিদেশাভ্যাং ভিন্নো নো কালভেদতঃ” ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে পশবোঽগ্নীষোমীয়-সবনীয়ানুবন্ধ্যাস্ত্রয়ো বিহিতাঃ। তেষু যূপভেদো যুক্তঃ। কুতঃ। অগ্নীষোমীয়ে প্রত্যক্ষবচনেন তদুপদেশাদিতরয়োশ্চোদকাভ্যামতিদেশাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদগ্নীষোমীয়পশোঃ কর্ম্মণঃ কালে যূপস্যোৎপত্তিঃ। কিং তু ততঃ প্রাগেব যূপোৎপত্তিকালঃ। দীক্ষাসু যূপং ছিনত্তি ক্রীতে বা রাজনীতি তৎকালবিধানাৎ। অত আধানবৎ সর্ব্বার্থত্বং সম্ভবতি। যথা স্বকালে সম্পন্নমাধানং তত্তদ্বাক্যবিশেষৈস্তেষু তেষু কর্ম্মসু সম্বধ্যতে তথা স্বকালে ছেদনাদিনা নিষ্পন্নো যূপঃ প্রত্যক্ষচোদকোক্তিভ্যাং তত্র তত্র বিনিযুজ্যতে। তস্মাত্তন্ত্রেণ যূপঃ সম্পাদনীয়ঃ।

তত্রৈব দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—“যূপৈকাদশিনী যূপাহুতের্ভেদোঽথ তন্ত্রতা। সামীপ্যভেদাদাদ্যোঽন্ত্যঃ সামীপ্যং দৃষ্টিগং যতঃ” ইতি। যূপৈকাদশিন্যাং চোদকপ্রাপ্তা যূপাহুতিঃ প্রতিযূপং ভিদ্যতে। কুতঃ? যূপস্যান্তিকেঽগ্নিং মথিত্বা যূপাহুতিং জুহোতীতি তদ্বিধানাৎ সামীপ্যানাং চ ভেদাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদত্যন্তসামীপ্যং সম্ভবতি যূপদাহপ্রসঙ্গাৎ। অতো যাবতা ব্যবধানেন যূপা দৃষ্টিগোচরা ভবন্তি তাবতো দেশস্য সমীপত্বমভ্যুপেয়ং। তথা সতি দেশৈক্যসম্ভবাদাহুতেস্তন্ত্রতা।

ষষ্ঠস্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—“অমুখ্যে সংস্কৃতে মুখ্যলাভে কিং গ্রাহ্যমেতয়োঃ। অমুখ্যস্তক্ষণাদ্‌যূপঃ খাদিরস্তক্ষণাৎ পুনঃ” ইতি॥ যদা যূপার্থং খদিরমলব্ধ্বা কদরে তক্ষণাদি সংস্কৃতে সতি পশ্চান্মুখ্যঃ খদিরো যদি পশুনিয়োজনাৎ প্রাগেব লভ্যতে তদা তক্ষণাদি সংস্কৃতঃ প্রতিনিধিঃ কদর এব গ্রাহ্যঃ, অসংস্কৃতাৎ সংস্কৃতস্য প্রশস্তত্বাদিতি চেন্নৈবং। মুখ্যে খদিরে লব্ধে পুনস্তক্ষণাদি সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। তথা সতি সংস্কৃতস্য মুখ্যস্য লাভাৎ প্রতিনিধিঃ সংস্কৃতোঽপি পরিত্যাজ্যঃ॥ তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং “পশৌ নিযুক্তে খদিরলাভে কার্য্যং পুনর্ন বা। সাদ্‌গুণ্যায় পুনঃ কার্য্যং মুখ্যাবৃত্তির্গুণান্ন হি” ইতি। যদা সংস্কৃতে প্রতিনিধৌ পশুর্নিযুজ্যতে, তত ঊর্দ্ধং খদিরো যদি লভ্যেত তদাঽপি পূর্ব্বন্যায়েন মুখ্যলাভাৎ সাদ্‌গুণ্যায় মুখ্যে যূপে পুনর্নিয়োজনং কার্য্যমিতি চেন্নৈবং। গুণভূতো যূপঃ পশুনিয়োজনং প্রধানং ন হি গুণানুসারেণ প্রধানস্যাঽবৃত্তির্যুক্তা। তস্মান্ন নিয়োজনং পুনঃ কার্য্যং॥

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—“অমুখ্যমুখ্য সংস্কারযোগ্যাযোগ্যো তদা তু কিং। আদ্যো বহুগুণালোপান্ন মুখ্যস্য লোপনং” ইতি॥ যদাঽমুখ্যঃ কদরঃ স্থূলত্বাত্তক্ষণাদিসংস্কারযোগ্যঃ, মুখ্যস্তু খদিরঃ সূক্ষ্মত্বাদযোগ্যস্তদা তক্ষণাদিবহুগুণলোপো মা ভূদিতি প্রতিনিধিরেবাঽদরণীয় ইতি চেন্নৈবং। মুখ্যসিদ্ধয়ে গুণলোপস্য সোঢ়ুং শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ কৃশোঽপি মুখ্য এবোপাদেয়ঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—“নিয়োজনেঽপ্যযোগ্যশ্চেৎ খদিরঃ কিং তদা ভবেৎ। মুখ্যত্বেন স এব স্যাত্তদ্বৈয়র্থ্যান হীতরঃ” ইতি॥

যদা ত্বত্যন্তকৃশত্বাত্তক্ষণাদিরহিতোঽপি খদিরো নিয়োজনেঽপ্যযোগ্যস্তদাঽপি মুখ্যত্বাৎ খদির এবোপাদেয় ইতি চেন্নৈবং। উপাত্তস্য প্রয়োজনাভাবান্নিয়োজনযোগ্য প্রতিনিধিরেব গ্রাহ্যঃ॥

অত্র নাস্তি ছন্দঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ০ ——

এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ বড়ই জটিল ভাবাপন্ন। মন্ত্র-কয়টী যূপতক্ষণে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যে মন্ত্র-সমূহের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ আছে, তাহাই প্রথমে বিবৃত করিতেছি। আজ্যশেষ-গ্রহণান্তর তক্ষাভিমুখে গমন করিয়া 'অত্যন্যান্' মন্ত্রে যূপকে অভিমর্শন এবং পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। তার পর যূপাহুতি-শেষ আজ্য গ্রহণান্তর যূপতক্ষণ জন্য বনে গমন করিয়া আবার যূপকে অভিমর্শন বা আমন্ত্রিত করিবার বিধি সূত্রে উক্ত আছে। অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ বনস্পতি দেবতা বিষয়ে বিনিযুক্ত। কোন্ বৃক্ষ যূপের উপযুক্ত এবং কোন বৃক্ষ যূপের উপযুক্ত নয়,—ভাষ্যে তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তি; যথা—যূপ্যা ও অযূপ্যা ভেদে বৃক্ষ দ্বিবিধ। পলাশ, খদির ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ—যূপ্যা; আর নিম্ব-জম্বীরাদি বৃক্ষ—অযূপ্যা। এবম্বিধ সূচনার অবতারণা করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের নিম্নরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

হে পূরোবর্ত্তি যূপবৃক্ষ! আপনি ভিন্ন, সমপ্রদেশেজন্মাদিলক্ষণ-বিরহিত অপর সকল যূপকেই আমি অতিক্রম করিয়াছি। অন্যান্য যূপ-সমূহকেও আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। পর, অপর এবং দূরবর্ত্তী বৃক্ষ-সমূহের নিকটস্থ তোমাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকট হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী তোমাকেই জানিয়াছি। হে বৃক্ষ, দেবযাগের নিমিত্ত তাদৃশ তোমাকে আমরা সেবা করি। ইত্যাদি। মন্ত্রার্থ—হে যূপবৃক্ষ! যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করি।

দেবযাগের নিমিত্ত দেবগণও তোমাকে সেবা করুন। 'ওষধে ত্রায়স্ব' মন্ত্রে কুশতরুণকে তিরস্কার করিবে। যূপবৃক্ষের কুশকে অপসারিত করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রার্থ—'হে ওষধে! স্বধিতি ভয় হইতে আমায় রক্ষা কর।' 'স্বধিতি' প্রভৃতি মন্ত্রে পরশূনা-প্রহরণের বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—'হে স্বধিতি পরশু! এই যূপকে বধ করিও না।'

ভাষ্যে ভাষ্যকারের অর্থ এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের এ অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। যূপবৃক্ষের নিকট এরূপ অর্থহীন প্রার্থনায় ঐহিক বা পারত্রিক কি সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়াই একশ্রেণীর পণ্ডিতগণ বেদকে চাষার গান বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন এবং বেদকে জড়োপাসনা—প্রাকৃতিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের আরাধনার প্রবর্ত্তক বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে মূলতত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে পারিলে, তাঁহাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা প্রকট হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায় আমরা কোনক্রমেই ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। পরন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থাই পরিগ্রহণ করিয়াছে। কি সূত্রে আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার বিশদ নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইবে।

'অত্যন্যান্' মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'হে যূপবৃক্ষ! তোমাকে দেখিয়া, যূপলক্ষণ-

রহিত অন্যান্য বৃক্ষকে আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।' কিন্তু বৃক্ষবাচক কোনও পদ বা অন্যান্য বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়া আসার ভাব মন্ত্রের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না; এমন কি, তাহার আভাস মাত্রও মন্ত্রের মধ্যে নাই। মন্ত্রে আছে মাত্র—'অতি' ও 'অন্যান্' পদদ্বয়। ইহাতে আমরা কেন বৃক্ষের সম্বন্ধ টানিয়া আনিব? সকল ধর্ম্মের উৎসস্থানীয় বেদে ভগবানের মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভগবানের গুণগান, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন, ভগবানের অনুস্মরণ—ইহাই হইল বেদের মূল সূত্র। অপার্থিব সামগ্রীতে পার্থিব সামগ্রীর পার্থিব সম্বন্ধ খ্যাপন, নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা—কদাচ সমীচীন নহে। বৃক্ষাদি বনস্পতিগণ অনিত্য জড় পদার্থ। আর বেদমন্ত্র নিত্য অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য পৌরুষেয় সামগ্রীর সম্বন্ধ-সূচনায়, বেদের নিত্যত্বে ও অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাহা অনুমোদন করিবেন না।

আমরা তাই মনে করি, মন্ত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। ভগবানের মাহাত্ম্যই মন্ত্রে পরিব্যক্ত। 'একমেবাদ্বিতীয়' ভগবান সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত—মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা। 'অতি' ও 'অন্যান্' পদদ্বয় সেই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই আমরা 'অতি' পদের অর্থ করিয়াছি—'অতিক্রম্য বর্ত্তসি'; আর 'অন্যান্' পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বান্ সর্ব্বান্'। অর্থাৎ,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বের সকলকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন অর্থাৎ আপনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত। তার পরই, ভগবানের মহিমা অবগত হইয়া প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করিয়াছেন;—'অগাং' অর্থাৎ আপনার নিকট আগমন করিলাম—আপনার শরণ লইলাম। কেন শরণ লইলাম?—ভবসমুদ্র উত্তরণের আশায়। আরও, আমি জানি—আমার বোধগম্য হইয়াছে,—'ন অন্যান্' অর্থাৎ আপনি ভিন্ন সংসারসমুদ্রপারের কাণ্ডারী অন্য কেহই নাই। তাহা জানিয়াই আপনার শরণ লইতেছি। আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।' আমার প্রার্থনা,—আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

আলোচ্য মন্ত্রের 'গ' ও 'ঘ' অংশে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'দূরে, নিকটে, পুরোভাগে যূপলক্ষণরহিত অন্য যে সকল বৃক্ষ আছে, সেই সকলই আমি অবগত আছি।' কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। ভগবানকে বলা হইতেছে—আপনি নিকটেই থাকুন, আর দূরেই থাকুন, আর অন্য যেখানেই থাকুন, সেখান হইতেই যেন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হই।' পদ-সমূহের যে অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে প্রকারান্তরে আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান বিশ্বব্যাপী—বিশ্বময়; তিনি নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন; তিনি স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কোথায় তিনি নাই? অনলে অনিলে সলিলে, ভূধরে কন্দরে গিরিশিখরে—যখন যেখানে যে ভাবে যে রূপে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, সেইখানেই তাঁহাকে সেই ভাবে সেই রূপে দেখিতে পাইবে। ফলতঃ এখানে এই মন্ত্রে তাঁহার বিশ্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অরূপ, তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বহুরূপ—মন্ত্রমধ্যে ভগবানের এই স্বরূপতত্ত্ব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। সেই রূপ-সাগরে মগ্ন হইবার, সেই বিরাট অসীমে সসীমত্বের পরিসমাপ্তি করিবার সঙ্কল্প করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন;—'আপনি যেখানে যে ভাবে যে রূপেই বিদ্যমান

থাকুন, সেখান হইতে সেই ভাবে সেই রূপে আসিয়াই আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম—সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিলাম।'

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'ক' অংশে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে এবং 'খ' ও 'গ' অংশে যথাক্রমে 'ওষধে' এবং 'স্বধিতে' শব্দদ্বয়ে একমাত্র ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যমতে কুশ-তরুণ ও কুঠার যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' অংশে সম্বোধ্য। আমরা ভাষ্যকারের অর্থ গ্রহণ করি না। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ—'যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে'। তাহা হইতে কর্ম্মফলপাক-দানের ভাব পাওয়া যায়। যাঁহার ফলপাক পর্য্যন্ত সঞ্জীবতা বা অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্মফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে—তিনিই ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পারাবারঃ॥'' এইরূপে মন্ত্রস্থিত 'ওষধে' পদে কর্ম্মফলদাতা বা কর্ম্মফলনাশয়িতা ভগবানকেই বুঝা যায়। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমার কর্ম্মফল সত্বর ক্ষয় করুন;—সংসারে আমার গতাগতির নিবৃত্তি ঘটুক।

'স্বধিতে' পদের অনুশীলনেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। তদনুসারে ভববন্ধন-ছেদনের ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। যিনি ভব (সংসার) বন্ধন ছেদন করেন, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান্; তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাঁহার নিকটই 'মৈনং হিংসীঃ' অর্থাৎ এই অভাজনকে হিংসা করিবেন না, তাহার প্রতি প্রতিকূল বা বিরূপ হইবেন না—এইরূপ কামনা যুক্তিযুক্ত হয়। ফলতঃ, আমাদের মতে, কুশতরুণ বা কুঠার পদদ্বয়ের লক্ষ্য নহে; আমাদের মতে, ঐ পদদ্বয়ের লক্ষ্য ভগবান;—পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে যাঁহার স্বরূপ প্রখ্যাপিত হইয়াছে,—প্রার্থনাকারী যাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহের ভাষ্যকার যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন—তাহাতে কোনও বিশিষ্ট ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করি না। ভাষ্যে আছে—পত্যমান ছিন্নযূপকে 'দিবং মা লেখীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। ভাষ্যের অর্থ,—'হে যূপবৃক্ষ। দ্যুলোক যেন তোমাকে হিংসা না করে, অন্তরিক্ষ যেন তোমাকে হিংসা না করে। তুমি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হও।' ভাব এই যে বজ্ররূপত্ব-হেতু যূপ লোকসমূহের শান্তির আকর। 'বনস্পতে' প্রভৃতি মন্ত্রে বৃশ্চনে আহুতি দিবে। মন্ত্রার্থ—হে স্থাণু! তুমি বহ্বঙ্কুর হইয়া বিশেষ-রূপে উৎপন্ন হও। এদিকে আমরাও পুত্রপৌত্রাদিরূপ বহুশাখোপেত হইয়া প্রবৃদ্ধ হই। এখানে কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুস্মৃতি পরিলক্ষিত হয়। নচেৎ, যূপ, যূপবৃক্ষ বা স্থাণু প্রভৃতি পরিজ্ঞাপক কোনও পদই মন্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মতে এই অনুবাকে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান্। মন্ত্র-কয়টী ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তৃতীয় মন্ত্রে সদ্ভাব-লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং চতুর্থ মন্ত্রে বহুরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরাগতি-লাভের প্রার্থনা,

পঞ্চম মন্ত্রে কর্ম্মফলনাশে ভববন্ধন-মোচনের কামনা এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে মোক্ষের নিমিত্ত পরমার্থরূপ মহাধনের প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণধার কুঠার যেমন সহজে বৃক্ষ ছিন্ন করে, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই নিমিষে কর্ম্মফলনাশে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। 'তেতিজানঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'দিবং', 'অন্তরিক্ষং' প্রভৃতি পদে ভক্তলোকে সমুদ্ভূত সদ্ভাবসমূহ বুঝায়। আর 'পৃথিবী' পদে হৃদয়রূপ মূলক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। পৃথিবী হইতে যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, হৃদয় হইতে তেমনই সদ্ভাবাদির উদ্ভব। মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে অধিষ্ঠানের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইতেছে।

মন্ত্র-সমূহের ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। তদ্বিষয় আমরা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বেদমন্ত্র নিত্য; উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই সম্ভবপর। উহাদের লক্ষ্য—সার্ব্বজনীন ভাবমূলক। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতিরিক্ত বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক প্রয়োগও সম্ভবপর। সেই বিষয় স্মরণ করিয়াই আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর সেই জন্যই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিতেছে। কিন্তু তাহাতে যে আমরা ভাষ্যকারের প্রতি বা কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যার বিষয় নিরুক্তা-দিতে উল্লিখিত আছে। আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই একবিধ।

যাহা হউক, মন্ত্রের প্রার্থনা সরল এবং ভাব সরলতাপূর্ণ। সংসার-বন্ধননাশে পরম-সুখসাধনই দৃষ্ট প্রাণীর লক্ষ্য। সেই পরম-সুখসাধনের কামনাই এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্মফলনাশে ভগবান আমার ভববন্ধন মোচন করুন; আমার জন্মগতি রোধ হউক;—এই চরম প্রার্থনাই মন্ত্রসমূহে বিকশিত দেখি॥ (১অষ্টক—৩প্রপাঠক—৫অনুবাক)॥

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।)

(১) পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বা।

(২) শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনো। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ পিতৃণাꣳ সদনমসি।

(৩) স্বাবেশোঽস্যগ্রেগা নেতৃণাং বনস্পতিরধি ত্বা স্থাস্যতি তস্য বিত্তাৎ।

(৪) দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাহনক্তু।

(৫) সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ।

(৬) উদ্দিবঁ স্তভানাহন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীমুপরেণ দৃঁহ।

(৭) তে তে ধামান্যুশ্মসি গমধ্যে গাবো যত্র ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরেঃ।

(৮) বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি

পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।

(৯) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদঁ সদা পশ্যন্তি

সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।

(১০) ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিঁ সুপ্রজাবনিঁ রায়স্পোষবনিং

পর্য্যূহামি ব্রহ্ম দৃঁহ ক্ষত্রং দৃঁহ প্রজাং

দৃঁহ রায়স্পোষং দৃঁহ।

(১১) পরিবীরসি পরি ত্বা দৈবীর্ব্বিশো ব্যয়ন্তাং

পরীম৺ রায়স্পোষো যজমানং মনুষ্যা।

(১২) অন্তরিক্ষস্য ত্বা সানাবব গূহামি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) পৃথিব্যৈ। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা দিবে। ত্বা।

(২) শুন্ধতাম্। লোকঃ। পিতৃষদন ইতি পিতৃ—সদনঃ। যবঃ। অসি। যবয়।

অস্মৎ। দ্বেষঃ। যবয়। অরাতীঃ। পিতৃণাম্। সদনম্। অসি।

(৩) স্বাবেশ ইতি সু—আবেশঃ। অসি। অগ্রেগা ইত্যগ্রে—গাঃ। নেতৃণাম্।

বনস্পতিঃ। অধীতি। ত্বা। স্থাস্যতি। তস্য। বিত্তাৎ।

(৪) দেবঃ। ত্বা। সবিতা। মধ্বা। অনক্তু।

(৫) সুপিপ্পলাভ্য ইতি সু—পিপ্পলাভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ।

(৬) উদিতি। দিবম্। স্তভান। এতি। অন্তরিক্ষম্। পৃণ।

পৃথিবীম্। উপরেণ। দৃ৺হ।

(৭) তে। তে। ধামানি। উশ্মসি। গমধ্যে। গাবঃ। যত্র। ভূরিশৃঙ্গা

ইতি ভূরি—শৃঙ্গাঃ। অয়াসঃ। অত্র। অহ। তৎ। উরুগায়স্যেত্যুরু—গায়স্য।

বিষ্ণোঃ। পরমম্। পদম্। অবেতি। ভাতি। ভূরেঃ।

(৮) বিষ্ণোঃ। কর্ম্মাণি। পশ্যত। যতঃ। ব্রতানি। পস্পশে। ইন্দ্রস্য। যুজ্যঃ। সখা।

(৯) তৎ। বিষ্ণোঃ। পরমম্। পদম্। সদা। পশ্যন্তি। সূরয়ঃ।

দিবি। ইব। চক্ষুঃ। আততমিত্যা—ততম্।

(১০) ব্রহ্মবনিমিতি ব্রহ্ম—বনিম্। ত্বা। ক্ষত্রবনিমিতি ক্ষত্র—বনিম্।

সুপ্রজাবনিমিতি সুপ্রজা—বনিম্। রায়স্পোষবনিমিতি রায়স্পোষ—বনিম্।

পরীতি। উহামি। ব্রহ্ম। দৃ৺হ। ক্ষত্রম্। দৃ৺হ। প্রজামিতি

প্র—জাম্। দৃ৺হ। রায়ঃ। পোষম্। দৃ৺হ।

(১১) পরিবীরিতি পরি—বীঃ। অসি। পরীতি। ত্বা। দৈবীঃ। বিশঃ।

ব্যয়ন্তাম্। পরীতি। ইমম্। রায়ঃ। পোষঃ। যজমানম্। মনুষ্যাঃ।

(১২) অন্তরিক্ষস্য। ত্বা। সানৌ। অবেতি। গৃহামি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'পৃথিব্যৈ' (পৃথ্বীতলসংস্থিতানাং ভূতসঙ্ঘানাং উপকারায়, যদ্বা—ভূর্লোকহিতায় ইতি যাবৎ, অথবা হৃদি পৃথিবীসম্বন্ধিদেবভাবস্য সংজননায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকস্থিতানাং ভূতসঙ্ঘানামুপকারায়, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকস্য হিতসাধনায় ইতি যাবৎ, অথবা হৃদি অন্তরিক্ষলোকসম্বন্ধিদেবভাবসংজননায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি, নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ।

(গ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'দিবে' (দিবিস্থিতানাং ভূতসঙ্ঘানাং প্রীত্যর্থং, যদ্বা—স্বর্গলোকস্য হিতসাধনায় অথবা হৃদি স্বর্গলোকসম্বন্ধিদেবভাবসংজননায় ইতি ভাবঃ।) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ।

২। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! তব প্রভাবেন 'পিতৃষদনাঃ' (পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতাঃ) 'লোকাঃ' (সর্ব্বে লোকাঃ, যদ্বা—পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'শুন্ধতাং' (বিশুদ্ধানি ভবন্তু, যদ্বা—উদ্ধারং প্রাপ্নোন্তু ইতি ভাবঃ)

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'যবঃ' (ভগবতা সহ মিলনসাধকঃ, যদ্বা—পরমাত্মনা সহ আত্মানং মিশ্রয়িতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্—অস্মাকং শত্রূন্) 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'যবয়' (পৃথক কুরু, দূরে অপসারয়, নাশয়েতি যাবৎ); তথা 'অরাতীঃ' (দানপ্রতিবন্ধকান্, যদ্বা—সদ্বৃত্তিনাশকান্ শত্রূনপি ইত্যর্থঃ) 'যবয়' (নাশয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং অন্তর্ব্বাহ্যশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমাত্মনা সহ সংযোজয়।

(গ) হে মম হৃদয়! ত্বং 'পিতৃষদনং' (পিতৃগুণানাং -শুদ্ধসত্বরূপানামিতি ভাবঃ আশ্রয়ভূতং) 'অসি' (ভবসি), অতস্ত্বং বিশুদ্ধং ভবত্বিতি ভাবঃ।

৩। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'স্বাবেশঃ' (সুষ্ঠুরূপেণ ব্যাপ্তঃ) 'অসি' (ভবসি) তথা 'নেতৃনাং' (সৎকর্ম্মে পরিচালকানাং সদ্বৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) 'অগ্রেগাঃ' (অগ্রগামী) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ 'বনস্পতিঃ' (সংসারারণ্যানাং পতিঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) মম হৃদি 'অধিস্থাস্যতি' (অধিস্থাপয়তু, নিধেহি বা ইতি ভাবঃ) যেনাহং 'তস্য' (মোক্ষসাধকস্য) 'বিত্তাৎ' (পরমধনস্য লাভায় ইতি ভাবঃ বা মোক্ষলাভায়) সমর্থঃ ভবামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ মম হৃদি শুদ্ধসত্বং সঞ্চারয়তু ইতি প্রার্থনা।

৪। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'সবিতা দেব' (জ্ঞানপ্রদায়ক ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মধ্বা' (মাধুর্য্যরসেন) 'অনক্তু' (রঞ্জয়তু, পালয়তু ইতি ভাবঃ)।

৫। হে মম চিত্তবৃত্তে! 'সুপিপ্পলাভ্যঃ' (সুফলসমন্বিতায় ইত্যর্থঃ) 'ওষধীভ্যঃ' (কর্ম্মক্ষমায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ।

৭। হে মম মনঃ! ত্বং 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'উৎ' (উৎকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, তৎ যথা পরিক্ষীণো ন ভবতি তথা সংরক্ষ ইত্যর্থঃ);

'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকস্থিতং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'পৃণ' (পূরয়, সর্ব্বতোভাবেন পরিপূর্ণং কুরুধ্ব) ; 'পৃথিব্যাং' (পৃথ্বীতলে অবস্থিতং, ভূর্লোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'উপরেণ' (উচ্চভাবেন ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ। সর্ব্বে দেবভাবাঃ মম হৃদয়ে অধিতিষ্ঠন্তু ইতি ভাবঃ।

অথবা,

৬। হে ভগবন্! ত্বং 'দিবং' (মম হৃদ্‌রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'উৎ' (উন্নতভাবেন, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, পতনাৎ রক্ষেতি ভাবঃ), 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবদনন্তপ্রসারিতং মম সৎকর্ম্মমূলমিতি যাবৎ, যদ্বা—সদ্ভাবানাং সর্ব্বব্যাপকত্বমিতি ভাবঃ) 'পৃণ' (পূরয়) ; 'পৃথিব্যাং' (সদ্ভাবানাং আধারক্ষেত্রং মম সদ্‌বৃত্তিমূলমিতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। সদ্ভাবপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বেন চ ময়ি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঃ অবিচলিতঃ তিষ্ঠন্তু ; তেন পূর্ণজ্ঞানং লভেমহি ভগবন্তং চ প্রাপ্নোমীতি ভব।

৭। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'তে' (তানি) 'ধামানি' (তেজাংসি, ভবতাং অধিষ্ঠিতানি স্থানানি বা ইত্যর্থঃ) 'গমধ্যৈ' (গন্তুং ইত্যর্থঃ) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে—বয়ং ইতি ভাবঃ), 'যত্র' (যেন, অতঃ ইতি ভাবঃ) অস্মাকং 'গাবঃ' (ভবৎসম্বন্ধিন্যঃ বিবেকবাণীরূপাঃ জ্ঞানকিরণাঃ) 'ভূরিশৃঙ্গাঃ' (বহুদীপ্তয়ঃ) 'অয়াসঃ' (অবিনশ্বরাঃ চ) ভবন্তু ইতি ভাবঃ ; হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! এবংবিধঃ ভব যেন 'অত্র' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'অহ' (অধুনা, নিত্যমেব) 'তৎ' (তথাবিধস্য) 'উরুগায়স্য' (বহুভির্গীয়মানস্য, অশেষমহিমোপেতস্য ইতি ভাবঃ, সত্ত্বপ্রদায়কস্য ইতি যাবৎ) 'ভূরেঃ' (মহতঃ) 'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ) 'পরমং পদং' (শ্রেষ্ঠং স্বরূপং) 'ভাতি' (প্রকাশয়তি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

৮। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'কর্ম্মাণি' (সৃষ্টিস্থিতিসংহারচরিতানি কর্ম্মাণি, যদ্বা—তস্য অলৌকিকীঃ শক্তীঃ) পশ্যত' (অবলোকয়ত) ; 'যতঃ' (তাভিঃ শক্তিভিঃ ইত্যর্থঃ) ভগবান্ যানি 'ব্রতানি' (সৎকর্ম্মাণি) অস্মাকং করণার্থং সম্পাদনার্থং চ 'পস্পশে' (সৃষ্টবান্) তানি সৎকর্ম্মাণি কুরুত ইতি ভাবঃ। তেন অহং 'ইন্দ্রস্য' (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'যুজ্যঃ' (উপযুক্তঃ, সাযুজ্যলাভসমর্থঃ ইতি ভাবঃ) 'সখা' (বন্ধুঃ—প্রীতেরুৎপাদকঃ) ভবামি। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। ভগবতঃ নির্দ্দিষ্টেন কর্ম্মানুষ্ঠানেন লোকঃ তস্য প্রীতিং উৎপাদয়িতুং সমর্থঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

অথবা,

৮। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপিনঃ ভগবতঃ) যতঃ (যেভ্যঃ পালনাদিকর্ম্মভ্যঃ) 'ব্রতানি' (পুণ্যানুষ্ঠানানি) 'পস্পশে' (লোকঃ স্পৃষ্টবান্, প্রবৃত্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) তানি 'কর্ম্মাণি' (পালনাদীনি, লোকপরিত্রাণকারকাণি) 'পশ্যত' (অবলোকয়ত, অনুষ্ঠানায় প্রবৃত্ত ভবত ইত্যর্থঃ) ; স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'যুজ্যঃ' (অভিন্নঃ) 'সখা' (সমাখ্যঃ একাত্মকঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ, ভগবতঃ বিষ্ণোরনুগ্রহেণ হে নরাঃ! সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবত ; দেবাঃ অভিন্নাঃ ইতি বিজানত।

৯। 'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, সূর্য্যালোকপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং, দৃষ্টিশক্তিঃ)

'ইব' (যথা) 'আততং' (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং, অবাধেন সর্ব্বং পশ্যতি ইত্যর্থঃ) তথা 'সূরয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) 'বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রভাবং, স্বরূপং) 'সদা' (সর্ব্বস্মিন্‌কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি, সংপ্রেক্ষন্তে)। সূর্য্যালোকসাহায্যেন বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিলক্ষতি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বস্মিন্‌কালে ভগবত্তত্ত্বং জানন্তি।

১০। (ক) হে মনঃ! 'ব্রহ্মবনি' (ব্রাহ্মণভাবাপন্নং, সত্ত্বগুণোপেতং ব্রহ্মস্বরূপং বা) 'ক্ষত্রবনি' (ক্ষত্রভাবোপেতং রজোগুণসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'সুপ্রজাবনিং' (সদ্ভাবসম্পন্নং) 'রায়স্পোষবনি' (পরমার্থরূপধনস্য পোষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্য্যূহামি' (পরিতঃ স্থাপয়ামি, যদ্বা—পরমাত্মনি নিয়োজয়ামীতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মনো হি সকলসদ্‌বৃত্তিমূলং সদ্ভাবপোষকঞ্চ। মনঃ যথা সদা ভগবৎপরায়ণং ভবতি, তথা বিধায়তু ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ব্রহ্ম' (ব্রাহ্মণভাবং, সত্ত্বভাবমিত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)। ত্বং 'ক্ষত্রং' (ক্ষত্রভাবং, রজোগুণং কর্ম্মসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ); ত্বং 'প্রজাং' (সদ্ভাবং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ); ত্বং 'রায়স্পোষং' (পরমার্থরূপধনং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)

১১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পরি' (পরিতঃ, চতুর্দ্দিকে) 'বীঃ' (সদ্‌গুণৈঃ বেষ্টিতঃ) 'অসি' (ভবসি); 'দৈবীর্বিশো' (দেবসম্বন্ধিনাঃ সদ্ভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) পরিতো 'ব্যয়ন্তাং' (বেষ্টয়ন্ত)। এবং 'রায়স্পোষঃ' (পরমার্থরূপধনং) 'মনুষ্যাঃ' (মনুষ্যোচিতানি ধর্ম্মকর্ম্মাণি) 'ইমঃ' (এবম্বিধং) 'যজমানং' (সৎকর্ম্মকারকং মাং) 'পরি' (পরিবেষ্টয়ন্ত)।

১২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অন্তরিক্ষস্য' (অন্তরিক্ষলোকস্থিতস্য দেবভাবস্য) 'সানৌ' (পার্শ্বে) 'অবগূহামি' (অবিচলিতেন স্থাপয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকং। শুদ্ধসত্ত্বোন্মেষণেন ভগবৎপ্রাপ্তিকামনা অত্র বর্ত্ততে॥ (১অষ্টক—৩প্রপাঠক—৬অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পৃথিবী-সংস্থিত ভূতসঙ্ঘের উপকারের নিমিত্ত অথবা পৃথিবীর হিতকামনায় (অথবা হৃদয়ে পৃথিবীসম্বন্ধী দেবভাব সংজনন জন্য) তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! অন্তরিক্ষলোকস্থিত ভূতসঙ্ঘের উপকারের নিমিত্ত অথবা অন্তরিক্ষলোকের হিতসাধন জন্য (অথবা হৃদয়ে অন্তরিক্ষলোকসম্বন্ধী দেবভাব সংজনন নিমিত্ত) তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোকস্থিত ভূতসঙ্ঘের প্রীতির

নিমিত্ত অথবা স্বর্গালোকের হিতসাধন জন্য (অথবা হৃদয়ে স্বর্গলোক-সম্বন্ধি দেবভাব-সংজনন জন্য) তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

২। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার প্রভাবে পিতৃগুণ-সমূহের আশ্রয়ভূত লোকসকল অর্থাৎ পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত হৃদয়, বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক অথবা পরিত্রাণ পাউক।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সহিত মিলন-সাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার মিশ্রণকারী হও। অতএব তুমি আমাদিগ হইতে আমাদিগের শত্রুদিগকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ ও বিনাশ কর; অপিচ, দান-প্রতিবন্ধক অর্থাৎ সদ্‌বৃত্তিনাশক শত্রুদিগকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের আন্তর্ব্বাহ্য সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত কর)।

(গ) হে আমার হৃদয়! তুমি পিতৃগুণ-সমূহের আশ্রয়ভূত হও। অতএব তুমি বিশুদ্ধতা লাভ কর।

৩। হে আমার হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হও এবং সৎকর্ম্মের পরিচালক সদ্‌বৃত্তিগণের অগ্রগামী হও। অতঃপর সংসার-রূপ অরণ্যের অধিকারী ভগবান্, তোমাকে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সঞ্চারিত করুন, যেন আমি ভগবানের পরমধন অর্থাৎ মোক্ষলাভে বঞ্চিত না হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করুন—ইহাই প্রার্থনা।

৪। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞান-প্রদায়ক ভগবান তোমাকে মাধুর্য্যরসের দ্বারা রঞ্জিত করুন অর্থাৎ পালন করুন।

৫। হে মম চিত্তবৃত্তি! সুফল-সমন্বিত কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি।

৬। হে আমার মন! তুমি দ্যুলোককে অর্থাৎ দ্যুলোক-সম্বন্ধি দেবভাবকে উৎকৃষ্টরূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ যাহাতে তাহা পরিক্ষীণ না হয়, সেইরূপ ভাবে রক্ষা কর; অন্তরিক্ষলোকস্থিত দেবভাবকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কর; এবং পৃথিবীতলে অবস্থিত অথবা ভূলোক-সম্বন্ধি সদ্ভাবকে দৃঢ় কর। (ভাব এই যে—সকল দেবভাব আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)।

অথবা

হে ভগবন্! তুমি আমার হৃদয়রূপ দেবস্থানকে অর্থাৎ পরম-সুখমূলকে উন্নতভাবে বা প্রকৃষ্টরূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ পতন হইতে রক্ষা কর; অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত আমার সৎকর্ম্মমূলকে অথবা সদ্ভাব-সমূহের সর্ব্বব্যাপকত্বকে পরিপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত কর; এবং সদ্ভাব-সমূহের আধার-ক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমার সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। (সদ্ভাব-প্রভাবে ও শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাতে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুক। তাহাতে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারিব)।

৭। হে ভগবন্! আপনার অধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিবার কামনা করি; অতএব আমাদিগের বিবেকবাণীরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ বহু-দীপ্তিপূর্ণ এবং অবিনশ্বর হউক। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি এরূপ হও, যেন আমাদিগের হৃদয়ে নিত্যকাল সত্ত্বভাবপ্রদায়ক মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবানের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক)।

৮। হে আমার চিত্তবৃত্তি-সমূহ! তোমরা বিশ্বব্যাপক ভগবানের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারচরিতকর্ম্মসমূহকে অথবা তাঁহার অলৌকিকী শক্তিকে অবলোকন কর; সে শক্তিসমূহের দ্বারা ভগবান যে সৎকর্ম্মসমূহ আমাদিগের সম্পাদনের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সৎকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন কর। তাহা হইলে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের উপযুক্ত বন্ধু বা প্রীতি উৎপাদক হইতে পারিবে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা লোক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়—ইহাই ভাব)।

অথবা

(৮) হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বিশ্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণুর যে পালনাদি কর্ম্ম হইতে পুণ্যানুষ্ঠান সমূহে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সেই লোকপরিত্রাণকারী কর্ম্ম সকল তোমরা প্রত্যক্ষ কর—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সেই বিষ্ণু ইন্দ্র-দেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ তাঁহার সহিত একাত্মক। (ভাব এই যে—ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে, হে মনুষ্যগণ, তোমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হও; দেবগণ যে অভিন্ন, তাহা স্মরণ রাখিও)।

(৯) আকাশে নিরাবরণে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সূর্য্যালোক-সাহায্যে বাধা-বিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতি-পুঞ্জকে পর্য্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে সকল কালেই ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন।)

(১০) হে মন! ব্রাহ্মণভাবাপন্ন অর্থাৎ সত্ত্বগুণোপেত ব্রহ্ম-স্বরূপ, ক্ষত্র-ভাবোপেত অর্থাৎ রজো-ভাবাপন্ন, সদ্ভাব-সম্পন্ন, পরমার্থরূপ ধনের পোষক তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করিতেছি অথবা পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মনই সকল সদ্‌বৃত্তির মূল এবং সকল সদ্ভাবের পোষক। মন যাহাতে সর্ব্বদা ভগবৎপরায়ণ হয়, তৎপক্ষে বিহিত কর,—ইহাই ভাবার্থ)।

(খ) হে মন! তুমি সত্ত্বভাবকে দৃঢ় কর, তুমি ক্ষত্র-ভাবকে অর্থাৎ রজোভাবকে দৃঢ় কর অর্থাৎ পোষণ কর; তুমি সদ্ভাবকে দৃঢ় কর অর্থাৎ পোষণ কর; তুমি পরমার্থরূপ ধনকে দৃঢ় কর অর্থাৎ পোষণ কর।

(১১) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি চতুর্দ্দিকে সদ্‌গুণের দ্বারা বেষ্টিত হও; দেব-সম্বন্ধি সদ্ভাবসমূহ তোমাকে বেষ্টন করুক; এবং পরমার্থরূপ ধনাদি এবং মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্মসমূহ—এবম্বিধ সৎকর্ম্মকারক আমাকে পরিবেষ্টন করুক।

(১২) হে আমার শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবভাবের পার্শ্বে স্থাপন করি। (আমি শুদ্ধসত্ত্বকে দেবভাবের সহিত সম্মিলিত করি—ইহাই ভাব)। (১অষ্টক—৩প্রপাঠক—৬অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং।)

পঞ্চমেঽনুবাকে যূপচ্ছেদো বর্ণিতঃ। ছিন্নস্য যূপস্য স্থাপনং ষষ্ঠেঽনুবাকে বর্ণ্যতে।

১। "পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বা।" কল্পঃ—"যূপ এষ প্রক্ষালিতঃ প্রপন্নঃ সম্পন্নচষালঃ প্রাগবটাদুপশেতে তমুত্তরেণাঽহবনীয়ং তিষ্ঠন্ পরাঞ্চং প্রোক্ষতি পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বেতি" ইতি। প্রোক্ষামীতি শেষঃ। চষালো যূপাগ্রে প্রতিমুচ্যমানঃ কটকঃ॥ লোকত্রয়াভিমানিদেবতাপ্রীত্যর্থং প্রোক্ষণমিত্যাহ—"পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বেত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৪) ইতি॥ নাত্রোদ্বর্য্যা ইবাগ্র-

মারভ্যাধোমুখপ্রোক্ষণং কিং তু মূলমারভ্যোধ্বমুর্খমিতি বিধত্তে—"পরাঞ্চং প্রোক্ষতি পরাঙিব হি সুবর্গো লোকঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি।"

২। "শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনো যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ পিতৃণাং সদনমসি।" কল্পঃ—"অবটেঽপোঽবনয়তি শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদন ইতি, যবান্ প্রস্কন্দয়তি যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীরিতি, বর্হির্হস্তং ব্যতিষজ্যাবস্তৃণাতি পিতৃণাং সদনমসীতি" ইতি। যূপস্থাপনার্থো যোঽবটস্তস্মিন্‌প্রোক্ষণশেষং নিনীয় যবান্ প্রক্ষিপ্য বর্হির্ম্মুষ্টৈর্দ্ধং প্রাগগ্রমর্দ্ধমুদগগ্রমিত্যেবং ব্যতিষজ্য বর্হিরবস্তৃণীয়াৎ।" এতানর্থান্বিধত্তে—"ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যৎ খনত্যপোঽব নয়তি শান্ত্যৈ যবমতীরব নয়ত্যূর্গ্বৈ যবো যজমানেন যূপঃ সংমিতো যাবানেব যজমানস্তাবতীমেবাস্মিন্নূর্জং দধাতি পিতৃণাং সদনমসীতি বর্হিরবস্তৃণাতি পিতৃদেবত্যং হ্যেতত্যন্নিখাতং যদ্বর্হিরনবস্তীর্য্য মিনুয়াৎ পিতৃদেবত্যো নিখাতঃ স্যাদ্বর্হিবস্তীর্য্য মিনোত্যস্যামেবৈনং মিনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যত্তপাত্র যূপাবটখননং নাঽম্নাতং তথাঽপ্যৌ-ত্তর্ব্যাগ্যামাম্নাতং তন্মেহানুবৃত্তিমভিপ্রেত্য যৎ খনতীত্যনূদ্যতে। তদনুবৃত্তয়ে সমানবিষয়ত্বং প্রত্যভিজ্ঞাপয়িতুং তত্র বিহিতমপ্যবনয়নাদিকং পুনরত্র বিধীয়তে॥

৩। "স্বাবেশোঽস্যগ্রেগা নেতৃণাং বনস্পতিরধি ত্বা স্থাস্যতি তস্য বিত্তাৎ।" কল্পঃ—"যূপশকলমবাস্যতি স্বাবেশোঽস্যগ্রেগা নেতৃণাং বনস্পতিরধি ত্বা স্থাস্যতি তস্য বিত্তাদিতি" ইতি। শোভন আবেশো যূপাবস্থিতিলক্ষণো যস্মিন্ প্রথমশকলে স স্বাবেশঃ। হে শকল ত্বং স্বাবেশোঽসি। যূপস্য ত্রয়োঃ নেতারঃ প্রথমশকলঃ স্বরুশ্চষালশ্চেতি। তেষাং নেতৃণাং মধ্যে ত্বমগ্রেগাঃ প্রথমভাবী। বনস্পতিরূপো যূপস্ত্বামধিষ্ঠাস্যতি। তস্য বিত্তাৎ, তং যূপমনুজানীহি॥ বিধত্তে—"যূপশকলমবাস্যতি সতেজসমেবৈনং মিনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যৎপূর্ব্বোক্তং স্বধিতেবৃর্ক্ষস্য বিভ্যতঃ প্রথমেন শকলেন সহ তেজঃ পরাপততীতি শকলে প্রক্ষিপ্তে সতি তেন তেজসা সহিতমেবৈনং যূপং স্থাপিতবান্ ভবতি॥

৪। "দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তু।"। কল্পঃ—"অথ প্রবৃহ্য চষালং যূপস্যাগ্রমনক্তি দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্ত্বিতি" ইতি। মধ্বা মধুরেণ তেজোরূপেণাঽজ্যেন। তদিদং দর্শয়তি—"দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্ত্বিত্যাহ তেজসৈবৈনমনক্তি" সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি॥

৫। "সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ।" কল্পঃ—"অন্তরতশ্চ বাহ্যতশ্চ স্বভ্যক্তং কৃত্বা চষালং প্রতিমুঞ্চতি সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইতি" ইতি। যূপস্যাগ্রভাগঃ পূর্ব্বমচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর ইতিঃ মন্ত্রেণ ছিন্নস্তেন নিষ্পাদিতশ্চতুরঙ্গুলোচ্ছ্রিতঃ সচ্ছিদ্রশ্চষালঃ। হে চষাল ত্বাং যূপাগ্রে প্রতিমুঞ্চামি। কিমর্থং। শোভনফলসংযুক্তৌষধ্যর্থং॥ বিধত্তে—"সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইতিঃ চষালং প্রতিমুঞ্চতি তস্মাচ্ছীর্ষত ওষধয়ঃ ফলং গৃহ্নন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যস্মাৎ ফলার্থমগ্রে চষালঃ প্রতিমুক্তস্তস্মাচ্ছিরস্যগ্রে ফলগ্রহণং॥ বিধত্তে—"অনক্তি তেজো বা আজ্যং যজমানেনাগ্নিষ্ঠাঽশ্রিঃ সংমিতা যদগ্নিষ্ঠামশ্রিমনক্তি যজমানমেব তেজসাঽনক্ত্যান্তমনক্ত্যান্তমেব যজমানং তেজসাঽনক্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। তক্ষণেন নিষ্পাদিতাস্বষ্টাস্বু যূপাশ্রিষু মধ্যে যেয়মাহবনীয়াগ্নিসমীপে স্থিতা সাঽগ্নিষ্ঠা তামাজ্যেনানক্তি। তদিদমঞ্জনমনন্ত্রকমিতি বৌধায়নস্য মতং। অথ স্রুবেণাগ্নিষ্ঠামশ্রিমভিঘারয়ন্নাহ যূপায়াজ্যমানায়ানুব্রূহীত্যে-

তাবত এবাভিধানাৎ। আপস্তম্বস্তু সমন্ত্রকতামাহ—"দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্ত্বিতি স্রুবেণ সন্ততমবিচ্ছিন্দন্নগ্নিষ্ঠামশ্রিমনক্ত্যোপরাৎ" ইতি। অবটে ক্ষিপ্যমাণো মূলভাগ উপরং। মূলতোঽতষ্টমুপরমিতি॥ বিধত্তে—"সর্ব্বতঃ পরি মৃশত্যপরিবর্গমেবাস্মিন্তেজো দধাতি" (সং° কা° ৬ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। যজমানে কম্পাবয়বমবর্জ্জয়িত্বা তেজো দধাতি॥

৬। "উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীমুপরেণ দৃ৺হ।" কল্পঃ—"উচ্ছ্রয়ত্যুদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীমুপরেণ দৃ৺হেতি" ইতি॥ বাক্যত্রয়প্রয়োজনমাহ—"উদ্দিব৺ স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণেত্যাহৈষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ" (সং° কা° ৬ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি॥ বৌধায়নঃ—"অথৈনং বৈষ্ণবীভ্যামৃগ্ভ্যাং কল্পয়তি তে তে ধামানি বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতেতি দ্বাভ্যাং স যত্রাগ্নিষ্ঠামশ্রিমাহবনীয়ে সম্পাদয়তি তদ্যূপস্য চষালং পরীক্ষয়তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ৺ সদা পশ্যন্তি স্রয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততমিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"তে তে ধামানীত্যবটেঽবদধাতি বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতেতি দ্বাভ্যামাহবনীয়েনাগ্নিষ্ঠা৺ সংমিনোতি" ইতি। আদ্যো মন্ত্র এবমাম্নাতঃ।

৭। তে তে ধামান্যুশ্মসী গমধ্যে গাবো যত্র ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরেঃ।" ইতি। তে তানি, তে তব, ধামানি স্থানানি উশ্মসি কাময়ামহে গমধ্যে গন্তং, গাবো গন্তারঃ, ভূরিশৃঙ্গা বহুদীপ্তয়ঃ, অয়াসোঽনপায়াঃ, অহ এব। উরুগায়স্য মহাত্মভির্গীয়মানস্য ভূরের্ম্মহতঃ। হে যূপাভিমানিন্বিষ্ণো তব তানি স্থানানি গন্তং কাময়ামহে। যেষু গন্তারো বহুদীপ্তয়ো বর্ত্তন্তে ন কদাচিদপয়ন্তি। এষ্বেব স্থানেষু মহাত্মভির্গীয়মানস্য মহতো বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদমবভাতি। তাদৃশস্থানপ্রাপ্তিহেতবে কর্ম্মণে যূপোঽস্মিন্নবটে তিষ্ঠতু॥ বিধত্তে—"বৈষ্ণব্যর্চ্চা কল্পয়তি বৈষ্ণবো বৈ দেবতয়া যূপঃ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া কল্পয়তি" (সং° কা° ৬ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। তে তে ধামনীত্যসৌ বৈষ্ণবী। কল্পয়তি উচ্ছ্রয়েৎ॥ মন্ত্রান্তরং ত্বেবমাম্নাতং।

৮। "বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।" ইতি। হে জনা বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি সৃষ্টিস্থিতিসংহারচরিতানি পশ্যত, যতো যৈঃ কর্ম্মভির্ব্রতানি ভবদীয়লৌকিকবৈদিককর্ম্মাণি পস্পশে স্পৃষ্টবান্নির্ম্মিতবান্। স বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোগ্যঃ সখা॥

৯। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ৺ সদা পশ্যন্তি স্রয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।"—তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রস্যায়মর্থঃ—স্রয়ো বিদ্বাংসো বেদান্তপারং গতা বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদং স্বরূপং সদা পশ্যন্তি। কীদৃশং ? দিব্যাকাশে নিরাবরণে প্রসৃতং চক্ষুরিবাঽততং ব্যাপ্তং। তাদৃশস্য বিষ্ণোরনুগ্রহাদ্বৈষ্ণবস্য যূপস্যাগ্নিষ্ঠামশ্রিমাহবনীয়েন সংমিতাং স্থাপয়ামীত্যর্থঃ। অস্মিন্ স্থাপনে বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রদ্বয়ং বিনিযুঙ্ক্তে—"দ্বাভ্যাং কল্পয়তি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং° কা° ৬ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। তে তে ধামানীত্যাদীনাং ত্রয়াণাং মন্ত্রাণাং পদার্থা উপেক্ষিতাঃ॥ অগ্নিষ্ঠাশ্রিস্থাপনে পূর্ব্বপক্ষং দর্শয়তি—"যং কাময়েত তেজসৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ ব্যর্দ্ধয়েয়মিত্যগ্নিষ্ঠাং তস্যাশ্রিমাহবনীয়াদিত্থং বেত্থং বাঽতি নাবয়েত্তেজসৈবৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ ব্যর্দ্ধয়তি" (সং° কা° ৬ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। তক্ষণবেলায়ামষ্টাস্বশ্রিষু কাঞ্চিদশ্রিমিয়মগ্নিষ্ঠেতি প্রজ্ঞাতাং কুর্য্যাৎ। তামশ্রিং যূপস্য পশ্চিমভাগে স্থিত্বাদা তমাহবনীয়মতিলঙ্ঘ্য দক্ষিণত উত্তরতো বা নাবয়েৎ

প্রাপয়েৎ। তথা সতি তেজআদিভির্বর্দ্ধয়তি বিযোজয়তি॥ সিদ্ধান্তং দর্শয়তি—"যং কাময়েত তেজসৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়েয়মিত্যগ্নিষ্ঠাং তস্যাশ্রিমাহবনীয়েন সং মিনুয়াত্তেজসৈবৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। সংমিনুয়াৎ সংমুখাং স্থাপয়েৎ॥

১০। "ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনি৺ সুপ্রজাবনি৺ রায়স্পোষবনিং পর্য্যূহামি ব্রহ্ম দৃ৺হ ক্ষত্রং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ রায়স্পোষং দৃ৺হ।" কল্পঃ—"অথৈনং প্রদক্ষিণং পর্য্যূহতি ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনি৺ সুপ্রজাবনি৺ রায়স্পোষবনিং পর্য্যূহামীতি মৈত্রাবরুণদণ্ডেন সংহন্তি ব্রহ্ম দৃ৺হ ক্ষত্রং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ রায়স্পোষং দৃ৺হেতি" ইতি॥ মন্ত্রয়োঃ স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিমিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি॥

১১। "পরিবীরসি পরি ত্বা দৈবীর্ব্বিশো ব্যয়ন্তাং পরীম৺ রায়স্পোষো যজমানং মনুষ্যাঃ।" কল্পঃ—"প্রদক্ষিণং পরিব্যয়তি পরিবীরসি পরি ত্বা দৈবীর্ব্বিশো ব্যয়ন্তাং পরীম৺ রায়স্পোষো যজমানং মনুষ্যা ইতি" ইতি। হে যূপ ত্বং পরিবীরসি পরিতো রশনয়া বীতো বেষ্টিতোঽসি। দৈবীর্ব্বিশো দেবসম্বন্ধিন্যঃ প্রজা মরুদ্গণাদয়স্ত্বাং পরিতো ব্যয়ন্তাং বেষ্টয়ন্তু। তদ্বদিমং যজমানং ধনপুত্রভৃত্যাদিমনুষ্যাশ্চ পরিব্যয়ন্তু॥

১২। "অন্তরিক্ষস্য ত্বা সানাবব গূহামি।" কল্পঃ—"স্বরুমাদায়ান্তরিক্ষস্য ত্বা সানাবব গূহামীত্যুত্তরেণাগ্নিষ্ঠাং মধ্যমে রশনাগুণেঽবগূহতি" ইতি। হে স্বরো ত্বামন্তরিক্ষলোকমধ্যবর্ত্তিনো রশনাগুণস্য সানৌ পার্শ্বেঽবগূঢং করোমি। মন্ত্রয়োরর্থ উপেক্ষিতঃ॥ বিধত্তে—"পরিব্যয়ত্যূর্গ্বৈ রশনা যজমানেন যূপঃ সংমিতো যজমানমেবোর্জ্জা সমর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। ওষধিবিশেষৈর্দ্দর্ভৈরুৎপন্নত্বাদ্রশনায়া ঊগ্রূপত্বং। তয়া যূপস্য সম্বন্ধে সতি যূপপ্রমাণহেতুর্যজমান এবান্নেন সমৃদ্ধো ভবতি॥ রশনায়া মধ্যমগুণস্য দেশং বিধত্তে—"নাভিদঘ্নে পরিব্যয়তি নাভিদঘ্ন এবাস্মা ঊর্জ্জং দধাতি তস্মান্নাভিদঘ্ন ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। অস্মা অস্য যজমানস্য নাভিদঘ্ন উদর ঊর্জ্জং স্থাপয়তি। ততঃ সর্ব্বে তত্রোর্জ্জা ভুঞ্জতে ভুক্তামূর্জ্জং ধারয়ন্তি॥ নাভিদঘ্নপ্রশংসার্থং নিন্দ্যং পক্ষমুপন্যস্যতি—"যং কাময়েতোর্জ্জৈনং ব্যর্দ্ধয়েয়মিত্যূর্দ্ধ্বাং বা তস্যাবাচীং বাঽবোহেদূর্জ্জৈবৈনং ব্যর্দ্ধয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। উদরসদৃশান্নাভিদঘ্নাদূর্দ্ধমধো বা রশনাবেষ্টনে যজমানমন্নেন বিযোজয়তি॥

কামনাভেদেন দেশবিশেষং বিধত্তে—"যদি কাময়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিত্যবাচীমবোহেদ্বৃষ্টিমেব নিযচ্ছতি যদি কাময়েতাবর্ষকঃ স্যাদিত্যূর্দ্ধ্বামুদূহেদ্বৃষ্টিমেবোদ্যচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। নাভিদঘ্নদেশাদবাচীনমধোদেশে বদ্ধাং পুনরপ্যবোহেদপকর্ষেত্তেন বৃষ্টিং নিযচ্ছতি ন্যগ্ভাবেন প্রবর্ত্তয়তি। ঊর্দ্ধ্বপ্রদেশে বদ্ধাং পুনরপ্যুদূহেদুৎকর্ষেত্তেন বৃষ্টিমুদ্যচ্ছতি ঊর্দ্ধ্বং প্রবর্ত্তয়তি নিবারয়তীত্যর্থঃ॥ যূপং সর্ব্বদেবতাপ্রীতিহেতুত্বয়া স্তৌতি—"পিতৄণাং নিখাতং মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্বং নিখাতাদা রশনায়া ওষধীনা৺ রশনা বিশ্বেষাং দেবানামূর্দ্ধ্ব৺ রশনায়া আ চষালাদিন্দ্রস্য চষাল৺ সাধ্যানামতিরিক্ত৺ স বা এষ সর্ব্বদেবত্যো যদ্যূপো যদ্যূপং মিনোতি সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। নিখাতমুপরং পিতৄণাং প্রিয়ং, নিখাতরশনাদেশয়োর্ম্মধ্যং মনুষ্যাণাং, রশনাদেশ ওষধীনাং, তদ্দেশচষালয়োর্ম্মধ্যং বিশ্বেষাং দেবানাং, চষালদেশ ইন্দ্রস্য, অতিরিক্তং তু সাধ্যানাং। তচ্চ সূত্রে দর্শিতং—"যাবদুত্তমমঙ্গুলিকাণ্ডং তাবদূর্দ্ধ্বং চাষালদ্যূপ-

স্যাতিরিক্তং দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা" ইতি॥ পুনরপি স্বর্গলোকাবগতিহেতুতয়া যূপং স্তৌতি—"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তে যূপেন যোপয়িত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্তমৃষয়ো যূপেনৈবানু প্রাজানন্তদ্যূপস্য যূপত্বং যদ্যূপং মিনোতি সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি।

দেবাঃ পুরা কদাচিদ্যজ্ঞং কৃত্বা তেন যজ্ঞেন স্বর্গং গচ্ছন্তো মনুষ্যা অপ্যস্মানন্বাগত্যাস্মৎ সদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তীতি মত্বা যূপেন মনুষ্যান্যোপয়িত্বা মোহয়িত্বা স্বয়মেব স্বর্গং গতাঃ। যূপঃ সর্ব্বদেবত্য ইত্যজ্ঞাত্বা কাষ্ঠমাত্ররূপ ইতি বুদ্ধির্ম্মোহঃ। ঋষয়স্তু যূপমাহাত্ম্যস্যাতীন্দ্রিয়স্যাপি দ্রষ্টারস্তেনৈব বিদিততত্ত্বেন যূপেন দেবাননু তং স্বর্গং প্রজ্ঞাতবন্তঃ। তত্তস্মান্মনুষ্যমোহনহেতুত্বাদ্-যূপস্য যূপত্বং যূপনামসম্পন্নং। "যুপ বিমোহনে" ইত্যস্মাদ্ধাতোর্যূপশব্দো নিষ্পন্নঃ। এবং চ সতি বিদিতমাহাত্ম্যস্য যূপস্য স্থাপনেন স্বর্গঃ প্রজ্ঞায়তে॥

আহবনীয়াৎ পূর্ব্বদেশে যূপস্থাপনায় বিধত্তে—"পুরস্তান্মিনোতি পুরস্তাদ্ধি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞায়তে প্রজ্ঞাতং হি তদ্যদতিপন্ন আহুরিদং কার্য্যমাসীদিতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। অত্র সূত্রং—"অগ্রেণাহবনীয়ং যূপাবটং পরিলিখত্যর্দ্ধমন্তর্ব্বেদ্যর্দ্ধং বহির্ব্বেদি" ইতি। বিধি-বাক্যে পুরস্তাচ্ছব্দঃ পূর্ব্বদেশবাচী। অর্থবাদে তু পূর্ব্বকালবাচী। যজ্ঞস্য সম্বন্ধি যৎকর্ত্তব্যমঙ্গ-জাতং তৎসর্ব্বমনুষ্ঠানাৎ পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞায়তে। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরে—"আ চতুর্থাৎ কর্ম্মণোঽভি-সমীক্ষেতেদং করিষ্যামীদং করিষ্যামি" ইতি। যত্তু পূর্ব্বং ন জ্ঞাতং তৎপশ্চাদ্বুদ্ধমপি সদ-জ্ঞাতমেব যস্মাল্লোকে বিস্মরণেনান্যথাকরণেন, বা কস্মিংশ্চিদনুষ্ঠেয়েঽতিপন্নে বিনষ্টে সতি পশ্চাৎ-ক্লিশ্যন্ত আপ্তস্য আহুরিদং গমনাদিকমধ্যয়নাদিকং বা তস্মিন্নেব দিনে কার্য্যমাসীন্ন চাস্মাভিস্তদানীং প্রজ্ঞাতমিতি। তস্মাৎপূর্ব্বকালস্য প্রজ্ঞানার্হত্বেন প্রশস্তত্বাৎপূর্ব্বদেশোঽপি পূর্ব্বত্বসাম্যেন প্রশস্তঃ॥ যদুক্তং চষালাদতিরিক্তং সাধ্যানামিতি তৎসমর্থ্যতে—"সাধ্যা বৈ দেবা যজ্ঞমত্যমন্যন্ত তান্যজ্ঞো নাস্পৃশত্তান্যদ্যজ্ঞস্যাতিরিক্তমাসীত্তদস্পৃশদতিরিক্তং বা এতদ্যজ্ঞস্য যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরত্যতিরিক্তমেতদ্যূপস্য যদূর্দ্ধং চষালাত্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৪ ইতি। সাধ্যনামকাঃ দেবাঃ পুরা যজ্ঞং কৃপ্তং যজ্ঞভাগমতিলঙ্ঘ্যাধিকো ভাগোঽস্মাকমস্ত্বিত্যমন্যন্ত। তানধিকং লিপ্সমানান্যজ্ঞো নাস্পৃশৎ। তর্হি কিমস্পৃশৎ। যদ্যজ্ঞস্যাতিরিক্তমিহাঽসীত্তত্তানস্পৃশৎ। কিমতিরিক্তং। যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরণমস্তি এত-দন্যযজ্ঞেঽভাবাদিহাতিরিক্তং। যদপি চষালাদূর্দ্ধং যূপাগ্রমেতদপি যজমানপরিমাণাদধিকত্বাদতি-রিক্তং। তদুভয়ং সাধ্যানাং প্রীতিহেতুঃ॥

যূপপ্রসঙ্গাৎ স্বকালে স্বরুহোমং বিধত্তে—"দেবা বৈ সꣳস্থিতে সোমে প্র স্রুচোঽহরন্ প্র যূপং তেঽমন্যন্ত যজ্ঞবেশসং বা ইদং কুর্ম্ম ইতি তে প্রস্তরꣳ স্রুচাং নিষ্ক্রয়ণমপশ্যন্ৎস্বরুং যূপস্য সꣳস্থিতে সোমে প্র প্রস্তরꣳ হরতি জুহোতি স্বরুমযজ্ঞবেশসায়" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি পুরা দেবাঃ সমাপ্তে সোমযজ্ঞে স্রুচো যূপং চাগ্নৌ প্রাহরন্নগ্নৌ প্রহর্ত্তুং সঙ্কল্পিতবন্তঃ। ততো যজ্ঞবিনাশো মা ভূদিতি বিচার্য্য প্রস্তরেণ স্রুচঃ স্বরুণা যূপং চ নিষ্ক্রীতবন্তঃ। তস্মাৎ সোমসমাপ্তৌ প্রস্তরমগ্নৌ প্রহরেৎ স্বরুং চ জুহুয়াৎ। স্বরুর্যূপতক্ষণে প্রথমঃ শকলঃ। তথা চ সূত্রং—"অব-তক্ষণানাং স্বরুমধিমন্থনশকলং" ইত॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"পৃথিবট্কং পুরেবাত্র স্থাবে

প্রথমপাতিতম্। শকলং চাবটে ক্ষিপ্ত্বা দেবোঽগ্নিষ্ঠাশ্রিকাঞ্জনং॥ ১॥ স্থপ্যারোপশ্চষালাগ্রে হ্যদ্দি যূপং সমুচ্ছ্রয়েৎ। তে তেঽবটে ক্ষিপেদ্বিষ্ণোর্দ্বাভ্যাং যূপস্য কল্পনং॥ ২॥ ব্রহ্মদ্বয়ং গতং যূপোরজ্জা সংবেষ্টনং পরি। অস্ত স্বরুং তত্র গৃহেদিতি সপ্তদশেরিতাঃ॥ ৩॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতং—"অন্তর্বেদি মিনোত্যর্দ্ধং যূপাঙ্গমুত লক্ষয়েৎ। দেশং যূপাঙ্গভাবেন বেদিভাগোঽত্র চোদ্যতে॥ বহির্ব্বেদ্যর্দ্ধমিত্যেতদ্বাক্যং ভিদ্যেত তদ্বিধৌ। মীয়মানস্য যূপস্য তাবান্দেশোঽত্র লক্ষ্যতে" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়ে পশৌ যূপং মিনোতীতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"অর্দ্ধমন্তর্ব্বেদি মিনোত্যর্দ্ধং বহির্ব্বেদি" ইতি। যূপং স্থাপয়িতুং কিয়দ্বিস্তারবানবটোঽপেক্ষিত ইতি বুভুৎসায়াং তন্নির্ণয়ায়ৈতন্মূলস্য স্থৌল্যমঙ্গুল্যাদিভির্ম্মাতব্যং। তস্য চ মীয়মানস্য বেদ্যভ্যন্তরভাগোঽঙ্গত্বেন বিধীয়ত ইতি চেন্মৈবং। যথা সংস্কৃতো বেদ্যভ্যন্তরভাগোঽর্দ্ধমন্তর্ব্বেদীতানেন বাক্যেন বিধীয়তে তদ্বদসংস্কৃতো বেদিবহির্ভাগোঽপ্যর্দ্ধং বহির্ব্বেদীত্যনেন বাক্যেন বিধাতব্যঃ। ততো বাক্যং ভিদ্যেত। যদা তু বেদেরভ্যন্তরবাহ্যভাগাভ্যামুপলক্ষিতোঽসংস্কৃতো লৌকিকো দেশো মীয়মানযূপোচিতো বিধীয়তে তদা নাস্তি বাক্যভেদঃ। তস্মাল্লৌকিকদেশ এবাত্র যূপাঙ্গত্বেন বিধীয়তে ন তু সংস্কৃতবেদিভাগঃ॥

অথ ছন্দঃ।

তে তে ধামানীতি ত্রিষ্টুপ্। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি তদ্বিষ্ণোরিত্যুভে গায়ত্র্যৌ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যমতে পঞ্চম অনুবাকে যূপচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে; আর এই অনুবাকে ছিন্নযূপ স্থাপন করিবার মন্ত্র কথিত হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের পরিপোষক সেই ভাব গ্রহণে ভাষ্যকার অনুবাকের মন্ত্রসমূহের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বাপর মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় সুধীগণের বিচার্য্য। অধিকাংশ মন্ত্রেই কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই। আমরা যে স্থলে যে সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমাদিগের মতে প্রথম চারিটী মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব। এ হিসাবে প্রথম মন্ত্রটীর 'ক' অংশের অর্থ হয়—'হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পৃথিবী-নিবাসী ভূতসঙ্ঘের

উপকারের নিমিত্ত অথবা পৃথিবীর হিতকামনায় অথবা পৃথিবী-সম্বন্ধী দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে উন্মেষের জন্য তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।' এইরূপ প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেই আধ্যাত্মিক অর্থ দৃষ্ট হয়।

এই মন্ত্রের কয়েকটী অংশে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের 'ক' অংশের লক্ষ্য—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-চরাচরের হিতসাধন। মন্ত্র কয়টীতে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ হইয়াছে। সাধক কহিতেছেন,—'আমার শুদ্ধসত্ত্ব যে কেবল আমারই মঙ্গলসাধক হউক, তাহা নহে; পরন্তু তদ্দ্বারা এই বিশ্বচরাচরের সকলেই উপকৃত হউক। আমি যেন এমন সাধনা-সম্পন্ন হই, আমি যেন এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি;—যদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বচরাচরের সকলেই নিজ নিজ উৎকর্ষ-সাধন করিতে সমর্থ হয়। 'পৃথিব্যৈ', 'অন্তরিক্ষায়' ও 'দিবে' প্রভৃতি পদ, আমরা মনে করি, সেই বিশ্বজনীন ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'ক' চিহ্নিত মন্ত্রটী যেন বলিয়া দিতেছে—'চিত্তের বিক্ষোভ দূর কর; হৃদয় নির্ম্মল কর; সদ্ভাব আপনিই আসিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' ঐ মন্ত্রের 'খ' অংশের ভাবটী নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তথ্যে পরিপূর্ণ। মন্ত্রাংশে আমাদের গৃহীত অর্থ—'হে আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সহিত সংযোজন-সাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার সংমিশ্রণকারী হও। অতএব তুমি আমাদিগ হইতে আমাদিগের শত্রুগণকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ ও বিনাশ কর। এখানে 'যব' পদ প্রধান লক্ষ্যস্থল। পূর্ব্বালোচ্য মন্ত্রাদিতে ভাষ্যকার 'যব' পদের অর্থ করিয়াছেন—'যৌতি পৃথক্করোতীতি যবঃ।' তাহাতে 'যবোঽসি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়—'তুমি পৃথক্‌কারী হও'। আমরা এ অর্থ গ্রহণ করি না। 'যু' ধাতু হইতে (যু+অল—ক) 'যব' নিষ্পন্ন। এ 'যু' ধাতুর অর্থ - মিশ্রিত করা। তাহা হইতে 'যবঃ' পদের অর্থ হয়—'মিশ্রয়িতা।' ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয় নির্ম্মল হয় তখনই, যখন সে হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব সেই অজ্ঞানতা প্রভৃতি সদ্ভাবনাশক শত্রুকে পৃথক করে এবং ভগবানের সহিত সাধককে সম্মিলিত করিয়া দেয়। যতক্ষণ অন্তরে অসদ্ভাবের সমাবেশ থাকে, ততক্ষণ সে হৃদয়ে সদ্ভাবের স্থান হয় না; আবার সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাব দূরে পলায়ন করে। এই জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব যেমন একদিকে হৃদয়কে অসদ্ভাব হইতে পৃথক করে, তেমনই অন্যদিকে সতের সহিত তাহাকে সংযোজিত করিয়া দেয়। হৃদয় সদসৎ উভয়েরই আধারস্থানীয়। সৎকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অসৎকে দূর করিবার আবশ্যক হয়। শুদ্ধসত্ত্ব এতদুভয় ব্যাপার সংঘটনে সমর্থ বলিয়া মনে করি। কর্ম্মকাণ্ডানুসারে, যবশস্য যেরূপভাবেই কার্য্যকরী হউক না কেন, কিন্তু হৃদয়ের আবিলতানাশে হৃদয়কে ভগবদনুসারী করিতে যবশস্য কিরূপ কার্য্যকরী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি;—ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গলসাধন। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভক্ত সাধক হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশে অসদ্ভাব দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। হৃদয়-নিহিত সমস্ত সদ্‌গুণের শ্রেষ্ঠ যে শুদ্ধসত্ত্ব—ইহা আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই। ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান্

যেন তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ করিয়া দেন এবং জ্ঞানপ্রদায়ক ভগবান যেন শুদ্ধসত্ত্বকে পালন করেন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে যেন সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব জাগরিত থাকে। ইহাই মন্ত্রদ্বয়ে ভক্তের আকুল প্রার্থনার মূল। পঞ্চম মন্ত্রটীতে ভক্তের কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত প্রচেষ্টার ভাব দৃষ্ট হয়। ভক্ত তাই চিত্তবৃত্তিসমূহকে কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত নিয়োগ করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রটী প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই মন্ত্রে নিখিল দেবভাব আহরণ করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রে দ্বিবিধ অর্থ সংসূচিত হইতে পারে। একবিধ অর্থে, হৃদয়ের বিবিধ বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। আমাদিগের মতে মন্ত্র কয়টী মন বা চিত্তবৃত্তির সম্বোধনমূলক। মন বা চিত্তবৃত্তি পাপ পুণ্য সৎ অসৎ—সকল ভাবেরই আধার। মন স্থির না হইলে, পাপ বা অসৎ মন হইতে বিদূরিত না হইলে—পরিত্রাণের আশা অতি বিরল। প্রার্থনাকারীর তাই আকাঙ্ক্ষা—তাহার হৃদয় নির্ম্মল হউক, তাহার মন সকল সদ্ভাবের ধারক বা পোষক হউক। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরিক্ষে—যেখানে যত দেবভাব আছে, যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব আছে, সমস্তই তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক। দ্বিতীয় অন্বয়েও এই প্রকারের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'অন্তরিক্ষ' পদে অনন্তত্বের ভাব দ্যোতিত হইতেছে। মন বা চিত্তবৃত্তি আকাশের ন্যায় অনন্ত। আকাশের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; মনের বা চিত্তবৃত্তিরও তেমনি আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সেই আদ্যন্তমধ্যহীন মন বা চিত্তবৃত্তিই সকল সদ্ভাবের ও সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। সে চিত্তবৃত্তিকে সদ্ভাবে পরিপূর্ণ করিবার প্রার্থনা, 'অন্তরিক্ষং পৃণ' মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ঐ 'অন্তরিক্ষং' পদে সদ্ভাবরাশির অনন্তত্বের বিষয়ও দ্যোতিত হয়। সদ্ভাবের, সৎকর্ম্মের বা পুণ্যানুষ্ঠানের অন্ত নাই—তাহা সকলেরই অনুমিত। 'দিবং' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। দ্যুলোক বা স্বর্গ যেমন সর্ব্বোন্নতভাবে অবস্থিত, হৃদয়ও তেমনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হৃদয়ই দেবতার আসন, হৃদয়ই পরম সুখের বা মোক্ষের মূলীভূত। হৃদয় যদি পুণ্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলেই পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা। আর হৃদয় কলুষিত হইলে, সে আশা অতি বিরল। তাই প্রার্থনা—যে হৃদয় সিংহাসন ভগবানের আসন, যে হৃদয় পরমার্থলাভের বা পরম সুখের মূলীভূত, আমার সেই হৃদয় যেন কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত না হয়। 'দিবং স্তভান' প্রভৃতি মন্ত্রাংশে এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশে 'পৃথিব্যাং' পদ সপ্তম্যন্ত। ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে 'পৃথিব্যাং' পদ গ্রহণ করা হয়। আমাদের ব্যাখ্যায় আমরাও ঐ প্রকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে—'আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ সদ্‌বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর।' পৃথিবী সকলের আধার, পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সৎ অসৎ সকলকেই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। চিত্তবৃত্তি বা মনও তদ্রূপ পাপপুণ্য সৎ অসৎ সকল ভাবের আশ্রয়। এই ভাব হইতেই 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার 'পৃথিব্যাং' পদের বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার না করিলেও এক সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বধারণক্ষম। আধারক্ষেত্র আমার এই হৃদয়ে 'দৃংহ'—'দৃঢ়ী ভব' অর্থাৎ অবিচলিত-ভাবে অবস্থিতি করুন। ফলতঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে—আমাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল

সদ্ভাব সমাবিষ্ট হউক। আমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হই—আমার হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত হউক। ভগবানের অনুগ্রহে যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই।'

সপ্তম মন্ত্র প্রার্থনামূলক। ভক্ত ভগবানের সাযুজ্য সামীপ্য লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুদীপ্তিসম্পন্ন ও অবিনশ্বর জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছেন। তার পর ভক্ত শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—যেন তাহার প্রভাবে হৃদয়ে মোক্ষপ্রদানকারক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। দিব্যজ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাই আলোচ্য মন্ত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রটীতে দুইটী ভাব পাওয়া যায়। প্রথম ভাবটী এই যে—ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা লোক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয় ভাবটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভক্ত আপন মনোবৃত্তিনিচয়কে সম্বোধন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন তিনি বলিতেছেন,—'রে আমার মনোবৃত্তিনিচয়! তোমরা একবার সেই লোকপাবন বিষ্ণুর পালন-পোষণ-পরিত্রাণমূলক কার্য্যাদি লক্ষ্য কর,—অনুধ্যান কর; কেন-না, তাঁহার সেই কর্ম্মের সহিতই পুণ্যানুষ্ঠানাদি সংশ্লিষ্ট আছে। তাঁহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাদেরও রতি-নীতি-প্রবৃত্তি তাঁহারই কার্য্যে পরিচালিত হইবে। সেই কার্য্যে, সেই পুণ্যব্রতে, তাঁহার সংস্পর্শ আছে, তদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হও। তাঁহার অনুগ্রহেই সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবে। সৎকর্ম্মপর হইলেই তাঁহাকে জানিতে সামর্থ্য আসিবে। স্মরণ কর,—তাঁহার অনুকম্পার বিষয়; প্রত্যক্ষ কর—তাঁহার করুণার প্রস্রবণ; ব্রতী হও—তদীয় প্রীতি-সাধক কর্ম্মানুষ্ঠানে, দেখিবে—ইন্দ্ররূপেই হউক আর বিষ্ণুরূপেই হউক, যেরূপেই হউক, তিনি আসিয়া তোমাদের অভীষ্টপূরণে শ্রেয়ঃসাধন করিবেন। বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য প্রভৃতিতে যাঁহারা বিশ্বাসবান নহেন, তাঁহাদের অর্থ স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু আমরা বেদমন্ত্রের এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করি।

নবম মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন—'হে ভগবন্! আমায় দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করুন, আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে আপনার পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন। আকাশে দৃষ্টি-প্রতিরোধক বাধার অভাব বশতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন চারিদিক দেখিতে পান; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্ব্বত্র আপনার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাহা অবিরোধে দেখিতে পান। মূঢ় অজ্ঞ আমি, আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দিউন। আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক;—আকাশের ন্যায় নির্ম্মল পথে আমি যেন আপনাকে সদাকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।

এমন উদার উচ্চ প্রার্থনামূলক যে মন্ত্র—প্রতিদিন প্রতি দৈবকার্য্যের প্রারম্ভে উচ্চার্য্য এমন যে মহান্ মন্ত্র, ইহারও কি আবার অন্য অর্থ আছে? যত বড় পণ্ডিতই এ মন্ত্রের যত উচ্চ অর্থ গ্রহণ করুন না কেন, যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক এ মন্ত্রের সহিত যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীই প্রাপ্ত হউন না কেন; আমরা মনে করি, এ মন্ত্রটী—আত্মোৎকর্ষসাধক প্রার্থনামূলক। প্রতি দৈবকর্ম্মের প্রারম্ভ-মন্ত্র-হেতু মনীষিগণ যে এ মন্ত্রের অর্থ ঐ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধগম্য হয়। কর্ম্মারম্ভের সূচনায় বলা হইতেছে,—যেন আমি তোমার স্বরূপ

জানিতে পারি; যেন আমার দৃষ্টিপথের বাধা বিদূরিত হয়; যেন আমি অবাধে তোমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিতে পারি। মন্ত্রটীর ইহাই তাৎপর্য্য।

দশম মন্ত্রের 'ক' অংশটী সঙ্কল্পমূলক। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্মবনিঃ' ও 'ক্ষত্রবনিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণজাতির ও ক্ষত্রিয়জাতির প্রীণনকারী। কিন্তু এখানে বেদ-মন্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সম্বন্ধ কিরূপে প্রখ্যাপিত হয়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্মবনিঃ' ও 'ক্ষত্রবনিঃ' পদদ্বয়ে কোনও জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করি না। এই দুই পদে সত্ত্ব-রজগুণদ্বয়ের ব্যাখ্যান হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সেই জন্য 'ব্রহ্মবনিঃ' পদের 'ব্রহ্মস্বরূপং' এবং 'ক্ষত্রবনিঃ' পদের 'ক্ষত্রভাবোপেতং রজোগুণসম্পন্নং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। রজোভাবে আন্তরবাহ্য সকল শত্রুর সংহার, আর সত্ত্বভাবে সৎস্বরূপের প্রতিষ্ঠা—এই দুই পদের ইহাই লক্ষ্য। 'সুপ্রজাবনিঃ' এবং 'রায়স্পোষবনিঃ' পদদ্বয়েরও ভাষ্যানুমোদিত অর্থ গ্রহণ করিলাম না। 'প্রজা' বলিতে 'অপত্য' বুঝায়। সুপ্রজা অর্থে শোভন অপত্য। ইহা হইতে ভাবার্থ গ্রহণ করা যায়—সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। 'সুপ্রজাবনিঃ' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন' বুঝায়। মন যখন ভক্তির সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই সদ্ভাবের উদয় হয়। তাই ভক্তিপূর্ণ মন—'সুপ্রজাবনিঃ'; ভক্তিপূর্ণ মন বা ভক্তি—আবার পরমার্থরূপ ধনের পোষণকারী। ভক্তিতেই মুক্তি। তাই ভক্তিপূর্ণ মন 'রায়স্পোষবনিঃ'।

এই মন্ত্রের 'খ' অংশে প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন,—হে মন! তুমি আমায় হৃদয়ে সত্ত্বঃ, রজঃ এবং পরমার্থরূপ ধনকে পোষণ কর। ভাব এই যে,—সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি উচ্চ ভাব আমার হৃদয়কে অলঙ্কৃত করুক।

একাদশ মন্ত্রটীও গভীর প্রার্থনামূলক। ভক্ত হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদ্‌গুণের বিকাশও প্রার্থনা করিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেন দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয় এবং ভক্ত যেন মনুষ্যোচিত সৎকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, ইহাই একাদশ মন্ত্রে ভক্তের আকুল প্রার্থনা। দ্বাদশ মন্ত্রটীতে শুদ্ধসত্ত্ব যে দেবভাবেরই অংশ তাহাই বোধগম্য হয়। (১ অধ্যায়—৩ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

—— ০ ——

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ।)

(১) ইষে ত্বোপবীরস্যুপো দেবান্দৈবীর্ব্বিশঃ প্রাগুর্ব্বহ্নীরুশিজো

বৃহস্পতে ধারয়া বসূনি হব্যা তে স্বদন্তাং

দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্ব রেবতা রমধ্বম্।

(২) অগ্নের্জ্জনিত্রমসি বৃষণৌ স্থ উর্ব্বশ্যস্যায়ুরসি

পুরূরবা ঘৃতেনাক্তে বৃষণং দধাথাং।

(৩) গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব ত্রৈষ্টুভং

জাগতং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব।

(৪) ভবতম্ নঃ সমনসৌ সমোকসাবরেপসৌ।

মা যজ্ঞ৺ হি৺সিষ্টং মা যজ্ঞপতিং

জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ।

(৫) অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ।

স্বাহাকৃত্য ব্রহ্মণা তে জুহোমি মা দেবানাং

মিথুয়া কর্ভাগধেয়ম্ ॥ ৭ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) ইষে। ত্বা। উপবীরিত্যুপ—বীঃ। অসি। উপো ইতি। দেবান্।

দৈবীঃ। বিশঃ। প্রেতি। অগুঃ। বহ্নীঃ। উশিজঃ। বৃহস্পতে। ধারয়।

বসূনি। হব্যা। তে। স্বদন্তাম্। দেব। ত্বষ্টঃ। বসু। রণ্ব। রেবতীঃ। রমধ্বম্।

(২) অগ্নেঃ। জনিত্রম্। অসি। বৃষণৌ। স্থঃ। উর্ব্বশী। অসি। আয়ুঃ।

অসি। পুরূরবাঃ। ঘৃতেন। অক্তে ইতি। বৃষণম্। দধাথাম্।

(৩) গায়ত্রম্। ছন্দঃ। অনু। প্রেতি। জায়স্ব। ত্রৈষ্টুভম্।

জাগতম্। ছন্দঃ। অনু। প্রেতি। জায়স্ব।

(৪) ভবতম্। নঃ। সমনসাবিতি স—মনসৌ।

সমোকসাবিতি সম্—ওকসৌ। অরেপসৌ।

মা। যজ্ঞম্। হিꣳসিষ্টম্। মা। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। জাতবেদসাবিতি

জাত—বেদসৌ। শিবৌ। ভবতম্। অদ্য। নঃ।

(৫) অগ্নৌ। অগ্নিঃ। চরতি। প্রবিষ্ট ইতি প্র—বিষ্টঃ। ঋষীণাম্। পুত্রঃ।

অধিরাজ ইত্যধি—রাজঃ। এষঃ। স্বাহাকৃত্যেতি স্বাহা—কৃত্য। ব্রহ্মণা। তে।

জুহোমি। মা। দেবানাম্। মিথুয়া। কঃ। ভাগধেয়মিতি ভাগ—ধেয়ম্ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! 'ইষে' (অভীষ্টলাভায়, মনোবাঞ্ছাপূরণায়, যদ্বা—পরামুক্তিলাভ-রূপায় অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি, হৃদি ধারয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মম মনঃ! ত্বং 'উপবীঃ' (ভগবৎসামীপ্যলাভেচ্ছু—ভগবৎসমীপগমনাভিলাষী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু ইতি ভাবঃ); সাধনপ্রভাবেন ত্বং 'উপ' (সমীপং, ভগবৎ-সামীপ্যং ইত্যর্থঃ) 'প্রাগুঃ' (লব্ধুং, লাভায় ইত্যর্থঃ উদ্‌বুদ্ধং ভব ইতি শেষঃ)।

(গ) তথা সতি 'দেবান্' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) অপিচ 'দৈবীঃ' (দেবভাবসমন্বিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশঃ' (চিত্তবৃত্ত্যাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) সংজনিষ্যন্তে।

(ঘ) অপিচ, তেন ত্বং 'বহ্বীঃ' (সদ্ভাবসঞ্চারকাঃ জ্ঞানবহ্ন্যঃ) তথা 'উশিজঃ' (কামান্—কর্ম্মক্ষয়কারকান্ সৎপ্রবৃত্তিন্ ইতি ভাবঃ) লভেঃ ইতি শেষঃ।

(ঙ) 'বৃহস্পতে' (অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) ত্বং 'বসূনি' (বিবিধানি রত্নানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারয়, মাং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। অপিচ 'তে' (ভবৎসম্বন্ধিনি) 'হব্যা' (হব্যানি—মম জ্ঞানকর্ম্মভক্তিরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'স্বদন্তাং' (স্বাদূনি ভবন্তু, ভবতাং গ্রহণযোগ্যানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ)।

(চ) 'দেব ত্বষ্টঃ' (পবিত্রতাসাধক দ্যুতিমান হে ভগবন্!) 'বসু' (পরমধনং) 'রণ্ব' (রমণীয়ং কুরু—প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)।

(ছ) 'রেবতী' (হে রেবত্যঃ, পরমার্থযুতাঃ দেবতাঃ!) 'রমধ্বং' (ক্রীড়ধ্বং, যদ্বা—আনন্দ-রূপেণ বিরাজত—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। পরমধনাধিকারিণঃ দেবাঃ সদা আনন্দরূপেণ অস্মাসু বর্ত্তমানাঃ অবস্থিতাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানময়স্য ভগবতঃ) 'জনিত্রং' (প্রীণনহেতুভূতং প্রজনকং, প্রাপ্তিকারণমিতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবাদিভিশ্চ জ্ঞানং তথা ভগবন্তং অধিগন্তব্যং ইত্যর্থঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতৌ জ্ঞানকর্ম্মণী! যুবাং 'বৃষণৌ' (সেক্তারৌ, অভীষ্টবর্ষকৌ সর্ব্বাভীষ্ট-পূরকৌ বা মোক্ষপ্রদায়কৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। অয়ং ভাবঃ—সজ্‌জ্ঞানেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ অভীষ্টং লভন্তে।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তে বা ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'উর্ব্বশী' (মহাদীপ্তিবিশিষ্টা, যদ্বা—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, মহান্তং বশয়িত্রী ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি)। অয়মর্থঃ—বিশুদ্ধা ভক্ত্যা মহানৈশ্বর্য্যশালী ভগবানপি বশীভূতো ভবতি, অপিচ ভক্ত্যা ভক্তেন সহ সম্মিলিতঃ ভবতি তং চ উদ্ধারয়তি ইতি ভাবার্থঃ।

(ঘ) হে মম হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'আয়ুঃ' (আয়ুষঃ দাতা, অকালমৃত্যুনিবারয়িতা, যদ্বা—সৎকর্ম্মশীলজীবনবিধাতা ইত্যর্থঃ). 'অসি' (ভবসি)। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ পূর্ণায়ুষ্কালপর্য্যন্তং জীবন্তি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঞ্চ লভন্তে। অতঃ প্রার্থনা—মাং পূর্ণায়ুষ্কালং চিরজীবনং সৎকর্ম্মশীলজীবনং চ বিধেহি।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'পুরুরবা' (বহুপ্রদাতা, বহুবিধফলদাতৃত্বাৎ অভীষ্ট

পূরকঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্ব্বাভীষ্টদায়কঃ সর্ব্বফলপূরকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা—ত্বং মাং অভীষ্টং মোক্ষফলং বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে জ্ঞানকর্ম্মণী! যুবাং 'ঘৃতেন' (হবিষা—ভক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'অক্তে' (অভিষিক্তে সত্যৌ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টপূরণেন ইতি যাবৎ) 'দধাথাং' (অভিবৃদ্ধং কুরুতাং - মাং ইতি ভাবঃ)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'গায়ত্রং ছন্দঃ' (গায়ত্রীছন্দোবদ্ধং ব্রহ্মমন্ত্রং স্তুতিং বা) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) ত্বং 'প্রজায়স্ব' (প্রদীপিতঃ ভব); তথা ত্বং 'জাগতং ছন্দঃ' (জগতীছন্দোবদ্ধং ব্রহ্মমন্ত্রং স্তুতিং বা ইতি যাবৎ) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) ত্বং 'প্রজায়স্ব' (উদ্দীপিতঃ ভব ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—নিখিলসদ্ভাবসৎকর্ম্মাদিভিঃ অজ্ঞানতাং দূরীকৃত্য প্রজ্ঞানতাং লভেম হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং দেবভাবঞ্চ জনয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ।

৪। (ক) 'জাতবেদসৌ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ হে দেবৌ, মম হৃন্নিহিতৌ তথা মম হৃদয়গৃহস্বামিনৌ, যদ্বা—হৃদ্রূপগৃহস্য পালকরূপেণ বিদ্যমানৌ শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'সমনসৌ' (অস্মাভিঃ সহ সমানমনযুক্তৌ, যদ্বা—অস্মান্ প্রতি প্রীত্যাতিশয়-যুক্তৌ) 'সচেতসৌ' (পরস্পরসমানচিত্তযুক্তৌ, যদ্বা—অস্মদনুগ্রহার্থং পরস্পরসখিত্বমাপন্নৌ) তথা 'অরেপসৌ' (পাপরহিতৌ, অজ্ঞানাদিভিঃ অনভিভূতৌ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাভিঃ কৃতে অনুষ্ঠানেঽপি অনুগ্রহপরায়ণৌ ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ।

(খ) অপিচ, যুবাং 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং মাং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞং' চ (মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ) 'মা হিংসিষ্টং' (মা বিনাশয়তং, মাং মম কর্ম্ম চ মা পরিত্যজতং ইতি ভাবঃ); পরং চ 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, সর্ব্বকালে এব ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মভ্যমুপকারার্থং) 'শিবৌ' (কল্যাণকারিণৌ মঙ্গলপ্রদৌ বা ইত্যর্থঃ) 'ভবতং' (ভূয়াসং ইতি শেষঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—ময়ি জ্ঞানভক্তী অবিচলিতে তিষ্ঠতাং। অপিচ মদীয় কর্ম্ম জ্ঞানানুসারিণং সদ্ভাবমণ্ডিতঞ্চ ভবতু।

৫। (ক) 'ঋষীণাং পুত্রঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৄণাং বা পুত্রস্থানীয়ঃ, যদ্বা—তেষাং সৎকর্ম্মাদিভিঃ সঞ্জাতঃ ইতি ভাবঃ) 'অধিরাজঃ' (সর্ব্বেষু রাজমানঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং অধিপতি) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান্) 'অগ্নৌ' (হৃন্নিহিতৌ শুদ্ধসত্ত্বৌ) 'প্রবিষ্টঃ' (অধিগচ্ছন্, শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) 'চরতি' (পরিচরতি, তৎ শুদ্ধসত্ত্বনিহিতং হবিঃ পরিগৃহ্ণাতি ইতি ভাবঃ)। সদ্ভাবং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ ভগবৎপ্রীতিকরং। তদ্ধি ভগবতৃপ্তিসাধকং অপিচ তেন ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং ইতি ভাবঃ।

(খ) প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! 'স্বাহাকৃত্য' (স্বাহাশব্দসহযুতেন) 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রেণ, স্তুতিরূপয়া বাচা ইত্যর্থঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'জুহোমি' (অর্চ্চয়ামি); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, শুদ্ধসত্ত্বাদীনাং ইত্যর্থঃ) 'ভাগধেয়ং' (অংশভূতং, যদ্বা—আধারস্বরূপং ত্বাং ইতি ভাবঃ) কর্ম্মবৈগুণ্যেন 'মিথুয়া' (মিথ্যাভূতং) 'কঃ' (মা করোমি ইত্যর্থঃ) মম কর্ম্ম যথা সদ্ভাব-নাশকং মাভূৎ তথা সাধয়ামি ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত অর্থাৎ পরামুক্তি-লাভরূপ অভীষ্ট-পূরণ জন্য আপনাকে আহ্বান করি—হৃদয়ে ধারণ করি।

(খ) হে আমার মন! তুমি ভগবৎসমীপে গমনে অভিলাষী হও। (সাধনা-প্রভাবে) তুমি ভগবৎ-সামীপ্য লাভের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হও।

(গ) তাহা হইলে, দেবভাব-সমূহ—শুদ্ধসত্ত্বাদি এবং দেবভাব-সমন্বিত চিত্তবৃত্তি-সমূহ সঞ্জাত হইবে।

(ঘ) অপিচ, তাহাতে তুমি সদ্ভাবসঞ্চারক জ্ঞানরশ্মি-সমূহ এবং কর্ম্ম-ক্ষয়কারী প্রবৃত্তি-সমূহ লাভ করিতে পারিবে।

(ঙ) অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ বিবিধ রত্ন-সমূহকে প্রদান করুন। অপিচ, ভবৎসম্বন্ধি হবিঃ-সমূহ অর্থাৎ আমার জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি আপনার গ্রহণযোগ্য হউক।

(চ) পবিত্রতা-সাধক দ্যুতিমান হে ভগবন্! আপনি রমণীয় পরমধন প্রদান করুন।

(ছ) পরমার্থযুত হে দেবতা! আপনারা আনন্দরূপে আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত হউন। (ভাব এই যে,—পরমধনাধিকারী দেবগণ আনন্দরূপে আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান রহুন)।

২। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি জ্ঞানময় ভগবানের প্রীণন-হেতুভূত অথবা প্রজনক অর্থাৎ প্রাপ্তিকারণ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানকর্ম্ম! তোমরা অভীষ্টবর্ষক সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক অথবা মোক্ষদায়ক হও। (ভাব এই যে,—সজ্‌জ্ঞান ও সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি মহাদীপ্তি-বিশিষ্টা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী—মহতের বশকারী হও। (তাৎপর্য্য এই যে,—বিশুদ্ধা (অনন্যা) ভক্তির দ্বারা মহানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানও বশীভূত হয়েন। অপিচ, ভক্তিতে তিনি ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া তাহা উদ্ধার-সাধন করেন)।

(ঘ) হে আমার হৃদয়াধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আয়ুর্দ্দাতা, অকাল-মৃত্যু-

নিবারক অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবন-বিধাতা হও। (ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ পূর্ণায়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, এবং সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—আমাকে পূর্ণায়ুষ্কাল বা চিরজীবন অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবন প্রদান করুন)।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবন্! আপনি বহুপ্রদাতা অর্থাৎ বহুবিধ-ফল-দান-হেতু অভীষ্ট-পূরক হয়েন। অথবা সর্ব্বাভীষ্টদায়ক সর্ব্বফলপূরক হয়েন। অতএব প্রার্থনা—আপনি অভীষ্টফল মোক্ষফল প্রদান করুন।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে জ্ঞান-কর্ম্ম! তোমরা ভক্তিরূপ ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অভীষ্ট-পূরণে অভিবৃদ্ধ হও।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! গায়ত্রাছন্দোবদ্ধ ব্রহ্ম-মন্ত্র বা স্তুতি লক্ষ্য করিয়া তুমি প্রদ্দীপ্ত হও; অপিচ জগতীছন্দোবদ্ধ ব্রহ্ম-মন্ত্র বা স্তুতি লক্ষ্য করিয়া উদ্দীপিত হও। (ভাব এই যে,—নিখিল-সদ্ভাব-মূলক সৎকর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রজ্ঞানতা যেন লাভ করি, অপিচ শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাব যেন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই)।

৪। (ক) সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত হে জ্ঞানভক্তিরূপী দেবদ্বয়! আমার হৃন্নিহিত এবং আমার হৃদয়-গৃহ-স্বামী অথবা হৃদয়রূপ গৃহের পালকরূপে বিদ্যমান শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত হে জ্ঞানদেব! আপনারা উভয়ে আমাদিগের সহিত সমান-মনোযুক্ত অথবা আমাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীতিযুক্ত, পরস্পর-সমান-চিত্তযুক্ত অথবা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ জন্য পরস্পর সখিত্ব-সম্পন্ন এবং পাপরহিত অর্থাৎ অজ্ঞানাদি দ্বারা অনভিভূত অথবা আমাদের অননুষ্ঠানেও আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন।

(খ) অপিচ, সৎকর্ম্মকারী আমাকে এবং আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে বিনাশ করিবেন না (অর্থাৎ আমাকে এবং আমার কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন না); পরন্তু অদ্য অর্থাৎ সর্ব্বকালে আমাদিগের উপকারের জন্য আপনারা কল্যাণকারী ও মঙ্গলপ্রদ হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাতে জ্ঞান ও ভক্তি অবিচলিত হউক; আর আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানানুসারা ও সদ্ভাব-মণ্ডিত হউক)।

৫। আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জনের অথবা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃগণের পুত্র-স্থানীয় অর্থাৎ তাঁহাদিগের সৎকর্ম্মাদি হইতে সঞ্জাত, সর্ব্বভূতে বিরাজমান্

অথবা সর্ব্বভূতের অধিপতি প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা প্রজ্ঞানাধার ভগবান, হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া পরিচর্য্যা করেন অর্থাৎ সেই শুদ্ধসত্ত্বনিহিত হবিঃ বা ভক্তিকে গ্রহণ করেন (ভাব এই যে,—সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রীতির সামগ্রী। তাহা ভগবানের তৃপ্তিসাধক এবং তদ্দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

(খ) প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! স্বাহাশব্দসহযুত স্তুতিরূপ মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিতেছি। দেবভাবসমূহের (শুদ্ধসত্ত্বাদির) অংশভূত বা আধারস্বরূপ আপনাকে যেন কর্ম্মবৈগুণ্যে মিথ্যাভূত না করি। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠেঽনুবাকে যূপস্থাপনমুক্তং। তস্মিন্ যূপে পশুং নিযোক্তুমুপাকরণমস্মিন্ সপ্তমেঽনুবাকেঽভিধীয়তে।

১। "ইষে ত্বোপবীরস্যুপো দেবান্দৈবীর্ব্বিশঃ প্রাগুর্ব্বহ্নীরুশিজো বৃহস্পতে ধারয়া বসূনি হব্যা তে স্বদস্তাং দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্ব রেবতী রমধ্বম্।" বৌধায়নঃ—"অথৈনং পশুং পল্পূলিতমন্তরেণ চাত্বালোৎকরৌ প্রপাদ্যাগ্রেণ যূপং পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্মুখং স্থাপয়তি তমিষে ত্বেতি বর্হিষী আদায়োপাকরোতি উপবীরস্যুপো দেবান্দৈবীর্ব্বিশঃ প্রাগুর্ব্বহ্নীরুশিজো বৃহস্পতে ধারয়া বসূনি হব্যা তে স্বদস্তাং দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্ব রেবতী রমধ্বমিতি" ইতি। পল্পূলিতং স্থাপিতং। আপস্তম্বঃ—"ইষে ত্বেতি বর্হিষী আদত্ত উপবীরসীতি প্লক্ষশাখাং বর্হির্ভ্যাং প্লক্ষশাখয়া চ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং পশুমুপাকরোতি উপো দেবান্দৈবীর্ব্বিশ ইতি" ইতি।

হে বর্হিরিষে পশুলক্ষণায় দেবানায়েষ্যমাণায় ত্বামাদদে। বর্হিরিতি জাতাবেকবচনং। উপাকর্ত্তং বেতি গচ্ছতীত্যুপবীঃ। হে প্লক্ষশাখে ত্বমুপবীরসি। উপো সমীপে প্রাগুঃ প্রাপ্তাঃ। কে, উপাক্রিয়মাণপশুসম্বন্ধিহৃদয়াদ্যবয়বা ইত্যর্থাল্লভ্যতে। কান্ প্রাপ্তাঃ, দেবানগ্নীষোমাদীন্দৈবীর্ব্বিশস্তদ্দেবসম্বন্ধিনীঃ প্রজাশ্চ। কিং চ বহ্নীর্যাগনির্ব্বাহকানুশিজঃ শেষভক্ষণকামান্ প্রাপ্তাঃ। হে বৃহস্পতে বসূনি হৃদয়াদিদ্রব্যাণি ধারয় পোষয়। হে পশো তে ত্বদীয়ানি হব্যানি স্বদস্তাং স্বাদূনি ভবন্তু। হে দেব ত্বষ্টৃনামক বসু পশুদ্রব্যং রণ্ব রমণীয়ং কুরু। হে রেবতীঃ ক্ষীরাদিধনবন্তঃ পশবো রমধ্বং যজমানগৃহে ক্রীড়ধ্বং॥

২। "অগ্নের্জ্জনিত্রমসি বৃষণৌ স্থ উর্ব্বশ্যস্যায়ুরসি পুরূরবা ঘৃতেনাক্তে বৃষণং দধাথাং।" কল্পঃ—"অগ্নের্জ্জনিত্রমসীত্যধিমন্থনশকলং নিদধাতি, বৃষণৌ স্থ ইতি প্রাঞ্চৌ দর্ভৌ, উর্ব্বশ্যসীত্যধরারণিমাদত্তে, পুরূরবা ইত্যুত্তরারাণং, ঘৃতেনাক্তে বৃষণং দধাথামিত্যুভে অভিমন্ত্র্যাঽঽয়ুরসীতি সমবধায়" ইতি।

হে শকল ত্বমগ্নের্জ্জনকমসি। হে দর্ভৌ যুবাং বৃষণৌ বীর্য্যসেচকৌ স্থঃ। হেঽধরারণে

ত্বমুর্ব্বশ্যাসদৃশী ভবসি। হে উত্তরারণে ত্বং পুরূরবসা সমানাঽসি। হে উভে অরণী যুবাং ঘৃতেনাক্তে সত্যৌ সেচনং পোষয়তং। হেঽরণিদ্বয় মাতাপিতৃস্থানীয় ত্বমায়ুরসি যজ্ঞস্যাঽয়ুস্থানীয়মসি। পুত্রস্থানীয়ং বহ্নিমুৎপাদ্য যজ্ঞাভিবৃদ্ধিকরত্বাৎ॥

যদ্যপ্যত্র পাঠক্রমেণেষে ত্বেত্যাদয় উপাকরণমন্ত্রা ব্যাখ্যাতব্যাস্তথাঽপি পূর্ব্বানুবাকে প্রসঙ্গাদ্যদুক্তমতিরিক্তং বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদগ্রাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতীতি তদ্বিস্পষ্টয়িতুমাদাবগ্নিমন্থনমন্ত্রাব্যাচিখ্যাসুর্মন্থনবিশিষ্টমগ্নিপ্রহরণং বিধত্তে—"সাধ্যা বৈ দেবা অস্মিল্লোঁক আসন্নান্ যৎকিঞ্চনমিষত্তেঽগ্নিমেবাগ্নয়ে মেধায়াঽলভন্ত ন হ্যন্যদালম্ভ্যমবিন্দন্তত্তো বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাজায়ন্ত যদগ্রাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতি প্রজানাং প্রজননায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। মনুষ্যপশ্বাদিস্ষ্টেঃ পুরা লোকে সাধ্যনামকা দেবা এবাঽসন্। অন্যৎ কিমপি মিষৎপ্রাণিজাতং নাঽসীৎ। তে চ সাধ্যাঃ প্রজাকামাস্তদ্ধেতবে যজ্ঞায়াঽলম্ভনযোগ্যমন্যৎ পশুজাতমলব্ধ্বাঽগ্নিমেব পশুত্বেনাগ্নয়ে দেবতায়া আলভন্ত পুরুষারণ্যপশুন্যায়েন পর্য্যগ্নিকরণান্তান্ সংস্কারানকুর্ব্বত। তথা চাশ্বমেধকাণ্ডে শ্রূয়তে—"পর্য্যগ্নিকৃতং পুরুষং চাঽরণ্যাঁশ্চোৎসৃজন্ত্যহিঁসায়ৈ" ইতি। ততোঽগ্ন্যালম্ভনরূপাদ্‌যজ্ঞাদেব প্রজা অসৃজন্ত। তস্মাৎ পূর্ব্বসিদ্ধাগ্নৌ মথিতাগ্নেঃ প্রহরণং প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি॥ অথ মন্থনকালশ্চিন্ত্যতে—উপাকরণমারভ্য মারণপর্য্যন্তো ব্যাপার আলম্ভশব্দার্থঃ, কিং তস্মাদালম্ভাদূর্দ্ধমগ্নির্মন্থনীয় আহোস্বিদুপাকরণানন্তরমিতি। তত্র প্রথমপক্ষে দোষমাহ—"রুদ্রো বা এষ যদগ্নির্যজমানঃ পশুর্যৎপশুমালভ্যাগ্নিং মন্থেদ্রুদ্রায় যজমানমপি দধ্যাৎ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। রুদ্রঃ ক্রূরঃ। পশোর্যজমাননিষ্ক্রয়ণরূপত্বাৎ পশুরেব যজমানঃ। তত আলম্ভাদূর্দ্ধমগ্নিমন্থনে হবির্ভূতং যজমানমপি রুদ্রায় দদ্যাৎ। ততো যজমানো মরণশীলঃ স্যাৎ॥

তস্মিন্নেব পক্ষে গুণমপি দর্শয়তি—"অথো খল্বাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা হবিরেতদ্‌যৎপশুরিতি যৎপশুমালভ্যাগ্নিং মন্থতি হব্যায়ৈবাঽসন্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। "তে দেবা অগ্নৌ তনূঃ সন্ন্যদধত। তস্মাদাহুঃ। অগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ" ইতি শ্রুতেরগ্নেঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বং। পশোর্হবিষ্ট্বং প্রসিদ্ধং। তথা সত্যালভ্যমন্থনে প্রত্যাসন্নায় হবিষে সর্ব্বা দেবতা জনয়তি সন্নিধাপয়তি॥

দ্বিতীয়পক্ষং সিদ্ধান্তত্বেনোপাদত্তে—"উপাকৃত্যৈব মন্থ্যস্তন্নেবাঽলব্ধং নেবানালব্ধং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। উপাকরণেনাঽলম্ভ উপক্রান্তোঽতো যথোক্তগুণঃ সিধ্যতি। অনারণেনাসমাপ্তত্বাদ্‌যথোক্তদোষো ন ভবিষ্যতি॥ দ্বয়োর্মন্ত্রয়োরর্থে প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"অগ্নের্জ্জনিত্রমসীত্যাহাগ্নের্হ্যেতজ্জনিত্রং বৃষণৌ স্থ ইত্যাহ বৃষণৌ হ্যেতৌ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি॥ স্ত্রীমন্ত্রপুরুষমন্ত্রতৎসমবধানমন্ত্রৈর্ম্মিথুনত্বসিদ্ধিং দর্শয়তি—"উর্ব্বশ্যস্যায়ুরসীত্যাহ মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। বৃষণশব্দেন নিষিক্তবীর্য্যস্থানীয় উৎপাদ্যো বহ্নির্ব্বিবক্ষিত ইত্যাহ—"ঘৃতেনাক্তে বৃষণং দধাথামিত্যাহ বৃষণঁ হ্যেতে দধাতে যে অগ্নিং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। যে অধরোত্তরারণী বহ্নিং ধারয়ত এতে বৃষণং সিক্তবীর্য্যং দধাতে ইতি মন্ত্রেণোচ্যতে॥

৩। "গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব ত্রৈষ্টভং জাগতং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব।" বৌধায়নঃ—

"অথ প্রজাতীর্ব্বাচয়তি গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব ত্রৈষ্টুভং জাগতং ছন্দোঽনু প্রজায়স্বেতি" ইতি। ত্রৈষ্টুভমিত্যত্র ছন্দ ইত্যনুষঙ্গঃ। আপস্তম্বঃ—"অগ্নয়ে মথ্যমানায়ানু ব্রূহীতি সম্প্রেষ্যতি মথ্যমানায়ানুব্রূহীতি বা, প্রথমায়াং ত্রিরনূক্তায়াং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমগ্নিং মন্থতি গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্বেতি প্রথমং, ত্রৈষ্টুভমিতি দ্বিতীয়ং, জাগতমিতি তৃতীয়ং, ততো যথাপ্রাশু মন্থতি" ইতি।

হেঽগ্নে হোত্রা পঠ্যমানং গায়ত্রং ছন্দোঽনুলক্ষ্য ত্বং প্রজায়স্ব। এবমিতরত্রাপি যোজ্যং। প্রাশু ক্ষিপ্রমিত্যর্থঃ। ছন্দসাং সাধনত্বমনেন মন্ত্রেণ দর্শিতমিত্যাহ—"গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্বেত্যাহ ছন্দোভিরেবৈনং প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। হোতারং প্রত্যধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"অগ্নয়ে মথ্যমানায়ানু ব্রূহীত্যাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি॥ হোতুরভি ত্বা দেব সবিতরিত্যেতামৃচং বিধত্তে—"সাবিত্রীমৃচমন্বাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং মন্থতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি॥ পুনঃ প্রৈষদ্বয়মুৎপাদয়তি—"জাতায়ানু ব্রূহি প্রহ্রিয়মাণায়ানু ব্রূহীত্যাহ কাণ্ডেকাণ্ড এবৈনং ক্রিয়মাণে সমর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। মন্থনকাণ্ড একঃ। মথিতস্য জন্মকাণ্ডোঽপরঃ। জাতস্য পূর্ব্বাগ্নৌ প্রহরণকাণ্ডোঽন্যঃ। তত্র সর্ব্বত্র প্রৈষে সতি মন্ত্রৈরগ্নিঃ সমৃদ্ধো ভবতি॥

হোতৃমন্ত্রান্বিধত্তে—"গায়ত্রীঃ সর্ব্বা অন্বাহ গায়ত্রছন্দা বা অগ্নিঃ স্বেনৈবৈনং ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। মন্থনকালেঽনুবচনীয়া অভি ত্বা দেব সবিতারিত্যাদ্যাঃ। জাতে সতি উত ব্রুবন্তু জন্তব ইত্যাদিকমনুব্রূয়াৎ। প্রহরণকালে প্র দেবং দেববীতয় ইত্যাদিকমনুব্রূয়াৎ। তাঃ সর্ব্বা ঋচো গায়ত্র্যঃ। অগ্নিশ্চ গায়ত্র্যা সহোৎপন্নত্বাদ্গায়ত্রছন্দাঃ॥ কল্পঃ—"ভবতং নঃ সমনসাবিত্যগ্রেণোত্তরং পরিধিমাহবনীয়ে প্রহরতি সন্ধিনা বাঽগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ইতি প্রহৃত্য স্রুবেণাভিজুহোতি" ইতি॥ মন্ত্রৌ ত্বেবমাম্নাতৌ—

৪—৬। "ভবতং নঃ সমনসৌ সমোকসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞঁ হিঁসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ। অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ। স্বাহাকৃত্য ব্রহ্মণা তে জুহোমি মা দেবানাং মিথুয়া কর্ভাগধেয়ং।" ইতি॥

যোঽগ্নিঃ পুরাঽহবনীয়ে বর্ত্ততে, যশ্চেদানীং মথিতস্তস্মিন্ প্রহ্রিয়তে, তৌ যুবামস্মান্ প্রতি সমনসৌ সমানমনস্কৌ বিপ্রতিপত্তিরহিতৌ সামাকসৌ সমাননিবাসস্থানাবরেপসৌ পাপচিত্তরহিতৌ ভবতং। যজ্ঞস্য যজ্ঞপতেশ্চ হিংসাং মা কুরুতং। অদ্যাস্মিন্ কর্ম্মণি নোঽস্মান্ প্রতি শিবৌ শান্তৌ ভবতং। এষ মথিতোঽগ্নিরাহবনীয়াগ্নৌ প্রবিষ্টশ্চরতি। কীদৃশঃ। ঋষীণাং মন্ত্রাণামৃত্বিজাং বা পুত্রঃ। তৈরুৎপাদিতত্বাৎ। অধিকং রাজত ইত্যধিরাজঃ। হে মথিতাগ্নে তে তুভ্যং স্বাহাশব্দমুচ্চার্য্য মন্ত্রেণ জুহোমি। দেবানাং ভাগধেয়ং মিথুয়া কঃ, মিথ্যাভূতং মা কুরু॥

শিবৌ ভবতমিতি প্রার্থনায়াঃ প্রসক্তিং দর্শয়তি—"অগ্নিঃ পুরা ভবত্যগ্নিং মথিত্বা প্র হরতি তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানমভি সম্ভবতো ভবতং নঃ সমনসাবিত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। যজমানং ভক্ষয়িতুমভিলক্ষ্য পরস্পরসংযুক্তত্বাত্তচ্ছান্ত্যৈ প্রার্থনীয়ৌ। অগ্নাবগ্নিরিতি মন্ত্র উপেক্ষিতঃ॥ বিধত্তে—"প্রহৃত্য জুহোতি জাতায়ৈবাস্মা অন্নমপি দধাত্যাজ্যেন জুহোত্যেতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদাজ্যং প্রিয়েণৈবৈনং ধাম্না সমর্দ্ধয়ত্যথো তেজসা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি।

সমর্দ্ধয়তীত্যন্বয়ঃ॥ উত্তরভাবিনোঽপি মন্থনমন্ত্রা ঔৎসুক্যোনাঽদৌ ব্যাখ্যাতাঃ। অথ পূর্ব্বভাবিন উপাকরণমন্ত্রান্ব্যাচিখ্যাসুর্ব্বিধত্তে—"ইষে ত্বেতি বর্হিরাদত্ত ইচ্ছত ইব হ্যেষ যো যজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। এষ যজমানো দেবেভ্যো দাতুং পশুরূপং হবিরিচ্ছত্যেব। তস্মাদিষ ইত্যুচ্যতে॥ পশুসমীপে দেবানাহ্বয়তীতি প্লক্ষশাখোপবীরিত্যুচ্যতে, তদেতদ্দর্শয়তি—"উপবীরসীত্যাহোপ হ্যেনানাকরোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥ হ্বদয়াস্ত্বয়বা দেবান্দেবপ্রজাশ্চ প্রাপ্তা ইতি যদ্ব্যাখ্যাতং তৎপ্রসিদ্ধমিত্যাহ—"উপো দেবান্দৈবীর্ব্বিশঃ প্রাগুরিত্যাহ দৈবীর্হ্যেতা বিশঃ সতীর্দ্দেবানুপযন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। যদ্বা হ্বদয়াদয় এব পদার্থত্বেন দৈবপ্রজা ভূত্বা দেবান্ প্রাপ্নুবন্তি॥

বহ্নিশব্দো বাহকবাচীত্যভিপ্রেত্য দর্শয়তি—"বহ্নীরুশিজ ইত্যাহর্ত্বিজো বৈ বহ্নয় উশিজস্তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥ অত্র পশুপ্রদত্বেন বৃহস্পতিপ্রার্থনমিত্যাহ—"বৃহস্পতে ধারয়া বসূনীত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি।

হ্বদয়াদীনি স্বাদূকর্ত্তুমিয়মাশীরিত্যাহ—"হব্যা তে স্বদন্তামিত্যাহ স্বদয়ত্যেবৈনান্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥ মিথুনরূপপশুপ্রদত্বেন ত্বষ্টুঃ প্রার্থনমিত্যাহ—"দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্বেত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥

"রেবতীশব্দঃ পশুপর ইত্যাহ—"রেবতী রমধ্বমিত্যাহ পশবো বৈ রেবতীঃ পশূনেবাস্মৈ রময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"ইষে বর্হিঃ সমাদত্ত উপেতি প্লক্ষশাখিকাং। উপো পশুমুপাকৃত্য হ্বগ্নেঃ শকলসংস্থিতিঃ॥ ১॥ বৃষাত্র দর্ভৌ সংস্থাপ্য হ্যুর্ব্বারণিমধঃ ক্ষিপেৎ। পুরুত্তরাং সমাদত্ত আয়োরিত্যুপরিক্ষিপেৎ॥ ২॥ ঘৃতে সংমন্ত্র্য গায়েতি ত্রিভির্ম্মথ্নাতি নিক্ষিপেৎ। ভব পূর্ব্বানলেঽথাগ্নৌ হোমো মন্ত্রাশ্চতুর্দ্দশ" ইতি॥ ৩॥

অত্র বিশেষমীমাংসা নাস্তি॥

অথ ছন্দঃ।

ভবতং নঃ সমনসাবিতি পঙ্‌ক্তিঃ অগ্নাবগ্নিরিতি ত্রিষ্টুপ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে সপ্তম অনুবাকে চতুর্দ্দশটী মন্ত্র আছে। ঐ সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ নিম্নরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা,—'ইষে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে 'বর্হি' এবং 'উপ' প্রভৃতি মন্ত্রে প্লক্ষশাখা গ্রহণান্তর পুনরায় 'উপ' প্রভৃতি মন্ত্রে পশু হনন করিয়া 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পশুর অংশ বিশেষ দ্বারা হোম করিতে হইবে। 'বৃষণৌ স্থ' প্রভৃতি মন্ত্রে দুইটী দর্ভ স্থাপন, 'উর্ব্বশী'

প্রভৃতি মন্ত্রে তাহার একটীকে অরণি মধ্যে নিক্ষেপ এবং 'পুরূরবা' প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় দর্ভকে তাহার উপরে স্থাপন করিবার বিধি। ঘৃতেনাক্তে প্রভৃতি মন্ত্রে অতঃপর সেই-দর্ভদ্বয়কে এবং হত পশুর মেদকে অরণি দ্বারা মন্থন করিয়া 'ভবতং নঃ সমনসৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহার দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবার বিধি।

ভাষ্য-প্রারম্ভে ভাষ্যকার বলিতেছেন,—ষষ্ঠানুবাকে যূপস্থাপনের মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে। সপ্তম অনুবাকে সেই যূপে পশু বন্ধন এবং পশু হনন প্রভৃতির এবং হোমের বিষয় উক্ত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ অনুসারে সপ্তম অনুবাকের বিভিন্ন মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি; যথা—

১। হে বর্হি! পশুলক্ষণযুক্ত দেবগণের আগমন আকাঙ্ক্ষায় তোমাকে ধারণ করিতেছি। উপাকরণ বা হনন জন্য গমন করে যে, তাহাই উপবী। হে প্লক্ষশাখে! তুমি উপবী হও। তোমাকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়াছে। কে প্রাপ্ত হইয়াছে?—অর্থাৎ, উপক্রিয়মাণ পশু-সম্বন্ধী হৃদয়াদি অবয়বসমূহ। কাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছে? না—'দেবান্' অর্থাৎ অগ্নীষোমাদি দেবসম্বন্ধিনী প্রজাদিগকে। হে বৃহস্পতে! 'বসূনি' অর্থাৎ হৃদয়াদি দ্রব্যসমূহকে পোষণ কর। হে পশু! তোমার সম্বন্ধী হব্য-সমূহ স্বাদু হউক। হে ত্বষ্টৃনামক দেবতা! তুমি পশুকে রমণীয় কর। হে রেবতী! ক্ষীরাদি-ধনবন্ত পশুসমূহ যজমান-গৃহে ক্রীড়া করুক।

আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণে মন্ত্রে যে ভাব—যে অর্থই সূচিত হউক না কেন, আমরা তাহার বিরোধী নহি। তবে আমরা যে পথের অনুসরণে যে লক্ষ্যপথে ছুটিয়াছি, তাহাতে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত অর্থের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে মন্ত্রসমূহের সম্বোধন স্বতন্ত্র—মন্ত্রের ভাব স্বতন্ত্র। বর্হি বা প্লক্ষশাখা অথবা পশু আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধায়ক বা পারলৌকিক মঙ্গল সাধক হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষ সন্দিহান।

আমরা মন্ত্রটীকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই ছয়টী বিভিন্ন বিভাগে ছয়টী বিভিন্ন সম্বোধন পদ পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রথম অংশে ভগবানের সম্বোধন, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কণ্ডিকার ও অনুবাকের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র, 'ইষে ত্বা'; কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রও, 'ইষে ত্বা'। তত্তৎস্থলে এই মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কামনা—অভীষ্টসিদ্ধির; আকাঙ্ক্ষা—পরাগতিলাভের। সে কামনা—সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে একমাত্র ভগবানই সমর্থ। জড় বর্হি বা দর্ভ সে কামনা পূরণে কদাচ সমর্থ নহে। আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাহাতে নিমগ্ন থাকিবার বাসনা। তাই আমাদের মতে, এই মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধন—ভগবান্। তিনিই সকল সদ্ভাবের, সকল সত্ত্বভাবের আধার বা উৎস।

পরবর্ত্তী তিনটী অংশ মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। এখানে আত্মোদ্বোধনা রহিয়াছে। মনই মূল। মন স্থির হইলে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে। তাই সকল শাস্ত্রেই মনস্থৈর্য্য-সাধনের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রেও তদ্বিষয়

প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। সদ্ভাবের সমাবেশে চিত্তোৎকর্ষসাধনে কর্ম্মক্ষয়ের কারণভূত কর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মে। মন ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় বৃত্তি তাহার অনুগমন করে। এইরূপে মনের একাগ্রতা সাধনে প্রার্থী আপনার অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় না—মন ভিন্ন মুক্তিলাভও সম্ভবপর নহে। তাই মনঃসম্বোধনমূলক মন্ত্রাংশত্রয়ে আত্মোদ্বোধনার মূল সূত্রের সমাবেশ দেখিতে পাই।

পঞ্চম অংশে বৃহস্পতির সম্বোধন মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পদ ভগবৎসম্বোধনে প্রযুক্ত। ভাষ্যকারের সহিত এই সম্বোধন বিষয়ে আমাদিগের কোনও মতদ্বৈধ নাই। মন্ত্রাংশের প্রার্থনা—ভগবান আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ বিবিধ ধনরত্নাদি প্রদান করুন; আর তাঁহার অনুগ্রহে আমার কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহার গ্রহণযোগ্য হউক। ভাব এই যে, আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্তির দ্বারা, তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত থাকি। তিনি ভিন্ন যেন অন্য কাহাকেও ভাবি না, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি যেন অনুরক্ত হই না, তাঁহার কর্ম্ম ভিন্ন যেন অন্য কাহারও কর্ম্মে মন প্রধাবিত না হয়। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে আমি যেন তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সমর্থ হই। তাঁহার তৃপ্তিতে আমার তৃপ্তি হউক, তাঁহার কর্ম্ম আমার কর্ম্ম হউক, তাঁহার বিষয়ক জ্ঞানই আমার সর্ব্বপ্রধান আরাধনীয় হউক। তাহা হইলেই আমার জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—ভগবানের গ্রহণযোগ্য হইবে। মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের শেষ অংশের অর্থ কিঞ্চিৎ কৌতূহলপ্রদ। ভাষ্যকারের অর্থ—'ক্ষীরাদিধনবন্ত পশুসমূহ যজমানগৃহে ক্রীড়া করুক।' আমাদের অর্থ অন্যরূপ। ভাষ্য-মতে 'রেবতী' পদের অর্থ ক্ষীরাদিধনবন্ত পশুসমূহ। আমাদের মতে 'রেবতী' পদে 'পরমার্থযুক্ত দেবতাগণ' বুঝায়। 'রেবতী' শব্দের উৎপত্তি-মূল 'রয়ি।' 'রয়ি' শব্দে ধন (পরমধন) বুঝায়। 'রয়ি' আছে—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'রেবতী' পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং 'রেবতী' পদে 'ক্ষীরাদি-ধনবন্ত পশুসকল' কিরূপে বুঝাইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে 'রেবতী' পদ পরিদৃষ্ট হয়। সে সকল স্থলে 'পরমার্থ-বিশিষ্ট দেবতা' সম্বন্ধেই ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। 'রমধ্বং' পদে 'আনন্দরূপে বিদ্যমান্ বা ক্রীড়মান্ হউন' ভাব পাওয়া যায়। 'রেবতী রমধ্বং' পদদ্বয়ে তাহাতে ভাব আসে,—'হে পরমার্থবিশিষ্ট দেবগণ (বা দেবীগণ)! আপনারা (আমাদিগের মধ্যে) আনন্দরূপে ক্রীড়া করুন। দেবগণ পরমধনের অধিকারী; সে ধন আনন্দের নিদান; তাঁহারা সেই ধন সহ আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করুন, প্রতিষ্ঠিত রহুন—ইহাই মন্ত্রাংশের ভাবার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ অরণি-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। অধরারণি, উত্তরারণি, অধঃ ও উত্তর উভয় অরণি—বিভিন্ন মন্ত্রে সম্বোধন-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মত কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম অংশ হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের অংশ জ্ঞানকর্ম্মের, তৃতীয় অংশ ভক্তির, চতুর্থ অংশ শুদ্ধসত্ত্বের, পঞ্চম অংশ ভগবানের, ষষ্ঠ অংশ জ্ঞানকর্ম্মের এবং শেষ অংশ ভগবানের সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল মন্ত্রে যে উচ্চভাব নিহিত আছে, আমাদের প্রকাশিত

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে আমরা যে তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত বৃষণৌ, উর্ব্বশী, পুরূরবা ও আয়ু প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে একটা পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা আছে। উর্ব্বশী এবং পুরূরবার সহযোগে আয়ু নামক নৃপতির উৎপত্তির বিষয়, এই মন্ত্রত্রয়ে কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও 'উর্ব্বশী বা অপ্সরাঃ পুরূরবা পতিরথ যত্তস্মান্মিথুনাদজায়ত তদায়ুরিতি' প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু উর্ব্বশী, পুরূরবা, আয়ুঃ প্রভৃতি অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়া নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্যত্বের আরোপ করিবার প্রয়োজন কি? স্বধর্ম্মানুরাগী প্রকৃত হিন্দু কদাচ বেদমন্ত্রের এবম্বিধ অগৌরবকর এবং দেবভাববিরোধী মতের পোষকতা করিবেন না।

আমরা মনে করি, পূর্ব্বোক্ত শব্দ-চতুষ্টয় এক স্বর্গীয় অমৃতময় ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'বৃষণ' অর্থে সাধারণতঃ 'সেচক' বুঝায়। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়'—'সন্তানোৎপাদনে মুষ্কদ্বয় যেমন বীর্য্যসেচক হয়, তেমনি হে দর্ভদ্বয়, অরণিদ্বয়-মন্থনে অগ্ন্যুৎপাদনে তোমরাও মুষ্কবৎ হও।' কিন্তু ইহাই কি বেদ-মন্ত্রের অর্থ? এইরূপ অর্থেই কি সনাতন বেদমন্ত্র 'চাষার গান' মধ্যে পরিগণিত হয় নাই? যাহা হউক, বর্ষণার্থক 'বৃষ' ধাতু হইতে 'বৃষণ' পদের উৎপত্তি বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতেই 'বৃষণ' পদের অর্থ করি,—'অভীষ্টবর্ষকৌ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকৌ বা মোক্ষপ্রদায়কৌ।' এখানে আমাদের সম্বোধ্য—জ্ঞান ও কর্ম্ম। 'বৃষণৌ স্থঃ' মন্ত্রে সে হিসাবে 'হে জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বাভীষ্টপূরক, মোক্ষপ্রদায়ক হও', এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম কিরূপে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে? এখানে তাহারও বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সকলেরই মূল লক্ষ্য—ভগবানে আত্মলীন করা। সৎকর্ম্ম-সাধনে সে পথ প্রস্তুত হয়; পূর্ণ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহাতে পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকে। এইরূপে সৎকর্ম্ম-সাধনে সৎপথে অগ্রসর হইতে হইতে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামনা সংসারে আর কি থাকিতে পারে? সকলেরই মূল লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরম-সুখ-সাধন; অর্থাৎ, জন্ম-জরামৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভই সংসারী জীবের মূল্য লক্ষ্য। কিন্তু সংসারী জীব মায়া-মোহে এতই অভিভূত যে, সে স্বতঃই সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে মানুষের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—মানুষ মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে।

তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে প্রকারান্তরে যে পৌরাণিক উপাখ্যানের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হয়, সে উপাখ্যান,—এই ইন্দ্র-সভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর দৃষ্টি নিপতিত হয়। রাজার রূপদর্শনে উর্ব্বশী মোহিত হন এবং তাহাতে তাঁহার নৃত্যের তালভঙ্গ হয়। ইন্দ্র (কোনও কোনও মতে মিত্রাবরুণ) ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে অভিসম্পাত দেন। তাহাতে স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া উর্ব্বশী কিছুদিন (পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ) মহারাজা পুরূরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় পুরূরবার ঔরশে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। মন্ত্রের

অন্তর্গত পুরূরবা, উর্ব্বশী ও আয়ুঃ পদে, সেই উপাখ্যানের বিষয়ই সূচিত হইয়াছে ; এবং সেই উপাখ্যান অবলম্বনেই অনেক স্থলে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের সহিত কোনও পৌরাণিক উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচিত হয় না। যে শব্দ-ত্রয়-দৃষ্টে মন্ত্রের ঐ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টিতে সে অর্থও সম্পূর্ণ উল্টাইয়া যায় ; আর তাহাতে মন্ত্রে এক অভিনব ভাবের সূচনা হয়। আমরা একে একে তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

'উর্ব্বশী' শব্দ—উরু+বশ্+অ (অন্), এইরূপে নিষ্পন্ন হয়। উরু শব্দে মহৎ, এবং বশ্ অর্থে 'বশীভূত করা' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে 'উর্ব্বশী' পদের অর্থ হয়,—মহৎকে যিনি বশীভূত করিতে সমর্থ, তিনিই উর্ব্বশী-পদবাচ্য। উরু—মহৎ শব্দে ভগবানকে বুঝায়। শ্রুতিতে 'মহৎ' শব্দে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই লক্ষ্য আছে ; যথা, 'সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ব্রহ্মণং মহৎ', 'অনাদ্যনন্তং মহতঃ পর ধ্রুবং' (কঠোপনিষৎ), 'মহান প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ' (শ্বেতাশতরোপনিষৎ) ইত্যাদি। সায়ণাচার্য্যও বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'উরু' শব্দের 'মহৎ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তে প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'উরুগায়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"উরুগায়ঃ উরুভির্ম্মহদ্ভির্গীয়মানঃ।" সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে, বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান, তিনি কিসে বশীভূত হন?—কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? একমাত্র ভক্তি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করিতেন না। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান। এইজন্যই ভক্ত বিল্বমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

ভক্তি ভিন্ন—ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয়? ভক্তি ভিন্ন—ভক্ত ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাঁধিতে পারে? আমরা এই ভাব উপলব্ধ করিয়াই, মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভক্তিরূপিণী দেবি! আপনি মহতের বশীভূতকারিণী হয়েন। অর্থাৎ, ভক্তিপ্রভাবে ভগবান বশীভূত হইয়া ভক্তের উদ্ধার সাধন করেন, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'বশ্' ধাতুর কান্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা কান্ত্যর্থক বশ্ ধাতু হইতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। সমপ্রভাববিশিষ্ট না হইলে কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে বশীকারী সামগ্রীও তদনুরূপ প্রভাববিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই ভাবেই 'উর্ব্বশী' পদে ভক্তিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বলা হইয়াছে।

পঞ্চম অংশের 'পুরূরবাঃ' পদে, আমাদের মতে, নৃপবিশেষকে বুঝায় না। আমাদের মতে,

ঐ পদের অর্থ—'বহুপ্রদাতা, যদ্বা—বহুবিধফলপ্রদাতৃত্বাৎ অভীষ্টপূরকঃ।' ভাষ্যমতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—উত্তরারণি। আমাদের মতে উহার সম্বোধ্য—শুদ্ধসত্ত্ব। আমরা মনে করি,—'পুরূরাবা' বা 'পুরূরাবন্' শব্দ হইতে 'পুরূরবা' পদ নিষ্পন্ন। উহা হইতেই বহুফলপ্রদাতা এবং তাহা হইতে 'অভীষ্টপূরক' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে অভীষ্ট-পূরক—ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত, তদ্বিষয় বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বহুত্র আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন অভীষ্ট মোক্ষফল প্রাপ্ত হই।' চতুর্থ অংশের আয়ুঃ-পদের লক্ষ্য—পুরূরবার পুত্র আয়ুকে নহে। উহাতে পূর্ণায়ুষ্কাল-বিধাতা মৃত্যুভয়নিবারণকারী হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। জীবের সংসারে অবস্থিতির বা জীবিত কালের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। বিষয়টী একটু প্রহেলিকাময়। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে যদি জীব দেহত্যাগ না করে, তাহা হইলে মৃত্যুরও নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকিবে কেন? তাহার কারণ এই যে,—জীব যদিও নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল লইয়া সংসারে উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃতকর্ম্মের দ্বারা—পাপে বা পুণ্যানুষ্ঠানে—স্বল্পায়ুঃ বা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য জীব যখন ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, তখন মায়া বা অবিদ্যার সহচর পাপ আসিয়া তাহার মোহোৎপাদনে প্রয়াস পায়। যদি পূর্ব্বসুকৃতি-বলে বা সদ্ভাব-প্রভাবে হৃদিস্থিত দেবভাব শুদ্ধসত্ত্বের অনুকম্পায় সে, সে প্রলোভনে বশীভূত না হয়, তবেই তাহার কল্যাণ সাধিত হয়; নচেৎ, সে পাপের অতল তলে ডুবিয়া মরে। সৎকর্ম্মে সদ্ভাবে মানুষ দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে বা নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পাপ-কার্য্যে আয়ুক্ষয় হয়—অকাল-মৃত্যু ঘটে। ইহাই শাস্ত্রমত—মহাজনোক্তি। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সংসারে প্রধাবিত হইলে, পাপ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; জ্ঞানবহ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া পাপ নির্ম্মূল হয়—হৃদয় জ্ঞানের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জীবের কর্ম্ম-ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং সৎকর্ম্মে সুফল-লাভ এবং কুকর্ম্মে দণ্ডভোগ—অনিবার্য্য। কুকর্ম্মকারীর জীবন্মৃত্যু উভয়ই সমান। মন্ত্রের তাই ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যেন অকালমৃত্যু নিবারণ করিয়া পূর্ণায়ুষ্কাল ভোগ করিতে পারি, আমরা যেন চিরজীবন বা ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।'

মন্ত্রের শেষাংশে ভক্তিসুধা-গ্রহণে অভীষ্টপূরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এ পক্ষে কর্ম্মই মূলীভূত। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সঞ্জাত হয়,—কর্ম্মই মানুষকে উচ্চাবচস্তরে উন্নীত করিয়া থাকে। কর্ম্ম—জ্ঞানানুসারী হইলে, অপিচ সেই কর্ম্মের সহিত ভক্তির সংযোগ ঘটিলে, সেই কর্ম্মই মোক্ষপ্রদায়ক হইয়া থাকে। মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। গায়ত্রী এবং জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণে অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বকে সন্দীপিত করিবার অর্থাৎ নিখিল-সদ্ভাব-সঞ্চয়ে এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সাধক সেই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-করুণালাভে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।

চতুর্থ মন্ত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সরল প্রার্থনামূলক ও সঙ্কল্পসূচক। কিন্তু দ্বিবচনান্ত 'জাতবেদসৌ' পদে কিঞ্চিৎ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ সম্বোধনান্ত পদে মন্থনে অর্থাৎ অরণিদ্বয়ঘর্ষণে উৎপন্ন এবং আহবনীয়—এই দ্বিবিধ অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রটী পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট। যে মন্ত্রের পাঁচটী পাদ এবং প্রত্যেক পাদে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে, তাহাই পংক্তি-ছন্দোবদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয়। এখানে, এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রথম পাদে ('মা যজ্ঞং হিꣳসিষ্টং' অংশে) ছয়টী বর্ণ এবং দ্বিতীয় পাদে ('মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ' অংশে) দশটী বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—নির্ম্মথ্য ও আহবনীয়, অগ্নি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে নির্ম্মথ্য ও আহবনীয় সংজ্ঞক অগ্নিদ্বয়! আপনারা আমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ হউন। আপনারা কিরূপ হউন? অর্থাৎ,—মনের সহিত বর্ত্তমান এবং পরস্পর সমানচিত্তসম্পন্ন; 'সমনসৌ' অর্থাৎ অন্য বিষয়ে মন পরিহার করিয়া কেবল আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত। অনুগ্রহ বিষয়ে পরস্পর বিপ্রতিপত্তি রহিত। 'অরেপসৌ' অর্থাৎ পাপরহিত; অর্থাৎ মোহ-বশতঃ আমাদিগের অনুষ্ঠিত পাপ-কার্য্যেও কোপশূন্য। হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের যজ্ঞ-কর্ম্মকে, যজ্ঞকারী যজমানকে হিংসা বা বিনাশ করিবেন না। আমাদিগের এই অনুষ্ঠান-দিনে আপনারা আমাদিগের কল্যাণকারী হউন।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত 'জাতবেদসৌ' সম্বোধন-পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। 'জাতবেদসৌ' পদে ভাষ্যকার নির্ম্মন্থনে উৎপন্ন অগ্নিকে এবং আহবনীয় নামক অগ্নিকে—এই দ্বিবিধ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা উহাতে অন্য ভাব উপলব্ধ করি। নির্ম্মন্থন—অরণিদ্বয়-ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন—আয়াস ও কর্ম্মসাপেক্ষ। সুতরাং আয়াস-সাধ্য কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ অগ্নিকে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব নামে অভিহিত করি। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ—কর্ম্ম এবং আয়াস সাপেক্ষ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপচয়ও সেইরূপ সৎকর্ম্ম এবং হৃদয়ের ঔৎকর্ষতা সাপেক্ষ। তাই আমরা ভাষ্যকথিত 'জাতবেদসৌ' পদে 'সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতৌ' ইত্যাদি-রূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে সেই অগ্নি আহবনীয় অগ্নি, যে অগ্নিকে গার্হপত্যাগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ সংস্কার করা যায়। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় গার্হপত্যাগ্নি অর্থে আমরা 'হৃদয়রূপ গৃহের পালক জ্ঞানাগ্নি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি হইতে যাহা সমুৎপন্ন, তাহা বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব। এই ভাবেই আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে ভাষ্যে যে দ্বিবিধ অগ্নির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—তাহাতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের অঙ্গীভূত জ্ঞানের ও ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য আছে, ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। হৃদয়রাজ্য কামক্রোধাদি বিবিধ শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। জ্ঞানবিকাশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সে শত্রুর প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞান ও ভক্তি এখানে হৃদয়-গৃহের পালকরূপে পরিকীর্ত্তিত।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ঐ সকল যে অর্থ পরিব্যক্ত, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Be ye for us one-minded, be one thoughted, free from spot or stain.

Harm not sacrifice, harm not the sacrifice's lord.

Be kind to us this day, omniscient !"

মন্ত্রে আছে,—'মা যজ্ঞং হিꣳসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং।' উহার অর্থ—'যজ্ঞকারী আমাকে এবং আমার যজ্ঞকে বিনষ্ট করিও না অর্থাৎ এতদুভয়কে পরিত্যাগ করিও না।' উহার ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাতে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করে; অজ্ঞানতায় আমি যেন কদাচ মোহাচ্ছন্ন না হই, আমি যেন কদাচ ভক্তিহীন না হই। তাহা হইলেই আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সদ্ভাবমণ্ডিত ও জ্ঞানোদ্ভাসিত হইবে।'

তৃতীয় অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ভাষ্যকার ক্রিয়াকাণ্ডানুসারী অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া, সাধারণ যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে প্রয়োগ করিয়াছেন; আর আমরা, আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে অগ্নি বা প্রজ্ঞান-রূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। তদনুসারে, ভাষ্যকারের অর্থ এক পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে; আর আমাদিগের অর্থ অন্য পথে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রভেদ—এই মাত্র। এই অনুবাকের মন্ত্রটী বিরাট্‌ছন্দোবিশিষ্ট। দশাক্ষর-বিশিষ্ট চারিটী পাদযুক্ত ছন্দঃ বিরাট্ বলিয়া কথিত হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিধির কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় দৃষ্ট হইতেছে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে একাদশ অক্ষর এবং চতুর্থ পাদে তেরটী অক্ষর আছে।

যাহা হউক, ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি; যথা,— 'মথ্যমান্ অগ্নি আহবনীয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হবির্ভক্ষণ করে। কিরূপ অগ্নি? 'ঋষীণাং পুত্রঃ' অর্থাৎ ঋত্বিক বেদবিৎ ঋষিগণের উৎপাদিত বলিয়া তাঁহাদিগের পুত্রস্থানীয়; 'অভিশস্তিপাবা' অর্থাৎ বৈকল্যনিমিত্ত অভিসম্পাত হইতে রক্ষাকর্ত্তা। হে অগ্নি! তথাবিধ আপনি আমা-দিগের জন্য সুখস্বরূপ হইয়া, শোভনদানশীল যাগের দ্বারা এই স্থানে ইন্দ্রাদি দেবগণকে সোমাদি-রূপ হবিঃ প্রদান করুন। কি করিবার জন্য? সর্ব্বদা প্রমাদপরিশূন্য হইবার জন্য। এই আজ্য আপনার উদ্দেশ্যে সুহুত হউক।' ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা, আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।

এক্ষণে আমরা মন্ত্রে যে ভাব পরিগ্রহণ করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্টঃ' অংশ কথঞ্চিৎ জটিলতাপূর্ণ। সাধারণ-দৃষ্টিতে উহাতে দ্বিবিধ অগ্নির বিষয় মনে হয়। উহার অর্থ—'অগ্নিতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া পরিচর্য্যা করে।' ভাষ্যকার ঐ দুই অগ্নির একটীকে 'মথ্যমান' এবং অপরটীকে 'আহবনীয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন; আর তদনুসারে 'চরতি' পদের অর্থ হইয়াছে—'হবির্ভক্ষয়তি।' আমরা ঐ দুই অগ্নিতে ভাষ্যাতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রান্তর্গত দ্বিবচনান্ত 'জাতবেদসৌ' পদের যে অর্থ আমরা অধ্যাহার করিয়াছি; এতন্মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নাবগ্নিঃ' পদেও আমরা তদনুরূপ অর্থ আমনন করি। প্রথম, 'অগ্নৌ' পদে হৃদ্‌গত শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এবং দ্বিতীয় 'অগ্নিঃ' পদে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে

বলিয়াই আমরা মনে করি। প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্, কোন্ অগ্নিতে তিনি প্রবেশ করেন?—কোন্ অগ্নি তাঁহার প্রিয়তম? হৃদয়ের সদ্ভাব—দেবভাবই কি তাঁহার আনন্দের সামগ্রী নহে? সতেই যে সতের আনন্দ! সচ্চিদানন্দ তিনি; তিনি কি ক্লেদকলঙ্কপরিমগ্ন পঙ্কিল আসন গ্রহণ করিতে পারেন? জ্ঞান হইতে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার, আবার শুদ্ধসত্ত্বেই জ্ঞান নিহিত। উভয়েরই পরিণতি ভক্তিতে। দুগ্ধের সার হবিঃ যেরূপ সামগ্রী, হৃদয়ের সার ভক্তিও সেইরূপ সামগ্রী। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান্ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বে অনুঃপ্রবিষ্ট হন,—ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য। অন্যপক্ষে ভক্তিই ভগবানকে হৃদয়ে বা শুদ্ধসত্ত্বে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে উভয়ত্রই একই ভাব—একই সঙ্কল্প। এই ভাবেই আমরা উক্ত দ্বিবিধ অগ্নি-পদে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে এবং হৃদগত শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 'হবিঃ' আর কি? সে তো সেই শুদ্ধসত্ত্বেরই সার-নির্য্যাস ভক্তিসুধা!—ভগবানের একমাত্র পরিতৃপ্তির সামগ্রী। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রাংশের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি,—প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্, হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সারসামগ্রী ভক্তিকে গ্রহণ করেন। ভাব এই যে,—জ্ঞানময় ভগবানের প্রভাবে, জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়; চরমোৎকর্ষে ভক্তি জন্মে; আর সেই ভক্তিডোরে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।

মন্ত্রে অগ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হইয়াছে। অগ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলিবার তাৎপর্য্য কি? ভাষ্যাভাষে বুঝা যায়—ঋত্বিক্ বেদপারগ ঋষিগণের উৎপাদিত বলিয়া অগ্নি ঋষিপুত্র নামে পরিকল্পিত। আমরা কিন্তু 'ঋষি' পদে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে, যাঁহারা পরম-ত্যাগশীল, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা—যাঁহারা সদাসৎকর্ম্মপরায়ণ ও আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন, তাঁহারাই ঋষি-পদবাচ্য। এই সকল গুণবিশিষ্ট মহাজনগণই প্রাচীনকালে ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সৎকর্ম্মপ্রভাবে, ইঁহাদের চিত্তের উৎকর্ষতা-হেতু, জ্ঞান-বহ্নি স্বতঃই সন্দীপিত হইয়া থাকে। ইঁহারাই জ্ঞানের জনক বলিয়া, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বহ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হইয়াছে। তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিলে, তাঁহাদের ন্যায় আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন বিজিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি আপনিই প্রদ্দীপিত হয়। এইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধ করিয়াই আমরা 'ঋষীণাং পুত্রঃ' পদদ্বয়ে 'অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৄণাং আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং বা পুত্রস্থানীয়ঃ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের চতুর্থাংশের 'দেবানাং মিথুয়া কর্ভাগধেয়ং' অংশে এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'আমি যেন এমন অপকর্ম্ম না করি, যাহার জন্য আমার প্রদত্ত হবিঃ তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়। পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার প্রদত্ত হবিঃ তোমার নিকট পৌছিতে পারে।' ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি উপজিত হউক,—এই ভাবই এতদ্দ্বারা পরিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া মনে করি। আনন্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। মূলতঃ, আনন্দই ব্রহ্ম—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ।' জীব-মাত্রই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে—আনন্দেই লীন হইতে চায়। আনন্দই পরম সুখ। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই আনন্দময় পরমসুখনিদান ভগবানেই

আত্মলীন করিবার কামনা করেন। মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব সংরক্ষণ কর অর্থাৎ আমরা যেন কদাচ সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।' (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)।

—•—

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

(১) আ দদ ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেনাঽরভে ধর্ষা মানুষান্।

(২) অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ প্রোক্ষাম্যপাং পেরুরসি স্বাত্তং

চিৎসদেব৺ হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈন৺।

(৩) সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতা৺ সং

যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষা।

(৪) ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথা৺।

(৫) রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাঽবিশত।

(৬) উরো অন্তরিক্ষ সজূর্দ্দেবেন বাতেনাস্য হবিষস্ত্মনা যজ সমস্য

তনুবা ভব বর্ষীয়ো বর্ষীয়সি যজ্ঞে যজ্ঞপতিং ধাঃ।

(৭) পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি। (৮) নমস্ত আতান।

(৯) অনর্ব্বা প্রেহি ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া সহ

রায়স্পোষেণাঽপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুবঃ শুদ্ধা যূয়ং দেবা৺ উড্‌ঢ্ব৺

শুদ্ধা বয়ং পরিবিষ্টাঃ পরিবেষ্টারো বো ভূয়াস্ম ॥ ৮ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) এতি। দদে। ঋতস্য। ত্বা। দেবহবিরিতি দেব—হবিঃ। পাশেন।

এতি। রভে। ধর্ষ। মানুষান্।

(২) অদ্ভ্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ। প্রেতি। উক্ষামি।

অপাম্। পেরুঃ। অসি। স্বাত্তম্। চিৎ। সদেবমিতি স—দেবম্।

হব্যম্। আপঃ। দেবীঃ। স্বদত। এনম্।

(৩) সমিতি। তে। প্রাণ ইতি প্র—অনঃ। বায়ুনা। গচ্ছতাম্। সমিতি।

যজত্রৈঃ। অঙ্গানি। সমিতি। যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ। আশিষেত্যা—শিষা।

(৪) ঘৃতেন। অক্তৌ। পশুম্। ত্রায়েথাম্।

(৫) রেবতীঃ। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। প্রিয়ধেতি প্রিয়—ধা। এতি। বিশত।

(৬) উরো ইতি। অন্তরিক্ষ। সজূরিতি স—জূঃ। দেবেন। বাতেন।

অস্য। হবিষঃ। ত্মনা। যজ। সমিতি। অস্য। তনুবা। ভব। বর্ষীয়ঃ।

বর্ষীয়সি। যজ্ঞে। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। ধাঃ।

(৭) পৃথিব্যাঃ। সংপৃচ ইতি সং—পৃচঃ। পাহি।

(৮) নমঃ। তে। আতানেত্যা—তান।

(৯) অনর্ব্বা। প্রেতি। ইহি। ঘৃতস্য। কুল্যাম্। অন্বিতি। সহ।

প্রজয়েতি প্র—জয়া। সহ। রায়ঃ। পোষেণ। আপঃ। দেবীঃ। শুদ্ধায়ুব

ইতি শুদ্ধ—যুবঃ। শুদ্ধাঃ। যূয়ম্। দেবান্। ঊড্‌ঢ্বম্। শুদ্ধাঃ। বয়ম্। পরিবিষ্টা

ইতি পরি—বিষ্টাঃ। পরিবেষ্টার ইতি পরি—বেষ্টারঃ। বঃ। ভূয়াস্ম ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মম কর্ম্মফল! ত্বাং 'আ' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'দদে' (দদে, সমর্পয়ামি—ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

(খ) 'দেবহাবিঃ' (দেবানাং প্রীতিসাধিকা হে মম হৃন্নিহিতা ভক্তি!) 'ঋতস্য' (ভগবৎ-প্রীতিসাধকস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধ্যর্থং সম্পূরণার্থং বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পাশেন' (দৃঢ়বন্ধনেন) 'আরভে' (বধ্নামি—হৃদয়মূলে ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে ভক্তি! ত্বং 'মানুষান্' (মনুষ্যস্বভাবসুলভান্ উপদ্রবান্, সদা—কামপ্রলোভনানাং সদ্ভাবসংহারকান্ প্রভাবান্ ইতি যাবৎ) 'ধর্ষা' (অভিভব)।

মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভক্তিসহযুতেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবতঃ অনুগ্রহং প্রাপ্তব্যং। বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা শত্রবঃ অপি বিদূরিতাঃ ভবন্তি। অতঃ অনন্যভক্ত্যা ভগবৎকর্ম্ম-সাধনায় উদ্বোধনা অস্মিন্ মন্ত্রে বর্ত্ততে।

২। (ক) হে মম ভগবদনুসারি কর্ম্ম! ত্বাং 'অদ্ভ্যঃ' (ভক্তিরসেন ইতি ভাবঃ) তথা 'ওষধীভ্যঃ' (কর্ম্মফলক্ষয়কারকৈঃ দেবভাবৈঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রোক্ষামি' (অভিসিঞ্চামি)।

(খ) হে মম কর্ম্ম! ত্বং 'অপাং' (দেবভাবানাং) 'পেরুঃ' (পালকং, পোষকং বা) 'অসি' ভবসি)। অতঃ ময়ি সদ্ভাবং দেবভাবং চ পোষয় ইত্যর্থঃ।

(গ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'স্বাত্তং চিৎ' (স্বাদুভূতঃ খলু, ত্বমেব নিশ্চিতং একঃ এব ভগবতঃ গ্রহণযোগ্যঃ—ভবসি ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) অতঃ 'সদেবং' (দেবানাং প্রীত্যর্থং, ভগবৎপ্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'এনং' (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিতং ইত্যর্থঃ) 'হব্যং' (মম কর্ম্ম) হে 'আপঃ দেবীঃ' (হে জ্ঞানভক্তিরূপিণ্যৌ দেব্যৌ!) যুবাং 'স্বদতং' (স্বাদুং কুরুতং—ভক্তিপ্রভাবেন মম কর্ম্ম ভগবৎপ্রীতি-সাধকং ভবতু ইতি ভাবঃ)।

অত্রাস্মিন্ মন্ত্রে সঙ্কল্পঃ আত্মোদ্বোধনা চ বর্ত্ততে। সৎকর্ম্ম হি সর্ব্বসদ্ভাবানাং পোষকং। পক্ষান্তরে শুদ্ধসত্ত্বং বিনা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। কর্ম্ম ভক্তিসহযুতং অপিচ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং ভবতু ইত্যেবং উদ্বোধনা মন্ত্রেঽস্মিন্ দ্যোততে।

৩। (ক) হে মম মনঃ (আত্মসম্বোধন)। তে (তব) 'প্রাণঃ' (প্রাণবায়ুঃ) 'বায়ুনা' (বায়ুরূপেণ ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছতাং' (সংযুজ্যতাং)।

(খ) হে মনঃ! তব 'অঙ্গানি' (বৃত্তিরূপাণি যাবতীয়ানি অবয়বানি ইতি ভাবঃ) 'যজত্রৈঃ' (ভগবতঃ বিভূতিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সং' (সম্মিলিতানি ভবন্তু)।

(গ) তথা সতি 'যজ্ঞপতিঃ' (ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা অহং ইতি ভাবঃ) 'আশিষা' (ভগবতঃ অনুগ্রহেণ সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সংগচ্ছামি, ভগবতঃ অনুগ্রহং লভামি ইতি শেষঃ)।

অত্র পরমাত্মনা সহ আত্মসম্মিলনায় সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। মম কর্ম্ম এবম্ভূতং ভবতু যেনাহং ভগবতি আত্মানং নিলীয়তুং সমর্থঃ ভবানি ইতি ভাবঃ।

৪। হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'ঘৃতেন' (অনন্য ভক্তিরসেন ইত্যর্থঃ) 'অক্তৌ' (অভিষিঞ্চিতে সতী ইত্যর্থঃ—মম হৃন্নিহিতং ভক্তিসুধাং ভগবতি সমর্পয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'পশুং' (মম

অন্তরস্থাং পশুপ্রবৃত্তিং ইত্যর্থঃ) 'ত্রায়েথাং' (নাশয়তং)। মম জ্ঞানকর্ম্মাণি ভগবৎপ্রীতিসাধকানি ভক্তিজনকানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৫। 'রেবতী' (হে পরমার্থযুক্তাঃ দেবতাঃ!) যূয়ং 'যজ্ঞপতিং' (কর্ম্মানুষ্ঠাতারং মাং প্রতি ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ধা' (প্রীয়ধারিণ্যঃ, প্রীত্যাতিশয়যুক্তাঃ ইত্যর্থঃ) ভবত অপিচ 'আবিশত' (অস্মাকং অনুষ্ঠিতে কর্ম্মণি আগচ্ছত ইতি ভাবঃ)।

৬। (ক) হে 'উরো অন্তরিক্ষ' (অন্তরিক্ষবদনন্তপ্রসারিত শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'অস্য' (ভগবৎ-কর্ম্মণি নিয়োজিতং মাং ইতি ভাবঃ) 'বাতেন' (প্রাণবায়ুরূপেণ বর্ত্তমানেন) 'ত্মনা' (জীবাত্মা-রূপেণ বর্ত্তমানেন) 'দেবেন' (ভগবতা পরমাত্মনা সহ ইতি যাবৎ) 'সজূঃ' (সংযোজয়তু); অপিচ তদর্থং 'হবিষঃ' (হবিরূপং অন্নং—ভক্তিসুধাং ইতি ভাবঃ) 'যজ' (দেহি—হৃদি সঞ্চারয় ইতি ভাবঃ)।

(খ) কিঞ্চ হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সং' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'অস্য' (অস্য যজমানস্য—সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ মম ইতি ভাবঃ) 'তনুবা' (পাশববৃত্তিনাশকঃ দেবভাবজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' ইতি শেষঃ।

(গ) অপিচ 'বর্ষীয়ঃ' (অন্তরিক্ষবদনন্তপ্রসারিত হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'বর্ষীয়সি' (ভগবৎ-প্রীতিসাধকেষু) 'যজ্ঞে' (দেবভাবজনকেষু কর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং মাং ইত্যর্থঃ) 'ধাঃ' (স্থাপয়)।

৭। হে ভগবন্! ত্বং 'পৃথিব্যাঃ সংপৃচ' (পৃথিব্যাং সম্ভবাৎ পাপসম্পর্কাৎ, ইহজগতি অনুষ্ঠিতাৎ ভববন্ধনমূলকাৎ কর্ম্মসম্ভবাৎ, যদ্বা—মোহসম্মোহাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইত্যর্থঃ)। ভববন্ধনচ্ছেদনায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। যৎকর্ম্ম ভববন্ধনমূলকং তৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ মাং নিবৃত্তয় ইত্যেবং প্রার্থনা মন্ত্রেঽস্মিন্ বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ।

৮। যঃ ভগবান্ 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'তানঃ' (ব্যাপ্তঃ—সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ সর্ব্বপ্রকাশকঃ ইতি ভাবঃ) 'তঃ' (তং ভগবন্তং) 'নমঃ' (নমস্কর্ম্মণা পূজয়ামি, ঐকাগ্রেণ অর্চ্চয়ামি ইতি ভাবঃ)।

৯। (ক) হে মম চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'অনর্ব্বা' (শত্রুরহিতা সতী ইতি যাবৎ) 'ঘৃতস্য' (ভক্তিরসস্য ইত্যর্থঃ) 'কুল্যাং' (প্রবাহং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) গচ্ছ ইতি শেষঃ। ত্বং ভক্তিরসেন পরিপ্লুতা ভবতু ইতি ভাবঃ।

তথা সতি, 'প্রজয়া সহ' (ধনপুষ্ট্যা সহ) অপিচ 'রায়স্পোষেণ সহ' (পরমধনেন সদ্ভাব-পোষণেন চ সহ) 'প্রেহি' (প্রযাহি)। ভক্তিরসেন আপ্লুতা সতী ত্বং পরমধনং সদ্ভাবঞ্চ লভস্ব—ইতি ভাবঃ।

(খ) 'দেবী আপঃ' (হে ভক্তিরূপিণ্যঃ দেব্যঃ) 'শুদ্ধাঃ' (স্বয়মেব পবিত্রাঃ) যূয়ং মাং 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'উড্ঢুবং' (প্রাপয়ত)। 'বয়ং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'পরিবিষ্টাঃ' (যুষ্মাভিঃ পরিবেষ্টিতাঃ শুদ্ধাঃ সন্তঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'পরিবেষ্টারঃ' (সংরক্ষকাঃ ইত্যর্থঃ) 'ভূয়াস্ম' (ভবেয়ুঃ ইত্যর্থঃ)। নির্ম্মলচিত্তেন ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবান স্বয়মেব তুষ্টিং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১অষ্টকঃ—৩প্রপাঠকঃ—৮অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার কর্ম্মফল! তোমাকে সম্যক্-প্রকারে ভগবানের উদ্দেশে সমর্পণ (উৎসর্গ) করিতেছি।

(খ) দেবগণের প্রীতি-সাধক হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি! ভগবৎ-প্রীতিসাধক কর্ম্মে সিদ্ধি-লাভের জন্য (অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পূরণ জন্য) তোমাকে দৃঢ়-বন্ধনে হৃদয়মূলে বন্ধন করি।

(গ) হে ভক্তি! আপনি মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ উপদ্রব-সমূহকে অর্থাৎ কাম-প্রলোভনাদির সদ্ভাব-সংহারক প্রভাব-সমূহকে অভিভূত করুন।

(মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভক্তি-সহযুত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। বিশুদ্ধা ভক্তির দ্বারা শত্রু-সমূহও বিদূরিত হয়। অতএব অনন্যাভক্তির সহযোগে ভগবৎকর্ম্ম-সাধনার উদ্বোধনা এই মন্ত্রে বর্ত্তমান)।

২। (ক) হে আমার ভগবদনুসারী কর্ম্ম! ভক্তি-রসের দ্বারা এবং কর্ম্ম-ফলক্ষয়কারক দেবভাব-সমূহের দ্বারা তোমাকে অভিষিঞ্চিত করিতেছি।

(খ) হে আমার কর্ম্ম! তুমিই দেবভাব-সমূহের পালক বা পোষক হও। (অতএব আমাতে দেবভাব—সদ্ভাব পোষণ কর)।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমিই নিশ্চয় (একমাত্র) ভগবানের গ্রহণ-যোগ্য হও।

(ঘ) অতএব দেবগণের (ভগবানের) প্রীতি-সাধন নিমিত্ত, হে জ্ঞানভক্তি-রূপিণি দেবিদ্বয়! ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত আমার কর্ম্মকে স্বাদুভূত করুন অর্থাৎ ভক্তি-প্রভাবে আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিসাধক হউক।

(এই মন্ত্রে সঙ্কল্প এবং আত্মোদ্বোধন বর্ত্তমান। সৎকর্ম্মই সকল সদ্ভাবের পোষক। পক্ষান্তরে শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতিরেকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কর্ম্ম ভক্তি-সহযুত এবং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হউক—মন্ত্রে এবম্বিধ উদ্বোধনা বর্ত্তমান)।

৩। (ক) হে মন (আত্মসম্বোধন)! তোমার প্রাণ-বায়ু বায়ুরূপী ভগবানের সহিত সংযুক্ত হউক।

(খ) হে মন! তোমার বৃত্তিরূপ যাবতীয় অবয়ব ভগবানের বিভূতি-সমূহের সহিত সম্মিলিত হউক।

(গ) তাহা হইলে, ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদের সহিত গমন করিতে পারিব অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিব। (এখানে পরমাত্মার সহিত আত্ম-সম্মিলনের সঙ্কল্প বর্ত্তমান। আমার কর্ম্ম এবম্ভূত হউক, যদ্দ্বারা আমি ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই)।

৪। হে আমার জ্ঞান-কর্ম্ম! তোমরা অনন্যাভক্তি রসে অভিষিঞ্চিত হইয়া (অর্থাৎ আমার হৃন্নিহিত ভক্তি-সুধাকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া) আমার অন্তরস্থিত পশু-প্রবৃত্তি-সমূহকে বিনাশ কর। (ভাব এই যে,— আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম ভগবৎপ্রীতি-সাধক এবং ভক্তিজনক হউক)।

৫। হে পরমার্থযুক্ত দেবতা! আপনারা কর্ম্মানুষ্ঠাতা আমার প্রতি প্রিয়সামগ্রাদাতা প্রীত্যাতিশয়যুক্ত হউন; এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আগমন করুন।

৬। (ক) অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত আমাকে প্রাণবায়ুরূপে বর্ত্তমান পরমাত্মা ভগবানের সহিত সংযোজিত করুন; অপিচ, তদুদ্দেশ্যে হবিঃরূপ অন্ন অর্থাৎ ভক্তি-সুধা আমার হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিউন।

(খ) অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সম্যক্‌প্রকারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমার পাশব-বৃত্তিনাশক ও দেবভাবজনক হউন।

(গ) আরও, অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের অনুষ্ঠিত ভগবৎপ্রীতি-সাধক এই যজ্ঞ-কর্ম্মে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমাকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করুন।

৭। হে ভগবন্! পৃথিবীতে সম্ভাব্য পাপ-সম্পর্ক হইতে (অর্থাৎ ইহজগতে অনুষ্ঠিত ভববন্ধনমূলক কর্ম্ম-সম্বন্ধ হইতে) আমাকে পরিত্রাণ করুন। (এই মন্ত্রে ভববন্ধন-ছেদনের প্রার্থনা রহিয়াছে। ভাব এই যে,— যে কর্ম্ম ভববন্ধনমূলক, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করুন)।

৮। যে ভগবান সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রকাশক, সেই ভগবানকে নমস্কার্য্যের দ্বারা অর্চ্চনা করি।

৯। (ক) হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি শত্রুরহিত হইয়া ভক্তি-রসের প্রবাহকে লক্ষ্য করিয়া গমন কর। (ভাব এই যে,—তুমি ভক্তি-রসে আপ্লুত হও)।

তাহা হইলে, ধন-পুষ্টির সহিত এবং পরমধন ও সদ্ভাবপোষণের সহিত গমন করিবে। (ভাব এই যে,—ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তুমি পরমধন এবং সদ্ভাব লাভ কর)।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবিগণ! স্বতঃপবিত্রতাযুত আপনারা আমাকে দেবভাব-সমূহ প্রাপ্ত করুন। সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা আপনাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শুদ্ধ হইয়া যেন আপনাদিগের সংরক্ষক হই। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমেঽনুবাকে পশোরুপাকরণং প্রাধান্যেনোক্তং। অথোপাকৃতস্য বিশসনমষ্টমেঽনুবাকে বিধীয়তে।

১। "আ দদ ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেনাঽরভে ধর্ষা মানুষান্।" বৌধায়নঃ—"অথ রশনামাদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদ ইতি" ইতি অত্রাঽম্নাত আ দদ ইতি মন্ত্রো দেবস্য ত্বেত্যানেন পূর্য্যতে। আপস্তম্বঃ—"সাবিত্রেণ রশনামাদায় পশোর্দ্দক্ষিণে বাহৌ পরিবীয়োর্দ্ধমুৎকৃষ্যর্তস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেনাঽরভ ইতি দক্ষিণেঽর্দ্ধশিরসি পাশেনাক্ষ্ণয়া প্রতিমুচ্য ধর্ষা মানুষানিত্যুত্তরতো যূপস্য নিযুনক্তি দক্ষিণত ঐকাদশিনান্" ইতি।

হে রশনে ত্বামাদদে। হে দেবহবিঃ পশো, ঋতস্য যজ্ঞস্য সিদ্ধ্যর্থং ত্বাং পাশেনাববধ্নামি। হে বিনিযুজ্যমানপশো দেবত্বপ্রাপ্ত্যা মানুষান্ উপদ্রবাংস্তাড়নাদীন্ধর্ষাভিভব॥

বিধত্তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি রশনামাদত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥

ঋতশব্দার্থমাহ—"ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেনাঽরভ ইত্যাহ সত্যং বা ঋতং৺ সত্যেনৈবৈনমৃতেনাঽরভতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। অবশ্যম্ভাবিফলোপেতত্বাদ্যজ্ঞস্বরূপং সত্যং, তেন নিমিত্তেনৈনং পশুং বধ্নাতি॥ বন্ধনপ্রকারং বিধত্তে—"অক্ষ্ণয়া পরি হরতি বধ্যং৺ হি প্রত্যঞ্চং প্রতিমুঞ্চন্তি ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। অক্ষ্ণয়া পূর্ব্বোক্তয়া দক্ষিণপাদাদিশিরোভাগপর্য্যন্তয়া বক্রয়া পরিহরতি বেষ্টয়তি। লোকে তু মাংসভক্ষিণো বধ্যং পশুং প্রত্যঞ্চং স্বাভিমুখমবস্থাপ্য গলে পাশং প্রতিমুঞ্চন্তি। অতস্তদ্ব্যাবৃত্তয়ে বক্রবন্ধনং॥ বিধত্তে—"ধর্ষা মানুষানিতি নি যুনক্তি ধৃত্যৈ" (সং কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। নিযুনক্তি নিরন্তরং বধ্নীয়াৎ। তচ্চ বন্ধনং ধৃত্যর্থং পলায়ননিবারণার্থং॥

২। "অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ প্রোক্ষাম্যপাং পেরুরসি স্বাত্তং চিৎসদেবং৺ হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈনম্"। কল্পঃ—"অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ প্রোক্ষামীতি প্রোক্ষতি, অপাং পেরুরসীতি পায়য়তি, স্বাত্তং চিৎসদেবং৺ হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈনমিত্যুপরিষ্টাদধস্তাৎ সর্ব্বতশ্চ প্রোক্ষ্য" ইতি। হে পশো ত্বামদ্ভিরোষধীভিশ্চ প্রোক্ষামি। দর্ভৈরপামুৎপূতত্বাদস্ত্যোষধীনামপি প্রোক্ষণসাধনত্বং।

পাতৃস্বীকৃতাভ্যাং তৃণোদকাভ্যাং পশোরুৎপন্নস্তেনোভয়েন প্রোক্ষণং যুক্তমিত্যাহ—"অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ প্রোক্ষামীত্যাহাদ্ভ্যো হ্যেষ ওষধীভ্যঃ সংভবতি যৎ পশুঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র ৩ অ০ ৬) ইতি॥ পেরুশব্দঃ পাতৃবাচীত্যাহ—"অপাং পেরুরসীত্যাহৈষ হ্যপাং পাতা যো মেধায়াহ্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। যজ্ঞার্থমালভ্যমানস্য পশোরিত ঊর্দ্ধমুদকপানাভাবাদিদানীমেব পাতৃত্বং। হে আপো দেবাঃ স্বাত্তং চিৎস্বাদুভূতমপি সদেবং দেবতার্থং হব্যং হোতুং যোগ্যমেনং পশুং স্বদত স্বাদুং কুরুত॥ অনেন মন্ত্রেণ স্বাদুতা ভবতীত্যাহ—"স্বাত্তং চিৎ সদেব৺ হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈনমিত্যাহ স্বদয়ত্যেবৈনম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥

ত্রিভির্মন্ত্রৈরমুষ্ঠেয়ানি বিধত্তে—"উপরিষ্টাৎ প্রোক্ষত্যুপরিষ্টাদেবৈনং মেধ্যং করোতি পায়য়ত্যন্তরত এবৈনং মেধ্যং করোত্যধস্তাদুপোক্ষতি সর্ব্বত এবৈনং মেধ্যং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥ অথ হোতারং প্রত্যধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমুৎপাদয়তি—"অগ্নিনা বৈ হোত্রা দেবা অসুরানভ্যভবন্নগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানু ব্রূহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। অগ্নিঃ সমিদ্ধো ভ্রাতৃব্যানভিভবতি॥ অগ্নিসমিন্ধনায় হোত্রাঽনূচ্যমানানামৃচাং চোদকপ্রাপ্তাং পঞ্চদশসংখ্যামপোহ্য সপ্তদশসংখ্যাং বিধত্তে—"সপ্তদশ সামিধেনীরন্বাহ সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। আশ্রাবয়েত্যাদিভিরক্ষরৈঃ প্রজাপতেঃ সপ্তদশত্বং॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"সপ্তদশান্বাহ দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ স সম্বৎসরঃ সম্বৎসরং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে প্রজানাং প্রজননায় (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেনেতি বহ্বৃচব্রাহ্মণাম্নানাদৃতূনাং পঞ্চসংখ্যা। প্রজাঃ সম্বৎসরং গর্ভে স্থিত্বা পশ্চাৎ প্রজায়ন্তে॥

অমন্ত্রকং প্রথমমাঘারং বিধত্তে—"দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্যানুখ্যাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। বহুনিয়মোপেতে সামিধেন্যনুবচনে ব্যাপৃতা বুদ্ধিঃ শ্রান্তা সতী পশ্চাৎ কর্ত্তব্যং যজ্ঞং নান্বপশ্যৎ। ততঃ প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারেণ মন্ত্রবিষয়ব্যাপারজন্যং বুদ্ধেঃ শ্রমমপনীতবান্॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"অসুরেষু বৈ যজ্ঞ আসীত্তং দেবাস্তূষ্ণীং৺ হোমেনাবৃঞ্জত যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি ভ্রাতৃব্যস্যৈব তদ্যজ্ঞং বৃঙ্ক্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। অসুরা গূঢ়চারিণো ভূত্বা দেবৈরনুষ্ঠিতমবগত্য স্বয়মপি তথৈবানুতিষ্ঠন্তি। তথা চ শ্রুত্যন্তরং—"দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত" ইতি। তং বৃত্তান্তমবগত্য দেবা গূঢ়চারিণাং সমীপে প্রথমমাঘারমমন্ত্রকং হুতবন্তঃ। তং দৃষ্টবন্তোঽসুরাঃ সহসা গত্বা কৃৎস্নং যজ্ঞং তূষ্ণীং কৃত্বা নাশিতবন্তঃ। তমভিপ্রেত্য তং দেবাস্তূষ্ণীং হোমেনাবৃঞ্জতেত্যুচ্যতে॥ ত্রয়াণাং পরিধীনাং মার্জ্জনং প্রত্যেকং তদাবৃত্তিং চ বিধত্তে—"পরিধীন্ৎসং মার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনাস্ত্রিস্ত্রিঃ সং মার্ষ্টি ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞোঽথো রক্ষসামপহত্যৈ দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপ. দধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। পরিধিষু পতিতস্য ভস্মাদের্নিরসনেন তে শুদ্ধা ভবন্তি। তিস্র আবৃত্তয়ো যস্যাসৌ ত্র্যাবৃৎ। ত্রিঃ প্রথমামন্বাহেত্যাদিষু তৎ প্রসিদ্ধং। ত্র্যাবৃত্ত্যা তদাদরং দৃষ্ট্বা রক্ষসাং ভয়াতিশয়ো ভবতি। ত্রিষু পরিধিষু নব সম্মার্জ্জনান্যুক্তানি। অত্রানুক্তৈস্ত্রিভির্বর্হিঃসম্মার্জ্জনৈঃ

সহ দ্বাদশসম্পত্তিঃ। অত এব দর্শপূর্ণমাসব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"পরিধীন্‌ৎসম্মাষ্টি পুনাত্যেবৈনাস্ত্রির্ম্মধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানৈবাভিজয়তি ত্রির্দ্দক্ষিণার্দ্ধ্যং ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকানভিজয়তি ত্রিরুত্তরার্দ্ধ্যং ত্রয়ো বৈ দেবযানাঃ পন্থানস্তানেবাভিজয়তি ত্রিরুপবাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানেবাভিজয়তি দ্বাদশ সম্পদ্যন্তে" ইতি। তয়া সংখ্যয়া সম্বৎসরদেবতাং তোষয়তি। কিং চাস্য যজমানস্য স্বর্গপ্রাপণায় তাং সম্বৎসরদেবতামুপদধাতি সমীপে সমানয়তি॥ পূর্ব্বং স্রৌবাঘারো বিহিতঃ। অথ স্রুচ্যাঘারং বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদাঘারোঽাগ্নঃ সর্ব্বা দেবতা যদাঘারমাঘারয়তি শীর্ষত এব যজ্ঞস্য যজমানঃ সর্ব্বা দেবতা অব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। আঘারস্য হোমেষু প্রথমভাবিত্বেন শিরোরূপত্বং। যদ্যপি পশোরিষ্টিবিকৃতিত্বাদেবাঽঘারদ্বয়ং প্রাপ্নোতি তথাঽপি তদ্বিকৃতিত্বমেব নিশ্চেতুং তদীয়লিঙ্গত্বেনাত্র পুনর্ব্বিহিতং॥

৩। "সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতা৺ সং যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষা"—কল্পঃ—"স্রুচ্যমাঘার্য্য প্রত্যাক্রম্য জুহ্বা পশুং সমনক্তি সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতামিতি শিরসি সং যজত্রৈরঙ্গানীত্যংসোচ্চলয়োঃ, সং যজ্ঞপতিরাশিষেতি শ্রোণ্যাং' ইতি। উচ্চলশব্দেন ককুদুচ্যতে। হে পশো তে তব প্রাণো বায়ুনা সংগচ্ছতাং। হৃদয়াদ্যঙ্গানি যজত্রৈর্যাগবিশেষৈঃ সংযুজ্যন্তাং। যজ্ঞপতিরাশিষা সংযুজ্যতাং॥ স্রুচাঽঘারশেষেণ পশ্বঞ্জনং বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা পশুরাঘারমাঘার্য্য পশু৺ সমনক্ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। আত্মা এবাঘা অধোবর্ত্তিদেহঃ॥ প্রাণস্য বাহ্যবায়ুসঙ্গমো যুক্ত ইত্যাহ—"সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতামিত্যাহ বায়ুদেবত্যো বৈ প্রাণো বায়াবেবাস্য প্রাণং জুহোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥ অস্য যজ্ঞস্য ফলেন যজমানো যুজ্যত ইত্যেতমর্থমন্ত্যমন্ত্রে দর্শয়তি—"সং যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষেত্যাহ যজ্ঞপতিমেবাস্যাঽশিষং গময়তি" (সং০ কা ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। মধ্যমমন্ত্রেণ হৃদয়াদ্যঙ্গানি যাগবিশেষৈর্যোজয়তীত্যেতাবদুন্নেয়ং॥ পূর্ব্বং শিরস্যঞ্জনং বিহিতং। ইদানীং ককুদি শ্রোণ্যাং চাঞ্জনং বিধত্তে। অথ বা পূর্ব্ববিধেঃ সাধারণত্বাত্তমেবানূদ্য প্রশংসতি—"বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্র উপরিষ্টাৎ পশুমভ্যবমীত্তস্মাদুপরিষ্টাৎ পশোর্নাব দ্যন্তি যদুপরিষ্টাৎ পশু৺ সমনক্তি মেধ্যমেবৈনং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। ত্বষ্টুঃ পুত্রো বিশ্বরূপঃ পশুমভি প্রাপ্যোপরিষ্টাৎ পৃষ্ঠভাগে বমনমকরোৎ। তস্মাদ্‌যাজ্ঞিকা হৃদয়াদিবদুপরিভাগান্নাবদ্যন্তি। তং ভাগমঞ্জনেন শুদ্ধং করোতি॥ বিধত্তে—"ঋত্বিজো বৃণীতে ছন্দা৺স্যেব বৃণীতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। বক্ষ্যমাণসংখ্যাসাম্যাদৃত্বিজাং ছন্দস্ত্বং॥ সপ্তত্বসংখ্যাং বিধত্তে—"সপ্ত বৃণীতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তাঽরণ্যাঃ সপ্ত ছন্দা৺স্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। হোতাঽগ্নীধ্রোঽধ্বর্য্যুর্মৈত্রাবরুণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পোতা নেষ্টেতি (সপ্তর্ত্বিজঃ)। সপ্তগ্রাম্যাদিকং ব্যাখ্যাতং॥ চোদকপ্রাপ্তেষু প্রযাজেষু সংখ্যাং বিধত্তে—"একাদশ প্রযাজান্যজতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তং প্র যজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। প্রাণশব্দেন তদাধারভূতানি ছিদ্রাণ্যুচ্যন্তে। তানি চ শিরসি সপ্ত, অধস্তাদ্দ্বে, নাভির্দশমী। আত্মা দেহঃ। অত একাদশসংখ্যয়া কৃৎস্নং পশুং প্রযজতি॥ অন্তিমপ্রযাজস্য কালান্তরং বিধত্তে—"বপামেকঃ পরি শয়

আত্মৈবাহঽত্মানং পরি শয়ে" (সং• কা০ ৬ প্র০ ৩ অ• ৭) ইতি। বপাং পরি বপাহোমসমীপে শয়ে শেতে তস্মিন্কালে যজেদিত্যর্থঃ। চরমঃ প্রযাজো দেহত্বেন নিরূপিতত্বাৎ পশোরাত্মা, বপাঽপি মুখ্যাবয়বত্বাদাত্মাঽতস্তয়োঃ সামীপ্যং যুক্তং॥

৪। "ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথাং।" কল্পঃ—"জুহ্বা স্বরুস্বধিতী অনক্তি, দ্বিঃ স্বরুং সকৃৎস্বধিতেরন্তরাং ধারাং স্বরুমন্তর্দ্ধায় স্বধিতিনা পশুং সমনক্তি ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথামিতি শিরসি" ইতি। হে স্বরুস্বধিতী ইতি সম্বোধনীয়ং॥ স্বরুস্বধিতিঘৃতানামুপযোগং দর্শয়তি— "বজ্রো বৈ স্বধিতির্ব্বজ্রো যূপশকলো ঘৃতং খলু বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্ ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথামিত্যাহ বজ্রেণৈবৈনং বশে কৃত্বাঽলভতে" (সং• কা• ৬ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। ত্রিবিধেন বজ্রেণৈনং পশুং বশীকৃত্য মারয়তি॥ বিধত্তে—"পর্য্যগ্নি করোতি সর্ব্বহুতমেবৈনং করোত্যস্কন্দায়াস্কন্নঁ হি তদ্যদ্ধুতস্য স্কন্দতি" (সং কা• ৬ প্র• ৩ অ• ৮) ইতি। অত্র প্রকারঃ সূত্রেঽভিহিতঃ—"আহবনীয়াদুল্মুকমাদায়াঽগ্নীধ্রঃ পরিবাজয়তি কবিরিতি ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পর্য্যগ্নি করোতি পশুং যূপমাহবনীয়ং শামিত্রদেশং চাত্বালমাজ্যানি চেত্যেকে" ইতি। তেন পর্য্যগ্নিকরণেনৈনং পশুং সর্ব্বমপি হুতমেব করোতি। তদ্ধুতত্বং স্কন্দনদোষরাহিত্যায় ভবতি। হোমাদূর্দ্ধং স্কন্দনেঽপি তদ্দোষো ন ভবতি॥ আবৃত্তিং বিধত্তে—ত্রিঃ পর্য্যগ্নি করোতি ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞোঽথো রক্ষসামপহত্যৈ" (সং• কা• ৬ প্র০ ৩ অ• ৮) ইতি॥

৫। "রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাঽবিশত"। কল্পঃ—"রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাঽবিশতেতি বপাশ্রপণীভ্যাং পশুমন্বারভেতে অধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ" ইতি। হে রেবতীর্ধনবন্তঃ পশ্ববয়বা যজমানং প্রতি প্রিয়ধারিণ্যো ভবত, হবিষ্ট্বেন যজ্ঞমাবিশত॥ অত্র বিচারং দর্শয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যন্বারভ্যঃ পশূ৩ র্নান্বারভ্যা৩ ইতি" (সং• কা• ৬ প্র০ ৩ অ• ৮) ইতি। প্রথমপক্ষে দোষমাহ—"মৃত্যবে বা এষ নীয়তে যৎ পশুস্তং যদন্বারভেত প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাৎ" (সং• কা• ৬ প্র০ ৩ অ• ৮) ইতি॥

দ্বিতীয়পক্ষে দোষমাহ—"অথো খল্বাহুঃ সুবর্গায় বা এষ লোকায় নীয়তে যৎপশুরিতি যন্নান্বারভেত সুবর্গাল্লোকাদ্যজমানো হীয়েত" (সং ০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি॥ দোষদ্বয় পরিহারায় প্রকারান্তরং বিধত্তে—"বপাশ্রপণীভ্যামন্বারভতে তন্নেবান্বারব্ধং নেবানন্বারব্ধং" (সং০ কা• ৬ প্র০ ৩ অ• ৮) ইতি। যাভ্যাং দারুময়ীভ্যাং বপা পচ্যতে তে বপাশ্রপণ্যৌ॥ প্রৈষ-মন্ত্রমুৎপাদয়তি—"উপ প্রেষ্য হোতর্হব্যা দেবেভ্য ইত্যাহেষিতঁ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে" (সং• কা০ ৬ প্র০ ৩ অ• ৮) ইতি। হে হোতর্দ্দেবেভ্যো বপাদীনি হব্যানি কর্ত্তুমুপপ্রেষ্য পশুসমীপে শমিতৄন্ প্রেরয়। লোকে হি প্রভুণা প্রেষিতং কর্ম্ম সহসা ক্রিয়তে॥ মন্ত্রস্ত স্পষ্টার্থ ইত্যাহ— "রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাঽবিশতেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং• কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি॥ কল্পঃ—"আহবনীয়াদুল্মুকমাদায়াঽগ্নীধ্রঃ পূর্ব্বঃ প্রতিপদ্যতে শমিতা পশুং নং যন্ত্যরো অন্তরিক্ষে-ত্যন্তরা চাত্বালোৎকরাবুদঞ্চং শশুং নয়তি" ইতি। মন্ত্রস্ত্বেবমাম্নাতঃ—

৬। "উরো অন্তরিক্ষ সজূর্দ্দেবেন বাতেনাস্য হবিষস্ত্মনা যজ সমস্য তন্বা ভব বর্ষীয়ো বর্ষীয়সি যজ্ঞে যজ্ঞপতিং ধাঃ।" ইতি। অত্রান্তরিক্ষশব্দেন পশোঃ শ্রোত্রাদিচ্ছিদ্রেম্বস্থিত ইন্দ্রিয়সমুদায় উপলক্ষ্যতে। হে উরো অন্তরিক্ষ বিস্তীর্ণেন্দ্রিয়সমুদায়াস্য পশোরভিমানিদেবেন বাতেন প্রাণ-

বায়ুনা আত্মনা জীবাত্মনা চ সজূঃ সহ হবিষো যজ হবির্দ্দেহি। কিং চাস্য পশোস্তনুবা ভবিষ্যতা দেবশরীরেণ সম্ভব সংযুজ্যস্ব। হে বর্ষীয়োঽতিবিস্তীর্ণেন্দ্রিয়সমুদায় বর্ষীয়স্যতিবিস্তীর্ণে যজ্ঞে যজ্ঞপতিং যজমানং ধাঃ স্থাপয়। মন্ত্রোঽয়মুপেক্ষিতঃ॥ বিধত্তে—"অগ্নিনা পুরস্তাদেতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি। উল্মুকেন সহ পশোঃ পুরস্তাদাগ্নীধ্রো গচ্ছেৎ।

৭। "পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি।" কল্পঃ—"অভিপর্য্যগ্নিকৃতে দেশ উল্মুকং নিদধাতি স শামিত্রস্তং দক্ষিণেন প্রত্যঞ্চং পশুমবস্থাপ্য পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীতি বর্হিরুপাস্যত্যুপাকরণয়োরন্যতরৎ" ইতি। হে বর্হির্ভূসম্পর্কাৎ পালয়। বিধত্তে—"পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীতি বর্হিরুপাস্যত্যস্কন্দায়াস্কন্নং হি তদ্যদ্বর্হিষি স্কন্দত্যথো বর্হিষদমেবৈনং করোতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি। পশুসম্বন্ধি যদঙ্গং বর্হিষি স্কন্দেত্তদ্ভূমাবপতনাদস্কন্নমেব। অথ কথঞ্চিদধঃ পতিতেঽপ্যেনং বর্হিষদমেব করোতি। বিধত্তে—"পরাঙা বর্ত্ততেঽধ্বর্য্যুঃ পশোঃ সংজ্ঞপ্যমানাৎ পশুভ্য এব তন্নিহ্নুত আত্মনোঽনাব্রস্কায়" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি। অধ্বর্য্যুর্ম্মার্য্যমাণং পশুমদৃষ্টা ততঃ পরাঙ্মুখঃ প্রত্যাবর্ত্তেত। তেন পশুভ্যো নিহ্নুতে পশুং ন মারয়ামীত্যেবমপলপতি। স চাপলাপঃ স্বস্য দোষাভাবায় ভবতি। বেদনং প্রশংসতি—"গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশূনাপ্নোতি য এবং বেদ" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি। অত্র সূত্রম্—"প্রত্যক্শিরসমুদীচীনপাদমমায়ুং কৃণ্বন্তং সংজ্ঞপয়েত্যুক্ত্বা পরাঙাবর্ত্ততেঽধ্বর্য্যুঃ" ইতি।

৮। "নমস্ত আতান।" কল্পঃ—"ততঃ প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমুদানয়তি নমস্ত আতানেতি পত্ন্যাদিত্যমুপতিষ্ঠতে" ইতি। আ সমন্তাত্তানো ব্যাপ্তির্যস্য সূর্য্যরশ্মেঃ স আতানঃ। এতদেব দর্শয়তি—"পশ্চাল্লোকা বা এষা প্রাচ্যুদানীয়তে যৎপত্নী নমস্ত আতানেত্যাহাঽদিত্যস্য বৈ রশ্ময় আতানাস্তেভ্য এব নমস্করোতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি। পশ্চাৎ প্রতীচ্যাং দিশি নির্ম্মিতা শালা লোকো নিবাসস্থানং যস্যাঃ সা পশ্চাল্লোকা। তাদৃশী যদা প্রাচীং গচ্ছতি তদানীমাভিমুখ্যেন সূর্য্যরশ্মির্ভবতীতি তন্নমস্কারো যুক্তঃ।

৯। "অনর্ব্বা প্রেহি ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণাঽপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুবঃ শুদ্ধা যূয়ং দেবাঁ্ উড্ঢ্বং শুদ্ধা বয়ং পরিবিষ্টাঃ পরিবেষ্টারো বো ভূয়াস্ম।" বৌধায়নঃ—"অথৈনামন্তরেণ চাত্বালোৎকরাবুদগুপনিষ্ক্রময্য প্রাচীমুদানয়ন্বাচয়ত্যনর্ব্বা প্রেহি ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেত্যাগতামধ্বর্য্যুরপ্সু বাচয়ত্যাপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুবঃ শুদ্ধা যূয়ং দেবাঁ্ উড্ঢ্বং শুদ্ধা বয়ং পরিবিষ্টাঃ পরিবেষ্টারো বো ভূয়াস্মেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অনর্ব্বা প্রেহীতি প্রাচীমুদানয়ত্যনুমন্ত্রয়ত ইত্যেক আপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুব ইতি চাত্বালে পত্ন্যাপোঽবমৃশতি" ইতি। হে পত্নি ত্বমনর্ব্বা শত্রুরহিতা সতী ঘৃতপ্রবাহমনু প্রজয়া সহ ধনপুষ্ট্যা চ সহ প্রযাহি। ঘৃতস্য কুল্যামিত্যনেন সর্ব্ববস্তুসম্পূর্ণং স্থানমুপলক্ষ্যতে। হে আপো দেব্যো যূয়ং দেবানুড্ঢ্বং যাগপ্রদেশে প্রাপয়ত। কীদৃশ্যো যূয়ং। শুদ্ধায়ুবঃ শুদ্ধিমস্মদীয়ামিচ্ছন্তীতি শুদ্ধায়ুবঃ। যূয়ং তু স্বত এব শুদ্ধাঃ। বয়মপি যুষ্মাভিঃ পরিবেষ্টিতাঃ শুদ্ধাঃ সন্তো যুষ্মাকং পরিবেষ্টারো ভূয়াস্ম। এতৌ মন্ত্রৌ ব্যাচষ্টে—"অনর্ব্বা প্রেহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যো বা অর্ব্বা ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্ত আপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুব ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ৮) ইতি।

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ।

"আ দদে রজ্জুমাদায় ঋত বধ্নাতি তং পশুম্। ধর্ষ যূপে নিযুঙ্‌ক্তেঽস্ত্যঃ প্রোক্ষ্যাপাং পায়য়েদপঃ॥ ১॥ স্বাত্তং সর্ব্বত্র সম্প্রোক্ষ্য সং তে মূর্দ্ধ্নি সমঞ্জনম্। সং যাংসয়োঃ সং য পশ্চাদ্ঘৃতে সম্বরুশস্ত্রকে॥ ২॥ রেব শ্রপণ্যুপস্পর্শ উরো উত্তরতো নয়েৎ। পৃথি বর্হিরবস্থাপ্য নমঃ পত্নী রবিং ভজেৎ॥ অন পত্নীং নয়েদাপঃ স্পৃশেন্মন্ত্রাস্ত ষোড়শ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"গচ্ছতামিতি শব্দস্যানুষঙ্গোঽস্তি ন বোপরি। সং যজ্ঞপতিরিত্যত্র যোগ্যত্বাৎসোঽস্তি পূর্ব্ববৎ॥ তদেকবচনং মধ্যমন্ত্রেঽঙ্গানীত্যনেন হি। নান্বেতি তদ্ব্যবায়েন নোপর্য্যপ্যনুষজ্যতে" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়পশৌ শ্রূয়তে—"সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতা৺ সং যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষা" ইতি। অয়মর্থঃ—ভোঃ পশো তব প্রাণবায়ুর্ব্বায়ুনা সংগচ্ছতাং, তব হৃদয়াদ্যঙ্গানি যাগ বশেষৈঃ সংযুজ্যন্তাং, যজ্ঞপতিরাশিষা সংযুজ্যতামিতি। তত্র যজ্ঞপতিরিত্যস্মিংস্তৃতীয়মন্ত্রে সমিত্যুপসর্গস্য ক্রিয়াপদাকাঙ্ক্ষত্বাৎ প্রথমমন্ত্রগতস্য গচ্ছতামিতি পদস্যৈকবচনান্তস্য যজ্ঞপতিশব্দেনান্বেতুং যোগ্যত্বাৎ পূর্ব্ববদ্বুদ্ধিস্থত্বেন সন্নিহিতত্বাদাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যতানাং সদ্ভাবেন ক্রিয়াপদমনুষজ্যত ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ—মধ্যমমন্ত্রে বহুবচনান্তেনাঙ্গানীত্যনেনান্বেতুমযোগ্যত্বাত্তদ্ব্যবায়েন বুদ্ধিসন্নিধিলোপান্নাস্ত্যনুষঙ্গঃ। ততো দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োর্যথোচিতং বাক্যশেষোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ।

অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"ন পশাবৈষ্টিকঃ স্যাদ্বা ন কপালাদ্যভাবতঃ। স্যাদ্ব্যক্তদ্রব্যদেবত্বপ্রযাজস্রুচ্যসাম্যতঃ" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়পশাবৈষ্টিকো বিধ্যন্তো নাস্তি। কুতঃ। পূর্ব্ববদত্র নির্ব্বাপকপালাদিলিঙ্গাভাবাদিতি চেন্নৈবং। আগ্নেয়মষ্টাকপালমিত্যত্রোৎপত্তিবাক্যে যথা দ্রব্যদেবতে ব্যক্তে তথাঽগ্নীষোমীয়ং পশুমিত্যত্রাপি। ন তু সোমেন যজেতেত্যত্রেব দেবতায়া অব্যক্তত্বং। তদেতদ্ব্যক্তদ্রব্যদেবত্বমেকং লিঙ্গং। একাদশ প্রযাজান্ যজতীতি প্রযাজবত্ত্বং দ্বিতীয়ং। স্রুচ্যমাধার্য্য জুহ্বা পশুমনক্তীত্যাঘারাঞ্জনে লিঙ্গান্তরে। আলম্ভো লিঙ্গান্তরং। ইষ্টাবপীষামালভত ইতি দর্শনাৎ। তস্মাদস্তি পশাবৈষ্টিকো বিধ্যন্তঃ।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"প্রযাজেষ্বপকর্ষোঽনুযাজেষূৎকর্ষ ইত্যমু। শ্রুতমাত্রে তদন্তেষু তদাদ্যেষু চ বাঽগ্রিমঃ॥ অন্যেষাং মুখ্যকালত্বান্নৈবং ব্যুৎক্রমশক্তিতঃ। প্রযাজান্তে ত্বনুযাজাদিকে চৈতৌ সমূহকে" ইতি। অগ্নীষোমীয়পশৌ প্রযাজানামপকর্ষঃ শ্রূয়তে—"তিষ্ঠন্তং পশুং প্রযজন্তি" ইতি। প্রকৃতৌ হবিষ্যামাদিতে পশ্চাৎ প্রযাজা ইজ্যন্তে। ইহাপি পশুসংজ্ঞপনাদূর্দ্ধং হবিষ্যাসাদিতে পশ্চাদেব প্রযাজাশ্চোদকেন প্রাপ্তাঃ। তে চাত্র বচনাজ্জীবত্যেব পশাবপকৃষ্যন্তে। তথা সবনীয়পশাবনুযাজানামুৎকর্ষঃ শ্রূয়তে—"আগ্নিমারুতাদূর্দ্ধমনুযাজৈশ্চরন্তি" ইতি। তত্র প্রযাজমাত্রস্যাপকর্ষঃ শ্রুতঃ। অনুযাজমাত্রস্যোৎকর্ষঃ। তাবুভৌ শ্রুত্যনুসারেণ তথৈবাঙ্গীকর্ত্তব্যৌ। যদি প্রযাজান্তস্যাঙ্গকলাপস্যাপকর্ষঃ স্যাত্তদা প্রযাজেভ্যঃ পূর্ব্বভাবিনামাঘারসামিধেন্যাদীনাং ততোঽপ্যপকর্ষাদত্যন্তব্যবহিতানাং প্রধানকালীনত্বং ন স্যাৎ। প্রযাজমাত্রেঽপকৃষ্টে সত্যাঘারাদীনাং মুখ্যকালীনত্বং ন লুপ্যতে। এবমনুযাজমাত্র উৎকৃষ্টে তত ঊর্দ্ধভাবিনাং সূক্তবাকশংযুবাকাদীনামনুৎকর্ষাৎ প্রধানসন্নিধির্ন বিনশ্যতি।

তস্মাৎ প্রযাজমাত্রস্যাপকর্ষোঽনুযাজমাত্রস্যোৎকর্ষ ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ—প্রকৃতৌ পদার্থানুষ্ঠান-ক্রমস্য ক্লৃপ্তত্বাৎসক্রমাণামেব পদার্থানাং চোদকেনাতিদেশাদ্ব্যুৎক্রমে সতি পূর্ব্বেণ পদার্থেনোত্তর-পদার্থস্য বুদ্ধাবনুপস্থাপিতত্বাদনুষ্ঠানমেব লুপ্যেত। তস্মাৎ প্রযাজান্তস্য কর্ম্মসমূহস্যাপকর্ষঃ, অনুযাজাদেরঙ্গসমূহস্যোৎকর্ষঃ। তত্রৈব তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"একাদশ প্রযাজাঃ কিং প্রত্যেকং স্যাহুতাস্তথা। সংখ্যাবৃদ্ধিরিহাঽন্ত্যোঽস্য প্রতিমুখ্যং গুণো যতঃ॥ প্রত্যেকং সমুদায়ে বা স্বরূপেণ ন সিধ্যতি। সংখ্যাবৃদ্ধিঃ প্রয়োগাত্তু সাঽবৃত্ত্যা সংভবিষ্যতি" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়পশৌ শ্রূয়তে—"একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইতি। তত্র চোদকপ্রাপ্তেষু পঞ্চসু প্রযাজেষ্বেকৈকস্য প্রযাজস্যেয়মেকাদশত্বসংখ্যা যুক্তা। কুতঃ। প্রযাজানুদ্দিশ্য সংখ্যাগুণে বিহিতে সতি প্রতি-প্রধানং গুণস্যাভ্যুপেয়ত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ—ন হ্যেকৈকস্য প্রযাজস্য স্বরূপমাত্রমুপজীব্যেয়মেকা-দশত্বসংখ্যা সম্পাদয়িতুং শক্যা। নাপি পঞ্চপ্রযাজসমুদায়স্য স্বরূপে সাঽস্তি। তস্মাৎ প্রয়োগদ্বারা সা সম্পাদনীয়া। প্রয়োগস্য চাঽবর্ত্তয়িতুং শক্যত্বাৎ। পঞ্চ প্রযাজান্দ্বিরাবর্ত্ত্য পুনরপি চরম-প্রযাজে সকৃদাবর্ত্তিতে সত্যেকাদশত্বসংখ্যা সম্পদ্যতে॥

অথ ছন্দঃ।

উরো অন্তরিক্ষেতি ত্রিষ্টুপ্। আপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুব ইত্যনুষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে অষ্টম অনুবাকে ষোলটী মন্ত্র। সপ্তম অনুবাকে যজ্ঞীয় পশুর উপাকরণ মন্ত্র কথিত হইয়াছে; আর এই অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে উপাকৃত সেই যাবতীয় পশুর 'বিশসনাভিধান' উক্ত হইতেছে। 'বিশসন' শব্দে 'হত্যা, মারণ, বিনাশ প্রভৃতি বুঝায়। সুতরাং পশুহননের প্রাক্কালে, পশুকে বধযোগ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে তাহাই কথিত হইয়াছে।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'আদদে' মন্ত্রে রজ্জু গ্রহণ করিয়া, 'ঋতস্য' মন্ত্রে যূপে পশুকে বন্ধন করিবে। 'অদ্ভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পশুর গাত্রে জলপ্রোক্ষণান্তর 'অপাং পেরুঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে পশুকে জল পান করাইবে। অতঃপর 'স্বাত্তং' প্রভৃতি মন্ত্রে সর্ব্বত্র প্রোক্ষণ করিয়া, 'সং তে প্রাণঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে মূর্দ্ধি-দেশে অঞ্জন লেপন করিবে এবং 'সং যজত্রৈঃ' মন্ত্রে অংশসমূহে এবং 'সং যজ্ঞপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পশুর পশ্চাদ্ভাগে অঞ্জন প্রদান করিবে। তার পর 'ঘৃতেনাক্তৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে 'স্বরু' এবং 'স্বধিতি' প্রভৃতি শস্ত্রকে অঞ্জন দ্বারা বিলেপিত করিতে হইবে। অনন্তর 'রেবতীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রপণ স্পর্শ (গ্রহণ) করিয়া উত্তরদিকে স্থাপন করিবার বিধি। তদনন্তর 'পৃথিব্যাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে বর্হি স্থাপন

করিয়া, যজমানপত্নী 'নমস্ত আতান' প্রভৃতি মন্ত্রে সূর্য্যের উপাসনা করিবেন। পরিশেষে 'অনর্ব্বা' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানপত্নী উদক স্পর্শন বা প্রোক্ষণ করিবেন।

কর্ম্মকাণ্ডের অনুসৃত এই বিনিয়োগ-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের তদনুরূপ সম্বোধন-পদ-সমূহ আমনন করিয়া, মন্ত্র-ব্যাখ্যানে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ-সমূহ এবং তাঁহার ব্যাখ্যার পরিচয় মন্ত্রের মর্ম্মার্থালোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে। আমরা মন্ত্র-সমূহে যে সকল সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অবশ্য কোনও স্থলেই আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অনুমোদন করি নাই। আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থা স্বতন্ত্র। মত-পার্থক্যের তাহাই একমাত্র কারণ।

প্রথম মন্ত্রটীকে আমরা তিনটী স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বিভাগত্রয়ের প্রথম অংশের সম্বোধন হইয়াছে—কর্ম্মফল। অবশিষ্ট অংশদ্বয়ের সম্বোধ্য—হৃন্নিহিত ভক্তি। কিন্তু ভাষ্যকারের সম্বোধ্য স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে তিনটী অংশের সম্বোধন যথাক্রমে—রশনা, এবং পশু। তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ,—'হে রশনে। তোমাকে গ্রহণ করি। হে দেবহবি পশু! যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য তোমাকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করি। হে বিনিযুজ্যমান পশু! দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য কর্ত্তৃক তাড়নাদি উপদ্রবকে অভিভূত কর।' এখানে রজ্জু অর্থে 'রশনা' পদ পরিগৃহীত। যজ্ঞসম্পাদনার্থ পশু নিহত হইলে, পশু দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার উপর আর মানুষের কর্ত্তৃত্ব থাকে না। মানুষের তাড়নাদিও তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। এই ভাবে ভাষ্যকার 'ধর্ষা মানুষান্' মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

'মানুষান্' পদে আমরা 'পশুর প্রতি মানুষের তাড়নাদি উপদ্রব' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করি না। এখানে মানুষের স্বভাবজাত কামক্রোধ, হিংসাপ্রলোভনাদির উপদ্রবের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই মনে করি। সেই সকল উপদ্রব ধর্ষিত হইলেই মানুষ দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়। 'পশুর দেবত্ব-প্রাপ্তি' বলিতে 'পাশব-বৃত্তির উন্মূলনে দেবভাব-প্রাপ্তি' এখানকার লক্ষ্য। মানুষের অন্তরে যে পশু-প্রবৃত্তি—'নীচ মনোবৃত্তি', তাহাই তাহার কর্ম্ম-বন্ধনের হেতুভূত। পশুবৃত্তি-বিদূরণে দেবভাব-প্রতিষ্ঠায়, ভক্তির উদয় হইলে—ভগবৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার সামর্থ্য জন্মে। আর তাহাতেই ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হওয়া যায়। ভক্তিকে দৃঢ়বন্ধনে হৃদয়মূলে বন্ধন করিতে হইলেও অন্তরের পশু-প্রবৃত্তি বিনাশের আবশ্যক হয়। কলুষিত অন্তরে ভক্তির স্থান হয় না;—অসতের সহিত সতের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে।

ফলতঃ, ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্যা-ভক্তির প্রভাবেই হৃদয় নির্ম্মল হয়, সকল শত্রু বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখনই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হইতে পারে, আর তখনই মানুষ ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ভাষ্যমতে যজ্ঞীয় পশু-গাত্রে জলপ্রোক্ষণে বিনিযুক্ত। তদুপলক্ষে বিনিয়োগ-সংগ্রহে যে প্রক্রিয়া অবলম্বিত, সূচনায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিনিয়োগ

অনুসরণে ভাষ্য-মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পশু! তোমাকে জলের দ্বারা এবং ওষধি-সমূহের দ্বারা প্রোক্ষণ করিতেছি। যজ্ঞের নিমিত্ত আলভ্যমান পশু ইতঃপূর্ব্বে জলপান করে নাই বলিয়া, তাহাকে জল পান করাইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ—হে জল, তুমি নিশ্চিৎ স্বাদুভূত। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত হোমযোগ্য এই পশুকে স্বাদু কর।'

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও আমরা পশুর সম্বন্ধ স্বীকার করি নাই। নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য মনুষ্য-পশ্বাদির সম্বন্ধ-স্বীকারে নিত্য-সামগ্রীর অনিত্যত্ব প্রখ্যাপিত হয়। যাহা হউক, আমরা দ্বিতীয় মন্ত্রের চারিটী বিভাগ কল্পনা করি। বিনিয়োগ-সংগ্রহে সে চারিটী বিভাগ চারিটী স্বতন্ত্র মন্ত্র-রূপে পরিকল্পিত। আমাদের মতে প্রথম বিভাগদ্বয়ে কর্ম্মের, তৃতীয় অংশে শুদ্ধসত্ত্বের এবং চতুর্থ অংশে ভক্তির সম্বোধন আছে। এখানে কর্ম্মের প্রাধান্য পরি-কীর্ত্তিত। ভগবদনুসারী কর্ম্মই যে সকলের মূলীভূত, মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রচার করিতেছে। ভক্তিবিমিশ্র কর্ম্মে দেবভাবের উদয় হয়, ফলে কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কর্ম্মেই ভক্তির উদয় হয়, কর্ম্মেই জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভগবৎকর্ম্ম সাধন করিতে করিতে, হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তখনই সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সৎকর্ম্মই সকল সদ্ভাবের মূলীভূত, আবার সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতিই সৎকর্ম্মের আধারস্থানীয়। সৎকর্ম্ম এবং সদ্ভাব যেন আধার-আধেয়ভাবে বর্ত্তমান। তাই মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প—তিনি যেন ভক্তিসহযুত এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন।

তৃতীয় মন্ত্রে পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের সহিত এমনই-ভাবে সম্মিলন ঘটুক, যেন 'আমার' বলিতে কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। আমার প্রাণ, মন, আত্মা, দেহ, অবয়ব, ইন্দ্রিয়াদি সকলই সেই চিন্ময় পরমাত্মার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত যেন মিশিয়া যায়, যেন কোনও ভেদাভেদ বর্ত্তমান না থাকে। আমাদিগের মতে মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব অন্যরূপ। ভাষ্যের লক্ষ্য—যজ্ঞ; সুতরাং সেই যজ্ঞ-সাধনোপযোগী রূপেই মন্ত্রের ব্যাখ্যান হইয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ এই হয় যে,—'হে পশু! তোমার প্রাণ, বায়ুর সহিত মিলিত হউক। তোমার হৃদয়াদি অঙ্গসমূহ 'যজত্র' নামক যাগবিশেষের সহিত মিশিয়া যাউক। আর তাহাতে যজ্ঞপতি যজমান আশীষের সহিত সংযুক্ত হউক।' এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অঞ্জন দ্বারা পশুর এক একটী অঙ্গ বিলেপিত করিতে হইবে। পশুর শির হইতে ককুদ ও পৃষ্ঠদেশে অঞ্জন-প্রোক্ষণের হেতু-স্বরূপ একটী উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়। সে উপাখ্যান এই—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, যজ্ঞীয় পশুকে প্রাপ্ত হইয়া পশুর শিরঃ প্রভৃতি পৃষ্ঠভাগে বমন করিয়াছিলেন। সেই হেতু পশুর হৃদয়াদি হইতে আরম্ভ করিয়া শিরঃ পৃষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিকের পক্ষে অপবিত্র। অঞ্জন বিলেপনে সেই সকল শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ফলতঃ, এই উপাখ্যান অবলম্বনে ভাষ্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের এবং পঞ্চম মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন পরিকল্পনা করি। ভক্তিসহ-যুত জ্ঞান—পরাজ্ঞান এবং ভক্তিসহযুত কর্ম্ম—ভগবৎকর্ম্ম, মানুষের গতিমুক্তির সোপান-স্বরূপ

—চতুর্থ মন্ত্রে সেই ভাব পরিব্যক্ত। আর পঞ্চম মন্ত্রে পরমার্থযুক্ত দেবতার প্রীতিসম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা। এই পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রিয়ধাঃ পদের দ্বিবিধ অর্থ আমনন করি। যাঁহারা প্রিয়বস্তু ধারণ করেন, তাঁহারাই 'প্রিয়ধাঃ'। আবার যাঁহারা প্রীতির আস্পদ—প্রীতিসমন্বিত, তাহারাও 'প্রিয়ধাঃ।' মানুষের প্রিয় বস্তু কি? সুখসাধন ভিন্ন তাহা আর কি হইতে পারে? সুখই মানুষের একমাত্র কামনার সামগ্রী। যিনি মুমুক্ষু, তাঁহার সে সুখ—পার্থিব সুখসাধন নহে। তিনি পরমসুখ—মোক্ষলাভের অভিলাষী। পরমার্থযুক্ত দেবগণ সেই পরমসুখ—মোক্ষ প্রদান করেন। তাই তাঁহাদের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কর্ম্মে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হইলে, সে কর্ম্ম পরমসুখসাধক হইবে—সে কর্ম্মে মোক্ষলাভ হইবে, তাই 'আবিশত' (আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আগমন করুন) প্রার্থনার সার্থকতা।

ষষ্ঠ মন্ত্রে, তৃতীয় মন্ত্রের ন্যায়, ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ভাব অন্যরূপ। প্রথমতঃ সম্বোধন পদের ব্যাখ্যা লইয়াই ভাষ্যকারের সহিত মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকারের লক্ষ্য—যজ্ঞসাধন। তাঁহার অর্থ সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। তাই তিনি 'উরো অন্তরিক্ষ' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'হে বিস্তীর্ণ ইন্দ্রিয়সমুদায়।' 'বর্ষীয়' পদেরও তিনি ঐ একই অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি,—এখানে 'অন্তরিক্ষ' পদে শুদ্ধসত্ত্বের অনন্তত্বের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই ভাবেই আমরা 'উরো অন্তরিক্ষ' পদের অর্থ করিয়াছি—'অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত শুদ্ধসত্ত্ব!'

ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি; যথা,—'এখানে অন্তরিক্ষ শব্দে পশুর শ্রোত্রাদি ছিদ্রে অবস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বুঝাইতেছে। তদনুসারে 'অন্তরিক্ষ' সম্বোধনে অর্থ হয়—'হে বিস্তীর্ণ ইন্দ্রিয়সমুদায়! পশুরভিমানিদেবতার প্রাণবায়ুর এবং জীবাত্মার সহিত হবিঃ প্রদান কর! কিন্তু এই পশুকে দেবশরীরের সহিত সংযোজিত কর। হে অতিবিস্তীর্ণ ইন্দ্রসমুদায়! অতিবিস্তীর্ণ যজ্ঞে যজ্ঞপতি যজমানকে স্থাপন কর।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এ মন্ত্রে আমরা শুদ্ধসত্ত্বের সম্বন্ধ স্বীকার করি। পশুর শরীরকে দেবতার দেহের সহিত সঙ্গত করিয়া, পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হয়? শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে দেবত্ব-প্রদানে সমর্থ—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই মানুষ পরমাত্মার সহিত আত্মাকে সংযোজিত করিতে হইয়া থাকে। এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই দ্যোতিত। দেবগণের প্রীতিসাধক হবিরূপ যে অন্ন—অন্তরের ভক্তি-সুধা, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেই তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বই সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের সঙ্কল্প বিদ্যমান।

সপ্তম মন্ত্রে ভাষ্যে 'বর্হি' সম্বোধন দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে বর্হি। ভূসম্পর্ক হইতে পরিত্রাণ কর।' আমাদের মতে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ' পদে এক ভাবে এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সম্বন্ধ হইতে পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ইহজগতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভববন্ধনমূলক। সেই ভববন্ধন ছেদনের—গতাগতি-রোধের প্রার্থনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। অন্য ভাবে 'পৃথিব্যাঃ' পদে হৃদয়রূপ মূলক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, হৃদয়ে তেমনি সদ্ভাবের উদ্ভব হয়, হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ না হইলেই সে হৃদয়ে অসদ্ভাবের

রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়ে,—হিংসা, প্রলোভন, কামনা, বাসনা প্রভৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়। সেই অবস্থায়ই হৃদয়ে সম্মোহ জন্মে। তাই মন্ত্র বলিতেছে—সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'ইহসংসারে ভববন্ধনমূলক কর্ম্মের মধ্যে যে দেবভাবের বা সদ্ভাবের সমাবেশ আছে, সে সকল দেবভাব যেন আমাদের হৃদয়ে সমাবিষ্ট হয়।' ফলতঃ, ইহজন্মকৃত কর্ম্মসম্বন্ধ জনিত যে ভগবদ্ভাব, তাহাই যেন আমার ভববন্ধনমোচনের সহায় হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

অষ্টম মন্ত্রে, ভাষ্য-মতে, যজমান-পত্নী সূর্য্যের উপাসনা করিবেন। সে মতে মন্ত্রের অর্থ—'সমন্তাৎ ব্যাপ্তি যাঁহার, সেই সূর্য্যরশ্মিকে নমস্কার করি।' আমাদের অর্থও প্রায় ঐরূপই হইয়াছে বটে; তবে মন্ত্রে আমাদের লক্ষ্য—সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রকাশক ভগবানের প্রতি। তাঁহাকেই পূজার্চ্চনার সঙ্কল্প মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

নবম বা শেষ মন্ত্রে যজমানপত্নী যজ্ঞশালায় গমন করিয়া জল স্পর্শ করিবেন। মন্ত্রের অর্থ—হে পত্নী! তুমি শত্রুরহিত হইয়া ঘৃতপ্রবাহ লক্ষ্য করিয়া ধনপুষ্টির এবং প্রজার সহিত গমন কর। 'ঘৃতস্য কুল্যাং' বাক্যে সর্ব্ববস্তু সম্পূর্ণত্বের ভাব বুঝাইয়া থাকে। হে আপদেবী! আপনারা যজ্ঞপ্রদেশ প্রাপ্ত করুন। আপনারা স্বতঃই শুদ্ধ। আমরাও যেন আপনাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শুদ্ধ এবং আপনাদিগের পরিবেষ্টা হইত।'

আমাদিগের মতে মন্ত্রে চিত্তবৃত্তির সম্বোধন আছে। চিত্তবৃত্তি ভক্তিরসে আপ্লুত হউক; আর ভক্তিপ্রভাবে পরমধন লাভ করুক। ভক্তিরূপিণী দেবীগণ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, হৃদয়কে নির্ম্মল এবং ভগবানের প্রিয়স্থান মধ্যে পরিগণিত করুন—মন্ত্রে এই ভাব পরিস্ফুট। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)॥

—•—

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

(১) বাক্ত আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তাং চক্ষুস্ত আ প্যায়তাং শ্রোত্রং ত আ প্যায়তাং। যা তে প্রাণাঞ্ছুগ্ জগাম যা চক্ষুর্যা শ্রোত্রং যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আ প্যায়তাং তত্ত এতেন শুন্ধতাং। নাভিস্ত আ প্যায়তাং পায়ুস্ত আ

প্যায়তাং শুদ্ধাশ্চরিত্রাঃ শমদ্ভ্যঃ শমোষধীভ্যঃ

শং পৃথিব্যৈ শমহোভ্যাম্।

(২) ওষধে ত্রায়স্বৈনং স্বধিতে মৈনং হিংসী।

(৩) রক্ষসাং ভাগোঽসীদমহং রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি

যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমেনমধমং তমো নয়ামি।

(৪) ইষে ত্বা ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথাম্।

(৫) অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর। (৬) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।

(৭) বায়ো বীহি স্তোকানাং।

(৮) স্বাহোর্ধ্বনভসং মারুতং গচ্ছতম্ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বাক্। তে। এতি। প্যায়তাম্। প্রাণ ইতি প্র—অনঃ। তে। এতি।

প্যায়তাম্। চক্ষুঃ। তে। এতি। প্যায়তাম্। শ্রোত্রম্। তে। এতি।

প্যায়তাম্। যা। তে। প্রাণানিতি প্র—অনান্। শুক্। জগাম। যা।

চক্ষুঃ। যা। শ্রোত্রম্। যৎ। তে। ক্রূরম্। যৎ। আস্থিতমিত্যা—স্থিতম্।

তৎ। তে। এতি। প্যায়তাম্। তৎ। তে। এতেন। শুন্ধতাম্। নাভিঃ।

তে। এতি। প্যায়তাম্। পায়ুঃ। তে। এতি। প্যায়তাম্। শুদ্ধাঃ।

চরিত্রাঃ। শম্। অদ্ভ্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। শম্। ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ। শম্।

পৃথিব্যৈ। শম্। অহোভ্যামিত্যহঃ—ভ্যাম্।

(২) ওষধে। ত্রায়স্ব। এনম্। স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে। মা। এনম্। হিংসীঃ।

(৩) রক্ষসাম্। ভাগঃ। অসি। ইদম্। অহম্। রক্ষঃ। অধমম্। তমঃ।

নয়ামি। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

ইদম্। এনম্। অধমম্। তমঃ। নয়ামি।

(৪) ইষে। ত্বা। ঘৃতেন। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। প্রোর্ণ্বাথাম্।

(৫) অচ্ছিন্নঃ। রায়ঃ। সুবীর ইতি সু—বীরঃ।

(৬) উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিহি। ইহি।

(৭) বায়ো ইতি। বীতি। ইহি। স্তোকানাম্।

(৮) স্বাহা। ঊর্ধ্বনভসমিত্যূর্ধ্ব—নভসম্। মারুতম্। গচ্ছতম্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনুজ (আত্মসম্বোধন)! 'বাক্' (ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনবিমুখং তব বাগিন্দ্রিয়ং ইতি ভাবঃ) 'আ প্যায়তাং' (ভগবৎকথামৃতপানেন প্রবর্দ্ধতাং) ; 'তে' (তব) 'প্রাণঃ' (সংসার-তাপতপ্তঃ তব প্রাণবায়ুঃ) 'আ প্যায়তাং' (বায়ুরূপেণ বর্ত্তমানেন ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ সঙ্গচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) ; 'তে' (তব) 'চক্ষুঃ' (অন্তর্দৃষ্টিহীনং—সদ্বস্তুদর্শনবিমুখং বা তব দর্শনেন্দ্রিয়ং ইত্যর্থঃ) 'আ প্যায়তাং' (সর্ব্বদ্রষ্টুঃ ভগবতঃ স্বরূপদর্শনেন বর্দ্ধতাং ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'তে' (তব) 'শ্রোত্রং' (ভগবৎকথামৃতশ্রবণবিমুখং শ্রবণেন্দ্রিয়ং ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়তাং' (ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনশ্রবণেন বর্দ্ধতাং ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মনুজ! 'তে' (তব) 'প্রাণান্' (প্রাণশক্তিঃ) 'যা' (যঃ) 'শুক্' (শোকং, সংসারতাপেন বিদগ্ধতাং) 'জগাম' (প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ) অপিচ তব 'চক্ষুঃ' (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) 'যা' (অপ্রিয়বস্তুদর্শনেন যঃ শোকঃ জগাম ইতি ভাবঃ) অপিচ তব 'শ্রোত্রং' (ভগবন্মাহাত্ম্যশ্রবণ-বিমুখং তব শ্রবণেন্দ্রিয়ং) 'যা' (অনৃতশ্রবণেন যৎ শোকং কলুষতাং বা জগাম ইত্যর্থঃ) অপিচ প্রাণচক্ষুশ্রোত্রাদিভিঃ 'যৎ ক্রূরং' (সংসারবন্ধনমূলকানি যানি দুঃখকারণানি ত্বয়া কৃতং ইত্যর্থঃ) অপিচ 'যৎ' (দুঃখমূলকানি যানি অনৃতানি ইত্যর্থঃ) 'আস্থিতং' (কর্ত্তুং প্রবৃত্তং—ত্বং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'তৎ' (তৎসর্ব্বং) 'আপ্যায়তাং' (শাম্যতু)।

(গ) পরঞ্চ 'তৎ' (তৎসর্ব্বসর্ব্বমপি) 'এতেন' (শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ ভক্তিবারিনিষেকেন ইত্যর্থঃ) 'শুদ্ধতাং' (বিশুদ্ধতাং প্রাপ্নোতু, ভগবতঃ গ্রহণযোগ্যং ভবতু ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মনুজ (আত্মসম্বোধন)! 'তে' (তব) 'নাভিঃ' (জন্মকারণং—বন্ধনমূলং ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়তাং' (বর্দ্ধতাং—ভক্তিবারিনিষেকেন ইতি যাবৎ) ; অপিচ 'তে' (তব) 'পায়ুঃ' (পাপকারণং, অনৃতমূলং বা ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়তাং' (বর্দ্ধতাং—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ)। তব কর্ম্ম জন্মকারণনিরোধকং ভবতু ইতি ভাবঃ।

(ঙ) পরন্তু 'তে' (তব) 'চরিত্রাঃ' (আচরণং—কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'শুদ্ধাঃ' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বসমন্বিতানি ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

(চ) হে মনুজ। ভবতাং সম্বন্ধে 'অদ্ভ্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদেবভাবাঃ) 'শং' (পরমসুখবিধায়কাঃ ভবন্তু); 'ওষধীভ্যঃ' (কর্ম্মফলক্ষয়কারকাঃ সদ্ভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'শং' (সুখদায়কাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'পৃথিব্যৈঃ' (ভুবিসংস্থিতাঃ—ইহলোকসম্ভাঃ বা দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'শং' (সুখ-মূলকাঃ—জন্মগতিনিরোধকাঃ ইত্যর্থঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ) অপিচ 'অহোভ্যাং' (তব জ্ঞান-কর্ম্মাণি) 'শং' (পরমসুখসাধকানি) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

২। (ক) 'ওষধে' (কর্ম্মক্ষয়কারক কর্ম্মফলদায়ক হে দেব !) 'এনং' (মনুষ্যং, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং মাং ইতি ভাবঃ) 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানমোহাৎ উদ্ধারয়)। ভাবার্থঃ—হে দেব ! ঝটিতি মম কর্ম্মক্ষয়ং কুরু।

(খ) 'স্বধিতি' (ভববন্ধনছেদক হে দেব !) 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মাং হিংসীঃ' (ন হিংস্যা, মাং প্রতি বিরূপঃ মা ভব পরঞ্চ মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ)। অথবা, হে দেব ! 'এনং' (পাপশত্রুঃ) 'মা হিংসীঃ' (মম কর্ম্মবিঘাতকঃ মা ভবতু ইতি ভাবঃ)।

৩। (ক) হে অন্তরস্থাঃ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ ! যূয়ং 'রক্ষসাং' (দেবভাববিরোধিনাং অন্তঃশত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'ভাগঃ' (অংশস্বরূপাঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(খ) 'ইদং' (অনেন কর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অহং' (অনুষ্ঠানকারী) 'রক্ষঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপং শত্রুং ইত্যর্থঃ) 'অধমং তমঃ' (নীচং তমোময়প্রদেশং) 'নয়ামি' (প্রাপয়ামি—নিঃশেষেণ অপনয়ামি ইতি ভাবঃ)।

(গ) 'যঃ' (শত্রুঃ, বহিরন্তঃশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্মান্' (অনুষ্ঠাতৄন, অর্চ্চকান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) 'ইদং' (অনেন কর্ম্মপ্রভাবেন) 'এনং' (তথাবিধং শত্রুং) 'অধমং তমঃ নয়ামি' (নিঃশেষেণ অপনয়ামি ইত্যর্থঃ)।

৪। (ক) হে ভগবন্ ! 'ইষে' (অভীষ্টপূরণায়, সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি অর্চ্চয়ামি—ইতি ভাবঃ।

(খ) হে ভগবন্ ! ত্বং 'দ্যাবাপৃথিবী' (ইহলোকপরলোকয়োঃ—ইহকালপরকালসম্বন্ধিনঃ বাধকান্ ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতেন' (শুদ্ধসত্ত্বেন) 'প্রোর্ণ্বাথাং' (আচ্ছাদয়তাং)। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন শত্রবঃ অপি শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ ভবন্তু ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৫। হে ভগবন্ ! অস্মাকং সম্বন্ধে তব 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপং ধনং) 'অচ্ছিন্নঃ' (অশেষং, অবিচ্ছিন্নং—শাশ্বতং ইতি ভাবঃ) 'সুবীরঃ' (শোভনশক্তিসম্পন্নং—মোক্ষপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

৬। হে দেব ! ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিশূন্যং বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং শত্রোরুপদ্রবপপরিশূন্যং নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'ইহি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং হৃদয়ং হি ভগবতঃ নিবাসস্থানং। হে ভগবন্ ! যেন সদৈব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শক্নোমি অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৭। 'বায়ো' (হে প্রাণবায়ুরূপেণ নিত্যবিরাজমান্ সর্ব্বত্রগ ভগবন্ !) 'স্তোকানাং' (অপত্যান্—হৃদিসঞ্জাতান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপান্ ইতি ভাবঃ) 'বীহি' (বিশেষেণ গৃহাণ ইত্যর্থঃ)।

৮। হে মম মনঃ (আত্মসম্বোধন) ! ত্বং 'ঊর্ধ্বং' (উন্নতদেশস্থিতঃ) 'নভসং' (হৃদ্রূপে নভসি বর্ত্তমানঃ ইতি ভাবঃ) 'মারুতং' (প্রাণবায়ুরূপেণ সর্ব্বশুদ্ধিবিধায়কং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছতং' (সংগচ্ছ, প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়ামি, সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং)। (১ অষ্টকঃ—৩ প্রপাঠকঃ—৯ অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে মানব (আত্মসম্বোধন)! ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনশ্রবণবিমুখ তোমার বাগিন্দ্রিয় ভগবৎকথামৃতপানে প্রবর্দ্ধিত হউক; সংসারতাপতপ্ত তোমার প্রাণবায়ু, বায়ুরূপে বর্ত্তমান ভগবানের সহিত সঙ্গত হউক; অন্তর্দৃষ্টিহীন অর্থাৎ সদ্বস্তুদর্শনবিমুখ তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবনের স্বরূপদর্শনে প্রবর্দ্ধিত হউক; অপিচ, ভগবৎকথামৃতশ্রবণবিমুখ তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনশ্রবণে প্রবর্দ্ধিত হউক।

(খ) হে মানব! তোমার প্রাণশক্তি সংসারতাপে যে বিদগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অপিচ তোমার দর্শনেন্দ্রিয় অপ্রিয়বস্তুদর্শনে যে শোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভগবন্মাহাত্ম্যশ্রবণবিমুখ তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় অনৃতশ্রবণে যে কলুষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও তুমি প্রাণচক্ষুশ্রোত্রাদির দ্বারা সংসারবন্ধন মূলক যে দুঃখকারণসমূহের সৃষ্টি করিয়াছ এবং দুঃখমূলক যে অনৃতসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সে সকলই (তোমার কর্ম্মপ্রভাবে) সাম্য-প্রাপ্ত হউক।

(গ) আর, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিবারিনিষেকে সে সকলই বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ ভগবানের গ্রহণযোগ্য হউক।

(ঘ) হে মানব (আত্মসম্বোধন)! তোমার বন্ধনমূলক জন্মকারণ, ভক্তি-বারিনিষেকে প্রবর্দ্ধিত হউক অর্থাৎ বিনষ্ট হউক। অপিচ, তোমার পাপ-কারণ—অনৃতমূল শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে,—তোমার কর্ম্মজন্মকারণনিরোধক হউক)।

(ঙ) পরন্তু তোমার চরিত্র (আচরণ অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ও বিশুদ্ধ হউক।

(চ) হে মানব! তোমার সম্বন্ধে শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবসমূহ সুখবিধায়ক হউক; কর্ম্মফলক্ষয়কারক সদ্ভাবসমূহ সুখদায়ক হউক; ইহলোকে সম্বন্ধযুক্ত দেবভাবসমূহ তোমার সুখমূলক অর্থাৎ জন্মগতিনিরোধক হউক; অপিচ, তোমার জ্ঞান ও কর্ম্ম তোমার পরমসুখসাধক হউক।

২। (ক) কর্ম্মক্ষয়কারক কর্ম্মফলদায়ক হে দেবতা! সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-কারী আমাকে অজ্ঞানমোহ হইতে উদ্ধার করুন। (ভাবার্থ—হে দেব! সত্বর আমার কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিউন)।

(খ) ভববন্ধনছেদনকারী হে দেব! এই জনের (আমার) প্রতি বিরূপ-হইবেন না; পরন্তু আমার ভববন্ধন মোচন করিয়া দিউন। অথবা, হে দেব! পাপশত্রু যেন আমাদিগের কর্ম্মবিঘাতক না হয়।

৩। (ক) হে আমার অন্তরস্থিত অসদ্‌বৃত্তিনিবহ! তোমরা দেবভাব-বিরোধী অন্তঃশত্রুসমূহের অংশস্বরূপ হও।

(খ) এই কর্ম্মপ্রভাবে অনুষ্ঠানকারী আমি যেন দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুকে নীচ তমোময় প্রদেশ প্রাপ্ত করি অর্থাৎ নিঃশেষে অপনীত করিতে সমর্থ হই।

(গ) যে সকল বহিরন্তঃশত্রু অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, এবং অর্চ্চনাকারী আমরা যে সকল শত্রুকে হিংসা করি, আমাদিগের এই কর্ম্মের প্রভাবে সেই উভয়বিধ শত্রুকেই যেন নিঃশেষে অপনীত করিতে সমর্থ হই।

৪। (ক) হে ভগবন্! অভীষ্টপূরণের নিমিত্ত—সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছি—অর্চ্চনা করিতেছি।

(খ) হে ভগবন্! ইহলোক-পরলোকের অর্থাৎ ইহকালপরকাল-সম্বন্ধী বাধক শত্রুদিগকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে শত্রুগণও শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হউক।

৫। হে ভগবন্! আমাদিগের সম্বন্ধে আপনার পরমার্থরূপ ধন অশেষ (অবিচ্ছিন্ন—শাশ্বত) এবং শোভনশক্তিসম্পন্ন অর্থৎ মোক্ষপ্রদায়ক হউক।

৬। হে দেব! আপনি আমার কলুষক্লেদপরিশূন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত, শত্রুর উপদ্রবপরিশূন্য নির্ম্মল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্য্যার্থ—বিশুদ্ধ হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

৭। হে প্রাণবায়ুরূপে নিত্যবিরাজমান্ সর্ব্বগামী ভগবন্! হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ অপত্যকে বিশিষ্টভাবে গ্রহণ করুন।

৮। হে আমার মন (আত্মসম্বোধন)! উন্নত দেশে স্থিত অর্থাৎ হৃদ্রূপ নভোমণ্ডলে অবস্থিত প্রাণবায়ুরূপে সর্ব্বশুদ্ধিবিধায়ক ভগবানকে

প্রাপ্ত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে উদ্বোধিত করিতেছি, আমার অনুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অষ্টমেঽনুবাকে সংজ্ঞপনমুক্তং। সংজ্ঞপিতস্য পশোর্ব্বপোৎখেদনমভিধীয়তে।

১। "বাক্ত আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তাং চক্ষুস্ত আ প্যায়তাঁ্ শ্রোত্রং ত আ প্যায়তাং যা তে প্রাণাঞ্ছুগ্জগাম যা চক্ষুর্যা শ্রোত্রং যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আ প্যায়তাং তত্ত এতেন শুন্ধতাং। নাভিস্ত আ প্যায়তাং পায়ুস্ত আ প্যায়তাঁ্ শুদ্ধাশ্চরিত্রাঃ শমদ্ভ্যঃ শমোষধীভ্যঃ শং পৃথিব্যৈ শমহোভ্যাম্।"

বৌধায়নঃ—"সানুপূর্ব্বং পশোঃ প্রাণানাপ্যায়য়তি বাক্ত আ প্যায়তামিতি বাচং, প্রাণস্ত আ প্যায়তামিতি প্রাণং, চক্ষুস্ত আ প্যায়তামিতি চক্ষুঃ, শ্রোত্রং ত আ প্যায়তামিতি শ্রোত্রং তানেব পুনঃ সংমৃশতি যা তে প্রাণাঞ্ছুগ্জগাম যা চক্ষুর্যা শ্রোত্রং যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আ প্যায়তাং তত্ত এতেন শুন্ধতামিতি নাভিস্ত আ প্যায়তামিতি নাভিং, পায়ুস্ত আ প্যায়তামিতি পায়ুং, সম্প্রগৃহ্য পদঃ প্রক্ষালয়তি শুদ্ধাশ্চরিত্রাঃ শমদ্ভ্যঃ শমোষধীভ্যঃ শং পৃথিব্যা ইতি, শমহোভ্যামিতি শিষ্টা দক্ষিণতোঽনুপৃষ্ঠং নিনয়েৎ" ইতি। আপস্তম্বোঽত্র কঞ্চিদ্বিশেষমাহ—"যা তে প্রাণাঞ্ছুগ্জগামেতি হৃদয়দেশং শুদ্ধাশ্চরিত্রা ইতি পাদানেকৈকমাপ্যায্য জপতি শমদ্ভ্য ইতি পুরা স্তোকানাং ভূমেঃ প্রাপণাচ্ছমোষধীভ্যঃ শং পৃথিব্যা ইতি ভূম্যাং শেষং নিনীয়".ইতি।

হে পশো ত্বদীয়ং বাগিন্দ্রিয়ং গোলকপরিত্যাগশোকং সংত্যজ্য স্বীকরিষ্যমাণদেবতাদেহে সুখেনাঽপ্যায়তাং বর্দ্ধতাং। এবমন্যত্রাপি। কিং চ নির্যাণকালে হৃদয়পুণ্ডরীকে সঙ্কুচিতাং-স্তব প্রাণবায়ুংশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি চ যঃ শোকো জগাম, যচ্চ বন্ধনমুখনিরোধনাদিকং ক্রূরমস্মাভিঃ কৃতং, যদপি ছেদাদিকমাস্থিতং কর্ত্তুমুপস্থিতং তব তৎসর্ব্বমাপ্যায়তাং শাম্যতু। কিং চ তৎপ্রাণাদিকমেতেন জলেন শুন্ধতাং ভাবিদেহপ্রবেশায় শুদ্ধং ভবতু। চরত্যেভিরিতি চরিত্রাঃ পাদাস্তেঽপি শুদ্ধাঃ সন্তু। যাভিরদ্ভিঃ প্রোক্ষণং ক্রিয়তে, যাশ্চৌষধয়ো বর্হিঃস্বরূপেণ পশোরধঃ স্থাপিতাঃ, যা চ পৃথিবী ম্রিয়মাণং পশুং বিভর্ত্তি, যৌ চাহোরাত্রৌ পশুমারণকাল উপস্থিতৌ, তেষাং সর্ব্বেষাং শং সুখং ভবতু॥

শোকপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ ব্যাচষ্টে—"পশোর্ব্বা আলব্ধস্য প্রাণাঞ্ছুগৃচ্ছতি বাক্ত আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তামিত্যাহ প্রাণেভ্য এবাস্য শুচঁ্ শময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥ শুগ্ব্যাথাং বিধত্তে—"সা প্রাণেভ্যোঽধি পৃথিবীঁ্ শুক্ প্র বিশতি শমহোভ্যামিতি নি নয়ত্যহোরাত্রাভ্যামেব পৃথিব্যৈ শুচঁ্ শময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥ প্রাণেভ্যোঽপনীতা শুক্পৃথিবীমধিষ্ঠায় তদীয়দেবতাশরীরে প্রবিশতি। এব কালাদৌ প্রবেশঃ। প্রবিষ্টায়াঃ শুচঃ শান্তির্নিনয়নেন ভবতি॥

২। "ওষধে ত্রায়স্বৈনঁ্ স্বধিতে মৈনঁ্ হিংসীঃ।" কল্পঃ—"ওষধে ত্রায়স্বৈনমিত্যুপাকরণয়োরবশিষ্টং দক্ষিণেন নাভিমন্তর্দ্ধায় স্বধিতে মৈনঁ্ হিঁ্সীরিতি স্বধিতিনা পার্শ্বতস্তির্য্যগাচ্ছ্যতি"

ইতি। মা হিꣳসীরিত্যেতস্যাভিপ্রায়মাহ—"ওষধে ত্রায়স্বৈনꣳ স্বধিতে মৈনꣳ হিꣳসীরিত্যাহ বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ শান্ত্যৈ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি॥

বিধত্তে—"পার্শ্বত আচ্ছ্যতি মধ্যতো হি মনুষ্যা আচ্ছ্যন্তি তিরশ্চীনমাচ্ছ্যত্যনূচীনꣳ হি মনুষ্যা আচ্ছ্যন্তি ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি। বপোৎখেদনার্থং দক্ষিণ-পার্শ্বে ছিন্দ্যাৎ। মাংসাহারাস্ত মনুষ্যা নাভিদেশে ছিন্দন্তি। তত্রাপ্যনূচীনং পশোর্দ্দৈর্ঘ্যমনুসৃত্য তদুভয়বৈলক্ষণ্যমিহ কার্য্যং॥

৩। "রক্ষসাং ভাগোঽসীদমহꣳ রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমেনমধমং তমো নয়ামি।" বৌধায়নঃ—"অথৈতস্যৈব বর্হিষোঽণিমৎসচতে স্থবিমদুভয়তো লোহিতেনাঙ্‌ক্ত্বৈমাং দিশং নিরস্যতি রক্ষসাং ভাগোঽসীদমহꣳ রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমেনমধমং তমো নয়ামীতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"বর্হিষোঽগ্রং সব্যেন পাণিনাঽদত্তেঽথ মধ্যং যত আচ্ছ্যতি তদুভয়তো লোহিতেনাঙ্‌ক্ত্বা রক্ষসাং ভাগো-ঽসীত্যুত্তরমপরমবান্তরদেশং নিরস্যাথৈনৎসব্যেন পদাঽধিতিষ্ঠতীদমহꣳ রক্ষ ইতি" ইতি॥

বিধত্তে—"রক্ষসাং ভাগোঽসীতি স্থবিমতো বর্হিরক্ত্বাঽপাস্যত্যস্নৈব রক্ষাꣳসি নিরবদয়তে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি। স্থূলস্য ভাবঃ স্থবিমা তস্মাৎ সপ্তম্যর্থে তসিল্‌। স্থবিমতঃ। স্থবিমশব্দেন বর্হিষো মূলভাগঃ স্থূলত্বাদুপলক্ষ্যতে। তস্মিন্‌ ভাগে রক্তেন বর্হিরঙ্‌ক্ত্বা নিরস্যেৎ। তথা সত্যসৃজৈব রক্ষাংসি নিঃশেষেণ ভাগবন্তি কৃত্বাঽপনয়তি॥ দ্বিতীয়মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"ইদমহꣳ রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তাবুভাবধমং তমো নয়তি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি। অধমং তমো মহদ্দুঃখং॥

৪। "ইষে ত্বা ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথাম্‌।" কল্পঃ—"ইষে ত্বেতি বপামুৎখিদতি ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথামিতি বপয়া দ্বিশূলাং প্রচ্ছাদ্য" ইতি। হে বপে যজমানস্য দেবতায়া-শ্চেষ্যমাণান্নসিদ্ধ্যর্থং ত্বামুৎখিদামি। হে শূলদ্বয়রূপে দ্যাবাপৃথিবীতুল্যে বপাশ্রপণ্যৌ ঘৃতসমানয়া বপয়া ভবদীয়স্বরূপং প্রোর্ণ্বাথামাচ্ছাদয়তং॥

বিধত্তে—"ইষে ত্বেতি বপামুৎখিদত্যীচ্ছত ইব হ্যেষ যো যজতে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি॥ অত্র শূলাগ্রেণ বপাং ভিন্দ্যান্ন বেতি বিচারং হৃদি নিধায় পক্ষদ্বয়েঽপি দূষণমুপন্যস্যতি —"যদুপতৃন্দ্যাদ্রুদ্রোঽস্য পশূনুঘাতুকঃ স্যাদ্যন্নোপতৃন্দ্যাদয়তা স্যাৎ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি। ভেদনমন্তরেণ ধৃতাঽপি নিয়ন্তুমশক্যত্বাদিতস্ততঃ পতেৎ॥ দোষদ্বয়াস্পৃষ্টং পক্ষান্তরং বিধত্তে—"অন্যয়োপতৃণত্ত্যন্যয়া ন ধৃত্যৈ" (সং কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি। একয়া শাখয়া ভিন্দ্যাদিতরয়া ন ভিন্দ্যাত্তথা সতি ধৃতাঽপি ভবতি রুদ্রশ্চ ন হিনস্তি॥ বপাশব্দশূলশব্দৌ পরিত্যজ্য ঘৃতশব্দপ্রয়োগস্য দ্যাবাপৃথিবীশব্দপ্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—"ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথামিত্যাহ দ্যাবাপৃথিবী এব রসেনানক্তি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৩ অ॰ ৯) ইতি॥

৫। "অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীরঃ।" কল্পঃ—"অধস্তাৎ পরিবাসয়ত্যচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর ইতি" ইতি। অয়ং বপাভাগশ্ছিদ্যমানোঽপি মন্ত্রসামর্থ্যেন ব্যয়াদুৎপত্তের্ন ছিন্নঃ। কীদৃশো ভাগঃ, শোভনা বীরা যজমানস্য পুত্রপৌত্রাদয়ো যস্য স সুবীরঃ। তাদৃশো রায়ো ধনানি

প্রযচ্ছতু॥ স্পষ্টার্থতামাহ—"অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি॥

৬। "উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।" কল্পঃ—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যভিপ্রব্রজতি" ইতি। হে বপে ত্বমুৎখেদনরূপস্য ক্রৌর্য্যস্য শান্তয়ে বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষমনুপ্রবিশ্যাহহবনীয়দেশং গচ্ছ॥ ইমমেবার্থং দর্শয়তি—"ক্রূরমিব বা এতৎকরোতি যদ্বপামুৎখিদত্যুর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি॥ বপাশ্রপণ্যোঃ স্পর্শং বিধত্তে—"প্র বা এষোঽস্মাল্লোকাচ্চ্যবতে যঃ পশুং মৃত্যবে নীয়মানমন্বারভতে বপাশ্রপণী পুনরন্বারভতেঽস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি॥ বপায়াঃ পুরতঃ পশোরিব বহ্নিং বিধত্তে—অগ্নিনা পুরস্তাদেতি রক্ষসামপহত্যা অথো দেবতা এব হব্যেনান্বেতি" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। অগ্নেঃ সর্ব্বদেবতাত্মকত্বাত্তস্য পৃষ্ঠতো বপানয়নে সর্ব্বা অপি দেবতা হব্যেনানুগতা ভবন্তি॥

৭। "বায়ো বীহি স্তোকানাম্।" কল্পঃ—"আহবনীয়স্যান্তিমেষ্বঙ্গারেষু বপায়ৈ প্রতিতপ্যমানায়ৈ বর্হিষোঽগ্রমুপাস্যতি বায়ো বীহি স্তোকানামিতি" ইতি। দ্বিশূলয়া শাখয়া ধার্য্যমাণায়া বপায়া উপরি ত্বামু তে দধির ইতি মন্ত্রেণাঽজ্যে হুতে সতি তৎসকাশাৎ পতন্তো বিন্দবঃ স্তোকাঃ। হে বায়ো তান্ স্তোকান্বীহি বিভক্তান্ কুরু পিবেত্যর্থঃ॥ ব্যতিরেকমুখেণাঽহবনীয়স্যোত্তরপার্শ্ববর্ত্তিষ্বঙ্গারেষু বপায়াঃ শ্রপণং বিধত্তে—"নান্তমমঙ্গারমতি হরেদ্‌যদন্তমমঙ্গারমতিহরেদ্দেবতা অতি মন্যেত" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। অঙ্গারস্য সর্ব্বদেবতাত্মকত্বেন তদবজ্ঞয়া দেবতা এবাবজ্ঞাতা ভবন্তি। তস্মাদস্মিন্নেবাঙ্গারে বপাং শ্রপয়েৎ॥ বীহীত্যত্র বিশদস্যার্থং দর্শয়তি—"বায়োঃ বীহি স্তোকানামিত্যাহ তস্মাদ্বিভক্তাঃ স্তোকা অব পদ্যন্তে" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। পতন্তীত্যর্থঃ। বপায়া অধস্তাদ্বর্হিরগ্রস্থাপনবিধিমর্থবাদেনোন্নয়তি—"অগ্রং বা এতৎ পশূনাং যদ্বপাঽগ্রমোষধীনাং বর্হিরগ্রেণৈবাগ্রঁ সমর্দ্ধয়ত্যথো ওষধীষ্বেব পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়তি" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। অগ্রং শ্রেষ্ঠং। ওষধ্যগ্রেণ বর্হিষা পশ্বগ্ররূপায়া বপায়াঃ সমৃদ্ধ্যর্থমোষধীষু পশুপ্রতিষ্ঠাপনার্থং বর্হিরগ্রং বপায়া অধঃ স্থাপয়েদিত্যর্থঃ॥ অথান্তিমপ্রযাজার্থং মৈত্রাবরুণং প্রত্যধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"স্বাহাকৃতীভ্যঃ প্রেষ্যেত্যাহ যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। স্বাহাশব্দবহুলা কৃতির্ম্মন্ত্রপ্রয়োগো যাসামন্তিমপ্রযাজদেবতানাং তাঃ স্বাহাকৃতয়স্তদর্থং হে মৈত্রাবরুণ হোতারং প্রেরয়। মৈত্রাবরুণস্তু হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাঽজ্যস্যেত্যাদিমন্ত্রেণ হোতারং প্রেষ্যতি। স চ হোতা সন্তো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমিত্যাদিকাং যাজ্যাং পঠতি। ততোঽধ্বর্যুরন্তিমপ্রযাজং যজতি। এবময়ং প্রৈষো যজ্ঞস্য সম্যগিষ্ট্যৈ সংপদ্যতে॥ প্রযাজশেষেণ হবিরভিঘারণং বিধত্তে—"প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাং যৎপৃষদাজ্যমাত্মা বপা পৃষদাজ্যমভিঘার্য্য বপামভিঘারয়ত্যাত্মন্নেব পশূনাং প্রাণাপানৌ দধাতি" (সং কাং ৬ প্রং ৩ অং ৯) ইতি। দধিমিশ্রমাজ্যং পৃষদাজ্যং। পৃষদাজস্য বপায়াশ্চাভিঘারণেন বপারূপে পশ্বাত্মনি পৃষদাজ্যরূপৌ পশূনাং প্রাণাপানৌ স্থাপয়তি॥

৮। "স্বাহোধ্বর্নভসং মারুতং গচ্ছতম্।" কল্পঃ—"প্রতিপ্রস্থাতাঽহবনীয়ে বপাশ্রপণী প্রহরতি স্বাহোধ্বর্নভসং মারুতং গচ্ছতমিতি প্রাচীং দ্বিশূলাং প্রতীচীমেকশূলাং" ইতি। হে বপাশ্রপণ্যৌ যুবাং স্বাহুতে সত্যাবূধ্বর্নভঃসংজ্ঞকং মরুৎপুত্রং গচ্ছতং॥ তৎপ্রাপ্তাবুপযোগং

দর্শয়তি—"স্বাহোর্ধ্বনভসং মারুতং গচ্ছতমিত্যাহোর্ধ্বনভা হ স্ম বৈ মারুতো দেবানাং বপাশ্রপণী প্র হরতি তেনৈবৈনে প্র হরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥ ব্যত্যস্তাগ্রতাং বিধত্তে—"বিষূচী প্রহরতি তস্মাদ্বিষঞ্চৌ প্রাণাপানৌ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। প্রাণ উর্ধ্ববৃত্তিরপানোঽধোবৃত্তিরিত্যুভয়োর্ব্যত্যাসঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"বাগষ্টাহ্যায়নে শেষং শমহো নিনয়েদ্ভুবি। ওষ স্বধি যথাপূর্ব্বং রক্ষ দর্ভং সলোহিতম্॥ ১॥ ত্যজেদিদং বাধনীয়মিষ উৎখিদ্যতে বপা। ঘৃতে শ্রপণ্যাবাচ্ছাদ্যে অচ্ছি সা কৃত্যতে বপা॥ ২॥ উরু পূর্ব্বানলং গত্বা বায়ো দর্ভমধঃ ক্ষিপেৎ। স্বাহা শ্রপণ্যুপক্ষেপো মন্ত্রা একোনবিংশতিঃ॥ ৩॥" (ইতি)॥ অত্র মীমাংসাছন্দসী ন স্তঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

নবম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে পশুর বপোৎখেদন উক্ত হইতেছে। পশুকে অভিমন্ত্রিত করিয়া রজ্জুর দ্বারা যূপ-কাষ্ঠে আবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার পরবর্তী ক্রিয়া-সমূহ এই নবম অনুবাকের প্রতিপাদ্য। পশুর বাগিন্দ্রিয়, প্রাণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি গোলোক হইতে আসিয়াছে, গোলোক পরিত্যাগ জন্য তাহারা শোক-সন্তপ্ত, এক্ষণে বলিদানের পর পশুর দেবত্ব-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সমূহের গোলোক পরিত্যাগের শোক অপনীত হউক, প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাবই পরিস্ফুট।

এইরূপে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে পশু! তোমার বাগিন্দ্রিয় গোলোক পরিত্যাগ শোক পরিহার করিয়া স্বীকার্য্য দেবতার দেহে সুখে বর্দ্ধিত হউক। এইরূপ, তোমার প্রাণ শ্রোত্র প্রভৃতিও গোলোক-পরিত্যাগ জনিত শোক ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবতার শরীরে বর্দ্ধিত হউক। অপিচ, নির্বাণকালে হৃদয়-পুণ্ডরিকে সঙ্কুচিত তোমার প্রাণবায়ু এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যে শোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং মুখনিরোধনাদি যে সকল ক্রূরাচরণ আমরা তোমার প্রতি করিয়াছি অপিচ ছেদনাদিরূপ যে নিষ্ঠুর কার্য্য আমরা করিতে উদ্যত, সে সকলই সাম্য প্রাপ্ত হউক। তোমার সেই প্রাণ-চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, ভাবিদেহ-প্রবেশ-নিমিত্ত এই জলের দ্বারা বিশুদ্ধতা লাভ করুক। তোমার পদ-চতুষ্টয় শুদ্ধ হউক। আরও বর্হি (কুশ) রূপে যে ওষধি-সমূহ তোমার নিম্ন-দেশে আস্তীর্ণ করা হইয়াছে, যে পৃথিবী ম্রিয়মাণ পশুকে ধারণ করিতেছে, এবং যে অহোরাত্রে পশুর মরণ-কাল উপস্থিত হইয়াছে, সে সকলেরই সুখ হউক।'

ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার সহিত প্রথমেই আমাদিগের মত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে—সম্বোধন পদ লইয়া। আমরা এখানে আত্ম-সম্বোধনে মানুষকে লক্ষ্য করি। যূপ-কাষ্ঠে ফেলিয়া পশুর হস্তপদাদি-বন্ধনে, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতি নিরোধনে, পশুর যে দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়, আমাদের মতে মন্ত্রের লক্ষ্য তাহা নহে। ঘোর সংসারী মানব ঐহিক সুখ-চিন্তায় কতই না

অসদাচরণ করে। ঐহিক সুখে প্রমত্ত হইয়া, অর্থ-চিন্তায় মানুষ পরমার্থ-তত্ত্ব বিস্মৃত হয়। মন সদাই অর্থের অন্বেষণে ব্যগ্র। কুকর্ম্মাচরণেও যদি সে অর্থ অর্জ্জিত হয়, মানুষ তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহার প্রাণ ঐহিক সুখলাভে লালায়িত, তাহার নয়ন ঐহিকের সুখ-সাধক নয়নবিমুগ্ধকর আপাতঃ সুন্দর দৃশ্য দর্শনে সমুৎসুক, শ্রোত্র তাহার শ্রুতি-মধুর বীণাবিনিন্দী সুমধুর-ধ্বনি শ্রবণে প্রমত্ত। ফলতঃ, সংসারে যাহা ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা, তাহার জন্যই মানুষ সতত লালায়িত হয়। তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ বিচার-শক্তি হারাইয়া, সে সুখ-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করে।

সংসার-সুখ-প্রমত্ত সেই অবিবেকী জনের বিবেক উন্মেষণ জন্য এ মন্ত্রের অবতারণা বলিয়া মনে করি। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বিচিত্র-পদ-বিন্যাসযুক্ত হইলেও যদি হরি-কথার লেশমাত্র না থাকিল, সে বাক্য বাক্য-পদবাচ্য নহে। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—হে মানব! সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া, ঘোর কামনা-বাসনার অনন্ত-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছ,—ভগবদ্গুণানু-কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ রহিয়াছ, বাক্যে কার্য্যে কেবল 'বিষয় বিষয়' বলিয়াই প্রমত্ত হইয়াছ। এক-বার ভগবৎকথামৃত পান কর। বিষয়-বাসনার নিবৃত্তি ঘটিবে। তিনি যে সকল বিষয়ের মূলাধার। একবার তাঁহার শরণ লও; একবার তাঁহার গুণ-মহিমা কীর্ত্তন কর। বিষয়ের জড়তা ভাঙ্গিয়া যাইবে—বাসনার নিবৃত্তি ঘটিবে।

ঐহিকের সুখে শান্তি পাইবার আশায়, মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ—তুমি! সুখের অধিকারী হইতে পারিলে কৈ? কেবল জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছ! আজ যাহাকে সুখ বলিয়া ধরিতে যাইতেছ, কাল তাহাই আবার তোমাকে শত দুঃখের বৃশ্চিক-দংশনে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে! তথাপি সুখের সন্ধান পাইতেছ না! তাই বলি,—সে সুখের আশা পরিত্যাগ কর। যিনি সকল সুখের আধার, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। যদি চির-সুখ চিরশান্তি লাভ করিতে চাও, প্রাণ-রূপে বিরাজিত সেই পরমাত্মায় প্রাণ মিশাইয়া দাও। সুখ পাইবে—শান্তি আসিবে। ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখের তীব্র-দংশনে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না। একবার সেই অম্লান-কুসুমের মধু-পানে মত্ত হইতে পারিলে, আর ভাবনা থাকিবে না। অনন্ত-সুখের-অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অনন্ত-শান্তি লাভ করিবে।

চক্ষু তোমার অনৃত-দর্শনে প্রমত্ত। একবার সে সদ্বস্তু দর্শনে উদ্‌বুদ্ধ হইল না। নয়নের তৃপ্তিকর লৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে যে কখনও অধীর হইয়া পড়িল, কখনও মুগ্ধ হইয়া প্রীতির আস্পদকে পাইতে যাইয়া বিপদের পথ উন্মুক্ত করিল;—কতই না সে অনর্থের সূচনা করিয়া দিল। অসার ঐহিক সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রমত্ত হইয়া সে তোমাকে নিরয়গামী করিল। তাই বলি, বাহ্য-দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষু তোমার অন্তরের দিকে ফিরিয়া চাহুক; সদ্বস্তু-দর্শনে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করুক। দিব্য-দৃষ্টি—অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া পরম পথের পথিক হউক। হে মানব! যদি গতি-মুক্তি পাইতে চাও, নয়নকে ফিরাইয়া আন; অনৃত-বস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, সদ্বস্তু দর্শন কর—অন্তর্দৃষ্টি লাভে অন্তরাত্মার সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

শ্রোত্রও তোমার পরম-তত্ত্ব-শ্রবণে পরাঙ্মুখ। তোমার প্রকৃতি—অনৃত-বাক্য শ্রবণে আনন্দ

লাভ। সেই আনন্দকেই তুমি তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে কর। কিন্তু যে পরম-তত্ত্ব শ্রবণ করিলে—ভগবানের যে মাহাত্ম্য-কথা কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিলে, তোমার ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল লাভ হইবে, তুমি সে তত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া আছ। সংসার-মোহ তোমাকে এমনই আত্ম-বিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে! তাই উদ্বোধনা—ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন-শ্রবণে তোমার শ্রোত্রকে অভ্যস্ত কর। অনৃত-শ্রবণে পাপের পথ প্রশস্ত করিও না। শাস্ত্র তো বলিয়াছেন,—যে বাক্যে ভগবানের নাম-গন্ধ নাই, সে বাক্য বাক্য-পদ-বাচ্য নহে। সুতরাং ভগবৎগুণকীর্ত্তন-বিহীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, কর্ণকে বধির করিও না। নাম শুনিতে শুনিতে, গুণ গাহিতে গাহিতে সেই নাম-হীন গুণ-হীন পরমপুরুষের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। তবেই তোমার গতি-মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে।

বিশেষণে যাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না; ভাষায় যাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ হয় না; সংসার অনন্তকাল ধরিয়া যাঁহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে—অনন্তকাল অনন্ত নামরূপে যাঁহাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে; অনন্ত চেষ্টায় অনন্ত কালেও যাঁহার অনন্তত্ব ধারণা করিতে পারিতেছে না; মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। জন্মের পর জন্ম চলিয়া গেল, কত প্রকার দেহ হইতে কত প্রকার দেহান্তর ঘটিল; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অনধিগম্য রহিয়া গেল! যিনি প্রাণে প্রাণে সে তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন, তিনিও তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। সাধক তাই বলিয়াছিলেন;—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমায়ত, সাগর-লহর-সমানা॥"

সমুদ্র-তরঙ্গে লহর-মালার ন্যায় সংসার তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লয়-প্রাপ্ত হইতেছে! সেই উৎপত্তি লয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত চতুরানন ব্রহ্মা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আদি অন্ত নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিধাতাই যখন সে তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ, তখন তৃণাদপি তৃণতুচ্ছ মানুষ তুমি তাঁহার কি পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? ভক্ত তাই গাহিয়াছেন,—

"কোটী কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবহুঁ না পাওয়েত পার।
আকাশ-পত্র'পরি, সিন্ধুসি পাত্র করি, কলপ কলপ যদি জগজনে লিখ॥
এক চরণে তুয়া, জগত ভরল হে, তাক না পাওয়ে দিখ।
বারি বিন্দু অত, ধরণী ধূলি যত, কো যদি গণইতে পারে॥
সো তব তত্ত্বক, অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধু পার-এ অপার।
অযুত নয়ন ধরি, আদি অনত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ॥
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ববাণী করি এক।
জগতে যত অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক॥
সো যদি ধ্যান সমাধি আলাপয়ে হিম অচলে তৃণ-রেখ।
অন্ত নাহি তব—অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ—তু অদেখ।
তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক॥"

স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী কল্প ধরিয়া তাঁহার মহিমার কীর্ত্তন করেন, তবু তাহার শেষ হয় না। আকাশকে যদি লিখনপত্র করিয়া লওয়া হয়, মহাসমুদ্রকে যদি মসীপাত্র করিয়া লওয়া যায়, তাঁহার নামের একটী বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পূরণ হয় না। জগতে যত বারিবিন্দু আছে, ধরণীতে যত ধূলিকণা আছে, এ সকলের গণনা যদি সম্ভবপর হয়, তথাপি তাঁহার অনন্ত তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। মহাসমুদ্র যদি পার হওয়া সম্ভবপর হয়, কিন্তু তাঁহার সে অন্ত অপার; জগতে যত লোক জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের যদি অযুত অযুত নয়ন হয়, এবং তাহারা জীবনের আদি অন্ত ধরিয়া যদি তাঁহাকে দর্শন করে, তবু তাঁহার আদি-অন্ত কেহই দেখিতে পায় না। এই বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠ যদি তাহাতেও তাঁহার বর্ণনা করে, তবুও তাঁহার বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ, জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলেব চিন্তা ও জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তাঁহার ধ্যান-সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, তবুও তাঁহার বর্ণনা হয় এইরূপ—যেমন, 'হিম অচলে তৃণরেখ'; অর্থাৎ, এত করিয়াও হিমাচল-পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ-রেখার ন্যায় মাত্র তাঁহার বর্ণনা করা হয়। অনন্তের যদি অন্ত পাওয়া সম্ভব হয়, তবও তাঁহার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে তিনি যদি দয়া কবিয়া কাহাকেও নিজে জানাইয়া দেন, তবে একমাত্র সেই তাঁহাকে জানিতে পারে।

যে তত্ত্ব এমন দুরধিগম্য, তিনি জানাইয়া না দিলে যে তত্ত্ব কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই, সে তত্ত্ব কে বিবৃত করিতে পারে? তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—তোমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র সেই পরমতত্ত্বের সন্ধানে নিয়োজিত হউক, অসার তুচ্ছ সংসার-তত্ত্বে নিমগ্ন রহিয়া বন্ধনের মূল দৃঢ় করিও না। সংসার-তাপতপ্ত তোমার প্রাণকে ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত কর; অপ্রিয়দর্শনক্লিষ্ট তোমার নয়ন সদ্বস্তু-দর্শনে উদ্বুদ্ধ হউক; ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন-শ্রবণ-বিমুখ তোমার শ্রোত্রকে ভগবন্মাহাত্ম্যশ্রবণে নিয়োজিত কর; অপিচ মরীচিকার মোহে মুগ্ধ হইয়া, সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইও না;—সে বন্ধন উন্মোচনে প্রয়াস পাও। ফলতঃ, সৎকথা, সচ্চিন্তা, সৎকর্ম্ম তোমার নিত্য অনুষ্ঠেয় হউক। সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় নিয়োজিত হইলে, অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তির উদয়ে, সৎস্বরূপের দর্শনলাভ হইবে। তখনই তোমার ভববন্ধন শিথিল হইয়া আসিবে। তখন আর তোমার জন্মকারণ পাপমূল তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তখন, সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া আসিবে,—বন্ধনকারণ বিদূরিত হইবে। ফলে, পরমসুখের অধিকারী হইতে পারিবে। নবম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রে এই ভাবের সমাবেশ উপলব্ধি করি।

প্রথম মন্ত্রের চতুর্থাংশে 'ভক্তিবারিনিষেকে পাপকারণ বন্ধনমূল প্রবর্দ্ধিত হউক' বলা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে এতদুক্তি সমস্যামূলক বলিয়াই মনে হয়। পাপকারণ যদি প্রবর্দ্ধিতই হইল, তাহা হইলে ভক্তির মাহাত্ম্য আর কি রহিল? কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে, এতদুক্তি অসামঞ্জস্যমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে না। 'পাপকারণ প্রবর্দ্ধিত হউক' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—সদ্ভাবে সে অসৎসামগ্রীও সদ্বস্তুতে পরিণত হউক।' সতের সংসর্গে অসৎও সৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে—সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান।

"কাচ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীদ্যুতিঃ", "কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাৎ আরোহতি সতাং শিরঃ"—প্রভৃতি বাক্যই এতৎপক্ষে প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্তরে যদি বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, সদ্ভাবে যদি অন্তর অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে হৃদয়ে অসদ্ভাবের স্থান হয় কি? অসৎও সতের সংসর্গে সৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে, এই মন্ত্রাংশে, 'ভক্তিবারি-নিষেকে শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পাপকারণ প্রবর্দ্ধিত হউক' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। সংসারে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে না;—ব্যবহারের তারতম্য অনুসারেই শত্রু বা মিত্রের উদ্ভব হয়। আবার যাঁহারা উদার-চরিত, বিশ্বসংসারের সকলেই তাঁহার মিত্র-স্থানীয়। সুতরাং সারাজীবন যদি সৎপথে প্রধাবিত হইয়া সদনুষ্ঠানে রত থাকা যায়, তাহা হইলে অন্তরের শত্রু আর শত্রুতাচরণে সমর্থ হয় না। তাহারাও তখন শত্রুভাব বিস্মৃত হইয়া মিত্রের ন্যায় আচরণ করে। এখানে এই ভাবেরই অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—ওষধি এবং স্বধিতি অর্থাৎ কুশ এবং পশুছেদনযোগ্য অস্ত্র। কিন্তু আমাদিগের অর্থ স্বতন্ত্র। আমাদিগের মতে 'ওষধে' এবং 'স্বধিতে' পদদ্বয়ে এক ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ—'যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।' তাহা হইতে কর্ম্মফল পাকদানের ভাব পাওয়া যায়। যাঁহার ফলপাক পর্য্যন্ত সঞ্জীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্মফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনিই তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন! মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—"ছিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পারাবারঃ॥" এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মন্ত্রস্থ 'ওষধে' পদে সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝায়। 'স্বধিতি' শব্দ অনুশীলন করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। 'স্বধিতি' শব্দের মূল-ধাতু অনুসারে—'যিনি ছেদন করেন', এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে এখানে ভববন্ধনছেদনের ভাবই গ্রহণ করি। যিনি ভব (সংসার) বন্ধন ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান। তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সঙ্গত হয়। তাঁহার নিকট 'মৈনং হিংসীঃ'—এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না—ইহার প্রতিকূল হইও না—এইরূপ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয়। ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেববিভূতিদর্শনের এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। সাধক এখানে একমাত্র ভগবানকেই পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই, মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র পরমাশ্রয় জানিয়া শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন,—পরমার্থ জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমার জন্মগতি রোধ হউক।'

বোধসৌকর্য্যার্থ তৃতীয় মন্ত্রটীকে আমরা তিনটী স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্য-মতে, আপ্লুত শোণিতসিক্ত কুশের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া মধ্যভাগ আচ্ছাদনে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আমাদিগের মতে মন্ত্রটী অসদ্বৃত্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। কিন্তু লক্ষ্য

ভগবান! পাপপুণ্য সকলই তিনি—ইষ্টানিষ্ট সকলই তিনি! সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অন্য কিছুই নাই। তাই অসদ্বৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া, তাহাদিগকে শত্রুর অংশভূত মনে করিয়া প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অসদবৃত্তি-সমূহকে গ্রহণ করুন। তাহারা আর যেন আমার সহিত যুক্ত থাকিয়া আমার অনিষ্টসাধনে সমর্থ না হয়। আমি যেন সৎ হইয়া সৎস্বরূপ আপনার সহিত মিশিতে পারি।' মন্ত্রটী যেখানে যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের অর্থ আমরা এইরূপ বলিয়াই মনে করি। মন্ত্রের অন্যান্য অংশ সরল ও সহজবোধ্য। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। দ্বিতীয় প্রপাঠকের পঞ্চম অনুবাকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইষে ত্বা' অংশের ব্যাখ্যা প্রথম প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম কাণ্ডে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষ্যের সম্বোধন—'বপা'। কিন্তু 'বপা' বলিতে যূপকাষ্ঠের ছিদ্র অথবা পশুর মেদ বা মাংস বুঝায়। যজমানের ইষ্যমাণ অন্নসিদ্ধির নিমিত্ত এখানে পশুর মেদকে 'বপা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে ভগবানকেই লক্ষ্য করি। যজমানের অন্ন অভীষ্ট। সেই অভীষ্ট পূরণ জন্য মেদের আবশ্যকতা। এখানে আমাদিগের মতে, যজমানের অভীষ্ট—পরমার্থরূপ মোক্ষধন প্রাপ্তি। সেই পরমার্থরূপ মোক্ষধন-লাভের নিমিত্তই এখানে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া 'ইষে ত্বা' মন্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'হে ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ করুন।' তার পরই প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমার ইহকাল-পরকালের বাধককে আচ্ছাদিত করুন। তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট পূরণ হইবে।' অসদ্ভাবে ইহকাল-পরকাল—গতি-মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়। সদ্ভাবে অসদ্ভাব তিরোহিত হইলে, সে পথের কণ্টক দূর হইলে, পরমার্থ-লাভ-রূপ অভীষ্ট পূরণ সহজেই সংসাধিত হইয়া থাকে। এখানে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি।

এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যা পঞ্চম অনুবাকে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় অনুবাকে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম মন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন পরমসুখলাভের এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে শত্রুর উপদ্রব পরিশূন্য নির্ম্মল-হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠানের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমরা যেন শাশ্বত পরমসুখের অধিকারী হই; আমাদিগের অন্তরে সদ্ভাবের উদয় হইয়া হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হউক, আর আপনি সে হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।'

সপ্তম মন্ত্রে প্রাণবায়ুরূপে নিত্য বিরাজমান সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার অন্তরস্থিত ভক্তি-সুধা গ্রহণে আমাকে পরামুক্তি প্রদান করুন। আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' এখানে ভাষ্যকারের পরিগৃহীত অর্থ অন্যরূপ। তাঁহার মতে—দ্বিশুল-শাখায় ধৃত পশুমেদের উপরিভাগে প্রোক্ষিত আজ্যের যে বিন্দুসমূহ ইতস্ততঃ নিপতিত হয়, সেই আজ্য-বিন্দু 'স্তোক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে বলা হইতেছে,—

'হে বায়ু! সেই বিন্দুসমূহকে তুমি বিভক্ত কর অর্থাৎ পান কর।' যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের এ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। পশুমেদে ঘৃত প্রোক্ষণে এবং অঙ্গারে মেদনিক্ষেপে যজ্ঞকর্ম্মের সার্থকতা থাকিতে পারে; কিন্তু মুমুক্ষুজনের তাহাতে কোনও পারলৌকিক মঙ্গল সংসাধিত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্ত যিনি, তিনি তাঁহার অন্তরের ভক্তি-সুধা তাঁহার প্রাণের দেবতাকে প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এখানে সেই ভক্তি-সুধা প্রদানেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। ভক্তের ভগবান তিনি; অন্য ধন তিনি গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ; ভক্তিতেই তিনি পরিতৃপ্ত। ভক্ত সেই ভক্তিই তাঁহাকে প্রদান করিতেছেন; কহিতেছেন—'হে ভগবন্! আপনি আমার অন্তরের ভক্তি সুধা গ্রহণ করুন। আমার জীবন সার্থক হউক।'

অষ্টম বা শেষ মন্ত্র, ভাষ্যমতে, বপা ও শ্রপণি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—হে বপা এবং শ্রপণি! তোমরা ঊর্দ্ধনভঃসংজ্ঞক মরুৎপুত্রে গমন কর। আমাদের মতে এখানে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। 'মারুত' পদে এখানে প্রাণ-বায়ুরূপে বর্ত্তমান ভগবানকে বুঝাইতেছে। 'ঊর্দ্ধং নভসং' পদদ্বয়ে হৃদ্‌রূপ নভঃ-প্রদেশের প্রতি লক্ষ্য আছে। নভোমণ্ডল যেমন উন্নত দেশে অবস্থিত, সদ্ভাব-সমন্বিত অন্তরও তেমনই নভোমণ্ডলের ন্যায় সমুন্নত। 'ঊর্দ্ধং নভসং' পদদ্বয়ের এই তাৎপর্য্যই আমরা গ্রহণ করি। সদ্ভাবমণ্ডিত হৃদয়ে ভগবানের আসন বিস্তৃত। সেই হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতিত। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

—— ০ ——

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

(১) সং তে মনসা মনঃ সং প্রাণেন প্রাণো

জুষ্টং দেবেভ্যো হব্যং ঘৃতবৎ স্বাহা।

(২) ঐন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গেঅঙ্গে নি দেধ্যদৈন্দ্রোঽপানো অঙ্গেঅঙ্গে

বি বোভুবদ্দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে সংসমেতু বিষুরূপা

যৎসলক্ষ্মাণো ভবথ দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োঽনু

ত্বা মাতা পিতরো মদন্তু।

(৩) শ্রীরস্যগ্নিস্ত্বা শ্রীণাত্বাপঃ সমরিণন্বাতস্য ত্বা ধ্রজ্যৈ

পূষ্ণো রꣳহ্যা অপামোষধীনাꣳ রোহিষ্যৈ।

(৪) ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসাপাবানঃ পিবতান্তরিক্ষস্য

হবিরসি স্বাহা ত্বাঽন্তরিক্ষায় দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ

উদ্দিশঃ স্বাহা দিগ্‌ভ্যো নমো দিগ্‌ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) সমিতি। তে। মনসা। মনঃ। সমিতি। প্রাণেনেতি প্র—অনেন।

প্রাণ ইতি প্র—অনঃ। জুষ্টম্। দেবেভ্যঃ। হব্যম্। ঘৃতবদিতি ঘৃত—বৎ। স্বাহা।

(২) ঐন্দ্রঃ। প্রাণ ইতি প্র—অনঃ। অঙ্গেঅঙ্গ ইত্যঙ্গে—অঙ্গে। নীতি।

দেধ্যৎ। ঐন্দ্রঃ। অপান ইত্যপ—অনঃ। অঙ্গেঅঙ্গ ইত্যঙ্গে—অঙ্গে। বীতি।

বোভুবৎ। দেব। ত্বষ্টঃ। ভূরি। তে। সꣳসমিতি সং—সম্। এতু।

বিষুরূপা ইতি বিষু—রূপাঃ। যৎ। সলক্ষ্মাণ ইতি স—লক্ষ্মাণঃ। ভবথ। দেবত্রেতি দেব—ত্রা। যন্তম্। অবসে। সখায়ঃ। অদিতি। ত্বা। মাতা। পিতরঃ। মদন্তু।

(৩) শ্রীঃ। অসি। অগ্নিঃ। ত্বা। শ্রীণাতু। আপঃ। সমিতি। অরিণন্। বাতস্য। ত্বা। ধ্রজ্যৈ। পূষ্ণঃ। রꣳহ্যৈ। অপাম্। ওষধীনাম্। রোহিষ্যৈ।

(৪) ঘৃতম্। ঘৃতপাবান ইতি ঘৃত—পাবানঃ। পিবত। বসাম্। বসাপাবান ইতি বসা—পাবানঃ। পিবত। অন্তরিক্ষস্য। হবিঃ। অসি। স্বাহা। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। দিশঃ। প্রদিশ ইতি। প্র—দিশঃ। আদিশ ইত্যা—দিশঃ। বিদিশ ইতি বি—দিশঃ। উদ্দিশ ইত্যুৎ—দিশঃ। স্বাহা। দিগ্‌ভ্য ইতি দিক্—ভ্যঃ। নমঃ। দিগ্‌ভ্য ইতি দিক্—ভ্যঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মনুজ (আত্মসম্বোধন)! 'তে' (তব) 'মনঃ' (মননেন্দ্রিয়ং) 'মনসা' (মনোময়েন, মনোরূপেণ বিরাজিতেন ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) 'সং' (সঙ্গতং অস্তু ভবতু বা ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ।

(খ) হে মনুজ (আত্মসম্বোধন)! তব 'প্রাণঃ' (শরীরান্তঃসঞ্চারী প্রাণবায়ুঃ, জীবনং ইত্যর্থঃ) 'প্রাণেন' (বিশ্বপ্রাণরূপেণ বিরাজিতেন, যদ্বা—জগতাং প্রাণরূপেণ ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) 'সং' (সঙ্গচ্ছতু, সঙ্গতং অস্তু ভবতু বা ইতি শেষঃ)।

(গ) অপিচ, তব 'হব্যং' (হবনীয়ং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্যঃ' (ভগবৎপ্রীণনায়

ইতি ভাবঃ) যথা 'জুষ্টং' (প্রীতিপ্রদং) অপিচ 'ঘৃতবৎ' (ভক্তিজনকং, দেবভাবোন্মেষকং ইত্যর্থঃ) ভবতি তথা 'স্বাহা' (সুহুতং অস্তু, সুষ্ঠুরূপেণ ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পমূলকং। অত্র প্রার্থনাকারী আত্মানং উদ্বোধয়তি। আত্ম-সম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। ভাবার্থঃ—হে মনুজ! যদি কল্যাণং ইচ্ছসি ভগবতি আত্মসমর্পণং কুরু। সদ্ভাবেন ভক্তিভাবেন চ ভগবন্তং অধিগন্তব্যং। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বলাভায় ভক্তিরসসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধঃ ভব। তেন আত্মসম্মিলনেন পরাগতিং লব্ধুং শকেয়ং।

২। (ক) 'ইন্দ্রঃ' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান ইতি ভাবঃ) 'প্রাণঃ' (মম প্রাণবায়ুঃ, জীবনং ইত্যর্থঃ) 'অঙ্গে অঙ্গে' (ভগবতঃ স্বকায়ে, তস্মিন্ তস্মিন্ অঙ্গে ইত্যর্থঃ) 'নি' (নিতরাং, বিশেষেণ ইত্যর্থঃ) 'দেধ্যৎ' (ধীয়তাং, স্থাপয়তাং) তথা মম 'অপানঃ' (প্রাণসংরক্ষকঃ অপান-বায়ুঃ ইত্যর্থঃ) 'অঙ্গে অঙ্গে' (তস্য ভগবতঃ স্বকায়ে, ভগবতঃ তস্মিন্ তস্মিন্ অঙ্গে ইত্যর্থঃ) 'বি বোভুবৎ' (বিশেষেণ সঙ্গতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) 'দেব' (দ্যোতমান্ সর্ব্বশক্তেরাধার) 'ত্বষ্টঃ' (বিশ্বনির্ম্মাতঃ হে ভগবন্!) 'তে' (ভবতাং অনুগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'ভূরি' (প্রভূতং—বিচ্ছিন্নং মম প্রাণমনাদিকং ইত্যর্থঃ) 'সংসমেতু' (ত্বয়ি সঙ্গতং সমবেতং বা ভবতু ইতি ভাবঃ)। অপিচ ময়ি 'যৎ' (হৃদয়াস্থবয়বাঃ) 'বিষুরূপা' (বিভিন্নাঃ বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্নাঃ বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ) তৎসর্ব্বং 'সলক্ষ্মাণঃ' (সমানলক্ষণাঃ, ত্বয়ি নিবিষ্টে সন্তি সমানধর্ম্মাঃ অপিচ মম গতিমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'ভবথ' (ভবন্তু ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনুজ (আত্মসম্বোধন)। 'দেবত্রা যন্তং' (ভগবতি আত্মসম্মিলনায় ইচ্ছন্তং উদ্বুদ্ধং বা ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবসে' (রক্ষণায়—পাপসংক্রমণাৎ ইতি যাবৎ) তব হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সখায়' (তব সহায়কঃ, সখিবৎ প্রীত্যাস্পদঃ ইত্যর্থঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ) 'মাতাপিতরঃ' (সদ্ভাবজনকঃ ভক্তিরসোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—পিতৃমাতৃবৎ রক্ষকঃ পালকঃ বা ইতি ভাবঃ) 'মদন্তু' (ভবতু ইত্যর্থঃ)।

৩। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'শ্রীঃ' (পরমৈশ্বর্য্যদায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ভগবান 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণাতু' (গৃহ্ণাতু); 'আপঃ' (স্নেহাকারুণ্যময়ঃ ভক্তাধীনঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমরিণন্' (সম্যক্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বাতস্য ধ্রজ্যৈ' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ), তথা 'পূষ্ণঃ রংহ্যৈ' (পোষকদেবস্য—প্রজ্ঞানময়স্য ভগবতঃ প্রীণনায়, যদ্বা—পরাজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) ত্বাং ভগবতি নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। পরং চ 'অপাং ওষধীনাং রোহিষ্যৈ' (সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় কর্ম্মক্ষয়ায় চ ইতি ভাবঃ) ত্বাং ভগবতি সংন্যসামি ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) 'ঘৃতপাবানঃ' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহীনঃ হে মম হৃন্নিহিতাঃ দেবভাবাঃ!) 'ঘৃতং' (মম হৃদ্গতং ভক্তিসুধাং ইত্যর্থঃ) 'পিবত' (গৃহ্ণীত); 'বসাপাবানঃ' (হে মম হৃদ্গতভক্তিরস-পায়িনঃ দেবাঃ!) যূয়ং 'বসাং' (মম হৃদিসঞ্জাতং ভক্তিরূপং সারং ইত্যর্থঃ) 'পিবত' (গৃহ্ণীত)।

(খ) হে মম হৃন্নিহিতে ভক্তি! ত্বং 'অন্তরিক্ষস্য' (অন্তরিক্ষবৎসমুন্নতস্য মম হৃদয়স্য) 'হবিঃ' (সদ্ভাবসংরক্ষয়িত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ভগবতে সম্প্রদদামি, সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম তদ্দানং)।

(গ) মম হৃন্নিহিত হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'অন্তরিক্ষায় দিশঃ প্রদিশঃ আদিশঃ বিদিশঃ উদ্দিশঃ দিগ্‌ভ্যঃ' (পূর্ব্বাদে আরভ্য উর্দ্ধাধঃপর্য্যন্তং—সর্ব্বদিক্‌রূপেণ বিরাজিতং ভগবন্তং উদ্দিশ্য ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ); 'দিগ্‌ভ্যঃ' (সর্ব্বদিক্‌স্বরূপং ভগবন্তং) 'নমঃ' (নমস্কর্ম্মণা পূজয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। (১ অষ্টক —৩ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে মানব (আত্মসম্বোধন)! তোমার মননেন্দ্রিয় মনোরূপে বিরাজিত মনোময় ভগবানের সহিত সঙ্গত হউক।

(খ) হে মানব (আত্ম-সম্বোধন)! তোমার শরীরান্তঃসঞ্চারী প্রাণ-বায়ু (জীবন) বিশ্বপ্রাণ-রূপে বিরাজিত অর্থাৎ জগতের প্রাণ-স্বরূপ ভগবানের সহিত সঙ্গত হউক।

(গ) অপিচ, তোমার শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবনীয় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যাহাতে প্রীতিপ্রদ এবং ভক্তিজনক ও দেবভাবের উন্মেষক হয়, সেইরূপ-ভাবে সুহুত অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিত হউক।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনাকারী এখানে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাও এখানে বর্ত্তমান। ভাব এই যে,—হে মানব! যদি কল্যাণ কামনা কর, ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কর। সদ্ভাবে এবং ভক্তিপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব-লাভে ভক্তিরস-সঞ্চারে প্রবুদ্ধ হও। তাহাতেই তুমি আত্ম-সম্মিলনে পরাগতি লাভ করিতে পারিবে।)

২। (ক) সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান আমার প্রাণ-বায়ু বা জীবনকে তাঁহার স্বকায়ে অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গে বিশিষ্টরূপে স্থাপন করুন; এবং আমার প্রাণ-সংরক্ষক অপান-বায়ুকে তাঁহার স্বকায়ে অর্থাৎ তাঁহার সেই সেই অঙ্গে বিশিষ্টভাবে সঙ্গত করুন।

(খ) দ্যোতমান্ সকল শক্তির আধার বিশ্বনির্ম্মাতা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরস্পর-বিরোধী আমার প্রাণমনাদি আপনাতে সঙ্গত (সমবেত) হউক। অপিচ, আমার যে হৃদয়াদি অবয়ব-সমূহ বিভিন্ন বিরুদ্ধ-প্রকৃতি-সম্পন্ন রূপে বর্ত্তমান, আপনার অনুগ্রহে তৎসমুদায় সমান-

লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া সমানধর্ম্মবিশিষ্ট এবং আমার গতিমুক্তিদায়ক হউক।

(গ) হে মানব (আত্ম-সম্বোধন)! ভগবানে আত্ম-সম্মিলনে উদ্‌বুদ্ধ তোমাকে পাপসংক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য, তোমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব তোমার সহায়ক অর্থাৎ সখার ন্যায় প্রীতির আস্পদ এবং সদ্ভাব-জনক ও ভক্তিরসোৎপাদক অর্থাৎ পিতামাতার ন্যায় রক্ষক ও পালক হউক।

৩। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমৈশ্বর্য্যদায়ক হও। অতএব পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান তোমাকে গ্রহণ করুন। স্নেহকারুণ্যময় ভক্তাধীন ভগবান তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হউন। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি। এইরূপে, প্রজ্ঞানময় ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পরাজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত তোমাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতেছি। অপিচ, সদ্ভাব-সঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং কর্ম্ম-ক্ষয়ের জন্য তোমাকে ভগবানে সংন্যস্ত করিতেছি।

৪। (ক) শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহী হে আমার হৃন্নিহিত দেবভাব-সমূহ! আমার হৃদ্গত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করুন; হে আমার হৃদ্গত ভক্তি-রসপানকারী দেবগণ! আপনারা আমার হৃদি-সঞ্জাত ভক্তি-রূপ সারসামগ্রী গ্রহণ করুন।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি! তুমি অন্তরিক্ষবৎ সমুন্নত হৃদয়ে সদ্ভাব-সংরক্ষয়িত্রী হও। অতএব তোমাকে 'স্বাহা' মন্ত্রের দ্বারা ভগবানে সমপণ করিতেছি। আমার এই দান-কর্ম্ম সুসিদ্ধ সুহুত হউক।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পূর্ব্বাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধাধঃ পর্য্যন্ত সর্ব্বদিক-রূপে বিরাজিত ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমাকে স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি। সর্ব্বদিক-স্বরূপ ভগবানকে নমস্কর্ম্মের দ্বারা পরিচর্য্যা করি। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নবমেঽনুবাকে বপাপ্রয়োগোঽভিহিতঃ। দশমে তু বসামোহোঽভিধীয়তে।

১। "সং তে মনসা মনঃ সং প্রাণেন প্রাণো জুষ্টং দেবেভ্যো হব্যং ঘৃতবৎ স্বাহা।"

কল্পঃ—"শমিতুর্হৃদয়শূলমাদায় তেন হৃদয়মুপতৃদ্য তং শমিত্রে প্রদায় পৃষদাজ্যেন হৃদয়মভিঘারয়তি সং তে মনসা মনঃ সং প্রাণেন প্রাণো জুষ্টং দেবেভ্যো হব্যং ঘৃতবৎ স্বাহেতি" ইতি। হে হৃদয়

তে মনস্থানীয়েন পৃষদাজ্যেন দেবানাং মনঃ সংগতমস্তু। এবং প্রাণেঽপি যোজ্যং। হব্যং ত্বাং দেবানাং প্রিয়ং ঘৃতবদ্‌যথা ভবতি তথা স্বাগাঽভিঘারয়ামি। সোঽয়ং মন্ত্রঃ উপেক্ষিতঃ॥ অভিঘারণং বিধিৎসুরাদৌ বপোৎখেদপ্রযুক্তচ্ছিদ্রাপিধানরূপং পশ্বঙ্গং পুরোডাশং বিধত্তে—"পশুমালভ্য পুরোডাশং নির্ব্বপতি সমেধমেবৈনমা লভতে" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। মেধঃ সারঃ। পুরোডাশস্য ব্রীহিসারত্বাৎ সারোপেতং পশুমালব্ধবান্ ভবতি॥

নিরুপ্তস্য হোমকালং বিধত্তে—"বপয়া প্রচর্য্য পুরোডাশেন প্র চরত্যূর্ৰ্ক্ পুরোডাশ ঊর্জ্জমেব পশূনাং মধ্যতো দধাত্যথো পশোরেব ছিদ্রমপি দধাতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। জাতবেদো বপয়া গচ্ছ দেবানিতি মন্ত্রেণ বপাং হুত্বা পশ্চাৎ পুরোডাশহোমঃ। বপাহৃদয়াদি-হোময়োর্ম্মধ্যং পশূনামুদরস্থানমতস্তত্রৈবোর্জ্জং পুরোডাশরূপমন্নং স্থাপিতবান্ ভবতি। কিং চ বপাচ্ছেদেন যৎপশোশ্ছিদ্রং তৎপিহিতং ভবতি॥ উত্তরদেশে হৃদয়াদিহবিঃ পচন্তং শমিতারং প্রতি প্রশ্নমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"পৃষদাজ্যস্যোপহত্য ত্রিঃ পৃচ্ছতি শৃত৺ হবীঃ শমিতরিতি ত্রিষত্যা হি দেবাঃ॥ (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। পৃষদাজ্যস্য পাত্রগতস্যাংশং স্রুবেণোপহত্য পৃথকস্বীকৃত্য মন্ত্রেণ ত্রিঃ পৃচ্ছেৎ। শৃতং পক্বং। প্লুতিঃ প্রশ্নার্থা। ত্রিরুক্তং সত্যমিতি বুদ্ধির্যেষাং তে ত্রিষত্যাঃ॥ ব্যতিরেকমুখেণোত্তরবিধিমুন্নয়তি—"যোঽশৃত৺ শৃতমাহ স মনসা" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। যুজ্যত ইতি শেষঃ। তস্মাচ্ছৃতে সত্যুত্তরং ব্রূয়াদিতি বিধিঃ। অত্র সূত্রং—"অথ প্রতিপ্রস্থাতা পৃষদাজ্যং বিহৃত্য জুহ্বাং সমানীয়ান্তরেণ চাত্বালোৎ-করাবুদঙ্ঙুপনিক্রম্য পৃচ্ছতি শৃত৺ হবীঃ শমিতরিতি শমিতৈষ উত্তরতো হৃদয়শূলং ধারয়ং-স্তিষ্ঠতি স শৃতমিতি প্রত্যাহ তং তথৈব দ্বিতীয়মুৎক্রম্য পৃচ্ছতি তং তথৈবেতরঃ প্রত্যাহ তং তথৈব তৃতীয়মুৎক্রম্য পৃচ্ছতি তং তথৈবেতরঃ প্রত্যাহ" ইতি॥

অত্র সং তে মনসা মন ইত্যস্য মন্ত্রস্যার্থমুপেক্ষ্যাভিঘারণং বিধত্তে—"প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাং যৎ পৃষদাজ্যং পশোঃ খলু বা আলব্ধস্য হৃদয়মাত্মাঽভি সমেতি যৎ পৃষদাজ্যেন হৃদয়মভিঘারয়ত্যাত্মন্নেব পশূনাং প্রাণাপানৌ দধাতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। অভিসমেত্যাভিমুখ্যেনাঽত্মা হৃদয়দেশমাগচ্ছতি॥ অথ প্লক্ষনামকস্য শাখামবদানা-ধারত্বেন বিধত্তে—"পশুনা বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তস্য শিরশ্ছিত্ত্বা মেধং প্রাক্ষারয়ন্‌ৎস প্রক্ষোঽভবত্তৎপ্রক্ষস্য প্রক্ষত্বং যৎপ্লক্ষশাখোত্তরবর্হির্ভবতি সমেধস্যৈব পশোরব দ্যতি" (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১০) ইতি। পশুনা সহ স্বর্গং গচ্ছন্তো দেবা মনুষ্যাণাং স্বৈঃ সহাঽগমনং মা ভূদিত্যভিপ্রেত্য তদ্বারয়িতুং পশোঃ শিরশ্ছিত্ত্বা মেধং রসং প্রাক্ষারয়ন্নস্রাবয়ন্। স রসো ভূমৌ পতিত্বা প্লক্ষবৃক্ষোঽভবৎ। তস্মাৎ ক্ষরণাদুৎপন্নস্য প্লক্ষনাম সংপন্নং। তচ্ছাখা বর্হিষ উর্দ্ধ্বং স্থাপনাদুত্তরবর্হিরিত্যুচ্যতে। তদবস্থাপনেন সরসস্যৈব পশোর্হবিরবত্তং ভবতি।

অত্র সূত্রং—"জুহূপভৃতোর্হিরণ্যশকলমবধায় বর্হিষি প্লক্ষশাখায়ামবদানান্যবদ্যন্ সংপ্রেষ্যতি মনোতায়ৈ হবিষোঽবদীয়মানস্যানুব্রূহীতি, হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসো যথাকাম-মিতরেষাং মধ্যতো গুদস্যাবদ্যতীত্যুক্তং" ইতি। পক্বস্য হৃদয়াদিহবিষ আহবনীয়ং প্রত্যানয়নে মার্গবিশেষং বিধত্তে—"পশুং বৈ হ্রিয়মাণ৺ রক্ষা৺স্যনু সচন্তেঽন্তরা যূপং চাঽহবনীয়ং চ

হরতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। অনুসচন্তেহনুগচ্ছন্তি। যূপস্যাহবনীয়স্য চ রক্ষোঘাতিত্বাত্তয়োরন্তরালে ভয়ং নাস্তি॥ হোতারং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"পশোর্ব্বা আলব্ধস্য মনোঽপ ক্রামতি মনোতায়ৈ হবিষোঽবদীয়মানস্যানুব্রূহীত্যাহ মন এবাস্যাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। অগ্নিদেবতা মনোতা। ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতেতিমন্ত্রাম্নানাৎ। মনস্যূতা সংবদ্ধেতি মনোতা॥ সংখ্যাবিশিষ্টান্যবদানানি বিধত্তে—"একাদশাবদানান্যব দ্যতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তস্যাব দ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি।

নাভিসহিতানি দশছিদ্রাণি প্রাণা দেহ আত্মাঽত একাদশসংখ্যয়া কৃৎস্নোঽপি পশুরবত্তো ভবতি। তান্যেকাদশাঙ্গানি সূত্রেঽভিহিতানি—"হৃদয়ং জিহ্বা বক্ষো যকৃদ্‌বৃক্কয়ৌ সব্যং দোরুভে পার্শ্বে দক্ষিণা শ্রোণির্গুদতৃতীয়মিতি দৈবতানি" ইতি॥ ক্রমং বিধত্তে—"হৃদয়স্যাগ্রেঽব দ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসো যদ্বৈহৃদয়েনাভিগচ্ছতি তজ্জিহ্বয়া বদতি যজ্জিহ্বয়া বদতি তদুরসোঽধি নির্ব্বদত্যেতদ্বৈ পশোর্যথা পূর্ব্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। লোকে প্রথমং হৃদয়েন যন্নিশ্চিনোতি তৎপশ্চাজ্জিহ্বয়া বদতি। পুনরপি তদেব নিঃশেষেণোচ্চধ্বনিনা যদা বদতি তদানীমুরস উর্দ্ধদেশগতবলেন বদতি। তস্মাদ্‌হৃদয়াদীনাং ত্রয়াণামংশক্রমেণাবদ্যেৎ। এতদেব ক্রমাবদানং পশোরঙ্গেষু যথাপূর্ব্বং ভবতি। তথা লোকেঽভিবদনব্যবহারঃ পূর্ব্বং প্রবৃত্তস্তথৈব ভবতি॥ উত্তরেষঙ্গেষু হৃদয়াদিবৎপ্রসক্তং ক্রমং বারয়তি—"যৎস্বৈবমবদায় যথাকামমুত্তরেষামবদ্যতি যথাপূর্ব্বমেবাস্য পশোরবত্তং ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। উক্তপ্রকারেণ যস্য পশোর্হৃদয়াদীনি ত্রীণ্যঙ্গান্যবদায়োত্তরেষামৈচ্ছিকক্রমেঽপি পূর্ব্বং হৃদয়াদ্যঙ্গং যথা ন দোষকারি তথৈবোত্তরমপি ভবতি॥

একাদশস্বঙ্গেষু গুদকাণ্ডরূপমঙ্গমুত্তমমধ্যমাধমভাগৈস্ত্রেধা বিভজ্য ত্রিষু তেষু ভাগেষু মধ্যমোত্তমভাগয়োর্বিকল্পেনাবদানং বিধত্তে—"মধ্যতো গুদস্যাব দ্যতি মধ্যতো হি প্রাণ উত্তমস্যাব দ্যত্যুত্তমো হি প্রাণ যদীতরং যদীতরমুভয়মেবাজামি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। প্রাণবায়ুর্ম্মুখমধ্যে বর্ত্ততে, স্বয়ং জীবনহেতুত্বাচ্চক্ষুরাদিষু সর্ব্বেষূত্তমশ্চ। অতো যদীতরং মধ্যমভাগং স্বী কুর্য্যাৎ, যদীতরমুত্তমভাগং তদুভয়মপি জামিকৃন্ন ভবতি, কিং ত্বনালস্যং দোষরহিতমিত্যর্থঃ॥ হৃদয়াদ্যবদানানি প্রশংসতি—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারিবাসী সদবদানৈরেবাব দয়তে তদবদানানামবদানত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র ৩ অ০ ১০) ইতি। ব্রহ্মচর্য্যেণ বেদাভ্যাসেন ব্রহ্মচারিত্বেন গুরুগৃহে বসতীতি ব্রহ্মচারিবাসীবেদাভ্যাসাদিভিরপাকর্ত্তব্যং যদৃণং তদ্ধৃদয়াদ্যবদানৈরেবাপাকরোতি। ধ্বৃণমবদয়ত এভিরিত্যবদানত্বং॥

স্বিষ্টকৃদর্থং ত্র্যঙ্গাবদানং বিধত্তে—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা অগ্নিমব্রুবন্ত্বয়া বীরেণাসুরানভিভবামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ পশোরুদ্ধারমুদ্ধরা ইতি স এতমুদ্ধারমুদহরত দোঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্য গুদং মধ্যতঃ শ্রোণিং জঘনার্দ্ধস্য ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যত্র্যঙ্গাণা৺ সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। উদ্ধারমুৎকৃষ্টং ধ্রিয়মাণমুত্তমং ভাগমুদ্ধরৈ স্বী করবাণি। পশোঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্য

সম্বন্ধি দোর্হস্তং। মধ্যতঃ পশুমধ্যভাগসম্বন্ধি গুদং। অপরার্দ্ধস্য সম্বন্ধিনীং শ্রোণিং। বক্রগতিং বিধত্তে—"অক্ষয়াঽব দ্যতি তস্মাদক্ষয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। গবাদয়ঃ শয়নকালেঽঙ্গানি পাদানক্ষয়া বক্রত্বেনাবস্থাপয়ন্তি। অত্র বক্রগতিঃ সূত্রে দর্শিতা—"দক্ষিণং দোঃ সব্যা শ্রোণিগুর্দতৃতীয়মিতি সৌবিষ্টকৃতানি" ইতি। বিধত্তে—"মেদসা স্রুচৌ প্রোর্ণোতি মেদোরূপা বৈ পশবো রূপমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। জীর্ণপটসদৃশং হৃদয়বেষ্টনং মেদঃ। স্রুচৌ জুহূপভৃতৌ। উভয়ং মেদসাঽচ্ছাদয়েৎ। সতি মেদোবাহুল্যে পশবো রূপবন্তো ভবন্তি। তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং বিধত্তে—যূষন্নবধায় প্রোর্ণোতি রসো বা এষ পশূনাং যদ্যূ রসমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। যূষশব্দেন মাংসেন সহ পক্বং জলমুচ্যতে। তস্মিঞ্জলে মেদঃ প্রক্ষিপ্য তেনাঽচ্ছাদয়েৎ।

২। "ইন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গেঅঙ্গে নি দেধ্যদৈন্দ্রোঽপানো অঙ্গেঅঙ্গে বি বোভুবদ্দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে স৺সমেতু বিষুরূপা যৎ সলক্ষ্মাণো ভবথ দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োঽনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্তু।" কল্পঃ—"অথ পশোরবদানানি সংমৃশত্যৈন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গেঅঙ্গে নি দেধ্যদৈন্দ্রোঽপানো অঙ্গেঅঙ্গে বি বোভুবদ্দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে স৺সমেতু বিষুরূপা যৎসলক্ষ্মাণো ভবথ দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োঽনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্ত্বিতি" ইতি।

ইন্দ্রদেবতাকঃ প্রাণোঽস্য পশোস্তস্মিংস্তস্মিন্হৃদয়াদ্যঙ্গে নি দেধ্যন্নিতরাং ধীয়তাং স্থাপ্যতাং। তদ্বদপানোঽপি বিবোভুবদ্বিশেষেণ ভবতু। হে দেব ত্বষ্টস্তে তবানুগ্রহেণ ভূরি সর্ব্বমঙ্গজাতং সংসমেতু ছেদনেন বিশ্লিষ্টমপি সমবেতং ভবতু। হে হৃদয়াদ্যবয়বা যূয়ং বিষুরূপা বিলক্ষণরূপা অপি সলক্ষ্মাণো হবিষ্ট্বেন সমানলক্ষণা ভবথ। যদ্যস্মাৎ পূর্ব্বং বিষুরূপাস্তস্মাদিত উর্দ্ধং সলক্ষত্বং সম্পাদনীয়ং। হে পশো দেবত্রা দেবেষু যন্তং গচ্ছন্তং ত্বাং সখায় ইতরে পশবো মাতা পিতরশ্চানুমদন্তু। কিমর্থং। অবসে তন্মুখেন স্বর্গপ্রাপ্ত্যা স্বকুলং সর্ব্বং সেবিতুং॥

৩। "শ্রীরস্যগ্নিস্ত্বা শ্রীণাত্বাপঃ সমরিণন্বাতস্য ত্বা ধ্রজ্যৈ পূষ্ণো র৺হ্যা অপামোষধীনা৺ রোহিষ্যৈ।" বৌধায়নঃ—"অথ দক্ষিণেন পার্শ্বেন বসাহোমং প্রযৌতি কুম্বতঃ শ্রীরস্যগ্নিস্ত্বা শ্রীণাত্বাপঃ সমরিণন্বাতস্য ত্বা ধ্রজ্যৈ পূষ্ণো র৺হ্যা অপামোষধীনা৺ রোহিষ্যা ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"শ্রীরসীতি পার্শ্বেন বসাহোমং প্রযৌতি বাতস্য ত্বা ধ্রজ্যা ইতি তেনৈবাপি দধাতি" ইতি। মাংসপাকভাণ্ডে স্থিতঃ স্নেহাত্মকো দ্রববিশেষো বসা। সা চ হূয়ত ইতি হোমশব্দাভিধেয়া। পার্শ্বশব্দেন তত্রত্যমস্থি বিবক্ষিতং, তস্যাস্থনোঽগ্রভাগঃ স্থূলঃ কুম্বশব্দাভিধেয়ঃ। তেন বসারূপং হোমদ্রব্যং পাত্রে গৃহীতং প্রযৌত্যালোড়য়েদিতি বৌধায়নবাক্যার্থঃ।

মন্ত্রার্থস্তু—হে বসে শ্রীরসি আশ্রয়ণীয়াঽসি। তস্মাদাহবনীয়োঽগ্নিস্ত্বাং শ্রীণাত্বাশ্রয়তু স্বীকরোতু। আপশ্চ ত্বাং সমরিণন্ সম্যক্প্রাপ্নুবন্তু তব শোষো মা ভূৎ। হে বসে ত্বামপিদধামি। কিমর্থং? বাতস্য ধ্রজ্যৈ বায়োর্গতয়ে। পূষ্ণো রংহ্যৈ, আদিত্যস্য গতয়ে। অপ্সম্বন্ধিনীনামোষধীনাং রোহিষ্যৈ প্ররোহার্থং। ত্বয়ি পিধানেন সুরক্ষিতায়াং ত্বদীয়হোমসুকৃতেন বায়ুগমনাদিরূপো জনব্যবহারঃ সুস্থিতো ভবতীতি স্তূয়তে।

আলোড়নং বিধত্তে—"পার্শ্বেন বসাহোমং প্র যৌতি মধ্যং বা এতৎ পশূনাং যৎপার্শ্ব৺

রস এষ পশূনাং যদ্বসা যৎ পার্শ্বেন বসাহোমং প্রযৌতি মধ্যত এব পশূনা৺ রসং দধাতি” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। অবদানসংমর্শনমন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে শ্রুত ঐন্দ্র ইত্যসৌ তদ্ধিতো দেবতাবাচীত্যাহ—“ঘ্নন্তি বা এতৎপশুং যৎ সংজ্ঞপয়ন্ত্যৈন্দ্রঃ খলু বৈ দেবতয়া প্রাণ ঐন্দ্রোঽপান ঐন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গেঅঙ্গে নি দেধ্যদিত্যাহ প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাতি” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। সংজ্ঞপনং হননেন গলনিরোধনাদ্যুপঘাতেন সংপদ্যতে। তেনোপদ্রবেণাপবীতয়োঃ প্রাণাপানয়োঃ পুনঃ স্থাপনং কর্ত্তব্যং॥ দ্বিতীয়ভাগে ত্বষ্টৃশব্দাভিপ্রায়মা—“দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে স৺সমেত্বিত্যাহ ত্বাষ্ট্রা হি দেবতয়া পশবঃ” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। তৃতীয়ভাগে হৃদয়াদ্যাকারেণ বৈলক্ষণ্যং হবিষ্টেন সালক্ষণ্যং চ প্রসিদ্ধমিত্যাহ—“বিষুরূপা যৎসলক্ষ্মাণো ভবথেত্যাহ বিষুরূপা হ্যেতে সন্তঃ সলক্ষ্মাণ এতর্হি ভবন্তি” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি॥ চতুর্থভাগেঽনুমদন্তুশব্দস্যাভিপ্রায়মাহ—“দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োঽনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্ত্বিত্যাহানুমতমেবৈনং মাত্রা পিত্রা সুবর্গং লোকং গময়তি” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। শ্রীরসি বাতস্য ত্বেত্যেতৌ মন্ত্রাবুপেক্ষিতৌ॥

৪। “ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসাপাবানঃ পিবতান্তরিক্ষস্য হবিরসি স্বাহা ত্বাঽন্তরিক্ষায় দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ উদ্দিশঃ স্বাহা দিগ্‌ভ্যো নমো দিগ্‌ভ্যঃ॥” বৌধায়নঃ—“সোঽর্দ্ধর্চ্চে যাজ্যায়ৈ বসাহোমং জুহোতি ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসাপাবানঃ পিবতান্তরিক্ষস্য হবিরসি স্বাহা ত্বাঽন্তরিক্ষায় স্বাহেতি বষট্‌কৃতে হবির্জ্জুহোত্যেতস্য হোমমনু প্রতিপ্রস্থাতা বসাহোমোদ্রেকেণ দিশো জুহোতি দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ উদ্দিশঃ স্বাহা দিগ্‌ভ্যো নমো দিগ্‌ভ্য ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“যাজ্যায়া অর্দ্ধর্চ্চে প্রতিপ্রস্থাতা বসাহোমং জুহোতি ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবতেত্যুদ্রেকেণ দিশঃ প্রদিশ ইতি প্রতিদিশং জুহোতি মধ্যে পঞ্চমেন প্রাঞ্চমুত্তমং সংস্থাপ্য নমো দিগ্‌ভ্য ইত্যুপতিষ্ঠতে” ইতি। উদ্রেকঃ শেষঃ।

হে ঘৃতপাবানো দেবা অত্রত্যং ঘৃতং পিবত। এবমুত্তরত্র। হে পশো ত্বমন্তরিক্ষবাসিনো দেবগণস্য হবিরস্যতোঽন্তরিক্ষবাসিনে ত্বাং স্বাহা জুহোমি। দিশঃ প্রাচ্যৈ দিশে স্বাহেতি শেষঃ। প্রদিশঃ, দক্ষিণায়ৈ। এবমন্যত্রাপি। ষষ্ঠে তু মন্ত্রে সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহেতি যোজ্যং। মন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ॥ বিধত্তে—“অর্দ্ধর্চ্চে বসাহোমং জুহোত্যসৌ বা অর্দ্ধর্চ্চ ইয়মর্দ্ধর্চ্চ ইমে এব রসেনানক্তি দিশো জুহোতি দিশ এব রসেনানক্ত্যথো দিগ্‌ভ্য এবোর্জ্জ৺ রসমব রুন্ধে” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। যাজ্যায়াঃ পূর্ব্বোত্তরয়োরর্দ্ধর্চ্চয়োরভিমানিনৌ দেবৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি মধ্যে হোমেনোভে অপি রসেনাক্তে ভবতঃ। উদ্রেকহোমেন দিগ্দেবতাস্তৃপ্যন্তি। যজমানস্যাপি দিশাং সকাশাদন্নরসপ্রাপ্তির্ভবতি॥

অবদানপূর্ব্বকং দ্বৌ প্রৈষমন্ত্রৌ মৈত্রাবরুণং প্রত্যুৎপাদয়তি—“প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাং যৎপৃষদাজ্যং বানস্পত্যাঃ খলু বৈ দেবতয়া পশবো যৎপৃষদাজ্যস্যোপহত্যাঽহ বনস্পতয়েঽনু ব্রূহি বনস্পতয়ে প্রেষ্যেতি প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাতি” (সং৹ কা৹ ৬ প্র৹ ৩ অ৹ ১১) ইতি। পৃষদাজ্যস্যোপহত্য পাত্রগতং পৃষদাজ্যং স্রুবেণ জুহ্বামবদায়েত্যর্থঃ। প্রৈষয়োরয়মর্থঃ—হে মৈত্রাবরুণ বনস্পতিদেবতায়ৈ ত্বমনুব্রূহি পুরোনুবাক্যাং পঠ, ততো যাজ্যাং পঠিতুং হোতারং প্রেরয়েতি। এবং সতি বনস্পতিদেবতাকেষু পশুষু পৃষদাজ্যরূপৌ প্রাণাপানৌ দধাতি॥

অথেড়ার্থং তস্য তস্য হৃদয়াদ্যঙ্গস্যাংশমেকত্র সমবদ্যতীতি বিধত্তে—"অন্যস্যান্যস্য সমবত্ত৺ সমবদ্যতি তস্মান্নানারূপাঃ পশবঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। সমবত্তমবত্তশেষং। অবদেয়ানামঙ্গানাং বহুবিধত্বাদ্ধোমলভ্যাঃ পশবোঽপি বহুবিধাঃ।

সর্ব্বেষ্ববদানেষু মাংসনিঃস্রুতজলেনোপসেচনং বিধত্তে—"যূষ্ণোপসিঞ্চতি রসো বা এষ পশূনাং যদ্যূ রসমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। হবিঃশেষস্যেড়াভাগস্য ভক্ষণায়েড়োপাহ্বানং হোতুর্ব্বিধত্তে—"ইড়ামুপ হ্বয়তে পশবো বা ইড়া পশূনেবোপহ্বয়তে চতুরুপহ্বয়তে চতুষ্পাদো হি পশবঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। ইড়াদেবতায়া, গোরূপত্বাৎ পশব ইড়েত্যুক্তং। যদ্যপ্যেতচ্চোদকাদেব প্রাপ্তং তথাঽপ্যাঘারবদিষ্টিবিকৃতিত্বদ্যোতনায় পুনর্ব্বিধানং। অত্রেড়াবদানে মেদসোপস্তরণাভিঘারণে বিধাতুং তদ্ব্যতিরেকং নিন্দতি—"যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যমেদস্কং তস্মা আ দধ্যাদ্মেদোরূপা বৈ পশবো রূপেণৈবৈনং পশুভ্যো নির্ভজত্যপশুরেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। স্নিগ্ধদ্রবরহিতং মাংসমমেদস্কং। এনং যজমানং পশূনাং নির্ভজতি নিরস্যতি। অতো যজমানঃ পশুরহিতো ভবতি।

বিধত্তে—"যং কাময়েত পশুমান্‌ৎস্যাদিতি মেদস্বত্তস্মা আ দধ্যানমেদোরূপা বৈ পশবো রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। অত্র সূত্রং—"মেদসোপস্তীর্য্য মেদসাঽভিঘারয়তি" ইতি॥ পৃষদাজ্যেনানুযাজহোমং বিধত্তে—"প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত স আজ্যং পুরস্তাদসৃজত পশুং মধ্যতঃ পৃষদাজ্যং পশ্চাত্তস্মাদাজ্যেন প্রযাজা ইজ্যন্তে পশুনা মধ্যতঃ পৃষদাজ্যেনানূযাজাস্তস্মাদেতন্মিশ্রমিব পশ্চাৎ সৃষ্ট৺হি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। যথা প্রথমসৃষ্টেনাঽজ্যেন প্রথমভাবিনঃ প্রযাজা ইজ্যন্তে, যথা বা মধ্যতঃ সৃষ্টেন পশুনা মধ্যতো যজতে, তথা পশ্চাৎ সৃষ্টেন পৃষদাজ্যেন পশ্চাদ্ভাবিনোঽনূযাজা যষ্টব্যাঃ। যস্মাদেকং দ্রব্যং ন পর্য্যাপ্তমিতি বুদ্ধ্যা পশ্চাদ্দ্রব্যান্তরেণ সহৈতদ্বিহিতং তস্মাদেতৎ পৃষদাজ্যং দধিমিশ্রমেব চোদকপ্রাপ্তং॥ ত্রিত্বসংখ্যামপোদ্য সংখ্যান্তরং বিধত্তে—"একাদশানূযাজান্ যজতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তমনু যজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি॥ পৃষদাজ্যং প্রশংসতি—"ঘ্নন্তি বা এতৎ পশুং বৎসংজ্ঞপয়ন্তি প্রাণাপানৌ খলু বা এতৌ পশূনাং যৎ পৃষদাজ্যং যৎ পৃষদাজ্যেনানূযাজান্ যজতি প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ,—সং তেঽভিঘার্য্য হৃদয়মৈন্দ্রোঽবত্তাভিমর্শনং। শ্রীঃ পার্শ্বেন বসাং যৌতি বাত পার্শ্বাবৃতা বসা॥ ঘৃতং বসাহুতিঃ ষড়ভির্দ্দিগ্‌ঘোমা নম ইত্যতঃ। দিগ্ব্যপস্থানমত্রৈতে মন্ত্রা দ্বাদশ বর্ণিতাঃ॥২॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

দ্বাদশধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"পশ্বর্থানুষ্ঠিতৈর্নাস্তি পুরোডাশ উপক্রিয়া। অস্তি বা বিদ্যাভাবায়ো হ্যন্যাবার্য্যত্বতোঽধ্ববৎ" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়স্য পশোর্যানি চোদকপ্রাপ্তানি প্রযাজাদীন্যঙ্গান্যনুষ্ঠিতানি তৈঃ পশুপুরোডাশ উপকারো নাস্তি। কুতঃ। তদুপকারবোধকস্য বিধেরভাবাৎ। চোদকস্তু দর্শপূর্ণমাসবৎ পশুরনুষ্ঠেয় ইত্যেবং রূপত্বাৎ পশাবেব তদুপকারং বোধয়তি। নন্ন পশুপুরোডাশস্যাপীষ্টিবিকৃতিত্বাত্তত্রাপি চোদকোঽস্তীতি চেদ্বাঢ়ং। অতএব ভিন্নচোদকত্বাৎ পুরোডাশোপকারায় প্রযাজাদ্যঙ্গানি পৃথগনুষ্ঠেয়ানীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদ্যপি পশ্বর্থৈঃ পুরো-

ডাশস্তোপকার ইত্যেতাদৃশং শাস্ত্রং নাস্তি তথাঽপ্যয়মুপকারোঽর্থতঃ প্রাপ্তো ন বারয়িতুং শক্যতে। যথা প্রদীপস্য বেদিপ্রকাশার্থং নির্ম্মিতস্যার্থসিদ্ধং মার্গপ্রকাশকত্বমনিবার্যং তথা পশুতন্ত্রমধ্যেঽনুষ্ঠীয়মানস্য পুরোডাশস্য পশ্বর্থৈরঙ্গৈরূপকারঃ কেন বার্য্যেত। তস্মাদন্যার্থৈর-প্যুপকারঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"আজ্যভাগৌ পুরোডাশে ন স্তঃ স্তো বাঽস্য চোদকঃ। লুপ্তস্ততো ন তৌ মৈবং প্রয়োগাংশস্য লোপ নাৎ" ইতি॥ তৌ ন পশৌ করোতীতি নিষেধা-দাজ্যভাগয়োঃ পশাবভাবেন পুরোডাশে প্রসঙ্গসিদ্ধির্নাস্তি ততস্তৌ বিচার্য্যেতে।

তত্র পুরোডাশ আজ্যভাগৌ ন স্ত ইতি তাবৎপ্রাপ্তং। কুতঃ। পুরোডাশবিষয়স্য চোদকস্য লুপ্তত্বাৎ। অন্যথা প্রযাজাদীনামপি পুনরনুষ্ঠানাপত্তেরিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবৎ পুরোডাশে চোদকো লুপ্যতে চোদকাভাবাৎ। পূর্ব্বোক্তপ্রসঙ্গসিদ্ধিস্ত প্রয়োগবচনমেব বাধতে ন চোদকং। অন্যথা প্রযাজাদীনাং পুরোডাশাঙ্গত্বাভাবেন প্রসঙ্গসিদ্ধেরপ্যবক্তব্যত্বাৎ। ননু প্রয়োগবাধেঽপ্যাজ্যভাগৌ ন স্ত ইতি চেন্ন। আজ্যভাগৌ প্রতি বাধিতায়াঃ প্রসঙ্গসিদ্ধের-ভাবাৎ। ততঃ প্রসঙ্গসিদ্ধাঙ্গবিষয় প্রয়োগাংশস্যৈব বাধাদবাধিতেন প্রয়োগবচনাংশেনাঽ-জ্যভাগাবনুষ্ঠাপ্যেতে। যথা দেবদত্তে যজ্ঞদত্তযানমারূঢ়ে দেবদত্তযানং নিবর্ত্ত্যতে ন তু বস্ত্রালং-কারাদি তদ্বৎ। দশমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"প্রযাজৈকাদশত্বাদবিশেষাবিধিভির্যুতে। পশ্বাদৌ সামিধেন্যাদিবিধ্যন্তো নাস্ত্যতাস্ত্যসৌ॥ বিশিষ্টাঙ্গবিধৌ নাসৌ চোদকস্যাপ্রবৃত্তিতঃ। লাঘবাদ্গুণমাত্রস্য বিধেঃ সাঽস্ত্যতিদেশতঃ" ইতি॥ অগ্নীষোমীয়পশাবেকাদশ প্রযাজাঃ শ্রুতাঃ, চাতুর্ম্মাস্যেষু নব প্রযাজাঃ, বায়ব্যপশৌ হিরণ্যগর্ভ ইত্যাঘারমন্ত্রঃ, ইত্যাদিভির্যু-তেষু পশ্বাদিষু প্রাকৃতেতিকর্ত্তব্যতা সামিধেন্যাদির্নাস্তি। কুতঃ। সংখ্যামন্ত্রাদিগুণবিশিষ্টস্য প্রযাজাঘারাদ্যঙ্গস্য প্রত্যক্ষবিধৌ সত্যুপদিষ্টৈনৈবাঙ্গেন নিরাকাঙ্ক্ষে পশ্বাদৌ চোদকস্যাপ্রবৃত্তে-রিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। পশ্বাদিবিধিস্তাবদিতিকর্ত্তব্যতামাকাঙ্ক্ষতি। তত্র প্রাকৃতাঙ্গান্যতিদিশ্য বা তদাকাঙ্ক্ষা পূর্য্যতাং বিধাস্যমানান্যঙ্গান্তরাণ্যুপদিশ্য বেতি বিবক্ষায়াং ক্লৃপ্তোপকারতয়া প্রাকৃতাঙ্গাতিদেশ এব ন্যায্যঃ। ততশ্চাতিদেশতঃ প্রাপ্তপ্রযাজাদ্যঙ্গমনূদ্য গুণমাত্র বিধৌ লাঘবং ভবতি। গুণবিশিষ্টাঙ্গবিধৌ তু গৌরবং স্যাৎ। তস্মাৎ সংখ্যান্তরমন্ত্রান্তরাভ্যাং পূর্ব্বয়োঃ সংখ্যামন্ত্রয়োর্ব্বাধেঽপি প্রযাজাঘারসামিধেন্যাদীতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্নোত্যেবাতিদেশাদিতি রাদ্ধান্তঃ।

দশমাধ্যায়স্য সপ্তমে পাদে চিন্তিতং—"পশুঃ কৃৎস্নো হবিঃ কিং বা প্রত্যঙ্গং হবিরন্যতা। আদ্যশ্চোদনয়া মৈবমবদানপৃথকত্বতঃ" ইতি॥" অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যত্র কৃৎস্নস্য পশোরেকহবিষ্ট্বং যুক্তং। কুতঃ। অগ্নীষোমীয়দেবতাং প্রতি দ্রব্যত্বেন পশোশ্চোদিতত্বাৎ। ন হি হৃদয়াদ্যঙ্গং সাক্ষাৎ পশুর্ভবতীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" "দোষ্ণোরবদ্যতি পার্শ্বয়োরবদ্যতি" ইত্যাদিনা হৃদয়াদ্যঙ্গানামবদানানি পৃথগাম্নায়ন্তে। অবদানং চ হবিষ্ট্বপ্রযোজকঃ সংস্কারঃ। পুরোডাশাদৌ হোতুমবদীয়মানত্বদর্শনাৎ। হবিঃশব্দশ্চ কর্ম্মব্যুৎপত্ত্যা হোমযোগ্যং দ্রব্যং ব্রূতে। পশ্বাকৃতিচোদনা তু হৃদয়াদ্যঙ্গদ্বারেণ দেবতাসম্বন্ধাদুপপদ্যতে। তস্মাৎ-প্রত্যঙ্গং হবির্ভেদঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"একেনাঙ্গেন সর্ব্বৈর্ব্বা যদ্বৈকাদশভির্যজিঃ একেন যাগসংসিদ্ধের্হবিষাং ভেদতোঽখিলৈঃ॥ একাদশভিরন্যেষাং পরিসংখ্যা ভবেত্ততঃ। ন ত্রিদোষী সত্যভাবাদশ্রুতোক্তেশ্চ সোচিতা" ইতি॥ প্রত্যঙ্গং হবির্ভেদে স্থিতে সতি ত্রেধা যাগে সংশয়ঃ।

তত্রানির্দ্দিষ্টবিশেষেণ যেন কেনাপ্যঙ্গেন যাগঃ কর্ত্তব্যস্তাবতৈব যাগস্য সিদ্ধেরিত্যেকঃ পক্ষঃ। চোদিতপশ্বঙ্গত্বং পরিগণিতেষু হৃদয়াদিষ্বঙ্গেষু চাংসশিরঃ প্রভৃতিষু সমানং। ততো হৃদয়াদিবদংসাদীনাং হবির্ভেদত্বাদ্‌যাগমন্তরেণ হূয়মানত্বলক্ষণহবিষ্ট্বস্যাপর্য্যবসানাৎ সর্ব্বৈরঙ্গৈর্যাগং ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ · হৃদয়াদিভিরেকাদশভিরেবাঙ্গৈর্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ। অন্যেষামংসাদীনাং পরিসংখ্যাতত্বাৎ। কুতঃ, চোদকেন সর্ব্বেষামঙ্গানামবদানে প্রাপ্তে হৃদয়াদিবাক্যেনাংসাদয়ঃ পরিসংখ্যায়ন্তে। নন্থ পরিসংখ্যায়াং বিধিঃ স্বার্থং জহাৎ পরার্থঃ কল্পেত প্রাপ্তং চ বাধেতেতি দোষত্রয়ং প্রসজ্যেত। প্রসজ্যতাং নাম। সতি হি গত্যন্তরে তেষাং দোষত্বং। পরিসংখ্যায়াস্ত তে ত্রয়ঃ স্বরূপমিতি কৃত্বা ন দোষতাং ভজন্তে। কিং চ দ্বয়ানি মাংসান্যভিমৃশন্তি শৃতাশৃতানীতি কেষাংচিন্মাংসানামপক্কত্বমুচ্যতে। পাকস্ত হবিষো মাংসস্য প্রতিনিয়তঃ। তস্মাদশৃতত্বোক্তিরংসাদিপরিসংখ্যাং গময়তি। এতদেবাভিপ্রেত্যাংসাদিপ্রতিষেধঃ শ্রুত্যা বর্ণ্যতে—"নাংসয়োরবদ্যতি ন শিরসঃ॥ ইত্যাদিনা। তস্মাদেকাদশভিরেব যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—

"ইজ্যাশেষৈরশেষৈর্ব্বা ত্র্যঙ্গৈঃ স্বিষ্টকৃতো হুতি। আদ্য প্রকৃতিবন্মৈবং পূর্ব্বার্দ্ধেত্যুক্তিশেষতঃ" ইতি॥ পশৌ শ্রূয়তে—'ত্র্যঙ্গৈঃ স্বিষ্টকৃতং যজতি' ইতি। তত্রেজ্যার্থানাং হৃদয়াদ্যেকাদশাঙ্গানাং মধ্যে যৈঃ কৈশ্চিত্র্যঙ্গৈরিজ্যাশেষভূতৈঃ স্বিষ্টকৃষ্টোতব্যঃ। কুতঃ। প্রকৃতাবিজ্যাশেষেণ পুরোডাশেন স্বিষ্টকৃতো হুতত্বাদত্রাপি চোদকেন তথাত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"দোষ্ণঃ পূর্ব্বার্দ্ধাদগ্নয়ে সমবদ্যতি গুদস্য মধ্যতঃ শ্রোণ্যা জঘনতঃ" ইতি বাক্যশেষেণ হৃদয়াদিভ্য একাদশভ্যোঽন্যানি ত্রীণ্যঙ্গানি স্বিষ্টকৃতে সমাম্নায়ন্তে। ন চ হৃদয়াদিষ্বপি গুদাদীন্যাম্নাতানীতি শঙ্কনীয়ং, তদ্বিশেষস্য কল্পসূত্রকারেণ দর্শিতত্বাৎ। 'হৃদয়ং জিহ্বা বক্ষো যকৃদ্‌বৃক্কৌ সব্যং দোরুভে পার্শ্বে দক্ষিণা শ্রোণির্গুদতৃতীয়মিতি। দৈবতানি, দক্ষিণং দোঃ সব্যা শ্রোণির্গুদতৃতীয়মিতি সৌবিষ্টকৃতানি' ইতি।

তস্মাদনিজ্যাশেষৈস্ত্র্যঙ্গৈঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমঃ অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—

'পুরোডাশস্য সাংনায্যস্য বা ধর্ম্মঃ পশৌ যতঃ।
দেবৈক্যমাদ্যস্তস্মান্নো হবির্জন্মাদিসাম্যতঃ॥' ইতি॥

অগ্নীষোমীয়ে পশাবগ্নীষোমীয়পুরোডাশস্য ধর্ম্মঃ কার্য্যঃ। কুতঃ দেবতৈক্যাদিতি চেন্মৈবম্। সাংনায্যং পশোরুৎপন্নং, পশুরপি পশোরুৎপন্নঃ, শ্রপণার্থমুখাসাংনায্যপশ্বোঃ সমা। হবিঃসাম্যং চ বলীয় ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ সাংনায্যস্য ধর্ম্মঃ॥

অত্রচ্ছন্দো নাস্তি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:০:—

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—নবম অনুবাকে বপাপ্রয়োগ উক্ত হইয়াছে; দশম অনুবাকে বসাহোম কথিত হইতেছে। এইরূপ অনুক্রমণে এবং বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে অগ্রসর হইয়াছেন। তদনুসারে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ

হইয়াছে,—'হে হৃদয়। তোমার মনঃস্থানীয় পৃষদাজ্যের দ্বারা দেবগণের মন সঙ্গত হউক। তদ্রূপ তোমার প্রাণও সঙ্গত হউক। হে হব্য। তুমি যাহাতে দেবগণের প্রিয় এবং ঘৃতবৎ হও, সেইভাবে তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে উৎসর্গ করিতেছি।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে আত্মসম্বোধন রহিয়াছে;—প্রার্থনাকারী আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন, আত্মায় অত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন; কহিতেছেন,—'হে মানব। তোমার মন মনোময়ে ন্যস্ত কর, তোমার প্রাণ প্রাণনাথে সঙ্গত হউক। আর তোমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বকে এমনই ভাবে সুসংস্কৃত কর, যেন তাহা গ্রহণ করিয়া ভগবান পরিতৃপ্ত হন।' ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণের উদ্বোধনা এই মন্ত্রে বর্ত্তমান বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধী। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—ইন্দ্রদেবতা এই পশুর প্রাণকে স্বকীয় সেই সেই অঙ্গে স্থাপন করুন। পশুর অপানাদিও সেইরূপভাবে স্থাপিত হউক। হে দেব ত্বষ্টা। আপনার অনুগ্রহে ছেদন দ্বারা বিশ্লিষ্ট সমুদায় অঙ্গ সমবেত হউক। হে হৃদয়াদি অবয়বসমূহ। তোমরা বিলক্ষণরূপ হইলেও হবিষ্ট্বের দ্বারা সমান-লক্ষণযুক্ত হও। হে পশু। দেবগণে গমনকারী তোমার সখীভূত অন্যান্য পশু এবং তোমার মাতা-পিতা সকলেই হৃষ্ট হউক। কি নিমিত্ত? তোমার মুখে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া স্বকুল সকলকে সেবা করিবার নিমিত্ত।

আমরা এ মন্ত্রের প্রথম অংশে ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সম্বোধন স্বীকার করি; আর পশুর পরিবর্ত্তে আত্মসম্বোধন অধ্যাহার করি। তাহাতেই মন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট হয়, এবং তাহাই আমাদিগের পন্থার অনুসারী। এখানে প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভগবানের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়, অর্থাৎ 'আমার' বলিতে যেন তাঁহার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। মানুষের চক্ষু-শ্রোত্রাদি পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। ভগবানে সঙ্গত হইলে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাদের সকলেরই সমতা আসিবে—অপিচ, তাহারা একযোগে তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইবে। আর অন্তরের যে শুদ্ধসত্ত্ব, সে পক্ষে তাহারা যেন পিতামাতার ন্যায় সংরক্ষক ও পালক হয় এবং মিত্রের ন্যায় আচরণ করে। ফলতঃ, অন্তরের সদ্ভাবই মূলীভূত। সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে, ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে। সেই শুদ্ধসত্ত্বই গতিমুক্তির সহায় হয়। তাই মন্ত্রের শেষাংশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের উদ্বোধনা বর্ত্তমান দেখি।

শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবাদি যে পরম পথের সহায় হয়, তৃতীয় মন্ত্রে সেই ভাব পরিব্যক্ত। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন, ভক্তাধীন ভগবান ভক্তিসুধা-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হউন, এবং তাঁহার অনুগ্রহে সৎকর্ম্মশীল জীবন লাভ করিয়া, মানুষ তাঁহার কর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ হউক; প্রজ্ঞানময় ভগবান সদ্ভাব-সংরক্ষণে কর্ম্মক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিউন,—এই প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

চতুর্থ মন্ত্রে অন্তরস্থিত দেবভাবসমূহকে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাব এবং ভক্তি অচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। ভক্তিতে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়, আবার শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে ভক্তির সঞ্চার। উভয়ই উভয়ের সহিত সঙ্গত। উভয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত। এখানে প্রার্থনাকারী শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিসুধা আপনার প্রাণের দেবতাকে প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের অর্থ ভিন্নরূপে পরিগৃহীত। ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—বসা। 'বসা' বলিতে 'মজ্জা, মেধ ও চর্ব্বি' প্রভৃতি বুঝায়। অর্থাৎ শরীরের যাহা সারসামগ্রী, তাহাই 'বসা' অভিধায়ে অভিহিত। ভাষ্যকারের মতে এই চতুর্থ মন্ত্র সেই 'বসা' সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—'হে বসা! তুমি আশ্রয়ণীয়া হও। অতএব আহবনীয় অগ্নি তোমাকে স্বীকার করুন। অপ তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ যেন তোমার শোষ না হয় অথবা তুমি যেন শুষ্ক না হও। হে বসা! তোমাকেও প্রদান করি। কি জন্য? বায়ুর গতির নিমিত্ত, আদিত্যের গমন জন্য, এবং অপ্‌ সম্বন্ধী ওষধিসমূহের প্ররোহণার্থ। তোমার পিধানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া এবং তোমার হোমস্বকৃতির জন্য বায়ুগমনাদি প্রভৃতি সুস্থিত হউক।

এরূপ অর্থে মন্ত্রের কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়, তাহা বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করি, পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেও তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ, আমরা যে পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদনুসরণে মন্ত্রের ভাব ও তাৎপর্য্য আমাদের ব্যাখ্যায় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে এক বিশ্বজনীন ভাব পরিব্যক্ত। এখানে প্রার্থনাকারী জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্ব্বভূতে বিশ্বাত্মা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি দিকরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত; প্রার্থনাকারী সেই সর্ব্বদিকেশ্বর ভগবানকে নমস্কার করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছেন। আর সেই সর্ব্বস্বরূপ ভগবানের উদ্দেশ্যে আপনার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন করিয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন; ভক্তিচন্দনমিশ্রিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, আমার অভীষ্ট পূরণ করুন। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)।

—— ০ ——

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহাঽন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহা দেব৺ সবিতারং

গচ্ছ স্বাহাঽহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা

সোমং গচ্ছ স্বাহা যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা ছন্দা৺সি গচ্ছ স্বাহা

দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহা নভো দিব্যং গচ্ছ স্বাহাঽগ্নিং

বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো মনো মে হার্দি যচ্ছ

তনুং ত্বচং পুত্রং নপ্তারমশীয়।

(২) শুগসি তমভি শোচ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো

ধাম্নোধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ নো মুঞ্চ যদাপো অঘ্নিয়া

বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) সমুদ্রম্। গচ্ছ। স্বাহা। অন্তরিক্ষম্। গচ্ছ। স্বাহা। দেবম্।

সবিতারম্। গচ্ছ। স্বাহা। অহোরাত্রে ইত্যহঃ—রাত্রে। গচ্ছ। স্বাহা।

মিত্রাবরুণাবিতি মিত্রা—বরুণৌ। গচ্ছ। স্বাহা। সোমম্। গচ্ছ। স্বাহা।

যজ্ঞম্। গচ্ছ। স্বাহা। ছন্দা৺সি। গচ্ছ। স্বাহা। দ্যাবাপৃথিবী ইতি

দ্যাবা—পৃথিবী। গচ্ছ। স্বাহা। নভঃ। দিব্যম্। গচ্ছ। স্বাহা। অগ্নিম্।

বৈশ্বানরম্। গচ্ছ। স্বাহা। অদ্ভ্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য

হত্যোষধি—ভ্যঃ। মনঃ। মে। হার্দিং। যচ্ছ। তনূম্।

ত্বচম্। পুত্রম্। নপ্তারম্। অশীয়।

(২) শুক্। অসি। তম্। অভীতি। শোচ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি।

যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। ধাম্নোধাম্ন ইতি ধাম্নঃ—ধাম্নঃ। রাজন্। ইতঃ।

বরুণ। নঃ। মুঞ্চ। যৎ। আপঃ। অঘ্নিয়াঃ। বরুণ। ইতি।

শপামহে। ততঃ। বরুণ। নঃ। মুঞ্চ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সমুদ্রং' (অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—তেন সহ সঙ্গতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উৎসৃজ্যামি, সুসিদ্ধরস্তু মম সঙ্কল্পঃ ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত ভক্তি! ত্বং 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং—বিশ্বব্যাপকং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—তেন সহ সঙ্গতা ভব ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং ভগবতি নিয়োজয়ামি; সুসিদ্ধরস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি শেষঃ)।

(গ) হে মম হৃদিসঞ্জাত সজ্জ্ঞান! ত্বং 'দেবং' (দ্যোতমানং—স্বপ্রকাশং ইত্যর্থঃ) 'সবিতারং' (জগৎপ্রসবিতারং জগৎপ্রকাশকং বা জ্ঞানদেবং—প্রজ্ঞানময়ং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—তেন সহ সঙ্গতং ভব ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং প্রেরয়ামি; সুহুতঃ সুসিদ্ধঃ অস্তু মম সঙ্কল্পঃ)।

(ঘ) হে মম সদ্ভাবসমন্বিত কর্ম্ম! ত্বং 'অহোরাত্রে' (অহোরাত্র্যাভিমানিনং দেবং ভগবন্তং, যদ্বা—অহোরাত্রিরূপেণ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—তেন সহ সঙ্গতং ভব)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং ভগবতি নিয়োজয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধমস্তু মম অনুষ্ঠানং)। অথবা যে অহোরাত্রে মম ভগবৎপ্রীণনসাধনং কর্ম্ম অনুষ্ঠিতং ভবতি তেষু সর্ব্বেষপি কালেষু মদনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিদায়কং ভবতু অপিচ তৎকালং শুভজনকং ভবতু ইতি ভাবঃ।

(ঙ) হে মম আত্মন্! ত্বং 'মিত্রাবরুণৌ' (মিত্রভূতং অপিচ স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—যদ্বা, পরমাত্মনা সহ সঙ্গতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং ভগবতি প্রেরয়ামি, সুসিদ্ধমস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ)।

(চ) হে মম মনঃ! ত্বং 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'গচ্ছ' (সংজনয়—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা হে মম মনঃ! ত্বং 'সোমং' (সৎস্বরূপং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (হৃদি ধারয় ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়ামি, সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞং ইতি শেষঃ)।

(ছ) হে মম মনঃ! ত্বং 'যজ্ঞং' (ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (বর্দ্ধতাং ইতি ভাবঃ); অথবা হে মম কর্ম্ম! ত্বং 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্মস্বরূপং যজ্ঞেশ্বরং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং ভগবতি নিয়োজয়ামি; সুহুতরস্তু যদ্বা সুসিদ্ধঃ ভবতু মম সঙ্কল্পঃ)।

(জ) হে মম কর্ম্ম! ত্বং 'ছন্দাংসি' (গায়ত্র্যাদিছন্দেষু বিরাজমানং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (সম্যক্ বৃণ, প্রবর্দ্ধয়—সম্প্রকাশয় ইতি ভাবঃ); অথবা হে মম কর্ম্মাণি! যুয়ং 'ছন্দাংসি' (গায়ত্র্যাদিছন্দোবদ্ধেন বেদমন্ত্রৈঃ সুষ্ঠুরূপেণ অনুষ্ঠিতানি সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (ভগবতি নিয়োজিতানি ভবত ইতি শেষঃ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ যুষ্মান্ প্রর্ত্তয়ামি; সুসিদ্ধানি সম্পূর্ণানি ভবতু মম তানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ)।

(ঝ) হে মম কর্ম্মাণি! যুয়ং 'দ্যাবাপৃথিবী' (ইহকালপরকালয়োঃ মঙ্গলানি ইত্যর্থঃ, অথবা ঐহিকামুষ্মিকয়োঃ পরমার্থানি ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (সম্পাদয়); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ যুষ্মান্ নিয়োজয়ামি; সুসিদ্ধঃ অস্তু মম সঙ্কল্পঃ)।

(ঞ) হে ভগবন্! ত্বং 'দিব্যং' (দীপ্যমানং জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতং ইত্যর্থঃ) 'নভঃ' (হৃদ্রূপে নভসি বর্ত্তমানং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি—গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। 'স্বাহা' (সুসিদ্ধং সুহুতং অস্তু মম অনুষ্ঠানং সাধনং বা ইতি শেষঃ)।

(ট) হে মনঃ! ত্বং 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বনেতারং বিশ্বহিতসাধকং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি, হৃদি উদ্বোধয় ইতি যাবৎ)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়ামি; সম্পূর্ণং অস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞং ইতি শেষঃ)।

(ঠ) হে মম চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'অদ্ভ্যঃ' (সুফলসমন্বিতায় ইতি ভাবঃ) 'ওষধীভ্য' (কর্ম্ম-ক্ষমায় ইত্যর্থঃ) প্রবুদ্ধা ভব। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়াম ইতি শেষঃ)।

(ড) হে ভগবন্! 'হার্দি' (মম হৃদয়ে আবির্ভব); অপিচ 'মে' (মম) 'মনঃ' (বিশুদ্ধং অন্তঃকরণং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (ময়ি সংস্থাপয়); তথা সতি 'তনুং ত্বচং পুত্রং, নপ্তারং' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং চতুর্ব্বর্গধনং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং ইত্যর্থঃ)।

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'শুক্' (শত্রূণাং সন্তাপকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'যঃ' (যঃ বহিরন্তশত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চকান্—ভগবৎপূজাপরায়ণান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি, হিনস্তি ইত্যর্থঃ) অপিচ 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'দিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) 'তং' (তং শত্রুং) 'অভিশোচ' (সন্তাপয় ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'বরুণ' (স্নেহকরুণাময় হে ভগবন্!) ত্বং 'ইতঃ ধাম্নধাম্নঃ' (অস্মাকং শত্রবঃ

অস্মাসু বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ যস্মিন্ যস্মিন্ স্থানাৎ অস্মান্ দ্বেষং কুর্ব্বন্তি, তত্তৎস্থানাৎ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মুঞ্চ' (শত্রোরুপদ্রবাৎ মোচয় ইতি ভাবঃ)।

(গ) 'বরুণ' (স্নেহকরুণাময়) 'আপ' (সদ্ভাবপোষক শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারক) 'অঘ্নিয়া' (পাপনাশক) হে ভগবন্! 'ইতি' (ইত্যেবং শোকসন্তপ্তাঃ বয়ং ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টনিবারণার্থং ইত্যর্থঃ) 'শপামহে' (প্রবুদ্ধাঃ ভবাম)। 'বরুণ' (স্নেহকারুণ্যময় হে ভগবন্!) 'নঃ' (অস্মান্) 'মুঞ্চ' (পরিত্রায়স্ব—সংসারপাশাৎ মোহপাশাৎ বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। (১ অষ্টকঃ—৩ প্রপাঠকঃ—১১ অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত সত্ত্ব-সমুদ্রকে—ভগবানকে প্রাপ্ত হও অথবা অনন্তসত্ত্বসমুদ্র ভগবানে মিলিত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে উৎসর্গীকৃত করিতেছি। আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি! তুমি অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত বিশ্ব-ব্যাপক ভগবানকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তাঁহার সহিত সঙ্গত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতেছি;—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুসিদ্ধ হউক।

(গ) হে আমার হৃদয়-সঞ্জাত সজ্‌জ্ঞান! তুমি দ্যোতমান স্বপ্রকাশ, জগৎ-প্রসবিতা (জগৎ-প্রকাশক) প্রজ্ঞানময় ভগবানকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তাঁহার সহিত সঙ্গত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি;—আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক।

(ঘ) হে আমার সদ্ভাব-সমন্বিত সৎ-কর্ম্ম! তুমি অহোরাত্র্যভিমানী দেবতাকে অর্থাৎ অহোরাত্রিরূপে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত ভগবানকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তাঁহার সহিত সঙ্গত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতেছি;—আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক। (অথবা যে অহোরাত্রে আমার ভগবৎপ্রীণন-সাধক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল কালেই আমার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিপদ হউক অপিচ সেই কাল শুভ-দায়ক হউক)।

(ঙ) হে আত্মা! তুমি মিত্রভূত এবং স্নেহ-কারুণ্যময় ভগবানকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হও। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে ভগবানে প্রেরণ করিতেছি;—আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক।

(চ) হে আমার মন! তুমি অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন কর। অথবা হে আমার মন! তুমি সৎ-স্বরূপ ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ কর। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে উদ্বোধিত করিতেছি;—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত হউক।

(ছ) হে আমার মন! ভগবৎপ্রীতি-হেতুভূত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হও। অথবা হে আমার কর্ম্ম! তুমি সৎকর্ম্ম-স্বরূপ যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতেছি;—আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক।

(জ) হে আমার কর্ম্ম! তুমি গায়ত্র্যাদিছন্দে প্রকাশমান্ ভগবানকে সম্যক্‌রূপে বরণ কর অর্থাৎ প্রকাশ ও পূজা কর। অথবা, হে আমার কর্ম্ম-সমূহ! গায়ত্র্যাদিছন্দোবদ্ধ বেদ-মন্ত্রের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া তোমরা ভগবানে নিয়োজিত হও। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাদিগের প্রবর্ত্তিত করিতেছি;—আমার সেই কর্ম্ম-সমূহ সুসিদ্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হউক।

(ঝ) হে আমার কর্ম্ম-সমূহ! তোমরা ইহকাল-পরকালের মঙ্গল-সমূহ অর্থাৎ ঐহিকামুষ্মিক পরমার্থ সম্পাদন কর। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতেছি;—আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক।

(ঞ) হে ভগবন্! আপনি দীপ্যমান্ অর্থাৎ জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদ্‌রূপ নভঃস্থলে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করুন। আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক অর্থাৎ স্বাহা-মন্ত্রে আমার হৃন্নিহিত সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিতেছি।

(ট) হে মন! তুমি বিশ্ব-নেতা অর্থাৎ বিশ্ব-হিতসাধক প্রজ্ঞানময় ভগবানকে প্রাপ্ত হও। স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে উদ্বোধিত করিতেছি;—আমার অনুষ্ঠান অর্থাৎ সাধনা সুসিদ্ধ হউক।

(ঠ) হে আমার চিত্তবৃত্তি! সুফল-সমন্বিত কর্ম্ম-ক্ষয়ের নিমিত্ত তুমি প্রবুদ্ধ অর্থাৎ উদ্বোধিত হও। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে উদ্বোধিত করিতেছি;—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হউক।

(ড) হে ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন;—অপিচ, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ স্থাপন করুন। আমি যেন তাহাতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন প্রাপ্ত হইতে পারি।

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি শত্রুদিগের সন্তাপক হও। অতএব যে

বহিরন্তঃশত্রু, ভগবৎ-পূজাপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, অপিচ যে শত্রুকে প্রার্থনাকারী আমরা হিংসা করি, সেই শত্রুকে তুমি সন্তাপিত কর।

(খ) স্নেহ-করুণাময় হে ভগবন্! আমাদিগের শত্রুগণ আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া যে সকল স্থান হইতে আমাদিগকে হিংসা করে, সেই সকল স্থান হইতে আমাদিগকে শত্রুর উপদ্রব হইতে মুক্ত করুন।

(গ) স্নেহকরুণাময়, সদ্ভাব-পোষক শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারক পাপন-নাশক হে ভগবন্! এইরূপে শোক-সন্তপ্ত আমরা অনিষ্ট-নিবারণে ইষ্ট-প্রাপ্তির নিমিত্ত যেন প্রবুদ্ধ হই। স্নেহ-কারুণ্যময় হে ভগবন্! আমাদিগকে সংসার-পাশ মোহ-পাশ হইতে পরিত্রাণ করুন। (১অষ্টক—৩প্রপাঠক—১১অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাকে বসাহোমো বর্ণিতঃ। একাদশে গুদকাণ্ডেনোপষট্সংজ্ঞকা হোমা উচ্যন্তে।

কল্পঃ—"আগ্নীধ্রাদোপযজানঙ্গারানাহরতি হোত্রীয় উপযজ উপযজতি শামিত্রান্নিরূঢপশুবন্ধ উত্তরস্যাং বেদিশ্রোণ্যাং গুদকাণ্ডমেকাদশাধা তির্য্যক্ছিত্ত্বাঽসংভিন্দন্নপর্য্যাবর্ত্তয়ন্ননুযাজানাং বষট্-কৃতে বষট্কৃত একৈকং গুদকাণ্ডং প্রতিপ্রস্থাতা হস্তেন জুহোতি সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহেত্যেতৈঃ প্রতি-মন্ত্রং সর্ব্বাণি হুত্বাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইতি বর্হিষি লেপং নিমৃজ্য মনো মে হার্দ্দি যচ্ছেতি জপতি" ইতি।

মন্ত্রাস্তেবমাম্নাতাঃ—"সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহাঽন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহা দেব৺্ সবিতারং গচ্ছ স্বাহাঽহো-রাত্রে গচ্ছ স্বাহা মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা সোমং গচ্ছ স্বাহা যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা ছন্দা৺্সি গচ্ছ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহা নভো দিব্যং গচ্ছ স্বাহাঽগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো মনো মে হার্দ্দি যচ্ছ তনূং ত্বচং পুত্রং নপ্তারমশীয়।" ইতি।

হে হবিস্ত্বং সমুদ্রাদিনামকান্দেবান্ গচ্ছ। হে লেপ ত্বামপ্কার্য্যৌষধিসিদ্ধ্যর্থং বর্হিষি নিমার্জ্মি। হৃদয়ে ভবো হার্দো হর্ষঃ সোঽস্যাতীতি হার্দ্দি। হে সমুদ্রাদিদেবতাসমূহ মে হার্দ্দি মনঃ প্রযচ্ছ। ত্বৎপ্রসাদাত্তনূমুত্তমজাতিযুক্তং শরীরং ত্বচং কান্তিমদ্রূপং তথা গুণবন্তং পুত্রং তৎ পৌত্রং চাশীয় প্রাপ্নুয়াম্॥

উপযজো বিধত্তে—"যজ্ঞেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা উপযড্ভিরেবাসৃজত যদুপযজ উপযজতি প্রজা এব তদ্‌যজমানঃ সৃজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞস্য সৃষ্টিসাধনত্বেঽপি সাক্ষাৎসাধনত্বমুপযজামেব। অনুযাজসমীপ ইজ্যন্ত ইত্যুপযজঃ॥ পশোঃ পাশ্চাত্যভাগং দ্রব্যত্বেন বিধত্তে—"জঘনার্দ্ধাদব দ্যতি জঘনার্দ্ধাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ অ০ ১) ইতি॥ ত্রেধা বিভক্তে গুদকাণ্ডে স্থূলভাগং বিধত্তে—"স্থবিমতোঽব দ্যতি স্থবিমতো হি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪, অ০ ১) ইতি॥ নির্গতং স্থূকরাৎ স্থূলাচ্ছিদ্রাৎ প্রজা উৎপদ্যন্তে॥ ক্রমেণ ছিন্নানাং ভাগানা

সাংকর্ষ্যং বারয়তি॥ "অসংভিন্দন্নব গুতি প্রাণানামসংভেদায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। অগ্রভাগং প্রথমতোঽবদায় পশ্চান্মূলভাগমিত্যেতাদৃশং বিপর্য্যাসং নিষেধতি—"ন পর্য্যাবর্ত্তয়তি যৎপর্য্যাবর্ত্তয়েদুদাবর্ত্তঃ প্রজা গ্রাহুকঃ স্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। উদাবর্ত্তো রোগবিশেষঃ॥

সমুদ্রাদিমন্ত্রাণাং সর্ব্বেষাং প্রজোৎপত্ত্যাবুপযোগং বিবক্ষুঃ সমুদ্রজলস্য রেতঃসাম্যমভিপ্রেত্যাহ—"সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ রেত এব তদ্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ অন্তরিক্ষশব্দস্যাবকাশপ্রদানোপযোগং দর্শয়তি—"অন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহেত্যাহান্তরিক্ষেণৈবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়ত্যন্তরিক্ষ৺্ হ্যনু প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ প্রেরকত্বেন সবিতৃরুপযোগ ইত্যাহ—"দেব৺্ সবিতারং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ উৎপত্তিকালত্বেনাহোরাত্রোপযোগমাহ—"অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহেত্যাহাহোরাত্রাভ্যামেবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়ত্যহোরাত্রে হ্যনু প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। প্রাণাপানপ্রদত্বেন মিত্রাবরুণয়োরুপযোগমাহ—"মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজাস্বেব প্রজাতাসু প্রাণাপানৌ দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ দেবতাত্বেন সোমোপযোগমাহ—"সোমং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ সৌম্যা হি দেবতয়া প্রজাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ প্রজাপ্রদত্বেন যজ্ঞস্যোপযোগমাহ। "যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব যজ্ঞিয়ঃ করোতি।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥

পশুপ্রদত্বেন ছন্দসামুপযোগমাহ—"ছন্দা৺্সি গচ্ছ স্বাহেত্যাহ পশবো বৈ ছন্দা৺্সি পশূনেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ ধারণায় দ্যাবাপৃথিব্যোরুপযোগমাহ—"দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব প্রজাতা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামুভয়তঃ পরি গৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ বৃষ্টিপ্রদানেন নভস উপযোগমাহ—"নভো দিব্যং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজাভ্য এব প্রজাতাভ্যো বৃষ্টিং নিযচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ প্রতিষ্ঠাপ্রদানেন বৈশ্বানরস্যোপযোগমাহ—"অগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব প্রজাতা অস্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইতি মন্ত্র উপেক্ষিতঃ॥ মনো মে হার্দ্দি যচ্ছেতি প্রার্থনায়াঃ প্রসঙ্গমাহ—"প্রাণানাং বা এষোঽবদ্যতি যোঽব দ্যতি গুদস্য মনো মে হার্দ্দি যচ্ছেত্যাহ প্রাণানেব যথাস্থানমুপ হ্বয়তে।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। গুদস্য প্রাণাধারত্বেন তদবদানে সতি স্থানভ্রষ্টাঃ প্রাণাঃ পুনর্মন্ত্রেণ যথাস্থানং স্থাপিতা ভবন্তি॥

২। "শুগসি তমভি শোচ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো ধাম্নোধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ নো মুঞ্চ যদাপো অঘ্নিয়া বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ॥" কল্পঃ—"অগ্রেণ যূপং শ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষ্য শূকস্য চাঽগ্রঁ স্য চ সংধৌ হৃদয়শূলমুদ্বাসয়তি শুগসি তমভি শোচ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যথাদ্ভির্ম্মার্জ্জয়ন্তে ধাম্নোধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ নো মুঞ্চ যদাপো অঘ্নিয়া বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চেতি" ইতি।

হে হৃদয়শূল ত্বং শুগসি শোকরূপমসি। অতো দ্বেষ্টারং দ্বেষ্যং চাভিশোচাভিপ্রাপ্য শোচয়।

হে বরুণ ত্বমিতো ধাম্নোধাম্নস্তত্তদ্দেষ্টৃদ্বেষ্যস্থানাচ্ছোকপ্রাপকাদস্মান্মোচয়। কিং চ হে আপো হে অঘ্নিয়া হে বরুণেত্যেবং বয়ং তদাহস্মাকমিষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টনিবারণার্থং দেবং ত্বাং শপামহে বাধামহে। মহতাং প্রত্যক্ষং নামগ্রহণমেব তাবন্মহাদ্রোহঃ।

তথা চ শ্রূয়তে—"যো বৈ বসীয়াꣳসং যথানামমুপচরতি পুণ্যার্ত্তি বৈ স তস্মৈ কাময়তে" ইতি। ন কেবলমত্র নামগ্রহণং কিং ত্বস্মদপেক্ষিত তত্তৎকার্য্যসাধনপ্রয়াসশ্চ। তেনোভয়েন জন্যং যৎপাপমস্তি হে বরুণ ততঃ পাপাদস্মান্মোচয়। মন্ত্রাবেতাবুপেক্ষিতৌ॥ শূলোদ্বাসনং বিধত্তে—"পশোর্ব্বা আলব্ধস্য হৃদয়ꣳ শুগৃচ্ছতি সা হৃদয়শূলমভি সমেতি যৎপৃথিব্যাꣳ হৃদয়-শূলমুদ্বাসয়েৎ পৃথিবীꣳ শুচাহর্পয়েদ্যদপ্স্বপঃ শুচাহর্পয়েচ্ছুষ্কস্য চাহর্দ্রস্য চ সংধাবুদ্বাসয়ত্যুভয়স্য শান্ত্যৈ (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি॥ উদ্বাসনকালে ধ্যানং বিধত্তে—"যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১) ইতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"সমুদ্রং শুদকাণ্ডস্য হোমা অন্ত্যাস্ত বর্হিষি। লেপং মার্ষ্টি মনো জপ্যঃ শুক্সংধাবার্দ্রশুষ্কয়োঃ॥ ত্যক্ত্বা মূলং ধাম্নো মৃজ্যং ভবেৎপঞ্চদশোদিতাঃ॥ (১ অষ্টকঃ—৩ প্রপাঠকঃ—১১ অনুবাকঃ)॥

অত্র মীমাংসাচ্ছন্দসী ন স্তঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশোঽনুবাকঃ॥ ১১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের অনুক্রমণিকায় প্রকাশ,—পশুর শুদকাণ্ডের দ্বারা উপসদ-নামক যে যজ্ঞের বিধি সূত্রগ্রন্থে উক্ত আছে, একাদশ অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা সেই উপসদ-হোম সম্পন্ন করিতে হয়। উপসদের পূর্ব্ববর্ত্তী বসাহোম। দশম অনুবাকে তদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—হবিঃ, লেপ এবং সমুদ্রাদি দেবতা; আর দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়শূল ও বরুণ প্রভৃতি। সম্বোধন অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'হে হবিঃ! তুমি সমুদ্রাদি-নামক দেবতা-সমূহে গমন কর। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি অন্তরিক্ষে গমন কর; স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি দেব সবিতাতে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহুতি দিতেছি। হে হবিঃ! তুমি অহোরাত্রে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রে তোমার দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি মিত্রাবরুণে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহুতি দিতেছি। হে হবিঃ! তুমি সোমে গমন কর! স্বাহা-মন্ত্রে তোমার দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি যজ্ঞে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রে তোমার দ্বারা আহুতি প্রদান

করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি ছন্দঃ-সমূহে গমন কর। স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহুতি প্রদান করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহুতি প্রদান করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি দিব্য নভদেশে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রে তোমার দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছি। হে হবিঃ! তুমি বৈশ্বানর নামক অগ্নিতে গমন কর; স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি। হে লেপ! তোমাকে অপ্‌কার্য্য ওষধি-সিদ্ধির নিমিত্ত বর্হিতে মার্জ্জন করিতেছি। হে সমুদ্রাদিদেবতাসমূহ আমাকে মনঃ প্রদান করুন। আপনাদিগের প্রসাদে উত্তমজাতিযুক্ত শরীর ত্বক ও কান্তিমান রূপ এবং গুণবন্ত পুত্রপৌত্রাদি যেন প্রাপ্ত হই।' দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ—'হে হৃদয়শূল! তুমি শোকরূপ হও। অতএব তুমি দ্বেষ্টৃদিগকে প্রাপ্ত হইয়া অভিশপ্ত কর। হে বরুণ! আপনি সেই সেই দ্বেষ্টৃদ্বেষ-স্থান-সমূহে শোকপ্রাপ্তি হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। অপিচ, হে আপ, হে অঘ্নিয়া, হে বরুণ—ইত্যাদি নাম উচ্চারণে, অনিষ্ট-নিবারণে ইষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত, আমরা শপথে আবদ্ধ হইতেছি। হে বরুণ! আপনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।'

প্রথম মন্ত্রে সমুদ্রাদি যে সকল পদের উল্লেখ আছে, মন্ত্রে ঐ সকল পদবিন্যাসের তাৎপর্য্য ভাষ্যকার সূত্র-গ্রন্থ হইতে যে ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মাভাস প্রদান করিতেছি; যথা,—ঐ সকল মন্ত্রে প্রজোৎপত্তির উপযোগ-হেতু রেতঃসাম্যের অভিপ্রায়ে সমুদ্র শব্দের প্রয়োগ। অন্তরিক্ষ শব্দে অবকাশ-প্রদানোপযোগ বিবক্ষিত। প্রেরকত্ব-সূচনায় 'সবিতারং' পদের উপযোগিতা। উৎপত্তিকালের-সূচনায় অহোরাত্রি পদের প্রয়োজন। প্রাণাপান-প্রদান-সামর্থ্য-সূচনায় মিত্রাবরুণ পদের প্রয়োগ; দেবতাত্ব-প্রতিপাদনে সোম-শব্দের অধ্যাহার; পশুপ্রদান-সামর্থ্য-সূচনায় ছন্দঃ-সমূহের উপযোগিতা; ধারণ-সামর্থ্য-সূচনায় দ্যাবাপৃথিবী পদের প্রয়োগ। বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা 'নভসঃ' পদের উপযোগিতা। প্রতিষ্ঠা-সম্পাদন জন্য বৈশানরের উপযোগ। সেই সেই প্রয়োজন সাধক বলিয়া সমুদ্র প্রভৃতি মন্ত্রে সমুদ্র প্রভৃতি পদ-বিন্যাসের সার্থকতা।

যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ-সমূহের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাই আমাদিগের মতে মন্ত্রের বিভিন্নরূপ সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র দুইটীকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদনুসারে যে তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে।

প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের অর্চ্চনাকারী ভগবৎ-পূজায় আপনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—সকলই ভগবানের চরণে সমর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার বিভিন্ন প্রয়োজনে 'সমুদ্র' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমাদের মতে, ঐ সকল পদের লক্ষ্য ভগবান। ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশরূপ ঐ সকল পদে ব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধক সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন—সর্ব্বভূতে ভগবানের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই সেই বিভূতির সহিত আপনার জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, সদ্ভাব প্রভৃতিকে সঙ্গত করিবার জন্য উদ্বোধিত হইতেছেন। সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। সমুদ্রকে যদি সাধারণ তোয়নিধি বলিয়াও

গ্রহণ করি, তাহাতেও তাঁহারই প্রকাশরূপ পরিব্যক্ত হয়। সমুদ্র যেমন জলের আধার, ভগবান সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের আধার। শুদ্ধসত্ত্বের অনন্ত-সমুদ্রে অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভৃতিকে মিশাইতে পারিলে জীবের ভাবনা থাকে কি? আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে যে অপার আনন্দ, সে আনন্দের তুলনা হয় না। প্রার্থনাকারী সেই সত্ত্বসমুদ্র ভগবানে আত্ম-সম্মিলন করিয়া পরমানন্দ-লাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছেন।

কিন্তু ভক্তি ভিন্ন—একৈকশরণ্য হওয়া ভিন্ন সে একাগ্রতা—সে একনিষ্ঠতা আসে কি? তাই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিকে তদুদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ভগবানের বিশালত্ব অপরিসীম। তাঁহার অনন্তত্বের তুলনা হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়ের তুলনা ভিন্ন মানুষের উপলব্ধি আসে না। তাই বলা হইয়াছে,—তিনি অন্তরিক্ষের ন্যায় অনন্ত। উদ্দেশ্য—তাহাতেও যদি তাঁহার অনন্তত্বের কিঞ্চিন্মাত্র ধারণায় ধরিতে পারা যায়। অনন্তকে ধরিতে অনন্তশক্তি-সম্পন্ন সামগ্রীর প্রয়োজন। ভক্তি সেই অনন্তশক্তিশালিনী। তাই অনন্তকে ধারণ করিতে অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ভক্তির শক্তি অপরিসীম। তিনি যে ভক্তের ভগবান। ভক্তাধীন তিনি; তাই ভক্তের ভক্তি-ডোরে তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই প্রার্থনাকারী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ভগবানে নিয়োজিত করিবার জন্য উদ্বোধিত হইতেছেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই ভাবের বিকাশই আমরা অনুধাবন করি।

তার পর জ্ঞান এবং কর্ম্মকে যথাক্রমে ভগবানে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ভগবানকে দৃঢ়-বন্ধনে বন্ধন করিতে হইলে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন। তিনই যেন অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না; আবার কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির স্বরূপজ্ঞান জন্মে না। আবার ভক্তি ও কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাও দেখি না। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনে, পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পরের স্বরূপ-বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। কর্ম্মের নানা স্তর নানা পর্য্যায়। কর্ম্মের সেই সকল পর্য্যায়ের মধ্যে যাহা ভগবানের প্রীতিসাধক, তাহাই গতিমুক্তির হেতুভূত হয়। প্রকৃষ্ট-জ্ঞানে এবং অনন্যা-ভক্তিতে কর্ম্মের সেই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মনির্ব্বাচনে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। সাধকের সঙ্কল্প,—তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্ম এরূপ হউক,—যদ্দ্বারা ভগবানের প্রীতি সাধিত হয় আর যদ্দ্বারা তাঁহার পরাগতি সুগম হয়।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে মনই মূলীভূত। মন যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, মনে যদি সদ্ভাবের বিকাশ না হয়—তাহা হইলে কর্ম্মে কোনই সুফললাভের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য মনঃ-সম্বোধনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের ও সৎকর্ম্ম-সাধনের উদ্বোধনা বর্ত্তমান। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; স্বচ্ছন্দ-বিহারী বায়ুর গতিরোধ করা যেমন সুকঠিন; মনোগতি রোধ করাও তদ্রূপ দুরূহ। মনশ্চাঞ্চল্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া অর্জ্জুন ভগবানকে কাতরকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

অর্থাৎ,—'হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভকারী, অজেয় ও দৃঢ়; আমি

তাহার নিরোধ বায়ু-নিরোধের ন্যায় দুষ্কর মনে করিতেছি।' ভগবানকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, মনের চাঞ্চল্য স্বীকার করিয়া শ্রীভগবান তাই কহিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

অর্থাৎ—'হে মহাবাহো! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, কর্ম্ম-যোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।' মনের চাঞ্চল্য ভগবান স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু কহিলেন,—মন চঞ্চল হইলেও অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যাইতে পারে। কেন-না,—যাঁহার চিত্ত সংযত নহে, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা সংযতচিত্ত ব্যক্তি যত্নশীল হইলে যোগ পাইতে পারেন। ফলতঃ, অভ্যাস এবং যোগই মনকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি—সকলই অভ্যাসে অর্জ্জিত হয়। তাই মনকে বশীভূত করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাব অর্জ্জনের এবং অনন্যাভক্তি-সহকারে ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি।

মনঃস্থৈর্য্যসাধনে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহকাল-পরকালের কল্যাণসাধন হয়। প্রার্থনাকারীর জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম সকলই তাঁহার পরমমঙ্গলসাধক হউক, প্রথম মন্ত্রের শেষ অংশে সেই উদ্বোধনা বর্ত্তমান। মানুষের চরম লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি এবং পরমসুখসাধন। মানুষের যত কিছু অনুষ্ঠান—সকলই সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তদ্ভিন্ন তাহার অন্য সাধনা নাই—তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কামনা নাই। এখানে সেই চরম উদ্বোধনার ভাব পরিস্ফুট। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—তাঁহার জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এমন হউক, যাহাতে তাঁহার জন্মগতি রোধ হয়,—তিনি পরমানন্দে পরমপুরুষে আত্মলীন করিতে পারেন। তাঁহার কর্ম্মাদি যখন যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, তখনই তাহা যেন সেই ভাবেই তাঁহার শুভাদয়ক হয়। তাই উদ্বোধনা—সাধক যেন পরম মঙ্গলসাধক সজ্‌জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন; সুফলসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনে তিনি যেন উদ্‌বুদ্ধ হন; আর বিশুদ্ধা ভক্তির প্রভাবে তিনি যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া ভববন্ধন ছেদন করিতে পারেন। তাই ভগবানের নিকট তাঁহার প্রার্থনা—'হে ভগবন্! আপনি হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনার উদয়ে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইবে; অন্তরের শত্রুসমূহ দূরে পলায়ন করিবে; শত্রুর পলায়নে, সদ্ভাবের প্রভাবে আপনার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হইব। আর তাহা হইলেই আমার সংসার-বন্ধন—ভববন্ধন টুটিয়া যাইবে; আমি পরমার্থধন লাভে সমর্থ হইবে। এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

ভগবানের আবির্ভাবে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে যে অন্তঃশত্রুর নাশ হয়, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। একই আধারে বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন দুই সামগ্রীর স্থান হয় না। সৎ ও অসৎ একই স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। অন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান করিতে হইলে, সদ্ভাবোন্মেষণের প্রয়োজন। সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাব তিরোহিত হয় অথবা সতের প্রভাবে অসৎও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া সৎ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রের শেষে বলা হইল;—'ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।' কিন্তু হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তো আর সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান হয় না। তাই

দ্বিতীয় মন্ত্রে শত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র-শেষে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, আপনি আমার অন্তরস্থিত পাপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন; আমার সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক। আপনার অনুগ্রহে আমি যেন পরাগতি-লাভে সমর্থ হই। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)।

—— • ——

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) হবিষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মান্দেবো অধ্বরো হবিষ্মাঁ৺

আ বিবাসতি হবিষ্মাঁ৺ অস্তু সূর্য্যঃ।

(২) অগ্নের্ব্বোঽপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনীঃ

সুম্নে মা ধত্তেন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থ মিত্রাবরুণয়োর্ভাগধেয়ীঃ

স্থ বিশ্বেষাং দেবানাং ভাগধেয়ীঃ স্থ যজ্ঞে জাগৃত ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) হবিষ্মতীঃ। ইমাঃ। আপঃ। হবিষ্মান্। দেবঃ। অধ্বরঃ। হবিষ্মান্।

এতি। বিবাসতি। হবিষ্মান্। অস্তু। সূর্য্যঃ।

(২) অগ্নেঃ। বঃ। অপন্নগৃহস্যেত্যপন্ন—গৃহস্য। সদসি। সাদয়ামি। সুম্নায়।

সুম্নিনীঃ। সুম্নে। মা। ধত্ত। ইন্দ্রাগ্নিয়োরিতীন্দ্র—অগ্নিয়োঃ। ভাগধেয়ীরিতি

ভাগ—ধেয়ীঃ। স্থ। মিত্রাবরুণয়োরিতি মিত্রা—বরুণয়োঃ। ভাগধেয়ীরিতি ভাগ—

ধেয়ীঃ। স্থ। বিশ্বেষাম্। দেবানাম্। ভাগধেয়ীরিতি

ভাগ—ধেয়ীঃ। স্থ। যজ্ঞে। জাগৃত ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'ইমা' (মম জন্মসহজাতাঃ) 'আপঃ' (সদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'হবিষ্মতীঃ' (পরাজ্ঞান-দায়িকাঃ—পরমার্থপ্রকাশিকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

(খ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) 'হবিষ্মান্' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকঃ—পরমার্থপ্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) ভবতু—অস্মাকং কর্ম্মপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ।

(গ) 'অধ্বরঃ' (অস্মাকং হিংসাবিরহিতং কর্ম্ম) 'হবিষ্মান্' (সুফলসমন্বিতং, যদ্বা—সম্ভাবজনকং ভগবৎপ্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'আ বিবাসতি' (ভবতু); অথবা 'অধ্বরঃ' (অস্মাকং অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) যথা 'হবিষ্মান্' (সুফলসমন্বিতং, ভগবতঃ প্রীতিপ্রদং ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'আবিবাসতি' (প্রবর্ত্ততাং ইতি শেষঃ)।

(ঘ) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানসূর্য্যঃ—অস্মাকং হৃদি আবির্ভূতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'হবিষ্মান্' (শুদ্ধসত্ত্বমণ্ডিতঃ) 'অস্তু' (ভবতু,—শুদ্ধসত্ত্বং জনয়তু ইতি শেষঃ); অথবা 'সূর্য্যঃ' (স্বপ্রকাশঃ প্রজ্ঞানময়ঃ ভগবান্—অস্মাকং হৃদি আবির্ভূতঃ সন্) অস্মান্ 'হবিষ্মান্' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্) 'অস্তু' (করোতু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকঃ। অস্মাকং জ্ঞানকর্ম্মভক্তীঃ অস্মাকং পরমমঙ্গ-দায়িকাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্!) 'বঃ' (ত্বাং) 'অপন্নগৃহস্য' (সদ্ভাব-মণ্ডিতস্য হৃদ্রূপস্য অবিনশ্বরগৃহস্য ইত্যর্থঃ) 'সদসি' (স্থানে, আধারে ইতি যাবৎ) 'সাদয়ামি' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং উদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবসমন্বিতে হৃদয়ে হি ভগবান্ তিষ্ঠতি। অতঃ অহং হৃদি সদ্ভাবং সংজনয়ন্ তত্র ত্বং ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ! যূয়ং 'সুম্নায়' (জগতাং হিতসাধনায়, সর্ব্বেষাং মঙ্গলায় ইত্যর্থঃ) 'সুম্নিনীঃ' (সর্ব্বেষাং হিতসাধকাঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখহেতবঃ ইতি ভাবঃ—ভবত ইতি শেষঃ);

অপিচ যূয়ং 'মাং' (ভগবৎকামিনং মাং ইতি ভাবঃ) 'স্যূমে' (সুখে, পরমসুখে ইত্যর্থঃ) 'ধত্ত' (স্থাপয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ! যূয়ং 'ইন্দ্রাগ্নিয়োঃ' (ইন্দ্রাগ্নিদেবতয়োঃ) 'ভাগধেয়ীঃ' (অংশভূতাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থ' (ভবথ); যূয়ং মিত্রাবরুণয়োঃ (মিত্রাবরুণদেবতয়োঃ) 'ভাগধেয়ীঃ' (অংশভূতাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থ' (ভবথ); অপিচ ত্বং 'বিশেষাং' (সর্ব্বেষাং) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'ভাগধেয়ীঃ' (অংশস্বরূপাঃ) 'স্থ' (ভবথ)। বয়ং 'যজ্ঞে' (মদনুষ্ঠিতেষু সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'জাগৃত' (সদাজাগরুকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মণি সদা মম উদ্বোধকঃ ইত্যর্থঃ) ভবথ ইতি শেষঃ।

মন্ত্রোঽয়ং উদ্বোধনমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বসদ্ভাবাদয়ঃ মম কর্ম্মাণি সদাবর্ত্তমানাঃ সন্তঃ মম পরমার্থদায়কাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১অষ্টকঃ—৩প্রপাঠকঃ—১২অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) আমার জন্মসহজাত সদ্বৃত্তিনিবহ পরজ্ঞানদায়ক ও পরমার্থপ্রকাশক হউক।

(খ) দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ ভগবান (আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে) শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক ও পরমার্থপ্রদায়ক হউন।

(গ) আমাদিগের হিংসাবিরহিত কর্ম্ম সুফলসমন্বিত, সদ্ভাবজনক এবং ভগবৎপ্রকাশক হউক। অথবা, আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহাতে সুফলসমন্বিত এবং ভগবানের প্রীতিপ্রদ হয়, সেইভাবে প্রবর্ত্তিত হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক)।

(ঘ) জ্ঞান-সূর্য্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বমণ্ডিত হউন। অথবা স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানময় ভগবান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধক। আমাদিগের জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গলদায়ক হউক—মন্ত্রে এই ভাব প্রকটিত)।

২। (ক) প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের সদ্ভাবমণ্ডিত হৃদ্রূপ অবিনশ্বর-গৃহের আধারে স্থাপন (প্রতিষ্ঠা) করি। (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান হয়। অতএব হৃদয়ে সদ্ভাবজনন দ্বারা আমি যেন সে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাদি! তোমরা জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত (সকলের মঙ্গলের জন্য) সর্ব্বপ্রাণীর সুখহেতু হও। এবং তোমরা ভগবৎকামী আমাকে পরমসুখে স্থাপন কর।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বাদি! তোমরা ইন্দ্রাগ্ন্যাদেবতাদ্বয়ের অংশভূত হও; এবং তোমরা মিত্রাবরুণ-দেবতার অংশভূত হও। আরও, তোমরা বিশ্বের সকল দেবভাবের অংশস্বরূপ হও। অতএব তোমরা আমার অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে সদাজাগরূক রহ, অথবা সৎকর্ম্মে আমাকে সদা উদ্বোধিত কর।

(মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসদ্ভাবসমূহ আমার সকল কর্ম্মে সদা বর্ত্তমান রহুক এবং তাহারাই আমার পরমার্থদায়ক হউক)। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

একাদশেঽনুবাকে গুদকাণ্ডহোমো বর্ণিতঃ। এতাবতাঽগ্নীষোমীয়ঃ পশুঃ সমাপ্তঃ। অথ সোমাভিষবোপযুক্তানাং বসতীবরীসংজ্ঞকানামপামুপাদানং দ্বাদশেঽনুবাকেঽভিধীয়তে।

১। "হবিষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মান্দেবো অধ্বরো হবিষ্মা৺ আ বিবাসতি হবিষ্মা৺ অস্তু সূর্য্যঃ।" কল্পঃ—"অথ যো বীড়িতঃ কুম্ভস্তং যাচতি তমাদায়াস্তরেণ চাত্বালোৎকরাবুদঙ্ঙুপ-নিক্রম্য যত্রাঽপস্তদেতি নাস্তমা বহন্তীরত্যেতি ন স্থাবরাণাং গৃহ্লাতি প্রতীপং তিষ্ঠন্ গৃহ্লাতি ছায়ায়ৈ চাঽতপতশ্চ সংধৌ গৃহ্লাতি হবিষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মান্দেবো অধ্বরো হবিষ্মা৺ আ বিবাসতি হবিষ্মা৺ অস্তু সূর্য্য ইতি" ইতি। বীড়িতো দৃঢ়ঃ। ইমা গৃহ্যমাণা বসতীবরীসংজ্ঞকা আপঃ স্বসংস্কারেণ সোমেন হবিষ্মত্যো ভবন্তু। দেব ইন্দ্রোঽপি হবিষ্মানস্তু। অধ্বরো যাগোঽপি হবিষ্মানাবিবাসতি সমস্তাদ্বিশেষেণ প্রবর্ত্ততাং বসতীবরীণাং প্রকাশকত্বেন সূর্য্যোঽপি হবিষ্মানস্তু॥ বিধত্তে—"দেবা বৈ যজ্ঞমাগ্নীধ্রে ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তদব্রুবন্বসতু নু ন ইদমিতি তদ্বসতীবরীণাং বসতীবরিত্বং তস্মিন্ প্রাতর্ন সমশক্নুবন্তদপ্সু প্রাবেশয়ন্তা বসতীবরীর-ভবন্বসতীবরীর্গৃহ্লাতি যজ্ঞো বৈ বসতীবরীর্যজ্ঞমেবাঽরভ্য গৃহীত্বোপ বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি।

পুরা কদাচিদ্দেবা আগ্নীধ্রমণ্ডপে স্থিত্বা যজ্ঞশালামংশেনেদং মমেদং মমেত্যেবং ব্যভজন্ত। ততঃ সর্ব্বৈঃ স্বস্বভাগেষু যদবশিষ্টং তদুদ্দিশ্য পরস্পরমব্রুবন্নিদমবশিষ্টমিদানীং সাধারণ্যেনাস্মাকমেব-তিষ্ঠতু প্রাতর্বিভাগং করিষ্যাম ইতি। যস্মাদ্বসত্বিতি দেবৈরুক্তং তস্মাত্তস্যাংশস্য দেবোক্তিযোগাদ্ব-সতীবরীরিতি নাম সংপন্নং। বসত্বিত্যুক্ত্যা যচ্ছেষভূতং তদ্বত্য আপো বসতীবর্যঃ। ততঃ প্রাতঃকালে পুনঃ সমাগত্য তস্মিন্নবশিষ্টে বিভাগং কর্ত্তুং নাশক্নুবন্। তস্যাল্পত্বেন বহূনাম-পর্য্যাপ্তত্বাৎ। তস্য সাধারণস্যৈকেন গ্রহীতুমশক্যত্বাদপ্সু পরিত্যক্তবন্তঃ। তাশ্চাঽপো

বসতীবর্য্যোঽভবন্। ততো যজ্ঞাংশত্বাদ্বসতীবরীগৃ্হ্ণীয়াৎ। তদ্‌গ্রহণেন যজ্ঞমেবোপক্রম্য দৃঢ়ং ধারয়িত্বা তৎসমীপে বসতি॥

তস্য গ্রহণস্য সূর্য্যাস্তময়াৎ পূর্ব্বকালং ব্যতিরেকমুখেণ বিধত্তে—"যস্যাগৃহীতা অভি নিম্রোচেদনারব্ধোঽস্য যজ্ঞঃ স্যাদ্‌যজ্ঞং বি চ্ছিন্দ্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। অগৃহীতা এতা অভিলক্ষ্য যন্নিম্রোচেদস্তমিয়াত্তদা পূর্ব্বদিনে যজ্ঞোঽনুপক্রান্তো ভবেৎ। তদাঽপরেদ্যুরনুষ্ঠিতোঽপি বিচ্ছিন্ন এব স্যাৎ॥ কথংচিদস্তময়ে সতি ত্রেধা প্রতীকারং বিধত্তে—"জ্যোতিষ্যা বা গৃহ্ণীয়াদ্ধিরণ্যং বাঽবধায় সশুক্রাণামেব গৃহ্ণাতি যো বা ব্রাহ্মণো বহুযাজী তস্য কুম্ভ্যানাং গৃহ্ণীয়াৎ স হি গৃহীতবসতীবরীকঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। উল্কয়া দ্যোতিতা ইত্যাদ্যঃ পক্ষঃ। কুম্ভে হিরণ্যমবধায় তৎসহিতা ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। সোমযাজিগৃহে কুম্ভগতা ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ॥ উক্তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"বসতীবরীগৃ্হ্ণাতি পশবো বৈ বসতীবরীঃ পশূনেবাঽরভ্য গৃহীত্বোপ বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। পশুপ্রাপ্তিহেতুতয়া পশুত্বং॥

গ্রহণকালে প্রবাহাভিমুখ্যং বিধত্তে—"যদন্বীপং তিষ্ঠন্ গৃহ্ণীয়ান্নির্ম্মার্গুকা অস্মাৎ পশবঃ স্যুঃ প্রতীপং তিষ্ঠন্ গৃহ্ণাতি প্রতিরুধ্যৈবাস্মৈ পশূন্ গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। প্রবাহো যন্মুখস্তন্মুখত্বেনাবস্থানমন্বীপত্বং, তদ্বৈপরীত্যং প্রতীপত্বং, নির্ম্মার্গুকা বিনশ্বরাঃ, প্রতিরুধ্য বিনাশং নিবার্য্য॥ প্রবাহগতোদকং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রমহন্‌ৎসোঽপোঽভ্যম্রিয়ত তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ꣳ সদেবমাসীত্তদত্যমুচ্যত তা বহন্তীরভবন্বহন্তীনাং গৃহ্ণাতি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবা আপস্তাসামেব গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ প্রবাহেষ্বত্যন্তসমীপস্থং জলং ব্যতিরেকমুখেণ বিধত্তে—"নান্তমা বহন্তীবতীয়াদ্যদন্তমা বহন্তীরতীয়াদ্‌যজ্ঞমতি মন্যেত॥ (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। অন্তমা অন্তিকতমাঃ। অতিমন্যেতাবজানীয়াৎ॥

বহন্তীষ্বপি নদীষু যা হ্রদবর্ত্তিন্যঃ স্থাবরা আপো যাশ্চ তটাকাদিস্থাস্তাসাং গ্রহণং নিষেধতি—"ন স্থাবরাণাং গৃহ্ণীয়াদ্বরুণগৃহীতা বৈ স্থাবরা যৎস্থাবরাণাং গৃহ্ণীয়াদ্বরুণেনাস্য যজ্ঞং গ্রাহয়েৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ অপাং গ্রহণায় ছায়াতপয়োঃ সন্ধিদেশং বিধত্তে -"যদ্বৈ দিবা ভবত্যপো রাত্রিঃ প্র বিশতি তস্মাত্তাম্রা আপো দিবা দদৃশে যন্নক্তং ভবত্যপোঽহঃ প্র বিশতি তস্মাচ্চন্দ্রা আপো নক্তং দদৃশে ছায়ায়ৈ চাঽতপতশ্চ সংধৌ গৃহ্ণাত্যহোরাত্রয়োরেবাস্মৈ বর্ণং গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। অহর্য্যদা বর্ত্ততে তদানীমপ্সু রাত্রিঃ প্রবিশতি। তত্র জলবর্ণস্য শুক্লস্য রাত্রিবর্ণস্য কৃষ্ণস্য চ মেলনাদীষত্তাম্রা ইবাঽপো দিনে দৃশ্যন্তে। যথা রাহুগ্রস্তে চন্দ্রে তাম্রত্বং তদ্বৎ। যদা তু রাত্রিঃ প্রবর্ত্ততে তদানীমহোঽপ্সু প্রবিশতি। তত্র শুক্লবর্ণয়োর্ম্মেলনাদাপো রাত্রৌ চন্দ্রবদতিশ্বেতা দৃশ্যন্তে। তস্মাদ্বর্ণদ্বয়োপেতে সন্ধিদেশে গৃহ্ণীয়াৎ॥ জলবিশেষণেন মন্ত্রগতহবিষ্মচ্ছব্দেন হবিঃসম্পাদকত্বং বিবক্ষিতমিত্যাহ—"হবিষ্মতীরিমা আপ ইত্যাহ হবিষ্কৃতানামেব গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ সূর্য্যশব্দেনাপাং প্রকাশোপেতত্বং বিবক্ষিতমিত্যাহ—"হবিষ্মাꣳ অস্তু সূর্য্য ইত্যাহ সশুক্রাণামেব গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি মন্ত্রগতস্য ছন্দস উপযোগমাহ—"অনুষ্টুভা গৃহ্ণাতি বাগ্বা অনুষ্টুপ্বাচৈবৈনাঃ সর্ব্বয়া গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥

২। "অগ্নের্ব্বোঽপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনীঃ সুম্নে মা ধত্তেন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থ মিত্রাবরুণয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থ বিশ্বেষাং দেবানাং ভাগধেয়ীঃ স্থ যজ্ঞে জাগৃত॥" কল্পঃ—"অগ্নের্ব্বোঽপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামীত্যপরেণ শালামুখীয়মুপসাদয়তি, সুম্নায় সুম্নিনীঃ সুম্নে মা ধত্তেতি সর্ব্বেষু বসতীবরীণাং সাদনেষু যজমানো যপতি নিশায়াং বসতীবরীঃ পরিহরত্যন্ত-র্ব্বেদ্যাসীনে যজমানে পত্ন্যাং চ নাদীক্ষিতমভিপরিহরেৎ সব্যোঽংসেঽত্যাধায়াপরেণ প্রাজিহিতং পরিক্রম্য পূর্ব্বয়া দ্বারোপনিষ্ক্রম্য দক্ষিণেন বেদিং গত্বা দক্ষিণেন মার্জালীয়ং ধিষ্ণিয়ং পরীত্য দক্ষিণস্যামুত্তরবেদিশ্রোণ্যাং সাদয়তি—ইন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থেতি, দক্ষিণঽংসেঽত্যাধায় যথেতং গত্বা পূর্ব্বয়া দ্বাবোপনিষ্ক্রম্যোত্তরেণ বেদিং গত্বোত্তরেণাঽগ্নীধ্রীয়ং ধিষ্ণিয়ং পরীত্যোত্তরস্যামুত্তর-বেদিশ্রোণ্যাং সাদয়তি মিত্রাবরুণয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থেতি, সব্যোঽংসেঽত্যাধায় যথেতং গত্বাঽপরেণা-ঽগ্নীধ্রীয়ং ধিষ্ণিয়মুপসাদয়তি বিশ্বেষাং দেবানাং ভাগধেয়ীঃ স্থেতি, যজ্ঞে জাগৃতেতি সন্না অনুমন্ত্রয়তে" ইতি।

হে বসতীবর্য্যো যুষ্মানবিনশ্বরগৃহস্য শালামুখীয়স্যাগ্নেঃ সদসি সাদয়ামি সমীপস্থানে স্থাপয়ামি। হে আপঃ সুম্নায় সর্ব্বপ্রাণিসুখায় প্রবৃত্তাঃ সুম্নিনীঃ স্বয়মপি সুখবত্যো যূয়ং মাং যজমানং সুম্নে সুখে ধত্ত স্থাপয়ত। যূয়ং যক্ষ্যমাণানামিন্দ্রাদিদেবানাং ভাগরূপাঃ স্থ। তস্মাদ্-যজ্ঞে জাগৃত রক্ষোনিবারণায় সাবধানা ভবত। অগ্নের্ব্বঃ সুম্নায়েতি দ্বৌ মন্ত্রাবুপেক্ষিতৌ॥ হবিষ্মতীরিত্যারভ্য ঋচঃ পাদেষু যা চতুঃসংখ্যা যা চ শালামুখীয়োত্তরবেদ্যাগ্নীধ্রীয়স্থানত্রয়-বিশিষ্টা সাদনসংখ্যা তদুভয়ং প্রশংসতি—"চতুষ্পদয়র্চ্চা গৃহ্ণাতি ত্রিঃ সাদয়তি সপ্ত সং পদ্যন্তে সপ্তপদা শক্বরী পশবঃ শক্বরী পশূনেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ শালামুখীয়োত্তরবেদ্যোঃ সাদনং বিধত্তে—"অস্মৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেঽমুষ্মা আহবনীয়ো যদ্গার্হপত্য উপসাদয়েদস্মিঁল্লোকে পশুমান্ৎস্যাদ্যদাহবনীয়েঽমুষ্মিঁল্লোকে পশুমান্ৎস্যাদুভয়োরুপ সাদয়ত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ স্থানত্রয়ে যৎসূত্রোক্তং পরিভ্রামণং তদ্বিধত্তে—"সর্ব্বতঃ পরিহরতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥

মন্ত্রচতুষ্টয়ে স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"ইন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি॥ বিধত্তে—"আগ্নীধ্র উপ বাসয়ত্যেতদ্বৈ যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্রং যদেব যজ্ঞস্যাপরাজিতং তদেবৈনা উপ বাসয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। তদেব তস্মিন্নেব॥ যদ্বিহিতং বহন্তীনাং গৃহ্ণাতীতি তদেব প্রশংসতি—"যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞং রক্ষাংস্যবচরন্তি যদ্বহন্তীনাং গৃহ্ণাতি ক্রিয়মাণমেব তদ্-যজ্ঞস্য শয়ে রক্ষসামনন্ববচারায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। বিততস্য বিস্তীর্ণস্য যজ্ঞস্য যতো যদঙ্গং বিমৃশ্য ন ক্রিয়তে তদেব ছিদ্রমনুপ্রবিশ্য রক্ষাংস্যবচরন্তি অপকুর্ব্বন্তি। বহন্তী-গ্রহণেন তদঙ্গং ক্রিয়মাণমেব শয়ে শেতে ভবতি॥ আগ্নীধ্রে সাদিতানাং তৃতীয়সবনগতাভিষক্-পর্য্যন্তং ধারণং বিধত্তে—"ন হোতা ঈলয়ন্ত্যা তৃতীয়সবনাৎ পরি শেরে যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ২) ইতি। এতা আপো ন হ্যপগময়ন্তি, কিং তু পরিশেরেঽবতিষ্ঠন্তে, স্থাপয়েদিত্যর্থঃ॥ অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—"হবির্গৃহ্ণাতি বসতীবরীরগ্নেস্ত সাদয়েৎ।

শালামুখীয়তঃ পশ্চাৎ সুম্না স্বামী জপেৎ পুনঃ ॥ ১ ॥ ইন্দ্রমিত্রদ্বয়াদ্‌বেদিশ্রোণ্যোরা-সাদয়েৎ ক্রমাৎ। বিশ্বে হ্যাগ্নীধ্রধিষ্ণ্যস্ত পশ্চাদাসাদয়েৎ পুনঃ ॥ যজ্ঞেতি মন্ত্রয়েৎ সম্নাঃ সপ্ত মন্ত্রা ইহোদিতাঃ ॥ ২ ॥" ইতি ॥

অত্র ন মীমাংসা ॥

অথ চ্ছন্দঃ—হবিষ্মতীরিত্যনুষ্টুপ্‌ ॥ (১অষ্টকঃ—৩প্রপাঠকঃ—১২অনুবাকঃ) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—— * ——

একাদশ অনুবাকে গুদকাণ্ডহোম পরিবর্ণিত হইয়াছে। একাদশ অনুবাক পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রপাঠকের মন্ত্রসমূহ অগ্নিষোমীয় পশুসম্বন্ধে প্রযুক্ত। তার পরই সোমাভিষব। সোমাভিষবের প্রথম এবং প্রধান উপাদান—বসতীবরী। দ্বাদশ অনুবাকে সেই বসতীবরী-সংজ্ঞক উপাদানের বিষয় কথিত হইতেছে।

বসতীবরী সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান সূত্রগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে সেই উপাখ্যানের বিষয় বিবৃত করিতেছি। তাহাতে সোমাভিষবে বসতীবরীর উপযোগিতার বিষয় উপলব্ধ হইবে। সেই উপাখ্যানটী এই,—পুরাকালে কোনও সময়ে দেবগণ, আগ্নীধ্র-মণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, যজ্ঞ-শালার এইটী আমার ইত্যাদি ভাবে বিভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া লয়েন। এইরূপে দেবগণের স্ব স্ব বিভাগানুসারে কতকাংশ অবশিষ্ট থাকে। তখন তাঁহারা সকলে স্থির করেন,—অবশিষ্ট অংশ আপাততঃ সাধারণ-সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত থাকুক। পরে প্রত্যুষে পুনরায় ঐ অবশিষ্ট অবিভক্ত অংশের বিভাগ করিয়া লওয়া যাইবে। সেই অবশিষ্ট অংশ 'বসতু' বলিয়া দেবগণ কর্তৃক তৎকালে পরিত্যক্ত হওয়ায়, সেই অংশের নাম—বসতীবরী হয়। আর সেই শেষভূত অংশসম্পন্ন আপ 'বসতীবর্য্যাপঃ' নামে অভিহিত। অনন্তর প্রাতঃকালে দেবগণ পুনরায় আগমন করিয়া সেই অবিভক্ত অংশের বিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার বিভাগ-মীমাংসায় সমর্থ হইলেন না। অবশিষ্ট অংশের অল্পত্ব-হেতু বহুর মধ্যে তাহার বিভাগ সম্ভবপর হইল না। সাধারণের সেই অংশের পরস্পর বিভাগে অসামর্থ্য-হেতু সেই অংশ জলে পরিত্যক্ত হইল। তাহা হইতে জলের নাম হইল—'বসতীবর্য্যঃ।' যজ্ঞের অংশভূত বলিয়া বসতীবরী গ্রহণীয়। বসতীবরী-গ্রহণে তৎসমীপে যজ্ঞ দৃঢ় স্থাপিত হয়,—সূত্রকারগণের ইহাই অভিপ্রায়।

ভাষ্যকার তাই প্রথম মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—'এই গৃহ্যমাণ বসতীবরী সংজ্ঞক জল স্বসংস্কারে সোমের দ্বারা হবিঃসংযুক্ত হউক। দেব ইন্দ্র হবিঃসম্পন্ন হউন। যাগও হবির্যুক্ত

হইয়া প্রবর্ত্তিত হউক। আর বসতীবরীসমূহের প্রকাশের দ্বারা সূর্য্যও হবিষ্মান্ হউন।' যজ্ঞ-কর্ম্মের অনুকূল ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। ক্রিয়াকাণ্ডের বিধির অনুসরণে মন্ত্রের প্রয়োগ যাহাই থাকুক, বেদমন্ত্রব্যাখ্যানে আমরা তাহার সহিত অল্পই সংস্পৃষ্ট।

আমরা মন্ত্রের সহিত বসতীবরীর সম্বন্ধ উপলব্ধি করি না। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম আমাদিগের পরমমঙ্গলদায়ক এবং মোক্ষপ্রাপক হউক,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকটিত। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের লক্ষ্য ঐ একই বলিয়া মনে হয়। এখানে 'অধ্বরঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের আমরা অর্থ করিয়াছি—'অস্মাকং হিংসা বিরহিতং কর্ম্ম।' হিংসাবিরহিত কর্ম্ম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—এ যজ্ঞে নরবলি নাই;—এ যজ্ঞ নরমেদ বা পশুমেদ যজ্ঞ নহে। স্থূলতঃ, এ যজ্ঞে কোনও প্রাণহানির সম্ভাবনা আদৌ নাই। এ যজ্ঞে যাজ্ঞিক সম্পূর্ণরূপে হিংসা-বিরহিত। আপনাকে হিংসারহিত করিয়া যাজ্ঞিক এ যজ্ঞে আপনাকে প্রবৃত্ত করিতেছেন—এ যজ্ঞের ইহাই এক অভিনবত্ব। এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই ভাব মনে হয় যে,—অন্তরকে এমন নির্ম্মল করিতে হইবে, যেন কোনরূপ কুপ্রবৃত্তি অন্তরে স্থানলাভ না করে—যেন দয়া সত্য সরলতা ক্ষমা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি, হৃদয়ে অগ্নিরূপে জ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়,—যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকরশ্মি-সঞ্চারে উদ্ভাসিত হয়। পশুমেদ নরমেদ প্রভৃতি যজ্ঞে হিংসাভাবের প্রশ্রয় দান করিলেই যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা নহে; যজ্ঞের লক্ষ্য হওয়া চাই—অহিংসা। পরবর্ত্তিকালে যে মহাপ্রাণ, অহিংসা পরমধর্ম্মরূপ মহাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি বৈদিক এই অহিংসা-যজ্ঞ-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধারণভাবে রাজসিক যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এ মন্ত্র একরূপ অর্থ প্রকাশ করে; আর যাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানযজ্ঞে প্রবৃত্ত আছেন; তাঁহারা দেখিবেন,—এ মন্ত্রে আর একভাবে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করা হইয়াছে। ফলতঃ, এ 'অধ্বরঃ' পদে শত্রুগণের উপদ্রব-পরিশূন্য সৎকর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। অন্তঃশত্রুর উপদ্রব দূর হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে, প্রজ্ঞানময় ভগবান অন্তরে উদয় হইয়া সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। তখনই কর্ম্ম সুফলমণ্ডিত এবং পরমার্থদায়ক হয়। তাহাতেই মোক্ষলাভ ঘটে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণ প্রভৃতি ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি-সমূহ মঙ্গলদায়ক হউন, তাঁহাদের অনুগ্রহে সদ্ভাবমণ্ডিত হইয়া বিশ্বজনকে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করি—এইরূপ সঙ্কল্পের এবং উদ্বোধনার ভাব বর্ত্তমান। সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের প্রাপক, আর সদ্ভাবমণ্ডিত হৃদয়েই যে তাঁহার অধিষ্ঠান—মন্ত্রে সেই ভাবের অধ্যাস দেখি। সদ্ভাব যে সৎকর্ম্মের উদ্দীপক, সদ্ভাবেই যে সৎকর্ম্ম সংসাধিত হয়—এই সত্যই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)।

—— * ——

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ।)

(১) হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্য্যায় ত্বোর্ধ্বমিমমধ্বরং কৃধি

দিবি দেবেষু হোত্রা যচ্ছ সোম রাজন্নেহ্যব রোহ মা ভের্ম্মা সং

বিকৃথা মা ত্বা হিꣳসিষং প্রজাস্ত্বমুপাবরোহ প্রজাস্ত্বামুপাবরোহন্তু।

(২) শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং মে শৃণ্বন্ত্বাপো ধিষণাশ্চ দেবীঃ।

শৃণোত গ্রাবাণো বিদুষো নু যজ্ঞꣳ শৃণোতু দেবঃ সবিতা হবং মে।

(৩) দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং

দেবেভ্যো দেবত্রা ধত্ত শুক্রꣳ শুক্রপেভ্যো যেষাং ভাগঃ স্থ স্বাহা।

(৪) কার্ষিরস্যপাপাং মৃধ্রꣳ। (৫) সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয়ে।

(৬) যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমাবো বাজেষু যং জুনাঃ।

স যন্তা শশ্বতীরিষঃ॥ ১৩॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) হৃদে। ত্বা। মনসে। ত্বা। দিবে। ত্বা। সূর্য্যায়। ত্বা। উর্দ্ধ্বম্। ইমম্।
অধ্বরম্। কৃধি। দিবি। দেবেষু। হোত্রাঃ। যচ্ছ। সোম। রাজন্।
এতি। ইহি। অবেতি। রোহ। মা। ভেঃ। মা। সমিতি।
বিকৃথাঃ। মা। ত্বা। হি৺সিষম্। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। ত্বম্।
উপাবরোহেত্যুপ—অবরোহ। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। ত্বম্।
উপাবরোহন্ত্বিত্যুপ—অবরোহন্তু।

(২) শৃণোতু। অগ্নিঃ। সমিধেতি সম্—ইধা। হবম্। মে। শৃণ্বন্তু। আপঃ।
ধিষণাঃ। চ। দেবীঃ। শৃণোত। গ্রাবাণঃ। বিদুষঃ। নু। যজ্ঞম্।
শৃণোতু। দেবঃ। সবিতা। হবম্। মে।

(৩) দেবীঃ। আপঃ। অপাম্। নপাৎ। যঃ। উর্ম্মিঃ। হবিষ্যঃ। ইন্দ্রিয়াবানি-
তীন্দ্রিয়—বান্। মদিন্তমঃ। তম্। দেবেভ্যঃ। দেবত্রেতি দেব—ত্রা। ধত্ত।
শুক্রম্। শুক্রপেভ্য ইতি শুক্র—পেভ্যঃ। যেষাম্।
ভাগঃ। স্থ। স্বাহা।

(৪) কার্ষিঃ। অসি। অপেতি। অপাম্। মৃধ্রম্।

(৫) সমুদ্রস্য। বঃ। অক্ষিত্যৈ। উদিতি। নয়ে।

(৬) যম্। অগ্নে। পৃৎস্বিতি পৃৎ—সু। মর্ত্যম্। আবঃ। বাজেষু। যম্।

জুনাঃ। সঃ। যন্তা। শশ্বতীঃ। ইষঃ॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'হৃদে' (মম অরণ্যসদৃশে হৃদয়ে) 'ত্বা' (ত্বাং) নিদধামি ইতি শেষঃ। অথবা 'হৃদে' (মম সদ্ভাবমণ্ডিতে হৃদয়ে ইত্যর্থঃ, অথবা হৃদি সদ্ভাবসংজননায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি উদ্দীপয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'মনসে' (মম মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারণায়, যদ্বা—মনসি সদ্ভাব-সংজননায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি প্রতিষ্ঠাপয়ামি বা ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মনঃ! 'দিবে' (দ্যুলোকসম্বন্ধিনাং দেবভাবানাং উদ্বোধনায় ইত্যর্থঃ—সত্ত্বভাব-সংজননায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে চিত্তবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সূর্য্যায়' (স্বপ্রকাশায় ভগবতে জ্ঞানদেবায়, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) প্রেরয়ামি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(ঙ) হে ভগবন্! ত্বং 'ইমং' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতং) 'অধ্বরং' (হিংসারহিতং বিনাশ-রহিতং বা সৎকর্ম্ম) 'ঊর্দ্ধং' (উন্নতং, ভবতাং প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু)। অপিচ, 'দিবি' (দিবিস্থিতেষু) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু) 'হোত্রা' (অস্মাকং প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'যচ্ছ' (স্থাপয়, প্রেরয় ইতি ভাবঃ)।

(চ) 'রাজন্' (সৎকর্ম্মসু রাজমান্, নিত্যবিদ্যমান্ বা ইত্যর্থঃ) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'ইহি' (অস্মাকং হৃদয়ে কর্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) 'অবরোহ' (সমাগচ্ছ—সম্যক্ উদ্দীপিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। 'মা ভেঃ' (শত্রুভয়েন ভীতিবিহ্বলঃ চঞ্চলঃ বা ইত্যর্থঃ মা ভব ইতি ভাবঃ); 'সংবিক্থা' (অন্তরস্থাঃ শত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা হিংসিষং' (হিংসাং মা কুর্ব্বন্তু; বিপথি মা পরিচালয়ন্তু ইতি ভাবঃ)।

(ছ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বং' 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'অবরোহ' (প্রাপ্নুহি)। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হৃদি উপজায়ন্ত, সর্ব্বেঃ

প্রাণিনঃ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ। অপিচ, 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে লোকাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বাং' 'উপাবরোহন্তু' (প্রাপ্নুবন্তু, হৃদি উদ্দীপয়ন্তু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! এবং কুরু যেন বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তু।

২। 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানময়ঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'সমিধা' (শুদ্ধসত্ত্বরূপৈঃ সমিদ্ভিঃ হৃদি আবির্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং পূজাং বা ইত্যর্থঃ) 'শৃণোতু' (গৃহ্লাতু); 'ধিষণাঃ' (ধীশক্তিসম্পন্নাঃ—প্রজ্ঞানস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদি-সম্পন্নাঃ) 'আপঃ' (স্নেহকারুণ্যরূপিণ্যঃ হে দেবতাঃ!) যূয়ং অপি 'শৃণ্বন্তু' (গৃহ্লীত—মম পূজাং ইতি ভাবঃ); 'গ্রাবাণঃ' (জ্ঞানভক্তিদায়কাঃ হে দেবাঃ!) 'বিদুষঃ স্থ' (মাং প্রতি প্রীত্যা-তিশয়যুক্তাঃ সন্তঃ, যদ্বা—মাং প্রতি অনুগ্রহপরায়ণাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞং' (মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'শৃণোত' (গৃহ্লীত) অথবা সৎকর্ম্মসু নিত্যবিদ্যমানাঃ ভবত ইতি ভাবঃ; তথা সতি 'দেবঃ' (দ্যোতমান্—স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ ভগবান্) 'মে' (মম) 'হবং' (আহ্বানং, পূজাং ইতি ভাবঃ) 'শৃণোতু' (প্রাপ্নোতু, গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ)। হৃদি জ্ঞানে উপজিতে সতি কর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিদায়কং ভবতি; অপিচ তৎ কর্ম্ম ভগবতি গচ্ছতি।

৩। 'অপাং' (জলস্য, তমোভাবস্য ইত্যর্থঃ) 'নপাৎ' (শোষকাঃ, নাশকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবীঃ আপঃ' (হে শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবতাঃ!) 'হবিষ্যঃ' (দেবভাবজনকং) 'ইন্দ্রিয়াবান্' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'যঃ' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনঃ যঃ প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) 'ঊর্ম্মিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহঃ) অস্তি, যূয়ং 'তৎ' (সত্ত্বপ্রবাহং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবানাং প্রীতিসাধনার্থং) 'দেবত্রা' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতেষু দেবভাবজনেকেষু সৎকর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'ধত্ত' (স্থাপয়ত)। অপিচ যূয়ং 'যেষাং' (যেষাং দেবভাবানাং) 'ভাগঃ' (অংশস্বরূপাঃ) 'স্থ' (ভবত) 'শুক্রপেভ্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকেভ্যঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, যদ্বা—তেষাং উদ্বোধনার্থং ইতি যাবৎ) 'শুক্রং' (সদ্ভাবজনকং তং সত্ত্বপ্রবাহং ইতি ভাবঃ) অস্মাকং কর্ম্মসু স্থাপয়ত ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ যুষ্মভ্যং উৎসৃজামি; সুসিদ্ধং সুহুতং অস্তু মম অনুষ্ঠানং)।

৪। হে চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'কার্ষিঃ' (কর্ষণীয়া, উৎকর্ষসাধনযোগ্যা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'কার্ষিঃ' (উৎকর্ষসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ তব প্রভাবেন অহং 'অপাং মৃধ্রং' (সদ্ভাবানাং বিরোধিনং ইত্যর্থঃ) 'অপ' (অপনয়ামি)।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সমুদ্রস্য উক্ষিত্যা' (সমুদ্রবৎ তব অক্ষীণত্বায় ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'উন্নয়ে' (উন্নয়ামি, উৎকর্ষং সাধয়ামি ইত্যর্থঃ); অথবা 'সমুদ্রস্য' (তমোভাবস্য) 'উক্ষিত্যা' (বিনাশায় ইত্যর্থঃ) 'উন্নয়ে' (তব উৎকর্ষং সাধয়ামি ইতি ভাবঃ)।

৬। অগ্নে (হে জ্ঞানদেব!) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু—সংসারসমরক্ষেত্রেষু) 'যং' (পুরুষং) ত্বং 'আবঃ' (অবসি, রক্ষসি) যং (পুরুষং) বাজেষু (সমরাঙ্গণেষু—পাপেন সহ যুদ্ধেষু ইত্যর্থঃ) 'জুনাঃ' (নিয়োজয়সি, প্রেরয়সি) 'স' (পুরুষঃ) 'শাশ্বতীঃ' (নিত্যানি) 'ইষঃ' (ধনানি—মোক্ষং ইতি ভাবঃ) 'আ যন্তা' (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)। ভগবৎপ্রেরণয়া যঃ জনঃ সংসার-সমরাঙ্গণে পাপেন সহ সংগ্রামপ্রবৃত্তঃ ভবতি ভগবৎকৃপয়া স হি পরাগতিং লভতে।

অথবা,

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্!) 'পৃৎসু' (সংসারসংগ্রামেষু) ত্বং 'যং মর্ত্তং' (মরণধর্ম্মাণং যং জনং) 'আবঃ' (অবসি, রক্ষসি) অপিচ 'বাজেষু' (শত্রুসংগ্রামেষু—পাপশত্রুণা সহ সংগ্রামেষু ইত্যর্থঃ) ত্বং 'যং' (যং জনং ইত্যর্থঃ) 'জুনাঃ' (যোজয়সি, আশ্রয়সি ইতি ভাবঃ) 'স' (স জনঃ) 'শশ্বতীঃ' (অবিনশ্বরানি) 'ইষঃ' (ধনানি—পরমার্থরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'যন্তা' (প্রাপ্স্যতি, লভতি ইত্যর্থঃ)। ভগবান যং জনং রক্ষতি তস্য ক্ষয়ং নাস্তি ; স জনঃ তস্য ভগবতঃ কৃপয়া পরাগতিং লভতে। (১অষ্টকঃ—৩প্রপাঠকঃ—১৩অনুবাকঃ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অথবা আমার সদ্ভাবমণ্ডিত হৃদয়ে অথবা হৃদয়ে সদ্ভাব-সংজনন নিমিত্ত তোমাকে উদ্বোধিত বা উদ্দীপিত করিতেছি।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার মনের চাঞ্চল্যনিবারণ জন্য অথবা অন্তরে সদ্ভাবসংজনন নিমিত্ত তোমাকে উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

(গ) হে মন! দ্যুলোকসম্বন্ধি দেবভাবসমূহের উদ্বোধন জন্য—সত্ত্বভাব-সংজনন নিমিত্ত তোমাকে উদ্বোধিত করিতেছি।

(ঘ) হে চিত্তবৃত্তি! তোমাকে স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেব ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ বা নিয়োজিত করিতেছি।

(ঙ) হে ভগবন্! আমাদিগের অনুষ্ঠিত হিংসারহিত (বিনাশরহিত) সৎকর্ম্ম আপনার প্রীতিসাধন করুন। আপনি, দিবিস্থিত দেবভাবসমূহে আমাদিগের প্রার্থনা স্থাপন বা প্রেরণ করুন।

(চ) সৎকর্ম্মসমূহে বিদ্যমান হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে আগমন কর বা উদ্দীপিত হও। শত্রুভয়ে ভীতিবিহ্বল বা চঞ্চল হইও না। অন্তরস্থ শত্রুসমূহও যেন তোমাকে হিংসা করিতে না পারে অর্থাৎ আমা-দিগকে বিপথে পরিচালিত না করে।

(ছ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্ববাসী সকলকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সকল প্রাণীর অন্তরেই উপজিত হউক। সকল প্রাণীই শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হউক)। অপিচ, বিশ্ববাসী সকল ব্যক্তিই

শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি এমন করুন,—যেন বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়)।

২। প্রজ্ঞানময় ভগবান শুদ্ধসত্ত্বরূপ সমিধ গ্রহণে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন; প্রজ্ঞান-স্বরূপ দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত স্নেহকরুণারূপী হে দেবতাগণ! আপনারাও আমার পূজা গ্রহণ করুন। জ্ঞানভক্তিদায়ক হে দেবগণ! আমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত হইয়া অথবা আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া, আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম গ্রহণ করুন অথবা সৎকর্ম্ম-সমূহে নিত্যবিদ্যমান হউন। তাহাতে স্বপ্রকাশ জ্ঞান-প্রেরক ভগবান আমার পূজা প্রাপ্ত হউন বা গ্রহণ করুন। (হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হইলে, কর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিদায়ক হয়; সেই কর্ম্মই ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকে)।

৩। তমো-ভাবের নাশক হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ দেবগণ! দেবভাবজনক ভগবানের প্রীতিসাধক পরমানন্দদায়ক আপনাদিগের সম্বন্ধি যে প্রসিদ্ধ সত্ত্ব-প্রবাহ বর্ত্তমান, আপনারা সেই সত্ত্ব-প্রবাহ, দেবগণের প্রীতি-সাধন জন্য আমাদিগের অনুষ্ঠিত দেবভাবজনক সৎকর্ম্মসমূহে স্থাপন করুন। অপিচ, আপনারা যে দেবভাবসমূহের অংশভূত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রাহক সেই দেবভাবের উদ্বোধন নিমিত্ত, সদ্ভাবজনক সেই সত্ত্বপ্রবাহ আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহে স্থাপন করুন। স্বাহা-মন্ত্রে আপনাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছি; আমার অনুষ্ঠান বা উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত বা সুসিদ্ধ হউক।

৪। হে চিত্তবৃত্তি! তুমি উৎকর্ষসাধনযোগ্য হও। অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি উৎকর্ষসাধক হও। অতএব তোমার সাহায্যে সদ্ভাবের বিরোধীদিগকে অপনীত করিতেছি।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্রবৎ তোমার অক্ষীণত্বের নিমিত্ত তোমার উৎকর্ষ-সাধন করিতেছি। অথবা তমোভাবের বিনাশের নিমিত্ত তোমার উৎকর্ষসাধন করিতেছি।

৬। হে জ্ঞানদেব! সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে আপনি রক্ষা করেন, এবং যে ব্যক্তিকে আপনি পাপসহযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন, সে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে নিত্যধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অথবা,

প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! সংসার-সংগ্রামে আপনি মরণধর্ম্মা যে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন; অপিচ, পাপশত্রুর সহিত সংগ্রামে যে ব্যক্তিকে আপনি নিযুক্ত করেন অথবা যে ব্যক্তিকে আপনি আশ্রয় করেন, সে ব্যক্তি অবিনশ্বর পরমার্থরূপ ধনসমূহ প্রাপ্ত হয়। (ভগবান যে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাহার ক্ষয় নাই। ভগবানের কৃপায় সে ব্যক্তি পরাগতি প্রাপ্ত হয়)। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বাদশেঽনুবাকে সোমাভিষবার্থানাং বসতীবরীণাং গ্রহণমুক্তং। অভিষোতব্যস্য সোমস্য শকটাদুপাবরোহস্ত্রয়োদশেঽনুবাকেঽভিধীয়তে। অথ মহারাত্রে প্রবুধ্য সোমপাত্রাণ্যাসাদ্য সোমমবরোহয়েৎ। কল্পঃ—"অথৈতচ্চর্ম্মফলকয়োঃ প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি যজ্ঞ প্রতিতিষ্ঠেতি বা তূষ্ণীং বা তস্মিন্ সংমুখান্ গ্রাব্ণঃ কৃত্বা দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্যান্তরেষে সোমং রাজানমুপাবহরতি হৃদে ত্বা মনসে ত্বা সোম রাজন্নেহ্যবরোহেতি দ্বাভ্যাম্" ইতি। মন্ত্রৌ ত্বেবমাম্নাতৌ—

১। "হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্য্যায় ত্বোর্ধ্বমিমমধ্বরং কৃধি দিবি দেবেষু হোত্রা যচ্ছ সোম রাজন্নেহ্যব রোহ মা ভের্ম্মা সং বিক্থা মা ত্বা হিꣳসিষং প্রজাস্ত্বমুপাবরোহ প্রজাস্ত্বামুপাবরোহন্তু" ইতি॥

হে সোম ত্বাং হৃদে হৃদয়বদ্ভ্যো মনুষ্যেভ্যো মনসে মনস্বিভ্যঃ পিতৃভ্যো দিবে দ্যুলোকবাসিভ্যো দেবেভ্যো বিশেষতঃ সূর্য্যায় চোপাবহরামি। ত্বমিমং প্রবৃত্তমধ্বরং বিনাশরহিতমূর্ধ্বমুন্নতং সমাপ্তং কৃধি কুরু। দিবিষ্ঠেষু দেবেষু হোত্রা অস্মদীয়ান্যাহ্বানানি স্তোত্ররূপাণি যচ্ছাবস্থাপয়। হে সোম রাজন্নেহ্যভিষবস্থানে সমাগচ্ছ। শকটাদবরোহ। মা ভৈষীঃ। মা চ সংবিকথাঃ কম্পিষ্ঠাঃ। অহং তু ত্বাং মা হিংসীষম্। অতস্ত্বং দেবলোকে গত্বা দৈবীঃ প্রজা উপাবরোহ প্রাপ্নুহি। প্রজাশ্চ ত্বামুপাবরোহন্তু প্রাপ্নুবন্তু॥

অত্রোপাবহরেদিতি বিধিং সূচয়ন্ হৃদয়াদিশব্দানাং যথোক্তার্থে দর্শয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বা অধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্যঃ সোমমুপাবহরন্ৎসর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্য উপাবহরেদিতি হৃদে ত্বেত্যাহ মনুষ্যেভ্য এবৈতেন করোতি মনসে ত্বেত্যাহ পিতৃভ্য এবৈতেন করোতি দিবে ত্বা সূর্য্যায় ত্বেত্যাহ দেবেভ্য এবৈতেন করোত্যেতাবতীর্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনꣳ সর্ব্বাভ্য উপাবহরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। যো হৃদে ত্বেতি মন্ত্রেণ সর্ব্বদেবতার্থমুপাবহর্ত্তুং জানাতি স এব মুখ্যোঽধ্বর্য্যুরিতি ব্রহ্মবাদিনামুক্তিঃ। সোম রাজন্নিতি মন্ত্র উপেক্ষিতঃ। বিধত্তে। পুরা বাচঃ প্রবদিতোঃ প্রাতরনুবাকমুপাকরোতি যাবত্যেব বাক্তামব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। রাত্রৌ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তো মনুষ্যা উষঃকালে প্রবুধ্য পরস্পরং বাক্প্রসরং কুর্ব্বন্তি। পক্ষিণঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি। তদ্ধি বাচঃ প্রবদনং। প্রাতঃকালাৎ পূর্ব্বং হোত্রাঽনুবক্তব্য

ঋক্‌সমূহঃ প্রাতরনুবাকঃ। উপাকরণং নাম হোতারং প্রতি প্রৈষোক্তিং। অত্র সূত্রং—"পুরা বাচঃ পুরা বা বয়োভ্যঃ প্রাতর্য্যাবভ্যো দেবেভ্যোঽনুব্রূহি" ইতি প্রবদিতোঃ প্রবদনাৎ।

প্রাতরনুবাকস্য প্রথমামৃচং বিধত্তে—"অপোঽগ্রেঽভিব্যাহরতি যজ্ঞো বা আপো যজ্ঞমেবাভি বাচং বি সৃজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। অপোঽভিলক্ষ্যস্য তৎপ্রতিপাদিকা-মৃচমগ্রে প্রথমং ব্যাহরেৎ। আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্ব ইত্যেতামৃচমিত্যর্থঃ। তত উর্দ্ধ্বং বক্তব্যা ঋচো বিধত্তে—"সর্ব্বাণি ছন্দাꣳস্যন্বাহ পশবো বৈ ছন্দাꣳসি পশূনেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। তত্তচ্ছন্দোযুক্তা ঋগ্বিশেষা গ্রন্থবাহুল্যভয়াদ্বহ্বৃচব্রাহ্মণে স্পষ্টত্বাচ্চ নাত্র প্রদর্শ্যন্তে। প্রাতরনুবাকসমাপ্তৌ পঠনীয়ামৃচং কামনাভেদেন বিকল্পিতাং বিধত্তে—"গায়ত্রিয়া তেজস্কামস্য পরি দধ্যাত্রিষ্টুভেন্দ্রিয়কামস্য জগত্যা পশুকামস্যানুষ্টুভা প্রতিষ্ঠাকামস্য পঙ্‌ক্ত্যা যজ্ঞকামস্য বিরাজাঽন্নকামস্য" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। পরিদধ্যাৎ সমাপয়েৎ। কল্পঃ—"যত্রাভিজানাত্যভূত্থা রুশৎ পশুরিতি তৎপ্রচরণ্যা জুহোতি শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং ম ইতি" ইতি। অভূত্থা ইত্যেষা প্রাতরনুবাকস্য পরিধানীয়া তাং হোত্রা পঠ্যমানাং যদাঽধ্বর্য্যুর্জানাতি তদা জুহুয়াৎ। মন্ত্রস্ত্বেবমাম্নায়তে—

২। "শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং মে শৃণ্বন্ত্বাপো ধিষণাশ্চ দেবীঃ। শৃণোত গ্রাবাণো বিদুষো নু যজ্ঞꣳ শৃণোতু দেবঃ সবিতা হবং মে॥" ইতি। সম্যগিধ্যতেঽনয়াঽজ্যাহুত্যেতি সমিদাহুতি-স্তয়া সমিদ্ধোঽগ্নির্ম্মে হবং মদীয়মাহ্বানং শৃণোতু। হে আপো গ্রহীষ্যমাণা যূয়মপি শৃণুত। কীদৃশ্যঃ। ধিষণা বিদ্যোপেতাঃ। দেব্যো দেবতারূপাশ্চ হে গ্রাবাণোঽভিষবার্থমিহোপাস্থিতা যূয়ং বিদুষো নু বিদ্বাংস এব সন্তো যজ্ঞং শৃণুত। সবিতা দেবো মদীয়মাহ্বানং শৃণোতু।

অগ্ন্যাদিশ্রবণপ্রয়োজনমাহ—"শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং ম ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এব দেবতাভ্যো নিবেদ্যাপোঽচ্ছৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। একধনসংজ্ঞকাঃ পন্নেজনীসংজ্ঞকা-শ্চাঽপ আনেতব্যাঃ। অতো মন্ত্রেণ দেবতাভ্যো বিজ্ঞাপ্য তা অপঃ প্রাপ্তুং গচ্ছতি। প্রৈষমন্ত্রমুৎ-পাদয়তি—"অপ ইষ্য হোতরিত্যাহেষিতꣳ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। হে হোতরানেতব্যা অপ উদ্দিশ্য প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিত্যাদিকা ঋচ ইষ্য পঠেত্যর্থঃ। লোকেঽপীষিতমভীষ্টঃ কর্ম্ম সম্যক্‌ক্রিয়তে। প্রৈষান্তরমুৎপাদয়তি—মৈত্রাবরুণস্য চমসাধ্বর্য্যবা দ্রবেত্যাহ মিত্রাবরুণৌ বা অপাং নেতারৌ তাভ্যামেবৈনা অচ্ছৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। চমসিনামৃত্বিজাং পরিচারকাশ্চমসাধ্বর্য্যবঃ। তত্র মৈত্রাবরুণনাম্ন ঋত্বিজো যশ্চ-মসাধ্বর্য্যুস্তং সম্বোধ্যাঽগচ্ছেতি ব্রূয়াৎ। তদনেন প্রৈষেণোদকপ্রবর্তকমিত্রাবরুণদেবদ্বয়েন সহৈবৈনা অপঃ প্রাপ্তুং গচ্ছতি।

৩। দেবীরাপো অপাং নপাদ্য উর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং দেবেভ্যো দেবত্রা ধত্ত শুক্রꣳ শুক্রপেভ্যো যেষাং ভাগঃ স্থ স্বাহা"—কল্পঃ—"অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা বর্হিরাদায় সংপ্রৈষমাহ—অপ ইষ্য হোতর্মৈত্রাবরুণস্য চমসাধ্বর্য্যবাদ্রবৈকধনিন আর্দ্রবত নেষ্টঃ পত্নীমুদান-য়াগ্নীদ্ধোতৃচমসেন বসতীবরীভিশ্চ চাত্বালে প্রত্যুপলম্বস্বেতি যথাসংপ্রৈষং তে কুর্ব্বন্তি যত্রাঽপস্ত-দভ্যেত্যাপ্সু বর্হিঃ প্রাস্যাভিজুহোতি দেবীরাপো অপাং নপাদ্য উর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং দেবেভ্যো দেবত্রা ধত্ত শুক্রꣳ শুক্রপেভ্যো যেষাং ভাগঃ স্থ স্বাহেতি" ইতি।

ন পাতয়ত্যুদকমধ্যে গূঢ়তয়া স্থিতোঽপি তদুদকং ন বিনাশয়তীতি নপাৎ। অপাং নপাদিতি বহ্নিবিশেষস্য সংজ্ঞা। হে আপো দেব্যো হে বহ্নে যূয়ং য ঊর্ম্মির্যুষ্মদীয়স্তং দেবত্রা দেবেষু ধত্ত স্থাপয়ত। কিমর্থং। দেবেভ্যো দেবার্থমস্মাভির্দ্দেবানুদ্দিশ্য হোতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশ ঊর্ম্মিঃ। হবিষ্যো হবিষে সোমরূপায় হিতঃ। ইন্দ্রিয়াবান্ প্রীতঃ সন্নিন্দ্রিয়বৃদ্ধিকারী। মদিন্তমঃ পীয়মানোঽত্যন্ত-হর্ষকারী। কীদৃশং তং। শুক্রং দীপ্তিমন্তং। কীদৃশেভ্যো দেবেভ্যঃ। যেষাং যূয়ং ভাগভূতাঃ স্থ তেভ্যঃ শুক্রপেভ্যঃ সোমপেভ্যঃ। ইদমাজ্যং যুষ্মভ্যং হুতমস্তু।

গ্রহীষ্যমাণানামপাং মূল্যত্বেন হবিষ্ট্বসম্পাদনেন চেয়মাহুতিরুপযুজ্যত ইত্যাহ—"দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহাহুত্যৈবৈনা নিষ্ক্রীয় গৃহ্নাত্যথো হবিষ্কৃতানামেবাভিঘৃতানাং গৃহ্নাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি॥ কল্পঃ—"কার্ষিরসীতি দর্ভৈরাহুতিমপপ্লাব্য" ইতি।

৪। "কার্ষিরস্যপাপাং মৃধ্রম্"। ইতি মন্ত্রপাঠঃ। হে আজ্য ত্বমপ্সু হুতং সৎ কার্ষিঃ কর্ষ-ণীয়মপনেতব্যমসি। অপাং মৃধ্রং যুদ্ধোপলক্ষিতানিষ্টরূপং ত্বামপনয়ামি। এতমর্থং দর্শয়তি—"কার্ষিরসীত্যাহ শমলমেবাঽসামপ প্লাবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। শমলং মলিনাংশং।

৫। "সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয়ে।" কল্পঃ—"সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয় ইত্যভিহুতানাং মৈত্রাবরুণচমসেন গৃহ্নাতি" ইতি। হে আপঃ সমুদ্রবদ্যুষ্মাকমক্ষীণত্বায় পূর্ব্বেদ্যুর্ব্বসতীবরী-র্গৃহীত্বাঽপি পুনরিদানীমুন্নয়ামি। অক্ষিতিং বিশদয়তি—"সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয় ইত্যাহ তস্মাদদ্যমানাঃ পীয়মানা আপো ন ক্ষীয়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। যথা চমসেন জলং গৃহীতং তথা ত্রিভিঃ কুম্ভৈরেকধনা গৃহ্নীয়াৎপন্নেজনীশ্চ গৃহ্নীয়াৎ। তথা চ সূত্রং —"অথৈকধনা গৃহ্নাতীন্দ্রায় বো জুষ্টান্ গৃহ্নামীতি বা তূষ্ণীং বাঽথ পন্নেজনীর্গৃহ্নাতি" ইতি। বিধত্তে—"যোনির্ব্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যজ্ঞো বসতীবরীর্হোতৃচমসং চ মৈত্রাবরুণচমসং চ সংস্পর্শ্য বসতীবরীর্ব্ব্যানয়তি যজ্ঞস্য সযোনিত্বায়াথো স্বাদেবৈনা যোনেঃ প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। উত্তরবেদিনিষ্পাদকতয়া চাত্বালো যজ্ঞযোনিঃ। দেবৈর্বিভক্তযজ্ঞাবশেষত্বাদ্ব-সতীবরীণাং যজ্ঞত্বং। ব্যানয়তি ব্যাপ্তা অধিকাঃ করোতি। তৎপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"হোতৃচমসে বসতীবরীভ্যো নিষিচ্যোপরিচাত্বালং হোতৃচমসং চ মৈত্রাবরুণচমসং চ সংস্পর্শ্য বসতীবরীর্ব্ব্যানয়তি সমন্যা যন্তীত্যভিজ্ঞায় হোতৃচমসান্মৈত্রাবরুণচমস আনয়তি মৈত্রাবরুণচমসা-দ্ধোতৃচমসে" ইতি। প্রশ্নোত্তরমন্ত্রাবুৎপাদয়তি—"অধ্বর্যোঽবেরপা৩ইত্যাহোতেমনন্নমুরুতেমাঃ পশ্যেতি বাবৈতদাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। প্লুতিঃ প্রশ্নার্থা।

হেঽধ্বর্য্যো, অপঃ কিমবেরব্ধবানসি। সোঽয়ং হোতুঃ প্রশ্নঃ। উতেমনন্নমুরিত্যধ্বর্য্যোরুত্তর-মন্ত্রঃ। লব্ধবানস্মীত্যেতাবদেব ন ভবতি উতাপি তু ঈং তা অনন্নমুরুপসম্প্রাপ্তাঃ। দূরবর্ত্তিত্বেঽপি সত্ত্বমাত্রেণ লাভো ভবতি তদুপসংপ্রাপ্তিলাভাদাতরিচ্যতে। উতেমা ইতি বাক্যং মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানং। হে হোতর্ন কেবলং মদ্বচনমাত্রেণ বিশ্বাসোঽপি কিং ত্বিমাঃ পুরোবর্ত্তিনীঃ পশ্যেত্যেবমেব সর্ব্বমন্ত্রেণাধ্ব-র্য্যুর্ব্রূতে। কল্পঃ—"অধ্বর্য্যোঽবেরপা৩ ইতি হোতাঽধ্বর্য্যুং পৃচ্ছত্যুতেমনন্নমুরিতি প্রত্যুক্ত্বা প্রচরণীশেষাৎক্রতুকরণং জুহোতি যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমিতি" ইতি।

৬। "যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমাবো বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ।" ইতি মন্ত্রপাঠঃ।

হে অগ্নে যং মর্ত্ত্যং পৃৎসু সংগ্রামেষু আবো রক্ষসি, কিং চ বাজেষ্বন্ননিমিত্তং যং মর্ত্ত্যং জুনা গচ্ছসি হবীংষি গ্রহীতুং যস্য সকাশং গচ্ছসীত্যর্থঃ। স মর্ত্ত্যস্ত্বদনুগ্রহেণ শশ্বতীরিষো নিত্যান্যন্নানি ধনরূপাণি যন্তা নিযংস্যতি প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়মুপেক্ষিতঃ। অস্য চ ক্রতুকরণাখ্যস্য হোমস্য বিষয়বিশেষব্যবস্থিতিং বিধত্তে—"যস্ত্বগ্নিষ্টোমো জুহোতি যদ্যুক্থ্যঃ পরিধৌ নি মাষ্টি যত্যতিরাত্রো যজুর্ব্বদন্ প্রপদ্যতে যজ্ঞক্রতূনাং ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৩) ইতি। অনুষ্ঠীয়মানস্য কর্ম্মণোঽগ্নিষ্টোমত্বে মন্ত্রেণ ক্রতুকরণং জুহুয়াৎ। উক্থ্যত্বে পরিধাবাজ্যলেপং নিমৃজ্যাৎ। অতিরাত্রত্বে মন্ত্রং পঠন্ হবির্দ্ধানং প্রাপ্নুয়াৎ। এবং সত্যগ্নিষ্টোমাদীনামনুষ্ঠীয়মানানাং পরস্পরং ব্যাবৃত্তিরিদানীমেবাবগতা। সক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপ ইত্যুপনিষদি তৎক্রত্বিতি বৈয়াসিকসূত্রে চোপাস্তিষ্বপি ক্রতুশব্দস্য প্রয়োগাত্তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং যজ্ঞশব্দঃ। দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপর ইত্যাদৌ তপঃপ্রভৃতিষ্বপি যজ্ঞশব্দপ্রয়োগাত্তদ্ব্যবচ্ছেদায় ক্রতুশব্দপ্রয়োগঃ। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"হ্রদে সোমদ্বয়াৎ সোমং শকটাদবরোহয়েৎ। শৃণোঽগ্নৌ জুহুয়াদ্দেবীরপ্স্, হুত্বাঽথ দর্ভকৈঃ ॥ ১ ॥ অপ্সুপপ্লাবয়েৎ কার্ষিঃ সমুদ্রো গৃহ্যতে জলং। যমগ্নে ক্রতুকৃদ্ধোমো মন্ত্রাঃ সপ্তেহ বর্ণিতাঃ ॥ ২ ॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতং—"চমসাধ্বর্য্যবো নান্য ঋত্বিগ্‌ভ্যোঽন্যেঽথ বাঽগ্রিমঃ। যৌগিক্যা সংজ্ঞয়া নৈবং ষষ্ঠ্যা তেভ্যো বিভেদনাৎ" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"চমসাধ্বর্য্যূন্ বৃণীতে" ইতি। যে পূর্ব্বং তত্র কার্য্যানুসারেণাধ্বর্য্যুপ্রমুখা ঋত্বিজ উক্তাস্তেভ্যো ন ব্যতিরিক্তাশ্চমসাধ্বর্য্যবঃ। কুতঃ। যৌগিকসংজ্ঞয়া তদভেদপ্রতীতেঃ। যথা দেবদত্ত এব পচিক্রিয়াযোগাৎ পাচকো ভবতি তদ্বদধ্বর্য্যুপ্রমুখা এব চমসযোগাচ্চমসাধ্বর্য্যব ইতি চেন্নৈবং। মধ্যতঃকারিণাং চমসাধ্বর্য্যবো হোত্রকাণাং চমসাধ্বর্য্যব ইতি ষষ্ঠ্যা ভেদাবভাসাৎ। মধ্যতঃকারিণো হোত্রাদয়ঃ। হোত্রকাঃ প্রতিপ্রস্থাতৃমৈত্রাবরুণাদয়ঃ। তস্মাদৃত্বিগ্‌ভ্যোঽন্যে। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং —"তান্ বৃণীতেতি বহুতা নাস্তি বাঽস্তি গ্রহৈক্যবৎ। নৈবেতি চেন্ন বৈষম্যাদুৎপত্তৌ বহুতাশ্রুতেঃ" ইতি ॥ চমসাধ্বর্য্যূন্ বৃণীত ইতি যদ্বহুত্বং শ্রুতং তন্ন বিবক্ষিতং, গ্রহৈকত্ববদুদ্দেশ্যগতত্বাদিতি চেন্নৈবং। গ্রহবৈষম্যাৎ। গ্রহং সংমার্ষ্টীত্যেতন্ন গ্রহাণামুৎপত্তিবাক্যং, চমসাধ্বর্য্যূণাং ত্বেতদেবোৎপত্তিবাক্যং, ততস্তেষামুপাদেয়ত্বাত্তদ্গতং বহুত্বং বিবক্ষিতং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং— "নেয়ত্তাঽস্ত্যস্তি বা তেষাং ন নিয়ামকবর্জ্জনাৎ। চমসানাং দশত্বেন চমসাধ্বর্য্যবো দশ" ইতি ॥ স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ অথ ছন্দঃ—শৃণোত্বগ্নিরিতি ত্রিষ্টুপ্। যমগ্নে পৃৎস্বিতি গায়ত্রী ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ ॥ ১৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বাদশ অনুবাকে সোমাভিষবের নিমিত্ত বসতীবরী-গ্রহণের মন্ত্রাদি এবং প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। ব্যক্ষমাণ ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে অভিষোতব্য সোমের শকট হইতে অবরোহণের প্রক্রিয়াপদ্ধতি কথিত হইতেছে। তজ্জন্য মহারাত্র যাগে সোম পাত্র গ্রহণ করিয়া সোমাবরোহণ বিধি।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের নিম্নরূপ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,— 'হৃদে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে শকট হইতে সোমাবরোহণ, 'শৃণোত্বগ্নিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিতে হোম এবং 'দেবীরাপঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে দর্ভের দ্বারা জলে হোম করিবে। 'কার্ষিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা জল আলোড়ন করিয়া, 'সমুদ্রঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জল গ্রহণ করিবে। 'যমগ্নে প্রভৃতি প্রার্থনা মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পাঠ করিবেন। ত্রয়োদশ অনুবাকে এই সাতটী হোম-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—সোম। সোমের অভিষব-মন্ত্র বলিয়া, মন্ত্রে সোম-সম্বোধন অধ্যাহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে সোম। তোমাকে হৃদয়বান মনুষ্যের, মনস্বী পিতৃগণের, দ্যুলোকবাসী দেবতাগণের বিশেষতঃ সূর্য্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি। তুমি প্রবর্ত্তমান এই যজ্ঞকে বিনাশরহিত, উন্নত এবং সমাপ্ত কর। দেবগণের মধ্যে আমাদিগের স্তোত্ররূপ আহ্বানসমূহ স্থাপন কর। হে সোম। অভিষবস্থানে সম্যক্-রূপে আগমন কর—শকট হইতে অবতরণ কর। ভয় করিও না বা কম্পান্বিত হইও না। আমিও তোমাকে হিংসা করিব না। অতএব তুমি দেবলোকে দৈবী প্রজাকে প্রাপ্ত হও। প্রজাগণও তোমাকে প্রাপ্ত হউক।

মন্ত্র-ব্যাখ্যানে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আর সেই সকল বিভাগে বিভিন্ন সম্বোধন-পদ-সমূহ পরিকল্পিত হইয়াছে। 'সোম' বলিতে আমরা সাধারণ সোমলতা অর্থ গ্রহণ করি না। 'সোম' শব্দে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাব প্রভৃতিকেই লক্ষ্য করি। বেদব্যাখ্যানে আমরা সে অর্থের যৌক্তিকতা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমকে সেই ভাবে গ্রহণ করায় মন্ত্রের ভাবও ভিন্ন-রূপ দাড়াইয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।" অর্থাৎ আমি রসময় সোম হইয়া ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করি। শুভ্র নির্ম্মল পবিত্র যে ভাব—তাহাই এখানে 'সোম' নামে অভিহিত। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবের ন্যায় নির্ম্মল পবিত্র জগতে কিছু থাকিতে পারে কি? ভগবান সেই সত্ত্বভাবে জগৎ পোষণ করেন বলিয়াই 'সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ' বাক্যের সার্থকতা। ফলতঃ, সোম এবং ভগবান অভিন্ন। আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত সোমকে সেই ভাবেই লক্ষ্য করি। সেই ভাবে সোম পরিগৃহীত হওয়ায় আমাদিগের অর্থ ভাষ্যের ভাব অতিক্রম করিয়াছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি সংজননের আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মনঃস্থৈর্য্যসাধনে সদ্ভাব-সংজননে ভগবৎ-করুণা-লাভের বিষয় মন্ত্রে সূচিত। সদ্ভাবে সকলই সদ্ভাবসম্পন্ন হয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—সকলই সদ্ভাব-সাপেক্ষ। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও সদ্ভাবের প্রয়োজন, ভগবদ্বিষয়ক দিব্যজ্ঞানলাভেও সদ্ভাবের সমাবেশ আবশ্যক; আবার ঐকান্তিক ভক্তির অধিকারী হইতে হইলেও সেই সদ্ভাবেরই প্রয়োজন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—সদ্ভাবসঞ্চয়ে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে না পারিলে সৎসামগ্রীর সন্ধান পাওয়া সুদূরপরাহত। প্রথম মন্ত্রে তাই সেই সদ্ভাব-সংজননের আকাঙ্ক্ষা। কেবল আপনার অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণেই প্রার্থনাকারী পরিতুষ্ট নহেন। পরন্তু সে সদ্ভাবে যাহাতে তিনি বিশ্বের প্রাণিসমূহকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, বিশ্ববাসী সকলেই যাহাতে সদ্ভাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হয়,—তিনি সেই ভাবেই আপনাকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। ভগবান কৃপা করিয়া, কর্ম্মকে সদ্ভাবমণ্ডিত করুন, হৃদয়কে সদ্ভাবসমন্বিত করুন, মনের চাঞ্চল্য-নিবারণে তাহাকে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করুন এবং অন্তরের শত্রুসমূহকে বিদূরিত করিয়া, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হউন,—প্রার্থনাকারী এখানে এই ভাবেই আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ষষ্ঠাংশে অবিচলিতচিত্তে একাগ্রভাব সহিত ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট থাকিবার সঙ্কল্প বিদ্যমান। মন্ত্রের লক্ষ্য—মানুষের চিত্তবৃত্তি। মরণ আর কিছুই নহে; আপনাকে লোকসমাজে পরিক্ষীণ করা। সংসারে জীবিত থাকিয়াই মানুষ মৃত, যদি তাহাতে সৎকর্ম্মের লেশমাত্র না থাকে। তাই 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'—মরিলেও মানুষ জীবিত থাকে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যদি তাহার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—ঐকান্তিকতা-সহকারে যেন ভাবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হই। আত্মশ্লাঘাদি শত্রু যেন মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি না করে।' আমার চিত্ত ভগবানে তন্ময় হউক; চিত্তবৃত্তি তাঁহাতেই নিবিষ্ট থাকুক। আমার অন্তঃশত্রু যেন আমাকে বিপথে পরিচালিত না করে,—এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

মন্ত্রের শেষাংশে এক সার্ব্বজনীন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—প্রাণিগণ সত্ত্ব-সমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসমন্বিত হউক। সৎকর্ম্ম-সাধনে ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মে, দেবভাবের পরিপুষ্টি ও তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্ম্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব তিষ্ঠিতে পারে কি? সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত হইতে না পারিলে, মানুষের সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তির অথবা সদ্ভাবপোষণ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যায়। তাই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলেই তাহারা অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বকে চির-উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইবে।

সে তো আপনারই অনুগ্রহ! আপনি যদি তাহাদিগকে উদ্বোধিত করেন, তবেই তো

তাহারা আপনাকে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইবে! তাই প্রার্থনা—হে শুদ্ধসত্ত্ব আপনি নিখিল-বিশ্বকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন ;—তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন। অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত হইয়া তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া আছে। অচেতন তাহারা ; তাহাদের মধ্যে চেতনার লেশমাত্র নাই। সুতরাং সে আপনাকে উদ্বোধিত করিবে কি প্রকারে? আপনি যদি দয়া করিয়া তাহাদের অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না করেন, তাহারা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহা হইলে তাহারাও যেমন জীবিত থাকিয়া 'মৃত', তাহাদিগের মধ্যে আপনার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—'জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সৎপথে গমন করুক ; তাহাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে তাহারা নিজেরাও যেমন উদ্বোধিত হইবে, আপনাকেও তেমনই তাহারা হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইবে।' সঙ্কল্পমূলক মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। তবে আমরা মন্ত্রের সম্বোধনাদি বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। এখানে ভগবানের প্রীতিকর মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞ যাহাতে সুচারু সম্পন্ন হয়, সেই জন্য প্রার্থনাকারী ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। দেবতা প্রীতিসম্পন্ন হউন, অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া প্রার্থনা পূরণ করুন এবং পূজা গ্রহণ করুন—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞান ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় কি? যাঁহাকে ডাকিতেছি, যাঁহার অনুগ্রহ কামনা কামনা করিতেছি,—তাঁহাকে যদি নাই চিনিলাম, তাঁহার স্বরূপই যদি উপলব্ধ না হইল, তাহা হইলে তাঁহাকে কি বলিয়াই বা ডাকিব আর কিরূপেই বা তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিব। তাই 'দেবঃ সবিতা' অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার ভগবানের নিকট দিব্য-জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভাব সেই একই। যাঁহার কার্য্য তিনি আসিয়া সম্পন্ন করুন ; জ্ঞানরূপেই হউক, ভক্তি-রূপেই হউক, কর্ম্ম-রূপেই হউক—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার কার্য্য তিনি সম্পন্ন করুন,—মন্ত্রে এই ভাব আমরা উপলব্ধি করি।

তৃতীয় মন্ত্রের 'অপাং নপাৎ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যের মতে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ—'যিনি জলের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়াও জলকে বিনাশ করেন না।' 'অপাং নপাৎ' বহ্নি-বিশেষের নাম। কিন্তু ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারই 'অপাং নপাতং' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—"জলস্য ন পালকং। সন্তাপেন শোষকমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ—জলের পালক নহেন ; সন্তাপের দ্বারা জলের শোষক। বিভিন্ন প্রয়োজনে একই শব্দের বা বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ অর্থ আমরা অনুমোদন করি না। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় পদদ্বয়ের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি। আমরা তাই 'অপাং নপাৎ' পদদ্বয়ের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি—'তমোভাবের বিনাশক।' 'অপাং নপাৎ' পদদ্বয় হইতে 'তমোভাবের বা অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের ভাব কিরূপে আসিতে পারে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের বা অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব—শৈত্য—জলের

ধর্ম্ম। সেই জন্যই 'জলের' বা 'জলীয় ভাবের নাশক' সংজ্ঞায় ভগবানকে অভিহিত করা হয়। জলের আধিক্য—শৈত্যের প্রাধান্য—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। 'অপাৎ নপাৎ' শব্দদ্বয়ে তাই জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া ভগবান প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন,—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা মন্ত্রব্যাখ্যানে এই ভাবই পরিগ্রহণ করিয়াছি। এ মন্ত্রেও সেই সদ্ভাব সঞ্চয়ের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, তমোভাব-নাশে সদ্ভাবের সমাবেশ করিয়া দিউন এবং অজ্ঞানান্ধকার-নাশে অন্তরে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাবই সৎস্বরূপকে পাইবার একমাত্র উপায়। সৎস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনাকারী সদ্ভাব-সঞ্চয়ে উদ্‌বুদ্ধ হইতেছেন।

শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাব যে চিত্তবৃত্তির উন্মেষক ও উৎকর্ষসাধক তৃতীয় মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত। সমুদ্রের ন্যায় তাহার বিশালতা, সমুদ্রের ন্যায় সে সর্ব্বধারণক্ষম। সমুদ্র যেমন জলরাশির আধার, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি সকল সদ্ভাবের—সকল সৎকর্ম্মের আধার। অন্য পক্ষে 'সমুদ্রস্য' পদে তমোভাব বুঝাইয়া থাকে। সদ্ভাবে তমোভাব তিরোহিত হয় ;—জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হইয়া থাকে। পঞ্চম মন্ত্রে এই দ্বিবিধ ভাবের বিকাশ দেখি। মন্ত্র সঙ্কল্পমূলক। তমোভাব বা অজ্ঞানান্ধকার নাশের নিমিত্ত সদ্ভাব-উন্মেষণের সঙ্কল্প মন্ত্রদ্বয়ে বর্ত্তমান।

ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত। ভগবানের অনুকম্পাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। তাঁহার প্রেরণাই পাপ-সহ সংগ্রামে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সংসার—বিষম সংগ্রামের ক্ষেত্র। কত দিকে কত প্রকার শত্রু যে কত প্রকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামে মানুষকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পশু শত্রু আছে ; মানুষ শত্রু-আছে ; কীট-পতঙ্গ শত্রু আছে ; সরীসৃপাদি শত্রু আছে ; দৃশ্য-শত্রু আছে ; অদৃশ্য-শত্রু, অন্তঃশত্রু, বহিঃশত্রু—শত্রুর কি সংখ্যা করা যায়! সেই অসংখ্য অগণ্য শত্রুর সহিত সংগ্রামে কি সাধ্য— মানুষ জয়লাভ করিবে ? সে সমরাঙ্গণে পদেপদেই তাহার পরাজয়ের ও বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভগবান যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহার রক্ষার আর কি উপায় থাকিতে পারে ?! তার পর পাপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! সে প্রবৃত্তি কি মানুষের সহসা আসে ? ভগবান যদি সে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন, মানুষ কখনও পাপ-প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে কি ? অতএব, কিবা আত্মরক্ষা-বিষয়ে, কিবা পাপ-সহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে, উভয়ত্র ভগবানের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। তিনি অনুগ্রহ না করিলে কোনদিকেই মানুষের নিষ্কৃতি নাই। মন্ত্রের তাই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে ভগবন্! এই বিষম সংসার-সমরাঙ্গণে আপনি আমায় রক্ষা করুন ; আর পাপের সহিত সংগ্রামে আপনি আমায় প্রবৃত্তি দান করুন। আমি যেন আপনার রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, আপনার নির্দ্দেশ-ক্রমে পাপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন, তিনি যাহার সহায় হন, এ সংসারে তাহার ক্ষয় নাই—বিনাশ নাই,—মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। ফলতঃ, ভগবৎ-করুণাই সংসার-সমরে বিজয়-লাভের একমাত্র অবলম্বন ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক) ॥

—— * ——

চতুর্দ্দশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।)

(১) ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্ব৺ শর্দ্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে। ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শংগয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা।

(২) আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্র৺ হোতার৺ সত্যযজ৺ রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্।

(৩) অগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভাবু লোকে। যুবা কবিঃ পুরুনিষ্ঠঃ ঋতাবা ধর্ত্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ॥

(৪) সাধ্বীমকর্দ্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্। স আয়ুরাঽগাৎসুরভির্ব্বসানো ভদ্রামকর্দ্দেবহূতিং নো অদ্য॥

(৫) অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ॥

(৬) ত্বে বসূনি পুর্ব্বণীক হোতর্দ্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ।

ক্ষামেব বিশ্বা ভুবনানি যস্মিন্ৎস৺ সৌভগানি দধিরে পাবকে॥

(৭) তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ। সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্।

অগ্নে কামায় যেমিরে॥

(৮) অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোত্যশ্যাম রয়ি৺ রয়িবঃ সুবীরম্।

অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে।

(৯) শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর।

বসো পুরুস্পৃহ৺ রয়িম্॥

(১০) স শ্বিতানস্তন্যতু রোচনস্থা অজরেভির্নানদদ্ভির্যবিষ্ঠঃ।

যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্ব্বন্॥

(১১) আয়ুষ্টে বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্ব্বরেণ্যঃ। পুনস্তে প্রাণ

আয়তি পরা যক্ষ্ম৺ সুবামি তে॥

(১২) আয়ুর্দ্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি।
ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমম্।

(১৩) তস্মৈ তে প্রতিহর্য্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে।
অগ্নে জনামি সুষ্টুতিম্।

(১৪) দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ।

(১৫) শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্বি রোচসে। ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ।

(১৬) দৃশানো রুক্ম উর্ব্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্ম্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভিঃ যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ।

(১৭) আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং
দ্যৌরভীকে। অগ্নিঃ শর্দ্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধিয়ং জনয়ৎসূদয়চ্চ।

(১৮) স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ।

অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ।

(১৯) অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্।

বিশ্বা যঃ চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ।

(২০) তমগ্নে পৃতনাসহ৺ রয়ি৺ সহস্ব আ ভর।

ত্ব৺ হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ।

(২১) উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্ব্বিধেমাগ্নয়ে।

(২২) বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নির্জনুষাহজ্মান্নম্।

স ত্বং ন ঊর্জ্জসন ঊর্জ্জং ধা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ।

(২৩) অগ্ন আয়ূ৺ষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ।

আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্।

(২৪) অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্যম্।

দধৎ পোষ৺ রয়িং ময়ি।

(২৫) অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।

আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ।

(২৬) স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহাঽবহ।

উপ যজ্ঞঁ হবিশ্চ নঃ।

(২৭) অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্ব্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ।

শুচী রোচত আহুতঃ।

(২৮) উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।

তব জ্যোতীঁষ্যর্চ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

(পুরুনিষ্ঠঃ পূর্ব্বনীক ভরাভি বয়োভির্য্যা আয়ুঁষি বিপ্রঃ শুচিশ্চতুর্দ্দশ চ)

(দেবস্য রক্ষোঽণো বিভূষঁ সোমাত্যস্থানগাঃ পৃথিব্যা ইষে স্বাঽদদে

বাক্তে সং তে সমুদ্রঁ হবিষ্মতীর্দ্দে ত্বমগ্নে রুদ্রশ্চতুর্দ্দশ)। ১৪ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) ত্বম্। অগ্নে। রুদ্রঃ। অসুরঃ। মহঃ। দিবঃ। ত্বম্। শর্দ্ধঃ।
মারুতম্। পৃক্ষঃ। ঈশিষে। ত্বম্। বাতৈঃ। অরুণৈঃ। যাসি। শংগয়ঃ।
ইতি শং—গয়ঃ। ত্বম্। পূষা। বিধতঃ। ইতি বি—ধতঃ। পাসি। নু। ত্মনা।

(২) এতি। বঃ। রাজানম্। অধ্বরস্য। রুদ্রম্। হোতারম্। সত্যযজমিতি
সত্য—যজম্। রোদস্যোঃ। অগ্নিম্। পুরা। তনয়িত্নোঃ। অচিত্তাৎ।
হিরণ্যরূপমিতি হিরণ্য—রূপম্। অবসে। কৃণুধ্বম্।

(৩) অগ্নিঃ। হোতা। নীতি। সসাদ। যজীয়ান্। উপস্থ ইত্যুপ—স্থে।
মাতুঃ। সুরভৌ। উ। লোকে। যুবা। কবিঃ। পুরুনিষ্ঠ ইতি পুরু—নিষ্ঠঃ।
ঋতাবেত্যৃত—বা। ধর্ত্তা। কৃষ্টীনাম্। উত। মধ্যে। ইদ্ধঃ।

(৪) সাধ্বীম্। অকঃ। দেববীতিমিতি দেব—বীতিম্। নঃ। অদ্য। যজ্ঞস্য।
জিহ্বাম্। অবিদাম। গুহ্যাম্। সঃ। আয়ুঃ। এতি। অগাৎ। সুরভিঃ।
বসানঃ। ভদ্রাম্। অকঃ। দেবহূতিমিতি দেব—হূতিম্। নঃ। অদ্য।

(৫) অক্রন্দৎ। অগ্নিঃ। স্তনয়ন্। ইব। দ্যৌঃ। ক্ষাম। রেরিহৎ। বীরুধঃ। সমঞ্জন্নিতি সম্—অঞ্জন্। সদ্যঃ। জজ্ঞানঃ। বীতি। হি। ঈম্। ইদ্ধঃ। অখ্যৎ॥ এতি। রোদসী ইতি। ভানুনা। ভাতি। অন্তঃ।

(৬) ত্বে ইতি। বসূনি। পুর্ব্বণীকেতি পুরু—অনীক। হোতঃ॥ দোষা। বস্তোঃ। এতি। ঈরিরে। যজ্ঞিয়াসঃ। ক্ষাম। ইব। বিশ্বা॥ ভুবনানি। যস্মিন্। সমিতি। সৌভগানি। দধিরে। পাবকে।

(৭) তুভ্যম্। তাঃ। অঙ্গিরস্তমেত্যাঙ্গিরঃ—তম। বিশ্বাঃ। সুক্ষিতয় ইতি সু—ক্ষিতয়ঃ। পৃথক্। অগ্নে। কামায়। যেমিরে।

(৮) অশ্যাম। তম্। কামম্। অগ্নে। তব ঊতী। অশ্যাম। রয়িম্। রয়িব ইতি রয়ি—বঃ। সুবীরমিতি সু—বীরম্। অশ্যাম। বাজম্। অভীতি। বাজয়ন্তঃ। অশ্যাম। দ্যুম্নম্। অজর। অজরম্। তে।

(৯) শ্রেষ্ঠম্। যবিষ্ঠ। ভারত। অগ্নে। দ্যুমন্তমিতি দ্যু—মন্তম্। এতি। ভর॥ বসো ইতি। পুরুস্পৃহমিতি পুরু—স্পৃহম্। রয়িম্।

(১০) সঃ। শ্বিতানঃ। তন্যতুঃ। রোচনস্থা ইতি রোচন—স্থাঃ। অজরেভিঃ।

নানদদ্ভিরিতি নানদৎ—ভিঃ। যবিষ্ঠঃ। যঃ। পাবকঃ। পুরুতম ইতি পুরু—তমঃ।

পুরুণি। পৃথুনি। অগ্নিঃ। অনুযাতীত্যনু—যাতি। ভর্বন্।

(১১) আয়ুঃ। তে। বিশ্বতঃ। দধৎ। অয়ম্। অগ্নিঃ। বরেণ্যঃ। পুনঃ।

তে। প্রাণ ইতি প্র—অনঃ। এতি। অয়তি। পরেতি। যক্ষ্মম্। সুবামি। তে।

(১২) আয়ুর্দ্দা ইত্যায়ুঃ—দাঃ। অগ্নে। হবিষঃ। জুষাণঃ। ঘৃতপ্রতীক ইতি

ঘৃত—প্রতীকঃ। ঘৃতযোনিরিতি ঘৃত—যোনিঃ। এধি। ঘৃতম্। পীত্বা।

মধু। চারু। গব্যম্। পিতা। ইব। পুত্রম্। অভীতি। রক্ষতাৎ। ইমম্।

(১৩) তস্মৈ। তে। প্রতিহর্যত ইতি প্রতি—হর্যতে। জাতবেদঃ।

ইতি জাত—বেদঃ। বিচর্ষণ ইতি বি—চর্ষণে।

অগ্নে। জনামি। সুষ্টুতিমিতি সু—স্তুতিম্।

(১৪) দিবঃ। পরীতি। প্রথমম্। জজ্ঞে। অগ্নিঃ। অস্মৎ। দ্বিতীয়ম্। পরীতি।

জাতবেদা ইতি জাত—বেদাঃ। তৃতীয়ম্। অপ্স্বিত্যপ্—সু। নৃমণা ইতি

নৃ—মনাঃ। অজস্রম্। ইন্ধানঃ। এনম্। জরতে। স্বাধীরিতি স্ব—ধীঃ।

(১৫) শুচিঃ। পাবক। বন্দ্যঃ। অগ্নে। বৃহৎ। বীতি। রোচসে।

ত্বম্। ঘৃতেভিঃ। আহুত ইত্যা—হুতঃ।

(১৬) দৃশানঃ। রুক্মঃ। উর্ব্বা। বীতি। অদ্যৌৎ। দুর্মর্ষমিতি দুঃ—মর্ষম্।

আয়ুঃ। শ্রিয়ে। রুচানঃ। অগ্নিঃ। অমৃতঃ। অভবৎ। বয়োভিরিতি

বয়ঃ—ভিঃ। যৎ। এনম্। দ্যৌঃ। অজনয়ৎ। সুরেতা ইতি সু—রেতাঃ।

(১৭) এতি। যৎ। ইষে। নৃপতিমিতি নৃ—পতিম্। তেজঃ। আনট্। শুচি।

রেতঃ। নিষিক্তমিতি নি—সিক্তম্। দ্যৌঃ। অভীকে। অগ্নিঃ। শর্ধম্।

অনবদ্যম্। যুবানম্। স্বাধিয়মিতি স্ব—ধিয়ম্। জনয়ৎ। সূদয়ৎ। চ।

(১৮) সঃ। তেজীয়সা। মনসা। ত্বোতঃ। উত। শিক্ষ। স্বপত্যস্যেতি সু—

অপত্যস্য। শিক্ষোঃ। অগ্নে। রায়ঃ। নৃতমস্যেতি নৃ—তমস্য। প্রভূতাবিতি

প্র—ভূতৌ। ভূয়াম। তে। সুষ্টুতয় ইতি সু—স্তুতয়ঃ। চ। বস্বঃ।

(১৯) অগ্নে। সহন্তম্। এতি। ভর। দ্যুম্নস্য। প্রাসহেতি প্র—সহা।

রয়িম্। বিশ্বাঃ। যঃ। চর্ষণীঃ। অভীতি। আসা। বাজেষু। সাসহৎ।

(২০) তম্। অগ্নে। পৃতনাসহমিতি পৃতনা—সহম্। রয়িম্। সহস্বঃ। এতি।

ভর। ত্বম্। হি। সত্যঃ। অদ্ভুতঃ। দাতা। বাজস্য। গোমত ইতি গো—মতঃ।

(২১) উক্ষান্নায়েত্যুক্ষ—অন্নায়। বশান্নায়েতি বশা—অন্নায়। সোমপৃষ্ঠায়েতি

সোম—পৃষ্ঠায়। বেধসে। স্তোমৈঃ। বিধেম। অগ্নয়ে।

(২২) বদ্মা। হি। সূনো ইতি। অসি। অদ্মসদ্বেত্যদ্ম—সদ্বা। চক্রে। অগ্নিঃ।

জনুষা। অজ্ম। অন্নম্। সঃ। ত্বম্। নঃ। উর্জ্জসন ইত্যূর্জ্জ—সনে। উর্জ্জম্।

ধাঃ। রাজা। ইব। জেঃ। অবৃকে। ক্ষেষি। অন্তঃ।

(২৩) অগ্নে। আয়ূংষি। পবসে। এতি। সুব। উর্জ্জম্। ইষম্।

চ। নঃ। আরে। বাধস্ব। দুচ্ছুনাম্।

(২৪) অগ্নে। পবস্ব। স্বপা ইতি সু—অপাঃ। অস্মে ইতি। বর্চ্চঃ। সুবীর্য্যমিতি

সু—বীর্য্যম্। দধৎ। পোষম্। রয়িম্। ময়ি।

(২৫) অগ্নে। পাবক। রোচিষা। মন্দ্রয়া। দেব। জিহ্বয়া।

এতি। দেবান। বক্ষি। যক্ষি। চ।

(২৬) সঃ। নঃ। পাবক। দীদিবঃ। অগ্নে। দেবান্। ইহ।

এতি। বহ। উপেতি। যজ্ঞম্। হবিঃ। চ। নঃ।

(২৭) অগ্নিঃ। শুচিব্রততম ইতি শুচিব্রত—তমঃ। শুচিঃ। বিপ্রঃ। শুচিঃ।

কবিঃ। শুচিঃ। রোচতে। আহুত ইত্যা—হুতঃ।

(২৮) উদিতি। অগ্নে। শুচয়ঃ। তব। শুক্রাঃ। ভ্রাজন্তঃ।

ঈরতে। তব। জ্যোতীংষি। অর্চ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন!) 'ত্বং' 'মহো দিবঃ' (মহতঃ দ্যুলোকাৎ,—যদ্বা লোকত্রয়াৎ হৃদয়াৎ বা) 'অসুরঃ' (শত্রূণাং নিরসিতা) তথা 'রুদ্রঃ' (দুঃখমূলকানাং পাপাদেঃ ইত্যর্থঃ দ্রাবয়িতা ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। অথবা ত্বং 'রুদ্রঃ' (নরাঃ যথা দুঃখে ন পতিষ্যন্তি, তস্য বিধায়কঃ) তথা 'মহঃ দিবঃ' (মহতঃ দ্যুলোকস্য—হৃদ্রূপস্য ইতি যাবৎ, যদ্বা—মহতে দ্যুলোকে হৃদ্রূপে ইতি ভাবঃ, বলস্য দাতা—জ্ঞানরূপস্য আদিত্যস্য প্রকাশকঃ, যদ্বা—জ্ঞানসূর্য্যঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। 'ত্বং' (ত্বমপি) 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (মরুৎসমূহরূপং বলং—বায়ুরূপঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি। অথবা 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (মরুদ্গণাঃ ত্বদনুগ্রহেণ বলবন্তঃ ভবন্তি অথবা ত্বদনুগ্রহণেন মরুদ্গণানামপি বলং ভবতি ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্। অগ্ন্যাদিত্যবায়ুরূপঃ ত্বং 'পৃক্ষঃ' (পরমার্থরূপস্য অন্নস্য, যদ্বা—চতুর্ব্বর্গরূপস্য পরমধনস্য ইতি ভাবঃ) 'ঈশিষে' (ঈশ্বরঃ ভবসি)। অতঃ 'বাতৈররুণৈঃ' (বায়ুবৎগতিশীলৈঃ অরুণবর্ণৈঃ অশ্বৈঃ—যদ্বা, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন কর্ম্মরূপবাহকেন সংবাহিতঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'শংগয়' (সুখস্য আধারভূতঃ সন্ ইতি যাবৎ, অথবা সুখরূপঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'যাসি' (গচ্ছসি—প্রাপ্নোষি—প্রার্থনাকারিণং ইতি ভাবঃ)। অথবা, 'অরুণৈঃ' (অরুণবর্ণৈঃ জ্ঞানভক্তিপ্রদীপ্তৈঃ)

'বাতৈঃ' (সৎকর্ম্মাদিভিঃ সংবাহিতঃ সন্) 'যাসি' (প্রার্থনাকারিণাং হৃদয়ং গচ্ছসি ইতি ভাবঃ)। ত্বং 'পূষা' (সর্ব্বস্য পোষকঃ পালকঃ সন্) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'ত্মনা' (আত্মনা অনুগ্রহরূপয়া বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'বিধতঃ' (ভবতাং পরিচরতঃ প্রার্থনাকারিণঃ) 'পাসি' (পালয়সি, রক্ষসি, যদ্বা—সংসারসাগরাৎ মোহসম্মোহাদ্বা উদ্ধারয়সি ইতি ভাবঃ)।

২। হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'অধ্বরস্য' (যজ্ঞস্য—সৎকর্ম্মরূপস্য, মানসযজ্ঞস্য বা ইত্যর্থঃ) 'রাজানং' (অধিপতিং, যজ্ঞেশ্বরং ইতি ভাবঃ) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, যদ্বা,—দেবেষু হবিঃপ্রদাতারং, যদ্বা,—শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য দেবভাবস্য উৎপাদকং ইতি যাবৎ, অথবা অভিষ্টফলদানেন ভক্তানাং উদ্ধারকং ইতি ভাবঃ) 'রুদ্রং' (শত্রূণাং সন্তাপকং, যদ্বা,—বলস্য সঞ্চারকং ইত্যর্থঃ) 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, সর্ব্বেষু জনেষু ইতি ভাবঃ) 'সত্যযজং' (অন্নস্য, অভিমতফলস্য দাতারং, যদ্বা—ভগবৎপূজায়াং সর্ব্বস্য লোকস্য সত্যপথপ্রদর্শকং) অথবা 'দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সত্যযজং' (সর্ব্বলোকং ব্যাপ্য বর্ত্তমানং, যদ্বা—সর্ব্বেষু লোকেষু অভিমতস্য কর্ম্মফলস্য দাতারং ইতি ভাবঃ) 'হিরণ্যরূপং' (হিরণ্যসদৃশং, যদ্বা,—হিরণ্যবৎশ্রেষ্ঠফলদায়কং ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায় ইতি ভাবঃ) 'তনয়িত্নোরচিত্তাৎ' (শত্রুণা চিত্তোপলক্ষিতসর্ব্বেন্দ্রিয়োপসংহারাৎ, যদ্বা—শত্রোরাক্রমণেন চিত্তবিভ্রমেণ মরণাৎ ইত্যর্থঃ) 'পুরা' (প্রাগেব) 'আকৃণুধ্বং' (যূয়ং ভজধ্বং—শুদ্ধসত্ত্বরূপৈঃ সনিদ্ভিঃ যূয়ং বশীকুরুত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পমূলকশ্চ। যস্য হৃদি সদ্ভাবঃ ন বর্ত্ততে অপিচ অসদ্বৃত্তিপরিচালনেন যঃ বিপথগামী ভবতি স জীবন্মৃতঃ। জ্ঞানপ্রভাবেন অজ্ঞানান্ধকারাপসারণেন শত্রোরাক্রমণাৎ নরাঃ পরিত্রাণং লভন্তে ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে মনুষ্যাঃ! বঃ (যুষ্মাকং) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'অধ্বরস্য' (হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিতস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'রাজানং' (অধিপতিং) 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'রুদ্রং' (শত্রুদমনশীলং রৌদ্রমূর্ত্তিধরং) 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'সত্যযজং' (সত্যস্যানন্দলক্ষণস্য সঙ্গময়িতারং, চিদানন্দপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'হিরণ্যরূপং' (সুবর্ণপ্রভং, দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ং ইতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানময়ং দেবং) 'তনয়িত্নোঃ' (অশনেঃ, অশনিপতনসদৃশাৎ মরণাৎ ইতি যাবৎ) 'পুরা' (প্রাগেব) 'আকৃণুধ্বং' (সম্যক্‌প্রকারেণ ভজধ্বং)। বজ্রবৎ অকস্মাৎ মরণং আয়াতি। তদ্বিদিত্বা হে জীব! ত্বরয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী ভব, ক্ষণমপি কালব্যাজং মা কুরু—ইত্যেবং উপদেশঃ ইতি ভাবঃ।

৩। 'হোতা' (হোমনিষ্পাদকঃ—সৎকর্ম্মপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'যজীয়ান্' (সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'মাতুঃ' (আধাররূপস্য হৃদরূপবেদেঃ) 'উপস্থে' (সমীপে) 'সুরভাবুলোকে' (ভক্ত্যাদিভিঃ পবিত্রে স্থানে ইত্যর্থঃ) 'নিষসাদা' (ন্যসদীৎ, অধিতিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। 'উত' (অপিচ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ—চিরনবীনঃ ইতি যাবৎ) 'কবিঃ' (মেধাবী, ক্রান্তদর্শী ইত্যর্থঃ) 'পুরুনিষ্ঠঃ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ) 'ঋতাবা' (যজ্ঞবান, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যর্থঃ) 'ধর্ত্তা' (সর্ব্বেষাং ধারকঃ) সঃ জ্ঞানদেবঃ 'কৃষ্টীনাং আত্মোৎকর্ষ-

শীলানাং জনানাং ইত্যর্থঃ) 'মধ্যে' (অন্তরে) 'ইদ্ধঃ' (দীপ্তঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধকঃ। সদ্ভাবসম্পন্নানাং হৃদি ভগবান নিত্যবর্ত্তমানঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

৪। সঃ জ্ঞানদেবঃ 'অদ্য' (সর্ব্বস্মিন্ কালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দেববীতিং' (দেবভাবোন্মেষকং, সদ্ভাবজনকং বা) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'সাধ্বীং' (সাধুং, ভগবৎগ্রহণযোগ্যং ইত্যর্থঃ) 'অকঃ' (অকরোৎ, করোতু ইতার্থঃ); তেন বয়ং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ—যজ্ঞেশ্বরস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'গুহ্যং' (গূঢ়তরং তত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অবিদাম' (জানীমঃ) অথবা 'যজ্ঞস্য গুহ্যং' (সৎকর্ম্মণঃ সাধনপদ্ধতিং ইত্যর্থঃ, যজ্ঞেশ্বরস্য ভগবতঃ স্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অবিদাম' (সম্যক্ জানীমঃ); 'সঃ' (তাদৃশঃ ভগবান জ্ঞানদেবঃ ইত্যর্থঃ) 'সুরভিঃ' (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ সুগন্ধোপেতং—পরমার্থপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং) 'বসানঃ' (প্রযচ্ছন্ ইতি ভাবঃ) 'আগাৎ' (আগচ্ছতু—অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ); ততঃ (অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠন্) 'নঃ' (অস্মদর্থং—অস্মাকং মঙ্গলায় ইত্যর্থঃ) 'দেবহূতিং' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতং দেবভাবজনকং ভগবৎপ্রাপকং বা মানযজ্ঞং) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'ভদ্রাং' (কল্যাণদায়কং পরমার্থসাধকং বা ইতি ভাবঃ) 'অকঃ' (অকরোৎ, করোতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

৫। 'স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ' (যথা দীপ্তঃ বিদ্যুদ্রূপঃ পর্জ্জন্যঃ দিবি মহান্তং শব্দং কুর্ব্বন্ শস্যশোষভীতিং নিবারয়তি) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ—ভগবান্ ইতি ভাবঃ) তদ্বৎ 'ক্ষামা' (অস্মদ্বিরুদ্ধং, অস্মাকং বিরোধিনঃ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'রেরিহৎ' (জ্বালয়া, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ সন্তাপয়ন্ ইতি ভাবঃ) 'বীরুধঃ' (পুষ্পলতাদিতুল্যং অস্মদনুকূলং সদ্ভাবসংজনকং সৎপ্রবৃত্তিং ইতি ভাবঃ) 'সমঞ্জন্' (সম্যক্ উৎপাদয়তি ইত্যর্থঃ)। তেন (তথা সতি বা) স অগ্নিঃ 'সদ্যঃ' (তৎক্ষণে, নিত্যমেব) 'জজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ, হৃদি অধিষ্ঠিতঃ) অপিচ 'ইদ্ধঃ' (প্রদীপ্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ঈং' 'ব্যখ্যৎ' (বিবিধরূপেণ জগৎ প্রকাশয়তি, যদ্বা—বিবিধরূপেণ সাধকানাং উৎকর্ষং সাধয়তি ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্যুলোকভূলোকৌ ইত্যর্থঃ) 'অন্তঃ' (অন্তরেণ—যদ্বা, ইহকালপরকালয়োঃ মঙ্গলসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'ভানুনা' (স্বজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) 'আভাতি' (প্রকাশতে—আত্মজ্ঞানসম্পন্নানাং হৃদি ইতি ভাবঃ)।

৬। 'পূর্ব্বণীক' (বহুজ্বাল, অ[illegible]রশ্মিযুত) 'হোতঃ' (দেবেষু হবির্দ্দাতঃ, সৎকর্ম্মপূরক কর্ম্মফলদায়ক বা হে ভগবন্ জ্ঞানদেব!) 'ত্বে' (ত্বয়ি, ত্বামুদ্দিশ্য) 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রৌ অহনি চ সর্ব্বকালে, যদ্বা—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (ভগবৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'বসূনি' (হবীংষি, শুদ্ধসত্ত্বাদীনি ইত্যর্থঃ) 'এরিরে' (প্রেরয়ন্তি, জুহ্বতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অপিচ, 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ভুবনানি' (ভূতজাতানি) 'ক্ষামেব' (সর্ব্বধারণক্ষমসর্ব্বসংরক্ষকঃ পৃথিবীবৎ) 'পাবকে' (পরিত্রকারকে) 'যস্মিন্' (ত্বয়ি ইতি ভাবঃ) 'সৌভগানি' (সৌভাগ্যানি) 'সন্দধিরে' (সম্যক্ নিহিতানি ; সাধকাঃ নিহিতবন্তঃ ইতি ভাবঃ) অতঃ ত্বং মাং অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ।

৭। 'অঙ্গিরস্তম' (আত্মদর্শিনাং আরাধনীয়) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব!) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ আত্মদর্শিনঃ) 'সুক্ষিতয়ঃ' (প্রজাঃ) 'পৃথক্ কামায়'

(বিবিধকামিতার্থসিদ্ধিপ্রদায় অথবা আত্মনঃ কামসিদ্ধ্যর্থং, অভীষ্টলাভায় ইতি বা) 'তুভ্যং' 'যেমিরে' (বিশেষেণ আরাধয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধবঃ এব সম্যক্‌রূপেণ ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবন্তি। তে তৎপূজাপদ্ধতিং জানন্তি ইতি ভাবঃ।

৮। 'অগ্নে' (হে ভগবন্ জ্ঞানদেব!) 'তেন' (তবসম্বন্ধিন্যা) 'ঊতী' (উত্যা, রক্ষয়া ইত্যর্থঃ) 'তং কামং' (অভীষ্টফলং) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম—ত্বমেব অভীষ্টং পূরয়সি ইতি ভাবঃ); 'রয়িবঃ' (হে পরমধনবন্ পরমধনদাতঃ বা জ্ঞানদেব!) তবপ্রসাদাৎ 'সুবীরং' (শোভনধনযুক্তং—পরমার্থরূপং ধনসাধকং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (চতুর্ব্বর্গফলং) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম—ত্বমেব চতুর্ব্বর্গসাধকঃ ইতি ভাবঃ); তথা হে জ্ঞানদেব! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'বাজয়ন্তঃ' (সদ্ভাবমিচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'বাজং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং ধনং ইতি ভাবঃ) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম); কিঞ্চ 'অজর' (হে জরারহিত, নিত্যতরুণ জ্ঞানদেব!) তবপ্রসাদাৎ 'অজরং' (জরারহিতং, নিত্যং শাশ্বতং অক্ষয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (পরমধনং) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ যস্য সহায়ঃ ভবতি তস্য ক্ষয়ং নাস্তি। ভগবৎকৃপয়া সঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভতে পরাগতিং চ প্রাপ্নোতি। অতঃ বয়ং তস্য ভগবতঃ শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ।

৯। 'যবিষ্ঠ' (ভগবতা সহ সংযোজক, যদ্বা—যুবতম চিরনবীন ইতি ভাবঃ, অথবা অতিশয়েন বিয়োগকারিন্—পাপসম্বন্ধানাং ইত্যর্থঃ) 'ভারত' (জগতাং ধারক) 'বসো' (সর্ব্বতোব্যাপ্ত, যদ্বা—সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'শ্রেষ্ঠং' (অতি-প্রশস্তং—পরমার্থপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, প্রজ্ঞানজনকং ইত্যর্থঃ) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'রয়িং' (চতুর্ব্বর্গধনং) 'আভর' (আহর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

১০। 'পাবকঃ' (পরিত্রাণকারকঃ) 'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'পুরুতমঃ' (অতিশয়েন প্রবৃদ্ধঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পুরূণি' (প্রভূতানি) 'পৃথূনি' (দুর্দ্দমনীয়ানি) পাপানি অথবা পাপজনকং প্রবৃত্তিং 'ভর্ব্বন্' (ভক্ষয়ন, নাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'অনুযাতি' (অনুদিনং সাধকহৃদি গচ্ছতি অধিতিষ্ঠতি বা ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) তত্র 'শিতানঃ' (প্রবৃদ্ধঃ দীপ্যমানঃ সন্) 'তন্যতুঃ' (অভীষ্টফলানাং বিস্তারয়িতা, মোক্ষদায়কঃ) 'রোচনস্থাঃ' (জ্ঞানালোকদীপ্তে হৃদি নিত্যবর্ত্তমানঃ) 'অজরেভিঃ' (ক্ষয়রহিতৈঃ) 'নানদদ্ভিঃ' (শত্রুনাশকৈঃ দেবভাবৈঃ যুক্তঃ সন্) 'যবিষ্ঠঃ' (নিত্যতরুণঃ, চিরনবীনঃ ইত্যর্থঃ—শত্রূণাং বিয়োগকর্ত্তা) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। ভগবান্ জ্ঞানদেবঃ যস্য হৃদি বর্ত্ততে, তত্র সদ্ভাবসদ্‌গুণাঃ অক্ষয়াঃ ভবন্তি।

১১। হে মনুজ! 'বরেণ্যঃ' (সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ঃ) 'অয়ং অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ স ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন, বিবিধরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'আয়ুঃ' (পূর্ণায়ুষ্কালং) 'দধৎ' (দধাতু); 'পুনঃ' (পুনশ্চ) তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহেণ তে 'প্রাণঃ' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইত্যর্থঃ) 'আয়াতি' (আগচ্ছতু); 'তে' (তব) 'যক্ষ্মং' (সদ্ভাব-বিরোধিনং, সদ্ভাবনাশকং বা শত্রুং) 'পরা সুবামি' (নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। সৎকর্ম্মসাধনেন নরাঃ পূর্ণায়ুষ্কালং লভন্তে ইতি ভাবঃ।

১২। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'আয়ুর্দ্দা' (আয়ুষাং দাতা, পূর্ণায়ুষ্কালবিধাতা সৎকর্ম্ম-

শীলজীবনদাতা বা ইত্যর্থঃ) 'হবিষঃ জুষাণঃ' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকঃ, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবেন ব প্রবর্দ্ধিতঃ ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতপ্রতীকঃ' (ভক্ত্যাদিভিঃ প্রবর্দ্ধমানঃ) 'ঘৃতযোনিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বেন চ উৎপাদিতঃ হৃদি সংরক্ষিতঃ চ) অসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'এধি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) ; অথবা 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন !) 'ঘৃতপ্রতীকঃ' (অস্মাভিঃ প্রদত্তেন ভক্তিসুধয়া হৃদি প্রদীপ্তঃ) অপিচ 'ঘৃতযোনিঃ' (ভক্ত্যাদিভিঃ সদ্ভাবৈঃ সঞ্জাতঃ) সন্ ত্বং অস্মাকং 'আয়ুর্দ্দা' (পূর্ণায়ুষ্কালবিধাতা) 'হবিষঃ জুষাণঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকঃ) 'এধি' (ভব)। অপিচ, অস্মাভিঃ প্রদত্তং 'মধু' (পরমানন্দপ্রদং) 'চারু' (নির্ম্মলং) 'গব্যং' (দিব্য-জ্ঞানমিশ্রিতং) 'ঘৃতং' (ভক্তিসুধাং) 'পীত্বাং' (গৃহীত্বা) 'পিতেব' (পিতা পুত্রমিব, যদ্বা—পিতা যথা সর্ব্বেভ্যঃ বিপদেভ্যঃ পুত্রং রক্ষতি পালয়তি চ তদ্বৎ) ত্বং 'ইমং' (প্রার্থনা-কারিণং ভবতাং পূজাপরায়ণং মাং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিতঃ, সর্ব্বপ্রকারেণ) 'রক্ষতাং' (রক্ষ পালয় চ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং।

১৩। 'জাতবেদঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) 'বিচর্ষণে' (সর্ব্বেষাং উৎকর্ষসাধক,—পরমপদি স্থাপয়িতঃ) 'প্রতিহর্য্যতে' (আত্মদর্শিনাং হৃদি নিত্যবর্ত্তমান) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তস্মৈ' (ভবতাং প্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'তে' (ভবতাং প্রীতিসাধিকাং ইতি ভাবঃ) 'সুষ্ঠুতিং' (শোভনাং, ভবতাং গ্রহণযোগ্যাং প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'জনামি' (জনয়ামি, সম্পাদয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রীতিসাধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। সাধকঃ যথা ভগবৎ-প্রীতিং জনয়িতুং সমর্থঃ ভবতি তথা আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ।

১৪। 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ স ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'প্রথমং' (আদৌ, সৃষ্টিপ্রারম্ভে ইত্যর্থঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকস্যোপরি আদিত্যরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'জজ্ঞে' (আত্মানং প্রকাশিতবান্) ; ততঃ 'দ্বিতীয়ং' (সৃষ্টেঃ দ্বিতীয়াবস্থায়াং, পালনকালে ইত্যর্থঃ) স ভগবান্ 'অস্মদ্ পরি' (অস্মাকং পরিপালনায় ইতি ভাবঃ) 'জাতবেদাঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞরূপেণ) আত্মানং প্রকাশিতবান্। তদনন্তরং 'তৃতীয়ং' (সৃষ্টেঃ তৃতীয়াবাস্থায়াং, সংহারকালে ইতি ভাবঃ) 'অপ্সু' (তমোরূপেণ) জাতঃ ইতি শেষঃ। ত্রিম্বপি রূপেষু 'নৃমণাঃ' (অর্চ্চকানাং প্রার্থনাকারিণাং মঙ্গলসাধকং অনুগ্রহ-কারকং চ) 'এনং' (ভগবন্তং) 'স্বাধীঃ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ) 'অজস্রমিন্ধানঃ' (সদা হৃদি ধারয়ন্, হৃদ্‌কমলে সদাপ্রতিষ্ঠাপয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'জরতে' (স্তৌতি, পরিচরতি ইতি ভাবঃ) সৃষ্টিস্থিতিলয়কালে ভগবান্ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপেণ মর্ত্ত্যানাং কল্যাণং বিধায়তি। করুণাময়স্য তস্য ভগবতঃ পূজনায় সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ত্ততে।

১৫। 'পাবক' (পরিত্রাণকারক পাপিনাং উদ্ধারক) 'শুচিং' (পবিত্রতাসাধক) 'বন্দ্যঃ' (সর্ব্বেষাং বন্দনীয়) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন !) 'ত্বং' 'ঘৃতেভিঃ' (সদ্ভাবাদিভিঃ, ভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'আহুতঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'রোচসে' (প্রকাশয়সি, স্বপ্রকাশং ভবসি—সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভক্তাধীনঃ ভগবান্ সাধকানাং ভক্তিপ্রভাবেন তেষাং হৃদি অধিতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ।

১৬। 'দৃশানঃ' (প্রিয়দর্শনঃ) 'রুক্মঃ' (কান্তিমান, স্বপ্রকাশঃ ইত্যর্থঃ) প্রজ্ঞানাধার সঃ জ্ঞানদেবঃ 'উর্ব্বিয়া' (অত্যন্তং, পরমার্থপ্রদং ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'ব্যদ্যৌৎ' (বিশেষেণ দ্যোততে,

প্রকাশমানঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); অপিচ, সাধকেষু 'দুর্ম্মর্ষং' (অক্ষীণং, শাশ্বতং) 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং) 'শ্রিয়ে' (শ্রয়িতুং, বিধায়িতুং) 'রুচানঃ' (সাধকানাং হৃদি প্রকাশমানঃ ভবতি)। অথবা 'আয়ুঃ' (উৎকর্ষশীলজীবনবিধাতা সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'শ্রিয়ে' (বিভূত্যৈ) যথা 'দুর্ম্মর্ষং' (শত্রুভিঃ অনভিভূতঃ) ভবতি তথা 'রুচানঃ' (রোচমানঃ ভবতি, স্বপ্রকাশঃ ভবতি—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ)। সঃ জ্ঞানদেবঃ 'বয়োভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপৈঃ সদ্ভাবাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) প্রবৃদ্ধঃ সন্ 'অমৃতঃ' (মরণরহিতঃ ক্ষয়রহিতঃ বা) 'অভবৎ' (ভবতি—সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); তদনন্তরং 'এনং' (সোঽয়ং জ্ঞানদেবঃ) 'সুরেতাঃ' (শোভনরেতস্কঃ—সদ্ভাবসংজনকঃ সন্) 'দ্যৌঃ' (প্রাণসংরক্ষকং সদ্ভাবং) 'জনয়ৎ' (জনয়তি, উৎপাদয়তি)।

১৭। 'যৎ' (যদা) 'ইষে' (বলপ্রাণপ্রাপণায়) 'নৃপতিং' (নৃপবৎ শ্রেষ্ঠং) 'তেজঃ' (জ্ঞানকিরণং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'আনট্' (ব্যাপ্নোতি), তদা 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'শুচি' (শুদ্ধং, অনাবিলং ইত্যর্থঃ) 'রেতঃ' (জ্যোতিঃ—জ্ঞানরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভীকে' (সমীপে, হৃদয়াভ্যন্তরে, ইহলোকে ইতি ভাবঃ) 'নিষিক্তং' (নিতরাং প্রবাহিতং, বিচ্ছুরিতং বা) ভবতি; যদ্বা—তদা 'দ্যৌঃ' (স্বর্গঃ, স্বর্গবাসী দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'শুচিরেতঃ' (বিশুদ্ধং জ্ঞানজ্যোতিঃ) 'অভীকে' (হৃদভ্যন্তরে) 'নিষিক্তং' (নিতরাং প্রবাহিতং বিচ্ছুরিতং বা) করোতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ কৃপয়া হৃদি নির্ম্মলং জ্ঞানং আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'শর্দ্ধং' (বলবন্তং, শক্তিমন্তং) 'অনবদ্যং' (অনিন্দিতং) 'যুবানং' (চিরনবীনং) 'স্বাধ্যং' (শোভনকর্ম্মোপেতং, সৎকর্ম্মপরং, সুপ্রাজ্ঞং—পুরুষং ইতি যাবৎ) 'জনয়ৎ' (জনয়তু, উৎপাদয়তি বা), 'চ' (তথা) 'সূদয়ৎ' (তং সৎকর্ম্মসু প্রেরয়তু, সৎকর্ম্মপরং করোতি বা ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানপ্রভাবেণ নরঃ আনন্দিতং সুকর্ম্মপরং চিরনবীনং জীবনং লভতে ইতি ভাবঃ।

১৮। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বোতঃ' (যঃ ত্বয়া রক্ষিতঃ ভবতি) সঃ 'তেজীয়সা' (অতিশয়েন তীক্ষ্ণেন, সৎকর্ম্মবিষয়তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্তেন ইত্যর্থঃ) 'মনসা' (অন্তঃকরণেন যুক্তঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। 'উত' (অপিচ) তস্মৈ 'স্বপত্যস্য' (শুদ্ধসত্ত্বাদিরূপং শোভনাপত্যযুক্তং ইতি ভাবঃ) 'শিক্ষ' (ধন প্রযচ্ছ); 'শিক্ষোঃ' (অভিমতফলদানেন শকিতুমিচ্ছোঃ, যদ্বা—অভীষ্টফলদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'রায়ো নৃতমস্য' (ধনস্য অতিশয়েন নেতুর্দ্দাতুঃ বা) 'তে' (তব) 'প্রভূতৌ' (প্রভাবে, ঐশ্বর্য্যে বা) 'এমহি' (বয়ং স্যাম ইতি যাবৎ)। কিঞ্চ 'সুষ্টুতয়ঃ' (শোভনস্তুতিমন্তঃ, ভগবৎকর্ম্মসাধনপরায়ণাঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'বস্বঃ' (বসুনঃ, পরমধনস্য বা ভাজনং) 'ভূয়াম' (ভূয়াস্ম)। অথবা, হে জ্ঞানদেব! 'স্বপত্যস্য' (সদ্ভাবযুতস্য) 'শিক্ষোঃ' (ভগবৎপূজায়াং নিবিষ্টচিত্তস্য ইত্যর্থঃ) 'নৃতমস্য' (মনুষ্যেষু শ্রেষ্ঠস্য আত্মজ্ঞানসম্পন্নস্য জনস্য ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'শিক্ষ' (দেহি, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ); কিঞ্চ 'তে' (তব) 'প্রভূতৌ' (প্রভুত্বে, রক্ষণে সতি) বয়ং 'বস্বঃ' (বসুমত্তমাঃ, পরমধনসমন্বিতেন ইত্যর্থঃ) 'সুষ্টুতয়শ্চ' (শোভনকর্ম্মসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ভূয়াম' (প্রবৃদ্ধাঃ পরমপদযুক্তাঃ চ ভূয়াস্ম ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। যঃ জনঃ ভগবদনুগ্রহং লভতে, সঃ সদ্ভাবাদিভিঃ যুক্ত সন্ সৎকর্ম্মসাধনেন মোক্ষপদং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ।

১৯। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ জ্ঞানদেব!) 'দ্যুম্নস্য' (অস্মদীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য পরমধনস্য ইত্যর্থঃ) 'সহন্তং' (অভিভবিতারং, বিরোধকং ইত্যর্থঃ বৈরিণং ইতি যাবৎ) 'প্রাসহা' (অভিভবসমর্থং) 'রয়িং' (ধনং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'আভর' (আহর, অস্মান্ প্রযচ্ছ)। 'যঃ' (যং ধনং—সামর্থ্যঃ ইত্যর্থং) 'আসা' (ভবতাং অনুগ্রহং লব্ধা ইত্যর্থঃ) 'বাজেষু' (রিপুনা সহ সংগ্রামেষু) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বা,) 'চর্ষণীঃ' (শত্রুসেনা,) 'অভি সাসহৎ' (অভিভবতি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

অথবা

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে দেব!) 'প্রাসহা' (প্রকৃষ্টেন বলেন) 'সহন্তং (শত্রূন্ অভিভবন্তং) 'রয়িং' (ধনানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'দ্যুম্নস্য' (মম পরমার্থপ্রাপ্তয়ে) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। 'যঃ' (যং শুদ্ধসত্ত্বরূপং ধনং ইতি যাবৎ) 'আসা' (আসাস্যেন, অস্মান্ সৎকর্ম্মণি প্রতিস্থাপয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বাজেষু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অভি' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন গতান্) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বান্) 'চর্ষণীঃ' (শত্রূন্) 'সাসহৎ' (অভিভবতি)।

২০। 'সহস্ব' (সর্ব্বশক্তেরাধার) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' (ত্বং) 'পৃতনাসহং' (শত্রূণাং অভিভবিতারং, অন্তঃশত্রুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। 'ত্বং' 'হি' (ত্বমেব) 'সত্যঃ' (সত্যভূতঃ, পরমার্থস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অদ্ভুতঃ' (বিচিত্রকর্ম্মা, বিচিত্রচরিত্রঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি; অপিচ ত্বং হি 'গোমতঃ' (পরাজ্ঞানদায়কঃ, দিব্যজ্ঞানাধার ইত্যর্থঃ) 'বাজস্য' (সদ্ভাবস্য—পরমার্থরূপস্য ধনস্য) 'দাতা' (বিধাতা) ভবসি ইতি শেষঃ।

২১। 'উক্ষান্নায়' (মোক্ষমার্গপ্রদর্শকায়, সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধকায় চ ইত্যর্থঃ) 'বশান্নায়' (বহ্বন্নসমন্বিতায়) 'সোমপৃষ্ঠায়' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকায় ইতি ভাবঃ) 'বেধসে' (কামানাং বিধাত্রে, অভীষ্টপ্রদায়কায় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে ইতি যাবৎ) 'স্তোমৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, সদ্ভাবসমন্বিতেন সৎকর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) 'বিধেম' (পরিচরেম) বয়ং ইতি শেষঃ।

২২। 'সূনো' (সর্ব্বশক্তেরাধার, অথবা পুত্রবৎ অভিমতকারিন্, অথবা সর্ব্বান্ সৎকর্ম্মণি প্রেরক) হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'বন্দ্য' (সর্ব্বেষাং বন্দনীয়ঃ স্তুত্যঃ বা) 'অসি' (ভবসি); 'অদ্মসদ্বা' (অস্মাসু সদ্ভাবেষু বর্ত্তমানঃ, যদ্বা—অস্মাকং শত্রুনাশায় শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদ্‌রূপে গৃহে বিদ্যমানঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ সঃ ভগবান্) 'জনুষা' (স্বভাবতঃ এব) 'অজ্মা' পরমাশ্রয়ং) 'অন্নং' (পরমার্থধনং) 'চক্রে' (বিধায়তি—আত্মজ্ঞানসম্পন্নেষু জনেষু ইত্যর্থঃ)। 'উর্জ্জসন' (বলপ্রাণদাতঃ হে জ্ঞানদেব!) অতঃ 'সঃ ত্বং' (তথাবিধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'উর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'ধাঃ' (দেহি); যদ্বা 'নঃ' (অস্মাসু) 'উর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'ধাঃ' (নিধেহি); তথা 'রাজেব' (রাজা ইব, রাজা যথা শত্রূন্ জয়তি তথা) 'জেঃ' (অস্মাকং শত্রূন্ জয়)। তদনন্তরং 'অবৃকে' (বাধকৈঃ বিযুক্তে, হিংসাদিদোষরহিতে ইতি ভাবঃ) 'অন্তঃ' (অন্তরে —ভক্তানাং ইতি যাবৎ) 'ক্ষেষি' (নিবসসি, নিবসতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

২৩। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'আয়ুংষি' (অস্মদীয়ানি সৎকর্ম্মসাধনশীলজীবনানি ইত্যর্থঃ) 'পবসে' (রক্ষসি—যথা বর্দ্ধন্তে তথা শোধয়সি ইত্যর্থঃ); 'চ' (তথা)

'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'ইষং' (অভীষ্টং) 'সুব' (আভিমুখ্যেন প্রেরয়, অস্মান্ প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। কিঞ্চ 'দুচ্ছুনাং' (শত্রূণাং উপদ্রবানি ইত্যর্থঃ) 'আরে' (অস্মত্তঃ দূরে নীত্বা, অস্মত্তঃ বিযোজ্য ইতি ভাবঃ) 'বাধস্ব' (বিনাশয়)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! সদ্ভাববিরোধিনঃ অন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মাকং অভীষ্টং সম্পূরয়।

২৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'স্বপা' (শোভনকর্ম্মা) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং ইত্যর্থঃ) 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ, জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (আগময়, প্রবর্দ্ধয়); তথা ভবান্ 'রয়িং' (পরমধনং, মোক্ষধনং বা) 'পোষং' (পুষ্টিং—শত্রুবিনাশেন ইতি ভাবঃ) 'দধৎ' (দধাতু, প্রযচ্ছতু)।

২৫। 'দেব' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'পাবক' (পাপিনাং উদ্ধারকারক, শোধক চ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব!) 'রোচিষা' (দিব্যজ্যোতিষা—স্বদীপ্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'মন্দ্রয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'জিহ্বয়া' (স্বপ্রভাবেন) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আবক্ষি' (আবহ, আনয়, সৎকর্ম্মণি সদ্ভাবং সংজনয় ইত্যর্থঃ) অপিচ 'যক্ষি' (যজ, পরিচরধ্বং ইতি শেষঃ)।

২৬। 'পাবক' (পবিত্রকারক, পাপিনাং উদ্ধারক) 'দীদিব' (দীপ্যমন, দিব্যজোতি-সম্পন্ন) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং পরিত্রাণায় ইত্যর্থঃ) 'ইহ' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠীয়মানে সৎকর্ম্মণি মানসযজ্ঞে বা ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্, সদ্ভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়, অস্মাসু সদ্ভাবান্ সংজনয়)। কর্ম্মপ্রভাবেন অস্মাসু সদ্ভাবান্ উপজয়তু। অপিচ, 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (কর্ম্ম) 'হবিঃ' (অস্মাভিঃ আহুতং ভক্তিং চ) 'উপ' (দেবসমীপং) প্রাপয় ইতি শেষঃ।

২৭। 'শুচিব্রততমঃ' (অতিশয়েন শুদ্ধং ব্রতং আচরণকারী, যদ্বা—অতিশয়েন শুদ্ধকর্ম্মা ইত্যর্থঃ; পবিত্রকর্ম্মণি নরাণাং যোজয়িতা ইতি ভাবঃ) 'শুচিঃ বিপ্রঃ' (বিপ্র এব পবিত্রঃ, শুদ্ধঃ) যদ্বা—'শুচিঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'বিপ্রঃ' (ক্রান্তদর্শী) 'কবিঃ' (মেধাবী) 'শুচিঃ' (শুদ্ধঃ সন্ ইতি যাবৎ) যদা 'আহুতঃ' (জ্ঞানিভিঃ হৃদি প্রদীপিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) তদা 'শুচী' (পাপিনাং পরিত্রাণসাধকঃ ভূত্বা) 'রোচতে' (শোভতে, স্বাত্মানং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ)।

২৮। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব!) 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলাঃ, যদ্বা—নির্ম্মলতাসাধকাঃ) 'শুক্রাঃ' (পাপনাশকাঃ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ—স্বপ্রকাশশীলাঃ ইত্যর্থঃ) 'তব' (ভবতাং) 'অর্চ্চয়ঃ' (দিব্যজ্যোতীংষি) 'তব' 'জ্যোতীংষি' (তব তেজাংসি) 'উদীরতে' (প্রকাশয়ন্তি, প্রেরয়ন্তি—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ)।

অথবা,

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব!) 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলাঃ, স্বতমেব নির্ম্মলতাসাধকাঃ) 'শুক্রাঃ' (পাপানাং শুদ্ধিহেতবঃ) 'ভ্রাজন্তঃ' (আত্মদর্শিনাং হৃদি স্বপ্রকাশশীলাঃ) 'তব' (ভবতাং রশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) প্রকাশমানাঃ সন্তঃ 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছন্তি, স্বপ্রকাশাঃ ভবন্তি)। তদানীমপি 'অর্চ্চয়ঃ' (সাধকাঃ) তব 'জ্যোতীংষি' (ভবতাং ভাসকানি, হৃদয়োদ্ভাসকারকাণি সদ্ভাবজনকানি তব কিরণানি প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)॥ (১অষ্টকঃ -৩প্রপাঠকঃ—১৪অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি লোকত্রয় (হৃদয়) হইতে শত্রুগণের নিরাসকারী এবং দুঃখমূলক পাপাদির দ্রাবয়িতা (নাশয়িতা) হয়েন। অথবা, মানুষ যাহাতে দুঃখে পতিত না হয়, তাহার বিধায়ক এবং হৃদ্‌রূপ মহৎ দ্যুলোকে বল বা শক্তিদাতা বা জ্ঞানরূপী আদিত্যের প্রকাশক বা জ্ঞান-সূর্য্য হয়েন। আপনি মরুদ্গণরূপ বল বা বায়ুরূপ হয়েন অথবা আপনার অনুগ্রহে মরুদ্গণে বল-সঞ্চার হয়। হে ভগবন্! অগ্ন্যাদিত্য-বায়ুরূপী আপনি পরমার্থরূপ অন্নের বা চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধনের ঈশ্বর (অধিপতি) হয়েন। অতএব বায়ুবৎগতিবিশিষ্ট অরুণবর্ণ অশ্বে অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত কর্ম্মরূপ বাহকে সংবাহিত এবং সুখের আধারভূত অথবা সুখ-স্বরূপ হইয়া আপনি প্রার্থনাকারীদিগকে প্রাপ্ত হয়েন (হউন)। অথবা অরুণবর্ণ জ্ঞান-ভক্তি-প্রদীপ্ত সৎকর্ম্মাদির দ্বারা সংবাহিত হইয়া আপনি প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে গমন করেন। আপনি সকলের পোষক বা পালক হইয়া, সত্বর আপনার অনুগ্রহ-বুদ্ধির দ্বারা আপনার পরিচর্য্যাপরায়ণ প্রার্থনাকারীদিগকে পালন ও রক্ষা করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে সংসার-সমুদ্র বা মোহ-সম্মোহ হইতে উদ্ধার করুন। (মন্ত্র নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—পরমার্থ-সাধক। তদ্দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকটিত)।

২। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! সৎকর্ম্মরূপ যজ্ঞের অর্থাৎ মানস-যজ্ঞের অধিপতি বা যজ্ঞেশ্বর, দেবগণের আহ্বানকারী অথবা দেবগণকে হবিঃ-প্রদানকারী অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবভাবের উৎপাদক অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদানে ভক্তগণের উদ্ধারকারী, শত্রুদিগের সন্তাপক বা বল-সঞ্চারক, দ্যাবা-পৃথিবীর অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীকে অভিমতফলদাতা অথবা ভগবৎপূজায় সর্ব্ব-লোকে সৎপথ-প্রদর্শক; অথবা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ সর্ব্ব-লোকে অভিমতকর্ম্মফলবিধায়ক, হিরণ্য-সদৃশ অর্থাৎ হিরণ্যবৎ শ্রেষ্ঠফল-দায়ক, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান অগ্নিদেবকে, তোমাদিগের রক্ষণের এবং পরি-ত্রাণের নিমিত্ত, শত্রু-কর্ত্তৃক সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংহার হইতে অথবা শত্রুর আক্রমণে চিত্তবিভ্রমরূপ মরণের পূর্ব্বেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ সমিধের দ্বারা বশীভূত কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পসূচক। যাহার অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ

নাই অপিচ অসদ্বৃত্তির পরিচালনে যে বিপথগামী হয়, সে তো জীবন্মৃত। জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার অপসারণে শত্রুর আক্রমণ হইতে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে,—মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)।

অথবা,

হে মনুষ্যগণ! তোমাদিগের রক্ষার জন্য, তোমরা সেই হিংসা-প্রত্যবায়াদিরহিত কর্ম্মের অধিপতি, দেবভাবের আহ্বানকারী, (আমাদের) শত্রু-দমনে রুদ্রমূর্ত্তিধর, দ্যাবাপৃথিবীর আনন্দসঙ্গময়িতা (চিদানন্দপ্রদ), দিব্যজ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, অশনি-পতনের ন্যায় সহসা মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে, সম্যক্‌প্রকারে ভজনা কর। (বজ্রপতনবৎ হঠাৎ কখন মৃত্যু আসিবে স্থির নাই; সুতরাং মুহূর্ত্ত-কালক্ষয় না করিয়া ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হও—মন্ত্রের ইহাই উপদেশ)।

৩। হোমনিষ্পাদক অর্থাৎ সৎকর্ম্মপূরক, সকলের আরাধনীয় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ আধারস্বরূপ হৃদ্‌রূপ বেদীর সমীপে ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, নিত্যতরুণ অর্থাৎ চিরনবীন, ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বিশ্বকর্ম্মী, সকলের ধারক সেই জ্ঞানদেব আত্মোৎকর্ষশীল জনগণের মধ্যে (অন্তরে) দীপ্ত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। সদ্ভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য বর্ত্তমান—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে)।

৪। সেই জ্ঞানদেব নিত্যকাল (সর্ব্বকালে) আমাদিগের দেবভাবোন্মেষক সদ্ভাবজনক সৎকর্ম্মকে ভগবানের গ্রহণযোগ্য করুন। তাহা হইলে আমরা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইব অথবা সৎকর্ম্মসাধন-পদ্ধতি অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর ভগবানের স্বরূপ সম্যক্‌প্রকারে জানিতে সমর্থ হইব। সেই জ্ঞানদেব ভগবান্, জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা সুগন্ধযুক্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপক সৎকর্ম্মশীল জীবন প্রদান জন্য আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। অনন্তর অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের অনুষ্ঠিত দেবভাবজনক বা ভগবৎপ্রাপক মানস-যজ্ঞকে নিত্যকাল কল্যাণদায়ক ও পরমার্থ-সাধক করুন।

৫। দীপ্ত অর্থাৎ বিদ্যুৎ-সমন্বিত পর্জ্জন্য আকাশে মহৎ শব্দ করিয়া যেমন শস্যনাশভীতি নিবারণ করে, সেইরূপ জ্ঞানদেব ভগবান আমাদিগের

বিরোধী শত্রুগণকে আপনার জ্বালারূপ শক্তির দ্বারা সন্তাপিত করিয়া পুষ্প-লতাদি-তুল্য আমাদিগের অনুকূল সদ্ভাবজনক সৎপ্রবৃত্তি-সমূহকে সম্যক্-প্রকারে উৎপাদন করেন। আর তাহাতে সেই জ্ঞানদেব নিত্যকাল হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এবং প্রদীপ্ত রহিয়া, বিবিধ প্রকারে জগৎকে প্রকাশ করেন অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে সাধকদিগের উৎকর্ষ সাধন করেন। অপিচ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে অর্থাৎ ইহকাল-পরকালের মঙ্গল-সাধন নিমিত্ত, আপনার জ্যোতির দ্বারা আত্ম-জ্ঞানসম্পন্নদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন।

৬। অনন্ত-রশ্মিযুক্ত সৎকর্ম্মপূরক কর্ম্মফলদায়ক হে ভগবন্ জ্ঞান-দেব! আপনার উদ্দেশ্যে দিবারাত্রি সর্ব্বকালে অথবা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ-সমূহ প্রেরণ (প্রদান) করেন অর্থাৎ আহুতি দেন। (মন্ত্রাংশ নিত্যসত্যমূলক)। অপিচ, বিশ্বের সর্ব্ববিধ ভূতজাত-সমূহ, সর্ব্ব-ধারণক্ষম সর্ব্ব-সংরক্ষক পৃথিবীর ন্যায় পবিত্র-কারক আপনাতে সৌভাগ্য-সমূহ নিহিত করে অর্থাৎ আপনা হইতে প্রাপ্ত হয়। অতএব আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন।

৭। আত্মদর্শিগণের আরাধনীয় প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব! বিশ্বের সকল আত্মদর্শিজন বিবিধকামিতার্থ-সিদ্ধি-প্রদায়ক অথবা আপনাদিগের অভীষ্টপূরণ জন্য আপনাকে বিশেষভাবে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ সম্যক্প্রকারে ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই ভগবানের পূজাপদ্ধতি অবগত আছেন)।

৮। হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধী রক্ষার দ্বারা যেন অভীষ্ট-ফল প্রাপ্ত হই; আপনিই সকল অভীষ্ট পূরণ করেন। হে পরমধনবান্ পরমধনদাতা জ্ঞানদেব! আপনার অনুগ্রহে শোভনধনযুক্ত অর্থাৎ পরমার্থরূপ ধন-সাধক চতুর্ব্বর্গফল যেন প্রাপ্ত হই; কারণ, আপনিই চতুর্ব্বর্গ-সাধক। হে জ্ঞানদেব! আপনার অনুগ্রহে সদ্ভাবকামী আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনকে প্রাপ্ত হই। হে জরারহিত নিত্যতরুণ জ্ঞানদেব! আপনার প্রসাদে জরা-রহিত নিত্য অক্ষয় পরমধন যেন আমাদিগের অধিগত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান যাঁহার সহায় হন, তাঁহার ক্ষয় নাই। ভগবানের কৃপায় তিনি সর্ব্বাভীষ্ট এবং পরাগতি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব আমরা যেন সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি)।

৯। ভগবানের সহিত সংযোজক অথবা পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন-কারিন্ চিরনবীন জগদ্ধারক সর্ব্বতোব্যপ্ত অথবা সকলের নিবাস-হেতুভূত হে জ্ঞানদেব! পরমার্থ-প্রদায়ক দীপ্তিমান্ অর্থাৎ প্রজ্ঞানদায়ক সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় চতুর্ব্বর্গধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

১০। পরিত্রাণকারক যে জ্ঞানদেব অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া এবং প্রভূত দুর্দ্দমনীয় পাপ-সমূহকে অথবা পাপজনক প্রবৃত্তি-সমূহকে নাশ করিয়া নিত্য-কাল সাধক-হৃদয়ে গমন করেন অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হয়েন; সেই জ্ঞানদেব, প্রবৃদ্ধ ও দীপ্যমান হইয়া অভীষ্টফল-সমূহের দাতা অর্থাৎ মোক্ষ-দায়ক, জ্ঞান-প্রদীপ্ত হৃদয়ে নিত্য-বর্ত্তমান, অক্ষয় শত্রু-নাশক দেবভাবসমূহে যুক্ত হইয়া নিত্য-তরুণ (চিরনবীন) অথবা শত্রুগণের বিয়োগকারী রূপে বর্ত্তমান হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভগবান জ্ঞানদেব যে হৃদয়ে বর্ত্তমান হয়েন, সে হৃদয়ে সদ্‌গুণ-সমূহ অক্ষয় হইয়া থাকে)।

১১। হে মানব! সকলের আরাধনীয় প্রজ্ঞান-স্বরূপ সেই ভগবান তোমাকে সর্ব্বতোভাবে (বিবিধপ্রকারে) পূর্ণায়ুষ্কাল প্রদান করুন; পুনশ্চ, সেই ভগবানের অনুগ্রহে তোমাতে সৎকর্ম্মশীল জীবন আগমন করুক; তোমার সদ্ভাব-বিরোধী (সদ্ভাব-নাশক) শত্রু-সমূহ নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও সঙ্কল্প-জ্ঞাপক। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ পূর্ণায়ুষ্কাললাভে সমর্থ হয়)।

১২। হে জ্ঞানদেব! আপনি পূর্ণায়ুষ্কাল-বিধাতা সৎকর্ম্মশীল জীবন-দাতা, শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক অথবা শুদ্ধসত্ত্বের বা সদ্ভাবের দ্বারা সদা-প্রবর্দ্ধিত, ভক্তি-প্রভৃতির দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, শুদ্ধসত্ত্বের ও সদ্ভাবের দ্বারা হৃদয়ে উৎ-পাদিত ও সংরক্ষিত হয়েন। অথবা, প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমাদিগের প্রদত্ত ভক্তি-সুধায় হৃদয়ে প্রদীপ্ত এবং ভক্তি প্রভৃতি সদ্ভাবের দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া, আপনি আমাদিগের পূর্ণায়ুষ্কাল-বিধাতা হউন। অপিচ, আমাদিগের প্রদত্ত পরমানন্দপ্রদ নির্ম্মল দিব্যজ্ঞান-সমন্বিত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া, পিতা যেমন পুত্রকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাহার পালন করেন, সেইরূপভাবে পিতার ন্যায়, আপনার পূজা-পরায়ণ আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া পালন করুন।

১৩। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সকলের উৎকর্ষ-সাধন অর্থাৎ পরমপদে স্থাপয়িতা,

আত্মদর্শিগণের অন্তরে নিত্য-বর্ত্তমান হে জ্ঞানদেব! আপনার প্রীতির নিমিত্ত আপনার গ্রহণযোগ্য প্রার্থনা (যেন) করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। ভগবানের প্রীতি-সাধন জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বর্ত্তমান। সাধক যেন ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন; তাই তিনি মন্ত্রে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)।

১৪। প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে দ্যুলোকে আদিত্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর, সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় সেই ভগবান আমাদিগের পরিপালন জন্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তদনন্তর, সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ সংহার-কালে তিনি তমোরূপে আবির্ভূত হয়েন। এই ত্রিবিধরূপেই, প্রার্থনাকারীদিগের মঙ্গল-সাধক অর্থাৎ অনুগ্রাহক সেই ভগবানকে আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন সাধক, হৃদ্‌কমলে সদা-প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা বা অর্চ্চনা করেন। (সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কালে ভগবান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে মনুষ্যগণের কল্যাণ সাধন করেন। করুণাময় সেই ভগবানের পূজার সঙ্কল্প মন্ত্রে বর্ত্তমান)।

১৫। পরিত্রাণ-কারক, পাপিগণের উদ্ধারক, পবিত্রতা-সাধক, সকলের বন্দনীয় প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনি সদ্ভাব ও ভক্ত্যাদির দ্বারা প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া সাধকদিগের (আমাদিগের) হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েন (হউন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভক্তাধীন ভগবান সাধকদিগের ভক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন)।

১৬। প্রিয়দর্শন, কান্তিমান (স্বপ্রকাশ) প্রজ্ঞানাধার সেই জ্ঞানদেব পরমার্থপ্রদ হইয়া, বিশেষভাবে প্রকাশমান হয়েন। অপিচ, সাধকদিগের মধ্যে শাশ্বত আয়ুঃ অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবন বিধানের নিমিত্ত তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন। অথবা, উৎকর্ষশীল জীবনবিধাতা সেই জ্ঞানদেব, বিভূতির দ্বারা যাহাতে শত্রুর অনভিভূত হয়, সেইরূপভাবে সাধকগণের হৃদয়ে স্বপ্রকাশ হন। সেই জ্ঞানদেব শুদ্ধসত্ত্বরূপ সদ্ভাবের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া, সাধকদিগের হৃদয়ে ক্ষয়-রহিত (অক্ষয়) হয়েন। তদনন্তর সেই জ্ঞানদেব শোভনরেতস্ক (সদ্ভাব-জনক) হইয়া, প্রাণ-সংরক্ষক সদ্ভাব উৎপাদন করেন।

১৭। বলপ্রাণপ্রদানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান-কিরণ যখন সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়, তখন স্বর্গ-লোক হইতে অনাবিল জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ নিকটে

হৃদয়ভ্যন্তরে অথবা ইহলোকে নিয়ত প্রবাহিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; অথবা—তখন স্বর্গ বা স্বর্গবাসী দেবতা বিশুদ্ধ-জ্ঞান-জ্যোতিকে হৃদভ্যন্তরে প্রবাহিত বা বিচ্ছুরিত করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানাধার ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞানের আবির্ভাব হয়)। জ্ঞান-দেবতা শক্তিমান অনিন্দিত চিরনবীন সৎকর্ম্মপর সুপ্রাজ্ঞ পুরুষকে উৎপন্ন করেন বা উৎপন্ন করুন, এবং তাহাকে সুকর্ম্মপর করিয়া থাকেন বা সৎকর্ম্মে প্রেরণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ অনিন্দিত সুকর্ম্মপর চিরনবীন জীবন লাভ করে)।

১৮। প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব! যিনি আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়েন অর্থাৎ আপনি যাহাকে রক্ষা করেন, তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণ অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-বিষয়ে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা যুক্ত হয়েন। অপিচ, আপনি তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্বাদিরূপ শোভন-অপত্যযুক্ত ধন প্রদান করিয়া থাকেন। অভীষ্টফলদাতা অতিশয়িতরূপে ধনের বিধাতা আপনার প্রভাবে অর্থাৎ আপনার ঐশ্বর্য্যে যেন আমরা যুক্ত হই। আরও, শোভন-স্তুতি-মন্ত্র অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ আমরা যেন পরমধনভাজন হইতে পারি। অথবা, হে জ্ঞানদেব! সদ্ভাবযুক্ত ভগবৎ-পূজায় নিবিষ্টচিত্ত মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনি পরমধন প্রদান করেন। অতএব, আপনার রক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ আপনার রক্ষা প্রাপ্ত হইলে, পরমধন-সমন্বিত শোভনকর্ম্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা যেন পরমপদযুক্ত হইতে পারি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। যে ব্যক্তি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তিনি সদ্ভাবাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম-সাধনে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন)।

১৯। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবান জ্ঞানদেব! আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরম-ধনের অভিভবিতা অর্থাৎ বিরোধী বৈরিগণের অভিভবকারী ধনকে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে আমাদিগকে প্রদান করুন।—যে সামর্থ্য আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া রিপু সহ [illegible] সর্ব্ববিধ শত্রু-সেনা অভিভব করিতে সমর্থ হয়।

অথবা,

প্রজ্ঞানাধার হে দেব! প্রকৃষ্ট বলের দ্বারা শত্রুকে অভিভবকারী শুদ্ধ-সত্ত্বরূপ ধন-সমূহকে আমার পরমার্থ-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রদান করুন। শুদ্ধ-

সত্ত্বরূপ যে ধন আমাদিগকে সৎকর্ম্মে স্থাপন করিয়া রিপু-সংগ্রামে আমাদিগের অভিমুখে আগত সর্ব্ববিধ শত্রুকে অভিভব করিতে পারিবে—সেই ধন প্রদান করুন।

২০। সর্ব্বশক্তির আধার প্রজ্ঞানময় হে জ্ঞানদেব! আপনি শত্রুগণের নাশক পরমধন প্রদান করুন। আপনিই একমাত্র পরমার্থরূপ সত্যভূত, বিচিত্র-কর্ম্মা ও বিচিত্র-চরিত্র হয়েন। অপিচ, আপনিই পরাজ্ঞানদায়ক দিব্য-জ্ঞানাধার পরমার্থরূপ ধনের বিধাতা হয়েন।

২১। মোক্ষমার্গ-প্রদর্শক সদ্ভাববর্দ্ধক বহ্বন্ন-সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক অভীষ্টপূরক প্রজ্ঞানাধার ভগবানকে (আমরা যেন) সদ্ভাব-সমন্বিত সৎকর্ম্মের দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হই।

২২। সর্ব্ব-শক্তির আধার, পুত্রবৎ অভীষ্ট-সম্পাদক অথবা সকলকে সৎকর্ম্মে প্রেরক হে জ্ঞানদেব! আপনি সকলেরই বন্দনীয় হয়েন। আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবে বর্ত্তমান অথবা আমাদিগের শত্রু-নাশের নিমিত্ত সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়রূপ গৃহে নিত্য-বিদ্যমান প্রজ্ঞানাধার সেই আপনি (ভগবান) স্বভাবতঃ পরমাশ্রয় এবং পরমার্থরূপ ধন আত্ম-জ্ঞানসম্পন্নদিগকে প্রদান করেন। অতএব, বল-প্রাণ-দাতা হে জ্ঞানদেব! সেইরূপ আপনি আমাদিগকে বল-প্রাণ প্রদান করুন অথবা আমাদিগের মধ্যে বল-প্রাণ স্থাপন করুন এবং রাজার ন্যায় অর্থাৎ রাজা যেমন শত্রুকে জয় করে, সেইরূপভাবে আমাদিগের শত্রুদিগকে জয় করুন। তদনন্তর বাধক-বিযুক্ত অর্থাৎ হিংসা-দ্বেষ-রহিত ভক্ত আমাদিগের অন্তরে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। অন্তঃশত্রুনাশে পরমার্থলাভের প্রার্থনা মন্ত্রে বর্ত্তমান)।

২৩। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের সৎকর্ম্মশীল জীবনকে রক্ষা করেন অথবা সৎকর্ম্মশীল জীবন যাহাতে প্রবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপে আপনি তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করুন। আপনি আমাদিগের বল-প্রাণ এবং অভীষ্ট পূরণ করুন। আরও, আমাদিগ হইতে শত্রুগণের উপদ্রব-সমূহ বিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সদ্ভাব-বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।

২৪। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! শোভন-কর্ম্মা আপনি আমাদিগের

মধ্যে শোভন-বীর্য্যোপেত সৎকর্ম্ম-সাধন-সমর্থ—জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রবর্দ্ধিত করুন; এবং শত্রু-বিনাশে পুষ্টি এবং মোক্ষ-ধন প্রদান করুন।

২৫। দিব্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন পাপিগণের উদ্ধারকারক প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব! দিব্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন পরমানন্দদায়ক স্বপ্রভাবের দ্বারা দেবভাব-সমূহকে আনয়ন অর্থাৎ সৎকর্ম্মে সদ্ভাব উৎপাদন করুন এবং তাহার পরি-চর্য্যা অর্থাৎ হৃদয়ে রক্ষা করুন।

২৬। পবিত্রকারক পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা দিব্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে (মানস-যজ্ঞে) দেবভাব—সদ্ভাবসমূহকে আনয়ন করুন অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদন করুন। (ভাব এই যে, আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব উপজিত হউক)। অপিচ, আমাদিগের কর্ম্ম এবং আমাদিগের প্রদত্ত ভক্তিরূপ হবিঃ দেবসামীপ্য প্রাপ্ত করুন।

২৭। অতিশয়-শুদ্ধব্রতচারী অথবা পবিত্রকার্য্যে মনুষ্যদিগকে নিয়োগ-কর্ত্তা, বিপ্রের ন্যায় পবিত্র অথবা পবিত্রকারক ক্রান্তদর্শী মেধাবী জ্ঞানদেব যখন জ্ঞানিগণের দ্বারা হৃদয়ে প্রদ্দীপিত হয়েন, তখন তিনি পাপিগণের পরিত্রাতা হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন।

২৮। প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব! নির্ম্মলতা-সাধক পাপনাশক স্বপ্রকাশশীল আপনার দিবজ্যোতিঃসমূহ সাধকহৃদয়ে আপনার তেজকে (শক্তিকে) প্রেরণ করে অথবা করুক।

অথবা,

প্রজ্ঞানাধার হে জ্ঞানদেব! স্বতঃনির্ম্মলতাসাধক পাপসমূহের শুদ্ধিহেতু, আত্মদর্শিগণের হৃদয়ে সপ্রকাশশীল আপনার রশ্মিসমূহ প্রকাশমান হইয়া আপনা হইতে দীপ্ত হয়। তখন সাধকগণ হৃদয়োদ্ভাসক সদ্ভাব-জনক কিরণ-সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ত্রয়োদশেঽনুবাকে হবির্দ্ধানশকটাদধিষবণফলকয়োরুপরি সোমোঽবরোহিতঃ। অথাভিষবো বক্তব্যঃ। তথাঽপ্যধ্যাপকসংপ্রদায়েন প্রপাঠকসমাপ্তিরূপত্বাচ্চতুর্দ্দশেঽনুবাকে কাম্যযাজ্যা পুরোনুবাক্যাঃ ক্রমপ্রাপ্তা অভিধীয়ন্তে। তত্রকাম্যেষ্টিকাণ্ডে রক্ষোঘ্নেষ্টেরূর্ধ্বমিষ্ট্যন্তরং

বিধত্তে—"অগ্নয়ে রুদ্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদভিচরন্নেষা বা অস্য ঘোরা তনূর্য্যদ্রুদ্রস্তস্মা এবৈনমা বৃশ্চতি তাজগার্ত্তিমাচ্ছর্তি" (সং কা° ২ প্র° ২ অ° ২) ইতি। রুদ্রবতে ঘোরতনুযুক্তায়। অভিচরঞ্ শত্রুং মারয়ন্। তস্মৈ রুদ্রবতেঽগ্নয়ে। এনং শত্রুমাবৃশ্চতি সমন্তাচ্ছিত্বা প্রযচ্ছতি। তাজক্ তদানীমেব॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

১। "ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্ব৺ শর্দ্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে। ত্বং বাতৈররুণৈর্য্যাসি শংগয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥" ইতি॥ হেঽগ্নে ত্বং রুদ্রো ঘোরতনুযুক্তোঽসুরঃ শত্রূণাং নিরসিতা। দিবো দ্যুলোকস্য মহ উৎসবরূপো হবির্ব্বহনেনোৎসবকারিত্বাৎ। ত্বং মারুতং শর্দ্ধো মরুতাং সম্বন্ধি বলং বলবত্ত্বেন প্রসিদ্ধানাং মরুদ্গণানামপি ত্বদনুগ্রহেণৈব বলং ভবতি। অতঃ পৃক্ষ ঈশিষে মরুদ্ভিঃ সংপৃক্তস্তদীয়ং সৈন্যং নিয়ময়। কিং চ ত্বং শংগয়ঃ সুখং প্রাপ্তো বায়ুবেগৈররুণবর্ণৈরশ্বৈর্য্যাসি। কিং চ পোষকস্ত্বং নু ত্মনা স্বয়মেব পাসি। কান্। বিধতো হবিষা পরিচর্য্যাং বিদধতো যজমানান্। অথ যাজ্যা—

২। "আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্র৺ হোতার৺ সত্যযজ৺ রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্॥" ইতি। হে ঋত্বিগ্ যজমানা বো যুষ্মাকমবসে রক্ষণায়াগ্নিমাকৃণুধ্বং বশী কুরুত। কদা, তনয়িত্নোরচিত্তাৎ, ন বিদ্যতে চিত্তং যস্মিন্ মরণে তদচিত্তং শত্রূণা বিস্তারিতাত্ত্বদীয়মরণাৎ পূর্ব্বমেব। কীদৃশমগ্নিম্। অধ্বরস্য রাজানং যজ্ঞস্বামিনং, রুদ্রং শত্রূন্ প্রতি ক্রূরং, হোতারং ফলদানায় ভক্তানামাহ্বাতারং, রোদস্যোঃ সত্যযজং দ্যুলোকে ভূলোকে চ সত্যমবশ্যং কর্ম্মফলং যজতি দদাতীতি সত্যযজস্তং, হিরণ্যরূপং তৎসদৃশং। ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে সুরভিমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদযস্য গাবো বা পুরুষা বা প্রমীয়েরন্যো বা বিভীয়াদেষা বা অস্য ভেষজ্যা তনূর্যৎ সুরভিমতী তয়ৈবাস্মৈ ভেষজং করোতি সুরভিমতে ভবতি পূতীগন্ধস্যাপহত্যৈ" (সং কা° ২ প্র° ২ অ° ২) ইতি। সুরভিমতে ভেষজ্যতনূযুক্তায়। যস্য যজমানস্য গাবো বা ভৃত্যা বা দৈবিকরোগবাহুল্যেন বহবো ম্রিয়েরন্ স্বয়ং বা কদাচিদপমৃত্যোর্ভীতো ভবেত্তাদৃশো নির্ব্বপেৎ পূতীগন্ধস্য শবগন্ধস্য নিবৃত্তয়ে সুগন্ধযুক্তায় কুর্য্যাৎ॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

৩। "অগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভাবু লোকে। যুবা কবিঃ পুরুনিষ্ঠ ঋতাবা ধর্ত্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ॥" ইতি। অয়মগ্নির্মাতুরুপস্থে বেদেঃ সমীপবর্ত্তিনি সুরভাবু লোকে সুরভিগন্ধযুক্ত এবাঽহবনীয়স্থানে নিষসাদোপবিষ্টঃ। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা। যজীয়ান্ মানুষাদ্ধোতুরতিশয়েন যষ্টা। যুবা নিত্যং তরুণঃ। কবির্মেধাবী। পুরুনিষ্ঠঃ পুরুষু গার্হপত্যাদিস্থানেষু স্থিতঃ। ঋতাবা সত্যবান্ কৃষ্টীনাং ধর্ত্তা মনুষ্যাণাং পোষকঃ। অপিচ মধ্যে মনুষ্যাণামুদর ইদ্ধো জাঠরাগ্নিরূপেণ দীপ্তঃ। অথ যাজ্যা—

৪। "সাধ্বীমকর্দ্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্। স আয়ুরাঽগাৎ সুরভির্ব্বসানো ভদ্রামকর্দ্দেবহূতিং নো অদ্য॥" ইতি। অয়মগ্নিরদ্য নো দেববীতিমস্মাভির্দ্দেবেভ্যো দত্তাং ভক্ষ্যাং পুরোডাশাহুতিং সাধ্বীমকঃ স্বাদুমকরোৎ। অতো যজ্ঞস্য জিহ্বাস্থানীয়াং গোপ্যামগ্নিদেবতামবিদাম বয়ং লব্ধবন্তঃ। সুরভিঃ পুরোডাশাজ্যাদিসুগন্ধোপেতঃ সোঽগ্নিরায়ুর্ব্বসানোঽস্মদীয়মায়ুরাচ্ছাদয়ন্ গোপায়ন্নাগাদাগচ্ছতু। অদ্য নোঽস্মদীয়াং দেবহূতিং ভদ্রামকঃ,

দেবার্থং হোমং যথাশাস্ত্রং করোতু॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সংগ্রামে সংযত্তে ভাগধেয়েনৈবৈনৎ শময়িত্বা পরানভি নির্দ্দিশতি যমবরেষাং বিধ্যন্তি জীবতি স যং পরেষাং প্র স মীয়তে জয়তি তৎ সংগ্রামং" (সং কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। ক্ষামবতে ক্ষুধাযুক্তায়। যুদ্ধে প্রত্যাসন্নে সতি জয়ার্থী নির্ব্বপেৎ। স্বদত্তেনাগ্নিভাগেন স্ববিষয়মগ্নিং শান্তং কৃত্বা পরাঞ্চ শত্রূন্বহ্নেরাভিমুখ্যেন নির্দ্দিশতি হস্তং প্রদর্শয়তি। তথা সত্যবরেষাং স্বসৈন্যগতানাং মধ্যে যং পুরুষং শত্রবো বিধ্যন্তি স জীবতি। পরেষাং শত্রুসৈন্যগতানাং মধ্যে যং পুরুষমিতরে বিধ্যন্তি স প্রম্রিয়তে। ততো যজমানো জয়তি॥ যথা জয়ার্থিন এবেষ্টিস্তথা বহুবন্ধুমরণনিবারণার্থিনোঽপ্যেতামিষ্টিং বিধত্তে—"অভি বা এষ এতামুচ্যতি যেষাং পূর্ব্বাপরা অন্বঞ্চঃ প্রমীয়ন্তে পুরুষাহুতির্হ্যস্য প্রিয়তমাঽগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্ভাগধেয়েনৈবৈনৎ শময়তি নৈষাং পুরাঽয়ুষোঽপরঃ প্র মীয়তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পূর্ব্বাপরা জ্যেষ্ঠাঃ কনিষ্ঠাশ্চ। অন্বঞ্চো বিচ্ছেদবর্জ্জিতাঃ। যেষাং বন্ধূনাং মধ্যে বহবো বিচ্ছেদমন্তরেণ ম্রিয়ন্ত এতানভিলক্ষ্যৈষ ক্ষামবানগ্নিরুচ্যতি সমবৈতি। কুতঃ, পুরুষাহুতেরেতৎপ্রিয়ত্বাৎ পুরোডাশেনাগ্নিঃ শাম্যতি। তত এষাং বন্ধূনাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে জীবতি সত্যপরঃ কনিষ্ঠ আয়ুঃ সম্পূর্ত্তেঃ পূর্ব্বমপমৃত্যুনা ন ম্রিয়তে॥ গৃহদাহাদি নিমিত্তীকৃত্যাপি তামেবেষ্টিং বিধত্তে—"অভি বা এষ এতস্য গৃহানুচ্যতি যস্য গৃহান্দহত্যগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্ভাগধেয়েনৈবৈনৎ শময়তি নাস্যাপরং গৃহান্দহতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অপরং যথা ভবতি তথা ন দহতি ন পুনর্দ্দহতীত্যর্থঃ॥

অস্যাং ত্রিবিধায়াং ক্ষামেষ্টেতস্তৌ পুরোনুবাক্যামাহ—

৫। "অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ॥" ইতি॥ অয়মগ্নিরক্রন্দদস্মদনিষ্টনিবারণার্থং গর্জ্জতু। কিমিব। স্তনয়ন্নিব দ্যৌর্যথা দ্যুলোকস্থো মেঘো গর্জ্জন্ সস্যশোষভীতিং নিবারয়তি তদ্বৎ। কিং কুর্ব্বন্। ক্ষাম দাহকমস্মদ্বিরুদ্ধং রেরিহল্লেলিহানো বীরুধঃ সমঞ্জন্ পুষ্পলতাবদস্মদনুকূলান্ সম্যগভিব্যঞ্জয়ন্। হি যস্মাজ্জজ্ঞান উৎপদ্যমানঃ সদ্য ঈমিদানীমেবেদ্ধো দীপ্তো ব্যখ্যদ্বিবিধং জগৎ প্রখ্যাপয়তি। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তর্ভানুনা রশ্মিনা স্বয়মাভাতি সমন্তাৎ প্রকাশতে॥ অথ যাজ্যা—

৬। "ত্বে বসূনি পূর্ব্বণীক হোতর্দ্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ। ক্ষামেব বিশ্বা ভুবনানি যস্মিন্ৎসং সৌভগানি দধিরে পাবকে॥" ইতি॥ হে পূর্ব্বণীকাত্যন্তবহুল হোতর্দ্দেবানামাহ্বাতর্দ্দোষা রাত্রৌ বস্তোর্দ্দিবা চ যজ্ঞিয়াসো যজ্ঞার্হাণি বসূনি হবীংষি এরির আগচ্ছন্তি। ত্বদনুগ্রাহাৎ পূর্ব্বং ক্ষামেব দগ্ধং পটাদিকমিব বিশ্বা ভুবনানি নিঃসারাণি ভূত্বা পাবকে ত্বয্যনুগৃহ্ণাতি সতি পশ্চাৎ সৌভগানি সন্দধিরে সৌভাগ্যং প্রাপুবন্। তাদৃশস্ত্বমস্মাননুগৃহাণেত্যর্থঃ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে কামায় পুরোডাশম[ষ্টা]কপালং নির্ব্বপেদ্যং কামো নোপনমেদগ্নিমেব কামং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং কামেন সমর্দ্ধয়ত্যুপৈনং কামো নমতি॥ (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। কামায় কামপ্রদায় কামিতার্থো যং যজমানং ন প্রাপ্নুয়াৎ স নির্ব্বপেৎ॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

৭। "তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে।" ইতি॥ হেঽঙ্গিরস্তমাতিশয়েনাঙ্গসারোপেতাগ্নে সুক্ষিতয়ো বেদিরূপশোভনভূমিযুক্তা বিশ্বাঃ সর্ব্বাস্তাঃ প্রজাঃ পৃথক্কাময়মানা বিবিধকামিতার্থসিদ্ধিপ্রদায় তুভ্যং যেমিরে নিয়মং স্বীকৃতবন্তঃ॥ অথ যাজ্যা—

৮। "অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোত্যঽশ্যাম রয়িঁ রয়িবঃ সুবীরম্। অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে॥" ইতি॥ হেঽগ্নে তবোতী ত্বদীয়রক্ষয়া তং কামমভীষ্টফলমশ্যাম ব্যাপ্নুয়াম। কিং চ, হে রয়িবো হে ধনবন্ সুবীরং শোভনপুত্রপৌত্রাদ্যুপেতং রয়িং ধনমশ্যাম। কিং চ, বাজয়ন্তোঽন্নমিচ্ছন্তো বয়ং বাজমন্নমভিতোঽশ্যাম। কিং চ, হেঽজর তব প্রসাদাদজরমক্ষয়ং দ্যুম্নং যশোঽশ্যাম॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে যবিষ্ঠায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ স্পর্দ্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতেষু বাঽগ্নিমেব যবিষ্ঠঁ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তেনৈবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ভ্রাতৃব্যস্য যুবতে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ জয়তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যবিষ্ঠায়াতিশয়েন বিয়োগকারিণে, যুবতে বিয়োজয়তি। যজমানঃ পাপিনা বৈরিণা বিযুক্তো জয়তি॥ এতামেবেষ্টিং পরপ্রযুক্তাভিচারনিবারণায় বিধত্তে—"অগ্নয়ে যবিষ্ঠায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদভিচর্য্যমাণোঽগ্নিমেব যবিষ্ঠঁ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মাদ্রক্ষাঁসি যবয়তি নৈনমভিচরন্তস্তৃণুতে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যবয়তি বিয়োজয়তি। অভিচরন্বৈর্য্যেনমিষ্টিকারিণং ন স্তৃণুতে হন্তুং ন শক্নোতি॥ এতস্যাং দ্বিবিধায়ামিষ্টৌ পুরোঽনুবাক্যামাহ—

৯। শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর। বসো পুরুস্পৃহঁ রয়িম্॥" ইতি॥ হেঽগ্নে রয়িমাভর ধনমাহর। যবিষ্ঠাতিশয়েন বিয়োগকারিন্। ভারত ঋত্বিগ্‌ভির্ভরণীয়। বসো আহুতিনিবাসভূত। কীদৃশং রয়িং, শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমং দ্যুমন্তং দীপ্তিমন্তং পুরুস্পৃহং পুরুভির্ব্বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং মণিমুক্তাদিরূপম্॥ অথ যাজ্যা—

১০। "স শ্বিতানস্তন্যতু রোচনস্থা অজরেভির্নানদদ্ভির্যবিষ্ঠঃ। যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্ব্বন্॥" ইতি॥ যোঽগ্নিঃ পাবকঃ শোধয়িতা পুরুতম আহবনীয়গার্হপত্যাদিনামভির্যবিষ্ঠাদিবিশেষণৈশ্চাত্যন্তং বহুবিধঃ পুরূণি বহূনি পৃথূনী বিস্তৃতানি পুরোডাশাদিহবীংষি ভর্ব্বন্ ভক্ষয়ন্ননুযাতি যজমানগৃহমনুদিনং গচ্ছতি সোঽগ্নির্ব্বক্ষ্যমাণগুণোপেতঃ। শ্বিতানো দীপ্যমানঃ। তন্যতুঃ ফলানাং বিস্তারয়িতা। রোচনস্থা দীপ্তিমৎসু দেবযজনেষ্ববস্থিতঃ। অজরেভির্জ্জরারহিতৈর্নানদদ্ভিঃ স্তুতিং কুর্ব্বাণৈর্দ্দেবৈঃ সংযুতঃ। যবিষ্ঠোঽতিশয়েন বৈরিবিয়োগকর্ত্তা॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয় আয়ুষ্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়ামিত্যগ্নিমেবাঽয়ুষ্মন্তঁ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নায়ুর্দ্দধাতি সর্ব্বমায়ুরেতি॥ (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি আয়ুষ্মত আয়ুষ্প্রদায়॥ তত্র পুরোঽনুবাক্যা—

১১। "আয়ুষ্টে বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্ব্বরেণ্যঃ। পুনস্তে প্রাণ আঽয়তি পরা যক্ষ্মঁ সুবামি তে॥" ইতি॥ হে যজমান তে তুভ্যং বরেণ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽয়মগ্নির্ব্বিশ্বত আয়ুর্দ্দধৎ সম্পূর্ণমায়ুর্দ্দধাতু। অপমৃত্যুনা গৃহীতোঽপি তে প্রাণঃ পুনরস্যানুগ্রহেণাঽয়তি ত্বদ্দেহে সমাগচ্ছতু। তে তব যক্ষ্মং ব্যাধিং পরাসুবামি বিনাশয়ামি॥ অথ যাজ্যা—

১২। "আয়ুর্দ্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি। ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমম্॥" ইতি॥ হেঽগ্নে ত্বমায়ুর্দ্দা এধি যজমানস্যাঽঽয়ুষ্প্রদো ভব। কীদৃশস্ত্বং। হবিষো জুষাণঃ পুরোডাশং সেবমানঃ। ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতোপক্রম্য আঘারপ্রযাজাদীনাং ঘৃতেন হূয়মানত্বাৎ। ঘৃতযোনিরবসানেঽপ্যনুযাজাদৌ ঘৃতস্যৈব যোনির্জ্জন্মোৎপত্তিকারণং যস্যাসৌ ঘৃতযোনিঃ। তাদৃশস্ত্বং মধু স্বাদুতমং চারু শোধিতত্বেন নির্ম্মলং গব্যং ঘৃতং পীত্বা পিতা পুত্রমিবেমং যজমানমভিতো রক্ষ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে জাতবেদসে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্ভূতিকামোঽগ্নিমেব জাতবেদসꣳ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ভবত্যেব" (স০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। জাতবেদস উৎপন্নধনায়। ভবত্যেব ভূতিং প্রাপ্নোত্যেব॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

১৩। "তস্মৈ তে প্রতিহর্য্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে জনামি সুষ্টুতিম্॥" ইতি॥ বিবিধাশ্চর্ষণয়ো মনুষ্যা যজমানা যস্যাসৌ বিচর্ষণিঃ। হে বিচর্ষণে জাতবেদোঽগ্নে প্রতিহর্য্যতে প্রতিদিনং যজমানগৃহং গচ্ছতে তস্মৈ তে শোভনাং স্তুতিং জনামি জনয়ামি॥ অথ যাজ্যা—

১৪। "দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ। তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ॥" ইতি॥ অগ্নিঃ প্রথমং দিবস্পরি দ্যুলোকস্যোপরি জজ্ঞে সূর্য্যরূপেণোৎপন্নঃ। অস্মৎপরি অস্মদীয়স্য মনুষ্যলোকস্যোপরি জাতবেদা দ্বিতীয়ং জজ্ঞে প্রসিদ্ধমগ্নিরূপেণ দ্বিতীয়ং জন্ম প্রাপ্তবান্। অপ্সু সমুদ্রে তৃতীয়ং জজ্ঞে বড়বানলরূপেণোৎপন্নঃ। অজস্রং ত্রিষ্বপি জন্মসু নৃমণা নৃষু যজমানেষু মনোঽনুগ্রহবুদ্ধির্যস্যাসৌ নৃমণাঃ। এনমীদৃশমগ্নিমিন্ধানঃ পুরোডাশাদিভির্দ্দীপয়ন্স্বাধীঃ স্বায়ত্তচিত্তো জরতে জীর্য্যতে জরাপর্য্যন্তং পরিচরতীত্যর্থঃ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে রুক্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্রুক্কামোঽগ্নিমেব রুক্মন্তꣳ স্বেন ভাগধেয়েণোপধাবতি স এবাস্মিন্ রুচং দধাতি রোচত এব" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। রুক্মতে কান্তিমতে। রোচতে কান্তিমান্ ভবতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

১৫। "শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্বি রোচসে। ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ॥" ইতি॥ হে পাবক শোধয়িতরগ্নে শুচির্ব্বন্দ্যশ্চ ত্বং ঘৃতপ্রভৃতিভির্হব্যৈঃ সমন্তাদ্ধুতঃ সন্বৃহদ্বিরোচসে॥ অথ যাজ্যা—

১৬। "দৃশানো দর্শনীয়রূপো রুক্ম উর্ব্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্ম্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ॥" ইতি॥ দৃশানো দর্শনীয়রূপো রুক্মঃ সুবর্ণসদৃশোঽগ্নিরুর্ব্ব্যা মহত্যা দীপ্ত্যা ব্যদ্যৌদ্বিদ্যোততে। কিং কুর্ব্বন্ দুর্ম্মর্ষমিতরৈরস্তিরস্কার্য্যমায়ুর্জ্জীবনং শ্রিয়ে শ্রয়িতুং রুচানো বাঞ্ছন্। তথাবিধোঽগ্নির্ব্বয়োভিরন্নৈর্হবির্ভিরমৃতোঽভবৎ। যদ্যস্মাদেনমগ্নিং দ্যৌর্দ্যুলোকবাসীঃ দেবগণঃ সুরেতাঃ সন্নজনয়ত্তস্মাদস্যামৃতত্বং যুক্তং॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে তেজস্বতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেত্তেজস্কামোঽগ্নিমেব তেজস্বন্তꣳ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবস্মিন্ তেজো দধাতি তেজস্ব্যেব ভবতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। তেজস্বতে প্রভাবতে নিয়মনসামর্থবতে বা॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

১৭। "আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে। অগ্নিঃ শর্দ্ধমনবদ্যং যুবানꣳ স্বাধিয়ং জনয়ৎ সূদয়চ্চ॥" ইতি॥ যত্তেজ ইষে ইষ্টসিদ্ধয়ে নৃপতিং যজমান-

পালকমগ্নিনা সমন্তাদানড্ ব্যাপ্নোৎ, যদপি শুচি রেতঃ শুদ্ধং বীজং মাতাপিতৃভ্যাং নিষিক্তং তেন তেজসা তেন চ বীজেন দ্যৌর্ল্লোকস্থোঽগ্নিরভীকে প্রত্যাসন্নকালে শর্দ্ধাদিবিশেষণোপেতং পুরুষং জনয়দুৎপাদয়তি, সুদয়চ্চ বিরোধিপাপং নাশয়ত্যপি। শর্দ্ধং বলবন্তং। অনবদ্যং দোষ-রহিতং। যুবানং তরুণং। স্বাধিয়ং স্বায়ত্তচিত্তং। অতো যজমানায় তেজো দাতুমগ্নিঃ শক্নোতি॥ অথ যাজ্যা—

১৮। "স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ। অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ॥" ইতি॥ স যজমানস্ত্বোতস্ত্বয়া রক্ষিতঃ। কেন সাধনেন। তেজীয়সাঽত্যন্ততেজোযুক্তেন মনসা। কিং চ হেঽগ্নে স্বপত্যস্য শোভনপুত্রপৌত্রাদিযুক্তস্য শিক্ষোঃ শক্তুমিচ্ছতো নৃতমস্য মনুষ্যতমস্য মনুষ্যেষু শ্রেষ্ঠস্য যজমানস্য রায়ঃ শিক্ষ ধনানি দেহি। তে প্রভূতৌ ত্বদনুগ্রহেণ প্রভুত্বে সতি বয়ং বস্বো বসুমত্তমাঃ সুষ্টুতয়শ্চ শোভনস্তুতিযুক্তা বহু-যাগানুষ্ঠানেন স্তোত্রশস্ত্রৈঃ প্রভূতা ভূয়াস্ম॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে সাহন্ত্যায় পুরোডাশ-মষ্টাকপালং নির্ব্বপেতসীক্ষমাণোঽগ্নিমেব সাহন্ত্যংস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তেনৈব সহতে যংসীক্ষতে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। সাহন্ত্যায় সহিষ্ণবে বৈরিণামভিভবিত্রে। সীক্ষমাণঃ সোঢ়ুমভিভবিতুমিচ্ছুঃ। যং বৈরিণং সীক্ষতে তং তেনানুগৃহীতোঽভিভবতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

১৯। "অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্। বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ॥" ইতি॥ হেঽগ্নে দ্যুম্নস্যাস্মদীয়স্য যশসঃ সহন্তমভিভবিতারং বৈরিণং প্রাসহা প্রসভমাভরাস্মদ্বশে সমানয়। রয়িং তদীয়ং ধনং চাঽনয় যো ভবাংশ্চর্ষণীর্মনুষ্যসেনা বিশ্বা অস্মৎপ্রতিপক্ষভূতাঃ সর্ব্বা অভিসাসহদভিভবেৎ। কিন্নিমিত্তং, বাজেষু অস্মদীয়েম্বন্নেষু নিমিত্তভূতেষু। কেন সাধনেন। আসা ত্বৎসন্নিধানেন। পরাভিভবায় ত্বৎসন্নিধ্যতিরিক্তপ্রযত্নো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ॥ অথ যাজ্যা—

২০। "তমগ্নে পৃতনাসহংরয়িংসহস্ব আ ভর। ত্বংহি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ॥" ইতি॥ হেঽগ্নে (সহস্বো বলবন্) তং পৃতনাসহং পরকীয়সেনাভিভবক্ষমং রয়িং ধনমাভরাঽহর। হি যস্মাত্বং সত্যঃ পরমার্থভূতো বাধরহিতোঽদ্ভুত আশ্চর্য্যচরিত্রস্তস্মাদ্গোমতো বহুগোযুক্তস্য বাজস্যান্নস্য দাতা ত্বমেব॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়েঽন্নবতে পুরোডাশমষ্টা-কপালং নির্ব্বপেদ্ যঃ কাময়েতান্নবান্‌ৎস্যামিত্যগ্নিমেবান্নবন্তং স্বেন ভাগ ধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নং করোত্যন্নবা করোত্যন্নবানেব ভবতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ৩ অ০ ৪ ইতি। অন্নবতে বহ্বন্নযুক্তায়॥ তত্র পুরোনুবাক্যা—

২১। "উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্ব্বিধেমাগ্নয়ে॥" ইতি॥ অগ্নয়ে স্তোমৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বিধেম পরিচর্য্যাং কুর্য্যাম। কীদৃশায়। উক্ষান্নায় বশান্নায়। উক্ষা বৃষভঃ। বশা বন্ধ্যা। তৎপশুদ্বয়ং ক্বচিদ্যাগে হবিষ্ট্বেন শ্রূয়তে—"যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ৎস্যাৎ স্পর্দ্ধমানো বৈষ্ণাবরুণীং বশামালভেতৈন্দ্রমুক্ষাণং" ইতি। যদ্যপ্যত্র দেবতাঽন্যা তথাঽপি হবিরগ্নাবেব হূয়ত ইত্যগ্নিরুক্ষান্নো বশান্নশ্চ। এতদন্নান্তরস্যাপ্যুপলক্ষণার্থং। সোমযুক্তানি পৃষ্ঠস্তোত্রাণি যস্যাসৌ সোমপৃষ্ঠঃ। অনেকস্তোত্রসংস্কৃতদেবতাসংযুক্তঃ সোমোঽপ্যস্যান্নমিত্যর্থঃ। বেধসেঽন্নস্য বিধাত্রে॥ অথ যাজ্যা—

২২। "বভ্রা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নির্জ্জনুষাঽজ্মান্নম্। স ত্বং ন উর্জ্জসন উর্জ্জং ধা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ॥" ইতি॥ হে সূনো পুত্রবদভিমতকারিন্নগ্নে ত্বং বভ্রাঽসি বদত্যনয়েতি বভ্রা বাকৃতদভিমানিদেবত্বেন তদ্রূপোঽসি। অস্মিন্নর্থে শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধিদ্যোতনায় হিশব্দঃ। "অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরং। সোঽগ্নিরস্মদর্থমন্নমজ্ম চ চক্রে। (অজ্ম গৃহং) তন্নামসু পাঠাৎ। বিবাহাগ্নির্জ্জায়মান এব গৃহাশ্রমং কারয়তি। কীদৃশোঽগ্নিঃ। অদ্মসদ্বা, অদ্মত ইত্যদ্মান্নং তস্মিন্ সীদতীত্যদ্মসদ্বা, ভুক্তমন্নং জরয়িতুং জঠরাগ্নিরূপেণাত্র সীদতি। কেন ব্যাপারেণান্নমজ্ম চ চক্রে। জনুষা জন্মমাত্রেণ ন তু ব্যাপারান্তরেণ। ন হি সঙ্কল্পসিদ্ধস্য ব্যাপারাপেক্ষাঽস্তি। হে উর্জ্জসনে রসপ্রদ ত্বং নোঽস্মভ্যমূর্জ্জং রসং ধা দেহি। রাজেব জেঃ, রাজা যথা জয়তি তদ্বজ্জয়। বৃকবদ্ধিংস্রকো বৃকঃ। অবৃকে হিংসাদিদোষরহিতে যজমানে ত্বমনুগ্রহীতুমন্তঃ ক্ষেষি নিবসসি॥

ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়েঽন্নাদায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্‌যঃ কাময়েতান্নাদঃ স্যামিত্যগ্নিমেবান্নাদ৺ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নাদং করোত্যন্নাদ এব ভবত্যগ্নয়েঽন্নপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্‌যঃ কাময়েতান্নপতিঃ স্যামিত্যগ্নিমেবান্নপতি৺ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নপতিং করোত্যন্নপতিরেব ভবতি" (সং৹ কা৹ ২ প্র৹ ২ অ৹ ৪) ইতি। অন্নমত্তীত্যন্নাদস্তীব্রদীপনযুক্তঃ অন্নপতির্ব্বহ্বন্নস্বামী। অনয়োরপীষ্ট্যোরন্নমাত্রলিঙ্গসাধারণ্যাদেব যাজ্যাপুরোনুবাক্যাযুগলং দ্রষ্টব্যং। যদ্বা শাখান্তরেঽন্নাদলিঙ্গকমন্নপতিলিঙ্গকং চান্বেষণীয়ং॥ ইষ্ট্যন্তরং হবিস্ত্রয়োপেতং বিধত্তে—"অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদগ্নয়ে পাবকায়াগ্নয়ে শুচয়ে জ্যোগাময়াবী যদগ্নয়ে পবমানায় নির্ব্বপতি প্রাণমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে পাবকায় বাচমেবাস্মিন্ তেন দধাতু। যদগ্নয়ে শুচয় আয়ুরেবাস্মিন্তেন দধাত্যুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব" (সং৹ কা৹ ২ প্র৹ ২ অ৹ ৪) ইতি। পবমানায় পাপানাং শোধয়িত্রে। পাবকায় পাপানাং শুদ্ধিহেতবে। শুচয়ে ঔজ্জ্বল্যহেতবে দ্বিতীয়তৃতীয়বাক্যয়োরপি পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদিত্যনুবর্ত্ততে। জ্যোগাময়াবী দীর্ঘরোগযুক্তঃ। উতাপি চ যদ্যপীতাসুর্গতপ্রাণো ভবেত্তথাঽপি জীবত্যেব, তত্র নীরোগো ভবতীতি কিমু বক্তব্যং॥ পুনরপি তামেবেষ্টিং ফলান্তরায় বিধত্তে—"এতামেব নির্ব্বপেচ্চক্ষুষ্কামো যদগ্নয়ে পবমানায় নির্ব্বপতি প্রাণমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে পাবকায় বাচমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে শুচয়ে চক্ষুরেবাস্মিন্তেন দধাত্যুত যদ্যন্ধো ভবতি প্রৈব পশ্যতি" (সং৹ কা৹ ২ প্র৹ ২ অ৹ ৪) ইতি॥ তত্র ফলভেদেন দ্বিবিধায়ামস্যামিষ্টৌ প্রথমহবিষঃ পুরোনুবাক্যা—

২৩। "অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জ্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্॥" ইতি॥ হেঽগ্নে আয়ুষ্যস্মদীয়জীবনানি পবসে যথা বর্দ্ধন্তে তথা শোধয়সে। উর্জ্জং ক্ষীরাদিরসমিষমন্নং চ নোঽস্মাকমাসুবাঽভিমুখ্যেন প্রেরয়। দুচ্ছুনামুপদ্রবমারে দূরে নীত্বা বাধস্ব বিনাশয়॥ অথ যাজ্যা—

২৪। "অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যম্। দধৎপোষং রয়িং ময়ি॥" ইতি॥ হেঽগ্নে শোভনমপঃ কর্ম্ম যস্যাসৌ স্বপাঃ। তাদৃশস্ত্বমস্মে অস্মদীয়ং বর্চ্চো ব্রহ্মবর্চ্চসং সুবীর্য্যং শোভনং সামর্থ্যং চ পবস্ব শোধয়স্ব বর্দ্ধয়েত্যর্থঃ পুষ্টিং রয়িং ধনং চ ময়ি দধৎ স্থাপয়॥ দ্বিতীয়স্য হবিষঃ পুরোনুবাক্যা—

২৫। অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ॥" ইতি॥ হেঽগ্নে পাবক শোধক দেব দ্যোতনাত্মক রোচিষা দীপ্তিমত্যা মন্দ্রয়া শ্লক্ষ্ণয়া জিহ্বয়া বাচা দেবানাবক্ষি যক্ষি আবহ যজ চ॥ অথ যাজ্যা—

২৬। "স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবা৺ ইহাঽবহ। উপ যজ্ঞ৺ং হবিশ্চ নঃ॥" ইতি॥ হে পাবক শোধক দীদিবো দীপ্যমানাগ্নে নোঽস্মদর্থং দেবানিহ কর্ম্মণ্যাবহ অস্মাকমিমং যজ্ঞং হবিশ্চোপ দেবসমীপে প্রাপয়॥ তৃতীয়স্য হবিষঃ পুরোনুবাক্যা—

২৭। "অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্ব্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ॥" ইতি॥ অয়মগ্নিঃ প্রথমং তাবচ্ছুচিব্রততমঃ স্বত এব শুচিব্রততমোঽতিশয়েন শুদ্ধং ব্রতমাচরণং দাহপাকপ্রকাশরূপং যস্যাসৌ তাদৃশঃ। তত ঊর্দ্ধং বিপ্রাভিমানিত্বাদপি শুচিঃ। তত ঊর্দ্ধং বিদ্বদভিমানিত্বেন শুচিঃ। ততোঽপ্যূর্দ্ধমাভিমুখ্যেন হুতঃ শুচির্দীপ্তিমান্ রোচতে শোভতে॥ অথ যাজ্যা—

২৮। "উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতী৺ষ্যর্চ্চয়ঃ॥" ইতি॥ হেঽগ্নে শুচয়ঃ শুদ্ধাস্তব শুক্রা রশ্ময়ো ভ্রাজন্তঃ প্রকাশমানা উদীরত উদ্গচ্ছন্তি। তথাঽর্চ্চয়ঃ পূজকা জ্যোতীংষি ভাসকানি দেবতারূপাণি প্রাপ্নুবন্তি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"ত্বং যাজ্যা রুদ্রবদ্যাগে হ্যগ্নিঃ সুরভিসংযুতে। অক্রন্দ্কামযুজে তুভ্যং কামিনি শ্রেষ্ঠমিত্যসৌ॥ ১॥ যবিষ্ঠযুত আয়ুষ্টে আয়ুষ্মতি তথোপরি। জাতবেদযুতে তস্মৈ শুচী রুক্মযুতে তথা॥ ২॥ আ যস্তেজোযুতে হ্যগ্নে সাঽস্যাগুণসংযুতে। উক্থান্ন সংযুতে হ্যগ্নে পবমানযুতে তথা॥ অগ্নে পাবকবত্যগ্নিঃ শুচাবষ্টৌ চ বিংশতিঃ॥ ৩॥" ইতি॥

* * *

অত্র মীমাংসা নাস্তি॥

* * *

অথ ছন্দঃ।

ত্বমগ্নে রুদ্র ইত্যাদয়ঃ ষট্। অশ্যাম তং স খিতান আয়ুর্দা অগ্নে দিবস্পরি দৃশানো রুক্ম আ যদিষে স তেজীয়সা বদ্মা হি সূনো ইতি চ ত্রিষ্টুভঃ। তুভ্যং তা শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ তস্মৈ তে শুচিঃ পাবকোক্থান্নায়েত্যেতা অগ্ন আয়ূষীত্যাদয়শ্চ ষড় গায়ত্র্যঃ। আয়ুষ্টেঽগ্নে সহস্তং তমগ্নে পৃতনাসহমিত্যেতা অনুষ্টুভঃ॥ (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ॥ ১৪॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ॥ ১॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজস্যাঽজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের অষ্টাবিংশতি মন্ত্রে যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা ক্রমে কাম্যেষ্টি অভিহিত হইয়াছে। সোমাভিষবে এই মন্ত্র-সমূহ যজমান আপনার অভীষ্টপূরক হোমে পাঠ করিয়া আহুতি প্রদান করিবেন।

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা হবির্দ্ধান শকট হইতে অধিষবণ-ফলকের উপরিভাগে সোম অবস্থাপিত হইয়াছিল। অনন্তর এই চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে অভিষবের বিষয় উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—প্রপাঠকের উপসংহারে কাম্যেষ্টির বিষয় অভিহিত। ঘোরতনুযুক্ত শত্রু-সংহারক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য। বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্র-সমূহের যে প্রয়োগ-বিধি কথিত হইয়াছে, ভাষ্যের উপসংহারে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত ঘোরতনুযুক্ত অসুরনাশক অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। সম্বোধনও সেই অগ্নির প্রতি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ—'হে অগ্নি! আপনি ঘোরতনুযুক্ত শত্রুগণের নিরসিতা। হবির্বহনে উৎসবকারিত্বহেতু আপনি দ্যুলোকের উৎসবরূপ। আপনি মরুৎসম্বন্ধি বল অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে প্রসিদ্ধ বলবান মরুদ্গণেরও বলসঞ্চার হয়। অতএব মরুদ্গণের সহিত সংযুক্ত আপনার সৈন্যগণকে নিয়মিত করুন। অপিচ, আপনি সুখপ্রাপ্ত বায়ুবেগযুক্ত অরুণবর্ণ অশ্বে গমন করেন। হবির দ্বারা পরিচর্য্যাকারী যজমানকে পোষক আপনি স্বয়ংই পালন করেন।'

ভাষ্যকারের এই অর্থের সহিত আমরা অনেকত্র একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যের মতে, সাধারণভাবে দৃশ্যমান অগ্নিকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু বিশেষণ-পদ-সমূহের অর্থ-পর্য্যালোচনায় ভগবানের প্রতিও লক্ষ্য আসে। আমরা এই মন্ত্রে একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করি। এখানে এই মন্ত্রে অগ্নির যে কয়টী গুণ-বিশেষণ রহিয়াছে, সকল দিক হইতে তদ্বিষয় অনুশীলন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, অগ্নি পদের লক্ষ্য—পরিদৃশ্যমান অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি। সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি; সে অগ্নি—চৈতন্যরূপ অগ্নি। আমরা সেই হিসাবেই 'অগ্নি' পদে 'জ্ঞানদেবতা', 'প্রজ্ঞানাধার বা প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'রুদ্রঃ' শব্দ ভাষ্যকার 'অসুর' শব্দের সহিত অন্বিত করিয়া 'রুদ্রঃ অসুরঃ' শব্দদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন—'ঘোরতরতনুযুক্তোঽসুরঃ' অর্থাৎ ঘোরদর্শন অসুররূপ শত্রুগণের নিরসিতা। কিন্তু আমরা 'অসুরঃ', 'রুদ্রঃ' প্রভৃতি পদকে অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার ভগবানের এক একটী গুণপ্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য ভাষ্যকারের অর্থও অসঙ্গত নহে। কিন্তু পদ-দ্বয়কে ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্বতন্ত্র গুণ-বিশেষণরূপে গ্রহণ করিলে ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় বলিয়াই মনে করি। 'অসুরঃ' শব্দের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটে নাই। 'অসুরঃ' পদে আমরা এখানে অন্তঃশত্রুকেই লক্ষ্য করিয়াছি। পাপাদি সেই

শত্রু—পাপ-মূল কামক্রোধাদি তাহাদের প্রধানস্থানীয়। চৈতন্যস্বরূপ ভগবান জ্ঞানদেব অন্তরে চৈতন্য সম্পাদন করেন বলিয়াই শত্রুর স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধ হয়। তদনন্তর সেই চৈতন্যময়ের সত্ত্বার সহায়তায় অন্তরে শত্রুনাশের সামর্থ্য জন্মে! তাই চৈতন্য-সম্পাদক ভগবান্ জ্ঞানদেব 'অসুরঃ' অর্থাৎ শত্রুগণের নিরসিতা। সাধারণতঃ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিদূরিত হয়, চেতনার সঞ্চারে অচৈতন্য তিরোহিত হয়,—ভগবান্ জ্ঞানদেবকে 'অসুরঃ' বলিতে এই ভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। পাপাদি—অন্তঃশত্রুই সকল দুঃখের মূলীভূত। মানুষের দুঃখের মূল—পাপরূপ অন্তঃশত্রু। ভগবান্ জ্ঞানদেব সেই পাপ শত্রুনাশে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। তিনি শত্রুদমনশীল; তাই তিনি 'রুদ্রঃ'। শত্রুনাশে মানুষের দুঃখমূল অবসান হয়,—মানুষ পরম সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। তাই ভগবানের 'রুদ্রঃ' গুণবিশেষণের সার্থকতা। মানুষ যাহাতে দুঃখে পতিত না হয়, ভগবান্ তাহার বিধান করেন; তিনি অন্তরের শত্রু-নাশে দুঃখমূল ধ্বংস করিয়া মানুষের পরম সুখ বিধান কবেন। এই জন্যই 'রুদ্রঃ' ও 'অসুরঃ' পদদ্বয়ে পরিব্যক্ত তাঁহার গুণ-বিশেষণের সার্থকতা।

'মহো দিবঃ' পদদ্বয়ের সহিত অন্বয়ে 'অসুরঃ' এবং 'রুদ্রঃ' পদদ্বয়ের পূর্ব্বোক্ত উচ্চভাবমূলক অর্থের সূচনা হয়। তদ্ভিন্ন 'মহো দিবঃ রুদ্রঃ অসুরঃ' মন্ত্রাংশের বিভিন্ন উচ্চ ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যমতে 'মহো দিবঃ' পদদ্বয়ের অর্থ—'দ্যুলোকস্য মহঃ' অর্থাৎ 'অগ্নিদেব দেবগণের হবিঃ-সংবাহনকারী বলিয়া তিনি দ্যুলোকেব উৎসবরূপ।' এ অর্থে ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইল না। 'মহো দিবঃ' পদে 'মহতঃ দ্যুলোকাৎ' অর্থাৎ 'লোকত্রয় হইতে' তিনি 'অসুরঃ' অর্থাৎ শত্রুগণের নিরাসকারী এবং 'রুদ্রঃ' অর্থাৎ পাপসমূহের দ্রাবয়িতা। আবার আর এক অর্থে ভগবান 'মহতো দিবঃ (দ্যুলোকস্য) অসুরঃ' অর্থাৎ মহৎ দ্যুলোকের অসুররূপ। 'অসু' শব্দে বল বুঝায়। 'দ্যুলোকের বল' বলিতে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যকে বুঝাইয়া থাকে। বিজ্ঞান-মতে সূর্য্যকিরণ না হইলে প্রাণিজগৎ বিনষ্ট হয়। সূর্য্যকিরণে ভূতসমূহে বলসঞ্চার হয়। তাই তিনি 'মহো দিবঃ অসুরঃ রুদ্রঃ।' এখন, দ্যুলোকের বল বা আদিত্য বলিতে আমরা কি বুঝিব, তাহাই অনুধাবন করুন। 'মহো দিবঃ' অর্থাৎ মহৎ দ্যুলোক বলিতে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। দ্যুলোক যেমন পবিত্র সমুন্নত, হৃদয়ও তেমনি পবিত্র সমুন্নত হয় তখনই, যখন ভগবান 'রুদ্রঃ' এবং 'অসুরঃ' রূপে অন্তরে চৈতন্য সম্পাদন করেন। সেই ভাবে 'মহো দিবঃ অসুরঃ রুদ্রঃ' অংশের অর্থ হয়—'হৃদ্রূপ দ্যুলোকে ভগবান বলের দাতা এবং জ্ঞানরূপ আদিত্যের প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানসূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়েন। শত্রুর উপদ্রব থাকিলে চলিবে না, কলুষ-পরিমগ্ন রহিলে হইবে না। যখন তিনি 'অসুরঃ' রূপে হৃদয়রূপ 'মহো দিবঃ' অধিকার করিবেন, তখনই তিনি 'রুদ্রঃ' রূপে অন্তরে জাগরিত হইবেন—তখনই তিনি জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশক হইবেন। ফলতঃ, রূপ দেখিতে দেখিতে—পূজারাধনায় মগ্ন হইতে হইতে, জ্যোতিষ্মানের দিব্য-জ্যোতিতে যখন হৃদয়াকাশ আলোকিত হয়, তখনই তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তখনই 'অসুরঃ' ও 'রুদ্রঃ' রূপে তিনি অন্তরে প্রতিভাত হন।

তার পর 'মারুতং শর্দ্ধঃ' পদদ্বয়ের লক্ষ্য—ভগবানের অশেষ শক্তিমত্ত্বার আভাষ প্রদান। তাঁহাতে মরুদ্গণের সকল বল সংরক্ষিত অথবা তিনিই মরুদ্গণে বলসঞ্চার করেন,—পদদ্বয়

এই ভাব প্রকাশ করে। আবার ভগবান বায়ুরূপে সংসারে নিত্যবিরাজিত, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্রগ এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান—'মারুতং শর্দ্ধঃ' পদদ্বয়ে তাহাও উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে অগ্নি-আদিত্য-বায়ুরূপে ভগবান সংসারে নিত্যবিরাজিত রহিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য সমাহিত করেন এবং জীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন—মন্ত্রের প্রথমাংশে ('ত্বমগ্নে' হইতে 'ঈশীষে' পর্য্যন্ত অংশে) এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। কিবা অগ্নি-রূপে, কিবা আদিত্য-রূপে কিবা বায়ু-রূপে ভগবান সকলের সকল অভীষ্ট পূরণ করেন,—'পৃক্ষ ঈশিষে' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ করে। তিনি 'পৃক্ষঃ' অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গরূপ (পরমধনের) 'ঈশিষে' অর্থাৎ ঈশ্বর হয়েন বলিতে কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন কাহারও কোনও অভীষ্ট পূরণ হইবার নহে! বুঝিতে পারি না কি—অভিমত-ফললাভের কামনা করিলে একমাত্র ভগবানের শরণ-গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই! তাই মনে হয়,—ভগবানের স্বরূপ-বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরণ-গ্রহণের উপদেশ মন্ত্রাংশের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-পরম্পরা বিবৃত বলিয়া মনে করি। ঐ অংশের প্রথম লক্ষ্য—'বাতৈররুণৈঃ' পদ। ভাষ্যের অর্থ—'অগ্নি বায়ুবেগ-বিশিষ্ট অরুণবর্ণ অশ্বে গমন করেন; অথবা গতিশীল বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া অগ্নি বনে গমন করে। সাধারণ অগ্নি পক্ষে ভাষ্যকারের এবম্বিধ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে হয় না। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি পক্ষে এ অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধ হয় না। এখানে আমরা 'বাতৈররুণৈঃ' পদে 'জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত কর্ম্মরূপ বাহনে' সংবাহিত এবং ভগবান জ্ঞানদেব সুখের আধারভূত হইয়া প্রার্থনাপরায়ণ সাধক-হৃদয়ে গমন করেন,—এই ভাব উপলব্ধ করি। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি—মোক্ষসাধনে তিনের প্রাধান্যই প্রখ্যাপিত হয়। ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে তিনেরই প্রয়োজনীয়তা। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ-সমূহে সেই তত্ত্ব প্রকটিত। জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন, সৎকর্ম্মে তাঁহার নিমিত্ত হৃদয়ে আসন প্রস্তুত হয়। ভগবান অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভক্ত সাধককে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন—দ্বিতীয়াংশে এইরূপ ভাবের আভাস প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, চতুর্দ্দশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটীকে আমরা আত্মোদ্বোধক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের যে গুণ-বিশেষণ এবং মাহাত্ম্য-কথা পরিবর্ণিত, তাহার অনুসরণে সাধক যাহাতে সংসার-বন্ধন মুক্ত হইতে পারেন, মন্ত্রে সেই সঙ্কল্প পরিব্যক্ত রহিয়াছে। অন্তরে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশে সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবদনুগ্রহ লাভ হউক, আর তাঁহার অনুগ্রহে সংসার-মোহ দূর হইয়া অন্তরে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করি—মন্ত্রে সাধকের এই সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। *

দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—হে ঋত্বিগ্ যজমানগণ! তোমরা তোমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিকে বশীভূত কর। কখন? 'তনস্বিত্তোরচিত্তাৎ' অর্থাৎ যে মরণে

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে (দ্বিতীয় মণ্ডল, প্রথম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

চিত্ত বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ শত্রুগণের বিস্তারিত তোমাদিগের মরণের পূর্ব্বে। কিরূপ অগ্নিকে বশীভূত করিবে? যে অগ্নি যজ্ঞস্বামী, শত্রুদিগের প্রতি ক্রূর, ফলদানের নিমিত্ত ভক্তগণের আহ্বাতা, দ্যুলোক-ভূলোকে অবশ্যকর্ম্মফলদাতা এবং হিরণ্যরূপ।

আমরা এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয় গ্রহণ করিয়াছি। উভয়বিধ অন্বয়েই প্রায় একই প্রকারের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের সহিত বিশেষণ-পদগুলির ব্যাখ্যায় আমরা স্বতন্ত্র লক্ষ্য-পথে গমন করিয়াছি। যাহা হউক, দ্বিতীয় অন্বয়ে কি ভাব উপলব্ধ হয়, প্রথমতঃ তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্র সংসারের যাবতীয় ভূতজাতকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছে,—'দিন তো ঘনাইয়া আসিল! বজ্র তো মস্তকের উপর দোদুল্যমান রহিয়াছে! কখন যে বজ্রপাত হইবে, কোনই স্থিরতা নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই অশনিপাতের ন্যায়, হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে গ্রাস করিতে পারে। তবে আর কালবিলম্ব কর কেন? এখন ভগবানের চরণ-প্রান্তে আশ্রয় লও। যদি শ্রেয়ঃ চাও, যদি রক্ষা চাও, আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিও না। এই মুহূর্ত্তেই শরণাগত হও।' আমরা মনে করি,—মন্ত্র প্রাণিসকলকে সম্বোধন করিয়া এই বিবেকবাণী ঘোষণা করিতেছে।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তোমরা অগ্নিদেবের ভজনা কর। সে অগ্নি-দেবের স্বরূপ কি? বিশেষণে পরিচয় আছে—তিনি জ্ঞানময় দেবতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার ভজনা কর—কি না, জ্ঞানানুসারী হও। ভগবানের পূজায় ভগবানের ধ্যানে, জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানেই মুক্তি। যদি মরণের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, দেবতার পূজায়—জ্ঞানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, জ্ঞানরূপে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া, তোমায় পরমানন্দ দান করিবেন।

সেই জ্ঞানদেবতা কেমন? নাম-রূপ-পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি "রোদস্যোঃ সত্যযজং।" কি স্বর্গলোকে কি পৃথ্বীলোকে—সর্ব্বত্র তিনি চিদানন্দরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সত্যই আনন্দ। অনাবিল আনন্দ যদি সংসারে কোথাও থাকে, সে সেই সত্যের অভ্যন্তরেই আছে। যেখানেই সত্য, সেখানেই তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার পক্ষে আর যত বিশেষণ আছে, আমরা মনে করি, তাহার মধ্যে এই বিশেষণটী তাঁহার পূর্ণতা-দ্যোতক। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না—হিংসা-প্রত্যবায়াদি-রহিত কর্ম্মে (অধ্বরে) তিনি অধিপতিরূপে কেমনভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—তিনি রুদ্ররূপে কেমনভাবে আমাদিগের শত্রুদিগকে দমন করিতেছেন। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না—তিনি আবার কেমনভাবে আমাদিগের জন্য দেবগণের আহ্বানকারী হইয়াছেন,—আমাদিগের মধ্যে কেমনভাবে দেবভাবের সমাবেশ করিতেছেন। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—তিনি 'হিরণ্য-রূপং' দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ই বা কেমন! 'অবসে'—আমাদিগের রক্ষার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বা তাঁহার পূজা করিয়া, আমরা যে কি ফললাভ করিব—তাহাতেও অনেক সময় সংশয় উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি আমরা একবার বুঝি—একবার অনুভব করি,—তিনি

আনন্দময়, তিনি দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপিয়া আনন্দরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে চিনিতে পারি,—নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিব। তাহাতে বুঝা যায়,—নির্ম্মল আনন্দময় যে সত্ত্বভাব, সেই তাঁহার অধিষ্ঠান-স্থান। তাহাতে বুঝা যায়—সত্ত্বভাবপ্রাপক যে কর্ম্ম, তাহারই মধ্যে তিনি বিরাজমান্ রহিয়াছেন। এ মন্ত্র আমাকে সেই সন্ধান প্রদান করিল।

ভাষ্য ও তদনুসারী ব্যাখ্যায় প্রকাশ—ঋত্বিগ্‌গণকে ও যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের অনুধ্যানে জনহিত-কামনায় প্রাণ উদ্বেলিত হইলে, এই মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণে মানুষ সমর্থ ও অধিকারী হয়।

এক্ষণে প্রথম অন্বয়-সম্বন্ধে আমাদের ভাবার্থ উপলব্ধ করুন। প্রথমেই 'অধ্বরস্য রাজানং' বলিয়া অগ্নিকে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ—তিনি হিংসা-প্রত্যবায়াদি-রহিত যজ্ঞের রাজা। 'রাজা' এবং 'অধ্বর' বলিতে নানা ভাব মনে আসে। 'রাজা' শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য; যিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হন, তিনিই রাজা বা 'অধিপতি।' এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা বা যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজ ভাব—আধিপত্য ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিতে যে তেজের বিকাশ, সে তেজ—সে শক্তি পদার্থ-মাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড় অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নিরূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে যজ্ঞাহুতি-প্রদানে জ্ঞানাগ্নি যে ক্রমবর্দ্ধন-শীল হয়, বাহ্যনেত্রেও তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে অন্তরের যজ্ঞ-ক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কামক্রোধাদি রিপুবর্গকে আহুতি প্রদানে সমর্থ হও; তোমার জ্ঞানাগ্নিও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে-না—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না। লৌকিক অর্থ—প্রজ্বলিত দীপ্তিমান যে অগ্নি, সেই অগ্নিতে আহুতির দ্বারাই সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান রাজা এবং 'রোদস্যোঃ সত্যযজং' অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীতে সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাকে হবির্দ্দান করিলে, তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়; আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকটে পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই। এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাহাতে আহুতিদান করিতে করিতে, তন্ময়-চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি বর্দ্ধমান হইলে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে, তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই—তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও মানুষ এক একবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সে পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে

অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন. এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার-সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন; আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃ যেমন বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলেও সাধক-ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আহুতির ফলে জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পায়;—মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়।

'অধ্বরস্য' পদে হিংসারহিত সৎকর্ম্মকে বুঝায়। সৎকর্ম্মকে 'অধ্বর' অর্থাৎ হিংসারহিত বলিবার তাৎপর্য্য কি! যজ্ঞকর্ম্মে—পূজাপার্ব্বণে পশুবলির বিধান থাকিলেও সে বলি কর্ম্মের অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত; তাহা হিংসাদি দোষের অতীত। কিন্তু এখানে যে যজ্ঞের বা যে কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে; তাহাতে পশুবলি বা নরবলি নাই। এ যজ্ঞ—পশুমেধ, অশ্বমেধ বা নরমেধ যজ্ঞ নহে।

এ যজ্ঞে বা কর্ম্মে যাজ্ঞিক সম্পূর্ণ হিংসাবিরহিত। আপনাকে হিংসারহিত করিয়া যাজ্ঞিক সেই হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ যজ্ঞের ইহাই অভিনবত্ব। এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হৃদয়কে এমনই নির্ম্মল কবিতে হইবে যে, অন্তরে যেন কোনরূপ কুপ্রবৃত্তি স্থান না পায়,—যেন দয়া সত্য সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি, হৃদয়ে অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়,—যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকরশ্মিসঞ্চারে উদ্ভাসিত হয়। হিংসাভাবের প্রশ্রয় দান করিলেই যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা নহে; যজ্ঞের লক্ষ্যই হওয়া চাই—অহিংসা। মন্ত্র যে অগ্নিদেবের মহিমা প্রকাশ করিতেছে, সে অগ্নি ঘৃতাহুতি-প্রদত্ত ব্যোমপথে ধূমান্বিত সাক্ষাৎ প্রকাশমান অগ্নিদেব নহেন;—সে অগ্নি সেই অবাঙ্মনসগোচর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাগ্নি। তাঁহার পূজায়—তাঁহার পরিচর্য্যায় পশুবলির বা নরবলির কোনই আবশ্যক হয় না—তাঁহার পূজায় যে বলির প্রয়োজন, সে বলি আর কিছুই নহে; সে বলি—সেই সদ্ভাবনাশক, পূজার বিরোধী অন্তঃশত্রুগণের সংহার-সাধন।

তাঁহার পূজায় আর চাই—অন্তরে সদ্ভাবের উন্মেষণ। তিনি যজ্ঞেশ্বর; তাঁহার কর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করেন। মানুষ উপলক্ষ-মাত্র। তাই তিনি 'হোতারং' অর্থাৎ দেবগণের আহ্বান-কারী। দেবগণের আহ্বানকারী; কেন-না, দেবভাবের সমাবেশ ভিন্ন ভগবৎকার্য্যে মানুষের প্রবৃত্তি হয় না। তিনিই সে দেবভাব অন্তরে সঞ্চার করিয়া দেন। আর, সদ্ভাবের উন্মেষণে অভীষ্টফলদানে তিনি প্রার্থনাকারীকে উদ্ধার করেন। জ্ঞানাগ্নি-রূপে তিনি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া, অন্তরের কলুষতা দূর করিয়া দেন; তখন মানুষ সদসৎ-বিচারে সমর্থ হয়। সদসৎ-বিচার-শক্তির স্ফুরণে মানুষ সৎপথের অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার পূজারাধনায় মনোনিবেশ করে। ফলতঃ, দিব্যজ্ঞান—অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন ভগবৎপূজায় কেহ সমর্থ হয় না। মানুষের অন্তরে দিব্যদৃষ্টির বিকাশ করিয়া তিনিই অন্তঃশত্রুর বিনাশ-সাধন করেন, তিনিই সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া ভগবানের পূজার যথার্থ-পদ্ধতি বিজ্ঞাপিত করিয়া দেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে, এবং তিনিই যে সকলের সকল অভীষ্ট পূরণ করিয়া দেন,—তাঁহারই কৃপায় মানুষ তাহা জানিতে সমর্থ হয়। এই ভাবেই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হোতারং' 'রুদ্রং'

এবং 'রোদস্যোঃ সত্যযজং' পদসমূহের সার্থকতা। 'রোদস্যোঃ সত্যযজং' পদদ্বয়ে আর যে বিশিষ্ট অর্থ উপলব্ধ হয়, প্রথম অন্বয়ের ব্যাখ্যায় তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে।

অতঃপর 'তনয়িত্নোরচিত্তাৎ' পদের অর্থ অনুধাবন করুন। 'তনয়িত্নোঃ' পদে বজ্র বুঝায়— দ্বিতীয় অন্বয়ের ব্যাখ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'তনয়িত্নোরচিত্তাৎ' পদের একবিধ অর্থও সেখানে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এখন প্রথম অন্বয়ে যে ভাব উপলব্ধ হয়, এস্থলে তাহাই বিবৃত করিতেছি। মানুষের চিত্তই মূলাধার। মনই সকল সৎকর্ম্মের—সকল পূজারাধনার মূলীভূত। চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সকল ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ বা সমতা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্থির হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ স্থির হয়;—চিত্ত চঞ্চল হইলে, ইন্দ্রিয়সমূহও চঞ্চল হইয়া উঠে। সুতরাং সকল কর্ম্মেরই মূল—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বা মনস্থৈর্য্যসাধন। এ হিসাবে চিত্তকে সকল ইন্দ্রিয়ের সমবায় বলা যাইতে পারে। মানুষের অন্তরে যে সকল শত্রু বিদ্যমান, চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারিলে, সে শত্রুর আক্রমণে চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়া পড়ে—সদ্‌সৎ-বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়;—চিত্তবিভ্রমে অধঃপতন ঘটে। ইহাকেই চিত্তের বা ইন্দ্রিয়ের সংহার কহে। অস্থির বা চঞ্চল চিত্তই অচিত্ত। চিত্ত-সংহারে মানুষ জীবিত থাকিয়াও মৃত। জীবনে যদি সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ না ঘটিল; মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া মানুষ যদি সৎকর্ম্মই না করিল,—সে জীবন, সে মানবজনম তো বৃথা! সে জীবন থাকা আর না থাকা,—উভয়ই সমান। এই জীবন্মৃত অবস্থাকেই 'তনয়িত্নোরচিত্তাৎ' বলা যাইতে পারে। শত্রুর আক্রমণে চিত্ত যাহাতে বশীভূত না হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া না পড়ে,—এই জন্য, জীবন্মৃত হইবার পূর্ব্বেই, ভগবান্ জ্ঞানদেবের চরণে শরণ লইবার উপদেশ 'তনয়িত্নোরচিত্তাৎ পুরা আক্রুধ্বং' মন্ত্রাংশে দেখিতে পাই। সদ্ভাব-পরিশূন্য-হৃদয়, অসদবৃত্তির পরিচালনে বিপথগামী ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত। জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানতা অপসৃত হইলে, শত্রু যতই প্রবল হ‌উক, আক্রমণে সমর্থ হয় না। মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—কখন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিবে, সে শত্রুর আক্রমণে কখন মৃত্যু সংঘটিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং শত্রুর আক্রমণের পূর্ব্বেই ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে আর কোনও ভাবনা থাকিবে না। তিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, সকল সন্তাপ দূর করিবেন;—তুমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। *

* * *

তৃতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবান জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিবর্ণিত। মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ,—'এই অগ্নি বেদীর সমীপবর্ত্তী সুরভিগন্ধযুক্ত আহবনীয়-স্থানে উপবিষ্ট। কীদৃশ অগ্নি? দেবগণের আহ্বাতা, অতিশয় যষ্টা, নিত্যতরুণ, মেধাবী,

---

* কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে বিংশ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয় পর্ব্বে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম দশতির সপ্তম সাম-মন্ত্ররূপে সন্নিবিষ্ট।

গার্হপত্যাদিস্থানে স্থিত, সত্যবান্ মনুষ্যগণের পোষক এবং মনুষ্যদিগের উদরমধ্যে জাঠরাগ্নিরূপে দীপ্ত।' ভাষ্যকারের লক্ষ্য অগ্নি; সে অগ্নি কখনও যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বালিত অগ্নিরূপে, আবার কখনও সে অগ্নির অতিরিক্ত অপার্থিব অগ্নিরূপে প্রতিভাত। ভাষ্যকারের লক্ষ্য—লৌকিক যজ্ঞ; তাঁহার লক্ষীভূত অগ্নি তাই লৌকিক বা পার্থিব অগ্নিরূপে প্রতিভাত।

যাহা হউক, আমরা যে অগ্নিকে লক্ষ্য করি, সে অগ্নি পার্থিব অগ্নির অতীত, সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি; সে অগ্নি—চৈতন্য-স্বরূপ। এমন যে অগ্নি, সেই অগ্নির সম্বন্ধেই মন্ত্রের ব্যবহৃত গুণ-বিশেষণের সার্থকতা। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি 'হোতা' হোমনিষ্পাদক অর্থাৎ সৎকর্ম্মের পূর্ণতাসাধক; মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি 'যজীয়ান'—সকলেরই আরাধনীয়; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি যুবা—নিত্যতরুণ, তিনি 'কবিঃ'—ক্রান্তদর্শী, তিনি 'পুরুনিষ্ঠঃ'—সর্ব্বত্র-বিদ্যমান, তিনি 'ঋতাবা'—সৎকর্ম্মের আধারস্থানীয় বিশ্বকর্ম্মী, তিনি 'ধর্ত্তা'—সকলের ধারণ-কারী সর্ব্বধারণক্ষম ইত্যাদি। এইরূপ বিবিধ বিশেষণে ভগবানকে বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু নিগুর্ণ গুণাতীত বিশেষণবিরহিত ভগবানে এবম্বিধ গুণবিশেষণ আরোপের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে,—আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয় অনন্তের ধারণায় অসমর্থ। তাই সান্ত-রূপগুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়া, অনন্তের পথে পৌছাইবাব জন্য, ভগবানের সান্ত রূপ-গুণের পরিকল্পনা। অরূপের অনন্তরূপ ধারণা হয় না; অগুণের অনন্তগুণ কল্পনা করা যায় না। তাই অরূপে রূপের সমাবেশ,—তাই অগুণে (নিগুর্ণে) গুণের আরোপ। তিনি অরূপ; তাই তাঁহার অনন্ত-রূপ; তিনি অগুণ (নিগুর্ণ); তাই তাঁহাতে অনন্ত গুণের পরিকল্পনা। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও—তাঁহাকে অনন্ত রূপ-গুণের অধিকারী জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপবিশেষের বা গুণবিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্মতৃপ্তির জন্য। আমাদিগের সান্ত-হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াস-সাধ্য বলিয়াই আমরা আবশ্যকানুসারে অনন্তে রূপগুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌছিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের বিভিন্ন রূপ-গুণের কল্পনা হইয়া থাকে।

ভগবান বিশেষণ-বিরহিত; আবার তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি নিগুর্ণ গুণাতীত আবার তিনি সগুণ গুণময়। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। তাই তাঁহার বিভিন্ন গুণবিশেষণের পরি-কল্পনা। উদ্দেশ্য—তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সকল ভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ করিতে হইলে, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত, তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারিবে? গুণবিশেষণ দেখিয়া গুণের অধিকারী হও; নামরূপ দেখিয়া, সে নামরূপের স্বরূপ উপলব্ধ কর। তবে তো তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ করিবে? গুণের যদি অধিকারী না হইলে, গুণাতীত অবস্থায় পৌছিবে কিরূপে? যে চিন্তা যে ভাব যে ধ্যান যে জ্ঞান লইয়া জীব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুস্মরণে, জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়'

শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত। বৈরিভাবেও ভগবানকে ভাবিতে ভাবিতে যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দৃষ্টান্তে তাহাই পরিস্ফুট; যথা,—

"এনং পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মনঃ কীট পেশস্কৃতো যথা॥"

অর্থাৎ—'কীট যেমন পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবৈরী রাজগণ, পূর্ব্বকৃত বৈরতাজনিত পাপের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্বারূপ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপে রূপান্বিত এবং তদ্‌গুণে গুণান্বিত তদ্ভাবে ভাবান্বিত তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি 'হোতা'—সৎকর্ম্মপূরক জানিয়া আপনার শরণ লইলাম; আপনি আমাদিগের আরব্ধ সৎকর্ম্ম পূরণ করিয়া দিউন। হে দেব! আপনি 'যজীয়ান্'—সকলেই আরাধনীয় জানিয়া আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম; আপনি আমাদিগকে আরাধনা-পদ্ধতি শিখাইয়া দিউন। হে দেব! আপনি ভক্তির দ্বারা পবিত্র হৃদ্রূপ আধার-ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন; অতএব আপনি আমাদিগের অন্তরে ভক্তি প্রভৃতি সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আমাদিগের অন্তরে আগমন করুন। হে দেব! আপনি 'পুরুনিষ্ঠঃ' সর্ব্বত্র বিদ্যমান; অতএব আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। হে দেব! আপনি 'ধর্ত্তা'; অতএব আপনি আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধন করুন। হে দেব! আত্মোৎকর্ষশীল সাধকগণের অন্তরে আপনি স্বতঃ-প্রদীপ্ত রহিয়াছেন; অকিঞ্চন আমরা, আপনি আমাদিগের অন্তরে জ্ঞানজ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমান হউন। *

* * *

চতুর্থ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

চতুর্থ মন্ত্র প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকারের অর্থ,—'এই অগ্নি, দেবগণের উদ্দেশ্যে আমাদিগের প্রদত্ত পুরোডাশ আহুতি স্বাদু করুন। অনন্তর যজ্ঞের জিহ্বাস্থানীয় গোপ্যা অগ্নিদেবতাকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই। পুরোডাশ এবং আজ্যাদির দ্বারা সুগন্ধোপেত সেই অগ্নি আমাদিগের

* কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার- তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

আয়ুকে আচ্ছাদিত অর্থাৎ রক্ষা করিয়া আগমন করুন। অন্য তিনি দেবগণের উদ্দেশ্যে আমাদিগের অনুষ্ঠিত হোম যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করুন।

আমাদিগের অর্থ একটু স্বতন্ত্র। ভাষ্যকার লৌকিক যজ্ঞে পরিদৃশ্যমান অগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই অগ্নিতে যাহাতে হোম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই ভাবেই তাঁহার অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে সে অগ্নিকে লক্ষ্য করি নাই। যিনি চৈতন্য-রূপে অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সংসারে জীবকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এখানকার লক্ষ্য সেই অতীন্দ্রিয়-প্রদর্শক জ্ঞানাগ্নি—সূচনায়ই আমরা তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। সেই অগ্নির নিকট প্রার্থনাকারী প্রথমে তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে (সৎকর্ম্মকে) ভগবানের গ্রহণযোগ্য করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—অগ্নি কর্ম্মকে ভগবানের গ্রহণযোগ্য করেন কিরূপে? অগ্নির সে সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে, আমরা যে অগ্নির বিষয় বলিতেছি, সে অগ্নির যে সে সামর্থ্য আছে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। জ্ঞান-প্রভাবে কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই মানুষ ভগবানের প্রীতি-সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়। যে অজ্ঞান—সদসৎ-বিচার-শক্তি-হীন, ভগবানের প্রীতি-সাধক সৎকর্ম্মের স্বরূপ যাহার উপলব্ধি হয় নাই, সে কিরূপে ভগবৎ-কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে? সৎকর্ম্মে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, সৎকর্ম্মে ভগবদ্বিভূতির স্বরূপ-জ্ঞান জন্মে। যখন জ্ঞান-প্রভাবে, সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া ভক্তি-বিমিশ্র অন্তরে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, তখনই সে কর্ম্ম ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়;—সেই কর্ম্মে ভগবান প্রীত হন। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।" জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ মুক্তির অধিকারী হয়। জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্ম-সাধন-পদ্ধতি এবং ভগবানের স্বরূপ জানাইয়া দেয়; জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ, অন্তরে জ্ঞানোন্মেষ না হইলে সুফল-লাভের সম্ভাবনা অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাই ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আপনি আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পূর্ণতা-সাধন করুন; আপনার অনুগ্রহে আমার কর্ম্ম ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত হউক। আর, সৎকর্ম্ম-সাধন-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ অন্তরে উদ্ভাসিত করিয়া দিউন; তাহা হইলেই আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আমার পরমার্থপ্রদ হইবে এবং ভগবান্ আমার পূজা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইবেন। *

* * *

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র নিত্য-সত্যপ্রকাশক। আত্মদর্শিগণের হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য-বিরাজিত: তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয় এবং অন্তঃশত্রুর বিনাশে, সাধকের অনুকূল সদ্ভাব-জনক সৎপ্রবৃত্তি-সমূহের উন্মেষ হইয়া থাকে; পরন্তু অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্

* কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানদেব সাধকদিগের বিবিধ উৎকর্ষ সাধন করেন, ইহকাল-পরকালের কল্যাণ-সাধনে তাহাদিগকে মোক্ষ-পথে প্রতিষ্ঠিত করেন,—পঞ্চম মন্ত্রে এই ভাব পরিস্ফুট। আর ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—সৎকর্ম্মপূরক কর্ম্মফলদায়ক ভগবানকে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে, তিনি কৃপা-পরবশ হয়েন এবং তাঁহার অনুগ্রহে পূজা-পরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে সদ্ভাব—দেবভাবের সমাবেশ ঘটে। সেই ভগবানে বিশ্বজাত সমস্ত সামগ্রী নিহিত আছে অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহে তাহার নিকট হইতেই সৃষ্ট সামগ্রী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। তাই প্রার্থনা,—হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন।

পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্তনয়ন্নিব দ্যৌ' পদদ্বয়ে উপমার ভাব উপলব্ধ করি। আকাশে বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘ-গর্জ্জনে বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিয়া, যেমন শস্যহানির ভয় বিদূরিত হয় অর্থাৎ শস্যের উপদ্রব নাশে যেমন সুশস্য-লাভের আশা অন্তরে জাগরূক হয়। এই উপমার সহিত 'ক্ষামা রেরিহৎ বীরুধঃ সমঞ্জন্' অংশের বেশ একটু সম্বন্ধ আছে। মেঘগর্জ্জনে বারিবর্ষণে শস্যের উপদ্রব যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমাদের সদ্ভাবের বিরোধী শত্রুর উপদ্রব অগ্নিদেবের—জ্ঞানাগ্নির আবির্ভাবে বিদূরিত হয়। সদ্ভাববিরোধী শত্রুগণের বিনাশে সদ্ভাবের সমাবেশ হয় কিরূপ?—যেমন বৃষ্টিপাতে পুষ্পলতাদি ও শস্যসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত 'দোষাবস্তঃ' পদ প্রণিধানযোগ্য। ঐ শব্দে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) অর্থ গৃহীত হয়। ভাষ্যকারও সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদমন্ত্রের অনুশীলনে 'দোষা' শব্দে রাত্রি এবং 'বস্তঃ' শব্দে প্রকাশমান্ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'। কিন্তু কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন। সে অন্ধকারই বা কি?—যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে? সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান অন্ধকার। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'দোষাবস্তঃ' পদে সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি আমার এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ করুন! আপনি যে 'দোষাবস্তঃ', আপনি যে অজ্ঞানান্ধকার-নাশকারী! আপনি ভিন্ন অন্য আর কে আছে, যে আমার হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে? সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎ-পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূর হইবার নহে! তাই প্রার্থনা—'এস দেব! একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও; আমার অজ্ঞান আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর। আঁধার হৃদয়ে আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে আমরা যেন আপনাতেই বিলীন হই।'

ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—(পঞ্চম মন্ত্র) এই অগ্নি আমাদিগের অনিষ্ট নিবারণ জন্য গর্জ্জন করুন। কিরূপ? দ্যুলোকস্থ মেঘ যেমন গর্জ্জন করিয়া শস্যশোষভীতি নিবারণ করে, সেইরূপভাবে। কি করিবার জন্য? আমাদিগের দাহক বিরুদ্ধ-দিগকে নাশ করিয়া পুষ্পলতাবৎ আমাদিগের অনুকূলগণকে সৃষ্টি করিয়া। অগ্নি সদ্য উৎপন্ন

এবং দীপ্ত হইয়া বিবিধভাবে জগৎকে প্রকাশিত করেন এবং দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে আপনার রশ্মির দ্বারা স্বয়ং আপনাকে প্রকাশিত করেন। (ষষ্ঠ মন্ত্র) হে অত্যন্ত-বহুল! দেবগণের আহ্বাতা! দিবারাত্রি যজ্ঞার্হ হবিঃ-সমূহ আগমন করুক। আপনার অনুগ্রহের পূর্ব্বে দগ্ধ-স্থায় বিশ্বভুবন নিঃসার হইয়া ছিল। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পরে তাহারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তথাবিধ আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। *

* * *

সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-পঞ্চকের তাৎপর্য্যার্থ।

সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-পঞ্চক সরল ও সহজবোধ্য। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানু-সারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্র-সমূহের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে আমাদিগের পরি-গৃহীত পন্থার অনুসরণে স্থল-বিশেষে আমরা ভাষ্যকারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ভাষ্যকারের প্রদত্ত অর্থও যে নিতান্ত অসমীচীন, তাহাও বলিতে পারি না।

ভাষ্যকার মন্ত্র-পঞ্চকের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন,—প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। তাঁহার মতে সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অতিশয় অঙ্গারোপেত অগ্নি বেদিরূপ শোভনভূমিযুক্ত বিশ্বের সকলেই বিবিধ-কামিতার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত সিদ্ধিপ্রদ আপনাকে স্বীকার করে।' অষ্টম মন্ত্রের অর্থ,—'হে অগ্নি! আপনার রক্ষার দ্বারা সেই অভীষ্টফল যেন প্রাপ্ত হই। অপিচ, হে ধনবন্! শোভন-পুত্রপৌত্রোপেত ধন যেন প্রাপ্ত হই। অন্নকামী আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে অন্ন লাভ করি। হে অজর! আপনার প্রসাদে যেন অক্ষয় যশ প্রাপ্ত হই।' নবম মন্ত্রের অর্থ—'হে অগ্নি! ধন প্রদান কর। অতিশয় বিয়োগকারিন্, ঋত্বিগ্‌গণ কর্তৃক ভরণীয় আহুতি-নিবাসভূত আপনি প্রশস্ততম দীপ্তিমন্ত সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় মণিমুক্তাদিরূপ ধন প্রদান করুন।' দশম মন্ত্রের অর্থ,—'যে অগ্নি শোধয়িতা, আহবনীয়-গার্হপত্যাদির দ্বারা বিশেষ-রূপে বহুবিধ বহু-বিস্তৃত পুরোডাশাদি হবিঃ ভক্ষণ করিয়া প্রতিদিন যজমান গৃহে গমন করেন, সেই অগ্নি বক্ষ্যমাণ গুণোপেত দীপ্যমান ফল-সমূহের বিস্তারয়িতা দীপ্তিমান দেবযজন-সমূহে অবস্থিত। তিনি জরারহিত স্তুতিকারী দেবগণের সহিত সংযুত এবং অতিশয় বৈরি-বিয়োগ-কর্তা।' একাদশ মন্ত্রের অর্থ,—'হে যজমান! শ্রেষ্ঠ এই অগ্নি সর্ব্বতঃ তোমাদিগকে পূর্ণ আয়ুঃ প্রদান করুন। অপমৃত্যুর দ্বারা গৃহীত হইলেও, তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগের প্রাণ তোমাদিগের দেহে পুনরায় আগমন করুক। তোমার যক্ষ্ম-ব্যাধিকে বিনষ্ট করুক।'

সপ্তম, অষ্টম, নবম ও একাদশ—এই চারিটী মন্ত্র প্রার্থনামূলক এবং দশম মন্ত্রটী নিত্য-সত্য ও ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত। মানুষের কামনার অন্ত নাই; মানুষ কামনার দাস। যাঁহারা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহারা অভীষ্ট কাম্যপূরণ জন্য একমাত্র ভগবানকেই আরাধনা করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গে এবং ষষ্ঠ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

জানেন,—একমাত্র তিনি ভিন্ন অভীষ্টফলদানে অন্য কেহ সমর্থ নহে। পার্থিব কোনও সামগ্রীই পরমার্থরূপ অভীষ্ট-পূরণ করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা,—'হে জীব। যদি পরমার্থরূপ অভীষ্ট-পূরণের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সর্ব্বাভীষ্টপূরক সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। তিনিই একমাত্র অভীষ্টপূরক।'

অষ্টম মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশিত। তিনি যাঁহাকে রক্ষা করেন, যিনি ভগবানের রক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহার ভাবনা থাকে কি? তাঁহার ক্ষয় নাই—ধ্বংস নাই। ভগবানের অনুগ্রহে তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সুতরাং ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়—মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করিতেছে। নবম মন্ত্রের 'যবিষ্ঠ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'যু' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'যু' ধাতুর অর্থ—মিশ্রণ, মিলন। কিন্তু ভাষ্যকার 'যবিষ্ঠ' পদে 'অতিশয়েন বিয়োগকারিণ্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এ অর্থেরও সার্থকতা আছে। কেন-না, অন্তরে জ্ঞানের স্ফুরণে পাপ-কলুষ দূরীভূত হয়, অজ্ঞানতা অপসারিত হয়;—এই ভাবেই 'যবিষ্ঠ' পদের 'বিয়োগকারিণ্' অর্থের সার্থকতা। আর 'যু' ধাতুর মিশ্রণার্থ গ্রহণ করিলে 'যবিষ্ঠ' পদে ভগবানের সহিত সংমিশ্রণকারী অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি মন অগ্রসর হয় কি? দিব্যদৃষ্টি—দিব্যজ্ঞানে ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়; স্বরূপ অবগত হইলে তাঁহার সহিত আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই জন্যই 'যবিষ্ঠ' পদের 'ভগবতা সহ সংযোজক' অর্থের সার্থকতা। 'বসো' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'আহুতিনিবাসভূত।' এখানে লৌকিক যজ্ঞের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত। ঘৃতাহুতি দ্বারা সে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়—এই ভাবেই ঐরূপ অর্থের পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করি—সর্ব্বব্যাপী বা সকলের আধারভূত। ভগবৎচরণ-প্রাপ্তিই সকলের সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তদ্ভিন্ন, ভূতসমূহ তাঁহাতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই আবার লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি সকলের আধারভূত, সকলের ধারক ও পোষক। সাধক সেই ভগবানের নিকট পরমার্থসাধক চতুর্ব্বর্গ-ধন লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। দশম মন্ত্রের লক্ষ্য শত্রুনাশে সদ্ভাবসংজনন। ভগবান অন্তরে উদিত হইয়া অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করেন, আর তাহাতে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়—ইহাই দশম মন্ত্রের তাৎপর্য্য। একাদশ মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে পূর্ণায়ু-লাভের অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল অনন্ত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রের অন্তর্গত 'অঙ্গিরস্তম' পদ অনুধাবনার বিষয়। অনেকে এই পদের ব্যাখ্যায় অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের সম্বন্ধ টানিয়া আনেন। আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি—বেদবাক্য নিত্য—অপৌরুষেয়। তাহার সহিত মনুষ্যাদির সম্বন্ধ-খ্যাপন করিতে হইলে, কালচক্রে তাঁহাদিগের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করার আবশ্যক হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, 'অঙ্গিরস্তমঃ পদের অর্থ করিলাম—'আত্মদর্শিনাং আরাধনীয়ঃ।' ধাত্বর্থের অনুসরণেই এ অর্থ উপলব্ধ হয়। অঙ্গ শব্দে জ্ঞান বুঝায়। যাঁহাদিগের সেই জ্ঞান আছে, তাঁহারাই 'অঙ্গিরঃ।' যাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারাই 'অঙ্গিরস' পদবাচ্য। মনুষ্য-

সমাজের হিতের জন্য, তাঁহারা হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন; কর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়া, জনসমাজের সমক্ষে তাঁহারা উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়া যান। ঋষিপক্ষেও সেই ভাব আসে। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ঋষিগণ কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে আত্মারূপে চিরবিদ্যমান থাকিয়া সংসারে জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করেন। ভগবান জ্ঞানদেবের আরাধনায় তাঁহারাই সম্যক্ পারদর্শী। তাই 'অঙ্গিরস্তম' পদের 'আত্মদর্শিনাং আরাধনীয়' অর্থের সার্থকতা। *

* * *

দ্বাদশ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

দ্বাদশ মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'হে অগ্নি! আপনি যজমানগণের আয়ুপ্রদ হউন। কীদৃশ আপনি? আপনি পুরোডাশ সেবনকারী, আঘারপ্রযাজাদিঘৃতের দ্বারা আহুত। ঘৃতের দ্বারা উৎপন্ন অর্থাৎ ঘৃতই যাহার জন্মের কারণ তাদৃশ আপনি স্বাহুতম শোধনহেতু নির্ম্মল ঘৃত পান করিয়া পিতা-পুত্রের ন্যায় যজমানদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

এই মন্ত্রে 'ঘৃতযোনিঃ', 'ঘৃতপ্রতীকঃ', 'হবিষো জুষাণঃ' প্রভৃতি পদ অনুধাবনীয়। ভাষ্যকারের ভাবে বুঝা যায়,—ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, ঘৃতই সে অগ্নির উৎপত্তি-কারণ; তাই অগ্নির 'ঘৃতপ্রতীকঃ' এবং 'ঘৃতযোনিঃ' গুণ-বিশেষণ। কিন্তু আমরা সাধারণ অগ্নিকে বা সাধারণ ঘৃতকে লক্ষ্য করি না। এখানকার 'অগ্নি'—জ্ঞানাগ্নি; এখানকার 'ঘৃত' —অন্তরের ভক্তিসুধা সদ্ভাব প্রভৃতি। সদ্ভাবে অন্তরে জ্ঞানের সমাবেশ হয়, ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা সে জ্ঞান প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই ভাবেই 'ঘৃতযোনিঃ' এবং 'ঘৃতপ্রতীকঃ' পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তিসুধাপানে পরিতৃপ্ত হন, ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়; আর ভক্ত যিনি, তিনি আপনার প্রাণের দেবতাকে ভক্তিসুধা পান করাইয়াই হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত। 'পিতেব পুত্রং' উপমা বাক্যে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উপমার বিশ্লেষণে মন্ত্রের ভাব বিশদীকৃত হইবে বলিয়াই মনে করি। আমাদের মতে পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ সূচনায় এই মন্ত্রে এক মহান্ ভাবের পূর্ণ-পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানের যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধানার প্রথম স্তরে বিদ্যমান থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ-দৃষ্টি-সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের সপ্তম মন্ত্র—ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ বর্গে, অষ্টম মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গে, নবম মন্ত্র দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গে, দশম মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গে পরিদৃষ্ট হয়। একাদশ মন্ত্র অন্য কোনও বেদে দৃষ্ট হয় না।

দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে? তিনি নমস্য,. অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য।

এ উপমার মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য হন। এ মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকটে পৌছিতে তাহার কদাচ সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তো তুমি দূরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব—'অগ্নি' তুমি দাহিকাশক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইব; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি? যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নি উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন। যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন! তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এই মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অথবা অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নহেন। পরন্তু, এ অগ্নি যাঁহার রূপ-কণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ মাত্র, এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর, এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এ মন্ত্রে এই বুঝাইতেছে,—'তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। হও গুণময়, হও সচ্চরিত্র, হও সদাচারসম্পন্ন, হও সততায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন,—তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবেন।

* * *

ত্রয়োদশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

'হে বিচর্ষণে, হে জাতবেদ অগ্নি! প্রতিদিন যজমান-গৃহে গমনকারী আপনার উদ্দেশ্যে শোভন স্তুতি উৎপাদন করি।'—ত্রয়োদশ মন্ত্রের ভাষ্যকার এবম্বিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এখানে, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাবে বোধ হয়, যেন অগ্নিদেবের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিত্য নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া প্রার্থনাকারী তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য ভগবন্মুখ-নিঃসৃত। ঋষিগণ দ্রষ্টা মাত্র। সুতরাং তাঁহারা মন্ত্র রচনা করেন, বেদমন্ত্রের নিতত্ব এবং

অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে কদাচ এতদুক্তির বা এতদ্ব্যাখ্যার সমর্থন করা যাইতে পারে না। আমরা তাই ভাষ্যকারের এ অর্থ অনুমোদন করিলাম না।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রার্থ অধিগত হইতে পারে। 'বিচর্ষণে' পদে উৎকর্ষসাধনের ভাব মনে আসে। কর্ষণের (চাষের) দ্বারা ভূমির উন্নতি সাধিত হয়; তেমনি সাধনারূপ কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রভাবে সে উৎকর্ষ সাধিত হয় বলিয়াই 'বিচর্ষণে' সম্বোধনে জ্ঞানাগ্নিকে 'সর্ব্বেষাং উৎকর্ষসাধক' বলা হইয়াছে। আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়—মোক্ষ অধিগত হয়; তাই অগ্নির সম্বোধন 'বিচর্ষণে' পদের অর্থ করিয়াছি—'পরমপদি স্থাপয়িতঃ'।

'জাতবেদঃ' পদের অর্থ ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞঃ।' যিনি আদি হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ, সকল তত্ত্বে পারদর্শী,—তিনিই 'জাতবেদঃ'। জ্ঞানের উন্মেষণের সময় হইতেই ক্রমে ক্রমে সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞতা জন্মে; ভগবান সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাই তাঁহাকে 'জাতবেদঃ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। জ্ঞানের তুল্য সর্ব্বধনের অধিপতি বা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আর কি থাকিতে পারে? মানুষ যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়, পরমার্থরূপ মোক্ষধন পর্য্যন্ত তাহার করতলগত হইয়া থাকে। ফলতঃ, জ্ঞানই একমাত্র বার্ত্তাবহ, জ্ঞানই একমাত্র হুতবহনকারী। কিরূপে আরাধনা করিলে ভগবানের নিকট পৌঁছান যায়, একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই তাহা অধিগত হয়। শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান অবিনাশী। শুদ্ধতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সাধকের দেবযজনেচ্ছা অতিশয়রূপে বলবতী হইয়া থাকে। জ্ঞানের তুল্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ত্তা, জ্ঞানের তুল্য পরমতত্ত্বে অভিজ্ঞ আর কে আছে? তাই 'জাত-বেদঃ' বলিতে ভগবানের সর্ব্বতত্ত্বে অভিজ্ঞতার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মন্ত্র তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে মানুষকে উদ্বোধিত করিতেছে। প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব! আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন—সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞ; আপনি আমায় পরাজ্ঞান দান করুন। হে দেব! আপনি 'বিচর্ষণে' অর্থাৎ সকলের উৎকর্ষসাধক এবং পরমপদপ্রদায়ক; আপনি আমার অন্তরের উৎকর্ষতা সম্পাদন করুন; আমাকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। আর আমার স্তুতিবন্দনা যাহাতে আপনার গ্রহণযোগ্য হয়, সেইরূপ কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন।'

* * *

চতুর্দ্দশ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে এক উচ্চভাব প্রকটিত। এই মন্ত্রে ভগবানের ত্রিমূর্ত্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। তিনি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মারূপে, পালনকালে বিষ্ণুরূপে এবং সংহারকালে রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে—তিন অবস্থাতেই তিনি সংসারের অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন,—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন,—'অগ্নি প্রথমে দ্যুলোকের উপরিভাগে সূর্য্যরূপে উৎপন্ন হন। মনুষ্যলোকের উপরিভাগে তিনি প্রসিদ্ধ অগ্নিরূপে দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। সমুদ্রে বড়বানলরূপে তিনি উৎপন্ন হন। এই তিন জন্মেই তিনি যজমানদিগের

মধ্যে অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হয়েন। ঈদৃশ অগ্নিকে পুরোডাশাদির দ্বারা দীপ্ত করিয়া স্থায়ত্তচিত্ত ব্যক্তিগণ জরা পর্য্যন্ত (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) পরিচর্য্যা করেন।'

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ,—'হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সমুদয় জানি; কিন্তু তুমি (অবিদ্যাবৃত বলিয়া) তাহা অবগত নহ। জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই। হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তি-সংরক্ষণের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ ও প্রকাশিত হই।' এখানে এ মন্ত্রে এই ভাবেরই মূল-সূত্র বীজরূপে নিহিত বলিয়া মনে করি। শাস্ত্র গ্রন্থে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—সৃষ্টির প্রাক্কালে সকলই অন্ধকারময় এবং জলমগ্ন ছিল। ভগবান স্বয়ং আদিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, অন্ধকার দূর করেন; তখনই সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হয়। সূর্য্য—ভগবান বিষ্ণুর প্রকাশরূপ। এখানে একটী গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকার নাশ হয় বটে; কিন্তু অন্ধকারের আধার জগতের নাশ হয় না। মানুষের চিত্ত সম্বন্ধেও সেই ভাব উপলব্ধ হয়। অন্ধকারময় চিত্ত অচিত্ত। সূর্য্যের উদয়ে—ভগবানের প্রকাশে জগতের অধর্ম্মরূপ অন্ধকার বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জগৎ যেমন বিনষ্ট হয় না; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে, চিত্তের অন্ধকার-দুষ্প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, কিন্তু দুষ্কৃতির বা অজ্ঞানান্ধকারেব আধার যে চিত্ত, তাহা বিনষ্ট হয় না। ভগবান দুষ্কৃতির নাশ করেন। তাহাতে সদ্বৃত্তির বা সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠায় নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহাকেই জগৎ-সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। ভগবান সকলের পক্ষেই সমান; তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

অর্থাৎ,—'আমি সর্ব্বভূতেই সমান। অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতেই থাকি।'

ভগবান সর্ব্বভূতেই আছেন, সর্ব্বত্র তিনি নিত্য-বিরাজিত। কিন্তু অজ্ঞানতাবশে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করে। কস্তূরিকা-গন্ধে মোহিত হইয়া, মৃগ যেমন সেই কস্তূরিকার অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত হয়; কিন্তু মোহবশে সে যেমন জানিতে পারে না যে, সে কস্তূরিকা তাহারই নাভিতলগত। অজ্ঞানতাবশে মানুষও সেই বিভ্রান্ত মৃগের ন্যায় ভগবানকে ইতস্ততঃ সন্ধান করিয়া ফিরে। অজ্ঞতা-বশে যে জানিতে পারে না যে, ভগবান তাহারই

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। যখন ভগবান প্রজ্ঞানরূপে উদিত হইয়া অন্তরের অন্ধকাররাশি অপসারিত করিয়া দেন, তখনই মানুষ তাঁহার সন্ধান পায়। এইরূপে ভগবানের সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তমোরূপ অজ্ঞানতা-নাশে সদ্ভাবের সৃষ্টিই 'দিবস্পরি প্রথমং' মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। 'প্রথমং' পদে তাই আমরা 'আদৌ—সৃষ্টি-প্রারম্ভে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের ভাবও সেইরূপ বলিয়া আমরা মনে করি।

যখনই সংসারে সদ্ভাবের অসদ্ভাবে, অসদ্ভাবের প্রাবল্য হয়, তখনই ভগবানের ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ দেখি। সৃষ্টি বলিতে সদ্ভাবের সমাবেশ, স্থিতি বলিতে সদ্ভাব-সংরক্ষণ, আর সংহার বলিতে অসদ্ভাবের বিনাশ-সাধন। মানুষের অন্তরেই সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়া সমাহিত হইতেছে। মানুষের অন্তরে অসদ্ভাবরাজি পুঞ্জীকৃত হয়—অজ্ঞানরূপ আবরণে। সেই অজ্ঞানতাকেই প্রলয় বলা যাইতে পারে। প্রলয়কালে যেমন রুদ্রের প্রকাশ; সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার অপসারণে জ্ঞানদেবের রুদ্র-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হওয়া। ভগবান জ্ঞানদেব রুদ্র মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন। অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণ স্থিতি বা পালন, সদ্ভাবের সমাবেশ—সৃষ্টি। মন্ত্রের প্রথম অংশত্রয়ে এই ভাব প্রকটিত। ভগবন্মাহাত্ম্য-মূলক এই নিত্য-সত্যই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই ভগবান যে মানুষের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। অজ্ঞানতা বিনাশ, সদ্ভাব-সংজনন এবং সদ্ভাব-সংরক্ষণ—এই ত্রিবিধ ব্যাপারই মানুষের হিতসাধক, সংসারের মঙ্গলদায়ক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই ভগবানের এই অনুগ্রহ-বুদ্ধির বিষয় অবগত আছেন—তাঁহারাই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকালে ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। ফলতঃ, জ্ঞান ভিন্ন, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি ভিন্ন, ভগবানের সে অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধির বিষয়—ভগবানের অশেষ করুণার মহিমা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তাই মন্ত্রের উপদেশ,—'প্রথমে জ্ঞানাধিকারী হও।' জ্ঞানদেবের পূজা কর অর্থাৎ অন্তরে জ্ঞানের উন্মেষণে প্রযত্নপর হও। শ্রেষ্ঠজ্ঞান—দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হইবে, আর তাহা হইলেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিবে। হও—জ্ঞানাধিকারী; হও—সদ্ভাবসম্পন্ন; হও—ভগবৎপরায়ণ। ভগবানের শরণগ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। *

* * *

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই চতুর্দ্দশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের (দশম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত প্রথম ঋক) অন্তর্ভুক্ত। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাঁহাকে স্তব করেন।"

পঞ্চদশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

পঞ্চদশ মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতবিরোধ ঘটে নাই। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে শোধনকারী অগ্নি! শুচি ও বন্দ্য আপনি ঘৃত প্রভৃতি হবির দ্বারা হুত হইয়া, বৃহদ্ভাবে দীপ্ত বা প্রকাশিত হয়েন।'

মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'পাবক' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিদেবের ন্যায় পাবক ও শোধক আর কে আছে? সাধারণ অগ্নিপক্ষে এ বিশেষণের যে সার্থকতা, জ্ঞানাগ্নিপক্ষেও ইহার সেইরূপ সার্থকতা উপলব্ধ হয়। জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়; অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলেই চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। জ্ঞানোদয়ে পাপ বিধ্বংস হয়;—পরিত্রাণ-লাভের পথ সুগম হইয়া আসে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক। হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক; ফলে, হৃদয়াকাশে সূর্য্যদেবের ন্যায় ভগবান স্বপ্রকাশ হউন। আপনার আবির্ভাবে অন্তর বিশুদ্ধ হইলেই আমরা 'শুচি' অর্থাৎ পবিত্র হইতে পারিব।' আপনি ভক্তাধীন;—ভক্তের হৃদয়েই আপনার অধিষ্ঠান। আপনি 'ঘৃতেভিঃ' আমাদিগের অন্তরস্থিত সদ্ভাব ও ভক্তির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

* * *

ষোড়শ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

ষোড়শ মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'দর্শনীয়রূপ সুবর্ণসদৃশ অগ্নি মহৎ দীপ্তির দ্বারা বিশেষভাবে দ্যোতিত হয়েন। কি করিবার জন্য? অতিরস্কার্য্য জীবন ও শ্রেয়ঃ বিধানের ইচ্ছা করিয়া। তথাবিধ অগ্নি অন্ন এবং হবির দ্বারা অমৃত বিধান করেন। দ্যুলোকবাসী দেবগণ সুরেতা হইয়া এই অগ্নিকে উৎপাদন করেন বলিয়া অগ্নির অমৃতত্ব।'

আমাদের অর্থ ভাষ্যের অনুরূপ নহে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'ভগবান জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মশীল জীবন বিধানের নিমিত্ত সাধকদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন।' সুতরাং আমরাও যেন তাঁহার অনুগ্রহে সৎকর্ম্মশীল জীবন প্রাপ্ত হই। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমায় সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ প্রদান করুন।' সাধক যেন কহিতেছেন,—'আমি আয়ুঃ চাহি;—ভোগের জন্য নহে। আমি আয়ুঃ চাহি—বাঁচিবার সুখের জন্য নহে। আমি আয়ুঃ চাহি এমন, যে আয়ুঃ 'দুর্ম্মর্ষং' অক্ষয় হয়। আমায় যদি আয়ুঃ দাও, আমায় যদি বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ কর, আমার জীবন যেন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকে, আমি যেন সর্ব্বপ্রকারে ঋষি হইতে পারি, আমি যেন অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হই। এই তো মানুষের মত প্রার্থনা—এই তো সাধকের মত সাধনা। কেমনভাবে কিরূপ প্রার্থনার মধ্য দিয়া, সাধনার এই স্তরে সাধক উপনীত হন, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা উপলব্ধ হয়।

প্রার্থনা যখন এইভাবে ফুটিয়া উঠে, অন্তর যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য এইভাবে আকুল হয়; তখনই তিনি অন্তরের শুদ্ধসত্ব সদ্ভাবাদির দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া সাধকের হৃদয়ে প্রকাশমান

হন ;—তখনই সাধক প্রাণসংরক্ষক সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া ভগবচ্চরণে আত্মদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। ষোড়শ মন্ত্রে এই ভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। *

* * *

সপ্তদশ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

এই মন্ত্রটীর একবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া, ভাষ্যকার পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। অপিচ, অন্যান্য ভাষার ব্যাখ্যাকারগণও ভাষ্যকারের কল্পিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথে বিচরণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—অগ্নি 'রেতঃ'-রূপে গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ-পরায়ণ সুপুত্র উৎপন্ন করেন। কেহ বা এতদুপলক্ষে বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ ও মরুদাদির প্রসঙ্গ খ্যাপন করিয়াছেন। সায়ণের অভিপ্রায় তাঁহার ভাষ্যে বোধগম্য হইবে। তাঁহার ভাষ্যের অনুসারী বঙ্গানুবাদে মন্ত্রার্থ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে ;—

> (১) "অগ্নির বিশুদ্ধ ও দীপ্তিমান্ তেজ অন্নলাভার্থ মনুষ্যপালকে ব্যাপ্ত হউক; (সেই তেজ দ্বারা) অগ্নি গর্ভনিষিক্ত রেতঃ হইতে বলবান্ অনিন্দনীয় যুবা ও শোভনকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন করুন ও যাগাদি কর্ম্মে প্রেরণ করুন।" অথবা, "মনুষ্যগণের রক্ষক ও দীপ্ত যে তেজ শস্যাদির উৎপত্তির নিমিত্ত মেঘের দ্বারা বর্ষিত জলকে ব্যাপ্ত করে, সেই তেজোযুক্ত দীপ্তিমান্ অগ্নি যথাকালে উক্ত গুণযুক্ত পুত্র উৎপাদিত করুন ও যজ্ঞাদিতে প্রেরণ করুন।"

এই বঙ্গানুবাদ প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসারী। দুইটী ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা কি ভাব উপলব্ধ হয়, বুঝিয়া দেখুন।

> (I) "When the sharp splendour reached the lord of men to incite him, the bright sperm poured down from Heaven (or, from the god Dyaus), Agni produced and furthered the blameless, young, well-wishing host." †

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে উনত্রিংশ বর্গের (দশম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত অষ্টম ঋক) অন্তর্গত। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা—"তিনি দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্দ্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যাইতে যাইতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমর অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিলেন, দিব্যলোক ইহাকে জন্ম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর।" ব্যাখ্যাকারের জ্ঞান কি সুন্দর!

† ইংরাজী অনুবাদটী ওল্ডেনবর্গের কৃত। ম্যাক্সমুলারের সম্পাদিত বেদের অনুবাদে ইহা স্থান পাইয়াছে। এই অনুবাদে 'ইষে' পদটীকে অসমাপিকা ক্রিয়া-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'দ্যৌঃ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাইয়া তিনি দ্যোঃ' রূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) "When light hath filled the Lord of men for increase, straight from the heaven descends the limpid moisture.

Agni hath brought to light and filled with spirit, the youthful host blameless and well providing." *

এই সকল অর্থের কোনও অর্থেই অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধ হয় না; অগ্নি-সম্বোধনে কাহার প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে, সে রহস্যের উদ্ভেদ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা যে পথে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছি, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদের ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে আমাদের কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ অনুসরণীয়। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে, 'যৎ' হইতে 'নিষিক্তং' পর্য্যন্ত অংশে, দেবতার (জ্ঞানদেবতার) মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় অংশে, "অগ্নিঃ" হইতে "সুদয়ৎ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, প্রার্থনার অথবা প্রভাবের ভাব দ্যোতনা করে। মন্ত্রের একটী সমস্যামূলক পদ—'ইষে'। ঐ পদে বিভিন্ন প্রকার অর্থ গৃহীত হইতে দেখিতেছি। কিন্তু ঐ পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'বলপ্রাণপ্রাপণায়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। প্রারম্ভে 'যৎ' পদে 'যখন' বা 'যে কালে' অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে। যে কালে বা যখন মানুষের প্রতি জ্ঞানদেবতার কৃপা পতিত হয় অর্থাৎ মানুষ যখন জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয়, "যৎ ইষে নৃপতিং তেজঃ আ আনট্" পদ কয়েকটীতে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহার মতে ঐ পদ পঞ্চম্যন্ত। তিনি বলেন,—'অভীকে' পদ সেই লক্ষণাই প্রকাশ করে। 'তেজঃ' পদকে তিনি 'রেতঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন। অন্যথায়, 'দ্যৌঃ' পদকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে এবং 'আনট্' পদকে তাহার ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিতে হইলে, 'তেজঃ' পদ কর্ম্মপদ মধ্যে গণ্য হয়। তখন আবার 'ইষে' অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রতি মাত্র 'নৃপতিং' পদটীর নির্ভরতা রহিয়া যায়। জেল্ডনার (Geldner, Ved. Studien, 1 I. 34) শেষোক্ত ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ওল্ডেনবর্গ সে ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি 'নৃপতিং' ও 'আনট্' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিতে চাহেন।

* এই ইংরাজী অনুবাদটী গ্রিফিথ্স সাহেবের কৃত। 'নৃপতিং' পদ উপলক্ষে সায়ণ যজমানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইনি ঐ পদে ইন্দ্রকে নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে মরুদ্গণের সম্বন্ধও আসিয়া পড়িয়াছে। 'নৃপতিং' পদের ব্যাখ্যায় ইনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The lord of men: according to Sayaṇa, the sacrificer. Perhaps Indra is meant, who comes attended by the youthful host of Maruts."

এখন দ্বিতীয় তৃতীয় ক্রমে ঐ পদ কয়টীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। বলা হইয়াছে,—"নৃপতিং তেজঃ।" এখানে আমরা মনে করি,—'নৃপতিং' পদটী 'তেজঃ' পদের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। কি প্রকার তেজঃ? 'নৃপতিং' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের মধ্যে যেমন নৃপতি নর-শ্রেষ্ঠ, তেজের বা জ্যোতির মধ্যে জ্ঞান সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতেই আমরা 'নৃপতিং তেজঃ' ঐ দুই পদের সম্বন্ধ স্বীকার করি। পক্ষান্তরে 'নৃপতিং' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিয়া উহার অর্থে 'শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে' অর্থাৎ 'সাধক প্রধানকে' অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাতেও সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে "যৎ নৃপতিং ইযে" বাক্যাংশে ভাব পাইতে পারি, যখন সাধককে প্রাণ-শক্তি প্রদানের জন্য 'তেজঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে "যৎ" হইতে "আনট্" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হয়; এক অর্থ—যখন সংসারকে প্রাণশক্তি দানের জন্য শ্রেষ্ঠ তেজঃ ব্যাপ্ত হয়; অন্য অর্থ—যখন সাধককে প্রাণশক্তি দানের জন্য জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হয়। অতঃপর ঐ অংশের পরবর্তী 'দ্যৌঃ' হইতে 'নিষিক্তং' পর্য্যন্ত পদ কয়েকটীর বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। এখানেও দ্বিবিধ অর্থে একই ভাব পরিব্যক্ত দেখি। এই অংশের একটী প্রধান আলোচ্য পদ—'দ্যৌঃ'। এই পদটীর একবার পাঠান্তর "দ্যোঃ" রূপ পরিকল্পনা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি; আর একবার উহার রূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াই অর্থ উদ্ধারে সুযোগ পাইয়াছি। 'দ্যু' শব্দের পঞ্চমীতে 'দ্যোঃ' পদ হয়। সেই দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিলে 'শুচি রেতঃ' পদদ্বয় কর্তৃপদ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'তখন দ্যুলোকের অনাবিল জ্যোতিঃ হৃদভ্যন্তরে অথবা ইহলোকে নিয়ত প্রবাহিত অথবা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।' পক্ষান্তরে আবার 'দ্যৌঃ' পদকে 'দিব্' শব্দের প্রথমার রূপ মান্য করিয়া উহার অর্থে 'স্বর্গ' বা স্বর্গবাসী দেবতা পদ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ভাবই বাক্যান্তরে সুপরিস্ফুট হয়। সে অর্থে 'দ্যৌঃ' পদটী কর্তৃকারকে এবং 'শুচি রেতঃ' পদদ্বয় কর্ম্মকারকে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'সাধুগণের মধ্যে প্রতিভাত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রভাবেই এ সংসার জ্ঞান-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। জগতে সাধুর সমাবেশ হউক, তাঁহাদিগের জ্ঞানের নবীন আলোকে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনা-মূলক অথবা দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। জ্ঞানদেবতার কৃপায় যে জগতে সৎকর্ম্মপর সাধুজনের উদ্ভব হয়, এই মন্ত্রাংশে সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখি। এ সংসারে জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হউক, মানুষ সৎকর্ম্মপর নবজীবন লাভ করুক,—এই আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রকটিত রহিয়াছে।

* * *

অষ্টাদশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের অষ্টাদশ মন্ত্র একদিকে যেমন নিত্যসত্যমূলক ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভাব এই যে,—ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন, ভগবানের অনুগ্রহ যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর কোনও ভাবনা থাকে না। তিনি রক্ষা করিলে,

মানুষের সৎকর্ম্মে মতি হয়, শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশে অন্তর পবিত্রতা লাভ করে এবং পরমধনযুক্ত হইয়া পরমপদ লাভে মানুষ গতি-মুক্তির অধিকারী হয়।

ভাষ্যকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। প্রথমতঃ আমরা ভাষ্যের অর্থ প্রদান করিতেছি; যথা,—'সেই যজমান আপনার দ্বারা রক্ষিত। কি সাধনের দ্বারা? অত্যন্ত তেজোযুক্ত মনের দ্বারা। হে অগ্নি! শোভনপুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হইবার অভিলাষী, মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজমানের ধনসমূহ প্রদান করুন। আপনার অনুগ্রহে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমরা বহুমত্তম শোভনস্তুতিযুক্ত অর্থাৎ বহুযাগের দ্বারা স্তোত্রশস্ত্র-সমূহে প্রভুত হইতে পারি।'

ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের প্রথম মতান্তর 'স্বপত্যস্য' পদের অর্থ লইয়া। ভাষ্যকারের অর্থ—'শোভন পুত্রপৌত্রাদিযুক্তস্য' অর্থাৎ শোভন (শ্রেষ্ঠ) পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত। পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলে, ঐহিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় সত্য; কিন্তু সে শক্তি বা সে সামর্থ্য তো অক্ষয় নহে? তাহাতে তো পারমার্থিক মঙ্গল কিছুই সংসাধিত হয় না? সে সামর্থ্য, সে শক্তি—সে লোকবল তো দৈববিড়ম্বনার অতীত নহে! কিন্তু এখানে সাধক যে সাধনায় রত, তাহাতে পুত্রপৌত্রাদি অপত্য লাভ তাঁহার লক্ষ্যীভূত নহে। ঐহিকের সুখসাধক কোনও সামগ্রীই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নয়। তিনি চান—পরাগতি; তিনি চান—ঐহিকের বন্ধন-ছেদন। পুত্রপৌত্র-অপত্যাদি বন্ধনমূলক। বন্ধনচ্ছেদন তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য। তাই তিনি এমন 'স্বপত্যের' আকাঙ্ক্ষা করেন, যদ্দ্বারা তাঁহার ঐহিকের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু সে বন্ধন কে ছিন্ন করিতে সমর্থ? একমাত্র ভগবান ভিন্ন সে ভববন্ধন কেহ ছিন্ন করিতে পারে কি? ভগবান তো সহজলভ্য নহেন? তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হয়। তিনি সৎস্বরূপ; সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ করিতে পারিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই 'স্বপত্যস্য' পদের অর্থ হইয়াছে—'শুদ্ধসত্ত্বাদিরূপং শোভনাপত্যাযুক্তং।' পুত্র-পৌত্রাদি যেমন ঐহিকের সুখসাধক এবং শক্তিসম্পাদক, শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ পরমার্থিক মঙ্গল-সাধক এবং পারত্রিক শক্তিসঞ্চারক। এই ভাবেই 'স্বপত্যস্য' পদের পূর্ব্বোক্ত অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সদ্ভাব-লাভে সৎস্বরূপের সামীপ্য-প্রাপ্তির কামনা এই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'স্বপত্য' বলিতে সাধকের প্রতিও লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানবান সদ্ভাবসংযুত সাধক যে ভগবানের 'স্বপত্য' (সু-অপত্য) তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রায়ঃ', 'নৃতমস্য' এবং 'শিক্ষোঃ' পদত্রয়ে দ্বিবিধ অন্বয়ে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'রায়ঃ' পদের সহিত 'নৃতমস্য' পদের সমাবেশে একবিধ অর্থ অধ্যাহৃত হয়; আবার স্বতন্ত্রভাবে অন্যবিধ অর্থের সূচনা হইয়া থাকে। 'রায়ঃ নৃতমস্য' পদদ্বয়ের একত্র সমাবেশে অর্থ হয়—'ধনস্য অতিশয়েন নেতুঃ দাতুঃ বা' অর্থাৎ যিনি প্রভূতপরিমাণে ধন প্রদান করেন। এতদর্থে ঐ দুই পদের সমাহারে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনিই প্রভূত ধনের দাতা—তিনিই পরমার্থবিধায়ক। 'শিক্ষোঃ' পদের অর্থ—'অভীষ্টদায়কস্য'। আমাদের মতে 'শিক্ষোঃ রায়ো নৃতমস্য' পদত্রয় 'তে' পদের গুণবাচক। ভগবানই অভীষ্টপূরক; তিনিই শ্রেষ্ঠধন পরম-ধন দাতা। এই ভাব হইতেই পদত্রয়ের অর্থ প্রথম অন্বয়ে হইয়াছে—'অভীষ্টফলদায়কস্য

ধনস্য অতিশয়েন দাতঃ।' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'অভীষ্টফলদায়ক অতিশয়রূপে ধনের দাতা আপনার ঐশ্বর্য্যে যেন আমরা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হই।' দ্বিতীয় অন্বয়ে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; অর্থ হইয়াছে 'নৃতমস্য' অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাকে 'রায়ঃ' অর্থাৎ পরমধন 'শিক্ষ' অর্থাৎ প্রদান করুন। উভয়ত্রই উচ্চ ভাব—উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। এখানে এ মন্ত্রে পরাগতি লাভের কামনাই প্রকাশিত।

* * *

উনবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (পঞ্চম মণ্ডল ত্রয়োবিংশ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে অগ্নি! তুমি দ্যুম্নকে একটী শত্রুবিজয়ী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র পরাক্রমদ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করিয়া, গৌরব লাভ করিবে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ হইতেই ব্যাখ্যাকারের পূর্ব্বোক্ত অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সায়ণাচার্য্যের সেই ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নে! 'প্রাসহা' প্রকৃষ্টেন বলেন 'সহন্তং' শত্রূনভিভবন্তং 'রয়িং' পুত্রং 'দ্যুম্নায়' দ্যুম্নায় মম ঋষয়ে 'আভর' আহর। যঃ পুত্রঃ 'আসা' আস্যেন স্তোত্রেণ যুক্তঃ সন্ 'বাজে' যুদ্ধে 'অভি' আভিমুখ্যেন গত্বা 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বান্ 'চর্ষণীঃ' মনুষ্যান্ শত্রূন্ 'সাসহৎ' অভিভবতি।"

কিন্তু বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের সায়ন-কৃত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কত পার্থক্য—বুঝিতে পারিবেন। এখানে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—'হে অগ্নি। আমাদিগের যশের অভিভবিতা বৈরিদিগকে আমাদিগের বশে আনয়ন করুন। 'রয়িং' অর্থাৎ সেই শত্রুগণের ধনসমূহও আনয়ন করুন। যে সকল মনুষ্যেরা আমাদিগের প্রতিপক্ষভূত, তাহাদের সকলকেই অভিভূত করুন। কিসের নিমিত্ত? অর্থাৎ—আমাদিগের অন্নের নিমিত্ত। কিসের দ্বারা? অর্থাৎ—'আপনার সান্নিধ্যের দ্বারা।'

এখন 'দ্যুম্নস্য' এবং 'রয়িং' পদদ্বয়ের অর্থ ভাষ্যকারের মতে ঋগ্বেদে এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে কিরূপ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। ঋগ্বেদে 'দ্যুম্নায়' পদের অর্থ হইয়াছে,—'দ্যুম্নের জন্য' অর্থাৎ 'আমি দ্যুম্ন নামক ঋষি, আমার জন্য'; আর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'অস্মদীয়স্য যশস' অর্থাৎ 'আমাদিগের যশের'। 'রয়িং' পদের অর্থ ঋগ্বেদে হইয়াছে—'পুত্রং'; আর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—'ধনং'। বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, একই শব্দের বা একই মন্ত্রের বিভিন্ন-রূপ অর্থের পরিকল্পনা বিসদৃশ নহে কি? তাই মনে হয়,—সায়ণাচার্য্যের নামে ভাষ্য প্রচলিত হইলেও, তিনি সম্পাদক মাত্র; বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। নচেৎ, একমাত্র সায়ণাচার্য্য যদি সকল বেদের ভাষ্যকার হইতেন অর্থাৎ তিনি যদি প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্বয়ং করিতেন, তাহা হইলে একই মন্ত্রের বা একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন বেদে বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইত না।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। আমরা 'দ্যুম্ন' এবং 'রয়ি' শব্দের যে অর্থ পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি, সকল স্থলেই আমরা সেই অর্থই

পরিগ্রহণ করি। স্থলবিশেষে সে অর্থের পরিবর্ত্তন-সাধনের কোনও প্রয়োজনই দেখি না। পূর্ব্বাপর মন্ত্রসমূহের ভাব সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে সেই অর্থই সমীচীন। মন্ত্রের আমরা দ্বিবিধ অন্বয় নিষ্পন্ন করিয়াছি। উভয়বিধ অন্বয়েই প্রায় একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'রয়িং' এবং 'দ্যুম্নস্থ' পদদ্বয়ের অর্থ অন্বয়দ্বয়ে স্বতন্ত্র-ভাব-ব্যঞ্জক হইলেও উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য্য যে অভিন্ন, সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

এখানে 'দ্যুম্নস্থ' পদে দ্যোতমান প্রভূত-তেজঃসম্পন্ন ধনলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সেই দ্যোতমান প্রভূত-তেজঃসম্পন্ন ধন বলিতে পার্থিব ধন-রত্ন বুঝায় না; অথবা দ্যুম্ন নামক ঋষি উপলক্ষিত হয় না। তাই তাহাকে আমরা পরমধন—মোক্ষধন বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। স্বর্ণরৌপ্যাদি দ্যুতিমান ধন বটে; সাধারণ প্রার্থনাকারী সেই পার্থিব ধনের দ্যুতিতে মুগ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু মুক্তিপ্রার্থী সাধকের নিকট সে ধনরত্ন-রাজির দ্যুতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যে মোক্ষধন, পার্থিব ধনরত্নের দ্যুতি কি তাহার দ্যুতির নিকট দাঁড়াইতে পারে? পার্থিব ধনরত্নের দ্যুতি মোহ আনয়ন করে; তাহাতে মোক্ষপথের অন্তরায় উপস্থিত করে;—সংসার বন্ধন দৃঢ় করিয়া তুলে। এখানে সাধকের লক্ষ্য—ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ধনরত্ন নহে; সাধকের লক্ষ্য এখানে—চিরস্থায়ী মোক্ষধন লাভ—যে ধন লাভ করিতে পারিলে, কর্ম্মবন্ধন ভববন্ধন ছিন্ন হয়—জন্মগতি রোধ হইয়া আসে। সে ধন একবার লাভ করিতে পারিলে, সংসারে আর পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয় না। সে ধনের প্রভাবে সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়।

কিন্তু সে ধন-লাভের বিবিধ অন্তরায়। সদ্ভাবের বিরোধক শত্রুর কি অন্ত আছে! কর্ম্মের দ্বারা সেই শত্রু-সমূহের কবল হইতে মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু সে কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন হওয়া চাই—যদ্দ্বারা সে সকল শত্রু বিনষ্ট হইতে পারে। সে কর্ম্মসামর্থ্য একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানই সে পক্ষে একমাত্র সহায়-স্বরূপ। তাই অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা—প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকট বিশুদ্ধ-জ্ঞানলাভের কামনা।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ের নির্ম্মলতা জন্মে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হয়,—চিত্তবৃত্তিসমূহ পবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সকল 'চর্ষণীঃ' অর্থাৎ শত্রুসেনা বিদূরিত হয়;—চিন্ময়কে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞান যেমন অতি সহজে এবং অতি দ্রুতগতিতে ভগবানের নিকট চিত্তকে পৌঁছাইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে, চিত্ত অতি সহজেই তাঁহার প্রতি সংন্যস্ত হইয়া থাকে। কোনও বাধাবিঘ্নই তখন আর তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলা হইয়াছে,—'বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ।' তার পর 'প্রাসহা রয়িং আভর' অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। নির্ম্মলচিত্ত সাধক জ্ঞানদেবতার নিকট কি ধনের প্রার্থনা করেন? যে ধন 'প্রাসহা'—যে ধন সর্ব্বশত্রুনাশে সমর্থ, যে ধন মোক্ষ-প্রদানসমর্থ, তাহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনার সামগ্রী। সাধনমার্গাবলম্বীদিগের মোক্ষধনই একমাত্র কামনার সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহাদিগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়। জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় সেই 'প্রাসহা রয়িং' অর্থাৎ শত্রুঅভিভবসমর্থ শুদ্ধসত্ত্বরূপ মোক্ষধন অধিগত হয়;—

জ্ঞান-সাহায্যে সেই ধনের স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানেই সে ধন পরিব্যাপ্ত। ফলতঃ, জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হওয়া সম্ভবপর নহে। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করুন, যেন আমরা সেই জ্ঞানসাহায্যে অন্তঃশত্রুনাশে মোক্ষলাভে সমর্থ হই। ফলতঃ, যে পথে চলিলে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হইব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সেই পথ প্রদর্শন করুন—সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন—সেইরূপ কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন।'

* * *

বিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই মন্ত্রটীও ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (পঞ্চম মণ্ডল, দ্বাবিংশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এবং এই মন্ত্র সেখানে যেন একই সূত্রে গ্রথিত। ভাষ্যের অনুসরণে সেখানে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ,—"হে পরাক্রান্ত অগ্নি! তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত গোদাতা ও অন্নদাতা; তুমি এরূপ একটী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ।" ব্যাখ্যাকার টিপ্পনী করিয়াছেন,—"মূলে 'পৃতনাসহং' আছে। 'পৃতনাঃ সেনা অভিভবিতারং—সায়ণ।' সেকালে ঋত্বিক ও ঋষিগণ সংসারী ছিলেন, যুদ্ধকালে তাঁহারাও যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। যোদ্ধৃগণের একটী বিভিন্ন 'জাতি' তখন সৃষ্ট হয় নাই, ঋত্বিগ্‌গণেরও একটী বিভিন্ন 'জাতি' সৃষ্টি হয় নাই।"

ভাষ্যের অনুসরণেই ব্যাখ্যার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের ভাষ্যের ভাবও এইরূপ,—"হে 'অগ্নে'! হে 'সহস্বো' বলবন্! 'পৃতনাসহং' পৃতনাঃ সেনাঃ অভিভবিতারং 'রয়িং' পুত্রং 'তং' 'ত্বমাভর' আহর। ত্বং হি 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অদ্ভুতঃ' মহান্ 'গোমতো' গোভির্যুক্তস্য 'বাজস্য' অন্নস্য 'দাতা'।"

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কোনও বক্তব্য নাই। শাস্ত্রে যে অধিকার-তত্ত্বের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই, এ ক্ষেত্রেও আমরা সেই অধিকারী-অনধিকারীর বিষয়ই উপলব্ধি করি। যাঁহার যেরূপ অধিকার—যিনি যেরূপ অধিকারী, আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে, তিনি বেদ-মন্ত্রের সেইরূপ তাৎপর্য্যই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বেদ দর্পণ-স্বরূপ। সে দর্পণে জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে অনুরূপ রূপ প্রকটিত হয় মাত্র। তবে ঋষিগণ সংসারী এবং যোদ্ধা ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সংশয় হয়। জাতি-সৃষ্টি—সৃষ্টির প্রারম্ভেই হইয়াছে; বেদের 'পুরুষ-সূক্তই' তাহার দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারি জাতির বিভাগ এবং বিভিন্ন জাতির বৃত্তি-নির্দ্ধারণ সৃষ্টির আদি হইতেই হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি যুদ্ধ-বিগ্রহাদিও তখন হইতে নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং 'যোদ্ধৃগণের একটী বিভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই এবং ঋত্বিক ও ঋষিগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন,'—ব্যাখ্যাকারের এতদুক্তি কখনই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

লৌকিক যাগ-যজ্ঞে বিঘ্নকারী শত্রুগণের বিষয়ই ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত। লৌকিক যজ্ঞই তাঁহাদের লক্ষ্য; তাই তাঁহাদের ব্যাখ্যার ভাব পূর্ব্বোক্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু যে যুদ্ধের এবং যে যজ্ঞের বিষয় মন্ত্রের লক্ষ্যীভূত, সে যুদ্ধ বা সে যজ্ঞ, লৌকিক যুদ্ধ বা লৌকিক

যজ্ঞ নহে। শক্রও মানুষ-শক্র নয়। মানুষের সাধন-পথের অন্তরায় অন্তঃশক্রই এখানকার লক্ষ্যস্থানীয়। সেই ভাব হইতেই আমাদের ব্যাখ্যা অনুধাবন করিতে বলি। মানুষ-শক্র মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে?—আর সে অনিষ্টই বা কত কাল স্থায়ী হয়? শক্রতাই বা মানুষের সহিত কত দিন থাকে! কিন্তু যে শক্র জন্মসহজাত, অন্তরে অবস্থিত হইয়া যে শক্র গতি-মুক্তির অন্তরায় ঘটাইতেছে, তাহার অপেক্ষা প্রবল শক্র অন্য কিছু থাকিতে পারে কি? এখানে 'পৃতনা' পদে সেই শক্রকেই বুঝাইতেছে। ভগবান জ্ঞানদেব সেই শক্রকে বিনাশ করেন, শক্র বিনাশ করিয়া তিনি পরমধন প্রদান করিয়া থাকেন; তাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'পৃতনাসহং রয়িং আভর' অর্থাৎ যে পরমধন শক্রনাশে সমর্থ, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সেই পরমধন প্রদান করুন।

অন্তর অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন; অন্তর অরণ্য-সদৃশ। অরণ্যের ঘোর অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদ-সমূহ যেমন নিরন্তর বিচরণ করে; অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অন্তর তেমনি কামক্রোধাদি অন্তঃশক্রর লীলা-ভূমি। অরুণোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইলে যেমন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের ভীষণতা বিদূরিত হয়; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকার অপসারিত হইলে অন্তঃশক্র-বিনাশে অন্তরের আবিলতা অপসৃত হয়। তখনই সে হৃদয় ভগবানের অধিষ্ঠানযোগ্য হইয়া থাকে। এখানে 'অগ্নি' পদে সেই জ্ঞানদেবতার প্রতিই লক্ষ্য আছে। জ্ঞানই গতি-মুক্তির হেতুভূত; জ্ঞানই মোক্ষ-দানে সমর্থ। পরাজ্ঞান ভিন্ন—পরমার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা ভিন্ন, শক্র-নাশে কে আর সমর্থ হইতে পারে? শ্রেষ্ঠ দাতাই বা আর অন্য কে থাকিতে পারে?

কিন্তু সাধারণ অগ্নির সে দাতৃত্ব-শক্তি কোথায়? শক্রনাশক্ষম পুত্রই বা অগ্নি কিরূপে প্রদান করিতে সমর্থ? যজ্ঞের ফলে পুত্রপৌত্রাদি ধনবত্ন লাভ হয়,—শাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাই। এখানে সাধারণভাবে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার সম্ভবতঃ তাহা হইতেই অগ্নির পুত্রদানের সামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন। কর্ম্মজ্ঞানী যিনি, তাঁহার প্রত্যক্ষভূত অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি এইরূপ। কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানী যিনি, তিনি অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্ব-জ্ঞানী স্বতঃই পরমপদ মুক্তি-লাভের কামনা করেন। জ্ঞান-সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হয়। সেই দিব্য-জ্ঞান—সেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রার্থনাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। ভক্ত সাধক যখন অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; জ্যোতিষ্মানের দিব্য-জ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে; সংশয়ের কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ অপসৃত হয়। এইরূপে সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল কর্ম্মের, সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়; তখন আর আত্মায় ও পরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, অগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারই উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র-মন্ত্রাদির ও ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, জ্ঞানী তাহা বুঝিতে পারেন;—বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করেন।

তার পর মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির বিষয় অনুধাবন করুন। প্রথমে সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—তিনি 'সহস্ব' অর্থাৎ অশেষ বলবন্ত—সকল শক্তির আধার। তাৎপর্য্য এই যে,—তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আর ভাবনা কি? তিনি যদি হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন,

রিপুদস্যু আপনিই পরাভূত হইবে ;—জ্ঞান-সূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার আপনিই অপসৃত হইবে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর।

তার পর বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনিই সত্য। একমাত্র ভগবানই যে সত্য, আর সকলই যে মিথ্যা, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) তাই ঘোষণা করিয়াছেন,—

"ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানাং মধু অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমৃতমিদং ব্রহ্মেদং।"

সেই সত্য-স্বরূপকে জানিতে পারিলেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যতদিন সে সত্য উপলব্ধ না না হয়, মানুষ ততদিন কেবল পুনঃপুনঃ ঘুরিয়াই মরে। ততদিন মোহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলতঃ,—সত্যজ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে—রিপু-দস্যুর নির্ম্মূল-সাধনে সমুৎসুক থাকিলে,—সত্যের অনুসন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান—সৎস্বরূপের অনুসরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারাই লোক-সমূহ ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ—তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শাস্ত্রোপদেশ হইতে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের আশ্রয়েই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়; একমাত্র সত্যের সাহায্যেই সে বলে বলীয়ান হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই।

সত্য-বল—শ্রেষ্ঠ-বল। সত্যের অনুসরণেই যদি সাধনার ধন লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যের স্বরূপ কি বুঝিতে হইবে। যাহা সত্য, যেমন করিয়াই দেখ, তাহা কখনই অসত্য বা অসৎ হইতে পারে না। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যেই সৎকে পাইতে পারি; আবার জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর। আলোক-লাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে,—কখনই সৎ-স্বরূপকে পাওয়া যায় না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অজ্ঞান জন ভ্রমবশে সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানান্ধ যে মূঢ় ব্যক্তি, সে এই সংসারকে সুদূর-প্রবাহিত বলিয়া মনে করে; তজ্জন্যই তাহাকে মধ্যে মধ্যে অলীক দুঃসহ ও মিথ্যা-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে হয়। যেমন পরিষ্কৃত ভূমি হইতে দুর্ব্বাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে তীক্ষ্ণধার দুঃখস্পর্শ কণ্টক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞানের অন্তঃকরণে শতদিক হইতে শত শত বাসনার উদয় হইয়া থাকে। যে অজ্ঞ,—যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়, পরিদৃশ্যমান মৃত্তিকার ন্যায় অসার। মাটিতে সমস্তই জন্মে। অচৈতন্য পৃথিবীর বক্ষে জীবন-বিনাশক

বিষলতাও জন্মিয়া থাকে; সেও ফুলফলে নব নব পল্লবে কত শোভা ধারণ করে। মূর্খে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হয়। মূর্খের হৃদয় মৃত্তিকার ন্যায় অসার। তাই তাহাতে কোমলপল্লব বিষলতারূপিণী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পায়। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চল নয়নই চঞ্চল ভ্রমরী। সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাদের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব। মূর্খে উহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। জলময় সমুদ্র, ভীষণ তরঙ্গে নিয়তই অশান্ত। তাহার দুঃখমূর্ত্তি বাড়বানল রূপে তাহাকে কতই দুঃখ দিয়া থাকে। সংসারে যে অজ্ঞ, তাহারও সেই দুর্গতি। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোমল অতি সুন্দর এবং যাহা গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প জলময়, অতি ক্ষুদ্র এবং অনায়াসে পার হইবার যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ জলময় এবং একেবারে অপার।" জ্ঞান-লাভে অজ্ঞতা দূর ভিন্ন সে জলধি উদ্ধারের উপায় নাই।

"সত্যাৎ পরো নাস্তি ধর্ম্মঃ,"—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। সত্যপর হওয়া ভিন্ন অজ্ঞানতা দূর হওয়া সম্ভব নয়। সত্যপর হইতে পারিলে, সত্য-ধর্ম্ম-পালনে অভ্যস্ত হইলে, আলোক-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সত্যই আলোক;—সেই আলোক-সাহায্যেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। সেই সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি শুদ্ধ-চৈতন্য, তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ত্বং হি সত্যঃ' অংশে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, করুণার আধার সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে বিচিত্রকীর্ত্তি! আপনি অশেষ-বলসম্পন্ন। আপনি আমা-দিগকে শ্রেষ্ঠবল—সত্যবল প্রদান করুন;—যেন আমরা ইহলৌকিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে পারি। আপনি আলোকময় সত্যস্বরূপ; আপনি সত্যের আলোক প্রদান করুন। আপনি করুণাময়; আপনি কৃপাকণা বিতরণ করুন। যেন আলোক-সাহায্যে আলোক দেখিতে পাই,—যেন সত্যের সাহায্যেই সৎস্বরূপকে জানিতে সমর্থ হই,—যেন আপনার সাহায্যে আপনাকে চিনিতে পারি,—যেন সত্যের মধ্যে সৎস্বরূপকে দেখিয়া সত্যের অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকি,—যেন সৎসাহায্যে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, ভগবানকে 'সত্যঃ' বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—তিনি যেমন সত্য, তেমনি তোমরাও সত্যপর হও। সত্যকে সত্যের দ্বারাই অধিগত করা সম্ভবপর।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদ্ভুতঃ' পদের ভাষ্যানুসারে অর্থ—'আশ্চর্য্যচরিত্রঃ।' অগ্নি কেন আশ্চর্য্য-চরিত্র? কারণ, তিনি 'গোমতঃ বাজস্য দাতা' অর্থাৎ তিনি বহুগোযুক্ত অন্ন দান করেন'। আমরা অবশ্য ভাষ্যকারের এ মত গ্রহণ করি নাই। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। আমাদের মতে 'অদ্ভুতঃ' পদের অর্থ—'বিচিত্রকর্ম্মা, বিচিত্রচরিত্রঃ।' তিনি 'বিচিত্রকর্ম্মা' কেন? কারণ, তিনি যে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহার অপেক্ষা বিচিত্র-কর্ম্ম সংসারে কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই বিচিত্রকর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতে পারি? সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। ভগবান জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়কে দমন করেন বলিয়াই তিনি 'অদ্ভুতঃ।' দুর্দ্দম অশ্বকে রশ্মির দ্বারা যেমন সংযত করা হয়, প্রমাদকর ইন্দ্রিয়সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মির দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'অদ্ভুতঃ।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞের' যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখানে সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থার প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকঙ্ক্ষা-তৃষা-অভিলাষ এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্ব-রূপ আত্ম-সম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। আবার আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আত্মময় হইয়াছেন, তিনিই 'অদ্ভুতঃ'। শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে বিভিন্নতা নাই—উভয়ই এক অবস্থা। ভগবান জ্ঞানদেবের অনুগ্রহে সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায়, তিনিই প্রার্থীকে সেই অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেন, তাই তিনি বিচিত্রকর্ম্মা বা বিচিত্রচরিত্র।

এক্ষণে 'গোমতঃ' পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার 'গোমতঃ' পদের সহিত 'বাজস্য দাতা' পদদ্বয়কে অন্বিত করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে 'গোমতঃ বাজস্য দাতা' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,—'অগ্নি বহুগোযুক্ত অন্ন দান করেন'। কিন্তু আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'বহুগোযুক্ত অন্নের দাতা' বলিতে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অথবা দেবতার কি অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল না। আমরা তাই 'গোমতঃ' এবং 'বাজস্য দাতা' প্রভৃতি পদের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'গোমতঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'পরাজ্ঞানদায়কঃ, দিব্যজ্ঞানাধারঃ', আর 'বাজস্য দাতা' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'সদ্ভাবস্য—পরমধনস্য বিধাতা।' এ হিসাবে ভগবান অগ্নিদেবকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ও দেবভাবসমূহের আধারস্থানীয় বলা হইয়াছে। জ্ঞানদেবতার শক্তিমত্তার বিষয় আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। ভগবান যে জ্ঞানেই অনুভবনীয়, তিনিই যে মানুষকে পরাজ্ঞান দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহাতেই যে সকল সদ্ভাব নিহিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ, জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ-বিচারশক্তি না জন্মিলে, সৎস্বরূপকে জানিতে পারা যায় না—তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। তিনি প্রজ্ঞানাধার, তিনিই দিব্যজ্ঞান দান করেন, তিনিই স্বয়ংই আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করেন,—তাই তিনি 'গোমতঃ'।

ঋগ্বেদ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'গোমতঃ' পদে অসুর কর্ত্তৃক গরু চুরির উপাখ্যান পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেরূপ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। যখন দেখিতেছি,—আমার হৃদয় অসুরে আক্রমণ করিয়া আছে; যখন দেখিতেছি,—অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য প্রাচীরবেষ্টনে তাহারা দৃঢ় দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছে; আর যখন দেখিতেছি,—তাহাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ আমার জ্ঞানকে সর্ব্বদা প্রতিহত করিতেছে; তখন অন্যত্র আবার গো-চোরের অন্বেষণে কেন ফিরিব? অন্তরের মধ্যেই চোর; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব! তাহাদিগের দমনের উপায় চিন্তা আগে না করিয়া, বাহিরের চোরের অন্বেষণ করিবার কি প্রয়োজন? ঘরের মট্‌কায় আগুন লাগিয়াছে; নীচের দুই একটি খুঁটিতে জল ঢালিলে কি ফল ফলিবে? বিভিন্ন গুণ-বিশেষণের সমাবেশে মন্ত্র বলিতেছে,—হৃদয় নির্ম্মল কর; অন্তরের ময়লা দূর কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই তোমার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে। তবেই তো ভগবান তোমার রিপুশত্রুকে দমন করিয়া তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবেন! তবেই

তো শত্রুর অধিকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বার বিমুক্ত হইবে! তবেই তো তোমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইবে! যতক্ষণ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবে, ততক্ষণ শ্রেয়ঃ নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলেই ভগবানের অনুকম্পায় শত্রুভয় অপসৃত হইবে। ভগবদ্ভাবে ভাবুক হইতে পারিলেই ভগবানের সহিত হৃদয়ের সম্মিলন ঘটিবে,—গতাগতি রোধ হইবে। *

* * *

একবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। পরাজ্ঞান-লাভে পরাগতি-প্রাপ্তির প্রার্থনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। ভাষ্যকার 'উক্ষা' পদের 'বৃষভ' অর্থ এবং 'বশা' পদের 'বন্ধ্যা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—এখানে দেবতা স্বতন্ত্র। কিন্তু তথাপি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে হয় বলিয়া 'উক্ষান্ন' এবং 'বশান্ন' পদদ্বয়ে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি সোমযুক্ত পৃষ্ঠস্তোত্রযুক্ত—তাই তিনি 'সোমপৃষ্ঠ'। তিনি আবার অনেক স্তোত্রসমন্বিত দেবতাসংযুত। তিনি অন্নের বিধাতা। এমন যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে যেন আমরা স্তোত্রের দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা প্রকটিত। এখানে 'স্তোমৈঃ' পদ লক্ষ্যস্থানীয়। ভাষ্যকারের অর্থ হইয়াছে—'স্তোত্রৈঃ। কিন্তু সে স্তোত্র কিরূপ স্তোত্র? সে স্তোত্র এমন হওয়া চাই, যাহা ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাই আমরা 'স্তোমৈঃ' পদে 'সদ্ভাবসমন্বিতেন সৎকর্ম্মণা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান কিসে তৃপ্ত হন? ভগবদনুগ্রহ কিসে লাভ হয়? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ভগবৎ-কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়—'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।' তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলেই তাঁহাকে 'উক্ষান্নঃ' এবং 'বেধসঃ' বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম কি, কিরূপে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়—তাঁহার শরণ গ্রহণই বা কিরূপে সম্ভবপর?

সে উপায় ভগবানই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিষয়-বাসনা-ভোগ-তৃষ্ণা-শরীরেন্দ্রিয়-চিত্তবৃত্তি-সমূহ—সকলই লয়প্রাপ্ত হইবে। ভগবান স্বয়ই বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥"

সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদন ভিন্ন মানুষের গতিমুক্তির কোনই উপায় নাই। কিন্তু ভগবৎ-কর্ম্ম কি? এইখানেই কর্ম্মতত্ত্ব আসিয়া পড়ে। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ পর্য্যায়। সেই স্তরসমূহ ভেদ করিয়া, ভগবৎকর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা নিতান্ত দুরূহ। সুতরাং প্রথমে কর্ম্মের স্বরূপ বুঝিবার প্রয়োজন। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

কবয়োঽপ্যত্রমোহিতাঃ।" কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম, আর কোন্ কর্ম্ম অকর্ম্ম,—পণ্ডিতগণই যখন তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন না; স্বল্পায়ু স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে সে মীমাংসা কিরূপে সম্ভবপর। তবে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মূলে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলে কর্ম কর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন সকল কর্ম্মই অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত। স্বল্পায়ু স্বল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে এই কর্ম্মতত্ত্ব বড়ই দুরধিগম্য। অর্জ্জুনের ন্যায় মহাজ্ঞানীও একদিন এই কর্ম্মতত্ত্ব-মীমাংসায় অক্ষম হইয়াছিলেন। কর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনের নিকট কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করেন। তিনি বলেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥" অর্থাৎ, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম—এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন। অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-কার্য্যে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব। এই বলিয়া শ্রীভগবান বুঝাইলেন,—

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অর্থাৎ,—শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম এবং তুষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম, কর্ম্মের এই ত্রিবিধ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য। কারণ, কর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব নিরতিশয় দুরধিগম্য। যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম্মমধ্যেও কর্ম্মহীনতা এবং কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্ত। যিনি নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই সমান। তিনি আসক্তি-পরিশূন্য বলিয়া সকল কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কিছুই করা হয় না।

এখানেও সেই একই সমস্যা। ভগবান যাহাকে অকর্ম্ম নামে অভিহিত করিলেন, তাহার মধ্যে কর্ম্মের সত্তা উপলব্ধি হইল কোথায়? কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মের সত্তা উপলব্ধ হয় বটে; কিন্তু অকর্ম্মের মধ্যে সে সত্তা তো দেখিতে পাই না! অকর্ম্ম বলিলে কর্ম্মাভাব বুঝা যায়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে। এ সংসারে সকলেই কর্ম্মের অধীন। সকলকেই কিছু-না-কিছু কর্ম্ম করিতে হয়। আমি যখন মনে করিলাম,—'আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, কোনও কর্ম্মই করিব না'; তখনও কি আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি না? কোনও কর্ম্ম না করার চেষ্টাই কি প্রকারান্তরে কর্ম্ম নহে? সে যে কর্ম্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কারণ, তখনও অহঙ্কারের অবসান হয় নাই। যেখানে অহঙ্কার, সেখানেই কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে এতদ্বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে। অর্জ্জুনকে কর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন,—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

অর্থাৎ,—কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা পাইতে পারে না এবং আসক্তি-ত্যাগ ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্মত্যাগেই) সিদ্ধি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) প্রাপ্ত হন না। কোনও অবস্থায় কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া চলিতে পারে না; প্রকৃতিজ সত্বাদি গুণসকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়। কিন্তু হে অর্জ্জুন, যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফলকামনাবিহীন—তিনি, বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন। তুমি অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল। কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।' সুতরাং কর্ম্ম ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যিনি কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়; তিনিই মুক্তির অধিকারী—তিনিই ব্রহ্মে যুক্ত।

তাই ত্রিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। কর্ম্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ না হইলে অনেক সময় বিষম বিভ্রমে পতিত হইতে হয়। বুঝিবার দোষে অনেক সময় কর্ম্ম, অকর্ম্ম বা বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। আজীবন-তপঃপরায়ণ মহর্ষি কৌশিক তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে কতক-গুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার আশ্রম-সন্নিহিত লতাকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দস্যুদল তাঁহার নিকট আসিয়া পলায়নপর ব্যক্তিগণের সন্ধান জানিতে চাহিল। কৌশিক ইচ্ছা করিলে পলায়িত ব্যক্তিগণের প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু দস্যুগণের নিকট তিনি মিথ্যা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সত্যপথের পথিক হইয়াছেন,—এই অহঙ্কার-বশতঃ, সত্যরক্ষার জন্য, তিনি দস্যুগণের নিকট পলায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়া দিলেন। ফলে, লুক্কায়িত ব্যক্তিগণ দস্যুহস্তে নিহত হইল। নিহত ব্যক্তিগণ এক হিসাবে কৌশিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আশ্রিতপালন—আশ্রিত-রক্ষা, শাস্ত্রে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং আশ্রিত ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করা সকলেরই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। মহর্ষি কৌশিক আশ্রিত ব্যক্তির রক্ষা-রূপ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন; তাই সত্য কহিয়াও তিনি সত্যের ফলভাগী হইতে পারিলেন না। তাঁহার কর্ম্ম বিকর্ম্ম হইয়া গেল। তিনি সত্য কহিয়াও নিরয়গামী হইলেন। এইরূপ, যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইলে, তাঁহার সে কর্ম্ম করা না করা—উভয়ই সমান হইয়া যায়। কৌশিকের দৃষ্টান্তে সেই বিষয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে। এদিকে আবার ব্যাধ বলাকের দৃষ্টান্তে অন্যভাব পরিস্ফুট সেখানে প্রাণিহিংসা করিয়া ব্যাধ স্বর্গলাভ করিয়াছিল। হিংস্র জন্তু প্রাণি-হিংসা করিত। ব্যাধ বলাক তাহাকে নিহত করিয়া প্রাণিহিংসা নিবারণ করে; ফলে তাহার স্বর্গলাভ হয়। এইরূপ, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম—তিনই বিচার-সাপেক্ষ। তিনেরই

স্বরূপ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ গভীর সমস্যা-মূলক। সকলে সকল সময়ে শাস্ত্রোপদেশ অনুসরণ করিয়া কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে সমর্থ হন না। তাই অনেক সময় মানুষকে মুহ্যমান হইতে হয়।

কর্ম্মতত্ত্ব যদি এতই দুরধিগম্য, তাহা হইলে জীবের মোক্ষলাভের উপায় কি? কি উপায়ে সে কর্ম্মতত্ত্ব অধিগত হইতে পাবে? সে উপায়ও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—জ্ঞান-সাহায্যে ত্রিবিধ কর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। শ্রীভগবানের উক্তিতে প্রকাশ,—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" অর্থাৎ,—যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ-সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্ম ও কর্ম্ম—জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়। কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়কে জানিলে মানুষের সকল দুঃখের অবসান হয়। ভগবান বলিয়াছেন,—বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোকে কর্ম্মবন্ধন হয়। অতএব, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। বিষ্ণু বা ব্রহ্মার আরাধনার্থ কর্ম্ম করা ভক্তিসাপেক্ষ। জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, যিনি ভক্তি-সাহায্যে সেই কর্ম্ম ব্রহ্মে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী—তিনিই মুক্তির অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥"

অর্থাৎ,—হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। এইরূপ করিলে কর্ম্মে আশক্তি জনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে; পরে সন্ন্যাস-যোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাতে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে। তাহা হইলে তোমার যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া আত্মা ও অন্তঃকরণকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ভগবান আরও বলিয়াছেন,—যিনি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ভগবানের কর্ম্ম কি? পণ্ডিতগণ বলেন,—আত্মকর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মই ভগবানের কর্ম্ম। প্রাণকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অনন্যাভক্তি জন্মে, ভগবৎপ্রাপ্তির তাহাই একমাত্র উপায়। ভক্ত সাধক যখন ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যযুক্ত হইতে পারেন। ভগবান বলিয়াছেন,—আমি সর্ব্বভূতেই সমান; অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি। যিনি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমাকেই যিনি পরমপুরুষার্থ বলিয়া ভাবেন, যিনি আমার ভক্ত, যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

সুতরাং তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইলে, ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্মফল তাঁহাতেই সমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি জানিয়া, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে হইবে। এক কথায়, দেহ মন প্রাণ—সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে। তখন আর আমাতে, তোমাতে, তাঁহাতে—কোনও প্রভেদই থাকিবে না। সাগর জল, নদীর জল—সব এক হইয়া যাইবে। যিনি এইভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিবেন, তিনিই ভগবানের শরণ লইতে পারিবেন;—তিনিই মুক্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন। শ্রীভগবান তাই তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

এখানেও সেই জ্ঞানের প্রাধান্য। জ্ঞান ভিন্ন সে তত্ত্ব অধিগত হয় না। ভগবানের সম্যক্ পরিচর্য্যাও সম্ভবপর নহে। সৎস্বরূপ তিনি, সদ্ভাব-মণ্ডিত তাঁহার কর্ম্ম। তাই জ্ঞান-সাহায্যে অন্তরে সদ্ভাবোন্মেষণের উপদেশ 'সোমপৃষ্ঠায়' বিশেষণ পদে নিহিত রহিয়াছে। সদ্ভাবসমন্বিত সজ্জ্ঞান সাহায্যেই 'স্তোমৈঃ বিধেম' সম্ভবপর হয়;—সদ্ভাবসমন্বিত সজ্জ্ঞানেই ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারা যায়। তখনই 'স্তোমৈঃ' গতিমুক্তির এবং ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি। *

* * *

দ্বাবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

প্রথমে ভাষ্যকারের অর্থের বিষয় উপলব্ধ করুন। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—হে পুত্রবৎ অভিমতকারী অগ্নি! বাগভিমানী দেবতাস্থানীয় বলিয়া আপনি তদ্রূপ হয়েন। সেই অগ্নি আমাদিগের জন্য অন্ন এবং গৃহ করুন। বিবাহাগ্নি উৎপন্ন হইয়া গৃহাশ্রম বিধান করেন। আবার ভুক্ত অন্ন পরিপাকের নিমিত্ত জাঠরাগ্নি রূপে অবস্থিত হয়েন। জন্মমাত্রেই গৃহের এবং অন্নের বিধান করেন। অতএব হে রসপ্রদ অগ্নি! আপনি আমাদিগকে রস প্রদান করুন, রাজার ন্যায় শত্রু জয় করুন এবং হিংসাদি দোষরহিত যজমানকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন।

আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের প্রথমাংশে নিত্যসত্য এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহেই মানুষ পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহার অনুগ্রহেই মানুষ পরমার্থ ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর সদ্ভাব-সমন্বিত অন্তরে তিনি নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাব প্রকটিত দেখি। পরমকারুণিক সেই

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গে (অষ্টম মণ্ডল ত্রিচত্বারিংশৎ সূক্ত একাদশ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান আমাদিগের অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া বলপ্রাণ সঞ্চার করুন এবং ভক্ত হৃদয়ে আগমন করুন,—প্রার্থনার এই ভাব মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রস্ফুটিত। ফলতঃ পরমাশ্রয় লাভ করিতে হইলে, ভগবানে আত্মলীন করিতে হইলে, ভক্তিপ্লুত চিত্তে একমাত্র তাঁহারই শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়, সকল শত্রু পরাজিত হয়, পরমার্থধনের—মোক্ষধনের অধিকারী হইতে পারা যায়। তাঁহার শরণ গ্রহণে সমর্থ হইলে, তিনি অন্তরে নিত্য বিরাজমান হয়েন।

কি ভাবে তাঁহার শরণ লইতে হইবে—মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূনো' সম্বোধনে তাহা পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'পুত্রবৎ অভিমতকারিন্' অর্থাৎ পুত্রের ন্যায় যিনি অভিমত ফল সম্পাদন করেন। 'সূনো' পদে সেই পুত্রস্থানীয় ভগবানের সম্বোধন হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্তির বিবিধ পন্থার বিবর উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সেই বাৎসল্য-ভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। তুমি পুত্ররূপে আগমন কর, পুত্ররূপে অভীষ্ট পূরণ কর, পুত্রের ন্যায় অভিমত সম্পাদন কর,—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হই। আবার 'ষূ' ধাতু প্রেরণার্থক। 'সূনো' পদ ষূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সে মতে 'সূনো' পদের অর্থ হয়,—'সকলের প্রেরক।' ভগবান সকলকে সৎকর্ম্মে প্রেরণ করেন, তাঁহার কর্তৃক সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রেরণা আসে;—মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাব হইতে 'সূনো' পদের দ্বিতীয় অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বান্ সৎকর্ম্মণি প্রেরক।'

'অজ্ম' পদ গৃহ-নামের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান পরমাশ্রয়, তাঁহাতেই ভূতসমূহ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অন্তকালে জীব তাঁহাতেই আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এখানে এই ভাবের পরিব্যক্তি বলিয়া মনে করি। এখন সমস্যা,—তিনি 'অজ্ম' পরমাশ্রয় হইলেও, তাঁহাকে পরমাশ্রয় বলিয়া কিরূপে জানিতে পারা যায়? গীতায় শ্রীভগবান সে পন্থা স্বয়ংই প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ,—ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে। স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। ভগবান সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তাঁহার সেই স্বরূপ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলে, সাধক সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে, সাধক ও ভগবান অভিন্ন হন। তখনই সাধক ভগবানের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ ভগবানকে জানিয়া, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইয়া, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, মানুষ চিরসুখের চিরশান্তির অধিকারী হয় এবং ক্রমশঃ তাহাতে জন্মজরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। পরিশেষে তাহার পরম পরিণতি—ভগবানে আত্মলীন হওয়া সম্ভবপর হয়।

সুতরাং বেশ বুঝা যায়,—যিনি প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন, ভগবানই তাঁহাকে সদ্বুদ্ধি দেন। আর, সেই সদ্বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি চরমে ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ভক্তি-

মান সাধকগণের চিত্তবৃত্তিতে প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন। যিনি স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহার চিত্ত আপনা-আপনিই ভক্তিবিনম্র হইয়া থাকে। তদ্দিতর জন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ভগবদনুকম্পা লাভ করেন; দুঃখনিবৃত্তিতে পরমাশ্রয় লাভ হয়। সকলেরই মূলে ভক্তির প্রভাব বিদ্যমান। ভক্ত হইয়া ভক্তিগদগদচিত্তে ভগবানের অনুসরণ কর—ইহাই উপদেশ। শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ পরিবর্ণিত আছে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' দেখিতে পাই,—

"অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

টীকাকারগণের মতে এই শ্লোকের অর্থ,—'জ্ঞান, কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কর্ম্মের মধ্যেই যে ভক্তি রহিয়াছে, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন। ভগবানের ধ্যানধারণা সেবা-অর্চ্চনা সকলই সার্থক হয়, যদি তাঁহার প্রীতি-সাধনে তাঁহার কর্ম্ম মানুষ করিয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—কর্ম্ম কর; কিন্তু আত্মসুখ-সাধনোদ্দেশ্যে নহে। কর্ম্ম কর জীবের হিতসাধনোদ্দেশ্যে—সংসারের সুখসাধনোদ্দেশ্যে।' সেই কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা—আমার কর্ম্ম আমি করিতেছি;—ইহা মনে না করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক হইবে। সে কর্ম্ম—এক কথায় বলিতে গেলে হয়, সে কর্ম্ম—পরসেবা, সংসারের সেবা। যাঁহারা আত্মসুখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কেবল সংসারের সুখসাধনের জন্যই কর্ম্ম করিতে পারেন; তাঁহারই যথার্থ কর্ম্ম,—তাঁহারাই যথার্থ ভক্ত; তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগই সার্থক। ফলতঃ দুঃখনিবৃত্তির এবং পরমসুখের প্রয়াসী হইলে ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইবে; ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইলে, আপনার সুখ-দুঃখ-মায়ামোহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে জীবের উপকার হয়,—সংসারের উপকার হয়,—তাহাই করিতে হইবে। এই ভাবের ভাবুক হইতে পারিলেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হইবে; আর তাঁহার অনুগ্রহে পরমাশান্তি ও শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারি,—প্রথমে ভক্তিমান হইতে হইবে; ভক্তিমান হইয়া ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সাফল্য আপনিই অধিগত হইয়া আসিবে। সুতরাং প্রথম কার্য্য—প্রথম উপদেশ—ভগবানের শরণাপন্ন হও—তাঁহাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর; তাহা হইলে কর্ম্মের পথ আপনিই দেখিতে পাইবে। এইরূপে কর্ম্মের পথ দেখিতে পাইলে, ভক্তিসহকারে সে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, বুঝিতে পারিবে—তিনি 'জনুষা অজ্ম অন্নং চক্রে' অর্থাৎ তিনি সে সাধকের নিমিত্ত স্বয়ংই পরমাশ্রয় এবং পরমধনের বিধান করেন। *

* * *

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল তৃতীয় সূক্ত দ্বিতীয় ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্র দুইটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটে নাই। ত্রয়োবিংশ মন্ত্রে সৎকর্ম্মশীল-জীবন-প্রবর্দ্ধনের এবং শত্রুনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্তরে যে শত্রু নিত্যসহচর, যাহারা প্রতিপদবিক্ষেপে অনর্থের সূত্রপাত করে, তাহারাই আয়ুঃ-বিনাশক—সৎকর্ম্মবিঘাতক। সে শত্রু দমিত হইলেই আয়ুর্ব্বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কুকর্ম্মাচরণে আয়ুক্ষয় হয়—জীবনকাল হ্রাস হয়;—আর সৎকর্ম্মে সে আয়ুঃ—সে জীবন প্রবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে,—এ মত বিজ্ঞানসম্মত। সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিলে, মানুষের জীবন বৃদ্ধি পায়—মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, অসৎকর্ম্ম-পরিহারে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ দীর্ঘজীবন—শাশ্বত নিত্য জীবন লাভ করিতে পারে। ভগবানে আত্মসম্মিলনই সেই শাশ্বত নিত্যজীবন লাভ। এখানে, এই মন্ত্রে, সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হইয়া ভগবৎসম্মিলনে নিত্য শাশ্বত আয়ুঃ বা জীবন-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। *

চতুর্ব্বিংশ মন্ত্রে সৎকর্ম্ম-সাধন-সমর্থ জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জ্ঞানই যে শত্রুনাশে সমর্থ, আর জ্ঞানই যে পরমধন (মোক্ষধন) প্রদায়ক,—এখানে সে সত্যও প্রকটিত। ফলতঃ, জ্ঞান ভিন্ন—দিব্যদৃষ্টি ভিন্ন, কিছুই সম্ভব নয়—মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে; উপদেশ দিতেছে,—যদি পরমধন মোক্ষধন লাভের অভিলাষী হও, মানুষ, দিব্যজ্ঞান সঞ্চয় কর। জ্ঞান-প্রভাবেই সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হইবে;—জ্ঞানপ্রভাবেই ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে ভগবানের প্রীতির সম্পদ হইতে পারিবে।

ত্রয়োবিংশ মন্ত্রের অন্তর্গত 'আয়ুংষি' পদ লক্ষ্যস্থানীয়। ভাষ্যকার সাধারণভাবে 'অস্মদীয়ানি জীবনানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। এখানে 'আয়ুংষি' পদে সাধারণ জীবন প্রার্থনা করা হয় নাই। এখানে এমন জীবনের বা আয়ুর প্রার্থনা রহিয়াছে, যে জীবন বা আয়ুঃ মরণের পরেও, রক্তমাংসপিণ্ডদেহের [illegible]ও পরিসমাপ্ত হয় না। লৌকিক প্রবাদে আছে—"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।" একমাত্র সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারাই সে জীবন লাভ সম্ভবপর হয়। তাই "অগ্ন আয়ুংষি পবসে" মন্ত্রাংশে ভগবানের নিকট সেই সৎকর্ম্মশীল অক্ষয় জীবন-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জীবনে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য জন্মিলে বলপ্রাণ আপনিই অধিগত হয়; আর সদ্ভাবের সমাবেশে 'দুচ্ছুনাং' শত্রুর উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এই ভাবেই ত্রয়োবিংশ মন্ত্রের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।

চতুর্ব্বিংশ মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বপা' পদে, সদ্ভাব সঞ্চয়ের উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। ভাষ্যকারের অনুসরণে আমরা 'স্বপা' পদের 'শোভনকর্ম্মা' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্ম শোভন হয় কখন? যখন সে কর্ম্ম জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত হয়,—যখন কর্ম্মে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়।

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের ত্রয়োবিংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম বর্গের (নবম মণ্ডল ষষ্টিতম সূক্ত একবিংশ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

ভগবানকে 'স্বপা' বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—তিনিই কর্ম্মের পদ্ধতি বিবৃত করেন,—তিনিই মানুষকে সৎকর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিয়া দেন। আলোক ভিন্ন যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর হয় না অর্থাৎ একটি আলো প্রজ্বালিত করিতে যেমন আর একটি আলোর আবশ্যক হয়; তেমনি সৎ ভিন্ন সদ্ভাবের সমাবেশ একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান জ্ঞানরূপে আলোকবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন,—সদ্ভাবের সমাবেশ করিয়া দেন; তখনই মানুষ শোভন কর্ম্ম অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ফলতঃ, ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন সদ্ভাবের উন্মেষ ভিন্ন, সংসারে 'স্বপা' রূপে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। ভগবানকে 'স্বপা' বিশেষণে বিশেষিত করিবার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। মন্ত্র উপদেশ দিতেছে,—যদি তাঁহাকে 'স্বপা' বলিয়া বুঝিতে চাও—সৎকর্ম্মপরায়ণ হও, শোভন-কর্ম্ম-সম্পাদনে জীবন উৎসর্গ কর। নচেৎ, সে স্বরূপের উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর হইবে না। যখন তাঁহাকে এই ভাবে বুঝিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিকর শোভন কর্ম্মে আত্মনিয়োগে সমর্থ হইবে, তখন তাঁহার 'স্বপা'—স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'বর্চ্চঃ' তোমার অন্তরে প্রবর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাই তোমার গতি-মুক্তির হেতুভূত হইয়া আসিবে। সুতরাং উদ্বোধনা—ভগবৎ-সম্বন্ধী জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রীতিকর শোভনকর্ম্ম সম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও। *

* * *

পঞ্চবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অর্থ—'হে অগ্নি! শোধক দ্যোতনাত্মক দীপ্যমান শ্লক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর এবং যজনা কর। ঋগ্বেদ-সংহিতায় মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা এই,—"হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতাবিধায়ক অগ্নি! তুমি নিজে দীপ্তিমান প্রীতিকারী জিহ্বাদ্বারা দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর এবং পূজা কর।"

যাহা হউক, এখানে ভগবানের নিকট সদ্ভাব-সংবেশনের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক করুণকণ্ঠে কহিতেছেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার অন্তরে সদ্ভাবের উন্মেষণ করিয়া দিউন এবং সে সদ্ভাব যাহাতে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বিধান করুন।' ফলতঃ, কেবল সদ্ভাব সংজনন নহে; পরন্তু সে সদ্ভাব সংরক্ষণের প্রার্থনা ও মন্ত্রে দ্যোতিত। কিন্তু এখানে ভাষ্যে যজ্ঞাদি-সম্পাদন-মূলক অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঘৃতাহুতিতে অগ্নির লক্‌লক্ জিহ্বা বিস্তৃত হয়, রূপকে তাহাই দেবগণকে হবিঃ প্রদান করে। জিহ্বার দ্বারা যেমন ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করা হয়, তেমনি অগ্নির শিখা আহুতি গ্রহণ করে। কিন্তু এস্থলে সে সাধারণ অগ্নি মন্ত্রের লক্ষীভূত নহে। অগ্নির শিখার ন্যায় জ্ঞানাগ্নির শিখা অন্তরে প্রজ্বলিত হইলে, সেই জ্ঞানাগ্নির শিখা বা জ্যোতিঃ অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ করিয়া দেয়। অপিচ সেই সদ্ভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপ্তির

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের চতুর্ব্বিংশ মন্ত্র, ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টম, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের। (নবম মণ্ডলে ষড়ধিক ষষ্টিতম সূক্তের একাবিংশী ঋক) অন্তর্গত। সামবেদ-সংহিতায় উত্তরার্চ্চিকে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় সাম।

সহায় হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনি আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞানকিরণ অন্তরে বিস্ফুরণ করিয়া সদ্ভাব-সংজনন করুন। আর সে সদ্ভাবে মণ্ডিত করিয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে স্থাপন করুন।

অগ্নিকে মন্ত্রে 'পাবক' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিদেবের ন্যায় পবিত্রকারক ও শোধক আর কে আছে? সাধারণ অগ্নির পক্ষে এ বিশেষণের যেমন সার্থকতা। জ্ঞানাগ্নি পক্ষেও সেইরূপ সার্থকতা। অগ্নিতে যেমন সকলই ভস্মীভূত হয়, জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে তেমনি-অজ্ঞানতা—অন্তরের আবিলতা প্রভৃতি বিদগ্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলেই চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। জ্ঞানোদয়ে পাপ বিধ্বংস হইলে পরিত্রাণ-লাভের পথ সুগম হইয়া আসে। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে,—হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন! আপনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; আপনার আবির্ভাবে অন্তরের অজ্ঞানতা দূরে যাউক। হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক; সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয় পবিত্র হউক, আপনি সে হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। আর আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাই।

ভগবান যে পাবক অর্থাৎ পাপিগণের উদ্ধারকর্ত্তা, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? যাঁহার নাম মাত্র শ্রবণ করিলে অসংখ্য অগণ্য পাপিতাপী-অনন্ত-নরক যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাঁহার ন্যায় ত্রাণকারক আর কে থাকিতে পারে? তিনি পরিত্রাণ করেন বলিয়াই তাহার অদ্বিতীয় নাম—পাবক। পাবক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—তুমি যেমন পাপীই হও, যত পাপই করিয়া থাক, একবার তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন। ভগবান তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

> "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

অর্থাৎ,—তোমার সকল ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। ভগবানের এই উপদেশ-বাণী স্মরণ করিয়া যদি একবার তাঁহার চরণে আশ্রয় লইতে পার, তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। সকল পাপে মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ করিবে। *

'পাবক' বিশেষণে আর একটি ভাব মনে আসে। লৌকিক ও অলৌকিক দ্বিবিধ ভাবেই ইহার সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কাঞ্চন, অগ্নি-সংযোগে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে; সংসারের ক্লেদরাশি, অগ্নিমধ্যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অগ্নি যে পাবক, প্রত্যক্ষতঃ এ দৃশ্য দেখিতে পাই। জলন্ত অগ্নিপক্ষে উপমার মধ্যে এই এক ভাব প্রকটিত। পক্ষান্তরে আবার, অগ্নি যে পাবক, তাঁহার সে অলৌকিকত্ব আপনার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। হৃদয়ে যেই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, অমনি সকল ক্লেদরাশি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, অমনি কষিত-কাঞ্চনের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। এই জন্যই অগ্নিকে 'পাবক' বলা হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির বিকাশে অজ্ঞানন্ধকার

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল চতুর্থ অনুবাক, দ্বাদশ সূক্ত, দশম ঋক) অন্তর্গত।

দূরীভূত হয়। জ্ঞানাগ্নির জ্বলনে পাপতাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানাগ্নির উদয়ে মানুষ নিষ্কলঙ্ক শশীর ন্যায় প্রকাশ পায়। তাই অগ্নির নাম—পাবক। যিনি হবিষ্মান্—ভগবৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ, অগ্নির পাবকত্ব তাঁহাতেই বিকাশমান। পবিত্রকারক অগ্নি তাঁহাকেই পবিত্র নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক করেন অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে তিনিই সুখ-শান্তির অধিকারী হন। জ্ঞানই এখানে অগ্নি নামের দ্যোতক; জ্ঞানের অনুসরণে জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলেই সকল দুঃখ দূরীভূত হয়, আলোক-সাহায্যে আলোক-লাভ হইলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই মন্ত্রের যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"হে অগ্নি! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর; তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট সাধন প্রদান কর।" আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব স্বতন্ত্র।

* * *

ষড়বিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

এই মন্ত্রে দ্বিবিধ সদ্ভাব বর্ত্তমান। লৌকিক যজ্ঞপক্ষে যজ্ঞে সর্ব্ব-দেবগণকে আনয়ন জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই দেবগণের নিকট হবিরাদি পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ প্রকাশ পাইতেছে। আধ্যাত্মিক যজ্ঞপক্ষে হৃদয়ে দীপ্তি-দানাদি-গুণোপেত দেবভাবের যেন বিকাশ হয়,—মন্ত্রে সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। হবিরাদি আহুতি প্রদত্ত দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা নিবন্ধন হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহ ভগবৎকার্য্যে যেন বিনিযুক্ত হয়, তাঁহার সান্নিধ্যে যেন পৌঁছিতে পারে,—এই ভাব, এই আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদিগের যজ্ঞকে দেবগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, যজ্ঞের হবিরাদি উপহার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হউক,—এবম্বিধ উক্তির লক্ষ্য কি? লক্ষ্য—এমন যজ্ঞ যেন করিতে পারি, এমন বিশুদ্ধ উপহার যেন দিতে পারি, যে যজ্ঞ—যে উপহার দেবগণের নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্ম, সৎপ্রসঙ্গ, সদনুষ্ঠান জীবনের ব্রত হউক, যজ্ঞরূপে তাহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হউক—এ মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। জ্ঞানের সাহায্যেই তাহা সুসাধ্য ও সম্ভবপর হয়। তাই অগ্নিসম্বোধনে এইখানে জ্ঞানদেবতার সম্বোধনই দ্যোতিত হইতেছে।*

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে 'এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন,—আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই'—পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা দেখিতে পাই। মনে হয়—এই প্রার্থনাই সার প্রার্থনা। যত আকাঙ্ক্ষা যত কামনাই হৃদয়ে জাগরুক থাকুক না কেন, সকল আকাঙ্ক্ষার সকল কামনার পরিতৃপ্তি—দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়ায়। যজ্ঞে দেবগণের আগমন বা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নয়,—দেবভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা দেবগুণে গুণান্বিত হওয়া। 'আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই',—এ প্রার্থনায়, 'আমরা যেন দেবত্ব বা দেবভাব লাভ করি, ইহাই বুঝাইয়া থাকে; আবার 'যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন'

---

* এই মন্ত্রটী (পঞ্চবিংশ মন্ত্র) ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলে ষড়বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্) (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত) সামবেদের উত্তরার্চ্চিকেও (১৪ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সূক্ত, প্রথম সাম দৃষ্ট হয়।)

বলিতে 'আমাদের কর্ম্ম যেন সদ্ভাবমণ্ডিত হয় অপিচ সেই কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই'—এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

সাধকের তাই প্রার্থনা—'অগ্নিদেব! তুমি জ্যোতির্ম্ময় দীপ্যমান জ্ঞানস্বরূপ; আর আমরা অজ্ঞান। তুমি আমাদিগকে সেই দৃষ্টি প্রদান কর,—যেন আমরা দেবত্বের লক্ষণ-সমূহ দেখিতে পাই ও ধারণা করিতে পারি। তুমি পাপনাশক—পাবক; আমি ঘোর পাপতমে সমাচ্ছন্ন। তুমি আমার পাপ নাশ কর,—তোমার দিব্য জ্যোতিতে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। তুমি দীপ্যমান—তুমি দৃশ্যমান্। অন্য দেবতা অদৃশ্য রহিয়াছেন। তোমার গুণমাশৈ' আমরা কতকটা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কতকটা অনুসরণ করিতে পারিব বলিয়াও বুঝিতেছি। কিন্তু অন্যান্য দেববিভূতি কিরূপ জানিব?—কিরূপে অনুসরণ করিব? তাই প্রার্থনা করি—তোমার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাও;—সকল গুণে যেন গুণী হই, সকল কর্ম্মে যেন কর্ম্মী হই, সকল দেবভাবে যেন মণ্ডিত হই। ফলে একে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব যেন প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমাদিগের মতে মন্ত্র এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

* * *

সপ্তবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। *

এই মন্ত্রে অগ্নিদেবের একটী বিশেষণ পদ আছে—'শুচিঃ'। বলা হইয়াছে,—বিপ্রের ন্যায় শুচি—'শুচির্বিপ্রঃ'; বলা হইয়াছে—তিনি কবির ন্যায় শুচি—'শুচিঃ কবিঃ।' সায়ণ ঐ 'শুচিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—অতিশয়েন শুদ্ধঃ।' আমরাও প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। আমাদিগের ভাব—অগ্নি কলঙ্কপরিশূন্য সৎস্বরূপ। যিনি যেমন, তিনি তেমনটিই আকাঙ্ক্ষা করেন। যিনি উচ্চ-স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরেরই সান্নিধ্য-লাভ আশা করেন। উচ্চ-স্তরের ব্যক্তি নিম্নস্তরে অবনমিত হইতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন। এখানে সেই ভাবই ধারণার বিষয়। বলা হইয়াছে, অগ্নি—শুচিঃ'—কলঙ্কপরিশূন্য সৎস্বরূপ সত্ত্বাধার। সুতরাং তদ্ভাবাপন্নের সহিতই সে অগ্নির মিলন সম্ভবপর। মন্ত্র তাই বলিতেছেন—মানুষ যখন সেই ভাবসমন্বিত হইয়া অগ্নিদেবের করুণার অধিকারী হয়, তখনই তিনি পাপিগণের পরিত্রাণসাধক হয়েন।

এক্ষণে শুচির্ব্বিপ্রঃ' এবং 'শুচিঃ কবিঃ' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ঐ দুই পদে যথাক্রমে বিপ্রের ন্যায় 'পবিত্র' এবং 'কবির ন্যায় পবিত্র' অর্থ সূচিত হয়। কিন্তু ভগবানকে ঐ ভাবে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? 'বিপ্রঃ' বলিতে যিনি 'বি' বিশিষ্ট 'প্রঃ' প্রজ্ঞান সম্পন্ন, তিনিই বিপ্রঃ। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন জনই 'বিপ্রঃ'-পদবাচ্য। পবিত্রতা ভিন্ন শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের সমাবেশ ভিন্ন—সে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; সে বিপ্র—সে ব্রাহ্মণ এমনই পবিত্র যে, স্বয়ং ভগবান তাঁহার পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। 'শুচির্ব্বিপ্রঃ পদের ইহাই সার্থকতা। 'শুচিঃ কবিঃ'

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের সপ্তবিংশ মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায় চত্বারিংশ বর্গে অষ্টম মণ্ডল ৪৪ সূক্ত উনবিংশ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

পদেও সেই একই ভাবের অধ্যাস হয়। ক্রান্তদর্শী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনিই কবিঃ। সে আত্মজ্ঞান-লাভ সদ্ভাবশুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন সম্ভবপর নহে। শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলেই—অন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান হইলেই—পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এই ভাবেই 'শুচিঃ কবিঃ' গুণ-বিশেষণের সার্থকতা। ফলতঃ, বিশেষণ-দ্বয়ে, মন্ত্রে নিগুর্ণকে গুণান্বিত করায়, সেই গুণে ভূষিত হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

* * *

অষ্টাবিংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

এই মন্ত্রে একটী উচ্চ ভাব প্রস্ফুট দেখি। আমার স্তুতি বা আমার পূজা যে তিনি গ্রহণ করিবেন, সে স্পর্দ্ধা করিবার ক্ষমতা আমার কি আছে? তিনি যদি সে পূজা গ্রহণ করেন, সে তাঁহার অনুগ্রহের লক্ষণ মাত্র। তাঁহার 'ভ্রাজন্তঃ শুক্রা'—সুবিমল আলোকে—জ্যোতিঃ মধ্যে প্রতিভাত প্রতিবিম্বিত হয়—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-নিবহ। সৎকর্ম্মের সুফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা তখন আপনিই প্রকট হইয়া পড়ে। সৎস্বরূপ ভগবান—সৎকর্ম্মে পরিতুষ্ট হন। সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবুদ্ধ হইয়া সৎজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে—ভগবানের করুণাধারা স্বতঃ-বিগলিত হয়। সদ্ভাবের নিয়ন্তা সৎস্বরূপ সেই ভগবান তাহাতে আপনিই অনুগ্রহপরায়ণ হন। তার পর সর্ব্ব-দেব-আহ্বানকারী যে স্তোত্র, সে তো তাঁহারই—ভগবানেরই মুখ-নিঃসৃত। তাঁহারই প্রকাশ-রূপ ভিন্ন সে তো অন্য কিছুই নহে! সুতরাং তাঁহারই স্তোত্রমন্ত্রে তিনি তুষ্ট না হইবেন কেন? একে তিনি স্বতঃ-অনুগ্রহপরায়ণ; তাহার উপর, তাঁহারই স্তোত্রে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিলে, তাঁহার তুষ্টিসাধনে সমর্থ না হইব কেন?

ভগবান করুণাময়। তিনি করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া আছেন। তুমি সামান্য আয়াস স্বীকার করিলেই নির্ঝরের স্বতনিঃসৃত সে অমৃত-ধারা পান করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহারই জ্যোতিঃ তাঁহার পথে তোমাকে পরিচালিত করিবে। সুতরাং সেই জ্যোতিঃ-লাভে তৎপর হও। * (১ অষ্টক—৩ প্রপাঠক—১৴ অনুবাক)

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজস্যাজ্ঞা-পরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একোনচত্বারিংশ বর্গে (অষ্টম মণ্ডল, ৪৪ সূক্ত, সপ্তদশ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদের উত্তরার্চ্চিকেও (১৪অ—৪খ—৩সূ—৩স) এই এ মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

(১) আ দদে গ্রাবাঽস্যধ্বরকৃদ্দেবেভ্যো গম্ভীরমিমমধ্বরং কৃধ্যুত্তমেন পবিনেন্দ্রায় সোমং সুষুতং মধুমন্তং পয়স্বন্তং বৃষ্টিবনিম্।

(২) ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রতুর ইন্দ্রায় ত্বাঽভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বাঽদিত্যবত ইন্দ্রায় ত্বা বিশ্বদেব্যাবতে।

(৩) শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুরো রাধোগূর্ত্তা অমৃতস্য পত্নীস্তা দেবীর্দ্দেবত্রেমং

যজ্ঞং ধত্তোপহূতাঃ সোমস্য পিবতোপহূতো

যুষ্মাকম্ সোমঃ পিবতু।

(৪) যত্তে সোম দিবি জ্যোতির্যৎপৃথিব্যাং যদুরাবন্তরিক্ষে তেনাস্মৈ

যজমানায়োরুরায়া কৃধ্যধি দাত্রে বোচঃ।

(৫) ধিষণে বীড়ূ সতী বীড়য়েথামূর্জ্জং দধাথামূর্জ্জং মে ধত্তং

মা বাং হিংসিষং মা মা হিংসিষ্টং।

(৬) প্রাগপাগুদগধরাক্তাস্ত্বা দিশ আ ধাবন্ত্বম্ব নি স্বর।

(৭) যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে

সোম সোমায় স্বাহা।

॰ ॰ ॰

পদপাঠঃ।

(১) এতি। দদে গ্রাবা। অসি। অধ্বরকৃদিত্যধ্বর—কৃৎ। দেবেভ্যঃ। গম্ভীরম্।

ইমম্। অধ্বরম্। কৃধি। উত্তমেনেত্যুৎ—তমেন। পবিনা।

ইন্দ্রায়। সোমম্। সুযুতমিতি সু—সুতম্। মধুমন্তমিতি মধু—মন্তম্।

পয়স্বন্তম্। বৃষ্টিবনিমিতি বৃষ্টি—বনিম্।

(২) ইন্দ্রায়। ত্বা। বৃত্রঘ্ন ইতি বৃত্র—ঘ্নে। ইন্দ্রায়। ত্বা। বৃত্রতুর ইতি বৃত্র—তুরে।

ইন্দ্রায়। ত্বা। অভিমাতিঘ্ন ইত্যভিমাতি—ঘ্নে। ইন্দ্রায়। ত্বা। আদিত্যবত

ইত্যাদিত্য—বতে। ইন্দ্রায়। ত্বা। বিশ্বদেব্যাবত ইতি বিশ্বদেব্য—বতে।

(৩) শ্বাত্রাঃ। স্থ। বৃত্রতুর ইতি বৃত্র—তুরঃ। রাধোগূর্ত্তা ইতি রাধঃ—গূর্ত্তাঃ। অমৃতস্য।

পত্নীঃ। তাঃ। দেবীঃ। দেবত্রেতি দেব—ত্রা। ইমম্। যজ্ঞম্। ধত্ত। উপহূতা

ইত্যুপ—হূতাঃ। সোমস্য। পিবত। উপহূত ইত্যুপ—হূতঃ।

যুষ্মাকম্। সোমঃ। পিবতু।

(৪) যৎ। তে। সোম। দিবি। জ্যোতিঃ। যৎ। পৃথিব্যাম্। যৎ। উরৌ। অন্তরিক্ষে।

তেন। অস্মৈ। যজমানায়। উরু। রায়া। কৃধি। অধীতি দাত্রে। বোচঃ।

(৫) ধিষণে ইতি। বীড়ূ ইতি। সতী ইতি। বীড়য়েথাম্। উর্জ্জম্। দধাথাম্। উর্জ্জম্।

মে। ধত্তম্। মা। বাম্। হিꣳসিষম্। মা। মা। হিꣳসিষ্টম্।

(৬) প্রাক্। অপাক্। উদক্। অধরাক্। তাঃ। ত্বা। দিশঃ। এতি।

ধাবন্তু। অম্ব। নীতি। স্বর।

(৭) যৎ। তে। সোম। অদাভ্যম্। নাম। জাগৃবি। তস্মৈ। তে।

সোম। সোমায়। স্বাহা॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'গ্রাব' (উৎকর্ষসাধক, পবিত্রকারক ইত্যর্থঃ হে ভগবন্ অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'অধ্বরকৃৎ' (সৎকর্ম্মণঃ সম্পাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অত আত্মানং উৎকর্ষ-সাধনায় ত্বাং '[illegible]' (হৃদি ধারয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি বা)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। [illegible] ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবানাং প্রীতিসাধনায়, দেবভাবানাং উদ্দীপনায় বা ইত্যর্থঃ) 'ইমং' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতং ইত্যর্থঃ) 'অধ্বরং' (সৎকর্ম্ম, ভগবৎপ্রীতিজনকং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'গম্ভীরং' (হিংসাপ্রত্যবায়াদিপরিশূন্যং) কৃধি (কুরু, সম্পাদয় ইত্যর্থঃ)।

(খ) অপিচ, 'উত্তমেন' (শ্রেষ্ঠস্য) 'পবিনা' (পবিত্রকারকস্য) তব অনুগ্রহেণ 'ইন্দ্রায়' (ভবতাং প্রীত্যর্থং) 'সোমং' (অন্তরস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং) সুষুতং (পবিত্রতাসম্পন্নং) 'মধুমন্তং' (অনন্যমাধুর্য্যযুতং, যথা—ভক্তিরসোদ্দীপকং ইতি যাবৎ) 'পয়স্বন্তং' (জ্ঞানদায়কং অমৃতপ্রদং) 'বৃষ্টিবনিং' (অভীষ্টসাধকং) করবাণি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ।

২। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ইন্দ্রায়' (সর্ব্বশক্তেরাধারায় ভগবতে—যদ্বা, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ত্বা' (ত্বাং 'বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায়' (অজ্ঞানাবরণনাশকায় প্রজ্ঞান-স্বরূপায় ভগবতে—যদ্বা, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) গৃহ্ণামি, সংজনয়ামি—উৎসৃজ্যামি বা ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'বৃত্রতুর ইন্দ্রায়' (রিপুশত্রুনাশকায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে ইন্দ্রদেবায় ; যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বাং' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'অভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায়' (পাপতাপবিনাশকায় সর্ব্বশক্তে-রাধারায় ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিবেদয়ামি, যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নং করবাণি ইতি শেষঃ।

(ঙ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'আদিত্যবৎ ইন্দ্রায়' (প্রজ্ঞানদায়িনে স্বপ্রকাশায় ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি।

(চ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'বিশ্বদেবতাবতে' (সর্ব্বদেবস্বরূপায়, যদ্বা—সর্ব্বদেবময়স্য একমেবাদ্বিতীয়স্য ভগবতঃ পূজনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

৩। (ক) 'আপঃ' (হে মম জন্মসহজাতাঃ সদ্ভাবাদায়ঃ!) যূয়ং 'শ্বাত্রাঃ' (ক্ষিপ্রমেব ভগবতঃ প্রীতিসাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থ' (ভবথ)। অপিচ, যূয়ং 'বৃত্রতুরঃ' (অন্তঃশত্রুনাশকাঃ) 'রাধোগুর্ত্তাঃ' (পরমধনস্য গোপয়িতারঃ, যদ্বা—পরমধনস্য প্রকাশকাঃ) তথা 'সোমস্য' (অমৃত-রূপস্য সোমাধারস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পত্নী' (পালয়িতারঃ, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) ভবথ ইতি শেষঃ। 'তা' (তথাবিধাঃ যূয়ং, যদ্বা—যূয়ং তথাবিধাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'দেবীর্দেবত্রা' (পরমজ্যোতিঃপ্রদেষু দেবভাবেষু, যদ্বা—পরমজ্যোতিঃপ্রকাশেন দেবভাব-সংজননেন চ ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'ধত্ত' (ধারয়ত, সম্পূরয়ত)।

(খ) হে দেবাঃ! যূয়ং উপহূতা' (অস্মাভিঃ প্রদত্তৈঃ আহুতিভিঃ হৃদি উদ্দীপিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (অস্মাভিঃ প্রদত্তং সদ্ভাবং) 'পিবত' [illegible] অপিচ, 'যুষ্মাকং' (যুষ্মাকং অনুগ্রহেণ উদ্দীপিতঃ) 'সোমঃ (অস্মাকং [illegible]) 'পিবতু' ([illegible] প্রতিষ্ঠাপয়তু—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)।

৪। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বাধার ভগবন্! 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'পৃথিব্যাং' (ভূর্লোকে) তথা 'উর্ব্বে' (বিস্তীর্ণে) 'অন্তরিক্ষে' (অন্তরিক্ষলোকে)—সর্ব্বলোকে ইতি যাবৎ 'তে' ([illegible]) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'জ্যোতিঃ' (দিব্যজ্যোতিঃ) অস্তি, 'তেন' (তেন জ্যোতিষা [illegible]) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণং শরণাগতং জনং, মাং ইতি যাবৎ) 'রায়া' ([illegible]) (সমৃদ্ধং) 'কৃধি' (কুরু); অপিচ, 'দাত্রে' (কর্ম্মফলপ্রদাত্রে তুভ্যং—কর্ম্মফলদাতাং [illegible] সম্বর্দ্ধনায়) 'অধি বোচ' (তং যজমানং সৎপন্থানং প্রদর্শয় ইতি ভাবঃ)।

৫। 'ধিষণে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য ধারকে হে মম জ্ঞানভক্তী!) 'বীড়ু সতী' (অচঞ্চলে [illegible]) 'বিড়য়েথাং' (মাং অচঞ্চলং কুরুতং, মম মনশ্চাঞ্চল্যং বিদূরয়েথা ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'ঊর্জং' (বলপ্রাণং কিঞ্চ শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'দধাথাং' (ধারয়তং); তদনন্তরং 'মে' ([illegible]) 'ঊর্জং' (বলপ্রাণং) 'ধত্তং' (প্রযচ্ছতং)। অহং 'বাং' (যুবাং) 'মা' 'হিংবিসং' (হিংসাং মা কারামি) যুবাং চ 'মা' মাং) 'মা হিংসিষ্টং' (মা পরিত্যজতং)।

৬। হে মম অন্তর! 'প্রাগপাগুদগধরাক্' (পূর্ব্বপশ্চিমোত্তরদক্ষিণাদয়ঃ) 'তাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দিশঃ' (যদ্বা—সর্ব্বা দিক্ষু অবস্থিতাঃ সদ্ভাবাঃ অথবা দিগ্রূপেণ বর্ত্তমানঃ সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ ধাবন্তু' (সম্যক্ প্রাপ্নোতু, যদ্বা—ব্যাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। 'অম্ব' (হে মম অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ব!) ত্বং 'নিষ্পব' (নির্গচ্ছ—ভগবৎপ্রীত্যুপযোগী ভূত্বা হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)

৭। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্!) 'তে' (তব) 'যৎ (যেন) 'নাম' (নাম্না) [illegible] 'অদাভ্যং' (শত্রুভিঃ অনভিভূতঃ, যদ্বা—তব যেন নাম্না [illegible] অভিভূতাঃ ভবন্তি 'জাগৃবি' (চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যদায়ক), 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্!) 'তে' [illegible]

'তস্মৈ' (তেন) 'সোমায়' (সোমনাম্না ইতি ভাবঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ইদং হবিঃ সম্প্রদদামি সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং)। (১ অষ্টকঃ—৪ প্রপাঠকঃ—১ অনুবাকঃ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) উৎকর্ষসাধক পবিত্রকারক হে ভগবন্ বা শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্ম্মের সম্পাদক হয়েন। অতএব আমার উৎকর্ষসাধন জন্য আপনাকে হৃদয়ে ধারণ (প্রতিষ্ঠিত) করিতেছি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক আত্মোদ্বোধক)। দেবগণের প্রীতিসাধন জন্য অর্থাৎ অন্তরে দেবভাবের উদ্দীপনার নিমিত্ত আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম হিংসাপ্রত্যবায়াদি-পরিশূন্য করুন।

(খ) শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারক আপনার প্রীতির নিমিত্ত (আপনার অনুগ্রহে) আমার অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব যেন পবিত্রতাসম্পন্ন, অনন্তমাধুর্য্যযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিরসোদ্দীপক জ্ঞানদায়ক—অমৃতপ্রদ এবং অভীষ্টসাধক করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক)।

২। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে অজ্ঞানাবরণনাশক প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! রিপুশত্রুনাশক পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগাবন ইন্দ্রদেবতার (ভগবানের) প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পাপতাপবিনাশক সর্ব্বশক্তির আধার ভগবান ইন্দ্রদেবতার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিবেদন করিতেছি।

(ঙ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রজ্ঞানদায়ক স্বপ্রকাশ ভগবান ইন্দ্রদেবতার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(চ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বদেবময় একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের পূজার নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গীকৃত করিতেছি।

৩। (ক) হে আমার জন্মসহজাত সদ্ভাবসমূহ! তোমরা ভগবানের

প্রীতিসাধক হও। অপিচ, তোমরা অন্তঃশক্রনাশক পরমধনের গোপয়িতা অর্থাৎ প্রকাশক, অমৃতস্বরূপ সোমাধার ভগবানের পালয়িতা অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয়িতা হও। তথাবিধ তোমরা অর্থাৎ তোমরা সেইরূপ হইয়া, পরমজ্যোতিঃপ্রদ দেবভাবসমূহে অর্থাৎ পরমজ্যোতিঃপ্রদ দেবভাবসংসমন দ্বারা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম সম্পূরণ কর।

(খ) হে দেবতাগণ! আপনারা আমাদিগের আহুতির দ্বারা হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগের প্রদত্ত সদ্ভাবকে গ্রহণ করুন। অপিচ, আপনাদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের হৃদয়ে উদ্দীপিত শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদিগের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্বাধার ভগবন্! দ্যুলোক ভূর্লোক এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোক অর্থাৎ সর্ব্বলোকে আপনার যে প্রসিদ্ধ দিব্যজ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে, সেই জ্যোতির দ্বারা প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাকে পরম-ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ করুন। অপিচ, কর্ম্মফলপ্রদানকারী আপনার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত এই যজমানকে অর্থাৎ আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

৫। শুদ্ধসত্ত্বের ধারক হে আমার জ্ঞানভক্তি! তোমরা অচঞ্চল হইয়া আমাকে অচঞ্চল কর অর্থাৎ আমার মনশ্চাঞ্চল্য দূর কর; এবং বলপ্রাণ প্রদান কর। আমি তোমাদিগকে হিংসা করিব না,—তোমরাও আমাকে হিংসা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিও না।

৬। হে আমার অন্তর! পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সর্ব্বদিকে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদিক্‌রূপে বর্ত্তমান সেই ভগবান তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হউন অথবা ব্যাপ্ত করুন। হে আমার অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমরা ভগবানের প্রীতির উপযোগী হইয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হও।

৭। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্! আপনার যে নামের দ্বারা আপনি শক্রু কর্তৃক অনভিভূত অর্থাৎ আপনার যে নামে শক্রসমূহ অভিভূত হয়, চৈতন্যস্বরূপ (চৈতন্যদায়ক) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন। আপনার সেই সোম-নামের দ্বারা (নাম উচ্চারণে) স্বাহা মন্ত্রে এই হবিঃ প্রদান করিতেছি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক)। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১ অনুবাক)।

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

তৃতীয়প্রপাঠকে প্রাধান্যেনাগ্নীষোমীয়পশুঃ প্রতিপাদিতঃ। তত ঊর্দ্ধং বসতীবরীগ্রহণং চোক্তং। তাবতা সুত্যাদিবসাৎপূর্ব্বদিবসেষু সংকর্ত্তব্যং তৎসমাপ্তং। তত উপরিতনেনানুবাকেন সুত্যাদিবসকর্ত্তব্যপ্রারম্ভায় সোমোপাবহরণমুক্তং। অথ চতুর্থপ্রপাঠকে সুত্যাদিনে কর্ত্তব্যা গ্রহাঃ প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যন্তে। তত্রানুবাকার্থা বিনিয়োগসংগ্রহে দর্শিতাঃ "গ্রহপ্রশ্নেঽনুবাকাস্তু চত্বারিংশদিহোদিতাঃ। সোমাভিষব একস্মিন্ পঞ্চত্রিংশৎসু তদ্গ্রহাঃ॥ দক্ষিণানি সমিষ্টাখ্য-যজুংষ্যবভৃতস্তথা। কাম্যযাজ্যা ইতি প্রোক্তা অর্থা অত্রানুবাকগাঃ" ইতি॥

প্রথমানুবাকে পাত্রেষু বসগ্রণায় পূর্ব্বমুপাবহৃতস্য সোমস্যাভিষবোঽভিধীয়তে।

১। "আ দদে গ্রাবাঽস্যধ্বরকৃদ্দেবেভ্যো গম্ভীরমিমমধ্বরং কৃধ্যুত্তমেন পবিনেন্দ্রায় সোমꣳ সুষুতং মধুমন্তং পয়স্বন্তং বৃষ্টিবনিম্"। কল্পঃ—'অথৈষাং গ্রাবণাং যঃ সজন্তরিব তমাদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদ ইত্যাদাযাভিমন্ত্রয়তে গ্রাবাঽস্যধ্বর-কৃদ্দেবেভ্যো গম্ভীরমিমমধ্বরং কৃধ্যুত্তমেন পবিনেন্দ্রায় সোমꣳ সুষুতং মধুমন্তং পয়স্বন্তং বৃষ্টিবনি-মিতি" ইতি। আদদ ইত্যাম্নাতো মন্ত্রো দেবস্য ত্বেত্যনেন পূরিতঃ। হে গ্রাবন্নভিষবসাধন ত্বং যজ্ঞনিষ্পাদকো দৃঢঃ পাষাণোঽসি। তত ইমং যজ্ঞং দেবার্থং গহনং কুরু। উৎকৃষ্টেন বজ্রসদৃশেন ত্বয়াঽহং সোমমীদৃশং করোমি। কীদৃশং, সুষুতং সম্যগভিষুতং মধুমন্তং স্বাদুত্বোপেতং পয়স্বন্তং ক্ষীবদ্রসোপেতং বৃষ্টিবনিমাহুতিদ্বারাদাবা বৃষ্টিপ্রদং। তথা চ স্মর্য্যতে—"অগ্নৌ প্রাস্তাঽহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি॥ ইন্দ্রার্থমেব সোমং করোমি॥ বিধত্তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি গ্রাবাণমা দত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্ব্বা-হুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ" (সং • কা • ৬ প্র • ৪ অ • ৪) ইতি। গ্রাবাঽসীতি মন্ত্র উপেক্ষিতঃ॥

২। "ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রতুর ইন্দ্রায় ত্বাঽভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বাঽদিত্যবত ইন্দ্রায় ত্বা বিশ্বদেব্যাবতে"। কল্পঃ—"অথৈনং প্রাণং প্রাপ্রস্য বিস্রস্য রাজানং গ্রাবাণমুপাংশুসবন-মভিমিমীত ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রতুর ইন্দ্রায় ত্বাঽভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বাঽদিত্যবত ইন্দ্রায় ত্বা বিশ্বদেব্যাবত ইতি" ইতি।

হে সোম ত্বামিন্দ্রার্থং মিমে। কীদৃশায়েন্দ্রায়। বৃত্রঘ্নে মেঘবিদারয়িত্রে, বৃত্রতুরে বৃত্রাসুর-ঘাতিনে, অভিমাতিঘ্নে পাপঘাতিনে, আদিত্যার্থং তৃতীয়সবনে গৃহ্যমাণত্বাদাদিত্যবতে, প্রাতঃ-সবনে বিশ্বান্দেবানুদ্দিশ্য গৃহ্যমাণত্বাদ্বিশ্বদেব্যাবতে॥

বিধত্তে—"পশবো বৈ সোমো ব্যান উপাংশুসবনো যদুপাংশুসবনমভি মিমীতে ব্যানমেব পশুষু দধাতি" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি। পশুপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ সোমস্য পশুত্বং। "প্রাণাপানৌ বা এতৌ যদুপাংশু অন্তর্য্যামৌ ব্যান উপাংশুসবনঃ" ইতি রূপকং বক্ষ্যতি। অতোঽস্য ব্যানত্বং। উপাংশুনামকগ্রহার্থং সোমঃ সূয়তে যেন পাষাণেন স উপাংশুসবনঃ। তমভিলক্ষ্য সোমো মাতব্যঃ॥ সর্ব্বমন্ত্রেষ্বিন্দ্রশব্দপ্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—"ইন্দ্রায় ত্বেন্দ্রায় ত্বেতি মিমীত ইন্দ্রায় হি সোম আহ্রিয়তে" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ • ৪) ইতি। সৌমিক-দেবেষ্বিন্দ্রস্য প্রাধান্যমিন্দ্রপীতস্যেত্যাদিমন্ত্রস্য চ প্রসিদ্ধিং হিশব্দো দ্যোতয়তি॥ বিধত্তে—"পঞ্চ

কৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তূষ্ণীং দশ সংপদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজৈবান্নাদ্যমবরুন্ধে' (সং• কা • ৬ প্র • ৪ অ • ৪) ইতি। সোমো যথা ক্রীতস্তদ্বদয়মপি মাতব্যঃ॥

৩। "শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুরো রাধোগূর্ত্তা অমৃতস্য পত্নীস্তা দেবীর্দ্দেবত্রেমং যজ্ঞং ধত্তোপহূতাঃ সোমস্য পিবতোপহূতো যুষ্মাকং সোমঃ পিবতু।" কল্পঃ—"অথ মিত্তং রাজানং হোতৃচমসীয়াভিরুপসৃজতি শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুরো রাধোগূর্ত্তা অমৃতস্য পত্নীস্তা দেবীর্দ্দেবত্রেমং যজ্ঞং ধত্তোপহূতাঃ সোমস্য পিবতোপহূতো যুষ্মাকং সোমঃ পিবত্বিতি" ইতি। হে আপো যূয়মেবম্বিধাঃ স্থ। কীদৃশ্যঃ। শ্বাত্রাঃ শীঘ্রকারিণ্যঃ। বৃত্রতুরো বৃত্রঘাতিন্যঃ। রাধোঽন্নং গূর্ত্তাঃ সম্পাদয়িতুমুদ্যতাঃ। অমৃতস্য সোমস্য পত্নীঃ পালয়িত্র্যঃ। তাস্তথাবিধা যূয়ং দেবীর্দ্দেবতারূপা দেবত্রা দেবেষু ইমমস্মদীয়ং যজ্ঞং স্থাপয়ত। কিং চ, উপহূতা অনুজ্ঞাতাঃ সত্যঃ সোমস্যাংশং পিবত। সোমশ্চানুজ্ঞাতো যুষ্মাকমংশং পিবতু॥ উপহূতাঃ সোমস্য পিবতেত্যস্যাভিপ্রায়মাহ—"শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুর ইত্যাহৈষ বা অপাᳬ সোমপীথঃ" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি। অস্মিন্মন্ত্রে পিবতেতি যদুচ্যতে এতদেবাব্দেবতানাং সোমপানম্॥ বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ নাপ্সুার্ত্তিমার্চ্ছতি" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি। জলে মরণং ন প্রাপ্নোতি॥

৪। "যত্তে সোম দিবি জ্যোতির্যৎ পৃথিব্যাং যদুরাবন্তরিক্ষে তেনাস্মৈ যজমানায়োরু রায়া কৃধ্যধি দাত্রে বোচঃ।" বৌধায়নঃ—"অথৈনং সম্প্রযৌতি যত্তে সোম দিবি জ্যোতির্যৎ পৃথিব্যাং যদুরাবন্তরিক্ষে তেনাস্মৈ যজমানায়োরু রায়া কৃধ্যধি দাত্রে বোচ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"যত্তে সোম দিবি জ্যোতিরিতি রাজানমভিমন্ত্রয়তে" ইতি। হে সোম ত্রিষু লোকেষু ত্বদীয়ং যজ্জ্যোতিরস্তি তেন জ্যোতিষাঽস্মৈ যজমানায় রায়া ধনেনোরু সমৃদ্ধং বিস্তীর্ণং স্থানং কৃধি কুরু। কিং চ—অধিকাঽয়ং যজমানো ভক্ত্যেতি দাত্রে ফলপ্রদায়েন্দ্রায় ব্রূহি॥ দিবীত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—"যত্তে সোম দিবি জ্যোতিরিত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ সং ভরতি" (সং ০ কা • ৬ প্র ০ ৪ অ •৪) ইতি। লোকত্রয়েণৈনং সোমং সম্যক্ পোষয়তি॥

৫। "ধিষণে বীড়ূ সতী বীড়য়েথামূর্জ্জং দধাথামূর্জ্জং মে ধত্তং মা বাᳬ হিᳬসিষং মা মা হিᳬসিষ্টম্॥" কল্পঃ—"তিরশ্চর্ম্মন্ফলকে অভিমৃশতি ধিষণে বীড়ূ সতী বীড়য়েথামূর্জ্জং দধথামূর্জ্জং মে ধত্তং মা বাᳬ হিᳬসিষং মা মা হিᳬসিষ্টমিতি" ইতি। হে ধিষণে সোমস্য চর্ম্মণো বা ধারয়িত্র্যৌ বীড়ূ সতী বিষ্টব্ধে সত্যৌ বীড়য়েথাং পুনরপ্যভিষবাদিঘাতেন বিশ্লেষো মা ভূদিতি দৃঢং স্তম্ভয়তং। ঊর্জ্জং সোমরসং দধাথাং যুবাং ধারয়তং। ঊর্জ্জং মে মহ্যং ধত্তং প্রযচ্ছতং। অহং যুবাং মা হিংসিষং। যুবামপি মা মা হিংসিষ্টম্। মন্ত্রোঽয়মুপেক্ষিতঃ॥ কল্পঃ—"এক গ্রহায়াঽপ্তᳬ রাজানমুপরে ন্যুপ্য হোতৃচমসেঽᳬশূনবধায় তস্মিন্ গ্রাবাণমুপাᳬশুসবনমুপনিধায় ত্রিঃ প্রদক্ষিণমুপরি পরিপ্লাবয়ন্নিগ্রাভমুপৈতি প্রাগপাগুদগধরাগিতি, যাং ভার্য্যাং কাময়েত তাং মনসা ধ্যায়েদম্ব নি ষ্বরেতি" ইতি।

৬। "প্রাগপাগুদগধরাক্তাস্ত্বা দিশ আ ধাবন্ত্বম্ব নি ষ্বর॥" ইতি মন্ত্রপাঠঃ। প্রাগাদয়ো যা দিশস্তাঃ সর্ব্বা হে সোম ত্বাং প্রত্যাভিমুখ্যেন ধাবন্তু। হেঽম্ব মাতৃস্থানীয় সোম নিষ্বরাংশুভ্যো রসাত্মনা নির্গচ্ছ। প্রাগাদিমন্ত্রঃ সোমনিগ্রহণহেতুত্বান্নিগ্রাভ ইত্যুচ্যতে। উপরোঽভিষবাধারঃ

পাষাণস্তস্মিন্ সোমমবস্থাপ্য নিগ্রাভমন্ত্রং পঠেৎ॥ দিশা৺বাবনোক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—"সোমো বৈ রাজা দিশোঽভ্যধ্যায়ৎ স দিশোঽনু প্রাবিশৎ প্রাগপাগুদগধরাগিত্যাহ দিগ্‌ভ্য এবৈনꣳ সং ভরত্যথো দিশ এবাস্মা অব রুন্ধে" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি॥ অম্ব মাতরিত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ত্রীণামুপলালনায় প্রযুজ্যন্তেঽতোঽম্বশব্দপ্রয়োগেণাত্র ধ্যানবিধিঃ সূচ্যত ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে—"অম্ব নি ষ্বরেত্যাহ" (স ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ০ ৪) ইতি। যস্মাদম্বেত্যুপলালনমাহ তস্মাদ্ধ্যায়েদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ বেদনং প্রশংসতি—"কামুকা এনꣳ স্ত্রিয়ো ভবন্তি য এবং বেদ" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ০ ৪) ইতি॥

৭। "যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহা"॥ কল্পঃ—"প্রতিপ্রস্থাতা রাজন্যোবাংশূ দ্বৌ দ্বাবপি সৃজতি যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহেতি" ইতি। যঃ সোম উপাংশুগ্রহায় পর্য্যাপ্ত উপরে ন্যুপ্তঃ শ্বাত্রাঃ স্থেতি মন্ত্রেন বসতীবরীভিরূপসৃষ্টস্তস্মাৎ সোমাদপাদায় ষড়ংশবঃ স্থাপিতাঃ। তথা চোক্তং—"উপসৃষ্টস্য রাজ্ঞঃ ষড়ংশূনার্দ্রানসং শ্লিষ্টানাদায় চর্ম্মণি নিধায়" ইতি। ত্রিষ্বপি সবনেষু মহাভিষবে তেষাং ষণ্ণামংশূনাং মধ্যে দ্বৌ দ্বাবংশূ সংসৃজেৎ। হে সোম তে ত্বদীয়ং যন্নাম শত্রুভিরদাভ্যমতিরস্কার্য্যং জাগৃবি জাগরূকং হে সোম তস্মৈ সোমায় তে তাদৃক্‌সোমনামধারিণে তুভ্যমিদং সোমাংশুদ্বয়ং স্বাহা হুতমস্তু॥ সোমায়েত্যুক্তেরভিপ্রায়মাহ—"যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবীত্যাহৈষ বৈ সোমস্য সোমপীথঃ" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি।

যথাঽগ্নৌ হোমমন্তরেণৈবাপাং সোমপানমুক্তং তথা সোমস্যাপ্যেষ এব মন্ত্রেণাংশুদ্বয়প্রক্ষেপঃ সোমপানবেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ ন সৌম্যামার্ত্তিমার্চ্ছতি" (সং ০ কা ০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৪) ইতি। সোমযাগবিনাশং ন প্রাপ্নোতি॥ ষণ্ণামংশূনা সংঘাতাৎ পৃথক্করণং বিধত্তে—"ঘ্নন্তি বা এতৎ সোমং যদভিষুণ্বন্ত্যꣳশূনপ গৃহ্ণাতি ত্রায়ত এবৈনং" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি। অংশূনামপনয়নেনাভিষবরূপাদ্বধাদেনং সোমং পালয়তি॥ মহাভিষবে তৎসংসর্গং বিধত্তে—"প্রাণা বা অꣳশবঃ পশবঃ সোমোঽꣳশূন্‌পুনরপি সৃজতি প্রাণানেব পশুষু দধাতি" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ ০ ৪) ইতি॥ ত্রিষু সবনেষু পৃথগংশুসংসর্গং বিধত্তে—"দ্বৌ দ্বাবপি সৃজতি তস্মাদ্দ্বৌদ্বৌ প্রাণাঃ" (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ৪ অ০ ৪) ইতি। চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপাঃ প্রাণাঃ প্রত্যেকং দ্বৌ দ্বৌ ভূত্বা তত্তচ্ছিদ্রেষু বর্ত্তন্তে।

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"আদদেঽশ্মানমাদায় গ্রাবাঽসীত্যভিমন্ত্রয়েৎ। ইন্দ্রা সোমমিতি পঞ্চ শ্বাত্রা নিগ্রাভ্যসেচনম্॥ ১॥ যত্তে সোমং মন্থয়িত্বা দিষেতি ফলকে স্পৃশেৎ। প্রাকৃত্রিঃ প্রদক্ষিণা প্লাবো হ্ম্ব পত্নীং বিচিন্তয়েৎ॥ যত্তে মহত্যভিষবে হ্যংশুযোগো নবেরিতাঃ॥ ২॥" ইতি॥

* * *

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-
তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে
প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে সোমাভিষব পরিবর্ণিত। পাত্রসমূহে রসগ্রহণ নিমিত্ত তৃতীয় প্রপাঠকের মন্ত্রের দ্বারা সোম আহরিত হইয়াছে। আর এই চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা সেই সোম হইতে রস-নিঃসারিত হইতেছে। রস-নিঃসারণে গ্রাব অর্থাৎ প্রস্তরাদি প্রয়োজন বলিয়া প্রথম মন্ত্রে গ্রাব অর্থাৎ সোমকণ্ডূয়নের প্রস্তর-বিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাই।

ভাষ্যের প্রারম্ভে অনুক্রমণিকায় ভাষ্যকার মন্ত্রব্যাখ্যানে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ এই,—তৃতীয় প্রপাঠকে প্রধানস্থানীয় অগ্নীষোমীয় পশু প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অগ্নীষোমীয় পশু প্রতিপাদনের পূর্ব্বে বসতীবরি গ্রহণ কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদবধি সুত্যাদিবসের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যাহা কর্ত্তব্য, প্রথমেই তদ্বিষয় উল্লিখিত। তদনন্তর উপরিতন অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাকের দ্বারা সুত্যাদিবসীয় কর্ত্তব্য-প্রারম্ভ-সূচনায় সোমোপবহরণ পরিবর্ণিত। তার পর চতুর্থ প্রপাঠকে সুত্যাদিবসীয় কর্ত্তব্যের বিষয় গ্রহপ্রাধান্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার কহিতেছেন,—চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে, পাত্রে রসগ্রহণ জন্য পূর্ব্বে আহৃত সোমের অভিষবের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে।

মন্ত্রের তাৎপর্য্যালোচনায় প্রথমতঃ 'সোম' শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এস্থলে মন্ত্র-সমূহে 'সোম' শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত, তাহাতে সোম বলিতে 'সোমলতা' ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। কিন্তু মাদকতাপূর্ণ সোমরস পাত্রে নিঃসারিত করিয়া দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞকার্য্যে প্রদত্ত হইলে কি যে পারমার্থিক মঙ্গল সংসাধিত হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। সেইজন্য আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সাধারণ-প্রচলিত সোমের অর্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা 'সোম' শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করি,—সোম বলিতে যে তাৎপর্য্য উপলব্ধ করি, মন্ত্রের অর্থ-প্রকটন উদ্দেশ্যে, প্রথমে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থলে 'সোম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'সোম' শব্দে কোথাও সোমলতা, কোথাও চন্দ্র, কোথাও চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থলে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহণ, আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমরা তাই, সর্ব্বত্র অর্থ-সঙ্গতি এবং ভাব-সঙ্গতি সংরক্ষণে 'সোম' শব্দে 'অন্তরের ভক্তিসুধা' 'শুদ্ধসত্ত্ব' প্রভৃতি অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। যেখানে যে ভাবেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ হউক না কেন, সেখানে সেই ভাবেই ঐ সকল অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে; পরন্তু কোথাও এ অর্থের পরিবর্ত্তন-সাধন আবশ্যক হইবে না।

আমাদের মতে বেদের 'সোম' শব্দে পরিদৃশ্যমান্ কোনও সামগ্রী উপলব্ধ হয় না। 'সোম' বলিতে বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অংশকেই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিমুখে সুসংস্কৃত হইয়া যজ্ঞহবির যে সূক্ষ্মতম শুদ্ধসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া, তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করে, তাহাই সোম। অন্তর্নিহিতা যে বিশুদ্ধা ভক্তি, তাহাই সোম। ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্য অবিদ্যারহিত যে জ্ঞান, তাহাই সোম। সোমকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের সমীপে উপনীত হইতে হয়। দেবোদ্দেশ্যে

হুত 'সোম' যে বাস্তব কোনও পদার্থ নহে, উহা যে প্রাণের সামগ্রী, পুরাণ প্রমাণেও তাহা সপ্রমাণ হয়। পুরাণে ত্রিত ঋষির উপাখ্যান আছে। দৈবচক্রে এক সময় তিনি কূপমধ্যে নিপতিত হন। তিনি তদবস্থায়ই কূপমধ্যে বৈদিক নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সোম ছিল না, সরস্বতী নদী ছিল না, অগ্নি বা আহবনীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। অথচ তিনি সেই কূপমধ্যেই সোমযাগ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলে, দেবতাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং ঋষি কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। 'সোম' যে কি বস্তু, ইহাতে তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। সোম—প্রাণের সামগ্রী ; সোম—জ্ঞানস্বরূপ। ঋষি অন্ধকারে নিপতিত হইয়াছিলেন ; সোমযজ্ঞপ্রভাবে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিতে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এখনও আমরা পূজাহ্নিকের সময় পুষ্করিণীতে অবগাহনকালে তীর্থসমূহকে এবং গঙ্গাযমুনাদিকে আমনন করিয়া থাকি বাস্তবপক্ষে তীর্থ্যাদি সেই পুষ্করিণীতে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদিগের স্মৃতিতে বা জ্ঞানে তাঁহাদের সংশ্রব সূচিত হয়। তাই, কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংমিশ্রণই সোমাভিষব মনে করিতে হইবে ;—সোমকে জ্ঞান-ভক্তি-শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই গ্রহণ করা সুসঙ্গত। 'সোম' সম্বন্ধে অন্য কোনও অবান্তর পদার্থের সংশ্রব কল্পনা কদাচ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের প্রথম অনুবাকে একটী মন্ত্র দেখিতে পাই। সেই মন্ত্রে আছে—"অপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ।" এখানে 'সোমঃ' ও 'অব্রবীৎ' পদদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সোমঃ অব্রবীৎ' পদদ্বয়ের অর্থ—'সোম বলিয়াছিল।' এখানে, 'সোম' যদি জড় সোমলতা বা অন্য কোনও মাদকদ্রব্য হইত, তাহা হইলে তাহার বলিবার ও চলিবার শক্তি কিরূপে সম্ভবপর ? তাই আমরা মনে করি, এখানে লতাভাব দূর হইয়াছে। সুতরাং, যাঁহারা সোমকে সোমলতার রস, সোমলতা, মাদকদ্রব্য, পূতিকা প্রভৃতি পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন, এইবার তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন—সোমলতা কি পদার্থ। সোম বলিয়াছিল বলিতে—'পুঁইগাছ বলিয়াছিল' বলিতে হইবে কি ? এইখানেই বুঝা যায়—'সোম' শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, 'সোম' শব্দে আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাব ভক্তিভাব রূপ অর্থ আমনন করিয়াছি, এখানে সেই অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাকে বলিয়াছিল'—'আমার সদ্বৃত্তি-সমূহের সাহায্যে আমি জানিয়াছিলাম' ; 'আমার বিবেকবুদ্ধি আমাকে জানাইয়া দিয়াছিল—'সোমঃ অব্রবীৎ' বাক্য সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। হৃদয়ে জ্ঞান সঞ্চার হইলে অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়—প্রাণের দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং 'সোম' শব্দের সোমলতা বা সোমরস অর্থ যে সমীচীন নহে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়।

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্যের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গ্রাব' পদে ভাষ্যকার অভিষবসাধনকারী পাষাণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রস্তর-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পেষণ দ্বারা সোমলতা হইতে রস-নিঃসারণ করিতে হয়,—এই লক্ষ্যেই ভাষ্যকারের অর্থের অবতারণা। কিন্তু ঐ পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। 'পাপীর পরিত্রাণ জন্য তিনি পাষাণের ন্যায় দৃঢ়।' অর্থাৎ, তিনি দৃঢ়তা সহকারে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া, পাপরূপ শত্রুকে বিনাশ করিয়া, অন্তরের পবিত্রতা-সাধনে সৎকর্ম্ম-সাধনে সহায় হন—এই তাৎপর্য্যেই 'গ্রাব' পদে

ভগবৎ-সম্বোধনের পরিকল্পনা। আবার ঐ 'গ্রাব' পদে মনের বা অন্তরের প্রতিও লক্ষ্য আসে। মনকে দৃঢ় করিয়া ভগবচ্চরণে সমর্পণের ভাবও ঐ পদে প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে সঙ্কল্পের ভাব পরিব্যক্ত। অন্তরস্থিত সদ্ভাবসমূহের উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বর্ত্তমান। সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্বই অভীষ্টসাধক—ভগবৎপ্রাপক। ভগবানের প্রীতিসাধন জন্য অন্তরে সদ্ভাবসমাবেশের আকাঙ্ক্ষায় এবং তদ্দ্বারা পরাগতি-লাভের সঙ্কল্পে প্রথম মন্ত্রের অবতারণা।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিভিন্ন স্তরে এক উচ্চ ভাবের দ্যোতনা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রায়', 'বৃত্রতুর ইন্দ্রায়', 'অভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায়', 'আদিত্যবত ইন্দ্রায়' এবং 'বিশ্বদেবতাবতে ইন্দ্রায়' পদ-সমূহে সেই ভাবের অধ্যাস হইয়া থাকে। এখানে ঐ সকল পদে সাধনার বিভিন্ন স্তরের বিষয় সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। প্রথম স্তরে, সাধনার প্রারম্ভে, ভগবানকে ইন্দ্ররূপে অর্থাৎ শক্তিমান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সাধক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহাকে অজ্ঞানতা-নাশক রিপুশত্রু এবং পাপতাপবিনাশক বলিয়া উপলব্ধি জন্মিল। তখনই প্রার্থনাকারীর অন্তরে রিপুশত্রুর এবং পাপনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিল। তিনি সেই ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ভগবান জ্ঞানসূর্য্যরূপে তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইলেন। যখনই অন্তরে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল, সঙ্কীর্ণতা দূরে গেল, তখনই তিনি বুঝিলেন,—তিনি (ভগবান) যে বিশ্বরূপ! তিনি কেবল যে আমারই অন্তরে নিত্যবর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা তো নহে! তিনি যে বিশ্বের সর্ব্বভূতে নিত্য-অধিষ্ঠিত, তিনি যে সর্ব্ব-স্বরূপ—বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপে তাঁহাকে দর্শন—সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সম্ভব হয়। ক্ষুদ্র মনোমন্দির; অতিক্ষুদ্র তায় হৃদয়-সিংহাসন। সান্ত মনে বিরাট অনন্তকে ধরিতে পারি না। তাই প্রথমে অনন্তকে মূর্ত্ত সান্ত ভাবে গড়িয়া লইতে হয়। সেই সান্তের ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইতে হইতে অনন্তকে ধারণা করিবার সামর্থ্য জন্মে। রূপ দেখিতে দেখিতে তাই রূপসাগরে ডুবিয়া যাই; গুণ শুনিতে শুনিতে তাই অনন্ত রূপগুণের মহাসমুদ্রে অবগাহন করিতে সমর্থ হই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত।

তৃতীয় মন্ত্রে অন্তরস্থিত সদ্ভাবাদির সম্বোধন কল্পনা করি। সদ্ভাবে সৎস্বরূপের প্রীতি সাধিত হয়, সদ্ভাবে শত্রু বিনষ্ট হয় এবং সদ্ভাবে পরমধন মোক্ষধন অধিগত হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমার অন্তরস্থিত সদ্ভাবসমূহ এমন হউক, যেন তাহার প্রভাবে দিব্য জ্ঞানলাভে জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে পরিস্নাত হই; আর, কর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া, সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানে প্রীতি-সম্পাদনে তাঁহাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনায় ভাব সংসূচিত। প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের প্রদত্ত সদ্ভাবাদিরূপ আহুতি গ্রহণ করিয়া, আপনি হৃদয়ে আগমন করুন। হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমাদিগের সদ্ভাবে প্রবর্দ্ধিত হউন এবং আমাদিগকে পরাশান্তি প্রদান করুন। ফলতঃ, সদ্ভাবই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্ব সৎপ্রবৃত্তিই সকল অভীষ্ট-লাভের—ভগবৎ-সাধনার অদ্বিতীয় সোপান। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—পরাশান্তির অভিলাষী হইলে অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও; অন্তরের আবিলতা দূর কর; স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণের ন্যায় হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধিত হউক।

এই ভাবে হৃদয় নির্ম্মল হইলে জ্যোতিষ্মানের দিব্য-জ্যোতিঃ-লাভে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে;

আর তখনই সৎপথের প্রতি লক্ষ্য আসিবে; তখনই সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ পরমধন মোক্ষধন অধিগত হইবে। আমরা মনে করি, চতুর্থ মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত। ফলতঃ, এখানে পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণপ্রভাব প্রকটিত।

পঞ্চম মন্ত্রে জ্ঞান-ভক্তির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। ভাষ্যের ভাব অবশ্য অন্যরূপ। 'ধিষণা' পদে ভাষ্যমতে সোমের চর্ম্ম বা সোম-লতার গাত্র-বল্কল বুঝাইতেছে। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি যদি অনন্যা হয়, প্রার্থনাকারীও তখন চাঞ্চল্যরহিত হইয়া থাকেন। তখন অন্তরে শক্তির সঞ্চার হয়। তাই প্রার্থনা—আমার অন্তরস্থিত জ্ঞান-ভক্তি যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। জ্ঞান ভক্তি মানুষকে কিরূপে পরিত্যাগ করেন? তাৎপর্য্য এই যে, আমি যেন এমন কর্ম্মে লিপ্ত না হই, আমি যেন এমন পথে না চলি, যে কর্ম্ম বা যে পথ আমার জ্ঞান ও ভক্তির অন্তরায় হয়। ষষ্ঠ মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'হে সোম! দিক্‌সমূহ তোমার অভিমুখে প্রধাবিত হউক। হে অশ্ব! মাতৃ-স্থানীয় সোম রসাত্মক হইয়া নিঃসারিত হউক'। অধিষবাধার পাষাণের উপবিভাগে সোম স্থাপন করিয়া এই নিগ্রাভ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্নরূপ। আমাদের মতে সর্ব্বদিকরূপে সর্ব্বদিকে নিত্য-বিদ্যমান ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। শিব-পূজায় যে অষ্টমূর্ত্তির পরিকল্পনা, সেখানে যেমন একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজা করিবার বিধি, এখানেও আমরা তাহাই মনে করি। তিনি বিশ্বরূপে জগৎ জুড়িয়া আছেন, দিক্‌রূপে তিনি নিত্য-বর্ত্তমান। 'প্রাগপাগুদগধরাক্' মন্ত্রাংশে এই ভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। অথবা, নিখিল সদ্ভাব-সমূহ—যাহা জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়া সংসারকে ধারণ করিয়া আছে, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাংশে সেই সকল সদ্ভাবকেও বুঝাইয়া থাকে। সে সদ্ভাব-সমূহ অন্তরে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের প্রীতি সাধন করুক এবং সমগ্র জগৎকে সদ্ভাবে মণ্ডিত করুক—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

শেষ মন্ত্রে এক অভিনব প্রার্থনার ভাব দেখিতে পাই। ভগবানের যে নামে শত্রু বিমর্দ্দিত হয়, যে নাম স্মরণ করিলে অন্তরে চৈতন্যের উদয় হইয়া থাকে, সেই নামে প্রার্থনাকারী ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন। কহিতেছেন,—হে ভগবন্! শিখাইয়া দিউন আপনি—আপনার কোন্ নাম স্মরণ করিলে আমার অন্তরের শত্রু বিদূরিত হয়—পাপ-কলুষ বিধ্বংস হয়। শিখাইয়া দিউন আপনি—আপনার কোন্ নামে অন্তরে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়—আপনার কোন্ নামে পরাগতি লাভ হয়! দয়াময় আপনি; আপনি শিখাইয়া না দিলে, আপনি দেখাইয়া না দিলে, কিরূপে শিখিব দেব!—কিরূপে স্বরূপ চিনিব দয়াময়! তাই শরণ লইলাম—চরণ ধরিয়া রহিলাম—আপনাতে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া আমার গতি-মুক্তি বিধান করুন। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণের ভাব—আত্মনিবেদনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রশেষে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বাহা' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যজুর্ব্বেদের অনেক স্থলে 'স্বাহা' পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। অগ্নির সহধর্ম্মিণী স্বাহা। স্বাহা-নামোচ্চারণে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সে অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হয়, অগ্নিদেব সে আহুতি গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। পুরাণো-

পাখ্যানে এই ভাব দেখিতে পাই। যাহা কিছু দেবোদ্দেশ্যে সর্ব্বথা প্রদত্ত হয়, আমরা মনে করি, তাহাই 'স্বাহা' পদের দ্যোতক। তদনুসারে ঐ পদে ভগবানে কর্ম্ম বা কর্ম্মফল সমর্পণের ভাব আসে। আমরা তাই সর্ব্বত্রই ঐ পদে 'সুহুত-মস্তু মম অনুষ্ঠানং' ইত্যাদি অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সায়ণাচার্য্যের মতে ঐ পদে 'স্বাহা' নামক অগ্নির প্রতি লক্ষ্য হয়। 'স্বাহা' শব্দে মন্ত্র বুঝায়। সুতরাং মন্ত্ররূপ ব্রহ্মও ঐ পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। 'স্বাহা' শব্দে দেবতাদিগকে আহ্বান করাও বুঝায়। সুতরাং দেবাধিষ্ঠানও সূচনা করা যাইতে পারে। মাতৃকাবিশেষও 'স্বাহা' অভিধায়ে সম্পূজিত হয়েন; যথা—'নমঃ স্বাহায়ৈঃ স্বধায়ৈঃ' ইত্যাদি। 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হয়। 'স্বাহা' পদে সেই পূর্ণাহুতির ভাবই বিদ্যমান। পূর্ণাহুতি বলিতে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। মানুষ যখন পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখনই সে তাহার সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নিয়োজিত করিতে পারে। যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন,—পরাজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই এই 'স্বাহা' মন্ত্রোচ্চারণে ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি এই মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার লাভ করিয়াছেন। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্বৃষা বৃষ্ণো অংশুভ্যাং গভস্তিপূতো

দেবো দেবানাং পবিত্রমসি যেষাং ভাগোঽসি তেভ্যস্ত্বা।

(২) স্বাংকৃতোঽসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো

দিব্যেভঃ পার্থিবেভ্যো।

(৩) মনস্ত্বাঽষ্টূর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা ত্বা সুভবঃ

সূর্য্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য।

(৪) এষ তে যোনিঃ প্রাণায় ত্বা ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বাচঃ। পতয়ে। পবস্ব। বাজিন্। বৃষা। বৃষ্ণঃ। অংশুভ্যামিত্যংশু—ভ্যাম্। গভস্তিপূত ইতি গভস্তি—পূতঃ। দেবঃ। দেবানাম্। পবিত্রম্। অসি। যেষাম্। ভাগঃ। অসি। তেভ্যঃ। ত্বা।

(২) স্বাংকৃতঃ। অসি। মধুমতীরিতি মধু—মতীঃ। নঃ। ইষঃ। কৃধি। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। দিব্যেভ্যঃ। পার্থিবেভ্যঃ।

(৩) মনঃ। ত্বা। অষ্টু। উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি। স্বাহা। ত্বা। সুভব ইতি সু—ভবঃ। সূর্য্যায়। দেবেভ্যঃ। ত্বা। মরীচিপেভ্য ইতি মরীচি—পেভ্যঃ।

(৪) এষঃ। তে। যোনিঃ। প্রাণায়েতি প্র—অনায়। ত্বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বাজিন্' (পরমার্থরূপধনস্য দাতঃ হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বাচস্পতয়ে' (জ্ঞানাধিপতয়ে দেবায়, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, হৃদি বিশুদ্ধীকৃতঃ ভব ইতি শেষঃ)। 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ, অভীষ্টপূরকঃ বা) ত্বং 'গভস্তিপূতঃ' (জ্ঞানরশ্মিভিঃ পবিত্রীকৃতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষণশীলৈঃ) 'অংশুভ্যাং' (ভক্তিধারাভিঃ সহ) পবস্ব ইতি শেষঃ। ত্বং 'দেবঃ' (দেবভাবানাং উন্মেষকঃ) অপিচ 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—সদ্ভাবানাং ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রং' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ ত্বং 'যেষাং' (দেবভাবানাং) 'ভাগঃ' (অংশসম্ভূতঃ) 'অসি' (ভবসি) 'তেভ্যঃ' (তেষাং প্রীত্যর্থং, যদ্বা—তেষাং সংরক্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ।

২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'স্বাংকৃতঃ' (ভগবতা সহ সংযোজকঃ) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'মধুমতীঃ' (মধুরাণি, অমৃতপ্রদানি ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (অন্নানি অভীষ্টফলানি ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, সম্পাদয় ইতি যাবৎ)। 'পার্থিবেভ্যঃ' (ইহজন্মনি) 'দিব্যেভ্যঃ' (পরজন্মনি) ইহকালপরকালে ইতি ভাবঃ 'বিশ্বেভ্যঃ' (সর্ব্বেভ্যঃ) 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' (ভূতেভ্যঃ—তেষাং হিতায় ইতি যাবৎ) ত্বাং হৃদি ধারয়ামি ইতি ভাবঃ।

৩। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) মম 'মনঃ' 'অষ্টু' (ব্যাপ্নোতু—মম মনসি সদ্ভাবঃ সঞ্জায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, নির্ম্মলং ইতি ভাবঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎবিস্তৃতং হৃদ্রূপং আধারং ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুসৃত্য, অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'ইহি' (আগচ্ছ); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ) 'ত্বা' (ত্বাং) ভগবৎপ্রীতিসাধনায় নিয়োজয়ামি সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি শেষঃ।

(খ) 'সুভবঃ' (হে মম অন্তর্নিহিত সদ্ভাব!) 'সূর্য্যায়' (স্বপ্রকাশায় পরমদেবায়) অপিচ 'মরীচিপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (পালকদেবায়, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

৪। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) এব 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (স্থানং, আধারক্ষেত্রং)। অতঃ 'প্রাণায়' (প্রাণদেবতাসন্তোষার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামিতি শেষঃ। (১অষ্টকঃ—৫প্রপাঠকঃ—২অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। পরমার্থধনদাত হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানাধিপতি ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আমার হৃদয়ে বিশুদ্ধীকৃত হও। অভীষ্টবর্ষক (অথবা অভীষ্টপূরক) তুমি জ্ঞানরশ্মির দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া অভীষ্টবর্ষণ-শীল ভক্তিধারার সহিত ক্ষরিত হও। তুমি দেবভাবসমূহের উন্মেষক এবং সদ্ভাবসমূহের পবিত্রতাসাধক হও। অতএব তুমি দেবভাবসমূহের

অংশসম্ভূত হইয়া থাক। সেই দেবভাবসমূহের সংরক্ষণ জন্য তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সহিত সংযোজক হও। তুমি আমাদিগের নিমিত্ত অমৃতপ্রদ অভীষ্টফলসমূহ সম্পাদন কর। ইহজন্মে ও পরজন্মে অর্থাৎ ইহকালপরকালে সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি।

৩। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে আমার মন ব্যাপ্ত করুক অর্থাৎ আমার মনে সদ্ভাব সঞ্জাত হউক। অপিচ, তুমি আমার নির্ম্মল অন্তরিক্ষবৎ হৃদ্‌রূপ আধারক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কর। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার অন্তর্নিহিত সদ্ভাব! স্বপ্রকাশ পরমদেবতার এবং পালকদেবতার অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৪। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! আমার নির্ম্মল হৃদয়ই তোমার আধারক্ষেত্র। অতএব প্রাণদেবতার সন্তোষ-সাধন জন্য তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

* ˳ *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

প্রথমেঽনুবাক উপাংশুগ্রহণায় সোমাভিষবসংনাহোঽভিহিতঃ। অথ দ্বিতীয়ে তূপাংশু-গ্রহোঽভিধীয়তে।

১। "বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্ বৃষা বৃষ্ণো অ৺শুভ্যাং গভস্তিপূতো দেবো দেবানাং পবিত্র-মসি যেষাং ভাগোঽসি তেভ্যস্ত্বা।" বৌধায়নঃ—"অন্তর্দ্দধাতি প্রতিপ্রস্থাতা প্রথমাভ্যামংশুভ্যা-মানয়ত্যধ্বর্য্যুর্ব্বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্নিত্যন্তর্দ্দধাতি প্রতিপ্রস্থাতা মধ্যমাভ্যামংশুভ্যামানয়ত্য-ধ্বর্য্যুর্বৃষা বৃষ্ণো অ৺শুভ্যাং গভস্তিপূত ইত্যন্তর্দ্দধাতি প্রতিপ্রস্থাতোত্তমাভ্যামংশুভ্যামানয়ত্য-ধ্বর্য্যুর্দ্দেবো দেবানাং পবিত্রমসি যেষাং ভাগোঽসি তেভ্যস্তেতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রতামাহ —"অষ্টৌকৃত্বোঽগ্রেঽভিষুণোত্যথ প্রতিপ্রস্থাতোপাংশুপাত্রং ধারয়ন্ পাত্তানামুপরি দ্বাবংশূ অন্তর্দ্দধাতি তস্মিন্নভিষুতমধ্বর্য্যুরঞ্জলিনা গৃহ্লাতি বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্নিত্যেবং বিহিতো দ্বিতীয়-স্তৃতীয়শ্চাপি বৈকাদশকৃত্বো দ্বিতীয়মভিষুণোতি দ্বাদশকৃত্বস্তৃতীয়ং" ইতি।

হে বাজিন্নন্নপ্রদ সোম পতয়ে পালকদেবার্থং বাচঃ সম্বন্ধিনা মন্ত্রেণ পবস্ব শুদ্ধো ভব। বৃষা রসরূপত্বেন বর্ষণসমর্থস্ত্বং গভস্তিপূতঃ পূর্ব্বমরণ্যে সূর্য্যরশ্মিভিঃ পূত ইদানীং তু বৃষ্ণো বর্ষণসমর্থস্য সোমস্যাংশুভ্যামন্তর্দ্ধাপিতাভ্যাং পবস্ব। কিং চ ত্বমপি দেব এব সন্দেবানাং সোমপাং পবিত্রং শুদ্ধিহেতুরসি। যেষাং দেবানাং ভাগোঽসি তেভ্যস্ত্বা গৃহ্লামি॥

বিধত্তে—"প্রাণো বা এষ যদুপা৺শুর্যদুপা৺শ্বগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে প্রাণমেবানু প্রযন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। যজ্ঞস্য প্রাণস্থানীয় উপাংশুঃ। অপানবাগাদিস্থানীয়া-স্ত্বন্তর্য্যামৈন্দ্রবায়বাদয়ঃ। অতঃ প্রাণত্বেন মুখ্যত্বাৎ প্রথমতস্তদ্গ্রহণং যুক্তং॥ ত্রিষু পর্য্যায়েষু বিলক্ষণসংখ্যাবিশিষ্টমভিষবং বিধত্তে—"অরুণোহস্মাহহৌপবেশিঃ প্রাতঃসবন এবাহং যজ্ঞ৺ সং৺স্থাপয়ামি তেন ততঃ সং৺স্থিতেন চরামীত্যষ্টৌ কৃত্বোহগ্রেহভিষুণোত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং প্রাতঃসবনমেব তেনাহপ্নোত্যেকাদশ কৃত্বো দ্বিতীয়মেকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্‌ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং মাধ্যন্দিনমেব সবনং তেনাহপ্নোতি দ্বাদশ কৃত্বস্তৃতীয়ং দ্বাদশাক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তৃতীয়সবনমেব তেনাহপ্নোত্যেতা৺হ বাব স যজ্ঞস্য সং৺স্থিতিমুবাচাস্কন্দায়াস্কন্ন৺ হি তদ্যদ্যজ্ঞস্য সং৺স্থিতস্য স্কন্দতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। উপবেশস্য পুত্রঃ কশ্চিদরুণনামা যথোক্তত্রিবিধাভিষবরূপামেব যজ্ঞস্য সমাপ্তিমুবাচ। তদেতদবিনাশায় সম্পদ্যতে। সমাপ্তস্য যজ্ঞস্য সম্বন্ধি যদ্বস্তু নশ্যতি তদবিনষ্ট-মেব॥ ত্রিষ্বপি পর্য্যায়েম্বষ্টসংখ্যৈবেতি পক্ষান্তরং বিধত্তে—"অথো খল্বাহুর্গায়ত্রী বাব প্রাতঃ-সবনে নাতিবাদ ইত্যনতিবাদুক এনং ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ তস্মাদষ্টাবষ্টৌ কৃত্বোহভি-ষুত্যং" (সং০ কা০ ৬প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। অতিবাদে গায়ত্রেব ন বর্ত্ততে। ত্রিষ্টুব্‌জগত্যৌ তু বর্ত্তেতে। অধিকাক্ষরযুক্ততয়া পঠ্যমানত্বমতিবাদঃ। ন চাসাবল্পাক্ষরায়াং গায়ত্র্যাং সম্ভবতি। যদ্যপি প্রাতঃসবনে ছন্দোন্তরাণ্যপি সম্ভবন্তি তথাহপি গায়ত্র্যেবাভিমানিদেবতা। গায়ত্র্যা অতিবাদাভাবং যো বেদ তং প্রতি শত্রুরপ্যনতিবাদুকো ভবতি, অনিন্দকো ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাদ্গায়ত্র্যৈব সবনমভিমন্যতে তস্মাত্তদীয়য়ৈব সংখ্যয়া প্রাতঃসবনে ত্রিষ্বপি পর্য্যায়েম্বভিষোতব্যং॥

মন্ত্রস্য প্রথমভাগে বাক্‌শব্দতাৎপর্য্যমাহ—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি পবিত্রবন্তোহন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তে কিং পবিত্র উপা৺শুরিতি বাক্‌পবিত্র ইতি ব্রূয়াদ্বাচস্পতে পবস্ব বাজিন্নিত্যাহ বাচৈবৈনং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। উপাংশুব্যতিরিক্তা গ্রহা দশাপবিত্রনামকেন বস্ত্রেণ শোধিতা গৃহ্যন্তে ন তূপাংশুঃ। তস্য কিং শোধকমিতি প্রশ্নঃ। মন্ত্র এব শোধকমিত্যুত্তরং॥ ভাগান্তরাণামর্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"বৃষ্ণো অং৺শুভ্যামিত্যাহ বৃষ্ণো হ্যেতাবং৺শূ যো সোমস্য গভস্তিপূত ইত্যাহ গভস্তিনা হ্যেনং পবয়তি দেবো দেবানাং পবিত্রমসীত্যাহ দেবো হ্যেষ সন্দেবানাং পবিত্রং যেষাং ভাগোহসি তেভ্যস্ত্বেত্যাহ যেষা৺ হ্যেষ ভাগস্তেভ্য এনং গৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি।

২। "স্বাংকৃতোহসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ।"

বৌধায়নঃ—"অথ প্রতিপ্রস্থাতুর্গ্রহমাদত্তে স্বাংকৃতোহসীত্যথৈনমবেক্ষতে মধুমতীর্ন ইষস্কৃধীত্য-থৈনমূর্দ্ধমুন্মার্ষ্টি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্য ইতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্র-তামাহ—"স্বাংকৃতোহসীত্যধ্বর্য্যুর্গ্রহমাদায়" ইতি। হে উপাংশুগ্রহ ত্বং স্বাংকৃতোহসি ময়া স্বীকৃতোহসি। মধুমতীরিষো মধুরাণ্যন্নানি নোহস্মদর্থং কৃধি কুরু। দেবজন্মনি মনুষ্যজন্মনি চ স্থিতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো হিতায় ত্বাং স্বীকরোমি। স্বাংকৃতশব্দেন প্রাণরূপস্য গ্রহস্য স্বাধীনত্বং বিবক্ষিতং। মধুমতীশব্দেন স্বাদুত্বং॥ দিব্যপার্থিবশব্দেন জন্মদ্বয়মিতি দর্শয়তি—"স্বাংকৃতোহসীত্যাহ প্রাণমেব স্বমকৃত মধুমতীর্ন ইষস্কৃধীত্যাহ সর্ব্বমেবাস্মা ইদ৺ স্বদয়তি

বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্য ইত্যাহোভয়েষ্বেব দেবমনুষ্যেষু প্রাণান্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি॥

৩। "মনস্ত্বাঽষ্টূর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্যঃ।" বৌধায়নঃ—"উপোত্তিষ্ঠতি মনস্ত্বাঽষ্টিত্যুর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যেত্যাঽহবনীয়ে জুহোত্যন্বারব্ধে যজমানে স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায়েতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি দক্ষিণেন হোতারমতিক্রামতি যেন বা হোতা প্রতিপাদয়েন্মনস্ত্বাঽষ্টিতি দক্ষিণতোঽবস্থায় দক্ষিণপরিধি-সন্ধিমন্ববহৃত্য স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায়েতি দক্ষিণতঃ প্রাঞ্চমৃজুং সন্ততং দীর্ঘং হুত্বা দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য ইতি মধ্যমে পরিধৌ লেপং নিমাষ্টি" ইতি। হে প্রাণরূপোপাংশুনামক গ্রহ ত্বাং মনোঽষ্টু ব্যাপ্নোতু। বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষমনুসৃত্য ত্বমাহবনীয়দেশে গচ্ছ। হে সুভবঃ শোভনং ভবঃ সম্ভাবো মধ্যাবস্থিতিলক্ষণো যস্য প্রাণস্য সোঽয়ং সুভবাঃ। হে প্রাণ ত্বা ত্বদ্রূপং গ্রহং সূর্য্যায় বহিঃপ্রাণরূপায় স্বাহা জুহোমি। সূর্য্যস্য প্রাণরূপত্বমাথর্ব্বণৈরাম্নাতং—"আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লাতি নঃ" ইতি। হে লেপ ত্বাং মরীচিপালক-দেবার্থং পরিধৌ মার্জ্মি॥ ক্রমেণ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"মনস্ত্বাঽষ্টিত্যাহ মনঃ এবাশ্নুত উর্ব্বন্তরিক্ষ-মন্বিহীত্যাহান্তরিক্ষদেবত্যো হি প্রাণঃ স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায়েত্যাহ প্রাণা বৈ স্বভবসো দেবাস্তেষ্বেব পরোক্ষং জুহোতি দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য ইত্যাহাঽদিত্যস্য বৈ রশ্ময়ো দেবা মরীচিপাস্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। স্বভবসঃ স্বশরীরেঽবস্থিতা দেবাঃ প্রাণবায়বঃ। তত্র প্রাণেভ্যঃ স্বাহেত্যুক্তে তেষাং প্রত্যক্ষ-হোমো ভবতীতি তৎ পরিত্যজ্য সূর্য্যায়েত্যুক্তত্বাদয়ং পরোক্ষহোমঃ। যদ্বা স্বভবসঃ ইতি বক্তব্যে সতি সুভবস ইত্যুক্ত্যা পরোক্ষত্বং। রশ্মিনামকাশ্চেতনা দেবা অচেতনানাং মরীচীনাং পালকাঃ॥ লেপমার্জ্জনে হস্তস্যাধোমুখত্বমূর্ধ্বমুখত্বং চ ফলভেদেন বিধত্তে—"যদি কাময়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিতি নীচা হস্তেন নি মৃজ্যাদ্বৃষ্টিমেব নি যচ্ছতি যদি কাময়েতাবর্ষুকঃ স্যাদিত্যুত্তানেন নি মৃজ্যাদ্বৃষ্টিমেবোদ্‌যচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫ ইতি॥ বৈরিণং প্রত্যভিচরতা পুরুষেণ হোমাৎ পূর্ব্বং পাঠ্যং মন্ত্রবিশেষমুৎপাদয়তি—'যভিচরেদমুং জহুথ ত্বা হোষ্যামীতি ব্রূয়াদাহুতি-মেবৈনং প্রেপ্সন্ হন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। হে প্রাণরূপ সূর্য্যামুং দেবদত্ত-নামকং বৈরিণং প্রথমতো মারয় পশ্চাত্ত্বাং প্রতিহোষ্যামীতি ব্রূয়াৎ। এতন্মন্ত্রং শ্রুত্বা দেব আহুতিমপেক্ষমাণ এনং বৈরিণং মারয়ত্যেব্য॥ বৈরিণো দূরদেশবর্ত্তিত্বে সত্যভিচরতোঽনুষ্ঠান-বিশেষং বিধত্তে—"যদি দূরে স্যাদা তমিতোস্তিষ্ঠেৎ প্রাণমেবাস্যানুগত্য হন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। আ তমিতোঃ প্রানের্যাবন্তং কালং নিরুচ্ছ্বাসঃ স্থাতুং শক্নোতি তাবত্তিষ্ঠেৎ। ততোঽয়ং নিরোধোঽস্য বৈরিণঃ প্রাণমনুগত্য মারয়ত্যেব॥

৪। "এষ তে যোনিঃ প্রাণায় ত্বা॥" বৌধায়নঃ—"অথ প্রদক্ষিণমাবর্ত্ত্যাঽগ্রয়ণস্থাল্যাং গ্রহস্য সংস্রাবমবনয়তি এষ তে যোনিরিত্যথৈতস্মিন্নুপাংশুপাত্রেঽংশুং প্রাস্যাথৈনং দক্ষিণত উপাংশুসবনেন সংস্পৃষ্টং সাদয়তি প্রাণায় ত্বেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"সর্ব্বমাগ্রয়ণস্থাল্যাং সংপাতমবনীয়, এষ তে যোনিঃ প্রাণায় ত্বেতি রিক্তং পাত্রমায়তনে সাদয়িত্বা তস্মিন্নংশুমবাস্য তং তৃতীয়সবনেঽপি সৃজ্যাভিষুণুয়াৎ" ইতি। হে সংস্রাব সম্পাত, এষ আগ্রয়ণাখ্যস্তে তব যোনিঃ

স্থানং। অথ বা হে উপাংশুপাত্রৈষ খরস্য দক্ষিণাংসপ্রদেশস্তে স্থানং। অতঃ প্রাণদেবতা সন্তোষার্থং ত্বামত্র সাদয়ানি খরো নাম দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য পুরস্তান্মৃদং প্রক্ষিপ্য নিষ্পাদিতো দেশঃ পাত্রপ্রয়োগার্থঃ। তথা চ সূত্রং—"খরে পাত্রাণি প্রযুনক্ত্যগ্নির্দ্দেবতেতি দক্ষিণেঽংস উপাংশুপাত্রং সোমো দেবতেত্যুত্তরেঽংসেঽন্তর্যামস্য বৃহন্নসীতি তে অন্তরেণ গ্রাবাণমুপাংশুসবনং দক্ষিণামুখং সংস্পৃষ্টং পাত্রাভ্যাং তমপরেণ প্রত্যঞ্চি দ্বিদেবত্যপাত্রাণি" ইত্যাদি। এষ তে যোনিঃ প্রাণায় ত্বেত্যেষ মন্ত্র উপেক্ষিতঃ॥ অভিচরতঃ পাত্রাসাদনায় মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি—"যস্যাভি-চরেদমুষ্য ত্বা প্রাণে সাদয়ামীতি সাদয়েদসন্নো বৈ প্রাণঃ প্রাণমেবাস্য সাদয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। হে উপাংশুপাত্র প্রাণারূপং ত্বামমুষ্য বৈরিণঃ প্রাণে স্থাপয়ামীত্যুক্তে সত্যসন্নো বিনাশরহিতো যজমানপ্রাণো বৈরিণঃ প্রাণং সাদয়তি বিনাশয়তি॥ অভিষুতঃ সোমরসঃ প্রতিপ্রস্থাতৃহস্তগত উপাংশুপাত্রে যদা গৃহ্যতে তদা গ্রহান্তরবদ্বস্ত্রেণ শোধনং ন ভবতি কিং ত্বংশুভিরিতি বিধত্তে—"ষড়্ভিরংশুভিঃ পবয়তি ষড়্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। নাত্র ষণ্ণাসংশূনাং যুগপৎপ্রয়োগঃ কিন্তু ত্রিষু পর্য্যায়েম্বিতি বিধত্তে—"ত্রিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি॥ নাত্র বক্ষ্যমাণগ্রহেম্বিব দশা পবিত্রনাভিস্রুতয়া ধারয়া গ্রহণং কিং তু ত্রিষ্বপি পর্য্যায়েম্বধ্বর্য্যোরঞ্জলিনেতি বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাত্ত্রয়ঃ পশূনাংহস্তাদানা ইতি যত্ত্রিরুপাংশুং হস্তেন বিগৃহ্ণাতি তস্মাত্ত্রয়ঃ পশূনাংহস্তাদানাঃ পুরুষো হস্তী মর্কটঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৫) ইতি। গোমহিষাদয়ঃ সর্ব্বে পশবো মুখাদানাঃ। এতে তু ত্রয়ো হস্তাদানাঃ। পুরুষোঽপি "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে" ইত্যাদাবালভ্যত্বাৎ পশুঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"বাচো হ্যুপাংশুগ্রহণং স্বামাদত্তেঽস্যহস্ততঃ। উরু গত্বা মনস্বেতি বেদের্দক্ষিণতঃ স্থিতিঃ॥ ১॥ স্বাহা জুহোতি দেবেভ্যো মধ্যমে পরিধৌ তথা। লেপং নিমার্ষ্টিষ্যে পাত্রং সাদয়েৎ সপ্ত বর্ণিতাঃ॥ ২॥ ইতি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

উপাংশু-গ্রহণ-নিমিত্ত প্রথম অনুবাকে তৎপূর্ব্ববিহিত সোমাভিষবসংনাহ অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুবাকে উপাংশু-গ্রহণের মন্ত্র-সমূহ পরিবর্ণিত হইতেছে।

অনুবাকের প্রথম মন্ত্রে প্রথমেই বাগধিষ্ঠাতা জ্ঞান-দেবতার প্রীতি-সাধন জন্য সদ্ভাব-সংজননের সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে। সঙ্কল্প এই যে,—ভগবানের সম্বন্ধযুত শক্তি-সামর্থ্য জ্ঞান যেন আমি প্রাপ্ত হই। লক্ষ্য এই যে,—তদাত্মশক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলে শ্রেয়োলাভে আর কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না। সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সজ্জ্ঞানের মধ্য দিয়া, সে সামর্থ্য লাভ করা যায়; তাই জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতাকে—ভগবানকে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। সদ্ভাবে সদ্বস্তুর

সন্ধান মিলিলে, কিছুরই অভাব থাকে না। তখন দিব্য-জ্ঞানের বিকাশে অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত হয়; তখন ভগবানের বিভূতি-সমূহ আপনিই আসিয়া হৃদয় অধিকার করে।

দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ যেন একই লক্ষ্যে একই সুরে গ্রথিত। সদ্ভাবে অন্তর পরিপ্লুত হইলে যে বিশ্বজনীন প্রেম অন্তরে উদিত হয়, সংসারে তাহার তুলনা আছে কি? তখন শত্রু-মিত্রে প্রভেদ থাকে না,—তখন আপন-পর এক হইয়া যায়। ভগবান যে গীতায় বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"; তখন, অন্তরে সেই ভাব জাগরূক হইয়া উঠে। এই ভাবের ভাবুক হইতে পারিলেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—সকল সংশয় টুটিয়া যায়। তখনই ইহকাল-পরকালের সকল মঙ্গল সংসাধিত হয়।

তৃতীয় মন্ত্রে ভগবৎ-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগের ভাব উপলব্ধ হয়। জপ, তপ, পূজা, আরাধনা—যাহা কিছু কর না কেন, সকলের মধ্যেই দেবভাবের সমাবেশ থাকা আবশ্যক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বাহা' শব্দে সে সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হইতেছে। ভগবানের পূজায় তাঁহার প্রীতি-সাধনই প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার প্রীতি—তাঁহার উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মেই সাধিত হয়। তাঁহার কর্ম্ম-সাধনে সে কর্ম্মের ফল তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, নিষ্কাম কর্ম্মই ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত। মন্ত্রের উপসংহারে সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট। হৃদয়ই মূল—অন্তরের নির্ম্মলতাই সে পক্ষে প্রধান সহায়। অসদ্বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে, অথবা অজ্ঞানতার লেশমাত্র থাকিলে ভগবৎ-কর্ম্ম সাধিত হয় না। জ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনুপ্রেরণা ভিন্ন সে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে সে অনুপ্রেরণা আসে না। তাই অন্তরের নির্ম্মলতা সাধন করিয়া নিষ্কামভাবে ভগবানের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলে, ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। আর তাহা হইলেই অভীষ্টফললাভে সমর্থ হওয়া যায়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২ অনুবাক)॥

—•—

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ)।

(১) উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্ পাহি সোমমুরুষ্য রায়ঃ সমিষো যজস্বান্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্ব্বন্তরিক্ষং৺ সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্মাদয়স্ব।

(২) স্বাংকৃতোঽসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো

দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যো মনস্ত্বাঽষ্টূর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা

ত্বা স্বুভবঃ সূর্য্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য।

(৩) এষ তে যোনিরপানায় ত্বা ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। অন্তঃ। যচ্ছ। মঘবন্নিতি মঘ—বন্।

পাহি। সোমম্। উরুষ্য। রায়ঃ। সমিতি। ইষঃ। যজস্ব। অন্তঃ। তে।

দধামি। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। অন্তঃ। উরু। অন্তরিক্ষম্।

সজোষা ইতি স—জোষাঃ। দেবৈঃ। অবরৈঃ। পরৈঃ। চ।

অন্তর্যাম ইত্যন্তঃ—যামে। মঘবন্নিতি মঘ—বন্। মাদয়স্ব।

(২) স্বাংকৃতঃ। অসি। মধুমতীরিতি মধু—মতীঃ। নঃ। ইষঃ।

কৃধি। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। দিব্যেভ্যঃ। পার্থিবেভ্যঃ। মনঃ।

ত্বা। অষ্টু। উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি। স্বাহা। ত্বা। সুভব ইতি

সু—ভবঃ। সূর্য্যায়। দেবেভ্যঃ। ত্বা। মরীচিপেভ্য ইতি মরীচি—পেভ্যঃ।

(৩) এষঃ। তে। যোনিঃ। অপানায়েত্যপ—অনায়। ত্বা ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিত ভক্তিরসামৃত! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'অন্তঃ' (হৃদ্‌রূপে আধারে) 'গচ্ছ' (প্রবিশ, হৃদি সমুৎপন্নং ভব ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে 'মঘবন্' (পরমধনদাতঃ হে ভগবন্!) 'পাহি' (রক্ষ, অস্মাকং হৃদি সঞ্জাতং ভক্তি-রসামৃতং গৃহাণ ইতি যাবৎ) অপিচ 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) তথা 'রায়ঃ' (চতুর্ব্বর্গরূপং ধনং) 'উরুষ্য' (শত্রুভ্যঃ রক্ষ, যদ্বা - শত্রুভ্যঃ যথা অন্তর্দ্ধানং ন ভবতি তথা সংযময় ইতি ভাবঃ); ততঃ 'সমিষঃ' (সমীচীনানি অন্নানি, যদ্বা—সৎকর্ম্মণঃ সুফলানি ইতি ভাবঃ) 'যজস্ব' (বিধেহি)।

(গ) 'তে' (তবানুগ্রহাৎ) অহং 'দ্যাবাপৃথিবী' (ইহকালপরকালয়োঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে, সম্বন্ধিনি ইত্যর্থঃ) যানি কল্যাণানি বিদ্যন্তে, তৎসর্ব্বাণি 'দধামি' (সাধয়ামি ইতি ভাবঃ), অপিচ 'অন্তঃ উরু অন্তরিক্ষং' (বিস্তীর্ণে হৃদ্‌রূপে আধারে ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'দধামি' (ধারয়ামি)।

(ঘ) 'মঘবন্' (পরমধনদাতঃ হে ভগবন্!) ত্বং 'দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চ' (সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ) 'সজোষাঃ' (সহ) 'অন্তর্যামে' (মম ভক্তিরসাপ্লুতে হৃদ্‌রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'মাদয়স্ব' (হৃষ্টঃ ভব, ত্বং হৃষ্টঃ সন্ অন্যানপি হর্ষয় ইতি ভাবঃ)।

২। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'স্বাংকৃতঃ' (ভগবতা সহ সংযোজকঃ) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'মধুমতীঃ' (মধুরাণি, অমৃতপ্রদানি ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (অন্নানি, অভীষ্টফলরূপাণি ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, সম্পাদয় ইতি যাবৎ)। 'পার্থিবেভ্যঃ' (ইহজন্মনি) 'দিব্যেভ্যঃ' (পরজন্মনি) ইহকালপরকালে ইতি ভাবঃ 'বিশ্বেভ্যঃ' (সর্ব্বেভ্যঃ) 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' (ভূতেভ্যঃ—তেষাং হিতায় ইতি যাবৎ) ত্বাং হৃদি ধারয়ামি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) মম 'মনঃ' 'অষ্টু' (ব্যাপ্নোতু—মম মনসি সদ্ভাবঃ সঞ্জায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, নির্ম্মলং ইতি ভাবঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎবিস্তৃতং হৃদ্‌রূপং আধারং ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুসৃত্য, অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'ইহি' (আগচ্ছ); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ) 'ত্বা' (ত্বাং) ভগবৎপ্রীতিসাধনায় নিয়োজয়ামি; সম্পূর্ণং অস্ত মম অনুষ্ঠানং ইতি শেষঃ।

(গ) 'সুভবঃ' (হে মম অন্তর্নিহিত সদ্ভাব!) 'সূর্য্যায়' (স্বপ্রকাশায় পরমদেবায়) অপিচ 'মরীচিপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (পালকদেবায়, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

৩। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) এব 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (স্থানং, আধারক্ষেত্রং)। অতঃ 'প্রাণায়' (প্রাণদেবতাসন্তোষার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজমামিতি শেষঃ। (১অষ্টকঃ—৪প্রপাঠকঃ—৩অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি-রসামৃত! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভুত হও। অতএব তুমি আমার হৃদ্রূপ আধারে প্রবেশ কর অর্থাৎ হৃদয়ে সমুৎপন্ন হও।

(খ) পরমধনদাত হে ভগবন্! আপনি আমার অন্তরে ভক্তি-রসামৃতকে রক্ষা করুন; অপিচ শুদ্ধসত্ত্ব এবং চতুর্ব্বর্গরূপ ধন-সমূহকে শত্রুগণ হইতে রক্ষা করুন অর্থাৎ শত্রুদিগের দ্বারা যাহাতে অন্তর্দ্ধান না হয়, সেইরূপে নিয়মিত করুন। তদনন্তর সমীচান অন্ন-সমূহ অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করুন।

(গ) আপনার অনুগ্রহে আমি যেন ইহকাল-পরকালের সমস্ত কল্যাণ-সাধন করিতে পারি এবং বিস্তীর্ণ হৃদয়রূপ আধারে যেন আপনাকে ধারণ করিতে সমর্থ হই।

(ঘ) পরমধনদাত হে ভগবন্! আপনি সকল দেবগণের সহিত আমার ভক্তি-রসাপ্লুত হৃদ্রূপ গৃহে আগমন করুন; এবং আপনি আনন্দ লাভ করিয়া দেবতাসমূহকে আনন্দিত করুন। (অর্থাৎ আপনি অধিষ্ঠিত হইয়া দেবভাবসমূহ উৎপাদন করুন)।

২। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সহিত সংযোজক হও। তুমি আমাদিগের নিমিত্ত অমৃতপ্রদ অভীষ্টফলসমূহ সম্পাদন কর। ইহজন্মে ও পরজন্মে অর্থাৎ ইহকাল-পরকালে সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে আমার মন ব্যাপ্ত করুক অর্থাৎ আমার মনে সদ্ভাব সঞ্জাত হউক। অপিচ, তুমি আমার নির্ম্মল অন্তরিক্ষবৎ হৃদ্রূপ আধার-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কর। ভগবানের

প্রীতির নিমিত্ত স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি; আমার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হউক।

(গ) হে আমার অন্তর্নিহিত সদ্ভাব! স্বপ্রকাশ পরমদেবতার এবং পালক দেবতার নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৩। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! আমার নির্ম্মল হৃদয়ই তোমার আধার-ক্ষেত্র। অতএব প্রাণ-দেবতার সন্তোষ-সাধন জন্য তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

দ্বিতীয়েঽনুবাক উপাংশুগ্রহোঽভিহিতঃ। অথ তৃতীয়মারভ্য ষট্‌ত্রিংশত্তেষ্বনুবাকেষ্বন্তর্যামাদিকাঃ ষোড়শ্যন্তা গ্রহা অভিধীয়ন্তে। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যে পাঠ এব নিয়ামকঃ।

১। "উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্ পাহি সোমমুরুষ্য রায়ঃ সমিষো যজস্বান্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্ব্বন্তরিক্ষং সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্মাদয়স্ব।" কল্পঃ—"উদিত আদিত্যেঽন্তর্যামং গৃহ্ণাত্যতিপবমানস্য রাজ্ঞ উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্ পাহি সোমমুরুষ্য রায়ঃ সমিষো যজস্বান্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্ব্বন্তরিক্ষং সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্মাদয়স্বেতি" ইতি। অতিপবমানস্য দশাপবিত্রেণাত্যন্তশুদ্ধস্য। হে সোমরস পৃথিব্যা ত্বমুপযামগৃহীতোঽসি। উপযামঃ পৃথিবী। "ইয়ং বা উপযামঃ" ইতি শ্রুতেঃ। পৃথিব্যামুৎপন্নং দারুময়মন্তর্যামসংজ্ঞকং পাত্রমন্তর্যামশব্দেনোচ্যতে। হে মঘবন্নন্তর্যচ্ছ, ইদং পাত্রমস্মাকং ভ্রাতৃব্যেভ্যোঽন্তর্দ্ধানং যথা ন ভবতি তথা নিয়ময়। ততঃ সোমং পালয়। রায়ো ধনানি উরুষ্য রক্ষ। সমিষঃ সমীচীনান্যন্নানি যজস্ব দেহি। দ্যাবাপৃথিব্যৌ তবানুগ্রহাদন্তর্দ্দধামি ব্যবধায়িকে করোমি। বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষমপ্যন্তর্দ্দধামি। হে মঘবন্নবরৈঃ পরৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সজোষাঃ সহ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বা অস্মিন্নন্তর্যামগ্রহে মাদয়স্ব। ত্বং হৃষ্টঃ সন্নস্মানপি হর্ষয়॥

অন্তর্যামপাত্রে সোমরসগ্রহণং বিধত্তে—"দেবা বৈ যদ্‌যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা উপাংশৌ যজ্ঞং সংস্থাপ্যমপশ্যন্তমুপাংশৌ সমস্থাপয়ন্তেঽসুরা বজ্রমুদ্যত্য দেবানভ্যায়ন্ত তে দেবা বিভ্যত ইন্দ্রমুপাধাবন্তানিন্দ্রোঽর্যামেণান্তরধত্ত তদন্তর্যামস্যান্তর্যামত্বং যদন্তর্যামো গৃহ্যতে ভ্রাতৃব্যানেব তদ্‌যজমানোঽন্তর্দ্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি। দেববদ্‌যজ্ঞমনুতিষ্ঠতামসুরাণাং ব্যামোহার্থমুপাংশুগ্রহে যজ্ঞং সমাপনীয়ং মত্বা রহসি দেবাস্তং তথা চক্রুঃ। তং প্রকারমজ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধানসুরানিন্দ্রোঽন্তর্যামগ্রহেণান্তর্হিতানকরোৎ। ততো ভ্রাতৃব্যান্তর্দ্ধানায়ান্তর্যামো গ্রহীতব্যঃ॥

মন্ত্রভাগে দ্যাবাপৃথিব্যুক্তেঃ প্রয়োজনমাহ—"অন্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যাহৈভিরেব লোকৈর্যজমানো ভ্রাতৃব্যানন্তর্দ্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি॥ সজোষা ইত্যাদেঃ প্রয়োজনমাহ—"তে দেবা অমন্যন্তেন্দ্রো বা ইদমভূদ্‌যদ্বয়ং স্ম ইতি তেঽব্রুবন্মঘবন্নমু ন আ ভজেতি সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চেত্যব্রবীদ্‌যে চৈব দেবাঃ পরে যে চাবরে তানুভয়ানন্বা-

ভজং সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চেত্যাহ যে চৈব দেবাঃ পরে যে চাবরে তানুভয়ানন্বাভজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি। যদৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তুং বয়মিচ্ছাবন্তঃ স্ম ইদং সর্ব্বমিন্দ্র এবাভূৎ প্রাপ্তবানিতি মত্বা তে দেবা অব্রুবন্। হে মঘবংস্ত্বামন্বস্মানপি ভাগিনঃ কুর্ব্বিতি। তত ইন্দ্রঃ সজোষা ইত্যাদি বাক্যেনানুজজ্ঞৌ। তয়াঽনুজ্ঞয়া যে চোৎকৃষ্টা দেবা যে চ নিকৃষ্টাস্তান্ সর্ব্বান্ ভাগিনোঽকরোৎ। অতোঽত্রাপি সজোষা ইত্যাদ্যুক্ত্যা সর্ব্বান্ ভাগিনঃ করোতি॥ মাদয়স্বেত্যত্র যথা ভাগলাভেন দেবানাং হর্ষস্তথা যজ্ঞবিঘ্নাভাবেন যজমানস্যাপি হর্ষং দ্যোতয়তি—"অন্তর্যামে মঘবন্মাদয়স্বেত্যাহ যজ্ঞাদেব যজমানং নান্তরেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি॥ মন্ত্রোপক্রমগতস্য গৃহীতশব্দস্য প্রয়োজনমাহ—"উপযামগৃহীতোঽসীত্যাহাপানস্য ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি। অপানদেবতায়া অন্তর্যামাভিমানিতয়া তস্মিন্ গৃহীতে প্রাণিনামপানো ধৃতো ভবতি॥ নাত্রোপাংশোরিবাঙ্গুলিনা গ্রহণং কিং তু দশাপবিত্রেণাভিস্রুতস্য ধারয়েত্যভিপ্রেত্যাহ—"যদুভাবপবিত্রৌ গৃহ্যেয়াতাং প্রাণমপানোঽনু ন্যূচ্ছেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ পবিত্রবানন্তর্যামো গৃহ্যতে প্রাণাপানয়োর্বিধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি।

প্রাণবৃত্তিঃ স্বভাবতো বহির্গচ্ছত্যতঃ প্রাণরূপস্যোপাংশোঃ পবিত্রেণ নিয়মনং নাপেক্ষিতম্। যদ্যন্তর্যামোঽপি তদ্বদপবিত্রঃ স্যাত্তর্হ্যনিয়মিতত্বাত্তদ্রূপোঽপানোঽপি নির্গচ্ছন্তং প্রাণমনু নির্গচ্ছেৎ। ততঃ প্রাণাপানয়োরভাবান্ম্রিয়েত। পবিত্রেণ নিয়মিতে ত্বপানেঽগ্রে তদবিনাভূতঃ প্রাণো নির্গচ্ছন্নপি নাত্যন্তং দেহং পরিত্যজেৎ। তস্মাদুভয়োর্দ্ধারণায় দশাপবিত্রেণান্তর্যামং গৃহ্নীয়াৎ। তৎপ্রকারঃ সূত্রেঽভিহিতঃ—"অদাভ্যাংশুমুপাংশুপাবনৌ চাপিসৃজ্য সর্ব্বেঽধ্বর্যবো দিগ্ভ্যো মহাভিষবমভিষুন্বন্তি অভিষুতমধ্বর্য্যুরঞ্জলিনা সংসিঞ্চতি তমুন্নেতাঽন্তরোষেণোদ্ধৃত্যোত্তরত আধবনীয়েঽবনয়তি উদ্গাতারো দ্রোণকলশং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্নুদীচীনং দশাপবিত্রং বিতন্বন্তি পবিত্রস্য যজমানো নাভিং কৃত্বা তস্মিন্ হোতৃচমসেন ধারাং স্রাবয়ত্যুদঞ্চনেনোন্নেতাঽধবনীয়াদ্ধোতৃচমস আনয়তি সংততা ধারা স্রাবয়িতব্যা ধারায়া অন্তর্যামং গৃহ্নাতি সর্ব্বাংশ্চাতো গ্রহানাগ্রবাৎ" ইতি। গ্রহণাদূর্দ্ধ্বমন্তর্যামস্যোপাংশুবৎ স্বাংকৃতাদিমন্ত্রপ্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ॥

২। "স্বাংকৃতোঽসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যো মনস্ত্বাঽষ্টূর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য। এষ তে যোনিরপানায় ত্বা॥" ইতি॥ এতে মন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ॥ উপাংশ্বন্তর্যামপাত্রয়োরাসাদনে মধ্যগতেনোপাংশুসবনেন সহ স্পর্শং বিধত্তে—"প্রাণাপানৌ বা এতৌ যদুপাꣳশ্বন্তর্যামৌ ব্যান উপাꣳশুসবনো যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিত্যসꣳস্পৃষ্টৌ তস্য সাদয়েদ্ব্যানেনৈবাস্য প্রাণাপানৌ বিচ্ছিনত্তি তাজক্প্রমীয়তে যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি সꣳস্পৃষ্টৌ তস্য সাদয়েদ্ব্যানেনৈবাস্য প্রাণাপানৌ সং তনোতি সর্ব্বমায়ুরেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৬) ইতি। অত্র সূত্রম্—"সর্ব্বমাগ্রয়ণস্থাল্যাং সম্পাতমানীয়ৈষ তে যোনিরপানায় ত্বেতি রিক্তং পাত্রমায়তনে সাদয়তি ব্যানায় ত্বেতি তে অন্তরেণ গ্রাবাণমুপাংশুসবনং দক্ষিণামুখং সংস্পৃষ্টং পাত্রাভ্যাম্" ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"উপান্তর্যামকস্তত্র স্বাংকৃতাদি তু পূর্ব্ববৎ॥ ১॥" ইতি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বিতীয় অনুবাকে উপাংশু-গ্রহের বিষয় অভিহিত। তদনন্তর চতুর্থ হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত অনুবাক-সমূহে ষোড়শুন্ত গ্রহ-সমূহ বিবৃত হইয়াছে। পৌর্ব্বাপৌর্য্য অনুসারে তৃতীয় অনুবাকে অন্তর্য্যাম-গ্রহ উক্ত হইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'উপযাম' এবং 'অন্তর্যাম' পদদ্বয় লক্ষ্যস্থানীয়। ভাষ্যমতে 'উপযাম' পদে পৃথিবী অর্থ পরিগৃহীত। পৃথিবীতে সোমলতা উৎপন্ন হয়; সেই ভাবেই এই অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। আর 'অন্তর্যাম' বলিতে দারুময় 'অন্তর্য্যাম' সংজ্ঞক পাত্র-বিশেষকে বুঝায়। সোম-লতার রস নিঃসারণ করিয়া দারুময় পাত্রে সংরক্ষিত হয়। তাই 'উপযাম' ও 'অন্তর্যাম' পদদ্বয়ের যথাক্রমে 'পৃথিবী' এবং 'দারুময় অন্তর্যাম সংজ্ঞক পাত্রবিশেষ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুসারী এ অর্থ যজ্ঞ-কর্ম্ম-সম্পাদনের উদ্দেশ্য-সাধনে অসঙ্গত না হইতে পারে। আমরাও তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করি না। কিন্তু দারুময় পাত্রে সোমরস সংরক্ষণ করিয়া পারলৌকিক কোনও মঙ্গল সাধিত হয় কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে তাই আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ আমনন করি।

'উপযাম' শব্দের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'পৃথিবী।' পৃথিবী—ইহসংসার—কর্ম্মময়। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যাহা সৎসংস্রবযুক্ত। সৎকর্ম্ম-সাধনেই সদ্ভাবের (শুদ্ধসত্ত্বের) সমাবেশ হয়—অন্তর নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সোম যেমন পৃথিবীতে উৎপন্ন, অন্তরের সোম তেমনি সৎকর্ম্ম হইতে সঞ্জাত হয়। এই ভাব হইতে আমাদের মতে 'উপযামগৃহীতঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'সৎ-কর্ম্মণা সমুদ্ভূতং'। সদ্ভাব, শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি-সুধা সৎকর্ম্মে সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভূত হইয়া অন্তরে সংরক্ষিত হয়। তাই 'অন্তর্য্যাম' পদের অর্থ হইয়াছে—'ভক্তিরসাপ্লুতে হৃদ্‌রূপে আধারে।' ফলতঃ, কর্ম্মই মূলীভূত,—সৎকর্ম্মই অভীষ্টফলপ্রদ।

মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান। সৎকর্ম্ম প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশে অন্তর বিশুদ্ধীকৃত করিয়া, ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য-স্থানীয়। ইহকাল-পরকালের কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে, তাহাই সমীচীন পন্থা বলিয়া মনে করি। সেই ভাবে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই 'সমিষঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; আর সেই ভাবে শক্তি-সঞ্চয়ে অন্তঃশত্রুর উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়। মানুষ যখন সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তখনই তাহার অন্তরস্থিত ভক্তি-সুধা ভগবানের গ্রহণ-যোগ্য হয়। সেই ভক্তি-সুধা পান করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার সর্ব্ববিধ বিভূতি সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়। এই ভাবই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্য দ্বিতীয় অনুবাকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি॥ (১অষ্টক—৪প্রপাঠক—৩অনুবাক)।

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার।
উপো তে অন্ধো মদ্যমযামি যস্য দেব দধিষে পূর্ব্বপেয়ম্।
উপযামগৃহীতোঽসি বায়বে ত্বেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ। উপ
প্রয়োভিরা গতমিন্দবো বামুশন্তি হি। উপযাম-
গৃহীতোঽসীন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিঃ
সজোষাভ্যাং ত্বা ॥ ৪ ॥

* *

পদ-পাঠঃ।

এতি। বায়ো ইতি। ভূষ। শুচিপা ইতি শুচি—পাঃ। উপেতি। নঃ।
সহস্রম্। তে। নিযুত ইতি নি—যুতঃ। বিশ্ববারেতি বিশ্ব—বার। উপো
ইতি। তে। অন্ধঃ। মদ্যম্। অযামি। যস্য। দেব। দাধষে। পূর্ব্ব-
পেয়মিতি পূর্ব্ব—পেয়ম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি।

বায়বে। ত্বা। ইন্দ্রবায়ূ ইতীন্দ্র—বায়ূ। ইমে। সুতাঃ। উপেতি।

প্রয়োভিরিতি প্রয়ঃ—ভিঃ। এতি। গতম্। ইন্দবঃ।

বাম্। উশন্তি। হি। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ।

অসি। ইন্দ্রবায়ুভ্যামিতীন্দ্রবায়ু—ভ্যাম্। ত্বা। এষঃ। তে। যোনিঃ।

সজোষাভ্যামিতি স—জোষাভ্যাম্। ত্বা ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (প্রাণবায়ুরূপেণ সর্ব্বভূতেষু অধিষ্ঠিত হে ভগবন্। যদ্বা—বায়ুরূপেণ সর্ব্বত্রগামিন্ হে ভগবন।) ত্বং 'আ' (আগচ্ছ, হৃদি সমুদিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); আগত্য চ 'ভূষ' (অলঙ্কুরু, মাং পবিত্রতাসম্পন্নং কুরু ইত্যর্থঃ)। 'শুচিপাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক হে ভগবন্!) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'উপ' (উপাগচ্ছ, প্রাপ্নুহি ইতি যাবৎ)। 'বিশ্ববার' (বিশ্বব্যাপক হে ভগবন্!) 'তে' (তব) 'সহস্রং নিযুতং' (করুণায়াঃ পারং নাস্তি, ত্বং হি অনন্তমহিমোপেতঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

'দেব' (হে ভগবন্।) 'যস্য' (শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভক্তিরসামৃতস্য বা প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বপেয়ং' (ভবতাং একমেব গ্রহীতব্যং) ইতি 'দধিষে' (মন্যসে) 'তব' (ভবতাং প্রীতিকরং) 'মত্তং' (পরমানন্দদায়কং) 'অন্ধঃ' (তং ভক্তিরসামৃতং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) 'উপ যামি' (যথা প্রাপ্নোমি তথা সাধয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ)।

হে শুদ্ধসত্ত্ব (অথবা ভক্তিরসামৃত)। ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ সৎকর্ম্মসাধনায় ত্বাং 'বায়বে' (বায়ুরূপেণ সর্ব্বত্রগামিনে ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং) উৎসৃজামি। 'ইন্দবায়ূ' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিনৌ সর্ব্বান্তর্য্যামিনৌ ইন্দ্রবায়্-দেবৌ।) 'ইমে' (এতে) 'সোমাঃ' (অন্তরস্থিতাঃ সোমসুধাঃ, অস্মাকং ভক্তিরসামৃতাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ বিদ্যন্তে সন্তি ইতি শেষঃ); 'হি' (যস্মাৎ) 'ইন্দবঃ' (বিশুদ্ধাঃ ভক্তি-সুধাঃ) বাং (যুবাং) 'উশন্তি' (কাময়ন্তি) তস্মাৎ যুবাং 'প্রয়োভিঃ' (গুণসাম্যৈঃ সহ) 'উপ' (অস্মাকং সমীপে) 'আগতং' (আগচ্ছতং)। অত্র সাধকস্য ভগবৎসামীপ্যলাভায় প্রবলা কামনা প্রকাশতে। সাধকেন সত্ত্বসাম্যভাবং কাম্যতে।

হে শুদ্ধসত্ত্ব (অথবা ভক্তিরসামৃত)। ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতঃ, হৃদয়াৎ

উৎপন্নঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'ইন্দ্রবায়ুভ্যাং' (ইন্দ্রবায়ুদেবাভ্যাং, যদ্বা—তয়োঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি। 'এষ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আধারঃ); 'সজোষাভ্যাং' (দেবভাবসংজননায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিদধামি ইতি শেষঃ ॥ (১অষ্টকঃ—৪প্রপাঠকঃ—৪অনুবাকঃ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রাণবায়ুরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত হে ভগবন্! অথবা, বায়ুরূপে সর্ব্বত্র-গামি হে ভগবন্! আপনি আগমন করুন অর্থাৎ হৃদয়ে সমুদিত হউন। (হৃদয়ে আগমন করিয়া) আমাকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ পবিত্রতাসম্পন্ন করুন। শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। বিশ্বব্যাপক হে ভগবন্! আপনার করুণার অন্ত নাই অর্থাৎ আপনি অনন্ত-মহিমান্বিত। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক)।

হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিরসামৃত-প্রবাহই যদি আপনার একমাত্র গ্রহীতব্য বলিয়া মনে হয়, আপনার প্রীতিকর পরমানন্দদায়ক সেই ভক্তি-রসামৃত বা শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই (অথবা আমাদিগকে প্রদান করুন)।

হে শুদ্ধসত্ত্ব (অথবা ভক্তি-রসামৃত)! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত হও। অতএব সৎকর্ম্মসাধন উদ্দেশ্যে বায়ুরূপে সর্ব্বত্রগমনকারী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গীকৃত করি। পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ইন্দ্র-দেবতা! সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ হে বায়ুদেবতা! আমাদিগের অন্তরস্থিত সোম-সুধা অর্থাৎ ভক্তি-রসামৃত সুসংস্কৃত হইয়া বিদ্যমান আছে। আপনারা বিশুদ্ধ ভক্তি-সুধা কামনা করেন বলিয়া, আপনারা উভয়ে, (সেই ভক্তি-সুধা গ্রহণ জন্য) গুণসাম্য সাধনে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (মন্ত্রে ভগবৎ-সামীপ্য লাভের নিমিত্ত সাধকের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক সত্ত্ব—সাম্য—ভাবও কামনা করিতেছেন)।

হে শুদ্ধসত্ত্ব (অথবা ভক্তিরসামৃত)! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত (হৃদয় হইতে উৎপন্ন) হও; অতএব ইন্দ্রবায়ু-দেবতার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। আমার নির্ম্মল হৃদয় তোমার আধার-স্থানীয়। দেবভাব-সংজননের নিমিত্ত তোমাকে ধারণ বা স্থাপন করিতেছি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্নাত্যা বায়ো ভূষ শুচিপা ইত্যনুদ্রুত্যোপযামগৃহীতোঽসি বায়বে ত্বেতি গৃহীত্বোপযম্যেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যনুদ্রুত্যোপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বেতি গৃহীত্বা পবিত্রদশাভিঃ পরিমৃজ্যৈষ তে যোনিঃ সজোষাভ্যাং ত্বেতি সাদয়তি" ইতি। মন্ত্রাস্ত্বেবং পঠ্যন্তে—

১। "আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার। উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্ব্বপেয়ম্। উপযামগৃহীতোঽসি বায়বে ত্বেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ। উপ প্রয়োভিরা গতমিন্দবো বামুশন্তি হি। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিঃ সজোষাভ্যাং ত্বা॥" ইতি॥

হে বায়ো ত্বমাগত্য গ্রহান্ ভূষালঙ্কুরু। হে শুচিপাঃ শুদ্ধসোমপাস্ত্বং নোঽস্মানুপাগচ্ছ। হে বিশ্ববার বিশ্বব্যাপক তে সহস্রং নিযুতঃ সন্তি। নিযুচ্ছব্দেন বায়ুবাহনভূতা অশ্বা উচ্যন্তে। তবান্ধঃ সোমরসরূপমন্নং মদ্যং হর্ষকরং তস্মাদুপো সমীপে ত্বাময়ামি প্রাপ্নোমি। হে দেব যস্য সোমস্য সম্বন্ধি রসদ্রব্যং পূর্ব্বপেয়ং প্রথমমেব পাতব্যমিতি মনো দধিষে ধৃতবানসি তাদৃশেন সোমেন ত্বামুপযামীত্যন্বয়ঃ। হে সোমবস ত্বমুপযামেন পৃথিবীরূপদারুপাত্রেণ গৃহীতোঽসি। ত্বাং বায়বে গৃহ্নামি। হে ইন্দ্রবায়ূ ইমে সোমাঃ সুতা অভিষুতা অতো যুবাং প্রয়োভিরেতৈঃ সোমরসরূপৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈরুপ সমীপ আগতমাগচ্ছতম্। হি যস্মাদিন্দবঃ সোমরসা বামুশন্তি যুবাং কাময়ন্তে। হে সোম দারুপাত্রেণ গৃহীতোঽসি। ইন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বা গৃহ্নামি। হে পাত্রৈষ খরস্যৈকদেশস্তে যোনিস্তব স্থানম্। অতোঽত্র সজোষাভ্যাং সমানপ্রীতিভ্যামিন্দ্রবায়ুভ্যামিন্দ্র-বায়্বর্থং ত্বাং সাদয়ামি। এতে মন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ।

দ্বিদেবত্যগ্রহেষ্বস্য প্রাথম্যং বিধত্তে—"বাগ্বা এষা যদৈন্দ্রবায়বো যদৈন্দ্রবায়বাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে বাচমেবান্বু প্র যন্তি" (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৭) ইতি। ঐন্দ্রবায়বমৈত্রাবরুণাশ্বিনগ্রহাণামভিমানি-দেবতা বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রাভিধাঃ। তস্মাদৈন্দ্রবায়বো বাগিত্যুচ্যতে। তস্য প্রাথম্যে সতি বাচং পুরতঃ প্রযতীং চক্ষুরাদয়োঽনু প্রযন্তি॥ তৎপ্রাথম্যং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"বায়ুং দেবা অব্রুবন্ৎ-সোম৺ রাজান৺ হনামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মদগ্রা এব বো গ্রহা গৃহ্যান্তা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে তমঘ্নন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৭) ইতি। অভিষবঃ সোমদেবতায়া হননম্॥

তদেব প্রাথম্যং দ্রঢ়য়িতুং পুনরপি বায়ুং প্রশংসতি, অথ বা বায়ুস্তত্যা বায়বে গৃহ্নীয়াদিতি বিধিরুন্নেয়ঃ—"সোঽপূয়ত্তং দেবা নোপাধৃষ্ণুবস্তে বায়ুমব্রুবন্নিমং নঃ স্বদয়েতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মদ্দেবত্যান্যেব বঃ পাত্রাণ্যুচ্যান্তা ইতি তস্মান্নানাদেবত্যানি সন্তি বায়ব্যান্যুচ্যন্তে তমেভ্যো বায়ু-রেবাস্বদয়ত্তস্মাদ্যৎপূয়তি তৎপ্রবাতে বি ষজন্তি বায়ুর্হি তস্য পবয়িতা স্বদয়িতা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৭) ইতি। অয়ং সোমো হতঃ সন্নপূয়দ্দুর্গন্ধোঽভবৎ। নোপাধৃষ্ণুবন্ স্বাদুং কর্ত্তুং নাশক্নুবন্। মৈত্রাবরুণাশ্বিনাদীন্যপি গ্রহপাত্রাণি বায়ব্যানীত্যুচ্যন্তে। অত এবাঽম্নাতম্—"আগ্রাবণ আবায়ব্যানি" ইতি। লোকে যদ্বস্তু দ্রবাধিক্যাৎ পূতিগন্ধোপেতং ভবতি তচ্ছোষয়িতুং প্রকৃষ্টে বায়ৌ বিষজন্তি প্রসার্য্য স্থাপয়ন্তি। অতস্তাদৃশস্য বস্তুনো বায়ুঃ শোধয়িতা স্বাদুকর্ত্তা চ॥ সর্ব্বগ্রহসাধারণমুপযামগৃহীতোঽসীত্যমুং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"তস্য বিগ্রহণং নাবিন্দন্ৎসাঽদিতিরব্রবী-দ্বরং বৃণা অথ ময়া বি গৃহ্নীধ্বং মদ্দেবত্যা এব বঃ সোমাঃ সন্না অসন্নিত্যুপযামগৃহীতোঽসীত্যাহা-

দিতিদেবত্যাস্তেন যানি হি দারুময়াণি পাত্রাণ্যস্যৈতানি যোনেঃ সম্ভূতানি যানি মৃন্ময়ানি সাক্ষাত্তান্যস্যৈ তস্মাদেবমাহ” (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৭) ইতি।

বিবিধদেবতার্থত্বেন গৃহ্যতে যেন মন্ত্রেণ তাদৃশং মন্ত্রং নালভন্ত। অদিতিঃ পৃথিবী। ময়া ভূমিপ্রতিপাদকমন্ত্রেণ। যে যুষ্মাকং সোমাস্তে সর্ব্বেঽপি হোমকালে যুষ্মদ্দেবত্যত্বেঽপ্যাসাদনকালে মদ্দেবত্যাঃ সন্ত্বিতি ভূমের্ব্বচঃ। উপযামগৃহীতোঽসীত্যেতাদৃশং মন্ত্রং ভূমিরাহ। উপযামেন ভূমিসম্বন্ধিপাত্রেণ গৃহীত ইতি মন্ত্রার্থঃ। তেনৈতন্মন্ত্রপ্রয়োগেণ পূর্ব্বোক্তবরেণ চ সোমা অদিতি-দেবত্যাঃ। দ্বিবিধানি সোমপাত্রাণি দারুময়াণি গ্রহরূপাণি মৃন্ময়ানি চাঽগ্রয়ণস্থাল্যাদীনি। তত্রাস্যা ভূমেঃ সম্বন্ধিনী যা বৃক্ষরূপা যোনিস্তস্যাঃ সম্ভূতানি গ্রহাদীনি, স্থাল্যাদীনি তু সাক্ষাদেব ভূমেঃ কার্য্যাণি। তস্মাদুপযামগৃহীত ইত্যেবং মন্ত্রো রুচ্যতে। ঐন্দ্রবায়বোরেকস্মিন্পাত্রে সহ গ্রহণং বিধত্তে—“বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাঽবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে” (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৭) ইতি।

যেয়ং বৈদিকমন্ত্ররূপা বাক্সা পূর্ব্বং পরাচী সমুদ্রঘোষবদৈক্যরূপেণ দণ্ডায়মানা তস্যাং বাচ্যে-তাবদেকং বাক্যং তস্মিন্বাক্যেঽপ্যেতাবদেকং পদং তস্মিন্পদেঽপীয়ং প্রকৃতিরয়ং প্রত্যয় ইত্যেবং বিভজ্য সর্ব্বতঃ করণং ব্যাকরণং তদ্রহিতত্বাদব্যাকৃতৈবাবদৎপ্রবৃত্তা। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বাক্যপদাদিরূপেণ তত্র তত্র বিচ্ছিদ্য বিভিন্নাং কৃতবান্॥ ঐন্দ্রবায়বগ্রহণমুপসংহরতি—“তস্মাৎ সকৃদিন্দ্রায় মধ্যতো গৃহ্যতে দ্বির্ব্বায়বে দ্বৌ হি স বরাববৃণীত” (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৭) ইতি। যস্মাদিন্দ্র একমেব সহগ্রহণরূপং বরমবৃণোত্তস্মাৎ সকৃদেবেন্দ্রস্য সোমগ্রহণম্। যস্মাচ্চ বাচং মধ্যতো বিভক্তবাংস্তস্মাদুভয়োর্ব্বায়ুর্থগ্রহণয়োর্মধ্য ইন্দ্রার্থং গ্রহণম্। আ বায়ো ভূষেতি কেবলস্য বায়োরাদৌ গ্রহণং, ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যত্র বায়ুঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে। তস্মাদিন্দ্রস্য মধ্যে স্থানম্। তস্মাদ্বায়োর্গ্রহাগ্রত্বমেকো বরঃ। সর্ব্বপাত্রাণাং বায়ব্যত্বং দ্বিতীয়ো বরঃ। তস্মাত্তস্য দ্বিঃ সোমগ্রহণম্॥ ইত আরভ্য বিনিয়োগসংগ্রহঃ ষট্‌ত্রিংশানুবাকস্যান্ত উদাহরিষ্যতে॥

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—“পুরোপাংশোরুত স্বস্য স্থানে স্যাদৈন্দ্রবায়বঃ। আদ্যোঽগ্রত্ববিধেরৈবং ধারাযুক্তাগ্রতোক্তিতঃ” ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—“ঐন্দ্রবায়বাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে” ইতি। মন্ত্রকাণ্ডাধিকাণ্ডয়োর্গ্রহাণাময়ং পাঠক্রমঃ—উপাংশুগ্রহঃ প্রথমঃ। অন্তর্যামগ্রহো দ্বিতীয়ঃ। ঐন্দ্রবায়বগ্রহস্তৃতীয়ঃ। মৈত্রাবরুণগ্রহশ্চতুর্থ ইত্যাদি। তত্রৈন্দ্র-বায়বস্যাগ্রত্ববিধানাদুপাংশুগ্রহাৎ পূর্ব্বমেব গ্রহণমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। নৈতদ্যুক্তম্। অগ্রত্বস্য ধারাগ্রহাপেক্ষত্বাৎ। ঐন্দ্রবায়বাদয়ো ধারাগ্রহাঃ, তদ্বাক্যে ধারয়া গৃহ্ণাতীতি শ্রুতত্বাৎ। এবং সতি পাঠক্রমো ন বাধ্যতে। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ স্বস্যৈব স্থানে গ্রহীতব্যঃ তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—“সর্ব্বাদৌ স্বস্য বা স্থানে কাম্যঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বঃ। পুনর্ব্বিধেরাদিমোঽস্যাঃ কামায়ৈতদ্বিধানতঃ” ইতি॥ জ্যোতিষ্টোম এব শ্রূয়তে—“ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্‌গ্রহান্‌গৃহ্ণীয়াদ্যঃ কাময়েত যথাপূর্ব্বং প্রজাঃ কল্পেরন্” ইতি। সোঽয়ং কাম্য ঐন্দ্রবায়বঃ সর্ব্বেষামুপাংশুপ্রভৃতীনাং গ্রহাণামাদৌ স্যাৎ। কুতঃ। ধারাগ্রহাদিত্বস্য পূর্ব্বমেব সিদ্ধৌ সত্যাং পুনরপ্যগ্রতাবিধানাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাত্র

সর্ব্বাগ্রত্বং বিধাতুং শক্যম্। ধারাগ্রহাণাং প্রকৃতত্বাৎ। অতো যথাপ্রাপ্তাগ্রত্বোপেতানাং ধারাগ্রহাণাং কামসংযোগোঽত্র বিধীয়ত ইতি স্বস্থান এবায়মৈন্দ্রবায়বগ্রহঃ। দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"রথন্তরং সাম সোমে ভবেত্তদ্বদ্‌বৃহজ্জগৎ। ঐন্দ্রবায়বশুক্রাগ্রয়ণাগ্রাশ্চ গ্রহাঃ শ্রুতাঃ॥ রথন্তরাদিসংযুক্তমন্যৎকর্ম্মাথ বা গুণঃ। গায়ত্রাদিযুতাৎ পূর্ব্বাদন্যদ্ব্যাবৃত্তিতো গুণৈঃ॥ সোমশব্দপ্রকরণে জ্যোতিষ্টোমসমর্পকে। গ্রহাগ্রত্বং গুণস্তত্র ব্যাবৃত্তিস্তু পরম্পরম্" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রূয়তে—'যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ (গ্রহান্) গৃহ্ণীয়াদ্যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্রান্যদি জগৎসামাঽগ্রয়ণাগ্রান্" ইতি। তত্র সোমশব্দেন সোমলতাসাধনকো যাগোঽভিধীয়তে। তস্মিংশ্চ যাগে মাধ্যন্দিনসবনে পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তরবৃহজ্জগন্নামকানি সামানি বিকল্পেন বিহিতানি। অভি ত্বা শূরেত্যস্যাং যোনাবুৎপন্নং রথন্তরম্। ত্বামিদ্ধি হবামহ ইত্যস্যামুৎপন্নং বৃহৎ। জগতীছন্দস্কায়ামুৎপন্নং জগৎ। ঐন্দ্রবায়বঃ, মৈত্রাবরুণঃ, আশ্বিনঃ, শুক্রঃ, মন্থী, আগ্রয়ণঃ, উক্থ্যঃ, ধ্রুব ইত্যাদয়ো গ্রহাঃ প্রাতঃসবনে গৃহ্যন্তে। দারুপাত্রেষু সোমরসস্য গ্রহণাদ্‌গ্রহা ভবন্তি। সোমযাগস্য রথন্তরসামোপেতত্বপক্ষে তেষু গ্রহেষ্বৈন্দ্রবায়বঃ প্রথমং গ্রহীতব্যঃ। বৃহৎসামোপেতত্বপক্ষে শুক্রঃ প্রাথমিকঃ। জগৎসামোপেতত্বপক্ষ আগ্রয়ণঃ প্রাথমিক ইতি বিষয়বাক্যার্থঃ। তত্র প্রকৃতো জ্যোতিষ্টোমো গায়ত্রাদিসামোপেতঃ। তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমিহ রথন্তরাদয়ো গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে। তস্মাদৈন্দ্রবায়বাগ্রত্বাদিগুণোপেতানি কর্ম্মান্তরাণি বিধীয়ন্ত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ - যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদিত্যুক্তৌ যঃ সোমশব্দস্তেন প্রকরণেন চাত্র জ্যোতিষ্টোমঃ সমর্প্যতে। তস্মিন্‌সমর্পিতে গ্রহাগ্রত্বং গুণো বিধীয়তে। ন চ রথন্তরাদি-গুণানুবাদেন জ্যোতিষ্টোমস্য ব্যাবৃত্তিঃ সম্ভবতি। তস্য প্রাতঃসবনাদৌ গায়ত্রাদিসামোপেতত্বেঽপি পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তরাদিযোগস্যাপি সম্ভবাৎ। কিং তর্হি ব্যাবর্ত্ত্যত ইতি চেৎ, রথন্তরবৃহজ্জগতাং পরমার্থতো ব্যাবৃত্তিরিতি বক্ষ্যামঃ। রথন্তরাদয়ঃ পৃষ্ঠস্তোত্রে বিকল্পিতাঃ। তত্র রথন্তরানুবাদেনেতরৌ পক্ষৌ ব্যাবর্ত্ত্যেতে। এবমিতরত্রাপি। তস্মাদয়ং গুণবিধিঃ। নন্থ যঃ প্রকৃতো জ্যোতিষ্টোমঃ সোঽন্যেষাং সোমযাগানাং প্রকৃতিঃ। ন হি প্রকৃতৌ জগত্যামুৎপন্নং সাম বিহিতমস্তি। অত এব দশমাধ্যায়ে পঞ্চমপাদস্য পঞ্চদশাধিকরণে প্রথমবর্ণকে 'যদি জগৎসামা' ইতিবাক্যোক্তমাগ্রয়ণাগ্রত্বং বিকৃতৌ বিষুবনামকে মুখ্যেঽহনি ব্যবস্থাপিতম্। বাঢ়ং, তথাঽপি নাত্র কশ্চিদ্বিরোধঃ। আগ্রয়ণাগ্রত্ববাক্যং ন কর্ম্মান্তরবিধায়কং, কিং ত্বন্যেন বিহিতে সোমযাগে যত্র জগৎসাম সম্ভবতি তত্র গুণবিধায়কমিত্যেতাবত এবাত্র প্রতিপাদ্যত্বাৎ। তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—"ঐন্দ্রবায়বশেষস্য সকৃদ্ভক্ষ উতাসকৃৎ। পূর্ব্বন্যায়াৎ সকৃদ্ভক্ষো দ্বির্ভক্ষো বচনাদ্ভবেৎ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে যোঽয়মৈন্দ্রবায়বগ্রহস্তত্র সংস্কার্য্যস্য সোমস্যৈকত্বাৎ সকৃদেব শেষকার্য্যমিতি চেন্নৈবম্। দ্বিরৈন্দ্রবায়বস্য ভক্ষয়তি দ্বির্হি তস্য বষট্‌করোতীতি বচনাদ্দ্বির্ভক্ষণম্॥

অথ ছন্দঃ—

আ বায়ো ভূষেতি ত্রিষ্টুপ্। ইন্দ্রবায়ূ ইতি গায়ত্রী॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বায়ু! তুমি আগমন করিয়া গ্রহ-সমূহকে অলঙ্কৃত কর। হে শুদ্ধ সোমপানকারী! আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। হে বিশ্বব্যাপক! তোমার বাহনভূত সহস্র অযুত অশ্ব আছে। সোমরসরূপ অন্ন তোমার হর্ষকর; অতএব তোমাকে যেন সমীপে প্রাপ্ত হই। হে দেব! সোম-সম্বন্ধি যে রসদ্রব্য তুমি প্রথম পানযোগ্য বলিয়া মনে ধারণা কর, সেইরূপ সোমের সহিত তোমার সমীপ যেন প্রাপ্ত হই। হে সোমরস! তুমি পৃথিবীরূপ দারু-পাত্রে গৃহীত হইয়াছ। তোমাকে বায়ুর নিমিত্ত গ্রহণ করি। হে ইন্দ্রবায়ু! এই সোম অভিষুত হইয়াছে। অতএব তোমরা সোমরসরূপ অন্ন গ্রহণ জন্য সমীপে আগমন কর। কেন-না, সোমরস তোমাদিগকেই কামনা করে। হে সোম! দারু-পাত্রে গৃহীত হইয়াছে। ইন্দ্রবায়ুর নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করি। হে পাত্র! খরের একদেশে তোমার স্থান। অতএব এই স্থানে সমান-প্রীতিযুক্ত ইন্দ্রবায়ুর নিমিত্ত তোমাকে স্থাপন করিতেছি।'—ইত্যাদি।

ব্যাখ্যার অনেক স্থলে আমরা ভাষ্যের ভাব প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু তাৎপর্য্যার্থ ভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহস্রং নিযুতঃ' পদে ভাষ্যকার বায়ুর বাহনভূত অশ্ব-সমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সহস্র নিযুত অর্থাৎ অসংখ্য অশ্বের বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, এই ভাব উপলব্ধি হয়। সাধারণ বায়ু পক্ষে সে ভাব অসঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু এখানে 'বায়ো' সম্বোধনে 'সর্ব্বভূতে প্রাণবায়ুরূপে' বিরাজিত ভগবানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম; তাঁহার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত আকৃতি। মানুষ তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। বলে—তিনি বায়ু; বলে—তিনি অগ্নি; বলে—তিনি ইন্দ্র; বলে—তিনি মরুৎ; বলে—তিনি যম; বলে—তিনি ব্যোম। কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারে—তিনি সকলই, সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান; তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়—তখনই সকল সংশয় টুটিয়া যায়। যিনি অগ্নিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি যে ভুল দেখিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না; আবার যিনি বায়ুরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে ভুল দেখিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি না। যিনি ইন্দ্র, মিত্র, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রম-গ্রস্ত তাহাও মনে করি না। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি—সকলই তাঁহার বিভূতি-বিকাশ মাত্র। যে জন যত নিকটে যাইতে পারে, সে ততই তাঁহাতে লীন হইতে সমর্থ হয়। অগ্নি বলিয়াই সম্বোধন কর, বায়ু বলিয়াই সম্বোধন কর, অথবা ইন্দ্র-মিত্র-বরুণাদি যে নামেই সম্বোধন কর; যত বিভিন্ন নামেই তাঁহাকে অভিহিত কর না কেন,—যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ঐ সম্বোধন, তিনি যখন অভিন্ন, তখন সকল সম্বোধনই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। তাই তাঁহার যে যে বিভূতি প্রকাশমান, সেই সেই বিভূতির উপাসনার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল সুগম পথ প্রদর্শিত। 'বায়ো' সম্বোধনে তাই সেই প্রাণবায়ুরূপে

বিরাজমান ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই মনে করি। সে হিসাবে 'সহস্রং নিযুতঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার অনন্ত মহিমার—তাঁহার অনন্ত করুণার বিষয়ই প্রখ্যাপিত। তাই ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—'করুণায়াঃ পারং নাস্তি,—ত্বং হি অনন্তমহিমোপেতঃ।' ফলতঃ, উদ্দেশ্য—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন; আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন জন্য, প্রেমময় সচ্চিদানন্দ বিশ্ব-প্রেমিকের সহিত তৃণ-তুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া, মন্ত্রে সেই বিশ্ব-প্রেমিককে 'বায়ো' সম্বোধনে উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে,—যিনি প্রাণবায়ুরূপে তোমার দেহে নিত্য-বিরাজিত, তাঁহাকে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে—প্রীতির শৃঙ্খলে, তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর; হৃদয়-সিংহাসনে প্রেমময়কে বসাইয়া, প্রেম-ভক্তির দিব্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। এইরূপে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই তোমার সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে; আর সেই সাধনার ফলে আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটিবে।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'মন্তং' পদে অনেক স্থলে মাদকতা-সাধক সোমরস ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করার ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা কদাচ তাহা মনে করি না। 'সোম' শব্দে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, এই চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিয়াছি। ভক্ত যিনি সাধক যিনি, তিনি কি আপনার প্রাণের দেবতাকে উন্মত্ততা-জনক মদ্য পান করাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পাবেন? যিনি যে সোমসুধা দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করেন, সে আর অন্য কিছুই নহে; সে তাঁহার অন্তরের ভক্তিসুধা। তাহাতে তাঁহার প্রাণের দেবতা আনন্দ লাভ করেন, তিনিও পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধিষে পূর্ব্বপেয়ং' পদদ্বয়ে সে ভাব অধিকতর পরিস্ফুট। ভগবান ভক্তের প্রদত্ত ভক্তিসুধাকেই একমাত্র গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে করেন। বিশ্ববাসী সকলে ভগবানকে যে 'অন্ধঃ' উৎসর্গ করিয়া ধন্য হয়, যে 'অন্ধকে' ভগবান 'পূর্ব্বপেয়' বলিয়া 'দধিষে' অর্থাৎ স্বীকার করেন, ভক্তি ভিন্ন সে অন্ন আর অন্য কিছু হইতে পারে কি? ভক্তিই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একমাত্র প্রকৃষ্ট অন্ন। 'মন্তং' ও 'অন্ধঃ' পদদ্বয়ে এখানে সেই অন্নের কথাই বলা হইয়াছে। যিনি যে দিকে যে ভাবেই পূজার অনুষ্ঠান করুন, সোমরূপ ভক্তিসুধা সর্ব্বত্র সঞ্চিত হইয়া ভগবানের পূজা-উৎসবে ব্রতী রহিয়াছে। সে সুধাপানে ভগবান প্রীতিলাভ করেন, ভক্তকে পরমানন্দ প্রদান করেন। ভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রকটনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ,—(ব্রহ্মে অবস্থিত ব্যক্তি) আমি যেরূপ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) এবং যাহা (অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর) পরমা ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে এইরূপ অবগত হন। তদনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ আমি হইয়া যান)।

ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিভাব ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। তাই মন্ত্রে সেই সদ্ভাব ও ভক্তি সংজননের উদ্বোধনা দেখিতে পাই। ভগবানের প্রীতিকর যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মেই সদ্ভাব, সজ্জ্ঞান ও ভক্তি সঞ্জাত হয়। সুতরাং সৎকর্ম্ম-সাধনে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে ভগবানকে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দানের সঙ্কল্পও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত "ইন্দ্রবায়ূ" হইতে 'বামুশন্তি হি' অংশে চতুর্ব্বিধ ভাব মনে আসিতে পারে। শরীরধারী ইন্দ্র ও বায়ুদেবতা যেন মানুষের অন্নদাতা; সোমরস দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া যজমান অন্নাদি প্রার্থনা করিতেছেন,—প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণতঃ এই অর্থই উপলব্ধ হয়।

রূপক ভেদ করিয়া যে দ্বিতীয় অর্থ-নিষ্কাশন করা যায়, তদনুসারে ইন্দ্র বলিতে তেজকে বুঝায়, 'সোম' শব্দে রস বুঝিতে পারা যায়। বায়ু রসের বহনকর্ত্তা। পৃথিবীর রস তাপে শুষ্ক হইয়া বায়ুমণ্ডলে আকৃষ্ট ও সঞ্চিত হয়। তাহা হইতে মেঘসঞ্চার ও বারিবর্ষণ ঘটে। সেই বর্ষণই অন্নাদির উৎপাদক। 'হে ইন্দ্রদেব। হে বায়ুদেব! সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া আছে, তোমরা পান কর; আর তাহার ফলে আমাদের নিকটে অন্নাদি সহ আগমন কর;—এবম্প্রকার উক্তিতে তেজঃ, বায়ু ও রস—এই তিনের সংযোগে পৃথ্বীমাতা উৎপাদিকা-শক্তি প্রাপ্ত হন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। মন্ত্রে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

অন্য অর্থ দেহাত্মভাব-মূলক। যেমন জীবদেহে বায়ু-পিত্ত-কফের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; ঐ তিনের একের আধিক্য হইলে যেমন অপরকে আনিয়া পরস্পরের সাম্য-বিধানের চেষ্টা হয়; ইহসংসারে সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্যভাব-স্থাপন জন্যও সেইরূপ বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মন্ত্রে, দেহ-পক্ষে, বায়ু পিত্ত কফ—এই তিনের সাম্য-বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অথবা অন্তর-পক্ষে, সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যসাধনের প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। যাহারা কেবল দেহ-ধারণকেই—দেহ-রক্ষাকেই সংসারের সারভূত সুখসাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রার্থনা জানাইতেছে,—হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব। আপনারা আমার দেহে বিদ্যমান থাকিয়া কফের প্রকোপ দূর করুন। আমার শৈত্যরূপ সোমরস, বায়ুর ও তাপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অন্তিমে দেহ যখন শীতল হইয়া আসে, বায়ুর এবং উত্তাপের সঞ্চার জন্য তখন কত না প্রক্রিয়াই সাধিত হয়! বায়ুর উপাসনা, ইন্দ্রের উপাসনা,—এই অবস্থাতেই প্রয়োজন হয় না কি?

আর মনে হয়, মন্ত্রাংশে বলা হইতেছে'—'হে জগজ্জীবন। রজোভাবে যে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে! তমোভাব যে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তাহাদের বিষম দ্বন্দ্বে আমি যে বিপর্য্যস্ত হইতেছি। আমার সত্ত্বভাব তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। যতই আমার চিত্ত রজোভাবে, তমোভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, বিবেক-বাণীরূপে উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব ততই তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা শান্ত না হইলে প্রাণ যে রক্ষা হয় না—প্রভু!

উগ্রমূর্ত্তির—অহঙ্কারের প্রশমনই ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান—প্রশান্ত ভাব ধারণ। সোম (শান্তভাব), রুদ্রভাবকে প্রশান্ত করিবার জন্য স্বতঃই প্রযত্নপর। সদ্ভাবের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই,—সত্ত্বের সংশ্রবে রুদ্রভাবে শান্তি আসিলেই, ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান হয়। সোম—সত্ত্বভাব নিয়তই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে,—রজোভাব ও তমোভাব আমাকে আসিয়া পান করুক অর্থাৎ আমার সহিত মিশিয়া স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হউক। সে স্নিগ্ধতা ভিন্ন—সে সাম্যভাব ভিন্ন, তোমার সহিত কেমন করিয়া মিলিব—প্রভু! জ্বালা-মালাই বা শান্ত হইবে কি প্রকারে? মন্ত্রাংশে তাই বলা হইতেছে—'হে বায়ুদেব। হে ইন্দ্র-

দেব! হে আমার হৃদয়ের রজস্তমোভাব। তোমরা সদ্ভাবে বিলীন হও। ঐ দেখ সত্ত্বস্বরূপ সোমরস তোমাদেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,—তোমাদিগকে পাইবার জন্যই একান্ত কামনা করিতেছে।

মন্ত্রে 'ইমে সুতা' পদদ্বয়ে 'সোম সংস্কারের' বিষয় উপলব্ধি হয়। কিন্তু সে সোম সংস্কার কি? কেমন করিয়া সে সোমের সংস্কার সাধন হয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—'সোম মাদক দ্রব্য নহে; সোম—অন্তরের ভক্তিসুধা। ভক্তি সুসংস্কৃত হয়—কখন? যখন সে সোম বা ভক্তিসুধা অনন্যভাবে শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে ন্যস্ত হয়; যখন তাহাতে কোনপ্রকার ক্লেদকলঙ্ক থাকে না; যখন সে স্বচ্ছ নির্ম্মল 'ঐকৈকশরণ্য' ভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইতে পারে, তখনই তাহাকে সুসংস্কৃত বলা যাইতে পারে। 'সংস্কৃত সোম', 'সংস্কৃত ভক্তিসুধা' বলিতে সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত হওয়ার ভাবই বুঝা যায়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদের 'সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য' অর্থ পরিকল্পিত হয়। এক-বিধ অর্থে 'ইন্দবঃ' পদে ইন্দু (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা বা অমৃত বুঝায়। কিন্তু আমাদের মতে 'ইন্দবঃ' পদে ভিন্নভাব দ্যোতিত হয়। আমরা মনে করি—'ইন্দবঃ' পদের 'ভক্তি-সুধা' অর্থই সুসঙ্গত। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি-দানে প্রস্তুত হন তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন,—কি অনুপম অত্যুত্তম আনন্দের সামগ্রী তিনি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ, যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। তখন আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হন; বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হয়; পরিশেষে মিলনের মধুরতা জীবন জনম মধুময় করিয়া তোলে। পরম আনন্দের হেতুভূত তৃপ্তিপ্রদ হর্ষবৃদ্ধিকর 'ইন্দবঃ' তখনই ভগবানের নিমিত্ত প্রস্তুত বা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই ভাবেই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদের সার্থকতা।

মন্ত্রের উপসংহারে সদ্ভাবসংজনন-নিমিত্ত ভগবানের শরণ গ্রহণের ভাব পরিব্যক্ত। অন্তর সদ্ভাবের আধার। নির্ম্মল অন্তরই দেবতার অধিষ্ঠান। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪অনুবাক)।

—— • ——

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ)।

(১) অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।

মমেদিহ শ্রুতꣳ হবম্।

(২) উপযামগৃহীতোঽসি মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বৈষ তে

যোনির্ঋতায়ুভ্যাং ত্বা ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) অয়ম্। বাম্। মিত্রাবরুণেতি মিত্রা—বরুণা। সুতঃ। সোমঃ।

ঋতাবৃধেত্যৃত—বৃধা। মম। ইৎ। ইহ। শ্রুতম্। হবম্।

(২) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। মিত্রাবরুণাভ্যামিতি মিত্রা—

বরুণাভ্যাম্। ত্বা। এষঃ। তে। যোনিঃ। ঋতায়ুভ্যামিত্যৃতায়ু—ভ্যাম্। ত্বা ॥ ৫

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ঋতাবৃধা' (ঋতস্য জলস্য বর্দ্ধিতারৌ, যদ্বা—সত্যস্য যজ্ঞস্য বা পালকৌ ; অথবা সৎকর্ম্মণঃ ক্রমপ্রদর্শকঃ ইত্যর্থঃ—সৎকর্ম্মণি স্থাপয়িতঃ ইতি ভাবঃ) 'মিত্রাবরুণা' (হে মিত্রা-বরুণদেবৌ। অথবা হে মিত্রস্থানীয় করুণাময় ভগবন্ !) 'বাং' (যুষ্মাকং অথবা ভবতাং প্রীত্যর্থং) 'সোমঃ' (মম অন্তরস্থিতা ভক্তিসুধা ইত্যর্থঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতা, বিশুদ্ধীকৃতা বর্ত্ততে খলু) ; 'ইৎ' (তাং ভক্তিসুধাং গৃহীত্বা ইতি যাবৎ) 'ইহং' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'মম' 'হবং' (আহ্বানং—প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'শ্রুতং' (শৃণুতং অথবা শৃণু , পূরয় ইতি ভাবঃ)।

২। হে মম অন্তরস্থিতা ভক্তিসুধা ! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতা) অসি (ভবসি) ; 'ঋতায়ুভ্যাং' (সদ্ভাবসংজনয়িতৃভ্যাং, ভক্তিরসপ্রদাতৃভ্যাং বা) 'মিত্রাবরুণাভ্যাং' (মিত্রাবরুণদেবাভ্যাং, যদ্বা তয়োঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) সাদয়ামি ইতি শেষঃ। হে মম অন্তরস্থিতা ভক্তিসুধা ! 'এষ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আধারং) ; অতঃ ত্বং মম হৃদি সুদৃঢ়ঃ ভব ইতি ভাবঃ)॥ (১অষ্টকঃ—৪প্রপাঠকঃ—৫অনুবাকঃ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। ঋতের বা জলের বৃদ্ধিকারী (অর্থাৎ শস্যোৎপাদনে সহায়ক) অথবা সত্যের বা যজ্ঞের পালক, অথবা সৎকর্ম্মের ক্রমপ্রদর্শক বা সৎকর্ম্মে নিয়োজক, হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় অর্থাৎ মিত্রস্থানীয় করুণায় ভগবন্! আমার অন্তরস্থিত ভক্তি-সুধা অভিষুত অর্থাৎ বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে। সেই ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ (পূরণ) করুন।

২। হে আমার অন্তরস্থিত ভক্তিসুধা! তুমি সৎকর্ম্মে সঞ্জাত হও। সদ্ভাব-সংজনয়িতা ভক্তি-রস-প্রদাতা মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ (নিয়োজিত) করিতেছি। হে আমার অন্তরস্থিত ভক্তি-সুধা! আমার নির্ম্মল হৃদয় তোমার আধারস্থানীয়। অতএব তুমি আমার হৃদয়ে দৃঢ় হও। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

কল্পঃ—"অয়ং বাং মিত্রাবরুণেতি মৈত্রাবরুণং গৃহীত্বা শৃতশীতেন পয়সা শ্রীত্বা, এষ তে যোনি-র্ঋতায়ুভ্যাং ত্বেতি সাদয়তি" ইতি। মন্ত্রপাঠস্তু—

১। "অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতꣳ হবম্। ২। উপযাম-গৃহীতোঽসি মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্ঋতায়ুভ্যাং ত্বা॥" ইতি॥

হে ঋতাবৃধা সত্যস্য বর্দ্ধকৌ মিত্রাবরুণৌ যুবয়োঃ সোমঃ সুতোঽভিষুতঃ। ইদিতি হেতৌ। যস্মাদভিষুতস্তস্মাদিহ কর্ম্মণি মম হবং মদীয়মাহ্বানং শ্রুতং যুবাং শৃণুতম্। ঋতায়ুভ্যাং সত্য-মিচ্ছদ্ভ্যাং মিত্রাবরুণাভ্যাম্। স্পষ্টমন্যৎ॥

মন্ত্রানুপেক্ষ্য গৃহীতস্য সোমরসস্য ক্ষীরমেলনং বিধিৎসুঃ প্রস্তৌতি—"মিত্রং দেবা অব্রুবন্-সোমꣳ রাজানꣳ হনামেতি সোঽব্রবীন্নাহꣳ সর্ব্বস্য বা অহং মিত্রমস্মীতি তমব্রুবন্হনামৈবেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ পয়সৈব মে সোমꣳ শ্রীণন্নিতি তস্মান্মৈত্রাবরুণং পয়সা শ্রীনন্তি তস্মাৎ পশবোঽপাক্রামন্মিত্রঃ সন্ ক্রূরমকরিতি" (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৫) ইতি। হনাম ত্বয়া সহিতা বয়মিত্যর্থঃ। নাহং সোমং হন্মীতি শেষঃ। সর্ব্বমিত্রত্বমহননে হেতুঃ। অত এবাস্মাকমপি মিত্রত্বাদ্ধনামৈবাস্মদীয়ং কার্য্যং হননরূপং ত্বয়া সহৈব কুর্ম্মঃ। শ্রীণন্মিশ্রয়েয়ুঃ। ক্রূরং সোমবধং কৃতবতস্তস্মান্মিত্রাদ্ভীতাঃ পশবোঽপক্রান্তাঃ॥ বিধত্তে—ক্রূরমিব খলু বা এষ করোতি যঃ সোমেন যজতে তস্মাৎ পশবোঽপক্রামন্তি যন্মৈত্রাবরুণং পয়সা শ্রীণাতি পশুভিরেব তন্মিত্রꣳ সমর্ধয়তি পশুভির্যজমানম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০৪ অ০৮) ইতি। তত্তেন শ্রয়ণেন মিত্রদেবযজমানয়োঃ পশুসমৃদ্ধির্ভবতি॥ অস্তু যজমানস্য পশুসমৃদ্ধির্ম্মিত্রস্য তু কুতস্ত্যোত্যাশঙ্ক্য তদর্থমেব চ তস্য বৃতত্বা-দিত্যাহ—"পুরা খলু বাবৈবং মিত্রোঽবেদপ মৎক্রূরং চক্রুষঃ পশবঃ ক্রমিষ্যন্তীতি তস্মাদেব-

মবৃণীত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৮) ইতি॥ ক্রূরং সোমবধং কৃতবতো মত্তোঽপক্রমিষ্যন্তী-ত্যমুমর্থং মিত্রঃ সোমবধাৎ পূর্ব্বমেব খল্ববেদিদিতবান্। তস্মাদেবকারণাৎ পশুসমৃদ্ধিহেতুং ক্ষীরমিশ্রণমবৃণীত॥

অথ মিত্রাবরুণয়োরেকেনৈব পাত্রেণ গ্রহণং বিধত্তে—"বরুণং দেবা অব্রুবন্ত্বয়াঽ৺শভুবা সোম৺ রাজান৺ হনামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ মিত্রায় চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মান্মৈত্রাবরুণঃ সহ গৃহ্যতে তস্মাদ্রাজ্ঞা রাজানম৺শভুবা ঘ্নন্তি বৈশ্যেন বৈশ্য৺ শূদ্রেণ শূদ্রম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৮) ইতি। অংশং দ্রব্যভাগং ভবতে প্রাপ্নোতীত্যংশভূর্দায়াদঃ। সোমো বরুণশ্চ পরস্পরং দায়াদৌ। ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্র ইত্যাদিনা বৃহদারণ্যকে ক্ষত্রিয়ত্বে-নৈককুলবর্ত্তিত্বস্য সমাম্নাতত্বাৎ। যস্মাদংশভুবা বরুণেন সহ সোমং হনামেতি দেবৈরুক্তং তস্মাল্লোকেঽপি তথা কুর্ব্বন্তি। তদ্যথা রামো বিভীষণেনাংশভুবা সহিতো রাবণং জঘান। বৈশ্যশূদ্রয়োরপ্যুদাহার্য্যম্॥ মৈত্রাবরুণস্যৈন্দ্রবায়বানন্তর্যং বিধত্তে—"ন বা ইদং দিবা ন নক্তমাসী-দব্যাবৃত্তং তে দেবা মিত্রাবরুণাবব্রুবন্নিদং নো বি বাসয়তমিতি তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহা এক এবাঽবৎপূর্ব্বো গ্রহো গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ পূর্ব্বো মৈত্রাবরুণাদ্‌গৃহ্যতে" (সং০ কা০৬ প্র০ ৪ অ০ ৮) ইতি। ইদং কালস্বরূপমব্যাবৃত্তমবিভক্তং পূর্ব্বমাসীৎ। এতাবদহরিতি দিবা নাঽসীৎ। এতাবতী রাত্রিরিতি নক্তং নাঽসীৎ। ইদমবিভক্তং কালস্বরূপং নোঽস্মদর্থং বিবাসয়তং বিভজ্য স্থাপয়তম্। আবয়োরাভ্যামস্মদীয়গ্রহাদিত্যর্থঃ॥ ননুপাংশ্বন্তর্যামাবপি মৈত্রা-বরুণাৎ পূর্ব্বমেব গৃহীতাবিত্যাশঙ্ক্যাঽহ—"প্রাণাপানৌ হেতৌ যদুপা৺শ্বন্তর্যামৌ" (সং কা ৬ প্র ৪ অ ৮) ইতি। প্রাণাপানয়োঃ সতোঃ পশ্চাদিতরেন্দ্রিয়স্থিতিরিতি তয়োঃ পূর্ব্বভাবিত্বমবিবাদম্। ইতরেষু তু গ্রহেষ্বৈন্দ্রবায়ব এক এব মৈত্রাবরুণাৎ পূর্ব্বঃ। বরং লব্ধাঽহোরাত্রয়োর্ব্বিভাগমজনয়তামিত্যাহ—"মিত্রোঽহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং ততো বা ইদং ব্যৌচ্ছদ্যন্মৈত্রাবরুণো গৃহ্যতে ব্যুষ্ট্যৈ" (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০৮) ইতি। সূর্য্যোদয়মারভ্য তদস্তময়পর্য্যন্তং কালোঽহরিত্যেবং মিত্রঃ কল্পয়ামাস। তদূর্ধ্বং পুনঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তা। রাত্রি-রিত্যেতদ্বরুণস্য কল্পনং। তত আরভ্যোভয়কালস্বরূপং ব্যোচ্ছদ্বিভক্তমাসীৎ। ব্যুষ্ট্যা অহোরাত্রবিভাগায়॥

অথ ছন্দঃ—অয়ং বামিত্যেষা গায়ত্রী॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

চতুর্থ প্রপাঠকের পঞ্চম অনুবাক মিত্রাবরুণগ্রহাভিধানে বিনিযুক্ত। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ—সত্যের বর্দ্ধক হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! তোমাদিগের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে। যেহেতু সোম অভিষুত, তদ্ধেতু এই কর্ম্মে তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর। সত্য-ইচ্ছাকারী মিত্রা-বরুণ দেবদ্বয়ের নিমিত্ত (সেই বিশুদ্ধীকৃত সোম বিনিযুক্ত হউক) ইত্যাদি।

এখানে মিত্র-দেবতার ও বরুণ-দেবতার বিশেষণ পদ 'ঋতাবৃধৌ' প্রধান লক্ষ্য-স্থানীয়। ঐ পদের বিশেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া মনে করি। 'ঋত' শব্দ বহুভাবদ্যোতক। সাধারণ ভাবে ঐ শব্দে 'জল' অর্থ উপলব্ধ হয়। 'ঋত' শব্দের আর এক অর্থ—সত্য। 'ঋত' শব্দে আর বুঝায়—সত্য-ধর্ম্ম। মরুদেশের অধিবাসী—যাহারা বারি-বিন্দুর জন্য ব্যাকুল; তাঁহাকে জলাধিপতি জানিলে তাঁহার নিকট তাহারা আকুল প্রার্থনা জানাইতে অগ্রসর হইবে না কি? যখন জলের অভাবে শস্য-ক্ষেত্র-সমূহ শুষ্কতা-প্রাপ্ত হয়, বারিবর্ষণ-বিহনে জীবের জীবন-ধারণের প্রধান উপাদান শস্য-সমূহ যখন শুকাইয়া যায়; তখন জলাধিপতির শরণ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর আর কি থাকিতে পারে? তিনি 'ঋতাবৃধ' বুঝিয়া, তিনি জলাধিপতি বুঝিয়া, সাধারণ মানুষ তাই তাঁহার নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। প্রথম দৃষ্টিতে 'ঋতাবৃধৌ' পদের এইরূপ অর্থই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু একটু উচ্চস্তরের মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা দেখেন—তিনি কেবল এই সাধারণ জলের অধিপতি নহেন; তিনি যেন শান্তি-বারি প্রদানকারী—স্নিগ্ধতা-বিধান-কর্ত্তা। সংসারের জ্বালামালায় অন্তর যখন জ্বলিয়া ক্ষার হইবার উপক্রম হয়, এই স্তরের মানুষ, তাঁহাকে স্নিগ্ধতা গুণের আধার জানিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার জলের অভাব, সে তাঁহার নিকট জলের আকাঙ্ক্ষায় প্রধাবিত হয়; আর যাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে তাঁহাকে শান্তিদাতা জানিয়া, তাঁহার নিকট শান্তির প্রার্থনা করে। 'ঋতাবৃধৌ' পদ সংসার-তাপ-তপ্ত ঐ দ্বিবিধ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে জলাধিপতি ও স্নিগ্ধকারী অর্থ সূচনা করিয়া থাকে।

আরও একটু উচ্চস্তরের সাধক—সংসারের দৃঢ় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যিনি কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন,—তিনি বুঝিয়া থাকেন, এ মিত্র ও বরুণদেব তাঁহারই নাম মাত্র;—যাঁহার নাম নাই, তাঁহারই নাম; যাঁহার রূপ নাই, যিনি অরূপ, তাঁহাতে রূপের কল্পনা মাত্র। সেই সাধকের চক্ষেই প্রতিভাত হয়—'ঋতাবৃধৌ' 'সত্যস্বরূপৌ' অর্থাৎ তিনিই সৎ, তিনিই সত্য-স্বরূপ। এ মিত্রদেব, এ বরুণদেব তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ—যিনি সৎ, যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি অক্ষয়, যিনি অব্যয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত। সৎস্বরূপ বোধগম্য হইলেই, তাঁহাকে সত্য-ধর্ম্মের আশ্রয় স্থান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতেই সত্যধর্ম্ম, তিনিই সত্যের রক্ষক, তিনিই সত্য-ধর্ম্মের প্রতিপালক—এই ভাব-প্রবাহ যখন সাধকের চিত্তে প্রবাহিত হয়, তিনি যখন সত্যের ধারণায় সমর্থ হন, তখনই তিনি মিত্র-বরুণের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন—'ঋতাবৃধৌ' পদের চরম লক্ষ্য তখনই তাঁহার হৃদ্গত হয়। সর্ব্বোচ্চ-স্তরের সাধকেই এই ভাব প্রকটিত থাকে।

বৈজ্ঞানিকের নিকট মিত্র ও বরুণ পদে ভিন্ন অর্থ প্রতিভাত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক দেখিবেন—কিরূপে মিত্রের (সূর্য্যের) খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে সঞ্চারিত হইতেছে; আর কিরূপে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। লৌকিক হিসাবে, বরুণদেব ও সূর্য্যদেব উভয়ের সহযোগে বর্ষণ-ক্রিয়া সমাহিত হয়। যজ্ঞাদির দ্বারা—হবিরাদি আহুতি-প্রদানে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হন অর্থাৎ মেঘের

সঞ্চার হয়; আর তাঁহাদের প্রসাদে (মেঘ-সঞ্চারে) যথাসময়ে সুবর্ষণ সুকর্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। যথাকালে বারিবর্ষণ হইলে ধরণী শস্যশ্যামলা হয়েন। সুশস্য-প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জন-সমাজ শান্তি-সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়।

ফলতঃ মন্ত্রের অর্থ—জ্ঞান ও ভক্তিমূলক। মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে—হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যেন আমাদের শক্তি যথার্থরূপে ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে নিয়োজিত হয়। আপনাদের কৃপায় আমাদিগের কর্ম্ম সেই সতের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইলে, হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইবে; চিত্তক্ষেত্রে সৎস্বরূপ উদ্ভাসিত হইবেন। আর তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইব। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে পারিলে—তাঁহার পূজায় নিমগ্ন থাকিলে তবে তো জীবন সার্থক হইবে! তাই ডাকি, এস দেব! মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত কর; তাই ডাকি—এস দেব! বরুণ-রূপে হৃদয়ে ভক্তি-বারি সিঞ্চন কর। অন্তরের অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত হউক—হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত-প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক। তাঁহার দাসানুদাসরূপে তাঁহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যাই।'

এক্ষণে 'সুতঃ সোম' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করুন। ঐ দুই পদে সাধারণতঃ 'সুসংস্কৃত সোমরস' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ঐ পদদ্বয়ের অন্য অর্থও নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। 'সুতঃ' শব্দে 'সম্বন্ধ' এবং 'সোম' শব্দে 'অমৃত' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। যিনি অমৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহাকেই 'সুতঃ সোম' বলা যাইতে পারে। যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন, আমাদের মতে, তিনিই 'সুতসোম।' সেই অমৃতের রসাস্বাদনকারী ভগবদ্ভাববিভোর সাধক ভিন্ন কাহার আহ্বান ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে? আর সেই অমৃতপায়ী অমর ভিন্ন কে তাঁহার বাণী শুনিতে পায়? তাই আমাদের মতে, মন্ত্রে মাদক-দ্রব্য-রূপ সোমরসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। সোম-রসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের নিমিত্ত প্রার্থনাকারীর গৃহে তিনি আসিতেছেন না। এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের বিষয়, এ আধ্যাত্মিক সুধা-পানের বিষয়। অজ্ঞজন বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই ঋষিগণ তাহাদিগকে অন্য পথ দিয়া সত্যের আলোকে লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। অথবা, ভাব-বিভোর সাধক তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন,—দেবতা যেন তাঁহার নিকট ভক্তি-সুধার প্রার্থী হইয়াছেন। সাধক এই ভাব অনুভব করিয়া অধিকতর ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে। মিত্রাবরুণ দেবতাকে এই মন্ত্রে 'ঋতাবৃধ্যাং' বলা হইয়াছে। তাহারা ঋত অর্থাৎ সত্যের বর্দ্ধক; সুতরাং তাঁহারা সৎস্বরূপ। সৎ ভিন্ন, সত্যের প্রতিষ্ঠায় আর কে সমর্থ হইতে পারে? সৎস্বরূপ যাঁহারা, সর্ব্বস্তই তাঁহাদের গ্রহণীয়। মন্ত্রে তাই অন্তরের ভক্তিসুধা-প্রদানে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। আকাঙ্ক্ষা—আমায় আত্ম-সম্মিলন; ভক্তিই তৎপক্ষে একমাত্র অবলম্বন॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ)।

(১) যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ॥

(২) উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্মাধ্বীভ্যাং ত্বা ॥ ৬ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

(১) যা। বাম্। কশা। মধু—মতীতি মধু মতী। অশ্বিনা। সূনৃতাবতীতি

সূনৃতা—বতী। তয়া। যজ্ঞম্। মিমিক্ষতম্।

(২) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। অশ্বিভ্যামিত্যশ্বি—ভ্যাম্। ত্বা।

এষঃ। তে। যোনিঃ। মাধ্বীভ্যাম্। ত্বা ॥ ৬ ॥

* * *

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমঃ অনুবাকঃ।)

(১) প্রাতর্যুজৌ বি মুচ্যেথামশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্।

অস্য সোমস্য পীতয়ে।

(২) উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরশ্বিভ্যাং ত্বা ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) প্রাতর্যুজাবিতি প্রাতঃ—যুজৌ। বীতি। মুচোথাম্। অশ্বিনৌ। এতি। ইহ। গচ্ছতম্। অস্য। সোমস্য। পীতয়ে।

(২) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। অশ্বিভ্যামিত্যশ্বি—ভ্যাম্। ত্বা। এষঃ। তে। যোনিঃ। অশ্বিভ্যামিত্যশ্বি—ভ্যাম্। ত্বা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অশ্বিনা' (ভবব্যাধিনাশকৌ ত্রিগুণসাম্যসাধকৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'যা' (প্রসিদ্ধা) 'মধুমতী' (অমৃতনিঃস্যন্দিনী) 'সূনৃতাবতী' (প্রিয়সত্যবাগ্‌যুতা) 'কশা' (তাড়নী, বিবেকরূপা উদ্বোধনী ইত্যর্থঃ) বিদ্যতে, তয়া (তয়া সহ আগত্য ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'মিমিক্ষিতং' (সেক্তু, ইচ্ছতং, নিষ্পাদয়তং ইত্যর্থঃ)। হে দেবৌ! বয়ং হি ভ্রান্তিপরায়ণাঃ। তস্মাৎ সতর্কীকরণায় বিবেকরূপেণ সদা অস্মাকং হৃদ্দেশে বিরাজেথাং ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

২। হে মম হৃন্নিহিতং ভক্তিরসামৃতং! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতং, হৃদয়াৎ উৎপন্নং বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মাধ্বীভ্যাং' (মধুমদ্ভ্যাং, অমৃতবিধাতৃভ্যাং) 'অশ্বিভ্যাং' (ভবব্যাধিনাশয়িতৃভ্যাং দেবাভ্যাং, তয়োঃ প্রীতয়ে—যদ্বা, অমৃতবিধায়কস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) সাদয়ামি ইতি শেষঃ। 'এষঃ' (মম হৃদয়ং, সৎকর্ম্ম বা) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আধারঃ); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) হৃদি নিদধামি, ত্বং হৃদি দৃঢ়ং ভব ইতি ভাবঃ। (১অষ্টকঃ-৪প্রপাঠকঃ—৬অনুবাকঃ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভবব্যাধিনিবারক ত্রিগুণসাম্যসাধক হে দেবদ্বয়! আপনারা সেই অমৃত-নিঃস্যন্দিনী প্রিয়সত্যবাক্‌স্বরূপিণী বিবেকরূপা তাড়নী সহ উপস্থিত হইয়া আমাদিগের যাগাদি-কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমরা ভ্রান্তি-পরায়ণ। সেই হেতু সতর্ক করিবার নিমিত্ত বিবেক-রূপে সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদ্দেশে বিরাজ করুন)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তিরসামৃত! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও; অতএব তোমাকে অমৃত-বিধায়ক ভবব্যাধিনাশক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত গ্রহণ বা নিয়োজিত করিতেছি। আমার নির্ম্মল হৃদয় বা সৎকর্ম্ম তোমার আধার; অতএব তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'প্রাতর্যুজৌ' (প্রাতঃসবনসম্বন্ধযুক্তৌ, প্রাতঃস্মরণীয়ৌ বা ইত্যর্থঃ অথবা জ্ঞানোন্মেষ-কালে সাধকেন সহ যুক্তৌ ইতি ভাবঃ) 'অশ্বিনৌ' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ তথা ভব-ব্যাধিনাশকৌ বা হে দেবৌ।) যুবাং 'বি মুচ্চেথাং' (অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন পাপসম্বন্ধবিমুক্তান্ কুরুতং ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'অস্য' (সুসংস্কৃতস্য, একৈকশরণ্যেন উৎসর্গীকৃতস্য ইতি ভাবঃ) 'সোমস্য' (আহবনীয়স্য, ভক্তিরসামৃতস্য ইত্যর্থঃ) 'পীতয়ে' (পানার্থং, গ্রহণায় ইতি যাবৎ) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'আ গচ্ছতাং' (আগত্য অধিতিষ্ঠতাং যুবামিতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। আসূর্য্যোদয়াৎ সর্ব্বকালং মনঃ ভগবচ্চিন্তাপরায়ণং ভবতু—ইত্যেবং কামনা।

২। হে মম হৃন্নিহিতং ভক্তিরসামৃতং! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতং, হৃদয়াৎ উৎপন্নং বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'অশ্বিভ্যাং' (ভবব্যাধিনাশয়িতৃভ্যাং) 'অশ্বিভ্যাং' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশয়িতৃভ্যাং দেবাভ্যাং—যদ্বা, তয়োঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) সাদয়ামি ইতি শেষঃ। 'এষঃ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং, সৎকর্ম্ম বা) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আধারঃ); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) হৃদি নিদধামি ইতি ভাবঃ॥ (১অষ্টকঃ—৪ প্রপাঠকঃ—৭অনুবাকঃ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রাতঃসবনসম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ প্রাতঃস্মরণীয়, অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি ভবব্যাধি-নাশক (অথবা জ্ঞানোন্মেষকালে সাধকের সহিত যুক্ত) হে দেব-দ্বয়! আপনারা উভয়ে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পাপসম্বন্ধ-বিমুক্ত করুন। অপিচ, এই সুসংস্কৃত অর্থাৎ একৈকশরণ্যভাবে উৎসর্গীকৃত ভক্তি-রসামৃত পানের জন্য আমাদিগের কর্ম্মে বা অন্তরে আগমন করুন—চিরপ্রতিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। আসূর্য্যোদয় সর্ব্বকাল মন ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হউক—ইহাই কামনা)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি-রসামৃত! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভূত অর্থাৎ হৃদয় হইতে উৎপন্ন হও। অতএব ভবব্যাধি-নাশক আধিব্যাধি-

বিনাশক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ অর্থাৎ বিনিযুক্ত করি। আমার নির্ম্মল হৃদয় বা সৎকর্ম্মই তোমার আধার-স্বরূপ; অতএব তোমাকে হৃদয়ে ধারণ বা স্থাপন করিতেছি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"আশ্বিনং গৃহ্লাতি যা বাং কশেতি গ্রহণসাদনৌ দ্রোণকলশাদধারাগ্রহাঃ পরিপ্লবয়া গৃহ্যন্তে বচনাদন্যতঃ" ইতি। পাঠস্তু—

১। "যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্॥ ২। উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্ম্মাধ্বীভ্যাং ত্বা॥" ইতি।

হেঽশ্বিনাঽশ্বিনৌ দেবৌ বাং যুবয়োর্যা কশা যা বাক্তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং সেক্তুমিচ্ছতং নিষ্পাদয়তমিত্যর্থঃ। কশাসমানয়া জিহ্বয়োৎপন্নত্বাদ্বাগেবাত্র কশা। কীদৃশী। মধুমতী পরুষশব্দরহিতা। সূনৃতাবতী প্রিয়বচনোপেতা। মধুনা পূর্ণাদৃতির্ম্মাধ্বী। তাদৃশীভ্যামশ্বিমূর্ত্তিভ্যাং ত্বাং সাদয়ামি॥ আশ্বিনগ্রহাম্নায়ান্তো বিকল্পিতো মন্ত্র এবমাম্নায়তে—

প্রাতর্যুজৌ বি মুচ্যেথামশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরশ্বিভ্যাং ত্বা॥" ইতি॥ হেঽশ্বিনৌ যুবাং প্রাতর্যুজৌ প্রাতঃকাল এবানেন যজমানেন যুক্তৌ সম্ভাবিতৈর্যজমানৈর্ব্বিমুচ্যেথাম্। ইহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতম্। কিমর্থম্? অস্য সোমস্য পীতয়ে পানায়। স্পষ্টমন্যৎ॥

এতান্মন্ত্রানুপেক্ষ্যাঽশ্বিনগ্রহণং বিধত্তে—"যজ্ঞস্য শিরোঽচ্ছিদ্যত তে দেবা অশ্বিনাবব্রুবন্ ভিষজৌ বৈ স্থ ইদং যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি ধত্তমিতি তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ গ্রহ এব নাবত্রাপি গৃহ্যতামিতি তাভ্যামেতমাশ্বিনমগৃহ্ণন্ততো বৈ তৌ যজ্ঞস্য শিরঃ প্রত্যধত্তাং যদশ্বিনো গৃহ্যতে যজ্ঞস্য নিষ্কৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি।

যজ্ঞপুরুষঃ পুরা কদাচিদ্দেবানাং বস্তু গৃহীত্বা দেবৈঃ সহ যোদ্ধুং সজ্যং ধনুর্বামহস্তে ধৃত্বা ধনুষ একাং কোটিং ভূমৌ দ্বিতীয়াং কোটিং গলে প্রতিষ্ঠাপ্যাতিষ্ঠৎ। তদানীমুপদীকানামভির্জ্যাভির্ভূমিষ্ঠে জ্যাভাগে ভক্ষিতে সতি ত্রুটিতজ্যাকস্য ধনুষ উর্ধ্বকোটিঃ স্বয়মুদ্গচ্ছন্তী যজ্ঞস্য শিরোঽপি ছিত্ত্বা স্বাত্মনা সহোর্ধ্বমুদ্গময়ৎ। সোঽয়ং বৃত্তান্তঃ প্রবর্গ্যব্রাহ্মণে সমাম্নাতঃ "তস্য ধনুর্ব্বিপ্রবমাণম্ শির উদবর্ত্তয়ৎ" ইতি। তদিদমত্র সংগৃহ্যতে—যজ্ঞস্য শিরোঽচ্ছিদ্যতেতি। অত্রাপ্যগ্নিষ্টোমেঽপ্যাবয়োগ্রহ এব গ্রহীতব্যঃ। যদ্যপ্যাশ্বিনং দ্বিকপালমাশ্বিনং ধূম্রললামমালভেতেতীষ্টিপশ্বোরস্ত্যাবয়োর্হবিস্তথাঽপ্যগ্নিষ্টোমে পূর্ব্বং নাস্তি। তত্রাপি লেপমার্জ্জনাদিনা নাঽবয়োঃ পরিতোষঃ কিংতু গ্রহেণৈবেত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদাশ্বিনগ্রহণং যজ্ঞস্য নিষ্কৃত্যৈ ভবতি॥

আশ্বিনগ্রহণস্য স্তোত্রাদূর্ধ্বকালং বিধত্তে—"তৌ দেবা অব্রুবন্নপূতৌ বা ইমৌ মনুষ্যচরৌ ভিষজাবিতি তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্যমপূতো হ্যেষোঽমেধ্যো যো ভিষক্তৌ বহিষ্পবমানেন পুবয়িত্বা তাভ্যামেতমাশ্বিনমগৃহ্ণন্তস্মাবহিষ্পবমানে স্তুত আশ্বিনো গৃহ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। ছন্দোগানামুত্তরাগ্রন্থোপক্রমে সূক্তত্রয়মুপাস্মৈ গায়তা নর ইত্যাদি-

ক্রমাম্নাতং তচ্চ গায়ত্রসাম্না গাতব্যম্। তদিদং বহিষ্পবমানস্তোত্রম্। যাবশ্বিনৌ চিকিৎসারূপেণ মনুষ্যচারিত্বেন যুক্তত্বাদপূতৌ তয়োঃ স্তোত্রেণ শুদ্ধত্বাত্তৎস্তোত্রাদূর্ধ্বং তদীয়গ্রহস্য কালঃ॥ বিধত্তে—"তস্মাদেবং বিদুষা বহিষ্পবমান উপসদ্যঃ পবিত্রং বৈ বহিষ্পবমান আত্মনমেব পবয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। এবং বিদুষা স্তোত্রস্য শুদ্ধিহেতুত্বং জানতোপসদ্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ। তৎপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"উদঞ্চঃ প্রহ্বা বহিষ্পবমানায় পঞ্চর্ত্বিজঃ সমন্বারব্ধাঃ সর্পন্ত্যধ্বর্য্যুং প্রস্তোতাঽন্বাবভতে প্রস্তোতারং প্রতিহর্ত্তা প্রতিহর্ত্তারমুদ্গাতোদ্গাতারং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণং যজমানঃ" ইত্যাদিঃ॥ অত প্রসঙ্গাল্লৌকিকচিকিৎসায়ামদৃষ্টোপকারজনকং কিংচিদঙ্গং বিধত্তে—"তয়োস্ত্রেধা ভৈষজ্যং বি ন্যদধুরগ্নৌ তৃতীয়মপ্সু তৃতীয়ং ব্রাহ্মণে তৃতীয়ং তস্মাদুদপাত্রমুপনিধায় ব্রাহ্মণং দক্ষিণতো নিষাদ্য ভেষজং কুর্যাদ্যাবদেব ভেসজং তেন করোতি সমর্ধুকমস্য কৃতং ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। অগ্ন্যুদকব্রাহ্মণেষ্বদৃষ্টদ্বারেণোপকারকং যদ্ভৈষজ্যং ত্রেধা স্থিতং তদ্দেবাস্তয়োরশ্বিনোঃ স্থাপিতবন্তঃ। তস্মাদশ্বিনোরনুগ্রহায় লৌকিকো ভিষগুদকুম্ভং সমীপে নিধায় ব্রাহ্মণমুপবেশ্যাগ্নিং চোপসমিধ্য ভৈষজ্যং কুর্যাৎ। তথা সতি যাবদঙ্গজাতমাবশ্যকং তেন সর্ব্বেণ সহ কৃতত্বাৎ সমৃদ্ধং ভৈষজং ভবতি॥ অত্র দ্বিদেবত্যানামৈন্দ্রবায়বমৈত্রাবরুণাশ্বিনগ্রহাণাং তত্তৎপ্রতিনিগ্রাহ্যপাত্রৈঃ সহ হোমবিধিমর্থবাদেনোন্নেতুকামঃ প্রশ্নমুত্থাপয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদেকপাত্রা দ্বিদেবত্যা গৃহ্যন্তে দ্বিপাত্রা হূয়ন্ত ইতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি।

গ্রহণকালে সোমানামেকৈকপাত্রত্বমুক্তরীত্যা দ্রষ্টব্যম্। হোমকালে দ্বিপাত্রত্বং সূত্রে দর্শিতম্—"হবির্ধানং গচ্ছন্ সংপ্রেষ্যতি বায়ব ইন্দ্রবায়ুভ্যামনুব্রূহীতি, উপযামগৃহীতোঽসি বাক্ষসদসীত্যাদিত্যপাত্রেণ প্রতিপ্রস্থাতা দ্রোণকলশাদৈন্দ্রবায়বস্য প্রতিনিগ্রাহ্যং গৃহীত্বা সাদয়ত্যৈন্দ্রবায়বমাদায়াধ্বর্য্যুর্দ্রোণকলশাচ্চ পবিপবয়া বাজানমুভৌ নিষ্ক্রম্য দক্ষিণতোঽবস্থায় দক্ষিণং পরিধিসন্ধিমন্ববহৃত্যাধ্বর্যো যজ্ঞোঽয়মস্ত দেবা ইতি পবিপ্লবয়াঽঘারমাণাবয়ত্যাশ্রাব্য প্রত্যাশ্রাবিতে সংপ্রেষ্যতি বায়ব ইন্দ্রবায়ুভ্যাং প্রেষ্যেতি বষট্কৃতে জুহুত এবমুত্তরাভ্যাং গ্রহাভ্যাং প্রচরতঃ"॥ ইতি। প্রশ্নস্যোত্তরং দর্শয়তি—"যদেকপাত্রা গৃহ্যন্তে তস্মাদেকোঽন্তরতঃ প্রাণো দ্বিপাত্রা হূয়ন্তে তস্মাদ্দ্বৌদ্বৌ বহিষ্টাৎ প্রাণাঃ।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। চক্ষুরাদিপ্রাণানামন্তরেকাত্মকত্বাদ্বহির্দ্বিবিভেদেন দ্বিত্বাত্তৎসাম্যাদেকপাত্রত্বং দ্বিপাত্রত্বং চ কুর্যাদিত্যর্থঃ॥ অত্র সবনীয়পুরোডাশানং স্বিষ্টকৃতি হুতে সতি দ্বিদেবতাগ্রহপ্রচারো বিহিতঃ। পুরোডাশসংবন্ধিন ইড়োপাহ্বানস্যাপি স্বিষ্টকৃদনন্তরভাবী চোদকপ্রাপ্তঃ কালস্তং বাধিত্বা দ্বিদেবত্যশেষভক্ষণাদূর্ধ্বমুপাহ্বানস্যোৎকর্ষং বিধত্তে—"প্রাণা বা এতে যদ্দ্বিদেবত্যাঃ পশব ইড়া যদিড়াং পূর্ব্বাং দ্বিদেবত্যেভ্য উপহ্বয়েত পশুভিঃ প্রাণানন্তর্দধীত প্রমায়ুকঃ স্যাদ্দ্বিদেবত্যান্ভক্ষয়িত্বেড়ামুপহ্বয়তে প্রাণানেবাঽত্মন্ধিত্বা পশূনুপহ্বয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। দ্বিদেবত্যশেষভক্ষণেভ্যঃ প্রাগিড়ায়াঃ পশুরূপায়া উপাহ্বানে প্রাণানাং ব্যবহিতত্বাদ্যজমানো ম্রিয়েত, পশ্চাদাহ্বানে তু নায়ং দোষোঽস্তি॥

ভক্ষণে বিশেষং বিধত্তে—"বাগ্বা ঐন্দ্রবায়বশ্চক্ষুর্মৈত্রাবরুণঃ শ্রোত্রমাশ্বিনঃ পুরস্তাদৈন্দ্রবায়বং ভক্ষয়তি তস্মাৎ পুরস্তাদ্বাচা বদতি পুরস্তান্মৈত্রাবরুণং তস্মাৎ পুরস্তাচ্চক্ষুষা পশ্যতি সর্ব্বতঃ পরিহার-

মাশ্বিনং তস্মাৎ সর্ব্বতঃ শ্রোত্রেণ শৃণোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি॥ পুরস্তাদগ্রতো যথাগৃহীত মেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বতঃ পরিহারং শিবঃ প্রদক্ষিণীকৃত্যেত্যর্থঃ॥ পাত্রাণাং সাদনে পুরোডাশশকলাদিসহিতত্বং বিধত্তে—'প্রাণা বা এতে যদ্দ্বিদেবত্যা অরিক্তানি পাত্রাণি সাদয়তি তস্মাদরিক্তা অন্তরতঃ প্রাণা যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞ৺ রক্ষা৺স্যব চরন্তি যদরিক্তানি পাত্রাণি সাদয়তি ক্রিয়মাণমেব তদ্যজ্ঞস্য শয়ে রক্ষসামনন্ববচারায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। শকলাদিযোগঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"পুরোডাশশকলমৈন্দ্রবায়বস্য পাত্রেঽবদধাতি পয়স্যাং মৈত্রাবরুণস্য ধানা আশ্বিনস্য" ইতি। অন্তরতঃ প্রাণানামরিক্তত্বং নামাঽর্দ্রস্থানোপেতত্বম্। পাত্রাণামরিক্তত্বেন যজ্ঞে বিস্মৃতমপ্যঙ্গং ক্রিয়মাণমেব সন্তিষ্ঠত ইতি রক্ষসাং সঞ্চারদ্বারং নাস্তি। সাদনস্থানং বিধত্তে—"দক্ষিণস্য হবির্ধানস্যোত্তরস্যাং বর্ত্তন্যা৺ সাদয়তি বাচ্যেব বাচং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। উত্তরস্য চক্রস্য মার্গে সাদয়েৎ। বস্ত্ররূপায়াং বাচ্যেব গ্রহরূপাং বাচং স্থাপয়তি॥ সাদিতানাং গ্রহাণামবস্থানাবধিং বিধত্তে—"আ তৃতীয়সবনাৎ পরিশেষে যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ৯) ইতি। শেরে বসন্তীত্যর্থঃ॥

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"আশ্বিনো দশমঃ পাকো যবাগ্বা ঐচ্ছিকঃ ক্রমঃ। নিয়তো বাঽগ্রিমঃ পাঠশ্রুত্যর্থানাং সমত্বতঃ॥ পাঠাক্রমঃ কল্পনীয়ঃ প্রত্যক্ষস্য শ্রুতেঃ ক্রমঃ। ক্লৃপ্তির্ন শক্তিমুল্লঙ্ঘ্য শ্রুত্যর্থৌ প্রবলৌ ততঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোম ঐন্দ্রবায়বাদিগ্রহেষ্বাশ্বিনগ্রহস্তৃতীয়স্থানে পঠিতঃ। তস্য চ দশমস্থানত্বং বাচকেনৈব শব্দেনাঽম্নায়তে—"আশ্বিনো দশমো গৃহ্যতে" ইতি। তত্র ক্রমবোধকৌ শ্রুতিপাঠৌ সমবলৌ। তথাঽগ্নিহোত্রহোমাদূর্দ্ধং যবাগূপাকঃ পঠিতঃ। স চার্থবশাৎ পূর্ব্বং প্রাপ্তঃ। তত্রার্থপাঠৌ সমবলৌ। তস্মাদুভয়ত্রৈচ্ছিকঃ ক্রম ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পাঠো হি ন ক্রমস্যাভিধায়কঃ, কিং ত্বন্যথাঽনুপপত্ত্যা ক্রমং কল্পয়তি। দশম ইত্যেষা শ্রুতিস্তু সাক্ষাদেব ক্রমমভিধত্তে। ততঃ পাঠাদপি শ্রুতিঃ প্রবলা। অতঃ পাঠঃ ক্রমং কল্পয়ন্বস্তুসামর্থ্যমনুসৃত্যৈব কল্পয়তি। আসামর্থ্যং চ যবাগ্বাঃ পূর্ব্বমগ্নিহোত্রং নিষ্পত্তুং দ্রব্যমন্তরেণ হোমাসংভবাৎ। তস্মাৎ পাঠেন বস্তুসামর্থ্যলক্ষণোঽর্থ উপজীব্য ইত্যর্থস্য পাঠাৎ প্রাবল্যম্। শ্রুত্যর্থৌ পাঠং বাধিত্বা ক্রমং নিযচ্ছতঃ॥ যা বাং কশা প্রাতর্যুজাবিত্যেতে গায়ত্রৌ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠসপ্তমানুবাকৌ॥ ৬॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সপ্তম ও অষ্টম অনুবাক আশ্বিন-গ্রহ-বিধানে বিনিযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে সপ্তম মন্ত্রের অর্থ—'হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে কশা বা বাক্য, তদ্দ্বারা যজ্ঞকে সম্পন্ন কর। সমানজিহ্বার দ্বারা উৎপন্ন বাক্য এখানে কশা নামে অভিহিত। কিরূপ কশা? 'মধুমতী' অর্থাৎ

পরুষশব্দরহিত; 'সুনৃতাবতী' অর্থাৎ প্রিয়বচনোপেত। মধুর দ্বারা পূর্ণ বলিয়া মাধ্বী। সেই অশ্বিমূর্ত্তিদ্বয়ের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করি।

এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—এক সময়ে যজ্ঞপুরুষ দেবগণের সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে তিনি ধনু বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া এক কোটী ভূমিতে এবং অপর কোটী গলদেশে স্থাপন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জ্যাভাগ কীট কর্তৃক ভক্ষিত হওয়ায়, গলদেশে স্থাপিত ধনুর ঊর্দ্ধকোটি আপনাপনি ছুরিত হয় এবং যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিয়া যজ্ঞপুরুষের সহিত ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হয়। প্রবর্গ ব্রাহ্মণে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

যাহা হউক, এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের বড়ই এক হাস্যাস্পদ অর্থ প্রচারিত আছে। ঘোড়া তাড়াইবার চাবুক—যাহা ঘোড়ার গায়ের ঘামে ভিজিয়াছে, আর যাহা অশ্বকে দ্রুত চালাইতে পারে—সেইরূপ চাবুক সঙ্গে করিয়া তোমরা আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন কর;—এই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা। 'কশা', 'মধুমতী', 'সুনৃতাবতী'—এই তিনটী পদের অর্থ নিষ্কাশন উপলক্ষেই মন্ত্রের ভাব এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রচলিত তিনটী অনুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—(১) "হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে অশ্ব-স্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত চাবুক আছে, তাহার সহিত আসিয়া (অর্থাৎ শীঘ্র আসিয়া) এ যজ্ঞ (সোমরসে) সিক্ত কর।" (২) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনাদিগের অশ্বতাড়নী (চাবুক) অশ্বের ঘর্ম্ম দ্বারা আর্দ্র এবং শীঘ্র আগমন নিমিত্ত যজমানের প্রিয়। অতএব ইহার সহিত আগমন-পূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ নিষ্পাদন করুন।" (৩) 'কশা-দ্বারা অশ্বকে তাড়ন করুন। তাহাতে তাহার স্বেদ-নির্গত হউক; কিন্তু অশ্বকে বেদনা দিবেন না। প্রিয় ও সত্য বাক্যবৎ অল্প পীড়নেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন।' ইত্যাদি-রূপ নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

কি শব্দে কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মন্ত্রে 'কশা' শব্দের বিশেষণ আছে—'মধুমতী'। ব্যাখ্যাকারগণ লিখিলেন,—ঘর্ম্ম-সিক্ত'। মধু হইল—ঘর্ম্ম! মন্ত্রে আছে—'সুনৃতাবতী'; অর্থ করা হইল—'সুধ্বনিযুক্ত' অর্থাৎ চাবুক-সঞ্চালনে যে 'শপ্ শপ্' শব্দ হয়, সেই মধুর স্বর! এই কি অর্থ! সায়ণ আবার এস্থলে সোমরসের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। যজ্ঞকে সোমরসে অভিষিক্ত করা হউক,—তাঁহার অনুসরণে এইরূপ অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে।

'কশা' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে? যাহা মধুমতী, যাহা সুনৃতাবতী, সে 'কশা' কি অশ্বতাড়নী চাবুক! কখনও তাহা নহে। আমরা বলি,—এখানে 'বিবেকরূপা উদ্বোধিনী' ভাব ঐ 'কশা' শব্দ ব্যক্ত করিতেছে। বিবেকের তাড়না—কশাঘাত নহে কি? সাধু-সজ্জনের পক্ষে সে কশাঘাত মধুমতী অর্থাৎ অমৃতফলপ্রদ। বিবেক-রূপ সেই কশাঘাতের প্রভাবে বিপথ হইতে বিমুখ হইলে, অসজ্জনের পক্ষেও সে কশাঘাত পরিশেষে মধুমতী হয়। তাই 'মধুমতী' বিশেষণের সার্থকতা। তার পর—'সুনৃতাবতী'। ঐ শব্দের প্রতিবাক্য—'প্রিয়সত্যবাগ্;

যুতা।' বিবেকের কশাবাত যে প্রিয় ও সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উহা সত্যপথ প্রদর্শন করে; উহার দ্বারা প্রিয়কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং এখানে ঘোটকের কোনও সম্বন্ধ নাই; অশ্ব-তাড়নী চাবুকেরও কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। এ সকল মনস্তত্ত্বের বিষয়। যাগাদি-কর্ম্ম-সম্পাদন-পক্ষে চিত্ত কিসে বিশুদ্ধ হয়, মন কিসে ভগবদ্ভক্তিযুত হয়,—এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে।

উপমার ভাষায় পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'সেই দেবদ্বয় রথি-শ্রেষ্ঠ।' সেই উপমা এখানেও অব্যাহত আছে। এখানে বলা হইতেছে,—'মধুমতী অমৃতনিঃস্যন্দিনী সূনৃতাবতী প্রিয়সত্য-বাগ্‌যুতা কশা বা তাড়নীর দ্বারা, হে দেব, আমাদিগকে তোমরা সৎপথাবলম্বী রাখিও। আমরা যেন বিপথে না যাই। সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিও—ভয়-মিত্রতা-সহযুত জ্ঞান-বিবেক-রূপ কশার সাহায্যে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান রাখিও,—সুপথে পরিচালিত করিয়া সন্তানের অধিকারী করিও।' (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

* * *

সপ্তম মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

সাধারণতঃ এই মন্ত্রের যে অর্থ করা হয়, তাহাতে হোতা যেন ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন। সে মতে 'প্রাতর্যুজৌ' শব্দের অর্থ হয়—'প্রাতঃকালে যাঁহারা রথে অশ্বযোজনা করেন।' সে ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'প্রাতঃকালে রথে অশ্বযোজনা যাঁহাদের কার্য্য (শকটচালক 'কোচম্যান' আর কি) সেই অশ্বিনীদ্বয় সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য এই যজ্ঞে আগমন করুন। বেদ-মন্ত্র অসভ্য বর্ব্বর জাতির রচনা (চাষার গান) বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অর্থ ই হইতে পারে;—হওয়া বিচিত্রও নহে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখানে সাধক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি আপনা আপনি আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'মন রে! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না! প্রভাত হইতেই ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হও। কত দিন কাটিয়া গেল! কত রাত্রির অবসান হইল! কিন্তু তুমি করিলে কি? এখনও উদ্বুদ্ধ হও। এখনও তাঁহার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত কর। এখনও তাঁহার সহিত যুক্ত হও। ঐ দেখ, নৈশ অন্ধকার কাটিয়া গেল। ঐ দেখ, দিব্য-জ্যোতীরূপে তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। এই কি উপযুক্ত সময় নহে? এখনও কি ঘুমঘোরে মগ্ন থাকিবার সময় আছে? জাগো—জাগো! এই প্রাতঃকালে, স্নিগ্ধ শুভ মুহূর্ত্তে, ভগবানের চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হও।'

মন্ত্রের প্রথমে—ঐ যে 'প্রাতর্যুজৌ বিমুচোথাং' বাক্য, উহা আর কিছুই নহে,—উহা আত্মোদ্বোধন-মন্ত্র। ঘোটকের সম্বন্ধ ওখানে কোথাও নাই। যদি ঘোটকের কল্পনা করার একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অর্থ কর,—'তোমার উত্তম-রূপ ঘোটককে মানস-রূপ রথে সংযোজিত করিয়া ভগবানের প্রতি পরিচালন জন্য উদ্বুদ্ধ হও।' ফলতঃ, গম্ভীর-ভাবদ্যোতক

আত্মোদ্বোধন-মূলক এই যে মন্ত্রাংশ, ভ্রান্তিবশে মানুষ ইহাতে কদর্থের কল্পনা করিতেছে মাত্র। প্রথমে যে সূচনা, উপসংহারে তাঁহারই পূর্ণস্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিবেন; তাহাতেই কু-ব্যাখ্যার ভ্রান্তি দূর হইতে পারিবে।

এখানে আর এক গভীর তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। একদিকে অজ্ঞানতারূপ নৈশ-অন্ধকার, অন্যদিকে জ্ঞান-স্বরূপ দিবার আলোক। দুইয়ের সান্ধ-স্থল—প্রাতঃকাল। জ্ঞান-অজ্ঞান, আঁধার-আলোক—এখানে আসিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'প্রাতর্যুজৌ' শব্দে সেই মিলনের—সঙ্গমের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে-করা যাইতে পারে। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল; জ্ঞানের আলোক কখনও সেখানে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা দেখে নাই। সূর্য্যোদয়ে নৈশ অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষে অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিয়া দিল। নিদ্রাঘোরে তমসার মধ্যে কাল কাটিয়া যাইতেছিল; সহসা স্মৃতি-পথে কে যেন আলোক-রশ্মি প্রদর্শন করিল। ভ্রান্ত জীব উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল,—'জাগো—জাগো'। আর সময় নাই; প্রভাতেই ভগবানের সহিত চিত্তকে যুক্ত কর; ইহাই উপযুক্ত সময়।' প্রভাতে চিত্তকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত ও যুক্ত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই 'প্রাতর্যুজৌ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অশ্বিনৌ' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন—ইহারও কোনও নিগূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু—'অশ্বিন্' শব্দের মূল। নিশায় ও দিবায়, আঁধারে ও আলোকে, অজ্ঞানে ও জ্ঞানে তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; এই জন্যই অশ্বিদ্বয়রূপে তাঁহারা সম্পূজিত হন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মিলনে তাঁহাদের সহায়তা প্রথম প্রয়োজন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞাপন জন্য তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এখানে তাঁহাদের সেই মূর্ত্তিই কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আলোকে আঁধারে মিশিয়া জ্ঞান অজ্ঞান অভিন্ন-গতি প্রাপ্ত হইবে। মনে হয়, এই জন্যই—অজ্ঞান, জ্ঞানে বিলীন করিবার ভাব বিকাশের জন্যই—যুগ্মদেবের অশ্বিদ্বয়ের আহ্বানে মন্ত্রের সূচনা করা হইয়াছে। তার পর অশ্বিদ্বয়কে দেববৈদ্য বলা হয় এবং তাহাদিগের যুগ্মমূর্ত্তি পরিকল্পনা হইতে দেখি। তাহা হইতেই তাঁহাদিগকে অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয় বলিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি। ব্যাধি দ্বিবিধ—অন্তরের ও বাহিরের। দেবতা তাই যুগ্ম॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমঃ অনুবাকঃ।)

(১) অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।

ইমমপাᳵ সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি।

(২) উপযামগৃহীতোঽসি শণ্ডায় ত্বৈষ তে

যোনির্বীরতাং পাহি ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ।

(১) অয়ম্। বেনঃ। চোদয়ৎ। পৃশ্নিগর্ভা ইতি পৃশ্নি—গর্ভাঃ। জ্যোতির্জরায়ুরিতি

জ্যোতিঃ—জরায়ুঃ। রজসঃ। বিমনে ইতি বি—মানে। ইমম্। অপাম্।

সঙ্গম ইতি সং—গমে। সূর্য্যস্য। শিশুম্। ন। বিপ্রাঃ।

মতিভিরিতি। মতি—ভিঃ। রিহন্তি।

(২) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। শণ্ডায়। ত্বা। এষঃ।

তে। যোনিঃ। বীরতাম্। পাহি ॥ ৮ ॥

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। নবমঃ অনুবাকঃ)।

(১) তং প্রত্নথা পূর্ব্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদ৺

সুবর্বিদং প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে গিরাঽশুং

জয়ন্তমনু যাসু বর্দ্ধসে।

(২) উপযামগৃহীতোঽসি মর্কায় ত্বৈষ তে

যোনিঃ প্রজাঃ পাহি ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) তম্। প্রত্নথা। পূর্ব্বথা। বিশ্বথা। ইমথা। জ্যেষ্ঠতাতিমিতি জ্যেষ্ঠ—তাতিম্।

বর্হিষদমিতি বর্হি—সদম্। স্ববর্ব্বিদমিতি স্বঃ—বিদম্। প্রতীচীনম্। বৃজনম্।

দোহসে। গিরা। আশুম্। জয়ন্তম্। অনু। যাসু। বর্দ্ধসে।

(২) উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। মর্কায়। ত্বা। এষঃ। তে।

যোনিঃ। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। পাহি ॥ ৯ ॥

* * *

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পৃশ্নিগর্ভা' (জ্ঞানরশ্মিসম্ভবা) 'বেনঃ' (দিব্যকান্তিঃ ভক্তিঃ) চোদয়ৎ' (হৃদি সদ্ভাবং সৎস্বরূপং বা প্রেরয়তি প্রকটয়তি বা ইতি ভাবঃ) ; 'জ্যোতির্জরায়ু' (উদরে গর্ভঃ যথা জরায়ুসা বেষ্টিতঃ অবিতিষ্ঠতে তদ্বৎ আত্মদর্শিনাং হৃদি দিব্যজ্যোতিষা পরিবেষ্টিতা ইতি ভাবঃ) 'অয়ং' (সা ভক্তিঃ) 'রজসঃ বিমানে' (মরুসদৃশে শুষ্কে অজ্ঞানান্ধহৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'চোদয়ৎ' (ভাবং, জ্ঞানজ্যোতিশ্চ প্রেরয়তি ইতি যাবৎ)। 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'অপাং' (সদবৃত্তীনাং ইতি যাবৎ) 'সঙ্গমে' (সঙ্গমনে, সম্মিলনে নিমিত্তভূতে সতি, যথা—

সম্মিলনায় ইতি ভাবঃ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তদর্শিনঃ ইত্যর্থঃ-) 'শিশুং ন' (মাতাপিত্রাস্থা-বান্ধবাঃ যথা বালং পুত্রং স্তুতিপদৈঃ সাদরেণ উপলালয়ন্তি তদ্বৎ) 'ইমং' (জ্ঞানদেবং) 'মতিভীঃ' (প্রীতিদায়িকাভিঃ স্তুতিভিঃ) 'রিহন্তি' (সম্বর্দ্ধয়ন্তি, পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

'বেনঃ' (অশেষকান্তেরাধারঃ) 'অয়ং' (স ভগবান) 'পৃশ্নিগর্ভা' (দিব্যজ্যোতীষাং আধারঃ, অথবা নিখিলানি জ্যোতীংষি প্রেরয়তি ইত্যর্থঃ), অপিচ 'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' (জরায়ুবৎ জ্যোতিষাং ধারকঃ, যদ্বা—জরায়ুঃ যথা উদরে গর্ভং বেষ্টায়িত্বা অবতিষ্ঠতি, তদ্বৎ স ভগবান স্বমহিম্না সাধকানাং হৃদি জ্ঞানজ্যোতীংষি বেষ্টয়িত্বা তত্রাধিষ্ঠানং করোতি ইতি ভাবঃ)। স ভগবান 'রিমানে' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নানাং হৃদি তদ্ভাবেন অধিতিষ্ঠন্ ইতি ভাবঃ) 'রজসঃ' (ধূলিবিশেষং যথা জলেন সিক্তং নির্ম্মিতং ভবতি তদ্বৎ শুষ্কং মরুবৎকঠিনং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'চোদয়ৎ' (প্রেরয়তি নির্ম্মায়তি—দিব্যজ্ঞানং করুণাধারাংশ্চ তত্র সমুৎপাদংতি ইতি ভাবঃ)। 'অপাং' (সদ্ভাবানাং) সূর্য্যস্য' (জ্ঞানসূর্য্যস্য) 'সঙ্গমে' (সঙ্গমনে, সম্মিলনসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বিপ্রাঃ' (আত্মদার্শনঃ) 'শিশুং ন' (মাতাপিতরৌ যথা বালং পুত্রং তোষয়তঃ তদ্বৎ) 'ইমং' (তং ভগবন্তং) 'মতিভীঃ' (প্রীতিকরৈঃ স্তোত্রৈঃ ইত্যর্থঃ) 'রিহন্তি' (পূজয়ন্তি ইতি যাবৎ)।

অথবা

'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' (উদরে গর্ভঃ যথা জরায়ুষা বেষ্টিতঃ অবতিষ্ঠতে তদ্বৎ মেঘমধ্যে গর্ভবদবস্থিতঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'বেনঃ' (দিব্যকান্তিবিশিষ্টঃ বেনদেবঃ) 'রজসঃ বিমানে' (উদকস্য নির্ম্মাতরি অন্তরিক্ষে স্থিতঃ সন্) 'পৃশ্নিগর্ভা' (আদিত্যস্য গর্ভভূতাঃ, যদ্বা—সপ্তোজ্জ্বলবর্ণৈঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সঞ্জাতাঃ অন্তরিক্ষস্থাঃ অপঃ ইতি যাবৎ) 'চোদয়ৎ' (পৃথিবীং প্রতি প্রেরয়তি)। 'অপাং সূর্য্যস্য সঙ্গমে' (উদকানাং অন্তরিক্ষ্যাণাং সূর্য্যস্য চ সঙ্গমনে নিমিত্তভূতে সতি) 'ইমং' (অন্তরিক্ষে স্থিতং ইমং বেনং ইত্যর্থঃ) 'বিপ্রা' (মেধাবিনঃ স্তোতারঃ) 'শিশুং ন' (যথা বালং পুত্রং মাতাপিত্রাস্থাবান্ধবাঃ স্তুতিপদৈরুপলালয়ন্তি তদ্বৎ) 'মতিভীঃ' (স্তুতিভিঃ) 'রিহন্তি' (অর্চ্চয়ন্তি, পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ)।

হে মম হৃন্নিহিত ভক্তিরসামৃত! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ' (সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতং, হৃদয়াৎ উৎপন্নঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বাং 'শণ্ডায়' (শূরায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) গৃহ্ণামি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ। 'এষঃ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (স্থানং); ত্বং 'বীরতাং' (অস্মাকং কর্ম্মশূরত্বং কর্ম্মসামর্থ্যং বা ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (পালয়, সংরক্ষ ইতি ভাবঃ)। (১অষ্টকঃ—৪প্রপাঠকঃ—৮অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসম্ভব দিব্যকান্তি ভক্তি, হৃদয়ে সদ্ভাব অথবা সৎস্বরূপকে প্রেরণ বা প্রকটিত করে। উদরে গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অবস্থিত

থাকে, আত্মদর্শিগণের হৃদয়ে দিব্য-জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই ভক্তি মরুসদৃশ শুষ্ক অজ্ঞানান্ধ-হৃদয়ে সদ্ভাব এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রেরণ করে। জ্ঞান-জ্যোতির সহিত সদ্‌বৃত্তিসমূহের সম্মিলন-সাধন-নিমিত্ত ক্রান্তদর্শিগণ, মাতাপিতা বান্ধবগণ যেমন শিশুপুত্রকে আদরাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও লালিত করে, সেইরূপভাবে জ্ঞানদেবকে প্রীতিদায়ক স্তোত্র-কর্ম্মের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত অর্থাৎ পূজা করেন।

অথবা

অশেষকান্তির আধার সেই ভগবান দিব্য-জ্যোতির আধার অর্থাৎ নিখিল জ্যোতিঃসমূহকে প্রেরণ করেন। তিনি জরায়ুর ন্যায় জ্যোতিঃসমূহের ধারক অর্থাৎ জরায়ু যেমন উদরে গর্ভকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ সাধকগণের হৃদয়ে জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বেষ্টন দ্বারা অধিষ্ঠান করেন। সেই ভগবান আত্ম-জ্ঞানসম্পন্নদিগের হৃদয়ে সেইভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, ধূলি-সমূহ যেমন জলে সিক্ত ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়, সেইরূপে শুষ্ক মরুবৎ কঠিন হৃদয়কে প্রেরণ বা নির্ম্মাণ করেন অর্থাৎ দিব্য-জ্যোতিঃ এবং করুণাধারা বর্ষণ করেন। সদ্ভাব-সমূহের সহিত জ্ঞান-সূর্য্যের সঙ্গম-সাধন-নিমিত্ত আত্ম-দর্শি-গণ, মাতাপিতা যেমন আদরের দ্বারা শিশু পুত্রকে তুষ্ট করেন সেইভাবে, প্রীতিকর স্তোত্রের দ্বারা সেই ভগবানকে পূজা করিয়া থাকেন।

অথবা

উদরে গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অবস্থিত হয় তদ্বৎ মেঘ-মধ্যে গর্ভবৎ অবস্থিত প্রসিদ্ধ দিব্যকান্তিবিশিষ্ট সেই বেনদেবতা, উদকের নির্ম্মাতা অন্তরিক্ষে স্থিত হইয়া, আদিত্যের গর্ভভূত অর্থাৎ সপ্তোজ্জ্বলবর্ণ সূর্য্যরশ্মিসমূহের দ্বারা সঞ্জাত অন্তরিক্ষস্থিত অপকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। উদক, অন্তরিক্ষ ও সূর্য্যের পরস্পর সঙ্গম নিমিত্ত অন্তরিক্ষে স্থিত এই বেন-দেবতাকে, মেধাবি স্তোতাগণ, শিশুপুত্রকে পিতামাতা যেমন মিষ্ট-বাক্যে লালিত করেন সেইরূপভাবে, স্তুতির দ্বারা অর্চ্চনা বা পূজা করিয়া থাকেন।

হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তিরসামৃত! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত অথবা হৃদয় হইতে উৎপন্ন হও। অতএব তোমাকে শূর ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত গ্রহণ বা নিয়োজিত করি। আমার নির্ম্মল হৃদয়েই

তোমার স্থান। তুমি আমাদিগের কর্ম্ম-শূরত্ব অর্থাৎ কর্ম্ম-সামর্থ্য রক্ষা কর। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

* * *

নবমঃ মন্ত্রঃ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে অন্তরাত্মন্! 'প্রত্নথা' (পুরাতনাঃ) 'পূর্ব্বথা' (অস্মদীয়াঃ পূর্ব্বে বর্ত্তমানাঃ) 'বিশ্বথা' (বিশ্বে সর্ব্বে প্রাণিনঃ) ভগবতঃ আরাধনয়া অভীষ্টফলং লব্ধবন্ত। অতঃ ত্বমপি 'জ্যেষ্ঠতাতিং' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠং পুরাণপুরুষং ইত্যর্থঃ) 'বর্হিষদং' (হৃদ্রূপে বর্হিষি সীদন্তং, যদ্বা—সৎকর্ম্মসু সদাতিষ্ঠন্তং) 'স্বর্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং, সৎকর্ম্মণঃ সুফললব্ধয়িতারং, চৈতন্যস্বরূপং বা ইত্যর্থঃ) 'আশুং' (শীঘ্রগামিনং, শরণাগতানাং পরিত্রাণায় ত্বরান্বিতং ইতি ভাবঃ) 'জয়ন্তং' (সর্ব্বমভিভবন্তং) 'তং' (তাদৃশং সর্ব্বৈরারাধনীয়ং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তোত্রকর্ম্মণা) স্তুহি—সম্পূজয় ইতি শেষঃ।

স ভগবান 'প্রতীচীনং' (অস্মৎপ্রতিকূলান) 'বৃজনং' (সর্ব্বান্ কামান্ ইতি ভাবঃ) 'দোহসে' (রিক্তান করোতি, অস্মত্তঃ বিচ্ছিন্নান্ করোতি ইতি ভাবঃ)। অতঃ হে অন্তরাত্মন্! কামসঙ্কল্পবর্জ্জনায় ত্বং তাদৃশং ভগবন্তং আরাধয় ইতি ভাবঃ।

হে অন্তরাত্মন্! 'যাসু' (যাসু স্তুতিক্রিয়াসু) 'বর্দ্ধসে' (স ভগবান প্রবৃদ্ধঃ ভবতি) তেন স্তোত্রেণ ত্বং ভগবন্তং স্তুহি ইতি শেষঃ।

অথবা

'প্রত্নথা' (পুরাতনাঃ) 'পূর্ব্বথা' (পূর্ব্বে বর্ত্তমানাঃ) 'ইমথা' (ইদানীং বর্ত্তমানাঃ) সর্ব্বে প্রাণিনঃ 'তং' (ভগবন্তং) আরাধিতবন্ত। 'বিশ্বথা' (অনাগতাঃ বিশ্বে সর্ব্বে প্রাণিনঃ অপি) ত্বং ভগবন্তং আরাধয়িষ্যন্তি ইতি শেষঃ। অতঃ হে অন্তরাত্মন! ত্বমপি 'জ্যেষ্ঠতাতিং' (পুরাণং) 'বর্হিষদং' (সৎকর্ম্মসু সদাবিরাজন্তং) 'স্বর্ব্বিদং' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলং লব্ধয়িতারং, সর্ব্বজ্ঞং বা ইত্যর্থঃ) 'প্রতীচীনং' (অস্মদনুকূলং) 'বৃজনং' (বলবন্তং—সর্ব্বশক্তেরাধারং) 'আশুং' (ভক্তানাং রক্ষণায় শীঘ্রগামিনং) 'জয়ন্তং' (সর্ব্বমভিভবন্তং) 'তং' (ভগবন্তং) 'গিরা (স্তুত্যা, সাধনয়া বা) 'দোহসে' (ধুক্ষ, সর্ব্বকামসম্বন্ধরিক্তাকরণায় সম্পূজয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'যাসু' (কর্ম্মসু) 'বর্দ্ধসে' (তস্য ভগবতঃ মহিমা প্রবৃদ্ধঃ ভবতি, যদ্বা—স ভগবান্ তৃপ্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) তেন কর্ম্মণা ত্বং ভগবন্তং স্তুহি ইতি শেষঃ।

২। হে মম হৃন্নিহিত ভক্তিরসামৃত! ত্বং 'উপযামগৃহীতঃ (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং, হৃদয়াৎ সমুৎপন্নং বা) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'মকায়' (জ্ঞানজ্যোতিষাং আধারায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য প্রীত্যর্থং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ)। 'এষঃ' (মম নির্ম্মলং হৃদয়ং) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (উৎপত্তিস্থানং); অতঃ ত্বং 'প্রজাঃ' (অন্তরস্থিতান্ সদ্বৃত্তীঃ) 'পাহি' (সংরক্ষ)। (১অষ্টকঃ—৪প্রপাঠকঃ—৯অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে অন্তরাত্মা! পুরাতন, আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইদানীং বর্ত্তমান বিশ্বের সকল প্রাণী ভগবানকে আরাধনা করিয়া অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ, হৃদ্রূপ বর্হিতে অধিষ্ঠিত অথবা সৎকর্ম্মের সুফলদাতা চৈতন্য-স্বরূপ, শরণাগতদিগের পরিত্রাণ জন্য ত্বরান্বিত, সকলের অভিভবিতা, সকলের আরাধনীয় সেই ভগবানকে স্তোত্র-কর্ম্মের দ্বারা পূজার্চ্চনা কর।

সেই ভগবান আমাদিগের প্রতিকূল সর্ব্ববিধ কামনা আমাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অতএব হে অন্তরাত্মা! কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জনের নিমিত্ত সেই ভগবানের আরাধনা কর। যে স্তুতি-কর্ম্মের দ্বারা সেই ভগবান প্রবৃদ্ধ হয়েন, সেই স্তোত্রের দ্বারা তাঁহাকে স্তুতি কর।

অথবা

পুরাতন, পূর্ব্বে বর্ত্তমান, ইদানীং বর্ত্তমান সকল প্রাণিগণ ভগবানকে আরাধনা করিয়াছিলেন। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সকল প্রাণীও সেই ভগবানকে আরাধনা করিবেন। অতএব হে অন্তরাত্মন্! তুমিও পুরাতন, কর্ম্ম-সমূহে সদা বিরাজিত, সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের অনুকূল, বলবান—সকল শক্তির আধার, ভক্তগণের রক্ষার জন্য শীঘ্রগমন-কারী, সকলের অভিভবিতা সেই ভগবানকে সাধনা-প্রভাবে (স্তুতির দ্বারা) পূজা কর (অর্থাৎ সকল-কাম-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আরাধনা কর)। অপিচ, যে সকল কর্ম্মে ভগবানের মহিমা বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ ভগবান তৃপ্ত হয়েন, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি-রসামৃত! তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় হইতে সঞ্জাত হও। অতএব তোমাকে জ্ঞান-জ্যোতির আধার ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি। আমার নির্ম্মল হৃদয় তোমার উৎপত্তিস্থান। অতএব তুমি আমার অন্তরস্থিত সদ্বৃত্তি-সমূহকে রক্ষা কর। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"অয়ং বেনশ্চোদয়দিতি শুক্রং গৃহীত্বা হিরণ্যেন শ্রীত্বৈষ তে যোনির্ব্বীরতাং পাহীতি সাদয়তি" ইতি। পাঠস্তু॥

১। "অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে। ইমমপাꣳ সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি।" ২। "উপযামগৃহীতোঽসি শণ্ডায় ত্বৈষ তে যোনির্ব্বীরতাং পাহি॥" ইতি॥

অয়মিতৈন্দ্রো নির্দ্দিশ্যতে। বেনঃ কান্তোঽভীষ্টঃ। বিন কান্তাবিত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নত্বাৎ। পৃশ্নিরাদিত্যস্তস্য গর্ভভূতা আপঃ। তথা চান্যত্র প্রশ্নোত্তরাভ্যাময়মর্থঃ শ্রূয়তে—"কেমা আপো নিবিশন্তে। যদিতো যান্তি সম্প্রতি।" ইতি প্রশ্নঃ। "আপঃ সূর্য্যে সমাহিতাঃ। অভ্রাণ্যপঃ প্রপদ্যন্তে॥" ইত্যুত্তরম্। অয়ং বেনঃ পৃশ্নিগর্ভাশ্চোদয়ৎ। অপো বর্ষতীত্যর্থঃ। কীদৃশোঽয়ম্। জ্যোতির্জরায়ুঃ। বিদ্যুল্লক্ষণং তেজো জরায়ুবদ্বেষ্টনং যস্যাসৌ জ্যোতির্জরায়ুঃ। কুত্রায়ং বর্ষতি। রজসো বিমানে। ধূলের্ব্বিশেষেণ নির্ম্মাণং যস্মিন্ শুষ্কে ভূপ্রদেশে তত্র বর্ষতি। অপাং সূর্য্য-গর্ভীভাবঃ কথং সম্পন্ন ইতি চেৎ। অত্রোচ্যতে—বিপ্রা ঋত্বিজঃ সূর্য্যস্যাপাং চ সঙ্গমে নিমিত্ত ভূতে সতীমমিন্দ্রং শিশুং স্তনন্ধয়ং শিশুমিব লালয়ন্তে মতিভির্মন্ত্রসহিতাভিরাহুতিভী রিহন্তি যজন্তীত্যর্থঃ। আহুতিদেবতাভিরিমা আপো নীয়ন্তে। এতদেবাভিপ্রেত্য শ্রূয়তে—"ভূমিং পর্জ্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ" ইতি। হে শুক্রগ্রহ দারুপাত্রেণ গৃহীতোঽসি। শুক্রপুত্রায় শণ্ডায় ত্বাং গৃহ্ণামি। এষ খরৈকদেশস্তে যোনিঃ স্থানম্। তাদৃশস্ত্বং যজমানস্য বীরতাং কর্ম্মশূরত্বং পালয়॥

কল্পঃ—তং প্রত্নথেতি মন্থিনং গৃহীত্বা সক্তুভিঃ শ্রীণাতি এষ তে যোনিঃ প্রজাঃ পাহীতি সাদয়তি" ইতি। পাঠস্তু—

১। "তং প্রত্নথা পূর্ব্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদꣳ সুবর্ব্বিদং প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে গিরাঽশুং জয়ন্তমনু যাসু বর্দ্ধসে।" ২। "উপযামগৃহীতোঽসি মর্কায় ত্বৈষ তে যোনিঃ প্রজাঃ পাহি॥" ইতি॥

ইন্দ্রায়াজুহবুরিতি ব্রাহ্মণাদয়ং মন্ত্র ঐন্দ্রঃ। তমিন্দ্রং স্তুম ইতি শেষঃ। প্রত্নথেত্যাদৌ থাপ্রত্যয় উপমার্থঃ। প্রত্নাঃ পুরাতনা ভৃগ্বাদয়ো যথা ত্বামস্তবংস্তথা বয়মপি ত্বাং স্তুমঃ। পূর্ব্বথা পিত্রাদয় ইব। বিশ্বথাঽতীতাঃ সর্ব্বে যজমানা ইব। ইমথা বর্ত্তমানা ইমে যজমানা ইব। কীদৃশ-মিন্দ্রম্। জ্যেষ্ঠতাতিম্। স্বার্থে তাতিপ্রত্যয়ঃ। বার্হিষদং যাগে সন্নিহিতত্বেন তিষ্ঠন্তম্। সুবর্ব্বিদং যজমানায় দাতব্যত্বেন স্বর্গং বেত্তীতি সুবর্ব্বিত্তম্। হে ইন্দ্র যস্ত্বং প্রতীচীনং প্রতিগমন-মস্মৎপ্রতিকূলং বৃজনং বর্জনীয়মালস্যাশ্রদ্ধাদি দোহসে রিক্তী করোষি বিনাশয়সি তাদৃশং ত্বাং স্তুমঃ। ক পুনঃ স্তুমঃ। যাসু ক্রিয়াসু ত্বমাশুং ক্ষিপ্রকারিণং জয়ন্তং সম্যগনুষ্ঠানেন যজমানান্তরা-দতিশয়েনোপেতং যজমানমনু সোমপানেন স্তুত্যা চ বর্দ্ধসে তাসু ক্রিয়াসু তমিন্দ্রং স্তুমঃ। হে মন্থিগ্রহ ত্বমুপযামগৃহীতোঽসি শুক্রপুত্রায় মর্কনামকায় ত্বাং গৃহ্ণামি। এষ খরপ্রদেশস্তব স্থানম্। ত্বং যজমানস্য প্রজাঃ পালয়॥

মন্ত্রানুপেক্ষ্য গ্রহৌ বিধত্তে—"বৃহস্পতির্দ্দেবানাং পুরোহিত আসীচ্ছণ্ডামর্কাবসুরাণাং

ব্রহ্মণ্বন্তো দেবা আসন্ ব্রহ্মণ্বন্তোঽসুরাস্তেঽন্যোঽন্যং নাশক্নুবন্নভিভবিতুং তে দেবাঃ শণ্ডামর্কাবুপামন্ত্রয়ন্ত তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ গ্রহাবেব নাবত্রাপি গৃহ্যেতামিতি তাভ্যামেতৌ শুক্রামন্থিনাবগৃহ্ণন্ততো দেবা অভবন্পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষঃ শুক্রামন্থিনৌ গৃহ্যেতে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি।

ব্রহ্মণ্বন্তঃ পুরোহিতানুষ্ঠিতমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ। উপামন্ত্রয়ন্ত রহস্যুপচ্ছন্দিতবন্তঃ। যদ্যপ্যন্যত্র শণ্ডামর্কয়োরাবয়োর্যজ্ঞভাগো নাস্তি তথাঽপ্যত্রাপ্যগ্নিষ্টোমে সোঽস্তু। তত্রাপি গ্রহাবেব ন তু লেপাদিঃ। অত্র গৃহ্যেতামিত্যেতাবদেব শণ্ডামর্কাভ্যাং বৃতং ন তু হূয়েতামিতি। ততো দেবা গ্রহণমাত্রেণ স্বকার্য্যং সাধিতবন্তঃ॥

অথার্থবাদেন গ্রহয়োরধস্তাল্লগ্নানাং পাংসূনামপধ্বংসনং বিধাতুং বিধিমুন্নয়তি—"তৌ দেবা অপনুদ্যাঽত্মন্ ইন্দ্রায়াজুহবুরপনুত্তৌ শণ্ডামর্কৌ সহামুনেতি ব্রূয়াদ্যং দ্বিষ্যাত্তমেব দ্বেষ্টি তেনৈনৌ সহাপ নুদতে" (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০১০) ইতি। দেবাঃ স্বকার্য্যসিদ্ধেরূর্দ্ধং তৌ শণ্ডামর্কাবপসার্য্য স্বকীয়ায়েন্দ্রায় তৌ শুক্রামন্থিগ্রহাবজুহবুঃ। তস্মাদ্গ্রহয়োরধোলগ্নাং ধূলিমপধ্বংসয়ন্নন্যত্র সমাম্নাতমপনুত্তাবিতি মন্ত্রং ব্রূয়াৎ। অমুনেত্যত্র দ্বেষ্যস্য দ্বেষ্টুশ্চ নাম ধ্যায়েৎ। অত্র সূত্রম্—'তৌ প্রোক্ষিতাভ্যাং শকলাভ্যামপিধায়াপ্রোক্ষিতাভ্যামধস্তাৎ পাংসূনপধ্বংসয়তোঽপনুত্তৌ শণ্ডামর্কৌ সহামুনেত্যপনুত্তঃ শণ্ড ইতি বাঽধ্বর্য্যুর্দ্বেষ্যং মনসা ধ্যায়ন্নপনুত্তো মর্ক ইতি তং প্রতিপ্রস্থাতা" ইতি॥ অন্যত্রাঽম্নাতেন মন্ত্রেণ গ্রহহোমস্য বিধিমর্থবাদেনোন্নয়তি—"স প্রথমঃ সংকৃতিবিশ্বকর্ম্মেত্যেবৈনাবাত্মন ইন্দ্রায়াজুহবুরিন্দ্রো হ্যেতানি রূপাণি করিক্রদচরৎ" (সং কা০ ৬ প্র০৪ অ০১০) ইতি। মন্ত্রপাঠস্তু—"স প্রথমঃ সংকৃতির্বিশ্বকর্ম্মা। স প্রথমো মিত্রো বরুণো অগ্নিঃ। স প্রথমো বৃহস্পতিশ্চিকিত্বান্। তস্মা ইন্দ্রায় সুতমা জুহোমি" ইতি।

স ইন্দ্রঃ প্রথমো দেবানাং মুখ্যঃ সর্ব্বাধিপতিত্বাৎ। সমীচীনা কৃতির্নিম্মাণং যস্যাসৌ সংকৃতিঃ। তাদৃশো বিশ্বকর্ম্মনামকো দেবোঽপি স ইন্দ্র এব। মিত্রো বরুণোঽগ্নিঃ স এব। চিকিত্বানভিজ্ঞো বৃহস্পতিরপি স এব। তাদৃশায়েন্দ্রায়াভিষুতং সোমং সর্ব্বতো জুহোমি। যস্মাদিন্দ্র এতানি বিশ্বকর্ম্মত্বাদীনি রূপাণি করিক্রদত্যর্থং কুর্ব্বঞ্জগদচরত্তস্মাত্তৎপ্রতিপাদকেনানেনৈব মন্ত্রেণ হোমো যুজ্যতে॥ হোমাৎ পুরা গ্রহাবাদায়াঽচ্ছাদ্যাধ্বর্য্যুপ্রতিপ্রস্থাতারৌ প্রাঙ্মুখৌ নির্গচ্ছেতামিতি বিধত্তে—"অসৌ বা আদিত্যঃ শুক্রশ্চন্দ্রমা মন্থ্যপিগৃহ্য প্রাঞ্চৌ নিষ্ক্রামতস্তস্মাৎ প্রাঞ্চৌ যন্তৌ ন পশ্যতি" (সং০ কা০৬ প্র০৪ অ০ ১০) ইতি। পশ্চিমদিশ্যস্তং গত্বা পুনরুদয়ায় প্রাঙ্মুখতয়া গচ্ছন্তৌ সূর্যাচন্দ্রমসৌ দ্রষ্টুং কেঽপি ন শক্নুবন্তি। তস্মাদ্গ্রহয়োরাচ্ছাদনং যুক্তম্॥ হোমায় প্রত্যঙ্মুখত্বং বিধত্তে—"প্রত্যঞ্চাবাবৃত্য জুহুতস্তস্মাৎ প্রত্যঞ্চৌ যন্তৌ পশ্যন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। উদয়াদূর্দ্ধং প্রত্যঙ্মুখতয়া গচ্ছন্তৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সর্ব্বে পশ্যন্তি। অতো গ্রহয়োরাচ্ছাদনমপনীয়প্রত্যঙ্মুখত্বেনাঽবৃত্তির্হোমার্থা যুক্তা॥ উত্তরবেদেরভিতঃ পরিক্রমণং বিধত্তে—"চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যচ্ছুক্রামন্থিনৌ নাসিকোত্তরবেদিরভিতঃ পরিক্রম্য জুহুতস্তস্মাদভিতো নাসিকাং চক্ষুষী তস্মান্নাসিকয়া চক্ষুষী বিধৃতে সর্ব্বতঃ পরি ক্রামতো রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০৪ অ০১০) ইতি। অত্র সূত্রম্—"উত্তরবেদিং পরিক্রামতঃ সুবীরাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি। শুক্রঃ শুক্রশোচিষেতি দক্ষিণেনাধ্বর্য্যুঃ প্রতিপদ্যতে সুপ্রজাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি। মন্থী মন্থিশোচিষেত্যু

ত্তরেণ প্রতিপ্রস্থাতা" ইতি॥ তদেতৎসর্ব্বতঃ পরিক্রমণং রক্ষোবধায় সম্পদ্যতে॥ অত্র চমসহোমে প্রাঙ্মুখত্বং গ্রহহোমে প্রত্যঙ্মুখত্বং চ বিধত্তে—"দেবা বৈ যাঃ প্রাচীরাহুতীরজুহবুর্যে পুরস্তাদসুরা আসন্তা৺স্তাভিঃ প্রাণুদন্ত যাঃ প্রতীচীর্যে পশ্চাদসুরা আসন্তা৺স্তাভিরপানুদন্ত প্রাচীরন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তে প্রত্যঞ্চৌ শুক্রামন্থিনৌ পশ্চাচ্চৈব পুরস্তাচ্চ যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে তস্মাৎ পরাচীঃ প্রজাঃ প্র বীয়ন্তে প্রতীচীর্জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। অত্র সূত্রম্—"পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চাবধ্বর্য্যু জুহুতঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চশ্চমসৈশ্চমসাধ্বর্য্যবো জুহ্বতি" ইতি। বাক্যং তু ধিষ্ণ্যপ্রস্তাবেঽপি গতম্॥ সূত্রকারেণোদাহৃতৌ পরিক্রমণমন্ত্রৌ প্রদেশান্তর আম্নাতাবিহ ব্যাচষ্টে—"শুক্রামন্থিনৌ বা অনু প্রজাঃ প্র জায়ন্তেঽত্রীশ্চাঽদ্যাশ্চ সুবীরাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি শুক্রঃ শুক্রশোচিষা সুপ্রজাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি মন্থী মন্থিশোচিষেত্যাহৈতা বৈ সুবীরা যা অত্রীরেতাঃ সুপ্রজা যা আদ্যাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। অত্রীর্ভোক্ত্র্য উত্তমজাতয়ো ব্রাহ্মণাদয় আদ্যা ভোগ্যা নীচজাতয়ো ভৃত্যকর্ম্মকরাদয়ঃ। মন্ত্রার্থস্তু—শোভনা বীরা উত্তমা যাসাং তাঃ সুবীরাঃ। শোভনাঃ সেবাকুশলাঃ প্রজাঃ পুত্রাদয়ো যাসাং তাঃ সুপ্রজাঃ। হে শুক্রগ্রহ ত্বং যজমানস্য শোভনভোক্তৃযুক্তাঃ প্রজা উৎপাদয়ন্নুত্তরবেদের্দ্দক্ষিণতঃ পরীহি। শুক্রগ্রহস্ত্বং শুক্রদেবতাসম্বন্ধিনা তেজসা রক্ষসামপঘাতং কুর্ব্বিতি শেষঃ। হে মন্থিগ্রহ ত্বং যজমানস্য শোভনসেবকরূপাঃ প্রজা উৎপাদয়ন্নুত্তরবেদেরুত্তরতঃ পরীহি। মন্থিগ্রহস্ত্বং মন্থিদেবতাসম্বন্ধিনা তেজসা রক্ষাংস্যপজহি। এতা বৈ সুবীরা ইত্যাদিকং মন্ত্রব্যাখ্যানম্॥

বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদাত্ত্র্যস্য প্রজা জায়তে নাঽদ্যা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। মন্থিপাত্রস্য বিকঙ্কতবৃক্ষত্বং সক্তুমেলনং চ বিধত্তে—"প্রজাপতেরক্ষ্যশ্বয়ত্তৎ-পরাঽপতত্তদ্বিকঙ্কতং প্রাবিশত্তদ্বিকঙ্কতে নারমত তদ্যবং প্রাবিশত্তদ্যবেঽরমত তদ্যবস্য যবত্বং যদ্বৈকঙ্কতং মন্থিপাত্রং ভবতি সক্তুভিঃ শ্রীণাতি প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। সক্তবো যবপিষ্টানি॥

আহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তীতি বচনাদিতরপাত্রবন্মন্থিপাত্রস্যাপি সদঃ-প্রবেশঃ প্রাপ্নোতি তন্নিষেধং প্রশ্নোত্তরাভ্যামুন্নয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যান্মন্থিপাত্র৺ সদো নাশ্নুত ইত্যার্ত্তপাত্র৺হীতি ব্রূয়াদ্যদশ্নুবীতান্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদার্ত্তিমাচ্ছেত্তস্মান্নাশ্নুতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১০) ইতি। আর্ত্তপাত্রং রোগযুক্তচক্ষুঃস্বরূপমিদং পাত্রম্॥

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য পঞ্চমে পাদে চিন্তিতম্—"স্বস্থানে প্রতিকর্ষো বা শুক্রাদেঃ পূর্ব্ববত্তবেৎ। স্থানে নৈবং তদগ্রত্বাপ্রাপ্তেঃ স প্রতিকৃষ্যতাম্" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"শুক্রাগ্রান্গৃহ্ণীয়া-দভিচরতো মন্থ্যগ্রান্ গৃহ্ণীয়াদভিচর্য্যমাণস্য" ইত্যাদি। ঐন্দ্রবায়বন্যায়েন শুক্রাদীনাং স্বস্থানে গ্রহণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ঐন্দ্রবায়বস্য ধারাগ্রহাগ্রত্বং স্বস্থানে পাঠাদেব প্রাপ্তম্। শুক্রাদীনাং তু নেতি বৈষম্যম্। তথা সতি বিধীয়মানমগ্রত্বং পাঠক্রমবাধমন্তরেণানুপপন্নত্বাৎ প্রতিকৃষ্যতে। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"স সর্ব্বাদাবৈন্দ্রবায়বাদৌ বাঽত্রাবিশেষতঃ। সর্ব্বাদাবাশ্রয়াদৈন্দ্রবায়বাদৌ ধ্রুতেরপি" ইতি॥ স পূর্ব্বোক্তঃ প্রতিকর্ষঃ সর্ব্বেষামুপাংশ্বাদীনাং গ্রহাণামাদৌ যুক্তঃ। কুতঃ। বিশেষাশ্রবণাৎ। সামান্যতঃ শ্রুতমগ্রত্বমনপেক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বাদৌ মুখ্যম্। নৈতদেবম্। প্রাকৃতত্বাদৈন্দ্রবায়বা-

গ্রহানাশ্রিত্য ফলায় শুক্রাগ্রস্থবিধানাৎ। কিং চ "ধারয়েয়ুস্তং যং কামায় গৃহ্ণীয়ুরৈন্দ্রবায়বং গৃহীত্বা সাদয়েৎ" ইতি শ্রূয়তে। তত্র কাম্যস্য শুক্রাদের্দ্ধারণাদ্বাঽনন্তরমৈন্দ্রবায়বগ্রহণং বিবক্ষিতার্থে লিঙ্গম্। তস্মাদৈন্দ্রবায়বাদৌ প্রতিকর্ষঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"নাপকর্ষোঽপকর্ষো বা সাদনস্যাশ্রুতত্বতঃ। ন মৈবং গ্রহশেষত্বাত্তচ্ছা-শক্তের্গ্রহান্তরে" ইতি॥ সর্ব্বেণ গ্রহো গৃহীত্বা সাদ্যতে। তথা সতি যত্র কাম্যস্য গ্রহস্যাপ-কর্ষস্তত্র সাদনস্যাপকর্ষো ন শঙ্কনীয়ঃ। অশ্রুতত্বাৎ। শুক্রাগ্রানিত্যত্র শব্দেন যথা গ্রহস্যাপকর্ষঃ শ্রূয়তে ন তথা সাদনাপকর্ষপ্রতিপাদকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। তস্মান্নাপকর্ষঃ। নৈতদ্যুক্তম্। সাদনস্য গ্রহশেষত্বাৎ। তচ্চ শেষত্বমশক্তেরবগম্যতে। ন হি পূর্ব্বং গ্রহমসাদয়িত্বা গ্রহান্তরং গ্রহীতুং শক্যম্। অতোঽত্র গ্রহাণামপকর্ষে তচ্ছেষভূতং সাদনমপ্যপকৃষ্যতে॥

অথ ছন্দঃ—অয়ং বেন ইতি ত্রিষ্টুপ্। তং প্রত্নথেতি জগতী॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকেঽষ্টমনবমানুবাকৌ॥ ৮-৯॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অষ্টম ও নবম অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা শুক্রমন্থিন-গ্রহদ্বয়ের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্র-দুইটী একত্র সন্নিবিষ্ট এবং ভাষ্যকার কর্ত্তৃক একযোগে ব্যাখ্যাত।

অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র কিঞ্চিৎ জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্য অনুসারে ঐ মন্ত্রে ইন্দ্রকে নির্দ্দেশ করে। মন্ত্রের অর্থ ভাষ্যে যে ভাবে প্রকটিত, তাহা এই,—কান্ত্যর্থক বিন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া 'বেন' পদে কান্তি অভীষ্ট বুঝায়। পৃশ্নির অর্থাৎ আদিত্যের গর্ভভূতা বলিয়া 'পৃশ্নিগর্ভা' অর্থে অপকে বুঝাইতেছে। এই বেন 'পৃশ্নিগর্ভা' অর্থাৎ অপ বা জল বর্ষণ করেন। কীদৃশ বেন?—'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' অর্থাৎ বিদ্যুল্লক্ষণ তেজের দ্বারা তিনি জরায়ুবৎ পরিবেষ্টিত আছেন। কোথায় বর্ষণ করেন? 'রজসো বিমানে' অর্থাৎ ধূলিবিশেষে নির্ম্মিত শুষ্ক ভূপ্রদেশে। অপ যে সূর্য্য-গর্ভসম্ভূত, তাহা কিরূপে সম্পন্ন হয়? ঋত্বিগ্‌গণ সূর্য্যের সহিত অপের সঙ্গম নিমিত্ত, স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় ইন্দ্রকে মন্ত্র-সহিত আহুতির দ্বারা যজনা করেন। আহুতি-দেবতাগণের দ্বারা এই জলসমূহ বর্ষিত হয়। শ্রুতিতে আছে—পর্জ্জন্যের দ্বারা ভূমি সিক্ত হয়। আর স্বর্গ অগ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত হয়।' ভাষ্যমতে দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ—হে শুক্রগহ! তুমি দারুপাত্রের দ্বারা গৃহীত হও। শুক্রপুত্র শণ্ডের (ষণ্ডের) নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করি। এই খরের একদেশে তোমার স্থান। তথাবিধ তুমি যজমানের কর্ম্মশূরত্ব পালন কর।'

প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—'বেন নামে যে দেবতা, তিনি জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল-নির্ম্মাণকারী আকাশ মধ্যে সূর্য্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্য্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ সেই বেনদেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্টবচনে সন্তুষ্ট করেন।"

ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে বুঝা যায়, মন্ত্রে যেন বৃষ্টির বারিধারার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বৃষ্টির জল কিরূপে সূর্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়; প্রখর মার্ত্তণ্ডের খরকরতাপে ধরণী প্রজ্বলিত হইলে, মানুষ কিরূপে বারিবর্ষণের আকাঙ্ক্ষা করে, কিরূপে মেঘ উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপে মেঘের অন্তরালে বিদ্যুৎবিকাশ হয়, আর বেনদেবতা কিরূপে সেই মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া শুষ্ক ভূপ্রদেশে বরিসম্পাত করেন,—মন্ত্রে যেন সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ, ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে বারিবর্ষণের ভাবই মনে আসে। ধরিত্রীর স্নিগ্ধতা সম্পাদন জন্য সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে জলরাশি বাষ্পরূপে সঞ্চিত হয়। বেন (ইন্দ্র) মেঘাধিপতি। তাঁহার প্রভাবে মেঘরাশি বারিরূপে নিপতিত হইয়া সংসারে শান্তিশীতলতা আনয়ন করে। 'অপাং সূর্য্যস্য সংগমে' এবং 'বেনশ্চোদয়ৎ' মন্ত্রাংশদ্বয়ে স্থূলতঃ এই ভাবের বিকাশ দেখি। 'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ'—মেঘের মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের ভাব আনয়ন করে এবং পৃশ্নিগর্ভা' পদে সূর্য্যই যে বৃষ্টির বা জলের জনক, সেই ভাব উপলব্ধ হয়।

মরু-প্রদেশের অধিবাসী যাহারা (রজসো বিমানে) বারি-বিন্দুর জন্য ব্যাকুল, তাহাদের প্রার্থনা—জল-প্রার্থনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জলের অভাবে যখন শস্য-ক্ষেত্র শুষ্কতা-প্রাপ্ত হয়, বারি-বর্ষণ-বিহনে জীবের জীবন-ধারণের উপাদান শস্য-সমূহ যখন শুকাইয়া যায়, তখন জলাধিপতির শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর আর কি থাকিতে পারে? তিনি 'রজসো বিমানে চোদয়ৎ' অর্থাৎ ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন শুষ্ক ভূপ্রদেশে বারিবর্ষণ করেন বুঝিয়া, সাধারণ মানুষ তাই তাঁহার নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চস্তরের সাধক, তাঁহারা দেখেন,—তিনি তো কেবল সাধারণ জলের অধিপতি নহেন? তিনি যে শান্তিদাতা—স্নিগ্ধতা-প্রদানকর্ত্তা। সংসারের জ্বালামালায় অন্তর যখন পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যায়, এই স্তরের মানুষ, তাঁহাকে স্নিগ্ধতাগুণের আধার জানিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার জলের অভাব, সে তাঁহার নিকট জলের প্রার্থনা করে; যাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে তাঁহার নিকট শান্তির কামনায় প্রধাবিত হয়।

কিন্তু আরও একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, এতদ্দ্বারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। বুঝা যায়,—অবিমিশ্র ভক্তি-সুধা মুমুর্ষুর মোক্ষেচ্ছা বহন করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য গমন করে। স্থূল-দেহ তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে না; তাই এস্থলে 'অপাং সূর্য্যস্য সঙ্গমে' অংশে সূক্ষ্ম-দেহের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট। ফলতঃ, মন্ত্রাংশ যেন নিরাশায় আশার সঞ্চার করিতেছে। বলিতেছে,—'হে আমার অন্তরাত্মা! তোমাতে যে ভক্তি-সুধা সঞ্চিত আছে, তাহাতেই তুমি পরাগতি লাভে সমর্থ হইবে। তোমার সেই ভক্তি-সুধা কেন তাঁহার চরণে সমর্পিত হয় না? তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তাহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ কর। কেন হতাশ হও? ভক্তের ভগবান তিনি; ভক্তাধীন তিনি; তাঁহার শরণ লও। তিনি শরণাগত পালক, তিনি তোমাকে আশ্রয় দান করিবেন। মুক্তির অভিলাষী তুমি; মুক্তি আপনিই অধিগত হইবে। প্রার্থনা যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌছিয়া থাকে। তখনই বাষ্পবারিরূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; ভক্তির বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, বারিধারারূপে তাঁহার করুণাধারা আপনিই বর্ষিত

হইবে। ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে কি তাহা তাঁহার করুণা আকর্ষণে সমর্থ হয়? একাগ্রতা না থাকিলে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা না থাকিলে, ভক্তি কি নির্ম্মল হইতে পারে? না—সে ভক্তিতে তাঁহার করুণাবারি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়! সংসারের আবিলতা দূর কর, অন্তর নির্ম্মল কর, তাঁহার শরণ লও, তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর, তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও; তবেই তো তিনি স্নিগ্ধবারি বর্ষণে তোমার অন্তরের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিবেন? তবেই তো তুমি পুরুষার্থ-সাধনে সমর্থ হইবে? তবেই তো তুমি আত্মায় আত্মসম্মিলন করিতে পারিবে!' স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

অষ্টম মন্ত্রের প্রমাণাংশটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম বর্গে (দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রটী বেনদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। বেনদেবতা-সম্বোধনে এখানে ইন্দ্রদেবতার প্রতিই লক্ষ্য আছে—ইহাই ভাষ্যকারের অভিমত। এই মন্ত্রের ত্রিবিধ অন্বয়ে যে ত্রিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। প্রথমোক্ত অন্বয় দুইটী সাধনার উচ্চতরের ভাব ব্যক্ত করিতেছে, আর শেষোক্তটীতে সাধারণভাবে বারিবর্ষণমূলক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্তরের প্রার্থনাকারী মনে করেন,—বেনদেবতা মেঘসঞ্চারের ও বৃষ্টিপাতের কর্তৃস্থানীয়, তিনিই শস্যোৎপত্তির হেতুভূত। অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণমান সংসারী যে সাধারণ মানুষ, পুত্রকলত্রাদির পরিচালনভারগ্রস্ত বিপন্ন যে জন—তাহার প্রার্থনা, তাহার আকাঙ্ক্ষা আর ইহার অধিক কত উচ্চভাবমূলক হইতে পারে? তাহার জ্ঞান এই মাত্র যে, বেনদেবতা পরিতুষ্ট না হইলে, সুবর্ষণ-সুকর্ষণের অভাবে অন্নাদির উৎপত্তি-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন ভিন্ন জীবের জীবন ধারণ সম্ভবপর হয় না; তাই তাহারা জলের কামনায় বেন (ইন্দ্র) দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

এক্ষণে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ 'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' পদের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যের অর্থ—"বিদ্যুল্লক্ষণং তেজঃ জরায়ুবদ্বেষ্টনাং যস্যাসৌ জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ।" অর্থাৎ, বিদ্যুৎরূপ তেজ, জরায়ুরূপে যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। এ অর্থে ঐ পদে মেঘকেই বুঝা যায়। অন্য অর্থে—'মেঘ-মধ্যে গর্ভবদবস্থিতঃ' অর্থাৎ মেঘের মধ্যে গর্ভের ন্যায় অবস্থিত। ইহাতে বিদ্যুতের প্রতি লক্ষ্য আসে। কিন্তু 'জরায়ুঃ' বলিতে কি বুঝা যায়? জরায়ুর মধ্যে গর্ভ সংরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও জরায়ু শরীরগত-মাংসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু জরায়ু যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট থাকে। এখানে ভগবানকে 'জ্যোতির্জ্জরায়ু' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানেই সমস্ত জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিধৃত হইয়া আছে, তিনি আধার হইলেও আধেয়ের বিকারের সহিত তাঁহার কোনই বিকৃতি ঘটে না। এই হইতে 'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' পদে ভাব প্রাপ্ত হই যে,—হে অন্তরাত্মা! তুমি মাংস-পিণ্ডের প্রতি মমতাবান হইও না, মজ্জার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, দেহের অর্থাৎ জন্মের সম্বন্ধ যাহাতে পরিহার করিতে পার, তৎপক্ষে চেষ্টান্বিত হও— দিব্য-জ্ঞান-সঞ্চয়ে সৎ-স্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি কর। কারণ, তিনি সকল জ্ঞানের আধার;

জরায়ুরূপে তিনিই সকল জ্ঞান-জ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ফলতঃ, জল-মধ্যগত পদ্ম-পত্রের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করিয়া, কর্ত্তব্য-সাধনে জ্ঞানের সেবা-পরায়ণ হও—'জ্যোতির্জ্জরায়ুঃ' পদে এই ভাবেরই সমাবেশ উপলব্ধি করি।

রজসঃ বিমানে' পদদ্বয়ে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধ হয়। মর্ম্মানুসারিণী এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণে তদ্বিষয় উপলব্ধ হইবে। একবিধ অর্থে—মরু-সদৃশ শুষ্ক অজ্ঞান হৃদয়ে বিশুদ্ধা ভক্তি ভগবানের করুণাধারা বর্ষণ করে। বর্ষার বারি-পাতে মরু-সদৃশ পৃথিবী যেমন স্নিগ্ধ শান্ত-শীতল হয়, ভক্তি-প্রভাবে অজ্ঞান-হৃদয়ে জ্ঞান-রশ্মি-বিচ্ছুরণে ভগবানের করুণাধারা-বর্ষণে সে হৃদয় সেইরূপ স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তি যে ভগবানের প্রীতিকর, ভক্তি-ডোরেই যে ভগবানকে বাঁধিতে পারা যায়, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? ভগবান তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

ভগবান যে ভক্তাধীন, ভগবানের উক্তিতেই তাহা বুঝা যায় না কি? ফলতঃ, একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সুকৃতি সঞ্চয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করা যায়। একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন—একমাত্র আত্মনিবেদন ভিন্ন, কোনও অনুষ্ঠানই মানুষকে সর্ব্বতোভাবে পরম পদে পৌছাইতে পারে না, বিশ্বরূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ,—'হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! একমাত্র ভক্তিহেতুই জীব আমার এবম্বিধ যথার্থ রূপ দেখিতে সমর্থ হয়—জানিতে সমর্থ হয়। আমার এই রূপ দেখিতে পাইলে, আমার এই রূপ জানিতে পারিলে, আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাতে বিলীন হইতে পারে। তবেই বুঝা গেল, ভক্তিই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়। যতক্ষণ না অনন্যাভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে না পারিলে, কেহই তাহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না।

আবার 'রজসঃ' পদে অহঙ্কারাদি জন্মকারণের প্রতি লক্ষ্য আসিতে পারে। রজোভাব হইতেই জন্ম। জ্ঞানদেবতা আপনার জ্যোতিঃ-বিস্তারে রজোভাবকে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি জন্ম-কারণকে নাশ করেন। ফলতঃ, প্রজ্ঞানলাভে পরমজ্ঞানী হইয়া, মানুষ যেন আপনার জন্ম-হেতুভূত অহঙ্কারাদিকে দুরীভূত করিতে সমর্থ হয়,—'রজসো বিমানে' পদদ্বয়ে সে ভাবও ব্যক্ত হইতে পারে। ফলতঃ, জ্ঞানোদ্ভাসিত অনন্যাভক্তিই মূলীভূত।

তাই ভক্তিকে 'পৃশ্নিগর্ভা' বলা হইয়াছে। 'পৃশ্নি' শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। সূর্য্য হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাই পৃশ্নিগর্ভা। সূর্য্যোদয়ে যেমন নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইলে, আলোক-রশ্মিবিচ্ছুরণে সংসার নবজীবন লাভ করে; জ্ঞানরশ্মিবিচ্ছুরণে তেমনি অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়,—দিব্য-জ্ঞানজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হয়। জ্ঞানই ভক্তির জনক। কেন-না, আমার আরাধ্য দেবতার স্বরূপ যদি আমি উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইলাম, কিরূপে তাঁহার প্রতি অন্তরকে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইব? তাই অনন্যাভক্তি লাভ করিতে হইলে, সৎস্বরূপের

শরণ গ্রহণ করিতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ প্রধান প্রয়োজন। এই জন্যই—এই ভাবেই ভক্তিকে 'পৃশ্নিগর্ভা' অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত বলা হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে—আত্মনিবেদনের ফলে. ভগবানের করুণাধারা যে আপনিই বর্ষিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই কপিলরূপী ভগবান মাতা দেবহুতিকে তাহা বুঝাইয়াছিলেন,—

"দেবানাং গুণালিঙ্গানামনুশ্রাবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

অর্থাৎ,—'মাতঃ, যাহাদের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকে নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর, ইন্দ্রিয়-সকলে ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ-শরীরকে দগ্ধ করে। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের সহিত সমাবস্থা-লাভেও সমুৎসুক নহেন।' ফলতঃ, যখন ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যাভক্তি আসিবে, তখনই ভক্ত আত্মনিবেদনে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে প্রাণমন মাতোয়ারা হইবে,—তখন সেই ভাবে তন্ময়তা আসিবে, যে ভাবে ভক্ত সাধক—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত্যা স্বভাবাৎ।
করোতি যৎ তৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। এই ভাবের অভ্যাসে জ্ঞানই যে ভক্তির একমাত্র জনক, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাই ভক্তি—'পৃশ্নিগর্ভা'।

'শিশুং ন' উপমায় এক অতি উচ্চ ভাব প্রকটিত। উহার অর্থ—পিতামাতাদি বান্ধব যেমন শিশুপুত্রকে মিষ্টবাক্যাদির দ্বারা আদর করেন, সেইরূপভাবে। এখানে ভগবানের সহিত পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত—বাৎসল্য-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। পুত্রের ন্যায় প্রিয় সামগ্রী সংসারে আর কিছুই নাই। ভগবানকে সেই পুত্রের ন্যায় দেখিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাকে অন্তরের সামগ্রী করিয়া লইতে হইবে—উপমার ইহাই সার্থকতা। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিবিধ ভাব-সমাবেশে ভগবানের শরণ-গ্রহণের উপদেশ দেখিতে পাই। অমরা মনে করি, এখানে তাহারই অঙ্কুর উদ্গত।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শণ্ডায়' পদে ভাষ্যকার শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তৎপক্ষে তাঁহার হেতু এই যে,—স্বকার্য্যসাধনের পূর্ব্বেই দেবগণ শণ্ড ও মর্ক নামক শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয়কে অপসারিত করিয়া, স্বকীয় প্রধান ইন্দ্রের নিমিত্ত শুক্রমন্থিগ্রহ আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে উক্ত গ্রহদ্বয়ের অধোলগ্নগুলি অপকে ধ্বংস করিয়াছিল। এই উপাখ্যান

অবলম্বনে ভাষ্যকার 'শগ্মায়' পদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করি। সুতরাং অপৌরুষেয় বেদের সহিত মনুষ্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের মতে, 'শগ্মায়' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। 'শগ্ম' পদে 'প্রভূতশক্তিশালী' বুঝায়। তাহা হইতেই আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'শূরায় ভগবতে'। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান—সকল শক্তির আধার। শক্তির উপাসনা—শক্তিসামর্থ্য লাভের জন্য। অনন্যভাবে শক্তির উপাসনায় শক্তির সঞ্চার হয়। 'বীরতাং' পদে সেই শক্তি বা 'কর্ম্মসামর্থ্য' সংরক্ষণের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। *

নবম অনুবাকের মন্ত্রে ভাষ্যে যে ভাব প্রকটিত, প্রথমে তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। সেই ইন্দ্রকে আমরা স্তুতি করে। পুরাতন ভৃগ্বাদি যেরূপে ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপে স্তুতি করি। পিত্রাদির ন্যায়, অতীত যজমানগণের ন্যায়, বর্ত্তমান যজমানদিগের ন্যায়, স্তুতি করি। কিরূপ ইন্দ্র? জেষ্ঠতাতি, যাগসন্নিহিত, স্বর্গের বেত্তা ইত্যাদি। হে ইন্দ্র! আপনি আমাদিগের প্রতিকূল বর্জ্জনীয় আলস্য-অশ্রদ্ধাদি বিনাশ করেন; তাদৃশ আপনার স্তুতি করি। যে সকল কার্য্যে আপনি ক্ষিপ্রতার সহিত সোমপানের দ্বারা যজমানকে সম্বর্দ্ধিত করেন, সেই সকল কার্য্যে আপনাকে স্তুতি করি। হে মন্থিগ্রহ! তুমি উপযামগৃহীত হও। মর্কনামক শুক্রপুত্রের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করি। এই খরপ্রদেশে তোমার স্থান। তুমি যজমানের প্রজাসমূহকে পালন কর।

আমাদের পরিগৃহীত অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের প্রথম অংশের দ্বিবিধ অন্বয়ে প্রায় একই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রে ভগবানকে 'জেষ্ঠতাতিঃ' বলিয়া বিশেষত করা হইয়াছে। 'তাতিন্' প্রত্যয়ে 'জ্যেষ্ঠ' শব্দ হইতে 'জ্যেষ্ঠতাতিং পদ নিষ্পন্ন। এখানে ভগবান 'জ্যেষ্ঠতাতিং' বিশেষণে বিশেষিত। তাঁহাকে 'জ্যেষ্ঠ' বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? তিনি অনাদি অনন্ত, তাই তিনি জ্যেষ্ঠ—সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, তিনি সর্ব্বগুণাধার, তিনি শ্রেষ্ঠ গুণের আকর; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি অজর অমর—ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ—অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি সকল জ্ঞানের আধার—গুণময়; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি পুরাণ, তিনি প্রাচীন—তিনি চিরনবীন—তিনি চিরনূতন—তিনি চিরপুরাতন; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ, তাই তিনি 'প্রত্নথা' 'পূর্ব্বথা'' বিশ্বথা' প্রভৃতি সকলেরই সর্ব্বকালে পূজ্য। সেই ভগবানকে আরাধনার উদ্বোধনাই মন্ত্রের লক্ষ্য। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৮-৯ অনুবাক)॥

---

* এখানে এই মন্ত্রে এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাই। সূর্য্যকিরণে জলরাশি শুষ্ক ও বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়। আর সেই মেঘ বিগলিত হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হইয়া থাকে। অপিচ, মেঘসমূহের পরস্পর ঘর্ষণে বিদ্যুদ্বিকাশ হয়,—সে তত্ত্বও এই মন্ত্র হইতে অবগত হই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানস্ফূর্ত্তির কত স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে ভারতের আর্য্যগণ এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন, বুঝা যায় না কি?

দশমঃ মন্ত্রঃ ॥

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থাপ্সুষদো মহি-
নৈকাদশস্থ তে দেবা যজ্ঞমিমং জুষধ্বমুপযামগৃহীতোঽস্যা-
গ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিমভি
সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং ত্বং
পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যে। দেবাঃ। দিবি। একাদশ। স্থ। পৃথিব্যাম্। অধীতি। একাদশ। স্থ।
অপ্সুষদ ইত্যপ্সু—সদঃ। মহিনা। একাদশ। স্থ। তে। দেবাঃ। যজ্ঞম্।
ইমম্। জুষধ্বম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। আগ্রয়ণঃ।
অসি। স্বাগ্রয়ণ ইতি সু—আগ্রয়ণঃ। জিন্ব। যজ্ঞম্। জিন্ব।
যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। অভীতি। সবনা। পাহি।

বিষ্ণুঃ। ত্বাম্। পাতু। বিশম্। ত্বম্। পাহি।

ইন্দ্রিয়েণ। এষঃ। তে। যোনিঃ। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। দেবেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ)।

ত্রিꣳশত্ত্রয়শ্চ গণিনো রুজন্তো দিবꣳ রুদ্রাঃ পৃথিবীং চ সচন্তে।

একাদশাসো অপ্সুষদঃ সুতꣳ সোমং জুষন্তাꣳ সবনায় বিশ্বে।

উপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব

যজ্ঞপতিমভি সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং

ত্বং পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ত্রিꣳশৎ। ত্রয়ঃ। চ। গণিনঃ। রুজন্তঃ। দিবম্। রুদ্রাঃ। পৃথিবীম্। চ।

সচন্তে। একাদশাসঃ। অপ্সুষদ ইত্যপ্সু—সদঃ। সুতম্। সোমম্।

জুষন্তাম্। সবনায়। বিশ্বে। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ।

অসি। আগ্রয়ণঃ। অসি। স্বাগ্রয়ণ ইতি সু—আগ্রয়ণঃ।

জিন্ব। যজ্ঞম্। জিন্ব। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্।

অভীতি। সবনা। পাহি। বিষ্ণুঃ। ত্বাম্।

পাতু। বিশম্। ত্বম্। পাহি। ইন্দ্রিয়েণ। এষঃ। তে।

যোনিঃ। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। দেবেভ্যঃ॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'যে দেবাঃ' 'একাদশঃ স্থ' (অভিন্নভাবাপন্নাঃ ভবন্তি) 'পৃথিব্যাং অধি' (ভূলোকে অপি) যে 'একাদশঃ স্থ' (অভিন্নভাবাপন্নাঃ ভবন্তি) অপিচ 'অপ্সুষদঃ' (অন্তরিক্ষস্থাঃ শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকাঃ) যে দেবাঃ 'মহিনা' (স্বমহিম্না) 'একাদশঃ স্থ' (অভিন্নভাবাপন্নাঃ ভবন্ত) 'তে দেবাঃ' (এবম্বিধাঃ সর্ব্বে দেবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'জুষধ্বম্' (সেবধ্বং গৃহ্ণীত বা)। অস্মাকং সৎকর্ম্মণা প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মান্ প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ।

(খ) হে দেবভাব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (আবির্ভূতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ); ত্বং 'আগ্রয়ণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ কাম্যঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(গ) হে দেবভাব! 'স্বাগ্রয়ণঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ কাম্যঃ সন্) 'যজ্ঞং' (অস্মাকং সৎকর্ম্ম) 'জিন্ব' (প্রীণয়, যথা সুসম্পন্নং ভবতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) ত্বং 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মসাধকং) 'জিন্ব' (প্রীণয়); 'সবনা অভি' (সৎকর্ম্মাভিমুখ্যেন, সর্ব্বং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (পালয়, সংরক্ষ, যথা সুসম্পন্নং ভবতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ)

(ঙ) হে দেবভাব! 'ত্বং' এব 'বিশং' (সর্ব্বান্ লোকান্, সর্ব্বং জগৎ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রিয়েণ' (কর্ম্মসামর্থ্যেন, কর্ম্মসামর্থ্যপ্রদানেন ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ)।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বাং' (ত্বা) 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকঃ বিশ্বপালকঃ দেবঃ) 'পাতু' (রক্ষতু—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ)।

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ, সর্ব্বদেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং হৃদি সমুৎপাদয়াম ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) দ্যুলোকে যে দেবগণ অভিন্নভাবাপন্ন হয়েন, ভূলোকেও যাঁহারা অভিন্নভাবাপন্ন হয়েন, অপিচ শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক অন্তরিক্ষস্থ যে দেবগণ স্বমহিমায় অভিন্নভাবাপন্ন হয়েন, এবম্বিধ হে দেবগণ, আপনারা (অর্থাৎ সকল দেবতা) আমাদের সৎকর্ম্ম গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আমাদের সৎকর্ম্মে প্রীত হইয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।

(খ) হে দেবভাব! আপনি সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; আপনি শ্রেষ্ঠ কাম্য হয়েন।

(গ) হে দেবভাব! শ্রেষ্ঠতম কাম্য হইয়া আমাদের সৎকর্ম্ম যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করুন।

(ঘ) আপনি সৎকর্ম্মসাধনকারীকে প্রীত করুন অর্থাৎ সকল সৎকর্ম্ম যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করুন।

(ঙ) আপনিই সকল জগৎকে কর্ম্ম-সামর্থ্য-প্রদানে রক্ষা করুন।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনাকে বিশ্বব্যাপক বিশ্বপালক দেবতা রিপু-কবল হইতে রক্ষা করুন।

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়-দেশ আপনার আশ্রয়-স্থান হউক; সকল দেবভাবের অর্থাৎ সকল দেবভাব প্রাপ্তির জন্য আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উৎপাদন করিতে পারি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ত্রিংশত্রয়শ্চ গণিনঃ' (ত্রিগুণত্রিধাতুসাম্যসাধকাঃ একত্রাবস্থিতাঃ দেবাঃ) 'দিবং' (দ্যুলোকং) 'সচন্তে' (নিবসন্তে); 'রুদ্রাঃ' (শত্রূণাং রোদয়িতারঃ, রিপুনাশায় রুদ্র-ভাবাপন্নাঃ দেবাঃ) 'পৃথিবীং' (পৃথিবীস্থিতান্, পার্থিবান্ বিষয়ভোগান্ ইত্যর্থঃ) 'রুজন্তঃ' (বিনাশয়ন্তি); 'একাদশাসঃ' (অভিন্নভাবাপন্নাঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'অপ-

সুষদঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসেবিনঃ দেবাঃ) 'সবনায়' (অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনায়, অস্মাকং আরাধনাং ফলসমন্বিতাং কর্ত্তুং) 'সুতং সোমং' (অস্মাকং হৃন্নিহিতং ভগবৎপূজোপচাররূপং শুদ্ধসত্ত্বং) 'জুষন্তাং' গৃহ্ণীত)।

(খ) হে দেবভাব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (আবির্ভূতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ); ত্বং আগ্রয়ণঃ (শ্রেষ্ঠঃ কাম্যঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(গ) হে দেবভাব! স্বাগ্রয়ণঃ (শ্রেষ্ঠতমঃ কাম্যঃ সন্) 'যজ্ঞং' (অস্মাকং সৎকর্ম্ম) 'জিন্ব' (প্রীণয়, যথা সুসম্পন্নং ভবতি তথা কুরু)।

(ঘ) হে দেবভাবঃ! ত্বং 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মসাধকং) 'জিন্ব' (প্রীণয়; 'সবনা অভি' (সৎকর্ম্মাভিমুখ্যেন, সর্ব্বং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (পালয়, রক্ষ, যথা সুসম্পন্নং ভবতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ)।

(ঙ) হে দেবভাব! 'ত্বং' এব 'বিশ্বং' (সর্ব্বান্ লোকান্, সর্ব্বং জগৎ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রিয়েণ' (কর্ম্মসামর্থ্যেন, কর্ম্মসামর্থ্য প্রদানেন ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ)।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বাং' (ত্বা) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বপালকঃ দেবঃ) 'পাতু' (রক্ষতু—রিপু-কবলাৎ ইতি যাবৎ);

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ, সর্ব্বদেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং হৃদি সমুৎপাদয়াম—ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) ত্রিগুণত্রিধাতুসাম্যসাধক একত্রাবস্থিত দেবগণ দ্যুলোকে অবস্থিত করেন; রিপুনাশক দেবতা পৃথিবীস্থিত অর্থাৎ পার্থিব বিষয়-ভোগ বিনাশ করেন; অভিন্নভাবাপন্ন সকল শুদ্ধসত্ত্বগ্রহকে অন্তরিক্ষবাসী দেবগণ আমাদের আরাধনা সফল করিবার নিমিত্ত আমাদের হৃন্নিহিত ভগবৎ-পূজোপচাররূপ শুদ্ধসত্ত্ব যেন গ্রহণ করেন।

(খ) হে দেবভাব! আপনি সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; আপনি শ্রেষ্ঠ কাম্য হয়েন।

(গ) হে দেবভাব! শ্রেষ্ঠতম কাম্য হইয়া আমাদের সৎকর্ম্ম যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করুন।

(ঘ) আপনি সৎকর্ম্মসাধককে প্রীত করুন; সুতরাং আমাদের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম্ম যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করুন।

(ঙ) আপনিই সকল জগৎকে কর্ম্মসামর্থ্যপ্রদানে রক্ষা করুন।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনাকে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বপালক দেবতা রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক; সকল দেবভাবের অর্থাৎ সকল দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উৎপাদিত করিতে সমর্থ হই। (১অষ্টক—৪প্রপাঠক—১১অনুবাক)॥

° ° •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"যে দেবা দিবীত্যুপরিষ্টাদুপযামেন পুরস্তাদুপযামেন বা যজুষা দ্বাভ্যাং ধারাভ্যাং স্থাল্যামাগ্রয়ণং গৃহ্ণাতি এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইতি সাদয়িত্বা" ইতি।

পাঠস্তু—"যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থাপ্সুষদো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবা যজ্ঞমিমং জুষধ্বমুপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসিঃ স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিমভি সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং ত্বং পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ॥" ইতি॥ অপ্সুষদোঽন্তরিক্ষে সীদন্তীত্যপ্সুষদঃ। মহিনা স্বমহিম্না তত্র সীদন্তি। হে দেবা যে যূয়ং ত্রিষু লোকেষু প্রত্যেকমেকাদশাবস্থিতাস্তে সর্ব্বে যজ্ঞমিমং সেবধ্বম্। হে সোম ত্বমুপযামেন স্থালীরূপেণ পার্থিবপাত্রেণ গৃহীতোঽসি। আগ্রয়ণনামাঽসি। সুষ্ঠু অগ্রং শ্রৈষ্ঠ্যং তস্য প্রাপকঃ স্বাগ্রয়ণঃ। তাদৃশস্ত্বং যজ্ঞং প্রীণয় যজমানং চ প্রীণয়। সবনান্যাভিমুখ্যেন পালয়। বিষ্ণুনা রক্ষিতস্ত্বং যজমানস্য প্রজামিন্দ্রিয়েণ সামর্থ্যপ্রদানেন পালয়। এষ খরস্তে তব স্থানং, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বাং সাদয়ামি। যে দেবা আগ্রয়ণোঽসীত্যেতৌ মন্ত্রাবাপস্তম্বমতে বিকল্পিতৌ। বৌধায়নমতে যে দেবা ইতি গ্রহণম্। আগ্রয়ণোঽসীত্যধিবদেৎ॥

যে দেবা ইত্যেতস্য স্থানে ভ্রাতৃব্যবতো মন্ত্রান্তরমাম্নায়তে—"ত্রিꣳশত্রয়শ্চ গণিনো রুজন্তো দিবꣳ রুদ্রাঃ পৃথিবীং চ সচন্তে। একাদশাসো অপ্সুষদঃ সুতꣳ সোমং জুষন্তাꣳ সবনায় বিশ্বে। উপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিমভি সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং ত্বং পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ॥" ইতি॥ একাদশাত্মকাস্ত্রয়ো গণা এষাং সন্তীতি গণিনঃ। তে চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যাকা রুজন্তঃ শত্রূন্বিনাশয়ন্তো রুদ্রাঃ শত্রুনারীণাং রোদয়িতারঃ। তন্মধ্যে কেচন দিবং সচন্তে সেবন্তে। কেচন পৃথিবীং সেবন্তে। অবশিষ্টাস্ত্বেকাদশসংখ্যাকা অবুপলক্ষিতেঽন্তরিক্ষে সীদন্তি। তে বিশ্বে সর্ব্বে সুতমভিষুতমিমং সোমং সবনায় তৃতীয়সবনে সেবন্তাম্॥

মন্ত্রাব্যাচিখ্যাসুরাগ্রয়ণস্য গ্রহণং বিধত্তে—"দেবা বৈ যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা আগ্রয়ণাগ্রান্ গ্রহানপশ্যন্তানগৃহ্ণত ততো বৈ তেঽগ্রং পর্য্যায়ন্যস্যৈবং বিদুষ আগ্রয়ণাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তেঽগ্রমেব সমানানাং পর্য্যেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি। আগ্রয়ণমগ্রং প্রথমং যেষাং ত আগ্রয়ণাগ্রাঃ। অত্র সূত্রম্—"যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গৃহ্ণীয়াদ্যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্রান্যদি জগৎসাম'ঽগ্রয়ণাগ্রান্যদ্যুভয়সামা যথাকামী" ইতি। মাধ্যন্দিনে সবনে পৃষ্ঠস্তোত্রাণামাদ্যে স্তোত্রে রথন্তরাখ্যং সাম যস্মিন্ সোমযাগে স যাগো রথন্তর-

সামা। এবমন্যত্রাপি যোজ্যম্। একস্মিন্ ভাগে রথন্তরং ভাগান্তরে বৃহদিত্যেবমুভয়সামত্বম্। অগ্রং পর্য্যায়ন্, শ্রৈষ্ঠ্যং পর্য্যাপ্তাঃ॥

ত্রিংশত্রয়শ্চেতি মন্ত্রস্য বিষয়ং দর্শয়তি—"রুগ্‌ণবত্যর্চ্চা ভ্রাতৃব্যবতো গৃহ্ণীয়াদ্ভ্রাতৃব্যস্যৈব রুক্ত্বাহগ্রᳪ সমানানাং পর্য্যেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি। রুগ্‌ণে রুজিধাতুঃ, সোহস্যামস্তীতি রুগ্‌ণবতী। গণিনো রুজন্ত ইতি রুজিধাতুর্ম্মন্ত্রে দৃশ্যতে। রুক্ত্বা রোগমুৎপাদ্য॥

তয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্দ্দেবসংখ্যোক্তিস্তান্ সর্ব্বানুদ্দিশ্য গ্রহীতুমিত্যাহ—"যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থেত্যা-হৈতাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনᳪ সর্ব্বাভ্যো গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি॥ সাদনমন্ত্রে বিশ্বেভ্য ইত্যভিধানং যুক্তমিত্যাহ—"এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইত্যাহ বৈশ্বদেবো হ্যেষ দেবতয়া" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি॥

বাগ্বিসর্গং বিধত্তে -"বাগ্বৈ দেবেভ্যোহপাক্রামদ্যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানা তে দেবা বাচ্যপক্রান্তায়াং তূষ্ণীং গ্রহানগৃহ্ণত সাহমন্যত বাগন্তর্যন্তি বৈ মেতি সাহগ্রয়ণং প্রত্যাহগচ্ছত্তদাগ্রয়ণস্যাহগ্রয়ণত্বম্। তস্মাদাগ্রয়ণে বাগ্বিসৃজ্যতে যত্তূষ্ণীং পূর্ব্বে গ্রহা গৃহ্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি। কেনাপি নিমিত্তেন বাগ্দেবতা যজ্ঞার্থং স্বকীয়ং রূপমপ্রকাশয়মানা দেবেভ্যোহপক্রম্য দেবৈর্ব্বিগৃহীতৈস্তূষ্ণীমেব গৃহীতেষু সা বাগিত্থমমন্যত—এতে দেবা বরদানাদিনা মাং ন সমাদধতে কিং তু ময়ি নিরপেক্ষা এব স্বকার্য্যং কুর্ব্বন্তো মামন্তর্যন্তি পরিত্যজন্ত্যেবেতি। ততো দেবৈরনাহূতা সা বাগাগ্রয়ণং প্রতি স্বয়মাগচ্ছৎ। তস্মাদগ্রমভিমুখমেতি গচ্ছতি বাগিত্যাগ্রয়ণং সোহগ্রায়ণঃ। তত্র দীর্ঘবাত্যয়াদাগ্রয়ণং নাম সম্পন্নম্। যস্মাৎ পূর্ব্বে তূষ্ণীং গৃহীতা বাক্চেদানীমাগতা তস্মাদ্বাচোহস্মিন্কালে সমাগমাদাগ্রয়ণে গৃহীতে বাচং বিসৃজেন্ন তু পূর্ব্ব-গ্রহবদুত্তরগ্রহাংস্তূষ্ণীং গৃহ্ণীয়াৎ। নন্বু পূর্ব্বগ্রহেম্বপি প্রতিগ্রহং মন্ত্রাণামাম্নাতত্বাৎ কথং তূষ্ণীং গ্রহণম্। এবং তর্হি তূষ্ণীংশব্দবাগ্বিসর্গশব্দাভ্যামুপাংশূচ্চৌ ধ্বনী বিবক্ষ্যেয়াতাম্। অত এবোপানুবাক্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে—"যান্ প্রাচীনমাগ্রয়ণাদ্‌গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াত্তানুপাᳪশু গৃহ্ণীয়াদ্যানূর্দ্ধাᳪ স্তানুপব্দিমতঃ" ইতি॥

ধ্বনিদ্বয়ং লৌকিকদৃষ্টান্তেন বিশদয়তি—"যথা ৎসারীয়তি ম আখ ঈয়তি নাপ রাৎস্যামী-ত্যুপাবসৃজত্যেবমেব তদধ্বর্য্যুরাগ্রয়ণং গৃহীত্বা যজ্ঞমারভ্য বাচং বি সৃজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি। ৎসারী ছদ্মগতির্ব্ব্যাধঃ। ৎসর ছদ্মগতাবিতি ধাতুঃ। স ব্যাধো মনস্যাদৌ বিচার্য্য পশ্চাদ্বাণানুপাবসৃজতি মুঞ্চতি। বরাহান্ গজান্ পাতয়িতুং মার্গে যো গর্ত্ত আযামেন খন্যতে স আখঃ। ময়ৈতাবতি দুরমাখস্তিষ্ঠতি অহং স্তীষৎপুরোগত ঈয়তি দূরে স্থিতো নাপরাৎস্যামি। বরাহাদিভিঃ স্বস্য মারণমেকোহপরাধঃ। স্বাত্মানং দৃষ্ট্বা বরাহাদেঃ পলায়নমন্যোহপরাধঃ। শ্বেন মুক্তস্য বাণস্য স্খলনমপরাধান্তরম্। এতৎ-সর্ব্বমিয়তি দূরে মম ন ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্যাহগতিস্তত্র স্থিত্বা পশ্চাদবসরে সতি পশ্চাদ্ভূতো যথা বাণান্মুঞ্চতি তথৈব তত্রাধ্বর্য্যুর্গূঢ়ধ্বনিঃ কাংশ্চিদ্‌গ্রহান্ গৃহীত্বা যজ্ঞং দৃঢ়মবষ্টভ্য পশ্চাদ্ধ্বানং প্রকটী করোতীত্যেতদুপপদ্যতে॥ "বিধত্তে—"ত্রিহিং করোত্যুদগাতৄনেব তদ্বৃণীতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৪ অ০ ১১) ইতি। হিংকারস্য সামসু প্রসিদ্ধত্বাৎ সামগানাং তেন বরণং যুক্তম্॥ হিংকারস্য কালং বিধত্তে—"প্রজাপতির্ব্বা এষ যদাগ্রয়ণো যদাগ্রয়ণং গৃহীত্বা হিং করোতি প্রজা-

পশুভিরেব তৎপ্রজা অভি জিঘ্রতি তস্মাৎবৎসং জাতং গৌরভি জিঘ্রতি" (সং• কা• ৬ প্র• ৪ অ• ১১) ইতি। আগ্রয়ণহিংকারয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং যদস্তি তত্তেন প্রজাপতিরেব যজমানস্য প্রজানাং মূর্দ্ধন্যাঘ্রাণং করোতি। অতএব পশুষ্বপ্যেতদ্বাক্যতে॥ সবনত্রয়েঽপ্যাগ্রয়ণং বিধত্তে—"আত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদাগ্রয়ণঃ সবনেসবনেঽভি গৃহ্ণাত্যাত্মন্নেব যজ্ঞং সং তনোতি" (সং• কা• ৬ প্র• ৪ অ• ১১) ইতি॥ দশাপবিত্রস্যোপরি সোমরসস্যাবনয়নং বিধত্তে—"উপরিষ্টাদানয়তি রেত এব তদ্দধাতি" (সং• কা• ৬ প্র• ৪ অ• ১১) ইতি। দশাপবিত্রস্যাধস্তাৎ স্রবন্ত্যা ধারয়া গ্রহণং বিধত্তে—"অধস্তাদুপ গৃহ্ণাতি প্র জনয়ত্যেব তৎ" (সং• কা• ৬ প্র• ৪ অ• ১১) ইতি॥

সবনত্রয়গমাগ্রয়ণং প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্‌গায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসাং সতী সর্ব্বাণি সবনানি বহতীত্যেষ বৈ গায়ত্রিয়ৈ বৎসো যদাগ্রয়ণস্তমেব তদভিনিবর্ত্ত্য সর্ব্বাণি সবনানি বহতি তস্মাদ্বৎসমপাকৃতং গৌরভি নি বর্ত্ততে" (সং• কা• ৬ প্র• ৪ অ• ১১) ইতি। অল্পাক্ষরত্বাৎ কনিষ্ঠা। প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানসূক্তানামুপাস্মৈ গায়তেত্যাদীনাং ছন্দো গায়ত্রী। মাধ্যন্দিনসবনে মাধ্যন্দিনপবমানসূক্তস্যোচ্চা তে জাতমন্ধস ইত্যস্য গায়ত্রী। তৃতীয়সবনস্যাৰ্ভবপবমানসূক্তস্য স্বাদিষ্ঠয়েত্যস্য গায়ত্রী। এবমুদাহর্ত্তব্যম্। যথা গৌরপাকৃতং স্বীয়ং বৎসমভিলক্ষ্য তৃণাদিকর্মাপি পরিত্যজ্য নিবর্ত্ততে তথা গায়ত্রী স্ববৎসমাগ্রয়ণমভিলক্ষ্য পুনঃ পুনর্নিবর্ত্ত্য সবনানি নির্ব্বহতি। যে দেবাস্ত্রিংশচ্ছ্যেত্যাতে ত্রিষ্টুভৌ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে দশমৈকাদশাবনুবাকৌ॥ ১০ ১১॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দশম অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাকে সাতটী মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রের 'একাদশঃ' পদটীই বিশেষভাবে সমস্যামূলক। এই পদটী মন্ত্রে তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহার সারমর্ম্ম এই যে, পৃথিবীতে এগার জন, অন্তরিক্ষে এগার জন এবং দ্যুলোকে এগার জন, এই সর্ব্বমোট তেত্রিশজন দেবতা আছেন। পাশ্চাত্য মতাবলম্বীদিগের মতে এই মূল তেত্রিশজন দেবতা হইতেই তেত্রিশ কোটী দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। আবার অন্য কাহারও মতে 'কোটি' শব্দ সংখ্যাবাচক কোটী শব্দ হইতে পৃথক ছিল। 'তেত্রিশ কোটী' বলিতে তেত্রিশজন দেবতাকে বুঝাইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কোটী শব্দ সংখ্যাবাচক অর্থ গ্রহণ করায় 'কোটি' শব্দও 'কোটী' শব্দে রূপান্তরিত হইল এবং তেত্রিশজন দেবতার স্থানে তেত্রিশ কোটী দেবতা হইয়া গেলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মতবাদ আছে। বিভিন্ন মতানুসারে এই তেত্রিশজন দেবতার বিভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা ঋগ্বেদসংহিতায় আলোচনা করিয়াছি। "একাদশঃ পদের ব্যাখ্যা ও তাহার

যুক্তি উক্ত গ্রন্থে (১ম—৩৪সূ—১১ঋ) প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মনে করি 'একাদশঃ' পদ সংখ্যাবাচক নয়। 'একা দশা যস্য সঃ' এই অর্থে 'একাদশঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহার এক এবং অভিন্ন অবস্থা বা বিভূতি তিনিই 'একাদশ'। অর্থাৎ এক ভগবানেরই বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তাহাই বিভিন্ন নামে জগতে প্রকাশ পায়; সেই সমস্তকেই বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হয়। ভূলোকে যে দেবতার প্রকাশ, দ্যুলোকে তাঁহারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বস্তুতঃ সেই 'অদ্বিতীয়ং একং'ই বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন। সেই দেবগণ অথবা সেই এক পরমদেবতা আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যেন আমরা তাঁহার চরণতলে পৌছিতে পারি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

দেবতার প্রকাশ বা দেবভাবকেই এখানে 'একাদশঃ' প্রভৃতি পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই দেবভাবকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই দেবভাব সাধকগণই লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সেই দেবভাব কিরূপ?—'আগ্রয়ণঃ' অর্থাৎ মানবের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। কারণ দেবভাবই মানবের সর্ব্বসুখবিধাতা। কারণ মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। সেই দেবভাব চারিদিকের পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া আপনার সত্য অবস্থা বিস্মৃত হইয়া যায়। আবার যখন তাহার মধ্যে সেই পবিত্রশক্তি জাগরিত হয়, তখনই মানুষ মোক্ষের পথে অগ্রসর হয়। মোক্ষলাভই মানবের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষণীয়। সেই আকাঙ্ক্ষণীয় অবস্থা লাভ করিতে দেবভাব বিশেষ সাহায্যকারী, অথবা দেবভাবের পূর্ণ পরিস্ফূর্ত্তি মানবকে তাহার চরম আকাঙ্ক্ষণীয় অবস্থা আনিয়া দেয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দেবভাবকে আহ্বান করা হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে তাহার কারণ বিবৃত হইয়াছে। সেই কারণ এই যে, দেবভাবের প্রভাবে যেন আমরা সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি—'আগ্রয়ণঃ যজ্ঞং জিম্ব' অর্থাৎ সেই দেবভাবই আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে যেন সহায় হয়েন। মানবের মনে যখন দেবভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধিপত্য বিস্তার করেন, দেবভাবই যখন মানবজীবনের নিয়ামক হয়েন তখনই মানুষের উচ্চশক্তির পূর্ণবিকাশ হয়। কারণ পবিত্রতম শক্তির পরিচালনায় দ্বারাই মানুষ শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিকজীবন লাভ করিতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্যও দেবভাব। পূর্ব্বমন্ত্রে কেবলমাত্র সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থ মন্ত্রে যজ্ঞসাধকের জন্যই প্রার্থনা আছে। কিন্তু উভয় মন্ত্রেরই ভাব এক। উভয় মন্ত্রের প্রার্থনারই মর্ম্ম এই যে, আমাদের সৎকর্ম্ম যেন সুসম্পন্ন হয়, দেবভাবের কল্যাণে যেন আমরা সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই।

পঞ্চম মন্ত্রে একটী নিত্যসত্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবভাবের দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব রক্ষিত হইতেছে। দেবভাব ভগবানের শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়, ভগবানের শক্তিদ্বারাই বিশ্ব বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে—ইহাই পঞ্চম মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—'ইন্দ্রিয়েণ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, কর্ম্মসামর্থ্য প্রদানের দ্বারা। দেবভাবের দ্বারা জগৎ শক্তি লাভ করে, মানব

সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এই শক্তিলাভের জন্যই—যাহাতে সমগ্রবিশ্ব উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, তাহার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু ভিন্ন। এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব—বিশ্বশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব নয়। এই উভয় বস্তু এক হইলেও আধার ও ক্রিয়াভেদে বিভিন্নগুণ প্রকাশ করিতেছে। মানবের অন্তরের মধ্যে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহা যাহাতে পাপশক্তির আক্রমণে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবান্ যেন আমাদের অন্তরস্থিত পবিত্র সত্ত্বভাব রক্ষা করেন, ইহাই সারমর্ম্ম।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রটীও শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রথম অংশ—'এষঃ তে যোনিঃ' অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ই আপনার (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের) প্রকৃত বিশ্রামস্থান অথবা আশ্রয়স্থান হউক। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যেন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহার প্রয়োজনিয়তা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন—'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ত্বা'—সর্ব্বদেবভাব প্রাপ্তির জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। যেখানে পবিত্র হৃদয়, আন্তরিক অনুরাগ আছে, যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত সেখানে দেবভাব আগমন করিবেই। দেবভাবের প্রয়োজনিয়তা দেবতাকে প্রাপ্তি—তাহাতেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে॥

একাদশ অনুবাক।

দশম অনুবাকে 'একাদশঃ' পদ তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ব্যাখ্যাকারগণ তাহা হইতে তেত্রিশ দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুবাকের প্রথম মন্ত্রে 'ত্রিংশত্রয়শ্চ গণিনঃ' পদদ্বয় থাকাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্ব মন্ত্রের আমরা যে অর্থ করিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী মন্ত্রে তাহাই সমর্থিত হইতেছে। 'ত্রিংশত্রয়ঃ' পদে তেত্রিশ সংখ্যাই বুঝায়। পূর্ব্ব অনুবাকে 'একাদশঃ' পদ তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতে 'তেত্রিশ' শব্দই বুঝায়, আবার বর্ত্তমান অনুবাকে সেই 'তেত্রিশ' সংখ্যাবাচক 'ত্রিংশত্রয়ঃ' পদই আছে। সুতরাং এই মন্ত্রদ্বয় দেবতার সংখ্যাসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমরা এ সম্বন্ধে অন্য মত পোষণ করি। 'একাদশঃ' পদের ব্যাখ্যাকালে পূর্ব্ব অনুবাকে যাহা বলিয়াছি, বর্ত্তমান অনুবাকেও তাহাই প্রযোজ্য। 'একাদশঃ' পদে এক অভিন্নভাবাপন্ন দেবতাসমূহকে অথবা দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানেও এই অর্থের অনুসরণে 'ত্রিংশ-ত্রয়ঃ' পদের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি—"ত্রিগুণ-ত্রিধাতু-সাম্যসাধকাঃ, একত্রাবস্থিতাঃ দেবাঃ"। এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া-ঋকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'রুদ্রাঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—'শত্রুনারীণাং রোদয়িতারঃ'—যিনি শত্রুপক্ষীয়গণের নারীদিগকে রোদন করান। নারীগণ রোদন করেন কেন? স্বামী হত হইলে নারীর রোদনের কারণ উপস্থিত হয়। অন্য বহু কারণ আছে এবং থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে শত্রু শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়াই এখানে পরাজয় বা মৃত্যুর বিষয় আমনন করা যায়। আমরা তাই 'রুদ্রাঃ' পদে সাধারণভাবে রিপুনাশক অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরবর্ত্তী পদসমূহের দ্বারাও এ অর্থ

সমর্থিত হইতেছে। 'রুদ্রাঃ' কি করেন?—পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিনাশ করেন। 'রুদ্রাঃ' পদ প্রয়োগের ইহাই সার্থকতা।

মন্ত্রের শেষভাগে একটী প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, আমাদের পূজা আরাধনা যেন ভগবানের চরণে পৌঁছে; তিনি যেন তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রহণ করাতেই আমাদের আরাধনার সার্থকতা। যাহাতে আমরা এই সার্থকতা লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দেবভাবকে আহ্বান করা হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে তাহার কারণ বিবৃত হইয়াছে। সেই কারণ এই যে, দেবভাবের প্রভাবে যেন আমরা সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি—'স্বাগ্রয়ণঃ যজ্ঞং জিম্ব' অর্থাৎ সেই দেবভাবই আমাদের শ্রেষ্ঠতম কাম্য বস্তু হইয়া আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে যেন সহায় হয়েন। মানবের মনে যখন দেবভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধিপত্য বিস্তার করেন, দেবভাবই যখন মানবজীবনের নিয়ামক হয়েন তখনই মানুষের উচ্চশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। কারণ পবিত্রতম শক্তির পরিচালনার দ্বারাই মানুষ শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিকজীবন লাভ করিতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্যও দেবভাব। পূর্ব্বমন্ত্রে কেবলমাত্র সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থ মন্ত্রে যজ্ঞসাধকের জন্যই প্রার্থনা আছে। কিন্তু উভয় মন্ত্রেরই ভাব এক। উভয় মন্ত্রের প্রার্থনারই মর্ম্ম এই যে, আমাদের সৎকর্ম্ম যেন সুসম্পন্ন হয়, দেবভাবের কল্যাণে যেন আমরা সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই।

পঞ্চম মন্ত্রে একটী নিত্যসত্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবভাবের দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব রক্ষিত হইতেছে। দেবভাব ভগবানের শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়, ভগবানের শক্তিদ্বারাই বিশ্ব বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে—ইহাই পঞ্চম মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—'ইন্দ্রিয়েণ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য—কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদানের দ্বারা। দেবভাবের দ্বারা জগৎ শক্তি লাভ করে, মানব সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এই শক্তিলাভের জন্যই—যাহাতে সমগ্রবিশ্ব উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, তাহার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু ভিন্ন। এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব—বিশ্বশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব নয়। এই উভয় বস্তু এক হইলেও আধার ও ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করিতেছে। মানবের অন্তরের মধ্যে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহা যাহাতে পাপশক্তির আক্রমণে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবান্ যেন আমাদের অন্তরস্থিত পবিত্র সত্ত্বভাব রক্ষা করেন, ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রটীও শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রথম অংশ—'এষঃ তে যোনিঃ' অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ই আপনার (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের) প্রকৃত বিশ্রামস্থান অথবা আশ্রয়স্থান হউক। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যেন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহার প্রয়োজনীয়তা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন—'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ত্বা'—সর্ব্বদেবভাব প্রাপ্তির জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। যেখানে পবিত্র হৃদয়, আন্তরিক অনুরাগ আছে, যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব

বিরাজিত সেখানে দেবভাব আগমন করিবেই। দেবভাবের প্রয়োজনীয়তা দেবতাকে প্রাপ্তি—তাহাতেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১০-১১ অনুবাক।)॥ *

—•—

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত উক্থায়ুবে যত্ত ইন্দ্র

বৃহদ্বয়স্তস্মৈ ত্বা বিষ্ণবে ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বোক্থায়ুবে॥ ১২॥

•••

পদ-পাঠঃ।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। বৃহদ্বত ইতি বৃহৎ—বতে। বয়স্বতে। উক্থায়ুব ইত্যুক্থ—যুবে। যৎ। তে। ইন্দ্র। বৃহৎ। বয়ঃ। তস্মৈ। ত্বা। বিষ্ণবে। ত্বা। এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। উক্থায়ুব ইত্যুক্থ—যুবে॥ ১২॥

•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি, সাধক-হৃদি ইতি যাবৎ); 'বৃহদ্বতে' (সামপ্রিয়ায়, পূজনীয়ায় ইত্যর্থঃ) 'বয়স্বতে' (পরমশক্তিশালিনে) 'উক্থায়ুবে'

---

* দশম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী সামান্য পাঠভেদের সহিত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশাধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)।

(বেদমন্ত্রৈঃ আরাধনীয়ায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং লভেমহি ইতি শেষঃ।

(খ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং যৎ) 'বৃহৎ বয়ঃ' (পরমং বলং) 'তস্মৈ' (তল্লাভায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) আরাধয়ামঃ ইতি শেষঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরাশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিষ্ণবে' (সর্ব্বব্যাপকায় দেবায়, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) হৃদি সমুৎপাদয়াম—ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থলং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'উরুগায়বে' (বেদমন্ত্রৈঃ আরাধনীয়ায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) অস্মাকং হৃদি উৎপাদয়াম—ইতি শেষঃ, বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি ইত্যর্থঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধক হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন; পূজনীয় পরমশক্তিশালী বেদ-মন্ত্রের দ্বারা আরাধনীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন আমরা লাভ করি।

(খ) বলাধিপতে হে দেব! আপনার প্রসিদ্ধ যে পরম বল আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরাশক্তি প্রদান করুন।)

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্ববিব্যাপক দেবতার জন্য, অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা যেন আপনাকে হৃদয়ে সমুৎপাদিত করিতে পারি।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থল হউক; বেদ-মন্ত্রের দ্বারা আরাধনীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"দ্যাল্যোকৃথ্যং গৃহ্লাতি উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত ইতি ওজ্জ্বণসাদনৌ" ইতি।

পাঠস্তু—উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত উরুগায়বে যত্ত ইন্দ্র বৃহদ্বয়স্তস্মৈ

ত্বা বিষ্ণবে ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বোক্থাযুবে" ইতি॥ হে সোমোপযামেন স্থাল্যা গৃহীতোঽসি, ইন্দ্রায় ত্বাং গৃহ্লামি। কীদৃশায়। বৃহদ্বতে বৃহৎসামপ্রিয়ায়। তৎসামযোন্যামৃচি ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতির্মিতি হি শ্রুতম্। বয়স্বতে বয়োঽন্নং সোমরূপং তদ্বতে তৎপ্রিয়ায়। উক্থং শস্ত্রং তদাত্মন ইচ্ছতীত্যুক্থাস্তস্মৈ তে। ইন্দ্র যত্তে তব বৃহদ্বয়ো মহদন্নং সোমরূপং তস্মৈ পানার্থং ত্বাং, প্রার্থয় ইতি শেষঃ। হে সোম বিষ্ণবে ত্বাং গৃহ্লামি। এষ খরপ্রদেশস্তব স্থানম্। উক্থশস্ত্রপ্রিয়ায়েন্দ্রায় ত্বাং খরে সাদয়ামি॥

"মন্ত্রব্যাখ্যানায়ন্থিদাযুক্থ্যগ্রহণং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ স বৃত্রো বজ্রাদুদ্যতাদবিভেৎ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হার্বাস্ত বা ইদং মায়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যং প্রাযচ্ছত্তস্মৈ দ্বিতীয়মুদযচ্ছৎ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যমেব প্রাযচ্ছত্তস্মৈ তৃতীয়মুদযচ্ছত্তং বিষ্ণুরন্বতিষ্ঠত জহীতি সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যমেব প্রাযচ্ছত্তং নির্ম্মায়ং ভূতমহন্যজ্ঞো হি তস্য মায়াঽসীদ্যদুক্থ্যো গৃহ্যত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্য্যং যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙক্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০) ইতি। মা মে প্রহা মাং মা প্রহার্ষীঃ। বীর্য্যমুক্থ্যরূপং শ্রেষ্ঠং বস্তু উক্থ্যস্থাল্যাং মন্ত্রেণ গৃহীতঃ সোম ইত্যর্থঃ তস্য সবনত্রয়াপেক্ষয়া ত্রিঃ প্রদানম্। অগ্নিষ্টোমে তৃতীয়সবন উক্থ্যাভাবেঽপি সংস্থান্তরেষু বিদ্যতে। অথ বা প্রাতঃসবন এবোক্থ্যস্থাল্যামুক্থ্যপাত্রে ত্রির্গ্রহীতব্যং, তদপেক্ষয়া ত্রিঃ প্রদানম্। তৃতীয়পর্য্যায়ে বিষ্ণুর্জহীত্যেবং বদন্নিন্দ্রমন্বতিষ্ঠত সহকারী সন্নবস্থিতঃ। উক্থ্যরূপো যজ্ঞো বৃত্রস্য মায়া। যস্মাদুক্থ্যলোভেন মোহিত ইন্দ্রো বৃত্রং ন জঘান, ত্রিষপ্যুক্থ্যেষু দত্তেষু নির্ম্মায়ং মোহয়িতুমসমর্থং বৃত্রং হতবাংস্তস্মাদিন্দ্রবদ্বৈরিগতমিন্দ্রিয়সামর্থ্যং বিনাশয়িতুমুক্থ্যং গৃহ্লীয়াৎ।

বৃত্রেণেন্দ্রায় দত্তত্বাদ্যম্ভ্রংপীন্দ্রায়েত্যুক্তির্যুক্তেত্যাহ—"ইন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত ইত্যাহেন্দ্রায় হি স তং প্রাযচ্ছৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি॥ বিষ্ণোরপি সহকারিত্বেন ভাগিত্বাত্তন্মন্ত্রেঽপি যুক্ত ইত্যাহ—"তস্মৈ ত্বা বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ যদেব বিষ্ণুরন্বতিষ্ঠত জহীতি তস্মাদ্বিষ্ণুমন্বাভজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি॥

স্থাল্যাং গৃহীত্বা সাদিতস্য সোমস্য হোমকালে পুনর্দ্দারুপাত্রে ত্রিবারগ্রহণং বিধত্তে—"ত্রির্নিগৃহ্লাতি ত্রির্হি স তং তস্মৈ প্রাযচ্ছৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি। স বৃত্রস্তমুক্থ্যং তস্মা ইন্দ্রায় ত্রিঃ প্রাযচ্ছৎ। তস্মাৎ স্থালীগতং সোমং ত্রেধা নিষ্কৃষ্য পর্য্যায়ত্রয়েণ গৃহ্লীয়াৎ॥ দারুপাত্রে গৃহীতস্যাঽসাদনমন্ত্রং স্থাল্যভিমর্শনমন্ত্রং চোৎপাদ্য ব্যাচষ্টে—"এষ তে যোনিঃ পুনর্হবিরসীত্যাহ পুনঃপুনর্হ্যস্মান্নিগৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি।

হে দারুপাত্রে গৃহীত সোম তবৈষ খরপ্রদেশঃ স্থানম্। অনেন মন্ত্রেণ সাদয়েৎ। হে স্থালীগত সোম ত্বং গৃহীতশেষোঽপি পুনর্গৃহ্যমাণত্বাদ্ধবিরেবাসি। অস্মাৎ স্থালীগতাৎ সোমাদ্গৃহীষ্যমাণং পর্য্যায়দ্বয়মপেক্ষ্য পুনঃপুনরিত্যুক্তিঃ।

অত্র সূত্রম্—"উপযামগৃহীতোঽসি মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি দেবেভ্যো দেবায়ুবমুক্থেভ্য উক্থাযুবমিত্যুক্থ্যাত্তৃতীয়ং গৃহীত্বৈষ তে যোনির্মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বেতি সাদয়িত্বা পুনর্হবিরসীতি স্থালীমভিমৃশতি, এবং বিহিতাবুত্তরৌ পর্য্যায়ৌ তাভ্যাং প্রতিপ্রস্থাতা চরতি" ইতি॥

উক্‌থ্যহোমচমসহোমাম্বিধত্তে—"চক্ষুর্ব্বা এতদ্যজ্ঞস্য যদুক্‌থ্যস্তস্মাদুক্‌থ্যং হুতং সোমা অন্বায়ন্তি তস্মাদাত্মা চক্ষুরন্বেতি তস্মাদেকং যন্তং বহবোঽনুযন্তি তস্মাদেকো বহূনাং ভদ্রো ভবতি তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দতে যদি কাময়েতাধ্বর্য্যুরাত্মানং যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিত্যন্তরাহবনীয়ং চ হবির্দ্ধানং চ তিষ্ঠন্নব নয়েদাত্মানমেব যজ্ঞযশসেনার্পয়তি যদি কাময়েত যজমানং যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিত্যন্তরা সদোহবির্দ্ধানে তিষ্ঠন্নব নয়েদ্যজমানমেব যজ্ঞযশসেনার্পয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি।

চক্ষুঃস্থানীয় উক্‌থ্যে হুতে সত্যনন্তরমেবেতরস্থানীয়াশ্চমসা হোতব্যাঃ। আত্মা সর্ব্বাবয়বসঙ্ঘাতরূপঃ পুরুষঃ। অবয়বেষু মুখ্যস্য চক্ষুষো দৃষ্টিঃ পুরতো মার্গে প্রসরতি। ততঃ সঙ্ঘাতরূপ আত্মাঽনুগচ্ছতি। একং মুখ্যং পরিগচ্ছন্তং বহবো ভৃত্যা অনুগচ্ছন্তি। একো মুখ্যশ্চক্ষুরিব জ্ঞাপক আচার্য্যো বহূনাং শিষ্যাণাং মধ্যে ভদ্রঃ পূজ্যো ভবতি। একো মুখ্যঃ স্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ পরতন্ত্রা বহ্বীর্জায়া লভতে। এভির্দৃষ্টান্তৈশ্চমসানামুক্‌থ্যানন্তরং হোমো যুক্তঃ। অত্র সূত্রম্—"গ্রহমধ্বর্য্যুরাদত্তে চমসাংশ্চমসাধ্বর্য্যব আশ্রাব্য প্রত্যাশ্রাবিতে সংপ্রেষ্যতি উক্‌থশা যজ সোমানামিতি বষট্‌কৃতানুবষট্‌কৃতে জুহ্বতি ভক্ষান্ হরন্তি" ইতি॥

মুখ্যচমসে সম্পাতস্যাবনয়নং বিধত্তে—"যদি কাময়েত সদস্যান্যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিতি সদ আলভ্যাব নয়েৎ সদস্যানেব যজ্ঞযশসেনার্পয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১) ইতি।

যজ্ঞযশসং যজ্ঞফলম্। আলভ্য প্রবিশ্য। অত্র সূত্রম্—"দেবেভ্যস্ত্বা দেবায়ুবং পৃণজ্মি যজ্ঞস্যাঽয়ুষ ইতি মুখ্যে সম্পাতমবনয়তি যদি কাময়েতাধ্বর্য্যুরাত্মানং যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিত্যুক্তম্" ইতি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥ ১২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আলোচ্য অনুবাকে চারিটী মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু—শুদ্ধসত্ত্ব। এই মন্ত্র দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয়। সাধকগণই সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভের অধিকারী হয়েন। দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। প্রার্থনার ভাব এই যে, সেই পরম-দেবতাকে লাভ করিবার জন্য আমরা যেন হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন করিতে পারি। এখানে উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি, উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবন্মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি পরম আরাধনীয়, পরম শক্তিশালী। ভগবানের আরাধনাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ তাঁহারাই ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার বিষয় ভগবৎশক্তি। "তে যৎ বৃহৎ বয়ঃ তস্মৈ"—অর্থাৎ ভগবানের যে পরমশক্তি তাহা যেন আমরা লাভ করিতে পারি, এবং সেই জন্য আপনার চরণে প্রার্থনা করিতেছি। হে ভগবন্! আমাদিগকে আপনার পরমশক্তির অধিকারী করুন—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

তৃতীয় মন্ত্র প্রথম মন্ত্রেরই অনুরূপ। 'বিষ্ণবে' পদে ভগবানকেই বুঝাইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সমগ্র অনুবাকটীতে মূলতঃ এক প্রার্থনার ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১২ অনুবাক।)॥

—— • ——

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ)।

মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃতায় জাতমগ্নিম্।

কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।

উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায় ধ্রুবোঽসি ধ্রুবক্ষিতি-

র্ধ্রুবাণাং ধ্রুবতমোঽচ্যুতানামচ্যুতক্ষিত্তম এষ তে

যোনিরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়॥ ১৩॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

মূর্দ্ধানম্। দিবঃ। অরতিম্। পৃথিব্যাঃ। বৈশ্বানরম্। ঋতায়। জাতম্।

অগ্নিম্। কবিম্। সম্রাজমিতি সম্—রাজম্। অতিথিম্। জনানাম্। আসন্।

এতি। পাত্রম্। জনয়ন্ত। দেবাঃ।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। অগ্নয়ে। ত্বা। বৈশ্বানরায়।

ধ্রুবঃ। অসি। ধ্রুবক্ষিতিরিতি ধ্রুব—ক্ষিতিঃ। ধ্রুবাণাম্। ধ্রুবতম ইতি ধ্রুব—

তমঃ। অচ্যুতানাম্। অচ্যুতক্ষিত্তম ইত্যচ্যুতক্ষিৎ—তমঃ। এষঃ। তে।

যোনিঃ। অগ্নয়ে। ত্বা। বৈশ্বানরায় ॥ ১৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্ত্যলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সর্ব্বাত্মনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোহজনয়ন্, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসংযুতেন সৎকর্ম্মণা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বৈশ্বানরায় অগ্নয়ে' (বিশ্বপরিচালকায় পরাজ্ঞানায়) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'উপযাম' (উপগচ্ছাম, প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ) ত্বং সাধকহৃদি 'গৃহীতঃ অসি' (সমুৎপাদিতঃ ভবসি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(গ) হে ভগবন্! 'ধ্রুবঃ অসি' (ত্বং স্থিরঃ অচঞ্চলঃ, অপরিণামী ভবসি); 'ধ্রুবক্ষিতিঃ' (স্থিরনিবাসঃ, লোকানাং পরমাশ্রয়ঃ ভবসি) 'ধ্রুবাণাং' (স্থিরাণাং, অচঞ্চলাণাং মধ্যে অপি) 'ধ্রুবতমঃ' (স্থিরতমঃ, অক্ষয়ঃ অব্যয়ঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'অচ্যুতানাং' (অপতিতানাং, সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্নানাং) 'অচ্যুতক্ষিত্তমঃ' (অক্ষয়নিবাসঃ, চরমাশ্রয়ঃ—ভবসি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ এব লোকানাং পরমাশ্রয়ঃ—ইতি ভাবঃ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব। 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং); 'বৈশ্বানরায় অগ্নয়ে' (বিশ্বধারকায় পরাজ্ঞানায়) 'ত্বা' (ত্বাং) অস্মাকং হৃদি আহ্বয়ামঃ ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাব গ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেবকে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানাগ্নি উৎপাদিত হয়।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্ব পরিচালক পরাজ্ঞানের জন্য আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই; আপনি সাধকহৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞান লাভ করি)।

(গ) হে ভগবন্! আপনি অপরিণামী হয়েন—লোকগণের পরমাশ্রয় হয়েন; অচঞ্চলের মধ্যেও স্থিরতম, অক্ষয় অব্যয় হয়েন; সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্নদিগের চরমাশ্রয় হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের পরমাশ্রয় হয়েন)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান; বিশ্বধারক পরাজ্ঞানের জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ে আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

কল্পঃ—"মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা ইতি স্থাল্যা ধ্রুবং পূর্ণং গৃহ্লাতি এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়েতি হিরণ্যে সাদয়েৎ" ইতি। পাঠস্তু—

"মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃতায় জাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায় ধ্রুবোঽসি ধ্রুবক্ষিতির্ধ্রুবাণাং ধ্রুবতমোঽচ্যুতানামচ্যুতক্ষিত্তম এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়॥" ইতি॥

অত্র গৃহীত্বা ধ্রুবোঽসীত্যাদিকং পঠেৎ। তদুক্তং বৌধায়নেন—"অথৈনমধিবদতে ধ্রুবোঽসীতি" ইতি। মূর্দ্ধানমিতি মন্ত্রে ত্বম ইতি পদমধ্যাহৃত্যাগ্নিং বয়ং ত্বম ইতি যোজনীয়ম্। কীদৃশমগ্নিম্। দিবো মূর্দ্ধানং শিরোবদুন্নতদেশে সূর্য্যরূপেণাবস্থায় দ্যুলোকস্য ভাসকম্। অরতিং পৃথিব্যা রতিরূপরতিস্তদ্রহিতম্। ন হি পৃথিব্যা উপরি কদাচিদগ্নিরূপরমতে কিং তু দাহপাকপ্রকাশৈঃ সর্ব্বানমুগৃহ্লন্ সর্ব্বদা বর্ত্ততে। স চাগ্নির্বৈশ্বানরনামকঃ। যথা দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহেত্যাম্নাতং তথা পৃথিব্যাং বৈশ্বানরঃ। তথা পৃথিব্যামৃতায় জাতং যজ্ঞার্থমাহবনীয়াদিরূপেণোৎপন্নম্। কবিং স্বভক্তানমুগ্রহীতুমভিজ্ঞম্। সম্রাজং সম্যগ্দীপ্যমানম্। জনানাং যজমানানামতিথিং হবির্ভিঃ সৎকারযোগ্যম্। আসন্ ঈদৃশস্যাগ্নেরাস্যে হোতুং দেবাঃ পাত্রং সোমগ্রহচমসরূপমাজনয়ন্ত সর্ব্বত ঐন্দ্রবায়বাদিস্থানেষূৎপাদিতবন্তঃ। হে সোম স্থালীরূপেণোপযামেন গৃহীতোঽসি। বৈশ্বানরায়াগ্নয়ে ত্বাং গৃহ্লামি। হে গ্রহ ত্বং ধ্রুবোঽসি ধ্রুবনামকোঽসি। ধ্রুবক্ষিতিঃ স্থিরনিবাসঃ। আবৈশ্বদেবশংসনমবস্থানাৎ। ধ্রুবাণামাদিত্যস্থাল্যাদীনাং মধ্যেঽতিশয়েন ধ্রুবঃ। তথৈব ব্যাখ্যানমচ্যুতানামচ্যুতক্ষিত্তম ইতি। এষোঽস্মুপোপ্তদেশস্তব স্থানং তত্র বৈশ্বানরায়াগ্নয়ে ত্বাং সাদয়ামি॥

ধ্রুবগ্রহং বিধত্তে—"আয়ুর্ব্বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদ্‌ধ্রুব উত্তমো গ্রহাণাং গৃহ্যতে তস্মাদায়ুঃ প্রাণানামুত্তমম্" ইতি। ঐন্দ্রবায়বাদয়ো যথা যজ্ঞস্য বাগাদিপ্রাণরূপাস্তথা (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ধ্রুবোঽপ্যায়ুঃস্বরূপঃ। স চ ধ্রুবোঽন্তর্যামৈন্দ্রবায়বাদীনাং ধারাগ্রহাণামুত্তমশ্চরমো যথা ভবতি তথা গ্রহীতব্যঃ। অত এব ধ্রুবগ্রহপ্রস্তাবে সূত্রকারেণোক্তম্—"অত্র ধারা বিরমতি" ইতি। যস্মাদায়ুস্থানীয়ো ধ্রুবো গ্রহাণামুত্তমস্তস্মাদ্বাগাদীনাং প্রাণানাং মধ্যে জীবনরূপমায়ুরুত্তমম্। সতি হি জীবনে প্রাণাঃ শোভন্তে॥ মন্ত্রে মূর্দ্ধানমিত্যাদিশব্দপ্রয়োগেণ জ্ঞাতীনাং মধ্যে যজমানং শ্রেষ্ঠং করোতীত্যাহ—"মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা ইত্যাহ মূর্দ্ধানমেবৈনꣳ সমানানাং করোতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ইতি॥ আয়ুষো বৈশ্বানরাভিমানিদেবত্বাদায়ুস্থানীয়ধ্রুবস্য গ্রহণে বৈশ্বানরশব্দো যুক্ত ইত্যাহ—"বৈশ্বানরমৃতায় জাতমগ্নিমিত্যাহ বৈশ্বানরꣳ হি দেবতয়াঽয়ুঃ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ইতি॥ অস্যামৃচ্যুপরিতনে যজুষি চ বৈশ্বানরশব্দপ্রয়োগো নাভেরূর্দ্ধাধোবর্ত্তিপ্রাণসাম্যায়েত্যাহ—"উভয়তোবৈশ্বানরো গৃহ্যতে তস্মাদুভয়তঃ প্রাণা অধস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ইতি॥

যথা বাক্‌চক্ষুরাদয় উপরিবর্ত্তিনো মূকত্বান্ধত্ববধিরত্বাদিকৃতানম্নাব্যবহারনিরোধাময়ন্তো দেহস্যার্দ্ধং কৃত্যং নির্ব্বহন্তি অধোভাগবর্ত্তী তু প্রাণো মলমূত্রনিরোধং মহান্তং নিবারয়ন্নর্দ্ধকৃত্যং নির্ব্বহতি তথৈবান্যে গ্রহা যজ্ঞস্যার্দ্ধং নির্ব্বহন্তি ধ্রুবস্ত্বর্দ্ধমিতি প্রশংসতি—"আর্দ্ধনোঽন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তেঽর্দ্ধী ধ্রুবস্তস্মাদর্দ্ধ্যবাঙ্‌প্রাণোঽন্যেষাং প্রাণানাম্" (সং কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ইতি। অর্দ্ধিত্বমিতি শেষঃ॥ ধ্রুবস্যেতরবিলক্ষণং সাদনস্থানং বিধত্তে—"উপোপ্তেঽন্যে গ্রহাঃ সাদ্যন্তেঽনুপোপ্তে ধ্রুবস্তস্মাদস্থ্নাঽন্যাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি মাꣳসেনান্যাঃ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ২) ইতি। মৃদমুপোপ্য খরীকৃতে প্রদেশে গ্রহান্তরসাদনং, কেবলভূম্যাং ধ্রুবস্য সাদনম। যস্মাদেবং বৈলক্ষণ্যং তস্মাল্লোকেঽপি অন্যা গবাদিরূপাঃ প্রজা অস্থিবৎকঠিনখুরেণ ভূমৌ তিষ্ঠন্তি, অন্যাস্ত মনুষ্যরূপাঃ প্রজাঃ পাদতলগতেন মাংসেনাবতিষ্ঠন্তে॥

তৃতৌ সাম্যমানস্য ধ্রুবস্যোত্তরহবির্দ্ধানসমীপদেশং বিধত্তে—"অসুরা বা উত্তরতঃ পৃথিবীং পর্য্যাচিকীর্ষন্তাং দেবা ধ্রুবেণাদৃংহন্তদ্ধ্রুবস্য ধ্রুবত্বং যদ্ধ্রুব উত্তরঃ সাদ্যতে ধৃত্যৈ"। (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। পর্য্যাচিকীর্ষন্ পর্য্যাকর্ত্তুমুত্তরত আক্রষ্টুমৈচ্ছন্। ধ্রুবস্যোত্তরপ্রদেশে সাদনেন পৃথিবী ধৃতা ভবতি। অত্র সূত্রম্—"উত্তরস্য হবির্দ্ধানস্যাগ্রেণোপস্তম্ভনমনুপোপ্তে ধ্রুবস্থালীম্" ইতি॥ ধ্রুবেঽবস্থিতস্য সোমস্য হোতৃচমসেঽবনয়নং বিধত্তে—"আয়ুর্ব্বা এতদ্‌-যজ্ঞস্য যদ্ধ্রুব আত্মা হোতা যদ্ধোতৃচমসে ধ্রুবমবনয়ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্যাঽয়ুর্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ২ ইতি। অবনয়নস্য কালং বিধিৎসুর্ম্মতান্তরাণ্যুপন্যস্যতি—"পুরস্তাদুক্থস্যাবনীয় ইত্যাহুঃ পুরস্তাদ্ধ্যায়ুষো ভুঙ্‌ক্তে মধ্যতোঽবনীয় ইত্যাহুর্ম্মধ্যমেন হ্যায়ুষো ভুঙ্‌ক্তে উত্তরার্দ্ধেঽবনীয় ইত্যাহুরুত্তমেন হ্যায়ুষো ভুঙ্‌ক্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি।

উক্থং শস্ত্রম্। তচ্চ ত্রেধা বিভজ্য পূর্ব্বভাগে শস্যমানেঽবনয়েৎ। এবমিতরয়োরপি। আয়ুষঃ পূর্ব্বভাগে বাল্যে বহুকৃত্বো ভুজ্যতে। মধ্যমে ভাগে বহুবয়ং ভুজ্যতে। উত্তমে ভাগে শক্ত্যভাবেঽপি বহু ভোক্তুমিচ্ছতি॥ ইদানীং বিধত্তে—"বৈশ্বদেব্যামৃচি শস্যমানায়ামব নয়তি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাঃ প্রজাস্বেবাঽয়ুর্দধাতি (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি॥

উত নোঽহির্ব্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বিত্যেষা বৈশ্বদেবী। মূর্দ্ধানং দিব ইত্যেষা ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ॥ ১৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আলোচ্য অনুবাকটী চারিটী মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্র অগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে—জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ মন্ত্রের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জনন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে 'যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়'—এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্ত' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন—এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-

কা; দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাঁহারই বিষয় ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে,—ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম—'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্মে পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে—সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞশব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম মাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠান মাত্রই—'ঋতং' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্র—যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আজাত-মগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যে ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে,—দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি,—'মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে?' ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন কর। ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীর লক্ষ্য শুদ্ধসত্ত্ব। পরাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে হৃদয়কে বিশুদ্ধ নির্ম্মল করিতে হয়। পবিত্র বিশুদ্ধ হৃদয়েই জ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয়। 'বৈশ্বানরায়' পদে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরঃ' শব্দের অর্থ—বিশ্বের নেতা, পরিচালক, সমগ্র বিশ্বকে যিনি বা যে শক্তি পরিচালিত করিতে পারেন—তাঁহাকেই বৈশ্বানর বলা হয়।

অগ্নির পক্ষে ইহা সার্থক বিশেষণ। বিশ্বকে যদি কেহ পরিচালিত করিতে পারে তবে তাহা জ্ঞান। জ্ঞানের বলেই জগৎ বিধৃত আছে। বিশ্ব পরিচালনা, বিশ্বকে ধারণ করা জ্ঞানের কার্য্য। বিশ্বকে ধারণ করেন বলিয়া জ্ঞানকে বিশ্বধারক বলা যায়। 'বৈশ্বানর' শব্দে এই উভয় অর্থই সাধিত হয়; সেইজন্য আমরা এই উভয় ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সাধনাদ্বারা মানবের হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ হীনতা কালিমা দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়। সেই পবিত্র হৃদয়ে মানবের পরমকল্যাণসাধক শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়। পবিত্র আধার ব্যতীত পবিত্র বস্তু জন্মিতে পারে না। 'সাধকহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়'—একথা বলার তাৎপর্য্যই এই যে, সাধকের হৃদয় পবিত্র, ক্লেদ-কালিমা-বিহীন, তাই সেই পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্রতার রক্ষক, শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হয়। 'সাধক-হৃদয়ে' বলার বিশেষত্বই এই।

অপরপক্ষে 'সাধক-হৃদয়ে উৎপন্ন হয়' এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপনের মধ্যে একটী প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে। সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন; আবার তাঁহার কল্যাণে পরমবস্তু পরাজ্ঞানও লাভ হয়, সুতরাং আমরাও যেন সেই বস্তু লাভ করিয়া ধন্য হই—এবম্বিধ আত্মোদ্বোধনামিশ্রিত প্রার্থনার ভাবও মন্ত্রে আছে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি ধ্রুব, অর্থাৎ চিরস্থির, অপরিণামী। 'ধ্রুব' বলিতে দুইটী অবস্থার সমষ্টি বুঝায়। প্রথম ভাব এই যে, যাহার গতি নাই, যাহা অচঞ্চল, স্থির তাহাকেই ধ্রুব বলে। সাধারণতঃ ধ্রুবতারাকে 'ধ্রুব' অর্থাৎ স্থির বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ধ্রুবতারা প্রভৃতিরও গতি আছে। ইহা বাহ্যিক অংশ মাত্র। ভগবানের প্রতি যখন এই 'ধ্রুব' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার অর্থ হয় অপরিণামী, যাহার 'পরিণাম' অর্থাৎ পরিবর্ত্তন নাই। একটা উদাহরণ দিয়া 'পরিণাম' প্রদর্শন করা যাউক। দুধ যখন দধিতে পরিণত হয়, তখন তাহা দুধ পদবাচ্য থাকে না—যদিও দুধের অণুপরমাণুই দধিরূপ ধারণ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে মূলবস্তু এক থাকিলেও পরিবর্ত্তনের জন্য বিভিন্নরূপ স্বাদ গন্ধ ধারণ করিয়াছে। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা ধ্বংস নয়, ইহাকেই 'পরিণাম' বলে। যাঁহার এইরূপ কোন পরিণাম অথবা পরিবর্ত্তন হয় না, তিনিই অপরিণামী, তিনিই 'ধ্রুব'। ভগবান্ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে একভাবেই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই, ক্ষয় নাই। তিনি অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় তাঁহাতেই আবার নিবৃত্তি লাভ করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—এই যে জগদ্রূপে পরিবর্ত্তন, ইহা কি পরিবর্ত্তন নহে?—ইহা কি পরিণাম নহে? তিনি এক ছিলেন, তাঁহা হইতে বহু উৎপন্ন হইল, অথবা সেই একই বহু হইলেন এই যে শ্রুতিবাক্যসমূহ রহিয়াছে, তাহাদের অর্থ কি? আমরা বলি, ইহা পরিণাম হয়, ইহা লীলামাত্র। অথবা ইহা মায়ার-খেলা। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন, কোথায়ও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথবা হইতে পারে না। মায়ার জন্য স্বপ্নের ঘোরে আমরা এই সকল বিচিত্র লীলা দেখিতেছি। অন্য দিক হইতেও বলা যাইতে পারে যে, আপাতঃপ্রতীয়মান এই সকল পরিবর্ত্তন তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ সমগ্র বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থিত আছে, তাঁহার মধ্যে যাহা পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হয় তাহা পরিবর্ত্তন নয়;

কারণ জগতে তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা নাই, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়। এই জন্যই শ্রুতি তাঁহাকে 'ধ্রুব' বলিয়াছেন।

ধ্রুব বস্তুতে যাহা অবস্থিতি করে, তাহা ধ্রুবত্ব লাভ করে, অথবা যাহাতে ধ্রুবগতি লাভ করা যায়, তাহাকে ধ্রুব বলা যায়। মানব সাধনাবলে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই ধ্রুবলোকে,—মানবের সেই চরমাশ্রয় পরমপুরুষে। তাই তাহার সম্বন্ধে, 'ধ্রুব-ক্ষিতি' 'ধ্রুবাণাং ধ্রুবতমঃ' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তিনি কেবলমাত্র 'ধ্রুব' নহেন, তিনি অচ্যুতও বটেন, অর্থাৎ তাঁহার কখনও পতন নাই। যাঁহারা সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও 'অচ্যুত' বলা যাইতে পারে, কারণ, তাঁহাদেরও কখন পতন হয় না। সেই সাধকরূপ অচ্যুত-দিগের চরমাশ্রয় সেই ভগবান্। তাই তাঁহাকে 'অচ্যুতানাং অচ্যুতক্ষিত্তমঃ'—অর্থাৎ সাধক-দিগের—সজ্জনগণের চরম ও পরম আশ্রয়স্থান।

কিন্তু এই পরম ও চরম সত্য প্রখ্যাপনের পরেই শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সাধক বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়েই উপজিত হয়; আমরা যেন ভগবানের কৃপায় সেই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত চতুর্থ মন্ত্রের ভাবগত যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

সমগ্র মন্ত্রের ভাব,—'আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান লাভ করিয়া অক্ষয় অব্যয় সেই পরম-পুরুষে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি—তাঁহাতেই যেন আমরা চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।' (১ অষ্টক - ৪ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক) ৷ •

চতুর্দ্দশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ)।

মধুশ্চ মাধবশ্চ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ নভশ্চ নভস্যশ্চেষশ্চোর্জ্জশ্চ

সহশ্চ সহস্যশ্চ তপশ্চ তপস্যশ্চোপযামগৃহীতোঽসি

সꣳসর্পোঽস্যꣳহস্পত্যায় ত্বা ॥ ১৪ ॥

• এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। উহা সামবেদ-সংহিতায় আগ্নেয়-পর্ব্বেও পরিদৃষ্ট হয়।

পদ-পাঠঃ।

মধুঃ। চ। মাধবঃ। চ। শুক্রঃ। চ। শুচিঃ। চ। নভঃ। চ। নভস্যঃ।

চ। ইষঃ। চ। ঊর্জ্জঃ। চ। সহঃ। চ। সহস্যঃ। চ। তপঃ। চ।

তপস্যঃ। চ। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। সংসর্প

ইতি সং—সর্পঃ। অসি। অংহস্পত্যায়েত্যংহঃ—পত্যায়। ত্বা॥ ১৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে ভগবন্! ত্বং 'মধুঃ চ মাধবঃ চ' (অমৃতস্বরূপঃ তথা সিদ্ধিদায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); 'শুক্রঃ চ শুচিঃ চ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ তথা পবিত্রঃ—ভবসি); 'নভঃ চ নভস্যঃ চ' (দ্যুলোকঃ তথা দ্যুলোকবিহারী—ভবসি); 'ইষঃ চ ঊর্জ্জঃ চ' (পরাসিদ্ধিঃ তথা পরমবলং—ভবসি); 'সহঃ চ সহস্যঃ চ' (বলং তথা বলদাতা—ভবসি); 'তপঃ চ তপস্যঃ চ' (সাধনা তথা সাধ্যঃ—ভবসি)। ভগবান্ হি বিশ্বরূপেণ সর্ব্বভাবেন প্রকাশতি—ইতি ভাবঃ॥

(খ) হে ভগবন্! 'সংসর্পঃ' (সরণশীলঃ, সর্ব্বত্রব্যাপ্তঃ) ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (সর্ব্বেষাং হৃদি বর্ত্তমানঃ ভবসি)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব॥ 'অংহস্পত্যায়' (পাপনাশকায় দেবায়) তস্য অনুগ্রহলাভায় ইত্যর্থঃ বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (উপগচ্ছাম, প্রাপ্নুয়াম)। শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক। হে ভগবন্! আপনি অমৃতস্বরূপ এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হয়েন; জ্যোতির্ম্ময় এবং পবিত্র হয়েন; দ্যুলোক এবং দ্যুলোকবিহারী হয়েন; বল এবং বলদাতা হয়েন; সাধনা এবং সাধ্য হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানই বিশ্বরূপে সর্ব্বভাবে প্রকাশিত হয়েন)।

খ। হে ভগবন্! সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আপনি সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন।

গ। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপনাশক দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—শুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।) ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"ঋতুগ্রহৈঃ প্রচরতো দ্রোণকলশাদগৃহ্নন্তে ন সাদ্যন্তে পূর্ব্বেষাং শেষেষূত্তরানভি-গৃহ্নীতঃ পূর্ব্বোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্নাতি জঘন্যঃ প্রতিপ্রস্থাতোপযামগৃহীতোঽসি মধুশ্চেত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং সꣳসর্পোঽস্যꣳহস্পত্যায় ত্বেতি ত্রয়োদশচতুর্দ্দশৌ গৃহ্নেতে" ইতি।

মন্ত্রপাঠস্তু—"মধুশ্চ মাধবশ্চ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ নভশ্চ নভস্যশ্চেষশ্চোর্জ্জশ্চ সহশ্চ সহস্যশ্চ তপশ্চ তপস্যশ্চোপযামগৃহীতোঽসি সꣳসর্পোঽস্যꣳহস্পত্যায় ত্বা॥" ইতি॥

অত্র মধ্বাদিশব্দাঃ ক্রমেণ চৈত্রাদিমাসানাং বাচকাঃ। সংসর্পাংহস্পতিশব্দয়োরর্থোঽন্যত্র দর্শিতঃ—"অসংক্রান্তাবেকবর্ষে দ্বৌ চেৎসংসর্প আদিমঃ। ক্ষয়মাসো দ্বিসংক্রান্তঃ স চাংহস্পতি-সংজ্ঞকঃ" ইতি॥ মন্ত্রাদাবুপয়ামেতি প্রযুঞ্জীত। হে সোম ত্বমুপযামগৃহীতো মধুশ্চাসি। এবমন্যত্রাপি যোজ্যম্॥

ঋতুগ্রহং বিধত্তে—"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তে সম্বৎসরেণ যোপয়িত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্তমৃষয় ঋতুগ্রহৈরেবানু প্রাজানন্যদৃতুগ্রহা গৃহ্যন্তে সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। সম্বৎসরেণ যোপয়িত্বা কালাবিলম্বেন মোহয়িত্বা। যত ঋষয়ো মনুষ্যেম্বভিজ্ঞাঃ॥

সংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বাদশ গৃহ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। ত্রয়োদশচতুর্দ্দশয়োরপ্যেতদুপলক্ষণম্। অত এব সূত্রকার আহ—"দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বা গৃহ্যন্তে" ইতি॥ আদাবন্তে চ দ্বয়োর্গ্রহণং বিধত্তে—"সহ প্রথমৌ গৃহ্যেতে সহোত্তমৌ তস্মাদ্দ্বৌদ্বাবৃতূ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। মধুশ্চ মাধবশ্চে-ত্যেতৌ প্রথমৌ। তপশ্চ তপস্যশ্চেত্যেতাবুত্তরৌ। যস্মাদ্দ্বয়োঃ সাহিত্যমত্র বিহিতং তস্মাদ্দ্বৌদ্বৌ মাসাবৃত্ববয়বৌ॥ পাত্রস্থসোমং বহ্নৌ স্রাবয়িতুং বিলস্য পার্শ্বয়োর্দ্বে মুখে বিধত্তে—"উভয়তোমুখ-মৃতুপাত্রং ভবতি কো হি তদ্বেদ যত ঋতূনাং মুখম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। ঋতূনাং মুখমৃতুধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যারম্ভো যতো যস্মাৎ কালাদারভ্য ভবতি তৎ কো নাম বেদ। তস্মাদৃতুপাত্রস্য মুখদ্বয়ং কুর্য্যাৎ।

অধ্বর্য্যুপ্রতিপ্রস্থাত্রোঃ প্রৈষমন্ত্রাবুৎপাদয়তি—"ঋতুনা প্রেষ্যেতি ষট্‌কৃত্ব আহ ষড্‌বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাত্যৃতুভিরিতি চতুশ্চতুষ্পদ এব পশূন্ প্রীণাতি দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাঽহ দ্বিপদ এব

প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। হে মৈত্রাবরুণ ঋতুনা নিমিত্তেন হোতারং প্রেষ্য। তমিমং মন্ত্রং প্রথমতৃতীয়পঞ্চমেষধ্বর্য্যুর্ব্রূয়াৎ। দ্বিতীয়চতুর্থষষ্ঠেষু প্রতিপ্রস্থাতা ব্রূয়াৎ। এবং ষট্‌কৃত্বস্তদ্বচনম্। তেন ভবত্যাতূনাং প্রীতিঃ। ঋতুভিঃ প্রেষ্যেতি সপ্তমনবময়োরধ্বর্য্যু-র্ব্রূয়াৎ। অষ্টমদশময়োঃ প্রতিপ্রস্থাতা। তেন চতুরাবর্ত্তনেন পশূনাং প্রীতিঃ। ঋতুনা প্রেষ্যেত্যধ্বর্য্যুরেকাদশে ব্রূয়াৎ। প্রতিপ্রস্থাতা দ্বাদশে। তেন দ্বিরাবর্ত্তনেন মনুষ্যাণাং পক্ষিণাং চ প্রীতিঃ। পূর্ব্বোক্তামেব ষট্‌চতুর্দ্বিসংখ্যামুপজীব্যোপজীবকভাবেন প্রশংসতি—"ঋতুনা প্রেষ্যেতি ষট্‌কৃত্ব আহর্ত্তুভিরিতি চতুস্তস্মাচ্চতুষ্পাদঃ পশব ঋতূনুপ জীবন্তি দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাহহ তস্মাদ্দ্বিপাদশ্চতুষ্পদঃ পশূনুপ জীবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। গবাদয়শ্চতুষ্পাদঃ শীতোষ্ণাদীনৃতুধর্ম্মানুপজীবন্তি। মনুষ্যাশ্চ দ্বিপাদঃ পশুগতক্ষীরাদীনুপজীবন্তি॥ স্বর্গারোহণ-সোপানরূপেণ প্রশংসতি—"ঋতুনা প্রেষ্যেতি ষট্‌কৃত্ব আহর্তুভিরিতি চতুর্দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাহ-হাহক্রমণমেব তৎসেতুং যজমানঃ কুরুতে সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্টৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। আক্রমতে প্রাপ্যতে স্বর্গোহনেনেত্যাক্রমণঃ সেতুঃ। যথা সেতোরধোভাগো বিশাল উর্দ্ধভাগঃ সঙ্কুচিতস্তথৈবাত্র ষট্‌চতুর্দ্বিসংখ্যা দ্রষ্টব্যা। সোপানেষপ্যেতৎ সমানম্॥ অধ্বর্য্যুপ্রতিপ্রস্থাত্রোর্যুগপদ্গমনং নিষেধতি—"নান্যোহন্যমনু প্র পদ্যেত যদন্যোহন্যমনুপ্রপদ্যেত-র্তুর্‌ঋতুমনু প্র পদ্যেতর্ত্তবো মোহুকাঃ স্যুঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। অধ্বর্য্যু-প্রতিপ্রস্থাতৃভ্যাং প্রথমদ্বিতীয়ৌ গ্রহৌ সহ গৃহীতৌ। ততো হবির্দ্ধানান্নিষ্ক্রম্য গত্বাহহবনীয়ে হুত্বা পুনঃ প্রত্যাগত্য হবির্দ্ধানে গ্রহান্তরং গ্রহীতব্যম্। তত্রৈকঃ পুরতোহন্যঃ পৃষ্ঠত ইত্যেবং যুগপন্ন গন্তব্যং কিং তু পর্য্যায়েণ। যদ্যতুপ্রাহে তয়োঃ সহগমনং স্যাত্তদানীমেকমৃতুমন্যোহনু-প্রবিশেৎ। তদা সাঙ্কর্য্যাদৃতবো মোহহেতবো ভবেয়ুঃ॥

কালভেদবদুভয়োর্মার্গভেদং বিধত্তে—"প্রসিদ্ধমেবাধ্বর্য্যুর্দ্দক্ষিণেন প্র পদ্যতে প্রসিদ্ধং প্রতিপ্রস্থাতোত্তরেণ তস্মাদাদিত্যঃ ষণ্মাসো দক্ষিণেনৈতি ষডুত্তরেণ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। প্রথমতঃ সিদ্ধং প্রসিদ্ধমাদিত আরভ্যেত্যর্থঃ। যস্মাদৃত্বিজোর্দ্দক্ষিণোত্তরৌ দ্বৌ মার্গৌ তস্মাদাদিত্যস্যাপি দক্ষিণায়নোত্তরায়ণে ভবতঃ। অত্র সূত্রম্—"গ্রহাবাদায়ো-পনিষ্ক্রামতো দক্ষিণমেবাধ্বর্য্যুর্দ্বার্ব্বাহুং নিশ্রয়মাণ উপনিষ্ক্রামত্যুত্তরং প্রতিপ্রস্থাতা দ্বার্ব্বাহুং নিশ্রয়মাণ উপরমত্যথাধ্বর্য্যুরাশ্রাবয়তি আশ্রাবয়াস্তু—শ্রৌষড্‌ঋতুনা প্রেষ্যেতি বষট্‌কৃতে জুহোতি নিষ্ক্রামতোবং প্রতিপ্রস্থাতা প্রপদ্যতে তথাহধ্বর্য্যুঃ" ইতি। যদা হবির্দ্ধানাৎ প্রতিপ্রস্থাতা নিষ্ক্রামতি তদাহধ্বর্য্যুর্হবির্দ্ধানং প্রবিশতীত্যেবং ন্যায়েনোভয়োর্গমনম্॥ মধুশ্চেত্যাদিমন্ত্রৈর্দ্বাদশমাসানাং প্রীতত্বাৎ সংসর্পমন্ত্রস্য নির্ব্বিষয়ত্বমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—"উপযামগৃহীতোঽসি সংসর্পোঽস্যংহস্পত্যায় ত্বেত্যাহাস্তি ত্রয়োদশো মাস ইত্যাহুস্তমেব তৎ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। অধিকমাসস্ত্রয়োদশঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই অনুবাকটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে ভগবানের বিশ্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। তিনি অমৃত, তিনি জ্যোতিঃ; তিনিই স্বর্গ, আবার স্বর্গপ্রাপক, স্বর্গবিহারীও তিনি। সাধকের কথায় এই মন্ত্রের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে—"যেখানে যা' দেখি তোমারি প্রকাশ।" বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সেই ভগবানের প্রকাশ মাত্র। তিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বঘটে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। প্রথম মন্ত্রের সকল পদ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'তপঃ চ তপস্য চ' মন্ত্রাংশে একটী বিশেষভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই তপস্যা, আবার আরাধ্যও তিনি, অন্যপক্ষে আরাধকের মধ্যেও তিনি বর্ত্তমান আছেন। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই সাধক গাহিয়াছেন,—

"কি দিয়ে পূজিব ব্রহ্মময়ী,
আমি দেখিনা ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই।
ব্রহ্মা হতে পরমাণু, সকলি তোমার অণু
অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তোমা বিনে পাব কই?"

তারপর সাধক একে একে সমস্ত পূজাসম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্র ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ শেষে বলিতেছেন,—'তোমারি চরণামৃতে, তোমারে দিব কি মতে, করে গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ফলভাগী কিসে হই?" অর্থাৎ জগতের সাধ্য সাধক ও সাধনা তাঁহার নিকট এক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাব—"যে দিকে ফিরাই আঁখি। তব রূপ নিরখি"। প্রথম মন্ত্র এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। যাহা কিছু আছে সকলি তাঁহারই প্রকাশ।

সাধক যখন ইষ্টদেবের আরাধনায়, সাধনায় মগ্ন হয়েন তখন তিনটী বস্তু থাকে। প্রথমতঃ সাধক নিজে, অর্থাৎ তাঁহার আত্মসংজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ সাধনা, অথবা ধ্যান করিতেছি এই অনুভূতি। তৃতীয় বস্তু—ধ্যেয় অর্থাৎ আমি আমার ইষ্টদেবের ধ্যান করিতেছি এই ধারণা। কিন্তু ধ্যানের প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে এই ত্রিবিধ ভাবের বিভিন্নতা দূরীভূত হইতে থাকে। প্রথমেই 'ধ্যান' অন্তর্হিত হয়। তখন থাকে কেবল মাত্র 'আমি ও তুমি' ভাব অর্থাৎ সাধক ও সাধ্য ভাব মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ এই সাধ্য ও সাধকের দ্বিত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তখন সাধকের কেবলমাত্র আত্মসংজ্ঞা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু চরমাবস্থায়—নির্ব্বাণে সেই সংজ্ঞাও লুপ্ত হয়।

আলোচ্য মন্ত্রটীতে এই ভাবের পূর্ণতা প্রদর্শিত না হইলেও ভগবানের বিশ্বব্যাপিত্বের ভাব প্রকটিত হইয়াছে। তিনি অমৃত, তিনি সাধনা, তিনিই সাধ্য, তিনিই বল, আবার তিনিই বলদাতা।

দ্বিতীয় মন্ত্র প্রথম মন্ত্রেরই ভাব অনুসরণ করিয়াছে। প্রথম মন্ত্র কতকটা বহির্জ্জগতের বিষয় বলিয়াছেন, দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্তর্জ্জগতের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ শুধু বহির্জ্জগতের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, অথবা বহির্জ্জগৎই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ নয়। তিনি হৃদয়ের রাজা,

অন্তর্জ্জগতেও তাঁহার প্রকাশ। তিনি সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। সাধক বিশ্বের সকল বিষয়েই ভগবানের অনুভূতি পাইতেছেন। অন্তর বাহির ব্যাপিয়া আছেন তিনি। দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্তর্জ্জগতের বিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়—শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনের কারণ বর্ণিত হইয়াছে—'অংহস্পত্যায়'—পাপনাশক দেবতাকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধন হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পাপ নিবারিত হয়, পাপ বিনাশ হয়। অন্ধকারেই মালিনতার মধ্যেই পাপের জন্ম। যেখানে পবিত্রতা, জ্যোতিঃ আছে, সেখানে পাপ অবস্থান করিতে পারে না। তাই পাপনাশের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্রের ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে 'মধুঃ' প্রভৃতি পদে চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসকে লক্ষ্য করিয়াছে। আমরা এই মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যার্থ দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাবও অধিগত হয় না॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক।)॥

পঞ্চদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।)

ইন্দ্রাগ্নী আ গতঁ সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা॥ ১৫॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র-অগ্নী। এতি। গতম্। সুতম্। গীর্ভিঃ। নভঃ। বরেণ্যম্। অস্য। পাতম্। ধিয়া। ইষিতা। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ।

অসি। ইন্দ্রাগ্নিভ্যামিতীন্দ্রাগ্নি—ভ্যাম্। ত্বা। এষঃ। তে। যোনিঃ।

ইন্দ্রাগ্নিভ্যামিতীন্দ্রাগ্নি—ভ্যাম্। ত্বা ॥ ১৫ ॥

* * *

ষোড়শঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ষোড়শোঽনুবাকঃ)।

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ

সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য এষ তে

যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ওমাসঃ। চর্ষণীধৃত ইতি চর্ষণি—ধৃতঃ। বিশ্বে। দেবাসঃ। এতি। গত।

দাশ্বাংসঃ। দাশুষঃ। সুতম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—

গৃহীতঃ। অসি। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। দেবেভ্যঃ। এষঃ।

তে। যোনিঃ। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। দেবেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে দেব তথা জ্ঞানদেব) যুবাং 'অস্য' (সাধকস্য) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইষিতা' (প্রেরিতৌ, প্রীতৌ সন্তৌ ইত্যর্থঃ) 'নভঃ' (নভসঃ, দ্যুলোকাৎ) 'আগতং' (আগচ্ছথঃ) তথা 'ধিয়া' (ধীশক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা) অস্য 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং) 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (রক্ষথঃ, যদ্বা গৃহ্লীথঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান সাধকং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি—ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'উপযাম' (প্রাপ্নুযাম); 'ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং' (বলাধিপতিনা দেবেন তথা জ্ঞানদেবেন) ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (অস্মাকং হৃদি উৎপাদিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং—ভবতু ইতি শেষঃ)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং' (বলাধিপতিনা দেবেন তথা জ্ঞানদেবেন, তয়োঃ দেবয়োঃ কৃপয়া ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং লভেমহি ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অষ্টক—৪প্রপাঠক—১৫অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে বলাধিপতিদেব এবং জ্ঞানদেব! আপনারা সাধকের প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া দ্যুলোক হইতে আগমন করেন এবং আত্ম-শক্তির দ্বারা ইহার বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব রক্ষা করেন (অথবা গ্রহণ করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই; বলাধিপতি দেবতা এবং জ্ঞানদেবের দ্বারা আপনি আমাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-কৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! বলাধিপতি দেব এবং জ্ঞানদেবের দ্বারা অর্থাৎ এই দুই দেবতার কৃপায় আপনাকে আমরা যেন লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৫ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ওমাসঃ' (অবন্তি রক্ষন্তি যে তে ওমাসঃ, রক্ষকাঃ) 'চর্ষণীধৃতঃ' (চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধারকাঃ, যদ্বা—সাধকানাং প্রতিপালকাঃ) 'দাশ্বাংসঃ' (ফলদানসমর্থাঃ, কর্ম্মফলস্য দাতারঃ) 'বিশ্বেদেবাসঃ' (হে বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—নিখিলাঃ দেবভাবাঃ) 'দাশুষঃ' (যজমানস্য, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং, পূজাং গ্রহীতুমিতি শেষঃ) 'আ গত' (আগচ্ছত)। অয়ং ভাবঃ—দেবাঃ দেবভাবাঃ বা রক্ষকাঃ প্রতিপালকাঃ, তে সর্ব্বে অস্মাসু অধিষ্ঠিতা ভবন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং সাধকহৃদি 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপাদিতঃ ভবসি); 'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবায়, সর্ব্বদেবভাবলাভায়) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবলাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৬ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) রক্ষক, প্রতিপালক, কর্ম্মফলদাতা হে বিশ্বদেবগণ! অর্চ্চনাকারীর পূজা বা শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা আগমন করুন। (ভাব এই যে,—দেবগণ বা দেবভাবসমূহই আমাদিগের রক্ষক ও প্রতিপালক; সকল দেবভাব বা সকল দেবতা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন—এই প্রার্থনা)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন; সর্ব্বদেবভাব লাভের জন্য আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বদেবভাব লাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৬ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)॥

কল্পঃ—"অভক্ষিতেন পাত্রেণাধ্বর্য্যুরৈন্দ্রাগ্নং গৃহ্লাতীন্দ্রাগ্নী আ গত৺ সুতমিতি গ্রহণসাদনৌ" ইতি।

পাঠস্তু—"ইন্দ্রাগ্নী আ গত৺ সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা॥" ইতি॥ হে ইন্দ্রাগ্নী সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যাগতমাগচ্ছতম্। কীদৃশং সোমম্। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্যুক্তমিতি শেষঃ। নভো নভোবস্থিতৈঃ স্বর্গনিবাসিভির্দ্দেবৈর্ব্বরেণ্যং প্রার্থনীয়ম্। অস্য সোমস্য সম্বন্ধিনং স্বকীয়মংশং পাতং যুবাং পিবতম্। কীদৃশৌ যুবাম্। ধিয়া বুদ্ধ্যেষিতা প্রার্থিতৌ। স্পষ্টমন্যৎ॥ কল্পঃ—"বৈশ্বদেবং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাত্যোমাসশ্চর্ষণীধৃত ইতি গ্রহণসাদনৌ" ইতি।

পাঠস্তু—"ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বা৺সো দাশুষঃ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ॥" ইতি॥ হে বিশ্বে দেবা আগতাঽগচ্ছত। কীদৃশাঃ। ওমাসো রক্ষিতারঃ। চর্ষণীধৃতো মনুষ্যপোষকাঃ। অনিষ্টনিবারণং রক্ষণম্। ইষ্টপ্রাপণং পোষণম্। সুতমভিসুতং দাশুষো দত্তবতো যজমানস্য দাশ্বাংসঃ ফলং পূর্ব্বং দত্তবন্তঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ মন্ত্রানুপেক্ষ্যৈন্দ্রাগ্নগ্রহং বিধত্তে—"সুবর্গায় বা এতে লোকায় গৃহ্যন্তে যদৃতুগ্রহা জ্যোতিরিন্দ্রাগ্নী যদৈন্দ্রাগ্নমৃতুপাত্রেণ গৃহ্লাতি জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টাদ্দধাতি সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৪) ইতি॥

যদেতদৃতুপাত্রমধ্বর্য্যুহস্তে ভক্ষণীয়েন সোমেনোপেতং তেনৈন্দ্রাগ্নং গৃহ্লীয়াৎ। তথা সত্যৃতুগ্রহৈঃ প্রাপ্তঃ স্বর্গ ইন্দ্রাগ্নিজ্যোতিষা প্রকাশিতো ভবতি॥ বলপ্রদত্বেনৈন্দ্রাগ্নং প্রশংসতি—"ওজোভৃতৌ বা এতৌ দেবানাং যদিন্দ্রাগ্নী যদৈন্দ্রাগ্নো গৃহ্যত ওজ এবাব রুন্ধে" (সং কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৪) ইতি॥ গ্রহান্তরং বিধত্তে—"বৈশ্বদেব৺ শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজা অসাবাদিত্যঃ শুক্রো যদ্বৈশ্বদেব৺ শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি তস্মাদসাবাদিত্যঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রত্যঙ্ঙুদেতি তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৪) ইতি। শুক্রগ্রহস্য যৎপাত্রং তেন বৈশ্বদেবং গৃহ্লীয়াৎ। বৈশ্বদেবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রতি শুক্রগ্রহাভিমান্যাদিত্যঃ প্রত্যঙ প্রত্যেকমভিমুখ উদেতি। তদেতৎসর্ব্বস্যাপ্যনুভবসিদ্ধম্॥ তেজঃপ্রদত্বেন বৈশ্বদেবং প্রশংসতি—"বৈশ্বদেব৺ শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাস্তেজঃ শুক্রো যদ্বৈশ্বদেব৺ শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি প্রজাস্বেব তেজো দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৪) ইতি॥ ইন্দ্রাগ্নী ওমাস ইত্যেতে গায়ত্র্যৌ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশষোড়শানুবাকৌ॥ ১৫-১৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের ক্রম অনুসরণে আমরা পঞ্চদশ ও ষোড়শ অনুবাকের একত্রই আলোচনা করিতেছি। পঞ্চদশ অনুবাক চারিটি মন্ত্রে বিভক্ত। আমরা প্রথমে পঞ্চদশ অনুবাকেরই আলোচনা করিতেছি। এই অনুবাকের দেবতা—'ইন্দ্রাগ্নি'; অর্থাৎ ইন্দ্র ও অগ্নিরূপে পরিচিত

ভগবদ্বিভূতিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। ইন্দ্র বলিতে শক্তির এবং অগ্নি বলিতে জ্ঞানকে লক্ষ্য করে। জ্ঞানই শক্তি অথবা জ্ঞানই পরমৈশ্বর্য্য, অর্থাৎ এই উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই 'ইন্দ্রাগ্নি'-রূপে ভগবানের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি এক, বহু তাঁহারই বিকাশমাত্র। সেই অনাদি অনন্ত এক হইতে বহুর উদ্ভব। তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য যুগ্মদেবতা বিশ্বদেব প্রভৃতির অবতারণা। কারণ সাধারণ মানব জগতের মধ্যে বহুর আবির্ভাব দেখিয়া জগৎকারণকেই বহু বলিয়া মনে করিতে পারে, সেই জন্য বেদ সকল উপায়ে সাধারণ মানবকে ভগবান্ যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাহাই শিক্ষা দিতেছেন।

'ইন্দ্রাগ্নি' 'মিত্রবরুণ' 'বিশ্বদেব' প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ দেখিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ এক অপূর্ব্ব গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের গবেষণার সার কথা এই,—"আদিম আর্য্যগণ বহুদেববাদী ছিলেন। জগতের প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহারা এক একজন দেবতা কল্পনা করিতেন। তাহা হইতেই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি হয়। প্রথমে তাঁহারা প্রত্যেক দেবতাকেই ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দুই বা ততোধিক দেবতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তাই সেই সকল দেবতাকে একত্র উপাসনা করিতেন—যেমন ইন্দ্রাগ্নি। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, জগতে যে বহুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একেরই বিকাশ মাত্র। এই বহুর পশ্চাতে সেই একই বিরাজিত আছেন। তাই বেদে বলিতেছেন—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। এক ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেই এই বিভিন্ন স্তরের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিন্তাধারার বিভিন্ন স্তরের বিকাশ যে, বিভিন্ন সময়ে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। বেদ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রচনা করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে বেদ নিত্য অপৌরুষেয়, সুতরাং তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন যুগের অথবা বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারার সমাবেশ আছে বলিয়া মনে করি না। তবে একথা সত্য, বেদের মধ্যে সর্ব্ববিধ চিন্তাধারার সাক্ষাৎলাভ করা যায়। তাহার কারণ এই যে,—বেদ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহার মধ্যে সর্ব্ববিষয়ই পাওয়া যায়। সুতরাং বেদে বিভিন্ন স্তরের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

অপরপক্ষে আমরা বেদের মধ্যে যে একত্ব দ্বিত্ব বহুত্ব প্রভৃতির পরিচয় পাই, তাহা বিভিন্নশ্রেণীর অধিকারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল লোক এক সঙ্গে সাধনার উচ্চতর-লোকে আরোহণ করিতে পারে না, তাই সকল শ্রেণীর সাধকের জন্যই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। নতুবা বেদের মধ্যে অজ্ঞানতা অথবা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের আরোপ করাই বাতুলতা মাত্র।

প্রথম মন্ত্র বিশেষভাবে ইন্দ্রাগ্নির প্রতিই প্রযুক্ত। ভগবানই জগতের রক্ষাকর্ত্তা—তিনি বিশেষভাবে সাধকদিগকে রক্ষা করেন। সাধকের হৃদয়ে যে সুকুমার পবিত্র মনোভাব জন্মলাভ করে, তাহা সামান্য আঘাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করা হয়। সাধকের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকেও ভগবান্ সেইরূপে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করেন। সাধকও আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে থাকেন। সেই প্রার্থনায় প্রীত হইয়া ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। সাধকের

হৃদয়ই স্বর্গ অথবা স্বর্গ হইতেও মহত্তর, পুণ্যতর স্থান। কারণ ভগবান স্বর্গ ছাড়িয়া সাধকের হৃদয়ে আগমন করেন। যেখানে ভগবান্ বাস করেন সেইস্থানই স্বর্গ। আবার, যেখানে সাধক থাকেন, ভগবানও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন—"মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

'সুতং' পদ-দৃষ্টেই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্তুতিদ্বারা আহুত হইয়া স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় (এই সোমের উদ্দেশে) আগমন কর। আমাদের ভক্তিহেতু আগত হইয়া (এই সোম) পান কর।" মূলে সোমরসের উল্লেখ নাই তাহা ব্যাখ্যার বন্ধনী চিহ্ন হইতে উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বিষয় সাক্ষাৎভাবে শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রাগ্নির মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। যাহাতে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি তাহার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায়? তাহার উত্তরে মন্ত্র বলিতে-ছেন—"ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং" অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নি দ্বারা, তাঁহাদের কৃপাতেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। তাহার সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—ভগবানের কৃপায় যেন আমরা পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। 'ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং গৃহীতঃ অসি' মন্ত্রাংশের মধ্যে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব নিহিত আছে। আমরা দুর্ব্বল, হীনশক্তি। আমাদের নিজের এমন শক্তি নাই যে, আমরা নিজবলে, আত্মসাধনাদ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারি, তাই সেইজন্য ভগবানের করুণা ভিক্ষা করা হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের ভাবও দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ। তবে দ্বিতীয় মন্ত্রে পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, আর তৃতীয় মন্ত্রে স্বাক্ষাৎভাবে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের নিকটেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রের ভাব দ্বিতীয় মন্ত্রেরই অনুরূপ। সুতরাং তাহার পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ষোড়শ অনুবাক চারিটী মন্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে বিশ্বদেব অভিধায়ে সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। সকল দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। তাহার বিশেষ কারণ এই যে,—একে একে আহ্বান করিতে করিতে যখন অন্তরের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল, বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তির ভাব যখন অন্তরে জাগরূক হইল, অভাবের তীব্র জ্বালা যখন চারিদিকে প্রকট হইয়া পড়িল; তখন আর এক দেবতাকে ডাকিয়া তৃপ্তি হইল না,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহ্বান করিতেও সামর্থ্যে কুলাইল না। তখন সর্ব্বদেবকে এক সঙ্গে এক স্বরে ডাকিয়া জ্বালা-নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানান হইল। ইহাই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি।

মানুষ যখন বিপদের পর বিপদের তরঙ্গে নিমজ্জমান্ হয়,—অভিঘাত পায়; তখন সে যে পরিত্রাণের জন্য কাহার শরণাপন্ন হইবে, স্থির করিতে পারে না। সে অবস্থায়, সে ইন্দ্রকে

ডাকে, বায়ুকে ডাকে, অবশেষে বিশ্বের সর্ব্ব-দেবতার শরণাপন্ন হয়। ডাকে—'হে দেবগণ! তোমরা যে যেখানে আছ, যেমন করিয়া পার, আমায় উদ্ধার কর।' এই মন্ত্রে সাধারণতঃ এই ভাব মনে আসে। এক সূত্রে সকলের পূজা, এক স্তোত্রে সকলের অর্চ্চনা—দারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে সম্পাদিত হয়। ব্যষ্টিকে সমষ্টিভাবে প্রত্যক্ষী-করণের ইহাই আদি-স্তর।

এই মন্ত্রের আর এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—এখানে এই প্রার্থনায় প্রার্থনাকারী আপনার হৃদয়ে সকল প্রকার দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। এখানে যেন তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছে—সকল প্রকার দেবভাব—সত্ত্বভাবসমূহই—শ্রেয়ঃসাধক,—দেবভাবের দ্বারাই সত্ত্বভাবের প্রভাবেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাই সকল দেবতাগণকে সকল দেব-ভাবকে তিনি আহ্বান করিতেছেন।

সেই দেবগণ বা দেবভাবসমূহ কেমন? তাহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—'ওমাসঃ' অর্থাৎ তাঁহারাই রক্ষক, 'চর্ষণীধৃতঃ' অর্থাৎ চর্ষণীগণ কর্তৃক (আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক) তাঁহারা ধৃত, অথবা তাঁহারা সেই চর্ষণীগণের প্রতিপালক, এবং 'দাশ্বাংসঃ' অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে কি? না—"দাশুষঃ সুতং আগত।" এখানকার ভাব এই যে—আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী করিয়া আপনারা সেই সৎকর্ম্ম সহ মিলিত হউন।

বিশ্বদেবকে এক সঙ্গে আহ্বান করার আরও একটী নিগূঢ় অর্থ এই যে,—এই বিশ্বের সকলই যে সেই একেরই প্রতিরূপ তাহা প্রতিপাদন করা। বিশ্বের মধ্যে যত দেবতা আছেন, সকলের মূলে আছেন সেই পরমপুরুষ, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" মন্ত্র এই সত্যই পরিব্যক্ত করিতেছেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু দেবভাব। তাহা লাভ করিবার উপায়—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ই দেবতার আসন। তাই দেবভাবের অধিকারী হইতে হইলে, দেবত্ব লাভ করিতে চাহিলে প্রথমে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে হইবে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে দেবত্বের পথে পরিচালিত করে, দেবত্ব প্রাপ্ত করায়। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে—সকল দেবভাব প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।

তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবও অনেক পরিমাণে দ্বিতীয় মন্ত্রের ন্যায়। এই মন্ত্রেও আমাদের হৃদয়ে যাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'এষঃ তে যোনিঃ'—এই হৃদয়ই তোমার প্রকৃত আবাসস্থল। অর্থাৎ আমাদের হৃদয়কেই তোমার আশ্রয়স্থানরূপে গ্রহণ কর। ইহার অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ভাব এই যে, সাধনা দ্বারা আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে তোমার আশ্রয়স্থানের উপযুক্ত করিতে পারি।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ অনুবাক একত্র আলোচিত হইয়াছে। এই উভয় অনুবাকেই শুদ্ধ-সত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ এই প্রার্থনাই উভয় অনুবাকের মধ্যে যোগসূত্র। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৫–১৬ অনুবাক।) ॥

---

* পঞ্চদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্। উহা সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চ্চিকে (১অ—২খ—৪সূ—১সা) প্রাপ্তব্য।

সপ্তদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তদশোঽনুবাকঃ।)

মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্য৺ শাসমিন্দ্রম্।

বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্র৺ সহোদামিহ ত৺ হুবেম।

উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে

যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মরুত্বন্তম্। বৃষভম্। বাবৃধানম্। অকবারিমিত্যকবা—অরিম্। দিব্যম্।

শাসম্। ইন্দ্রম্। বিশ্বাসাহমিতি বিশ্ব—সাহম্। অবসে। নূতনায়। উগ্রম্।

সহোদামিতি সহঃ—দাম্। ইহ। তম্। হুবেম।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে। এষঃ।

তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে ॥ ১৭ ॥

ষোড়শ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্।

অষ্টাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টাদশোঽনুবাকঃ)।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্য্যাতে অপিবঃ

সুতস্য। তব প্রণীতী তব শূর শর্ম্মন্না

বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ।

উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে

যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ইন্দ্র। মরুত্বঃ। ইহ। পাহি। সোমম্। যথা। শার্য্যাতে। অপিবঃ।

সুতস্য। তব। প্রণীতীতি প্র—নীতী। তব। শূর। শর্ম্মন্। এতি।

বিবাসন্তি। কবয়ঃ। সুযজ্ঞা ইতি সু—যজ্ঞাঃ।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে।

এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে ॥ ১৮ ॥

* * *

একোনবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একোনবিংশোঽনুবাকঃ)।

মরুত্বা৺ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধং

মদায়। আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্ম্মিং ত্ব৺

রাজাঽসি প্রদিবঃ সুতানাম্।

উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে

যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মরুত্বান্। ইন্দ্র। বৃষভঃ। রণায়। পিব। সোমম্। অনুষ্বধমিত্যনু—স্বধম্।

মদায়। এতি। সিঞ্চস্ব। জঠরে। মধ্বঃ। ঊর্ম্মিম্। ত্বম্। রাজা।

অসি। প্রদিব ইতি প্র—দিবঃ। সুতানাম্।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে।

এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। মরুত্বতে ॥ ১৯ ॥

* * *

ত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

মহা৺ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমা৺ ইব।

স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে।

উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ২০ ॥

* • *

পদ-পাঠঃ।

মহান্। ইন্দ্রঃ। যঃ। ওজসা। পর্জ্জন্যঃ। বৃষ্টিমানিতি বৃষ্টি—মান্। ইব।

স্তোমৈঃ। বৎসস্য। বাবৃধে।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। মহেন্দ্রায়েতি মহা—ইন্দ্রায়। ত্বা।

এষঃ। তে। যোনিঃ। মহেন্দ্রায়েতি মহা—ইন্দ্রায়। ত্বা ॥ ২০ ॥

* • *

একবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একবিংশোঽনুবাকঃ)।

মহা৺ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণিপ্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ

সহোভিঃ। অস্মদ্রিয়গ্বাবৃধে বীর্য্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ

কর্ত্তৃভির্ভূৎ। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ

তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ২১ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

মহান্। ইন্দ্রঃ। নৃবদিতি নৃ—বৎ। এতি। চর্ষণিপ্রা ইতি চর্ষণি—প্রাঃ।

উত। দ্বিবর্হা ইতি দ্বি—বর্হাঃ। অমিনঃ। সহোভিরিতি সহঃ—ভিঃ।

অস্মদ্রিয়গিত্যস্ম—দ্রিয়ক্। বাবৃধে। বীর্য্যায়। উরুঃ। পৃথুঃ।

সুকৃত ইতি সু—কৃতঃ। কর্ত্তৃভিরিতি কর্ত্তৃ—ভিঃ। ভূৎ।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। মহেন্দ্রায়েতি মহা—ইন্দ্রায়। ত্বা।

এষঃ। তে। যোনিঃ। মহেন্দ্রায়েতি মহা—ইন্দ্রায়। ত্বা ॥ ২১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'অবসে' (রক্ষণায়—পাপকবলাৎ ইতি যাবৎ আশুমুক্তিপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মরুত্বন্তং' (বিবেকজ্ঞানসমন্বিতং, বিবেকজ্ঞানদায়কং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'বাবৃধানং' (কামানাং বর্দ্ধয়িতারং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'দিব্যং' (দ্যোতমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'অকবারিং' (অকুৎসিতশত্রুং, রিপুজয়িনং ইত্যর্থঃ) 'শাসং' (শাসিতারং, বিশ্বশাসকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (তেজস্বিনং শত্রুনাশায় উগ্রমূর্ত্তিধরং ইতি যাবৎ) 'বিশ্বাসাহং' (বিশ্বজয়িনং, বিশ্ব-পালয়িতুং সদাজাগরূকং ইত্যর্থঃ) 'সহোদাং' (বলদাতারং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'নূতনায়' (নবজীবনলাভায় ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ইহ'

(অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মিন্ সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'হুবেম' (আহ্বয়ামঃ, তস্য কৃপাভিক্ষাং কুর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভায় বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(খ) হে ভক্তে! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (সাধকহৃদি উৎপন্না ভবসি); 'ইন্দ্রায় মরুত্বতে' (প্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'উপযাম' (প্রাপ্নয়াম)।

(গ) হে ভক্তে। 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং— ভবতু ইতি শেষঃ)।

(ঘ) হে ভক্তে! 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) তথা 'মরুত্বতে' (বিবেকজ্ঞানায়) অথবা 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' (প্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং লভেমহি—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাভক্তিং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৭ অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) পাপকবল হইতে রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ আশুমুক্তি-প্রাপ্তির জন্য বিবেক-জ্ঞানদায়ক অভীষ্টবর্ষক, কাম্যসমূহের বর্দ্ধক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় রিপুজয়ী বিশ্বশাসক তেজস্বী অর্থাৎ শত্রুনাশে উগ্রমূর্ত্তিধারী বিশ্বজয়ী অর্থাৎ বিশ্ব-পালনে সদা উদ্‌বুদ্ধ বলদাতা প্রসিদ্ধ সেই বলাধিপতি অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আমরা নবজীবন লাভের জন্য এই সৎকর্ম্ম-সাধনে আহ্বান করিতেছি,—তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধি-লাভের জন্য আমরা যেন ভগবদনুসারী হই)।

(খ) হে ভক্তি! আপনি সাধক-হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; প্রজ্ঞানাধার ভগবানের জন্য আপনাকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

(গ) হে ভক্তি! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(ঘ) হে ভক্তি! ভগবান্ ইন্দ্রদেবের এবং বিবেক-জ্ঞানের জন্য আপনাকে যেন আমরা লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাভক্তি প্রদান করুন)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৭ অনুবাক) ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'মরুত্ব ইন্দ্র' (অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন!) ত্বং 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'শার্য্যাতেঃ (রিপুসংগ্রামে স্পর্দ্ধমানস্য, যদ্বা—রিপুজয়িনঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য, পবিত্র-হৃদয়স্য জনস্য অন্তরস্থিতং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্বং) 'অপিব.' (পিবসি, গৃহ্লাসি) তদ্বৎ ত্বং 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং সংকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পাহি' (অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্বং পিব, গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া দীনজনানাং অস্মাকং ভক্তিরূপং পূজোপচারং গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(খ) 'শূর' (হে পরমশক্তিসম্পন্ন দেব!) 'সুযজ্ঞাঃ' (শোভনযজ্ঞাঃ সংকর্ম্মসাধকাঃ) কবয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ আত্মদর্শিনঃ ইতি যাবৎ) 'তব শর্ম্মন্' (তব শর্ম্মণি, তবপরমমঙ্গলশক্তৌ—স্থিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'তব প্রণীতী' তব হবিষাং প্রণয়নেন, তুভ্যং পূজোপচারং প্রদানেন ইত্যর্থঃ) 'আ' (সমাক্‌রূপেণ) 'বিবাসন্তি' (আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সংকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তং আরাধয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥

(গ) হে সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্য। 'ইন্দ্রায় মরুত্বতে' (পরমপ্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুযাম)।

(ঘ) হে সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্য। ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (সাধকেষু আবির্ভূতং ভবসি)।

(ঙ) হে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রায় মরুত্বতে' (পরমপ্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুযাম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৮ অনুবাক।)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(ক) অশেষ প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি যে প্রকারে রিপু-জয়ী পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তির অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন, সেইরূপভাবে আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রীত হইয়া আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক দীনহীন আমাদের ভক্তিরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন)।

(খ) হে পরমশক্তিসম্পন্ন দেব! সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানিগণ (আত্মদর্শিগণ) আপনার পরম মঙ্গল-শক্তিতে অবস্থিত হইয়া আপনাকে পূজোপচার প্রদান দ্বারা সম্যক্‌রূপে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করেন)।

(গ) হে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য! পরমপ্রজ্ঞানাধার ভগবানের প্রীতির জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(ঘ) হে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য! আপনি স্বতঃই সাধকগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।

(ঙ) হে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাস-স্থান হউক। পরমপ্রজ্ঞানাধার ভগবানের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই॥ (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য লাভ করি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৮অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ইন্দ্র' (পরমশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিরাধার হে দেব!) 'মরুত্বান' (বিবেকজ্ঞানসম্পন্নঃ, বিবেকজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) ত্বং 'মদায়' (পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) তথা 'রণায়' (রমণীয় সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামজয়ায়) 'অনুষ্বধং' (স্বধয়া অনুগতং, অস্মাকং প্রার্থনাসমন্বিতং, অথবা অস্মাকং হৃন্নিহিতাভিঃ ভক্ত্যাদিভিঃ বিশুদ্ধীকৃতং ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপচারং গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(খ) হে দেব! 'মধ্বঃ উর্ম্মিং' (অমৃতস্য সজ্ঞাতং, অমৃতপ্রবাহং) 'জঠরে' (উদরে, অস্মাসু ইত্যর্থঃ) 'আ সিঞ্চস্ব' (সম্যক্‌রূপেণ প্রদেহি ইত্যর্থঃ)।

(গ) হে দেব! 'ত্বং' 'প্রদিবঃ' (পূর্ব্বেষু অহঃসু, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'সুতানাং' (বিশুদ্ধানাং, শুদ্ধসত্ত্বানাং) 'রাজা' (অধিপতিঃ গ্রহীতা বা) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি শুদ্ধসত্ত্বাধিপতিঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (আবির্ভূতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ), 'ইন্দ্রায় মরুত্বতে' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্নায় ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ তথা নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে, বয়ং ভগবৎকৃপয়া তং পরমধনং লভেমহি ইতি ভাবঃ॥

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং) ভবতু—ইতি শেষঃ।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ইন্দ্রায়' 'মরুত্বতে' (প্রজ্ঞানাধারায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং লভেমহি ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৯ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) পরমশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশক্তির আধার হে দেব! বিবেকজ্ঞানদায়ক অভীষ্টবর্ষক আপনি পরমানন্দদানের জন্য এবং রিপুসংগ্রাম-জয়ের নিমিত্ত আমাদিগের প্রার্থনা-সমন্বিত অর্থাৎ আমাদিগের হৃন্নিহিত ভক্তি প্রভৃতির

দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন)।

(খ) হে দেব! অমৃত-প্রবাহ আমাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন।

(গ) হে দেব! আপনি নিত্যকাল শুদ্ধসত্ত্বের অধিপতি বা গ্রহণ-কারী হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বাধিপতি হয়েন)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আমরা আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আমরা ভগবৎ-কৃপায় যেন সেই পরমধন প্রাপ্ত হই)।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(চ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবান্ প্রজ্ঞানাধার ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আপনাকে যেন আমরা লাভ করি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৯ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'বৃষ্টিমান্' (বর্ষণশীলঃ, অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পর্জ্জন্যঃ ইব' (রসানাং প্রার্জ্জয়িতা, অমৃতদায়কঃ দেবঃ ইব) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ, যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) সঃ তস্য 'বৎসস্য' (পুত্রভূতস্য, পুত্রস্থানীয়স্য সাধকস্য ইত্যর্থঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃত-প্রাপকঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ।

(খ) হে আত্মশক্তে! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (সমুৎপাদিতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ); 'মহেন্দ্রায়' (পরমদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ॥ সাধকলভ্যাং আত্মশক্তিং ভগবৎকৃপয়া বয়ং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(গ) হে আত্মশক্তে। 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাস-স্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'মহেন্দ্রায়' (পরমদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) লভেমহি ইতি শেষঃ॥ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবল্লাভায় অস্মাকং হৃদি আত্মশক্তিঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২০ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাহার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতি দ্বারা আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকগণের দ্বারা আরাধিত হয়েন)।

(খ) হে আত্মশক্তি! আপনি সাধকহৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়েন; পরম দেবতার জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকলভ্য আত্মশক্তি ভগবৎকৃপায় যেন আমরা লাভ করি)।

(গ) হে আত্মশক্তি! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক। পরমদেবতার জন্য আপনাকে যেন লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবল্লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে আত্মশক্তি আবির্ভূত হউক)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২০ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'মহান' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'নৃবৎ চর্ষণিপ্রাঃ' (রাজা ইব স্তোতৃণাং অভীষ্টপূরকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'আ' (আগচ্ছতু অস্মাকং—হৃদি ইতি যাবৎ); 'উত' (অপিচ) 'দ্বিবর্হা' (দ্বয়োর্লোকয়োঃ পরিবৃঢ়ঃ, দ্যুলোকভূলোকয়োঃ অধিপতিঃ, বিশ্বাধিপতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অমিনঃ' (অহিংসনীয়ঃ, অজাতশত্রুঃ দেবঃ ইত্যর্থঃ) 'সহোভিঃ' (শক্ত্যা সহ) 'অদ্রিয়ক্' (অস্মদভিমুখী—ভবতু ইতি শেষঃ)। অস্মাকং 'বাবৃধে' (বর্দ্ধনায়, ঊর্দ্ধমার্গপ্রাপ্তয়ে) তথা 'বীর্য্যায়' (পরাশক্তিলাভায়) 'উরুঃ' (বৃহৎ, সর্ব্বব্যাপী) 'পৃথুঃ' (শক্তিমান্) সঃ দেবঃ 'কর্ত্তৃভিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'সুকৃতঃ' (সংকৃতঃ, আরাধিতঃ) 'ভূৎ' (ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ পরাশক্তিং পরামুক্তিং প্রদানায় অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু; সাধকাঃ তং পরমদেবং আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে আত্মশক্তে! 'মহেন্দ্রায়' (পরমদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে আত্মশক্তে! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপাদিতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ)।

(ঘ) হে আত্মশক্তে! 'এষ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং—ভবতু ইতি শেষঃ)।

(ঙ) হে আত্মশক্তে! 'মহেন্দ্রায়' (পরমদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) লভেমহি ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২১ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) মহত্ত্বসম্পন্ন রাজার ন্যায় স্তোতাদিগের অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন; অপিচ, বিশ্বাধিপতি অজাত-শত্রু দেব শক্তির সহিত আমাদের অভিমুখী হউন; আমাদের ঊর্দ্ধমার্গপ্রাপ্তির জন্য এবং পরাশক্তি লাভের জন্য সর্ব্বব্যাপী শক্তিমান্ সেই দেবতা সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—বিশ্বাধিপতি ভগবান্ পরাশক্তি পরামুক্তি প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সাধকগণ সেই পরম দেবতাকে আরাধনা করেন)।

(খ) হে আত্মশক্তি! পরমদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(গ) হে আত্মশক্তি! আপনি সাধক-হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন।

(ঘ) হে আত্মশক্তি! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(ঙ) হে আত্মশক্তি! পরমদেবতার জন্য আপনাকে যেন লাভ করি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২১ নুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"মরুত্বন্তমিতি স্বেনর্ত্তুপাত্রেণাধ্বর্য্যুঃ পূর্ব্বং মরুত্বতীয়ং গৃহ্লাতীন্দ্র মরুত্ব ইতি স্বেন প্রতিপ্রস্থাতোত্তরম্" ইতি।

পাঠস্তু—"মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যꣳ শাসমিন্দ্রম্। বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রꣳ সহোদামিহ তꣳ হুবেম। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে। ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্য্যাতে অপিবঃ সুতস্য। তব প্রণীতী তব শূর শর্ম্মন্না বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে॥" ইতি॥ ইহাস্মিন্ কর্ম্মণি তমিন্দ্রমাহ্বয়াম। কীদৃশম্। মরুদ্গণৈরুপেতং জলস্য বর্ষিতারং কামানাং বর্দ্ধয়িতারমকুৎসিতাবিং বৃত্রাদীনাং শত্রূণাং মতি-প্রবলত্বাৎ, দিবি ভবং দুষ্টানাং শাসিতারং বিশ্বং পালয়িতুং সহিষ্ণুমনলসমিত্যর্থঃ। অবসে রক্ষণায়। নূতনায়োগ্রম্, ইদানীন্তনেভ্যো বৈরিভ্যো যজমানং রক্ষিতুং তদ্বৈরিষু গ্রমিত্যর্থঃ। সহোদাং বলপ্রদম্। হে মরুদ্গণযুক্তেন্দ্র ত্বমিহাস্মিন্ কর্ম্মণি সোমং পাহি পিব। যথা শার্য্যাতিনামকস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনি কর্ম্মণ্যভিষুতস্য সোমস্যাংশমপিবস্তদ্বচ্ছূর তব প্রণীতী প্রণয়নেনানুজ্ঞয়া সুযজ্ঞাঃ পূর্ব্বে কবয়স্তব শর্ম্মণি সুখে নিমিত্তভূতে সত্যাভিমুখ্যেন বিবাসন্তি পরিচরন্তি ত্বদ্বদয়মপি যজমান ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥

কল্পঃ—"অভক্ষিতেন পাত্রেণাধ্বর্য্যুস্তৃতীয়ং মরুত্বতীয়ং গৃহ্লাতি মরুত্বা৺ ইন্দ্রেতি গ্রহণ-সাদনৌ" ইতি

পাঠস্তু—"মরুত্বা৺ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধং মদায়। আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্ম্মিং ত্ব৺ রাজাঽসি প্রদিবঃ সুতানাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে॥" ইতি॥ হে ইন্দ্র মরুদ্ভির্যুক্তো বর্ষিতা চ ত্বং রণায় ক্রীড়ার্থং সোমং পিব। কীদৃশম্। অনুষ্বধম্। স্বধাশব্দোঽন্নবাচী সবনীয়পুরোডাশানাচষ্টে। তামনুস্যূত্য বর্ত্তমানম্। কিং চ। মদায় হর্ষায় মধ্বো মধুরস্য পীতস্য সোমস্যোর্ম্মিং সারং ত্বদীয়ে জঠর আসিঞ্চস্ব স্থাপয়। ত্বং প্রদিবঃ প্রাপ্যস্য স্বর্গস্য সুতানাং সোমানাং চ রাজাঽসি। অত এব প্রার্থ্যসে স্পষ্টমন্যৎ॥ কল্পঃ—"মাহেন্দ্রং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি মহা৺ ইন্দ্রো য ওজসেতি গ্রহণসাদনৌ" ইতি।

পাঠস্তু—"মহা৺ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমা৺ ইব। স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা॥" ইতি॥ বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্য ইব য ইন্দ্র ওজসা বলেন মহান্ স ইন্দ্রো বৎসস্থানীয়স্য যজমানস্য স্তোমৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বাবৃধে বর্দ্ধতাম্। স্পষ্টমন্যৎ॥

অগ্নিরেব মাহেন্দ্রগ্রহে বিকল্পিতং মন্ত্রান্তরমেবমাম্নায়তে—"মহা৺ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণিপ্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ অস্মদ্রিয়গ্বাবৃধে বীর্য্যায়োরু পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্ত্তৃভির্ভূৎ। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা॥" ইতি॥ অয়ং মহানিন্দ্রো নৃবন্মনুষ্যবদাচর্ষণিপ্রাশ্চর্ষণীন্মনুষ্যান্ প্রতি অভীষ্টভোগৈঃ পূরয়তীতি চর্ষণিপ্রাঃ। যথা রাজা-মাত্যাদির্ম্মনুষ্যঃ সেবকানভীষ্টভোগৈরাপূরয়তি তদ্বৎ। অপি চায়ং দ্বয়োঃ প্রকৃতিবিকৃতিরূপয়োঃ সোমযাগয়োর্ব্বর্হো বৃদ্ধির্যস্যেতি দ্বিবর্হাঃ। সহোভির্ব্বলৈরমিনোঽমিত উপমানরহিতঃ। অস্মদ্রিয়গস্মৎসদৃশো বাবৃধে বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। যথা বয়মস্যানুগ্রহাদ্বৃদ্ধিং প্রাপ্তাস্তথৈবায়মপ্যস্ম-দীয়ৈর্হবির্ভির্ব্বিবৃদ্ধঃ। এতদেব প্রপঞ্চ্যতে—বীর্য্যায় সামর্থ্যসিদ্ধয়ে কর্ত্তৃভির্যজমানৈরয়ং সুকৃতো ভূৎ সুষ্ঠু বর্দ্ধিতোঽভূৎ। কীদৃশী তস্য বৃদ্ধিঃ। উরুর্যশসা বিপুলঃ পৃথুর্ব্বলেন বিস্তৃতঃ। স্পষ্টমন্যৎ। মন্ত্রা উপেক্ষিতাঃ॥

ত্রীন্মরুত্বতীয়গ্রহান্বিধত্তে—"ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সাম্বিত্তেন মাধ্যন্দিনে সবনে বৃত্রমহন্যন্মাধ্যন্দিনে সবনে মরুত্বতীয়া গৃহ্যন্তে বার্ত্রঘ্না এব তে যজমানস্য গৃহ্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৫) ইতি। সা স্বয়ং সম্প্রতিপত্তিরৈকমত্যম্॥

তেষাং গ্রহাণাং পাত্রং বিধত্তে—"তস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ঋতবোঽমুহ্যন্নৃৎস ঋতুপাত্রেণ মরুত্বতীয়ান-গৃহ্লাত্ততো বৈ স ঋতূন্ প্রাজানাদ্যদৃতুপাত্রেণ মরুত্বতীয়া গৃহ্যন্ত ঋতূনাং প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৫) ইতি॥ গ্রহত্রয়ং বজ্ররূপেণ প্রশংসতি—"বজ্রং বা এতং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি যন্মরুত্বতীয়া উদেব প্রথমেন যচ্ছতি প্র হরতি দ্বিতীয়েন স্তৃণুতে তৃতীয়েন" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৫) ইতি। স্তৃণুতে হিনস্তি॥

ধনুঃসম্পাদনরূপেণ পুনঃ প্রশংসতি—"আয়ুধং বা এতদ্যজমানঃ সংস্কুরুতে যন্মরুত্বতীয়া ধনুরেব প্রথমো জ্যা দ্বিতীয় ইষুস্তৃতীয়ঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৫) ইতি॥ সম্পাদিতস্য

ধনুষঃ প্রয়োগরূপেণ পুনঃ প্রশংসতি—"প্রত্যেব প্রথমেন ধত্তে বি সৃজতি দ্বিতীয়েন বিধ্যতি তৃতীয়েন" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৫) ইতি। প্রতিধত্ত এব বাণং সন্দধাত্যেব॥ প্রাণাদি-প্রীণয়িতৃত্বরূপেণ পুনঃ প্রশংসাং কর্ত্তুমাখ্যায়িকামাহ—"ইন্দ্রো বৃত্রঁ হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদ-পারাধমিতি মন্যমানঃ স হরিতোঽভবৎ স এতান্মরুত্বতীয়ানাত্মস্পরণানপশ্যত্তানগৃহ্লীত প্রাণমেব প্রথমেনাস্পৃণুতাপানং দ্বিতীয়েনাঽঽত্মানং তৃতীয়েন" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৫) ইতি। প্রবলেনারিকুলেন সহ বিরোধরূপমপরাধং কৃতবানস্মীতি ভীত্যা পরাং পরাবতমত্যন্তদূরং পলায্য স হরিতো বিবর্ণোঽভবৎ। আত্মস্পরণান্ স্বস্য ভীতিনিবারণেন প্রীণয়িতৄন্ প্রতিজগ্রাহ প্রাণাপান-ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রীতিরভূৎ॥ ইদানীং প্রশংসতি—"আত্মস্পরণা বা এতে যজমানস্য গৃহ্যন্তে যন্মরুত্ব-তীয়াঃ প্রাণমেব প্রথমেন স্পৃণুতেঽপানং দ্বিতীয়েনাঽঽত্মানং তৃতীয়েন" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৫) ইতি॥

অথ মাহেন্দ্রগ্রহং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তং দেবা অব্রুবন্মহান্বা অয়মভূদ্যো বৃত্রমবধীদিতি তন্মহেন্দ্রস্য মহেন্দ্রত্বঁ স এতং মাহেন্দ্রমুদ্ধারমুদহরত বৃত্রঁ হত্বাঽন্যাসু দেবতাস্বধি যন্মাহেন্দ্রো গৃহ্যত উদ্ধারমেব তং যজমান উদ্ধরতেঽন্যাসু প্রজাস্বধি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৫) ইতি। উদ্‌ধ্রিয়তে গৃহ্যত ইত্যুদ্ধারো গ্রহস্তমুদহরতাগৃহ্লাৎ। বৃত্রহননেনোদ্ধারেণৈবায়মন্যাসু দেবতাসু মধ্যেঽধ্যধিকোঽভবৎ॥

মাহেন্দ্রস্য পাত্রং বিধত্তে—শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি যজমানদেবত্যো বৈ মাহেন্দ্রস্তেজঃ শুক্রো যন্মাহেন্দ্রঁ শুক্রপাত্রেণ গৃহ্লাতি যজমান এব তেজো দধাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৫) ইতি॥

মরুত্বন্তমিন্দ্র মরুত্বো মরুত্বান্মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদিত্যেতাস্ত্রিষ্টুভঃ। মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসেতি গায়ত্রী॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশাষ্টাদশৈকোনবিংশ-বিংশৈকবিংশানুবাকঃ॥ ১৮—২১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•—

ভাষ্যে সপ্তদশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত এই পাঁচটী অনুবাকের ব্যাখ্যা একত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার অনুসরণে উক্ত পাঁচটী অনুবাকের মন্ত্রার্থ-আলোচনা একত্র প্রদান করিলাম। এই পাঁচটী অনুবাক পরস্পর পরস্পরের সহিত এরূপভাবে গ্রথিত যে তাহাদের একত্র আলোচনা করাই সঙ্গত। তবে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা যতদূর সম্ভব পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক মন্ত্রের আলোচনা করিব।

সপ্তদশ অনুবাক।

এই মন্ত্রের 'নূতনায় অবসে' পদদ্বয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উহার সাধারণ অর্থ হয়—'অভিনব রক্ষার জন্য'; কিন্তু এই অভিনব রক্ষা কি? আমরা এই দুই পদের অর্থ করিয়াছি—'অভিনব রক্ষার জন্য অর্থাৎ আশুমুক্তিপ্রাপ্তির জন্য।' মানুষ চিরদিনই রিপুর আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সেই আক্রমণ হইতে মানুষ ভগবানের কৃপাবলেই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই মুক্তি ক্ষণিকের মুক্তিমাত্র। কারণ কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায়, আলোর সহিত অন্ধকারের ন্যায় পুণ্যের সঙ্গে পাপের শক্তি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তাহাদের হাত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবানের চরণে আত্মবিলয় করিতে হইবে। তবেই চিরমুক্তি লাভ সম্ভবপর হয়। সেই মুক্তিকেই উক্ত পদদ্বয়ে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অভিনব' অথবা 'নূতন' পদে বর্ত্তমানের কথাই উপস্থিত হয়। তাই বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার অর্থেই 'নূতনায় অবসে' পদদ্বয়ে 'আশুমুক্তিপ্রাপ্তয়ে' অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে—আমরা যেন আশুমুক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। সেই দেবতা কিরূপ? মন্ত্রের কয়েকটী বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। তিনি 'মরুত্বন্তং'—বিবেকজ্ঞানদায়ক। তিনি মানবকে বিবেকজ্ঞান—সদসৎজ্ঞান প্রদান করেন। সেই জ্ঞানের বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য জানিতে পারে। কিন্তু জীবনের চরম লক্ষ্য জানিলেই হয় না, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী শক্তিও লাভ করা চাই। তাই বলা হইতেছে—তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানদায়ক নহেন, সেই জ্ঞানসাধনের উপযোগী শক্তিদায়কও বটেন, তিনি—'সহোদাং'। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি কিরূপে শক্তি দিবেন? তাহার উত্তরস্বরূপই যেন বলা হইয়াছে—তিনি 'বৃধানং'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। যাঁহার শক্তি আছে কেবলমাত্র তিনিই শক্তিসঞ্চারণ করিতে পারেন। তাই 'বৃধানং' বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনি 'অকবারিং'—অর্থাৎ কোনশত্রুই যাঁহার শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না—যিনি অনায়াসে রিপুজয় করিতে সমর্থ হয়েন। তাই বলা হইয়াছে—'অকবারিং'। এই পদের বিশেষ অর্থ এই যে, মানুষ রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া সেই রিপুদমনের জন্যই তাঁহার শরণাপন্ন হয়। মানুষ যাহাতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই বলা হইয়াছে—তিনি 'অকবারিং'। শুধু তাই নয়, তিনি যে দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন—তিনি 'উগ্রং শাসং' অর্থাৎ তেজস্বী শাসক। তাঁহার শাসনে কোন অন্যায় অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। বিশ্বমঙ্গলনীতি অনুসারে জগৎ পরিচালিত হইতেছে। ভগবান্ নিজে সেই নীতির স্রষ্টা। তাই জগতে পাপ অধর্ম্ম স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না।

ইহা বুঝা গেল যে, তিনি শক্তিশালী, তিনি বিশ্বশাসক, কিন্তু তাঁহার উপাসনায়, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আমাদের কি লাভ? তাহার উত্তরস্বরূপই যেন বলা হইতেছে—তিনি 'বৃষভং'—অভীষ্টবর্ষক। যাহার যে কামনা, তিনি তাহা পূর্ণ করেন। সুতরাং হে মানব!

তোমার যাহা আকাঙ্ক্ষার বিষয় আছে তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন, তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন কর—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অনেকটা এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এই যজ্ঞে সেই ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি। তিনি মরুৎগণসমবেত অভীষ্টবর্ষী সমৃদ্ধ শত্রুদ্বারা অধর্ষিত দীপ্তিমান্ শাসনকারী, সর্ব্বাভিভাবী প্রচণ্ড ও বলপ্রদ।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভক্তিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাব এই যে,—সাধকগণই ভক্তিলাভের উপযুক্ত। তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি উপজিত হয়। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—সাধকগণ তো তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ভক্তি লাভ করেন, সেই ভক্তির সাহায্যে পরমপুরুষের চরণে পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মত জীবের কি উপায় হইবে? আমরা কি পতিত থাকিব? ভগবচ্চরণে আমাদিগকেও যে পৌঁছিতে হইবে! আমাদিগকেও যে বিবেকজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে! আমরা কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব? তাই প্রার্থনা করা হইতেছে—"আমরাও যেন ভক্তি-ধনে বঞ্চিত না হই, আমাদের হৃদয়েও যেন সেই পরমবস্তু উপজিত হয়। আমরা যেন সেই ভক্তি-ধনের সাহায্যে ভগবানের পদপ্রান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হই। তাই বলা হইয়াছে,—'এষঃ তে যোনিঃ'—আমাদের এই হৃদয়ই ভক্তির আশ্রয়স্থল হউক, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় যেন ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, সেই ভক্তির শক্তিতে যেন আমরা ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হই। মন্ত্রে এই প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ভাবই ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আমরা যেন পরাভক্তি লাভ করিতে পারি। পরাভক্তি লাভ এখানে অন্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। সেই চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। তাই বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রায় মরুত্বতে ত্বা লভেমহি'॥

অষ্টাদশ অনুবাক।

অষ্টাদশ অনুবাকে পাঁচটী মন্ত্র আছে। প্রধানতঃ এই মন্ত্র কয়টীতে শক্তিলাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম দুই মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য। কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনশক্তিই প্রার্থনীয় বিষয়।

প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ—'মরুত্বঃ ইন্দ্র' অর্থাৎ বিবেকাধিপতি ইন্দ্রদেব। বিবেকজ্ঞানের সদসৎ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ আপনার পরমার্থ সিদ্ধ করিতে পারে। মন্ত্রান্তর্গত 'ইহ' পদের মধ্যেই মন্ত্রের ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ইহ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'অস্মিন্ যজ্ঞে', অর্থাৎ আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে। আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে প্রীত হইয়া আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনার মুখ্য অর্থ। শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। তাই সেই পূজোপকরণ গ্রহণ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত উপমার যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মন্ত্র শর্য্যাতি

নামক কোনও রাজার উপাখ্যান আছে এবং তৎপ্রসঙ্গেই বর্ত্তমান মন্ত্রের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই আমাদের কথার মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! তুমি যেরূপ শর্য্যাতির পুত্রের অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, সেইরূপ এই যজ্ঞে সোমপান কর। হে শূর! তোমার নির্ব্বাধস্থানে স্থিত সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট কবিগণ হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে।

কিন্তু শর্য্যাতি রাজা কে এবং তাঁহার কার্য্যকলাপই বা কি তাহার কোনই উল্লেখ নাই। ভাষ্যাদি হইতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, তিনি একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন এবং ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমরা মনে করি, নিত্য বেদমন্ত্রে কোনও অনিত্য ব্যক্তি বা বস্তুর নাম থাকিতে পারে না। শর্য্যাতি নামে কোনও রাজার প্রসঙ্গ বেদে নাই। 'শর্য্যাতি' বলিতে 'রিপুজয়ী' সাধককেই লক্ষ্য করে। উক্ত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় আলোচনা করিয়াছি।

তাই মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—সাধক—সৎকর্ম্মসাধক যেমন ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার সাধনা আরাধনা যেমন সুফলদায়ক হয়, আমাদের—দীনজনের প্রার্থনাও যেন তেমনভাবে ভগবানের চরণতলে পৌঁছে। অথবা প্রার্থনার মর্ম্ম ইহাও হয় যে, আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধকগণের ন্যায় ভগবানের পূজা-আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। ভগবানও যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন—আমাদের মুক্তিমার্গ যেন সুগম হয়।

এই অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রেও ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু এই মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সত্যপ্রখ্যাপন অথবা ভগবৎস্তুতির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। ভগবৎস্তুতির মধ্যে আছে এই—'সৎকর্ম্মসাধকগণ ভগবানকে আরাধনা করেন'। তিনি কিরূপ?—তিনি 'শূর' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন। তিনিই শক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিপ্রবাহ আসিয়া মানুষকে সঞ্জীবিত করিতেছে। তাঁহাকেই সাধকগণ আরাধনা করে। কিরূপ সাধক? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—'সুযজ্ঞাঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই জীবনের সুমহৎ ব্রতরূপ ভগবদারাধনায় রত হয়েন। তাঁহারা কিরূপে আপনাদের এই মহৎ ব্রতের বিষয় জানিতে পারেন। তাহার উত্তর—তাঁহারা 'কবয়ঃ' অর্থাৎ জ্ঞানী। জ্ঞানবলে তাঁহারা সমস্তই জানিতে পারেন, আর সেইজন্যই সদসৎ বিবেচনা করিয়া জীবনের উন্নতিবিধায়ক প্রকৃত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ তাঁহারা ভগবানের মঙ্গলাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। ভগবৎকরুণার সুদৃঢ় দুর্গে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের সত্যপ্রখ্যাপনের মধ্যে যে প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত আছে তাহার মর্ম্ম এই যে, —সাধকগণ তো তাঁহাদের সাধনাবলে ভগবানের চরণতলে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু পাপী অকৃতকর্ম্মা আমাদের কি উপায় হইবে? আমরা কি চিরপতিত থাকিব? ওগো দয়াল প্রভো! ওগো পতিতপাবন! দয়া করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর—মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাব নিহিত আছে বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয় সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে সৎকর্ম্মের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, মানুষ চিরদিনের জন্য দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করে, ভগবানের করুণার অধিকারী হয়—এই সকল তত্ত্ব দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে যে প্রার্থনা নিগূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, তৃতীয় মন্ত্রে তাহাই সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করি। কারণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই জ্ঞানলাভ অথবা মুক্তিলাভ সম্ভবপর।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সাধকগণ সেই সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, সৎকর্ম্ম করিতে করিতে প্রবৃত্তিসমূহ সৎকর্ম্মাভিমুখী হয়। তখন সাধক আপনা হইতেই, বিনা চেষ্টায় অথবা বিশিষ্ট ইচ্ছাব্যতীতও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাকেই—এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রেরণাকেই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য বলা হইয়াছে। যখন সাধকের অন্তরে সৎ ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা স্থান পায় না, যখন সাধক সৎ ব্যতীত অন্য কিছুর কল্পনাও করিতে পারেন না, যখন তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বতঃই সন্মার্গে ধাবিত হয়, তখন বলা যায় যে, তিনি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক শক্তি লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই শক্তি লাভ হইলেই হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, মানুষ ভগবানের চরণে পৌঁছিবার শক্তি লাভ করে।

এইজন্যই পঞ্চম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"এষঃ তে যোনিঃ"—আমাদের এই হৃদয় তোমার নিবাসস্থান হউক। অর্থাৎ আমরা যেন সেই পরমবস্তু—পরমশক্তি লাভ করিতে পারি। এই মন্ত্রে তাহার উদ্দেশ্যও স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সেই জন্যই প্রার্থনার অবতারণা।

ঊনবিংশ অনুবাক।

এই অনুবাকে ছয়টী মন্ত্র আছে। প্রথম তিনটী মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়—ভগবান্ স্বয়ং; অন্য তিনটীতে ভগবৎশক্তি—শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

প্রথম মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে, ভগবান্ যেন আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করেন। মানুষ প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু তাহার শক্তিহীনতার জন্য, অথবা আন্তরিকতার অভাবে সে প্রার্থনা ভগবচ্চরণে না পৌঁছিতে পারে। যাহাতে আমরা ভগবদারাধনার শক্তিলাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? তাহাই 'মদায়' এবং 'রণায়' এই দুই পদে বিবৃত হইয়াছে। পরমানন্দলাভ, রিপুসংগ্রামে জয়লাভ এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে পরমানন্দলাভ বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনা করিব এবং পরে এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বিবৃত করিব।

পরমানন্দ, পরমসুখ, অবিমিশ্রসুখ প্রভৃতি একার্থবাচক। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়। কারণ যে পর্য্যন্ত দুঃখ বর্ত্তমান থাকিবে, সুখ যে পরিমাণ গভীর হউক না কেন তাহা শান্তি দিতে পারিবে না। যে সুখ দুঃখের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে

মিশ্রিত থাকে, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। তাহা 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে"—আপাতঃমনোহর সুখ মানুষকে যেমন উন্মাদ করিয়া তুলে এমন আর কিছুই নহে। অথচ এই সুখ, দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। পার্থিব সর্ব্ববিধ সুখের বিশ্লেষণ করিলেই এই সত্যটী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ধরুন, আহারের সুখ। চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয় সর্ব্ববিধ ভোগের দ্বারাই মানব প্রীত হইয়া থাকে, সুখ পায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু সেই সুখ কতক্ষণ স্থায়ী হয়! যতক্ষণ পর্য্যন্ত রসনার তৃপ্তি সাধিত হইতে থাকে ততক্ষণই সুখ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই তৃপ্তির সুখানুবোধেরও সীমা আছে। কারণ মুহূর্ত্ত পরেই রসনার তৃপ্তি নিবৃত্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুখভোগের অভাবজনিত দুঃখ আসে। আবার অতিভোজনজনিত ব্যাধির যন্ত্রণা আছে। মুহূর্ত্তমাত্র যে সুখ লাভ করা যায়, তাহার বহুগুণ তীব্রতর যন্ত্রণা পাইতে হয়। সুখই আবার দুঃখের মূর্ত্তি ধারণ করে। তাই বলা হয়, দুঃখাশ্রিত বা দুঃখপরিণামী সুখ সুখপদবাচ্য নহে।

তবে প্রকৃত সুখ কি? যাহাতে দুঃখের অত্যন্তাভাব; যে সুখ দুঃখপরিণামী নয়, তাহাই প্রকৃত সুখ। যাহা অবিনাশী অক্ষয়, নিত্য শাশ্বত তাহাই প্রকৃত সুখ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ এই পরমসুখই কামনা করে। এই সুখের আশাতেই মানুষ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে—মানুষের মধ্যে এই সুখের অনুভূতি বর্ত্তমান আছে। তাই এই অনুভূতির প্রেরণায় মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহ বা সেই পরম বস্তুর সন্ধান পায়, কেহ বা পায় না। যাহাতে আমরা সেই পরমধন নিত্যসুখ লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু কিরূপে সেই সুখলাভ সম্ভবপর হয়?—ভগবান যখন কৃপাপূর্ব্বক মানুষের পূজা গ্রহণ করেন, যখন তাঁহার কৃপা লাভ হয়, তখনই মানুষ সেই পরমানন্দ—যে আনন্দের ক্ষয় নাই, ব্যত্যয় নাই, যাহা অখণ্ড অনন্ত, সেই পরম বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ মানুষ যখন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, যখন তিনি সর্ব্ব ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, তখনই তাঁহার সেই পরমানন্দ লাভের উপযোগিতা জন্মে। এই শক্তিলাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মও বহুপরিমাণে প্রথম মন্ত্রের অনুযায়ী। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার বঙ্গানুবাদ এই হয়,—"হে দেব! অমৃতপ্রবাহ আমাদিগকে প্রদান কর।" 'মধ্বঃ ঊর্ম্মিং' অর্থাৎ অমৃতের প্রবাহ। এক ফোঁটা দুই ফোঁটা নয় অমৃতের ধারা আমাদিগকে প্রদান কর। 'জঠরে' পদের সাধারণ অর্থ উদরে, পাকস্থলীতে। 'উদরে অমৃত প্রদান কর' এই অংশের অর্থ এই হয় যে, আমাদের মধ্যে যেন অমৃত উপস্থিত হয় অর্থাৎ আমরা যেন অমৃত লাভ করি। প্রথম মন্ত্রে যেমন পরমানন্দ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় মন্ত্রে তেমনি অমৃতলাভের প্রার্থনা আছে। বস্তুতঃ এই উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। মানুষ যখন অমৃতলাভ করে, তখনই তাহার পরমানন্দ লাভ হয়। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনাকে একার্থক বলিয়া মনে করা যায়।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বাধিপতি অর্থাৎ পবিত্রতার আধার। তিনি নির্ম্মল জ্যোতিঃ, পবিত্রতাস্বরূপ। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। মলিনতা কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ

করিতে পারে না। অথবা তাঁহার আবির্ভাবে, তাঁহার করুণায় অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। তাই তাঁহাকে 'সুতানাং রাজা' বলা হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—সাধকহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। তাহা লাভ করিবার জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যেও সেই এক ভাবই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যাহাতে আমরা ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারি, মন্ত্রে এই ভাবই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এই অনুবাকের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে তাহা পুনরুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা পুনরুক্তি নয়। বিবিধ মন্ত্রে একভাব প্রকাশের দ্বারা প্রার্থনার ঐকান্তিকতাই পরিলক্ষিত হয়।

বিংশ অনুবাক।

বিংশ অনুবাকে তিনটী মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতায় এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। সামবেদে এই মন্ত্রটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের পাঠকগণের সুবিধার জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে ভগবানেরই দুইটী বিভূতির একত্র তুলনা করা হইয়াছে। 'পর্জ্জন্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ভগবানের এই উভয় প্রকাশের মধ্যে একত্ব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বিভূতিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান অমৃতদায়ক, অভীষ্টপূরক। তিনি আপনার সন্তানগণকে বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। যিনি পর্জ্জন্যরূপে মানবকে অমৃতত্ব দানে কৃতার্থ করেন, তিনিই ইন্দ্র-রূপে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী করেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান। মন্ত্রান্তর্গত 'বৎসস্য' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বৎসস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"পুত্রস্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস নাম এব বা ঋষঃ"। অন্যত্র তিনি 'বৎস' পদে 'বৎস' নামক ঋষিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেও তাহার স্বাভাবিক অর্থও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা মনে করি, 'পুত্রস্থানীয়স্য' অর্থই সঙ্গত। মানুষ ভগবানেরই সন্তান। তিনিই মানবকে তাঁহার অপার স্নেহকরুণায় সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধক তাঁহারা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বাবৃধে' পদের অর্থ 'প্রবর্দ্ধতে' অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়েন কিরূপে? তিনি কি অপূর্ণ, যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। মন্ত্রের এই অর্থই আপাততঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। সাধক সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধনপথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই ভগবন্মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ভগবান্ স্তুতি দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন—এ কথা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা 'বাবৃধে' পদে "প্রবর্দ্ধতে আরাধিতঃ ভবতি" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী আত্মশক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মশক্তিকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধকগণই আত্মশক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। আত্মশক্তিসম্বন্ধে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"মহেন্দ্রায় ত্বা উপযাম"—পরমদেবতার জন্য, অর্থাৎ পরমদেবতাকে প্রাপ্তির জন্য যেন আমরা যত্নপরায়ণ হইতে পারি। আত্মশক্তিই উন্নতির মূল। আমিত্বের বিকাশের দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হয়। অথবা মানুষ যখন ক্ষুদ্র 'আমিকে' বৃহৎ 'আমিতে' পরিণত করিতে পারে, যখন ক্ষুদ্র 'আমি' তাহার সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও কালিমা দূর করিয়া বিশুদ্ধ নির্ম্মল হয়েন, মোহ-মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপনার স্বরূপে অবস্থিত হয়েন তখনই মানবের মুক্তিলাভ ঘটে অথবা মানব আদিতে যাহা ছিলেন তাহাই হয়েন। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। মায়ামোহ প্রভৃতির জন্য নিজেকে হীন মনে করেন। যখন মোহের আবরণ দূরীভূত হইয়া যায় তখন মানুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। এই যে আত্মজাগরণ, ইহা আত্মশক্তিরই ক্রিয়া। তাই সেই আত্মশক্তিলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রটীও প্রার্থনামূলক। তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাবের সহিত দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার ঐক্য আছে। ফলতঃ—এক প্রার্থনাই বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আত্মশক্তিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'এষঃ তে যোনিঃ'—আমাদের এই হৃদয়দেশই আপনার নিবাসস্থান হউক। আমরা যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়। তাই বলা হইয়াছে—'মহেন্দ্রায় ত্বা' অর্থাৎ পরমদেবতাকে পাইবার জন্য আপনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম উপায়। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ না হইলে কোন সাধকই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাই আত্মশক্তিলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

একবিংশ অনুবাক।

এই অনুবাকের মধ্যে পাঁচটী মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটীর বিষয় ভগবান্ ইন্দ্রদেব। প্রার্থনার মধ্যেও ভগবন্মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'মহান্ নৃবৎ চর্ষণিপ্রাঃ'। তিনি মহৎ,—তিনি মহতঃ মহীয়ান্। মহত্ত্বের পরিপূর্ণ আধার তিনি। 'নৃবৎ চর্ষণিপ্রাঃ'—রাজা যেমন প্রার্থীদিগের অভীষ্ট পূর্ণ করেন, তাঁহার বিশাল ভাণ্ডার হইতে যে কোনও রত্ন দান করিয়া যাচ্ঞাকারীর বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন, ঠিক তেমনিভাবে ভগবানও প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এখানে আপাতঃ দৃষ্টিতে একটী অসঙ্গতি দোষ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। পার্থিব রাজার তুলনা দিয়া ভগবানের মাহাত্ম্য বুঝাইবার চেষ্টা আছে। অথবা পার্থিব রাজার সহিত ভগবানের তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। সাধারণ মর্ত্ত্যমানবকে বুঝাইবার জন্য পার্থিব উদাহরণই প্রয়োজন। কারণ সাধারণ মানুষ, তাহাদের জ্ঞাত ও পরিকল্পিত জগতের বাহিরে অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারে না। রাজা সাধারণ মানবের সকল অভীষ্টই পূর্ণ করেন; সুতরাং জগতের রাজা, সেই পরমদেবতা মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্টই পূর্ণ করেন। তিনি রাজার রাজা, তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে মানবের কাম্য সকল বস্তুই আছে। তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই

বলা হইয়াছে -'নৃবৎ চর্ষণিপ্রাঃ'—রাজার ন্যায় প্রার্থনাকারীদের অভীষ্টপূরক। সেই পরমদেবতা যাহাতে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, তাহার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিরূপভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন, তৎসম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—'সহোভিঃ'—পরম-শক্তির সহিত আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। তিনি শক্তির আধার, কৃপাপূর্ব্বক তিনি আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করুন। হীনশক্তি দুর্ব্বল আমরা ক্ষীণ ইচ্ছা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। ভগবান্ আমাদিগকে শক্তিদান করুন, যেন আমরা তাঁহার কৃপায় পূর্ণশক্তিতে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারি। মন্ত্রে এই ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মন্ত্রের 'অস্মদ্রিয়ক্ বাবৃধে' পদদ্বয়ের দ্বারাই এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটী সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবানের আরাধনায় রত হয়েন। 'সুকৃতঃ' পদের অর্থ—পূজিত আরাধিত। 'কর্ত্তৃভিঃ' পদে সৎকর্ম্মসাধককে লক্ষ্য করে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাব—আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা। যিনি হৃদয়ে ব্রহ্মশক্তির উদ্বোধন করিতে পারেন, যিনি আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মানন্দলাভে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। কিন্তু কিরূপে সেই পরমানন্দলাভ করা যায়! সাধনা ব্যতীত তাহা লাভ করা সম্ভবপর নয়। সেই সাধনার জন্য আত্মশক্তির দরকার। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে,—সাধকগণ হৃদয়ে আত্মশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনার প্রধান উদ্দেশ্যই শক্তিলাভ। কারণ শক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই শক্তির রূপান্তর মাত্র। সুতরাং সাধক সেই শক্তি লাভের জন্যই সাধনা করেন এবং পরিণামে তাহা লাভও করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ,—আমাদের মধ্যে যেন আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। আবার পঞ্চম মন্ত্রের মধ্যেও সেই আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাহাতে একটা উদ্দেশ্য সংযোজিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। মূলতঃ চতুর্থ মন্ত্রে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে পঞ্চম মন্ত্রেও সেই এক ভাবই প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—১৭—২১ অনুবাক।)॥ *

---

* সপ্তদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের ঋক্; অষ্টাদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত); উনবিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত); বিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্, উহা সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চ্চিকেও (১০অ—৮খ—২সূ—১সা) প্রাপ্তব্য; একবিংশ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বাবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাবিংশোঽনুবাকঃ)।

কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্
ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে।
উপযামগৃহীতোঽস্যাদিত্যেভ্যস্ত্বা।
কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনা।
তুরীয়াঽদিত্য সবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি।
যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ।
আ বোঽর্ব্বাচী সুমতির্ব্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাঽসৎ।
বিবস্ব আদিত্যৈষ তে সোমপীথস্তেন মন্দস্ব তেন
তৃপ্য তৃপ্যাস্ম তে বয়ং তর্পয়িতারো।
যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামি ॥ ২২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

কদা। চন। স্তরীঃ। অসি। ন। ইন্দ্র। সশ্চসি। দাশুষে। উপোপেত্যুপ—

উপ। ইৎ। নু। মঘবন্নিতি মঘ—বন্। ভূয়ঃ। ইৎ। নু। তে। দানম্। দেবস্য।

পৃচ্যতে। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। আদিত্যেভ্যঃ। ত্বা।

কদা। চন। প্রেতি যুচ্ছসি। উভে ইতি। নীতি। পাসি। জন্মনী ইতি।

তুরীয়। আদিত্য। সবনম্। তে। ইন্দ্রিয়ম্। এতি। তস্থৌ। অমৃতম্। দিবি।

যজ্ঞঃ। দেবানাম্। প্রতীতি। এতি। সুম্নম্। আদিত্যাসঃ। ভবতঃ। মৃড়য়ন্তঃ।

এতি। বঃ। অর্ব্বাচী। সুমতিরিতি সু—মতিঃ। ববৃত্যাৎ। অংহোঃ। চিৎ।

যা। বরিবোবিত্তরেতি বরিবোবিৎ—তরা। অসৎ।

বিবস্বঃ আদিত্য। এষঃ। তে। সোমপীথ ইতি সোম—পীথঃ। তেন। মন্দস্ব।

তেন। তৃপ্য। তৃপ্যাস্ম। তে। বয়ম্। তর্পয়িতারঃ।

যা। দিব্যা। বৃষ্টিঃ। তয়া। ত্বা। শ্রীণামি ॥২২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

(ক) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব !) ত্বং 'কদাচন' (কদাচিদপি) 'স্তরীঃ' (হিংসকঃ, স্নেহশূন্যঃ) 'ন অসি' (ন ভবসি—অস্মান্ ইমান্ জীবান্ বা প্রতি ইতি যাবৎ) ; ত্বং 'দাশুষে' (ত্যাগশীলায় সৎকর্ম্মসাধনায়) 'সশ্চসি' (প্রাপ্নোষি, মোক্ষং দদাসি ইত্যর্থঃ) ; 'মঘবন্' (পরমধনশালিন্ হে দেব !) 'দেবস্য নু' (দ্যোতনাদিগুণকস্য, জ্যোতির্ম্ময়রূপস্য) 'তে' (তব, ত্বৎপ্রদত্তং ইত্যর্থঃ) 'ভূয়ঃ' (প্রভূতং, প্রকৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'ইৎ দানং' (জ্ঞানরূপং দানং) 'নু' (ক্ষিপ্রং, নিশ্চিতং) 'উপোপেৎ পৃচ্যতে' (অস্মান্ প্রতি আপচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; হে দেব ! অস্মভ্যং জ্ঞানং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ) ; 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্ঞানকিরণেভ্যঃ, পরাজ্ঞানায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । বয়ং সাধকলভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(গ) হে দেব ! ত্বং 'কদাচন' (কদাচিদপি) 'প্রযুচ্ছসি' (মা প্রমাদ্যসি, সর্ব্বদা সাধকান্ প্রতি কৃপাপরায়ণঃ ভবসি ইতি ভাবঃ) ; 'উভে জন্মনী' (ইহলোকে পরলোকে চ) 'নিপাসি' (পালয়সি—সাধকান্ ইতি শেষঃ) ॥

(ঘ) 'তুরীয়াদিত্য' (তুরীয়জ্ঞানদায়ক হে দেব !) 'তে' (ত্বদীয়ং ত্বৎসম্বন্ধীয়ং) 'সবনং' (যজ্ঞং, সৎকর্ম্ম) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'ইন্দ্রিয়ং' (ইন্দ্রিয়াদীন্) 'অমৃতং 'আতস্থৌ' (প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) । নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং । পরাজ্ঞানেন অমৃতং মোক্ষং চ লভন্তে নরাঃ ইতি ভাবঃ ॥

(ঙ) 'যজ্ঞঃ' (অস্মাকং কর্ম্ম, অস্মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম) 'দেবানাং' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টানাং, সকলগুণানলয়স্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখং, আনন্দং) 'প্রত্যেতি' (প্রাপ্নোতু) ; ভগবৎপ্রীত্যর্থং অস্মাকং কর্ম্ম নিয়োজিতং ভবতু—ইতি ভাবঃ ; 'আদিত্যাসঃ' (অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'মৃড়য়ন্তঃ' (অস্মান্ সুখয়ন্তঃ, অস্মাকং দুঃখনাশকাঃ তথা সুখপ্রদায়কাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ভবত' (তিষ্ঠন্তু) ; দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ অস্মাকং সুখদায়কাঃ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ ; হে দেবাঃ ! 'বঃ' (যুষ্মাকং, দেবসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ) 'যা' (সুমতিঃ) 'অংহোশ্চিৎ' (দারিদ্র্যপ্রাপ্তস্যাপি পুরুষস্য, পাপক্লিষ্টস্য জনস্যাপি) 'বরিবোবিত্তরা' (ধনস্য সুখস্য বা লম্ভয়িত্রী) 'অসৎ' (ভবেৎ) সা 'সুমতিঃ' (সদ্বুদ্ধিঃ) 'অর্ব্বাচী' (অস্মদভিমুখী সতী) 'আ ববৃত্যাৎ' (আবর্ত্ততাং আগচ্ছতু) ; দেবত্বোপজননসমর্থা সুমতিঃ অস্মাসু সদা অধিতিষ্ঠতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥

(চ) 'বিবস্বঃ আদিত্য' (বিশ্বজ্যোতিঃস্বরূপ হে দেব !) 'তে' (তব) 'সোমপীথঃ' (পাতব্যঃ সোমঃ, গ্রহণীয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অস্মাকং অন্নিহিতঃ, অস্মাকং হৃদি বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) 'তেন' (তেন শুদ্ধসত্ত্বেন, তং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ) 'মন্দস্ব' (আনন্দং লভস্ব, তৃপ্তঃ ভব ইত্যর্থঃ) ; 'তেন' (অস্মাকং হৃন্নিহিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন) 'তৃপ্য' (তৃপ্তঃ ভব) ; 'তে' (তব) 'তর্পয়িতারঃ' (উপাসকাঃ) 'বয়ং' অপি 'তৃপ্যাস্ম' (তৃপ্তাঃ, পূর্ণকামাঃ ভবেম) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভগবান্ অস্মাকং পূজোপচাররূপং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহ্নাতু ; বয়ং সর্ব্বাভীষ্টং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দিব্যা' (দিব্যেন, স্বর্গীয়েণ) 'বৃষ্টিস্তয়া' (বৃষ্টিহেতুনা, অমৃতেন সহ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণামি' (মিশ্রয়াণি); শুদ্ধসত্ত্বেন অহং অমৃতং লব্ধুং সমর্থঃ ভবানি ইত্যর্থঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২২ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি কখনও আমাদিগের প্রতি—এই জীবগণের প্রতি—স্নেহশূন্য হয়েন না; আপনি ত্যাগশীল সৎকর্ম্ম-সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন; পরমধনশালী হে দেব! জ্যোতির্ম্ময়-রূপ আপনার প্রদত্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান-রূপ দান ত্বরায় নিশ্চিতরূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন।)

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; পরাজ্ঞানের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সাধকলভ্য শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই)।

(গ) হে দেব! আপনি সর্ব্বদা সাধকদিগের প্রতি কৃপা-পরায়ণ হয়েন; ইহলোকে ও পরলোকে সাধকদিগকে পালন করেন।

(ঘ) তুরীয় জ্ঞানদায়ক হে দেব! আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্ম দ্যুলোকে ইন্দ্রিয়দিগকে অমৃত প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃত এবং মোক্ষ লাভ হয়)।

(ঙ) আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টগণের অর্থাৎ সকলগুণ-নিলয় ভগবানের আনন্দকে প্রাপ্ত হউক; (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির জন্য আমাদিগের কর্ম্ম নিয়োজিত হউক); অনন্তের অঙ্গী-ভূত সকল দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ) আমাদিগকে সুখী করিয়া অর্থাৎ আমাদিগের দুঃখনাশক ও সুখপ্রদায়ক হইয়া অবস্থিতি করুন; (ভাব এই যে,—দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ আমাদিগের সুখদায়ক হউক); হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে সুমতি দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের—পাপক্লিষ্ট জনের ধনের বা সুখের প্রদাত্রী হয়েন, সেই সদ্বুদ্ধি আমাদিগের অভিমুখী হইয়া আগমন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবত্বের উপজন-সমর্থ সুমতি আমাদিগের মধ্যে সদাকাল অধিষ্ঠান করুন)।

(চ) বিশ্বজ্যোতিঃস্বরূপ হে দেব! আপনার গ্রহণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে; সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হউন; আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তৃপ্ত হউন; আপনার উপাসক আমরাও যেন পূর্ণকাম হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পূজোপচাররূপ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন; আমরা যেন সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করি।)॥

(ছ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গীয় অমৃতের সহিত আপনাকে যেন মিশ্রিত করিতে পারি; অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমি যেন অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হই। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২২ অনুবাক)॥

* ॰ *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"আদিত্যপাত্রেণ য আদিত্যস্থাল্যাং ত্রিদেবত্যগ্রহসম্পাতাস্তেভ্যঃ সোমং গৃহ্লাতি কদা চন স্তরীরসীতি কদা চন প্র যুচ্ছসীতি শৃতাতঙ্ক্যং দধি যজ্ঞো দেবানামিতি পুনঃ সোমং গৃহীত্বা বিবস্ব আদিত্যেতি তস্মিন্ গ্রাবাণমুপাংশুসবনমবধায় তেনৈনং মেক্ষয়িত্বা যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামীতি শৃতাতঙ্ক্যেন দধ্না পয়সা বা বৃষ্টিকামস্য শ্রীত্বা তদ্গ্রাবাণমুদগৃহ্লাতি যত্নাদ্গৃহীতস্য তাৰ্জ্যবিন্দুঃ প্রস্কন্দেদবর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদ্যদি চিরমবর্ষুকো ন সাদয়তি" ইতি।

১। প্রথমমন্ত্রপাঠস্তু—"কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে। উপযামগৃহীতোঽস্যাদিত্যেভ্যস্ত্বা॥" ইতি। হে ইন্দ্র ত্বং কদাচিদপি স্তরীর্হিংসকো ন ভবসি। কিং তু দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় ফলপ্রদানার্থং সশ্চসি গচ্ছসি। কুত্র। উপোপেন্নু যজমানস্যাত্যন্তসমীপ এব। হে মঘবন্ ভূয় ইন্নু পুনরেব দেবস্য তব দানং দেয়ং হবিঃ পৃচ্যতে সম্বধ্যতে যজমানেন হবির্দীয়ত ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যং॥

২। উত্তরমন্ত্রস্তু—"কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনী। তুরীয়াদিত্য সবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি॥" ইতি। প্রশব্দো নিষেধার্থঃ। যুচ্ছিধাতুঃ প্রমাদার্থঃ। হে ইন্দ্র কদাচিদপি ন প্রমাদ্যসি কিং তু বর্তমানমাগামি চেত্যুভে যজমানস্য জন্মনী নিপাসি নিতরাং পালয়সি। তৃতীয়মিত্যস্মিন্নর্থে বর্ণব্যত্যয়েন তুরীয়শব্দঃ প্রযুক্তঃ। হে আদিত্য তৃতীয়সবনং তে ত্বদীয়ং, তস্মিন্সবন ইন্দ্রিয়াভিবৃদ্ধিকারণমমৃতসমানং দধি দিবি দ্যুলোকসমানে হবির্দ্ধান আভিমুখ্যেন স্থিতম্॥

৩। উত্তরমন্ত্রস্তু—"যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্ব্বাচী সুমতির্ব্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ॥" ইতি। অয়ং যজ্ঞপুরুষো দেবানাং সুম্নং সুখং প্রত্যেতি জ্ঞানাত্যুৎপাদয়তীত্যর্থঃ। হে আদিত্যা অস্মান্মৃড়য়ন্তঃ সুখয়ন্তো ভবত। যুষ্মাকং সুমতিরনুগ্রহবুদ্ধির্ব্বাচীনেষ্বস্মাসু প্রবৃত্তা সত্যাববৃত্যাদাবর্ত্ততাম্। যা সুমতি-রেবাংহোশ্চিদস্মদীয়পাপাদ্যাবর্ত্তত পাপং বিনাশয়তীত্যর্থঃ, সা সুমতির্ব্বরিবোবিত্তরাঽসদতিশয়েন পরিচর্য্যাভিজ্ঞা ভবতু॥

৪। উত্তরমন্ত্রস্ত—"বিবস্ব আদিত্যৈষ তে সোমপীথস্তেন মন্দস্ব তেন তৃপ্য তৃপ্যাস্ম তে বয়ং তর্পয়িতারঃ।" ইতি। হে বিবস্বো বিশিষ্টনিবাসাহদিত্য বিবস্বন্নামক এষ তৃতীয়স্তব সোমপীথঃ পাতব্যঃ সোমস্তেন সোমদর্শনেন মন্দস্ব হৃষ্টো ভব। তেন সোমপানেন তৃপ্তো ভব। তব তর্পয়িতারো বয়মপি তৃপ্তা ভূয়াস্ম॥

৫। উত্তরমন্ত্রস্ত—"যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামি" ইতি॥ হে সোম দিব্যবৃষ্টিহেতুনা দধ্না ত্বাং মিশ্রয়ামি॥

অত্রাহদিত্যগ্রহং বিধাতুমাখ্যায়িকামাহ—"অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচত্তস্যা উচ্ছেষণমদদুস্তৎ প্রাশ্নাৎ সা রেতোহধত্ত তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। সাধ্যেভ্যঃ সাধ্যনামকেভ্যঃ। আধানপ্রকরণোক্তবিধানেন সম্পাদিতো ব্রহ্মৌদনঃ। উচ্ছেষণং হুতশিষ্টম্॥ পুত্রচতুষ্টয়েনাপ্যনিবৃত্তে কামে পুনঃ প্রযুক্তবতীত্যাহ—"সা দ্বিতীয়মপচৎ সাহমন্যতোচ্ছেষণান্ম ইমেহজ্ঞত যদগ্রে প্রাশিষ্যামীতো মে বসীয়াংসো জনিষ্যন্ত ইতি সাহগ্রে প্রাশ্নাৎ সা রেতোহধত্ত তস্যৈ ব্যৃদ্ধমাণ্ডমজায়ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। ইমেহজ্ঞত চত্বারোহজায়ন্ত। অতোহন্তধিকপুত্রোৎপত্ত্যপেক্ষয়া হোমাৎ প্রাগেব প্রাশনেনৈবাপরাধেন তস্যা আণ্ডং গর্ভস্থানং ব্যৃদ্ধং গর্ভশূন্যমভবৎ॥ ব্যৃদ্ধিনিবারণায় পুনঃ প্রযুক্তবতীত্যাহ—"সাহদিত্যেভ্য এব তৃতীয়মপচদ্ভোগায় ম ইদং শ্রান্তমস্ত্বিতি তেহব্রুবন্বরং বৃণামহৈ যোহতো জায়াতা অস্মাকং স একোহসদ্যোহস্য প্রজায়ামৃধ্যাতা অস্মাকং ভোগায় ভবাদিতি ততো বিবস্বানাদিত্যোহজায়ত তস্য বা ইয়ং প্রজা যন্মনুষ্যাস্তাস্বেক এবর্দ্ধো যো যজতে স দেবানাং ভোগায় ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। ইদমাণ্ডং শ্রান্তং গর্ভাভাবেন পুরা সম্পন্নমাসীৎ। ইদানীং মম গর্ভধারণেনাদিতের্ভোগায়াস্ত্বিত্যুক্তা ব্রহ্মৌদনমাদিত্যেভ্যোহজুহোৎ। তত আণ্ডস্থো জায়তে সোহস্মাকং মধ্য এক আদিত্যোহস্তু। অস্যাহদিত্যস্য সম্বন্ধিন্যাং প্রজায়াং যঃ সমৃদ্ধঃ সোহস্মাকং ভোগায় ভবত্বিতি বরঃ। তত আণ্ডাদ্বিবস্বন্নামক আদিত্য উৎপন্নঃ। যে মনুষ্যাস্তে তস্যাহদিত্যস্য প্রজা বৃষ্টিদ্বারেণোৎপন্নত্বাৎ। তাসু প্রজাসু যো যজতে স এব সমৃদ্ধত্বাদ্দেবানাং ভোগায় ভবতি॥

ইত্থমাখ্যায়িকয়া গ্রহদেবতাং নিরূপ্য গ্রহণাপাদানং নিরূপয়িতুমাখ্যায়িকান্তরমাহ—"দেবা বৈ যজ্ঞাদ্রুদ্রমন্তরায়ন্‌ৎস আদিত্যানন্বাক্রমত তে দ্বিদেবত্যান্ প্রাপদ্যন্ত তান্ন প্রতি প্রাযচ্ছন্তস্মাদপি বধ্যং প্রপন্নং ন প্রতি প্র যচ্ছন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। দেবা যজ্ঞং কুর্ব্বন্তস্তস্মিন্ যজ্ঞে রুদ্রং বিস্মৃতবন্তঃ। স চ রুদ্র আদিত্যাননুপ্রাপ্যাবাধত তেন বাধিতা আদিত্যা ঐন্দ্রবায়বাদিগ্রহাঞ্ছরণং প্রপন্নাঃ। তে চ গ্রহদেবাস্তানাদিত্যান্ রুদ্রায় নৈব প্রত্যর্পিতবন্তঃ। তস্মাল্লোকে পরৈর্বধ্যোহপি চোরাদির্যদি শরণং প্রাপ্নুয়াত্তদা তং পরেভ্যো নৈব প্রত্যর্পয়ন্তি॥

আদিত্যগ্রহং বিধত্তে—"তস্মাদ্দ্বিদেবত্যেভ্য আদিত্যো নিগৃহ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। যস্মাদাদিত্যা দ্বিদেবত্যগ্রহান্ প্রপন্নাস্তস্মাদ্দ্বিদেবত্যগ্রহেভ্যো নিষ্কৃষ্যাহদিত্যগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎ। আদিত্যানাং হুতশেষেণ ব্রহ্মৌদনেনোৎপন্নত্বাত্তেষাং দ্বিদেবত্যশেষাদ্গ্রহো যুক্ত ইত্যাহ—"যদুচ্ছেষণাদজায়ন্ত তস্মাদুচ্ছেষণাদ্গৃহ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। গ্রহণে কদা চনেত্যাদিমন্ত্রান্বিনিযুঙ্‌ক্তে—"তিসৃভিঋগ্ভিগৃহ্ণাতি মাতা পিতা পুত্রস্তদেব

তন্মিথুনমুল্বং গর্ভো জরায়ু তদেব তন্মিথুনম্” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। মাতা-পিতৃরূপং মিথুনং পুত্রেণ সহ তদেকং ত্র্যাত্মকম্। গর্ভবেষ্টনোদকমুল্বং, তদ্বেষ্টনং পট্টসদৃশং জরায়ুনামকম্। তত্তদ্রূপং মিথুনং গর্ভেণ সহ ত্র্যাত্মকম্। তেন সদৃশমিদমুক্তত্র্যাত্মকম্॥

অস্মিন্ গ্রহে দধিমেলনং বিধত্তে—“পশবো বা এতে যদাদিত্য ঊগ্‌দধি দধ্না মধ্যতঃ শ্রীণাত্যূর্জ্জমেব পশূনাং মধ্যতো দধাতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। আদিত্যস্য বৃষ্টিদ্বারা পশূপকারিত্বাৎ পশুত্বম্। দধ্নো ভোজ্যত্বাদূর্গ্রূপত্বম্। তেন দধ্না সোমং মধ্যে মেলয়েৎ। প্রথমমন্ত্রেণৈকং সোমং গৃহীত্বা তৃতীয়মন্ত্রেণ পুনর্গৃহীষ্যমাণো মধ্যমমন্ত্রেণ দধি প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ॥ দধ্নঃ কিঞ্চিদ্গুণং বিধত্তে—“শৃতাতঙ্কোন মেধ্যত্বায় তস্মাদামা পক্বং দুহে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। শীতে বৃদ্ধমাতনক্তীতি বচনাৎ সান্নায্যভাণ্ডে ক্ষীরে সম্যক্‌শ্রীতে সতি পশ্চাদাতঞ্চনীয়ম্। ইহ তুষ্ণ এব ক্ষীরে যদাতঞ্চনেন নিষ্পন্নং দধি তেন মেলনীয়ম্। যস্মাদত্র তপ্তং ক্ষীরং তস্মাল্লোকেঽপি আমা পাকরহিতা গৌঃ পক্বং ধারোষ্ণরূপং ক্ষীরং দুহে দুগ্ধে প্রযচ্ছতি॥

গ্রহস্যাঽচ্ছাদনং বিধত্তে—“পশবো বা এতে যদাদিত্যঃ পরিশ্রিত্য গৃহ্ণাতি প্রতিরুধ্যৈবাস্মৈ পশূন্ গৃহ্ণাতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। অন্যতঃ পশূন্নিরুধ্য যজমানার্থমেব তান্ গৃহীতবান্ ভবতি। অত্র সূত্রম্—“দর্ভৈর্হস্তেন বাঽপিধায়োত্তিষ্ঠতি” ইতি॥ তদেতদেবাঽদিত্যগ্রহপরিশ্রয়ণমন্যথা প্রশংসতি—“পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিঃ পরিশ্রিত্য গৃহ্ণাতি রুদ্রাদেব পশূনন্তর্দধাতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। অনেন গ্রহরূপাণাং পশূনাং ঘাতকাদ্রুদ্রাদ্ব্যবধানং ভবতি॥ মন্ত্রমাদত্যপরং গ্রাবপরতয়া ব্যাচষ্টে—“এষ বৈ বিবস্বানাদিত্যো যদুপাংশুসবনঃ স এতমেব সোমপীথং পরি শয় আ তৃতীয়সবনাদ্বিবস্ব আদিত্যৈষ তে সোমপীথ ইত্যাহ বিবস্বন্তমেবাঽদিত্যং সোমপীথেন সমর্দ্ধয়তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি।

বিবস্বন্নামকস্যাঽদিত্যস্য গ্রহাভিমানিত্বাদ্গ্রাবণস্তদ্রূপত্বম্। স চ গ্রাবৈতমেবাঽদিত্যগ্রহগতং সোমং তৃতীয়সবনসমাপ্তিপর্য্যন্তং পাবতঃ শেতে। অতো গ্রাববিষয়ত্বং মন্ত্রস্য যুক্তম্॥

কাম্যদধিশ্রয়ণং সমন্ত্রকং বিধত্তে—“যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামীতি বৃষ্টিকামস্য শ্রীণীয়াদ্‌বৃষ্টিমেবাব রুন্ধে যদি তাজক্প্রমীয়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদ্যদি চিরমবর্ষুকঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। অস্যার্থঃ পূর্ব্ববৎ দ্রষ্টব্যঃ স্পষ্টমুদাহৃতঃ॥

গ্রহান্তরবৎসাদনাদিপ্রসক্তৌ প্রতিষেধতি—“ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে নানু বষট্‌করোতি যদনুবষট্‌কুর্য্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেন্ন হুত্বাঽন্বীক্ষেত যদন্বীক্ষেত চক্ষুরস্য প্রমায়ুকং স্যাত্তস্মান্নান্বীক্ষ্যঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। এষ তে যোনিরিতি মন্ত্রস্যানাম্নাতত্বান্নাত্র গৃহীতস্য সাদনং সিদ্ধম্। কিং তু তথৈব প্রচারঃ। অসন্নাদ্গর্ভাশয়ব্যতিরিক্তস্থানেঽপাতিতাৎ। যথা গ্রহান্তরং বষট্‌কারানুবষট্‌কারয়োর্ভিন্নং হূয়তে নাত্র তথা। কিং তু সকৃদেব। অনুবষট্‌কারে তু প্রজা অনুলক্ষ্য রুদ্রং ক্রূরং প্রেরয়েৎ। অন্বীক্ষণেঽধ্বর্য্যুরন্ধো ভবেৎ। ইত আরভ্য ছন্দো লক্ষণগ্রন্থাদুন্নেতব্যম্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাবিংশোঽনুবাকঃ॥ ২২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আলোচ্য অনুবাক সাতটী মন্ত্রে বিভক্ত। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিতেছি।

মানুষ ভুলের বশে, মোহের ঘোরে, ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ভগবান্ কখনও তাঁহার সন্তানকে ভুলেন না। এমন হতভাগ্য সন্তানও আছে,—যাহারা সুদূরপ্রবাসে নবজীবনের ও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া, নানা ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে, মাকে ভুলিয়া যায়; হয় তো বা জীবনের নূতন সঙ্গীর ও নূতন কর্ম্মোত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া কদাচিৎ মায়ের কথা স্বপ্নবিজড়িত স্মৃতির ন্যায় ক্ষণেকের জন্য তাহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলে। কিন্তু এমন মা নাই যিনি অহরহঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না করেন। সন্তান যে স্থানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মায়ের মন তাহার সঙ্গে থাকে, তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা সন্তানকে অভেদ্য বর্ম্মের মত দুঃখতাপ হইতে রক্ষা করে। ভগবান্ জগতের পিতা ও মাতা। এমন দুর্ভাগ্য মানব হয় তো আছে, যে সেই পরম স্নেহময় ভগবানের কথা ভুলিয়া যায়; কিন্তু মঙ্গলময় তিনি কি তাঁহার দুঃখতাপদগ্ধ মোহান্ধ সন্তানকে ভুলিতে পারেন? তিনি কি কখনও কুসন্তান বলিয়া তাহার প্রতি স্নেহহীন হইতে পারেন? না—তাহা কখনও সম্ভব নয়। যদি ভগবান্ তাঁহার সন্তানের প্রতি স্নেহহীন হয়েন, তবে যে জগতে প্রলয় উপস্থিত হইবে! তাই সাধক বলিয়াছেন—'কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

মানুষ মোহ-পাপে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, তাহার হৃদয়স্থিত দেবভাব সুপ্ত থাকে, প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য সে তাহার অন্তরের আলোকে গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না; সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকে না। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার অপার করুণায় মোহান্ধ মানবকে সচেতন করিবার জন্য নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব করুণার পরিচয় পাইয়া সাধক কবি গাহিতেছেন—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে ধরা দিয়েছ।"

ভগবানের এই করুণা যিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি ধন্য।

এই মন্ত্রের শেষাংশে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। পরমধনশালী দেবতার নিকট মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞানধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই পরমদেবতাই মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়-বিধান করিতে পারেন। এই সত্য জানিয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"দয়াময় প্রভো, আপনি তো অপার ধনের অধিকারী। আপনি মঘবন্'—পরমধনসম্পন্ন। আপনার এই দীন সন্তানদিগের প্রতি আপনার করুণা অবিরত বর্ষিত হইতেছে। আপনি তো কখনও তাহাদিগকে ত্যাগ করেন না জানি। তাই আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইবার সাহস হইয়াছে। প্রভো! জ্ঞানদান করুন, হৃদয়ের পাপ-

মোহান্ধকার আপনার প্রদত্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা বিনষ্ট হউক। আপনাকে যেন আপনারই কৃপার দান জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি।"

এই মন্ত্রের একটী বিষয় স্পষ্টভাবে আমাদিগের দৃষ্টিতে পড়ে। তাহা ভগবানের দান। তিনি দাতা। আমাদিগের যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার দান,—'ভূয়ঃ তে দানং।' জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি, ভক্তি, হৃদয়স্থ সত্ত্ব—যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া। এমন যিনি দাতা, তাঁহার নিকট চাহিব না তো কাহার নিকট চাহিব? মন্ত্র যেন বলিতেছেন—'মানুষ! তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাক, অথচ তাঁহার নিকট তুমি তোমার অস্তিত্বের জন্য পর্য্যন্ত ঋণী। তিনি তোমার প্রতি অপার স্নেহশীল, অথচ তুমি তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ নহ। এ অবস্থা তোমার কত কাল থাকিবে? তুমি কি জাগিবে না?'

দ্বিতীয় মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে—'গৃহীতঃ অসি'। মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অংশের মর্ম্ম এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। এই ভাব আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি। একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক—উহার মূলে কি আছে।

প্রকৃতির মূলে তিনটী ভাব নিহিত আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, বিশ্বনিয়ন্তার চরণে পৌঁছিতে পারে। মানুষকে বাহির হইতে এই বস্তু আহরণ করিতে হয় না, তাহার নিজের মধ্যেই তাহা বর্ত্তমান আছে। তবে সকলের মধ্যে এই সত্ত্বভাব সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় না, বা হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি মানবহৃদয়ে এক শুদ্ধসত্ত্বের বীজ বর্ত্তমান আছে। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা এই বীজ হইতে যে মহামহীরুহের সৃষ্টি হয়, তাহার শীতলছায়ায় মানব চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই শান্তি লাভ করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। 'গৃহীতঃ অসি' পদদ্বয়ের মধ্যেই এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। 'উৎপাদিত হয়' বলিলেই আরও দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—কাহার দ্বারা উৎপাদিত হয়, এবং কোথায় উৎপাদিত হয়? সাধক ব্যতীত অন্য কে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ? অপিচ, হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আবাসভূমি, তাই এই মন্ত্রাংশে 'সাধকহৃদি' অংশ অধ্যাহার করিয়াছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার সহিত প্রথম অংশের নিত্যসত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আর দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাধকগণ তো সেই পরমবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু দুর্ব্বল আমাদের কি উপায় হইবে? আমরা কি হীন পতিত থাকিব? আমরা যাহাতে ভগবানের কৃপায় সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারি তাহার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে,—এখানে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের প্রার্থনা—অন্য একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেই বিশিষ্ট উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞানলাভ। 'আদিত্যেভ্যঃ' পদে সেই পরাজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। কেহ কেহ 'আদিত্য' শব্দে এখানে সূর্য্য অর্থ করেন। কিন্তু বহুবচনান্ত 'আদিত্য' শব্দের সূর্য্য অর্থ কিরূপে সম্ভব পর হয়? আধুনিক কালে প্রচলিত 'দ্বাদশ আদিত্য'

এই ভাবও যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও 'আদিত্যেভ্যঃ' পদে সাধারণ সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। 'আদিত্য' শব্দ জ্ঞানকিরণের দ্যোতক। তাই আমরা উক্ত পদে, 'জ্ঞান-কিরণেভ্যঃ - পরাজ্ঞানায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ সর্ব্বদাই সাধকগণের মঙ্গল সাধনে রত আছেন। তিনি নিজে পরমমঙ্গলময়, তাঁহার বিশ্বে পরিণামে মঙ্গলেরই জয় হয়। তিনি যে কেবলমাত্র সাধকের ইহলোকের মঙ্গল সাধন করেন, তাহা নয়, তিনি মানবের পরলোকের মঙ্গলসাধনও করেন। বরং পরলোকের মঙ্গলই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ ইহলোক তো দুদিনের মাত্র। উহা অনন্ত জীবনপ্রবাহের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। ইহলোক পরলোকে যাইবার সোপান মাত্র। কিন্তু এই ইহলোককেও বর্জ্জন করা যায় না। কারণ এই ইহজগত, ইহজীবনই মানুষকে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ দেয়, অথবা এই ইহজীবনই সাধনাজীবন। তাই পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলা হইয়াছে। এখানে সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারাই পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ইহলোক ও পরলোক একসূত্রে গ্রথিত। ভগবান্ এই উভয় জীবনকেই মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করেন।

চতুর্থ মন্ত্রে বিশেষভাবে দ্যুলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভগবান্ ইহলোকে মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, সৎপথে পরিচালিত করেন। পরলোকেও যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তাহার উপায় বিধান করেন। জীবন অনন্ত; ইহলোক পরলোক প্রভৃতি তাহার বিভিন্ন অংশ মাত্র। সুতরাং ভগবান কৃপাবশে পরলোকেও সাধকের কর্ম্মশক্তি প্রবর্দ্ধিত করেন, সাধককে অমৃত প্রদান করেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম চরণটী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—"যজ্ঞঃ দেবানাং সুম্নং প্রত্যেতু" বাক্যাংশ; এবং দ্বিতীয় অংশ—"আদিত্যাসঃ মৃড়য়ন্তঃ ভবত" পদত্রয়। প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে ঐ দুই অংশের ভাব এই যে,—'আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক; হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও।' আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে প্রথম অংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—এখানে যেন চিত্তকে ভগবৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বলা হইতেছে,—'আমাদিগের প্রতি কার্য্য প্রতি অনুষ্ঠান সেই সকলগুণনিলয় ভগবানের প্রীতিপ্রদ হউক। যে কর্ম্ম করিলে ভগবান্ প্রীতিলাভ করেন, যে কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম, অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বিহিত কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম সাধনের জন্য আমাদিগের মতি-গতি-প্রবৃত্তি নিয়োজিত হউক। প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সকল অর্থাৎ দেবগণ দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ (আদিত্যাসঃ) আমাদিগের দুঃখনাশ করুন, আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্বসম্পন্ন হইয়া আমরা যেন পরমসুখ প্রাপ্ত হই।'

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অংহোশ্চিৎ' এবং 'বরিবোবিত্তরা' এই পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ভাষ্যে 'অংহোশ্চিৎ' পদে 'দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, এবং 'বরিবোবিত্তরা' পদে 'অতিশয়-রূপে ধনপ্রদাতা' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও ভাষ্যানুরূপ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম এই যে, 'আদিত্যগণের অনুগ্রহ

আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক, এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক।' কিন্তু দেবতার অনুগ্রহে যে ধন প্রাপ্তব্য, সে ধন—কোন ধন? সে ধন কি মণি-মাণিক্যাদি পার্থিব ধন? তাহা কখনই নহে। আমরা মনে করি, সে ধন—দেবভাব, সে ধন—সদ্বুদ্ধি, সে ধন—সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি। এই দৃষ্টিতেই আমরা 'অংহোশ্চিৎ' পদে 'দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের অর্থাৎ পাপক্লিষ্ট জনের' এবং 'বরিবোবিত্তরা' পদে 'ধনের অর্থাৎ সুখের প্রদাতা' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এতদনুসারে দ্বিতীয় চরণে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের পাপক্লিষ্ট চিত্তে সুমতির সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হউক; আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারি।'

ষষ্ঠ মন্ত্রের ভাব প্রার্থনামূলক। জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। তিনিই মানব হৃদয়ের স্বামী, মানবের কর্ত্তা। তাঁহার পূজার জন্য, তাঁহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য মানব হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের প্রয়োজনীয়তা। তাই বলা হইয়াছে—'সোমপীথঃ' অর্থাৎ ভগবানের গ্রহণীয় শুদ্ধসত্ত্ব। তাহা কোথায় প্রাপ্তব্য? উত্তরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—'এষঃ'—এই যে,—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিহিত আছে। তারপরেই এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—'তেন মন্দস্ব'—আমাদের হৃদয়ে আপনার জন্য যে শুদ্ধসত্ত্বামৃত রহিয়াছে, তাহা পান করুন, এবং পান করিয়া তৃপ্ত হউন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ কি আমাদের নিকট হইতে কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য লালায়িত? তাহা মোটেই নয়। তাঁহার তো কোন অভাব নাই যে, তিনি আমাদের পূজা আরাধনা পাইলে তদ্দ্বারা অভাব পূরণ করিবেন! তবে কি তিনি আমাদের আরাধনা প্রার্থনার প্রতি উদাসীন? তাহা নয়, তাহা হইতে পারে না। তিনি জগতের পিতা, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি কি তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন! তাহা হইলে মন্ত্রে 'মন্দস্ব' পদ থাকিত না। তিনি আনন্দ লাভ করেন, তৃপ্ত হন—যখন তিনি দেখেন যে, আমরা সত্যই মঙ্গলের পথে চলিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের সন্মার্গে মতিগতি দেখিলে আনন্দিত হয়েন, জগৎপিতা তেমনি মানবকে সন্মার্গগামী দেখিলে পুলক লাভ করেন। 'তেন মন্দস্ব' পদদ্বয়ের ভাব এই যে, আমাদের শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। অপর পক্ষে সেই পরমপুরুষ পরিতৃপ্ত হইলে আমরাও কৃতার্থ হইব। তাই 'তেন মন্দস্ব' মন্ত্রাংশের সহিত 'বয়ং তৃপ্যাস্ম' অংশও আছে। ভগবানের তৃপ্তির জন্যই আমাদের যত আয়োজন। সুতরাং সেই পরমদেবতা যদি আমাদের দীন পূজোপচার গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা আমাদের পক্ষে অধিকতর আনন্দ ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

অনুবাকের সর্ব্বশেষ মন্ত্রটীর বিষয়—শুদ্ধসত্ত্ব। উহার ভাব প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার অর্থ এই যে, আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত লাভে সমর্থ হই। ষষ্ঠ মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্র একত্র পাঠ করিলেই উহার ভাব পরিষ্কার হইবে। ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, ভগবান্ যেন আমাদের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হয়েন, এবং তাহার ফলস্বরূপ আমরাও যেন পরমানন্দ, চিরতৃপ্তি লাভ করি। তাহার পরেই সপ্তম মন্ত্রে বলা হইতেছে—সেই শুদ্ধসত্ত্বকে যেন অমৃতের

সহিত মিশ্রিত করিতে পারি, অর্থাৎ আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব এবং অমৃত যেন এক হইয়া যায়, আমার হৃদয়েই যেন অমৃতের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ আমরা যেন অমৃত লাভ করি। ইহাই আলোচ্য মন্ত্রের মর্ম্ম॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২২ অনুবাক।)॥ *

—·—*—·—

ত্রয়োবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োবিংশোঽনুবাকঃ)।

বামমদ্য সবিতর্ব্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ। বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে॥ ২৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বামম্। অদ্য। সবিতঃ। বামম্। উ। শ্বঃ। দিবেদিবে ইতি দিবে—দিবে। বামম্। অস্মভ্যমিত্যস্ম—ভ্যম্। সাবীঃ। বামস্য। হি। ক্ষয়স্য। দেব। ভূরেঃ। অয়া। ধিয়া। বামভাজ ইতি বাম—ভাজঃ। স্যাম। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। দেবায়। ত্বা। সবিত্রে॥ ২৩॥

---

* এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার ঐন্দ্রপর্ব্বে পাওয়া যায়; পঞ্চম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায় সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্ব্বিংশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্ব্বিংশোঽনুবাকঃ।)

অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টং শিবেভিরদ্য পরি

পাহি নো গয়ম্। হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে

রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত। উপযামগৃহীতোঽসি

দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ২৪ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

অদব্ধেভিঃ। সবিতঃ। পায়ুভিরিতি পায়ু—ভিঃ। ত্বম্। শিবেভিঃ। অদ্য।

পরীতি। পাহি নঃ। গয়ম্। হিরণ্যজিহ্ব ইতি হিরণ্য—জিহ্বঃ।

সুবিতায়। নব্যসে। রক্ষ। মাকিঃ। নঃ। অঘশংস ইত্যঘ—

শংসঃ। ঈশত। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ।

অসি। দেবায়। ত্বা। সবিত্রে ॥ ২৪ ॥

* . *

পঞ্চবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চবিংশোঽনুবাকঃ)।

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ২৫ ॥

* * *

পদ পাঠঃ।

হিরণ্যপাণিমিতি হিরণ্য—পাণিম্। ঊতয়ে। সবিতারম্। উপেতি। হ্বয়ে। সঃ। চেত্তা। দেবতা। পদম্। উপযামগৃহীতঃ ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। দেবায়। ত্বা। সবিত্রে ॥ ২৫ ॥

* * *

ষড়্বিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ষড়্বিংশোঽনুবাকঃ)।

সুশর্ম্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষে নম এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সুশর্ম্মেতি সু—শর্ম্মা। অসি। সুপ্রতিষ্ঠান ইতি সু—প্রতিষ্ঠানঃ। বৃহৎ। উক্ষে। নমঃ। এষঃ। তে। যোনিঃ। বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। দেবেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'সবিতঃ' (জগৎপ্রসবিতঃ, বিশ্বস্য কারণভূত হে দেব !) 'অদ্য' 'বামং' (পরমধনং) 'অস্মভ্যং' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'সাবীঃ' (সুব, প্রদেহি); 'শ্বঃ' অপি 'বামং' (পরমধনং) প্রদেহি ইতি শেষঃ; 'উ' (অপিচ ইত্যর্থঃ) 'দিবেদিবে' (প্রত্যহং, নিত্যকালং) 'বামং' (পরমধনং) প্রদেহি—ইতি শেষঃ; 'দেব' (হে দেব !) ত্বং 'হি' (এব) 'ক্ষয়স্য' (নিবাসভূতস্য, পরমাশ্রয়স্বরূপস্য) 'ভূরেঃ' (প্রভূতস্য) 'বামস্য' (পরমধনস্য) দাতা ভবসি ইতি শেষঃ; হে দেব ! 'অয়া ধিয়া' (অস্মাকং ধীশক্ত্যা, অস্মাকং প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) বয়ং 'বামভাজঃ' (ধনভাজঃ, পরমধনসম্পন্নাঃ) 'স্যাম' (ভবেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) হে দেবভাব ! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'সবিত্রে দেবায়' (জগৎকারণস্বরূপায় দেবায়) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) বিশ্বের কারণভূত হে দেব ! অদ্য পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন; কল্যও পরমধন প্রদান করুন, অর্থাৎ নিত্যকাল পরমধন প্রদান করুন; হে দেব ! আপনিই পরমাশ্রয়স্বরূপ প্রভূত পরমধনের দাতা হয়েন; হে দেব ! আমাদের প্রার্থনা দ্বারা আমরা যেন পরমধনসম্পন্ন হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥

(খ) হে দেবভাব ! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; জগৎকারণস্বরূপ দেবতার জন্য আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৩ অনুবাক।)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'সবিতঃ' (জগৎপ্রসবিতঃ, বিশ্বস্য কারণভূত হে দেব !) 'ত্বং' 'অদব্ধেভিঃ' (অহিংসিতৈঃ, সর্ব্বৈঃ আকাঙ্ক্ষিতৈঃ) 'শিবেভিঃ' (মঙ্গলৈঃ, মঙ্গলসাধকৈঃ) 'পায়ুভিঃ' (তেজোভিঃ, জ্যোতির্ভিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গয়ং' (গৃহং, আশ্রয়ং, চরমাশ্রয়ং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'পরি পাহি' (সর্ব্বতোভাবেন রক্ষ)।

(খ) হে দেব ! 'হিরণ্যজিহ্বঃ' (মধুরবাক্ সান্ত্বনাদায়কঃ) ত্বং 'নব্যসে' (চিরনূতনায় নিত্যায়) 'সুবিতায়' (পরমসুখায়) 'রক্ষ' (পরিপালয়—অস্মান্ ইতি যাবৎ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘশংসঃ' (রিপবঃ) 'মা কি ঈশত' (মা প্রবর্দ্ধন্তু—বিনষ্টাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ

অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষঃ; অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(গ) হে দিব্যজ্যোতিঃ! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'সবিত্রে দেবায়' (জগৎকারণস্বরূপায় দেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)॥ (১ অষ্টক--৪ প্রপাঠক--২৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) বিশ্বের কারণভূত হে দেব! আপনি সকলের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল-সাধক জ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের চরমাশ্রয়কে নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

(খ) হে দেব! সান্ত্বনাদায়ক আপনি চির নূতন অর্থাৎ নিত্য পরম-সুখের জন্য আমাদিগকে পরিপালন করুন; আমাদের রিপুগণ বিনষ্ট হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন)।

(গ) হে দিব্যজ্যোতিঃ! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; জগৎকারণ-স্বরূপ দেবতার জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৪ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'উতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণার্থং, পরিত্রাণার্থং) 'হিরণ্যপাণিং' (সুবর্ণধারিণং জ্ঞানপ্রদং) 'সবিতারং' (সত্যপ্রকাশকং দেবং) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি), 'স' চ (স চ) 'দেবতা' (সবিতা দেবঃ, দীপ্তিদানাদিগুণযুতঃ) 'পদং' (চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং, কর্ম্ম বা)। 'চেত্তা' (জ্ঞাপয়িতা ভবতি,। সবিতা দেবঃ সাধকস্য রক্ষকঃ সন্ চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং জ্ঞাপয়তি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে রক্ষাশক্তে! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্না ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'সবিত্রে দেবায়' (জগৎকারণস্বরূপায় দেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৫ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই হিরণ্যপাণি (জ্ঞানপ্রদ) সবিতা (সত্যপ্রকাশক) দেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই দেবতা আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গাদিজ্ঞাপক স্থান বা কর্ম্মজ্ঞাপন করুন। (ভাব এই যে,—সবিতাদেব সাধকের রক্ষক হইয়া চতুর্ব্বর্গপ্রাপক স্থান জ্ঞাপন করেন)।

(খ) হে রক্ষাশক্তি! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; জগৎ-কারণস্বরূপ দেবতার জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৫ অনুবাক)॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে দেব! ত্বং 'সুশর্ম্মা' (শোভনং শর্ম্ম যস্য সঃ, পরমমঙ্গলদায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সুপ্রতিষ্ঠানঃ' (শোভনাশ্রয়ঃ—সর্ব্বজীবানাং ইতি যাবৎ) ভবসি ইতি শেষঃ।

(খ) হে দেব! 'বৃহদুক্ষে' (শ্রেষ্ঠতমায় অভীষ্টবর্ষকায় তুভ্যং) 'নমঃ' (বয়ং নমস্কুর্ম্মঃ, ত্বাং আরাধয়াম—ইত্যর্থঃ)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থানং—ভবতু ইতি শেষঃ)। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব। 'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুয়াম—ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৬ অনুবাক)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে দেব! আপনি পরমমঙ্গলদায়ক হয়েন; সর্ব্বজীবের শোভনাশ্রয় হয়েন।

(খ) হে দেব! শ্রেষ্ঠতম অভীষ্টবর্ষক আপনাকে আমরা নমস্কার করি অর্থাৎ আপনাকে যেন আরাধনা করি।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বদেবভাব প্রাপ্তির জন্য আপনাকে যেন লাভ করি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৬ অনুবাক)॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"বামমদ্য সবিতরিত্যন্তর্য্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্গৃহীত্বা ন সাদয়তি" ইতি।

পাঠস্তু—"বামমদ্য সবিতর্ব্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যꣳ সাবীঃ। বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে॥" ইতি॥ হে সবিতরস্মাস্মভ্যং বামং বননীয়ং কর্ম্মফলং সাবীঃ প্রেরয় দেহীত্যর্থঃ। শ্বোঽপি বামং সাবীঃ। তত ঊর্দ্ধ্বং দিনে দিনে বামং সাবীঃ। হে দেব বামস্য বননীয়স্য ভূরের্ব্বিস্তীর্ণস্য ক্ষয়স্য স্বর্গনিবাসস্যেচ্ছয়াঽয়াঽনয়া শ্রদ্ধায়ুক্তয়া বুদ্ধ্যা বামভাজো বননীয়কর্ম্মানুষ্ঠানস্তঃ স্যাম। স্পষ্টমন্যৎ॥

অত্রৈব বিকল্পিতো দ্বিতীয়ো মন্ত্র এবমাম্নায়তে—"অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টꣳ শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্। হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশꣳস ঈশত। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে॥" ইতি॥ হে সবিতস্ত্বমদব্ধেভিরহিংসিতৈঃ পায়ুভিঃ পালকৈঃ শিবেভির্ম্মঙ্গলৈরনুগ্রহবিশেষৈরদ্যাস্মাকং গয়ং গৃহং পরিপাহি সর্ব্বতো রক্ষ। হিরণ্যজিহ্বো হিতা রমণীয়া জিহ্বা যস্য সোঽস্মাকং হিতং প্রিয়ং চ বদতীত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং সুবিতায় সুষ্ঠুগমনায় স্বর্গপ্রাপ্তয়ে নব্যসে নূতনায় তদিদং কর্ম্ম রক্ষ। নোঽস্মাকমঘশংসঃ পাপাপবাদনিন্দকো ভবাম্যাকিরাশত শক্তো মা ভূৎ॥

তৃতীয়ো মন্ত্রো বিকল্পিত এবমাম্নায়তে—"হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে স চেত্তা দেবতা পদম্। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে॥" ইতি॥ অস্মভ্যং দাতুং হিরণ্যং পাণৌ যস্য স হিরণ্যপাণিঃ। তাদৃশং সবিতারমুপগম্য হ্বয় আহ্বয়ামি। কিমর্থম্। ঊতয়ে রক্ষণায়। স সবিতা দেবতারূপঃ পদমস্মদ্যোগ্যং স্থানং চেত্তা জ্ঞাতা॥ কল্পঃ—"এতেনৈব সশেষেণ বৈশ্বদেবং পূতভৃতো গৃহ্নাতি উপযামগৃহীতোঽসি সুশর্ম্মাঽসীতি গ্রহণসাদনে" ইতি।

পাঠস্তু—"সুশর্ম্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষে নম এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ॥" ইতি॥ হে বৈশ্বদেবগ্রহ শোভনং শর্ম্ম যস্য তব স ত্বং সুশর্ম্মাঽসি। সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠানং পাত্রে স্থিতির্যস্যাসৌ সুপ্রতিষ্ঠানোঽসি। উক্ষে শস্ত্রং শস্যমানায় তুভ্যং বৃহন্নমোঽস্তু। স্পষ্টমন্যৎ॥

সাবিত্রগ্রহং বিধত্তে—"অন্তর্য্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্নাতি প্রজাপতির্ব্বা এষ যদাগ্রয়ণঃ প্রজানাং প্রজননায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি। আগ্রয়ণগ্রহস্য কর্ম্মানুষ্ঠাতৃদ্বারেণ প্রজাপালকত্বাৎ প্রজাপতিত্বাদাগ্রয়ণাদ্গ্রহণং প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি॥ সাদনাদিকং পূর্ব্ববন্নিষেধতি—"ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে নানু বষট্করোতি যদনুবষট্কুর্য্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি॥

বিহিতং সাবিত্রগ্রহং প্রশংসতি—"এষ বৈ গায়ত্রো দেবানাং যৎ সবিতৈষ গায়ত্রিয়ৈ লোকে গৃহ্যতে যদাগ্রয়ণো যদন্তর্য্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্নাতি স্বাদেবৈনং যোনের্নির্গৃহ্নাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যমিত্যাম্নাতত্বাদ্দেবানাং মধ্যে সবিতা গায়ত্রীসম্বন্ধঃ। আগ্রয়ণশ্চ গায়ত্র্যাঃ স্থানে প্রাতঃসবনে গৃহ্যতে। অনেন সম্বন্ধেনাঽগ্রয়ণঃ সাবিত্রস্য স্বকীয়ো যোনিঃ॥ সাবিত্রস্য তৃতীয়সবনসম্বন্ধং বিধত্তে—"বিশ্বে দেবাস্তৃতীয়ꣳ সবনং নোদযচ্ছꣳস্তে সবিতারং প্রাতঃসবনভাগꣳ সন্তং তৃতীয়সবনমভি পর্য্যণয়ꣳস্ততো বৈ তে তৃতীয়ꣳ সবনমুদযচ্ছন্যত্তৃতীয়সবনে সাবিত্রো গৃহ্যতে তৃতীয়স্য সবনস্যোদ্যত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫

অ০ ৭) ইতি। বিশ্বে দেবাঃ স্বকীয়ং তৃতীয়সবনমুদ্বোঢ়ুং নাশক্নুবন। প্রাতঃসবনে ভাগঃ সবিতুর্যুক্তস্তস্য গায়ত্রত্বাৎ। তাদৃশমপি সংকারিত্বেন সমানীয় তৃতীয়সবনমূদবহন্। অতোঽত্র সাবিত্রো যুক্তঃ ॥

বৈশ্বদেবগ্রহং বিধত্তে—"সবিতৃপাত্রেণ বৈশ্বদেবং কলসাদ্গৃহ্লাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজা বৈশ্বদেবঃ কলশঃ সবিতা প্রসবানামীশে যৎ সবিতৃপাত্রেণ বৈশ্বদেবং কলশাদ্গৃহ্লাতি সবিতৃপ্রসূত এবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি। যদ্যপি পূর্ব্বমন্তর্য্যামপাত্রং তথাঽপীদানীং সবিতৃপাত্রং সম্পন্নম্। কলশাদ্দ্রোণকলশাৎ। প্রজানাং বিশ্বৈর্দেবৈঃ পাল্যত্বেন বৈশ্বদেবত্বম্। সর্ব্বদেবসাধারণসোমাধারত্বাৎ কলশস্য বৈশ্বদেবত্বম্ ॥ সাবিত্রশেষে সোমে বৈশ্বদেবং বিধত্তে—"সোমে সোমমভি গৃহ্লাতি রেত এব তদ্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি ॥ অত এব মন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠান ইত্যেতদুপপন্নমিত্যাহ—"সুশর্ম্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠান ইত্যাহ সোমে হি সোমমভিগৃহ্লাতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি ॥ মন্ত্রপদানাং কিঞ্চিদ্বিশেষবিষয়ত্বং দর্শয়তি—"এতস্মিন্বা অপি গ্রহে মনুষ্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে সুশর্ম্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠান ইত্যাহ মনুষ্যেভ্য এবৈতেন করোতি বৃহদিত্যাহ দেবেভ্য এবৈতেন করোতি নম ইত্যাহ পিতৃভ্য এবৈতেন করোত্যেতাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্ব্বাভ্যো গৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি। অপি বৈতস্মিন্নেব বৈশ্বদেবগ্রহে মন্ত্রপদৈর্ম্মনুষ্যাদানাং সূচিতত্বাৎ সর্ব্বার্থমিদং গ্রহণম্। তত্র সুশর্ম্মশব্দেন সমীচীন সুখার্থিনো মনুষ্যাঃ সূচিতাঃ। বৃহচ্ছব্দেনাধিকমহিমোপেতা দেবাঃ। নম শব্দেন নমস্কারপ্রিয়াঃ পিতরঃ ॥ সাদনমন্ত্রে বিশ্বেভ্য ইত্যেতৎ সর্ব্বার্থত্বাদ্যুক্তমিত্যাহ—"এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইত্যাহ বৈশ্বদেবো হ্যেষঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৭) ইতি।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ-চতুর্ব্বিংশ-পঞ্চবিংশ-ষড়্বিংশানুবাকঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ত্রয়োবিংশ অনুবাক।

প্রথম মন্ত্রের দেবতা—'সবিতা' অর্থাৎ সবিতাদেবকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে। সবিতা পদের অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। সবিতা পদ প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন; যিনি বিশ্বকে প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকেই সবিতা বলে। এই সবিতা বলিতে পরমব্রহ্মকেই বুঝায়। জগতের চরম কারণ একমাত্র তিনিই। 'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' এই শ্রুতিবাক্যে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। গীতাও 'একাংশেন স্থিতং জগৎ' বলিয়া এই বিশ্বাতীত রূপেরই

পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য মন্ত্রে 'সবিতা' পদে সেই বিশ্বকারণ পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন, তিনি পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর কে হইতে পারেন?

কিন্তু কেহ কেহ, এমন কি ভাষ্যকার পর্য্যন্ত কোন কোনও স্থলে সবিতা পদের অর্থ করিয়াছেন—'সূর্য্য'। কিন্তু সূর্য্য বলিতে যদি আলোকময় জড়পিণ্ড সূর্য্যকে বুঝায়, তাহা হইলে এই অর্থ কখনই সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্য জগতের জন্মদাতা অর্থাৎ প্রসবিতা হইবে কিরূপে? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা এই,—'সূর্য্য আলোকদাতা; আলোক না পাইলে কোন জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না, বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়—এমন কি যাহাকে আমরা জড় বস্তু বলি সেই কাষ্ঠ প্রভৃতিও আলোকাভাবে নষ্ট হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া সূর্য্যকে জগতের প্রাণ বলা যায়।' আমরা তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বাহ্যজগতের প্রাণস্বরূপ হইলেই তাহাকে বাহ্য-জগতের প্রসবিতা বা জনয়িতা বলা চলে না। বিশেষতঃ এই বাহ্যজগৎই সব নয়, বরং বাহ্যজগৎ বিশ্বের একটা অতি নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাহ্যজগতের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তি-শালী অন্তর্জ্জগৎ আছে, যাহার সঙ্গে পরিদৃশ্যমান সূর্য্যের কোনই সংশ্রব নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণের সূর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াও বলা যায় যে, 'সবিতা' পদের লক্ষ্য জড়পিণ্ড সূর্য্য নয়॥

অপিচ 'সূর্য্য' বলিতে বাহ্যজগতের আলোকময় জড়পিণ্ডকে বুঝাইলেও 'সূর্য্য' শব্দে জ্যোতিঃর আধার সেই পরমদেবতাকে,—জ্ঞানস্বরূপকে বুঝায়। 'সূর্য্য' শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ, আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং সবিতা শব্দে যদি সূর্য্যকেই বুঝায় তবুও উক্ত পদে সেই পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

সেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'বামং'—পরমমঙ্গলং, পরমধনং। আমাদিগকে পরমধন ভগবান্ যেন প্রদান করেন,—আমরা যেন পরমধনের অধিকারী হই, ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। এই প্রার্থনার প্রথম অংশ—'অদ্য অস্মভ্যং বামং সাবীঃ'—অদ্য আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। কিন্তু অদ্য দিলেই কি চলিবে? তাহার উত্তরেই যেন মন্ত্র বলিতেছেন, 'শ্বঃ—না শুধু অদ্য নয়, কল্যও বটে। বেশ, অদ্য ও কল্য—এই দুই দিনই কি যথেষ্ট? এই অদ্য ও কল্য দ্বারা যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন বা সময়কে বুঝাইতেছে না। অধিকন্তু ইহা নিত্যকালের দ্যোতক, তাহাই মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশ—'দিবেদিবে বামং'—প্রত্যেক দিন, অনন্তকাল আমাদিগকে ধনদান করুন। 'অদ্য' এবং 'শ্বঃ' পদদ্বয়ে যে নিত্যকাল বুঝায় তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বেদমন্ত্রের প্রার্থনা অনন্তকাল ধরিয়া উচ্চারিত হইতেছে এবং অনন্তকাল যাবৎ উচ্চারিত হইবে। প্রত্যেক উপাসকই যদি 'অদ্য' এবং 'শ্বঃ' পদদ্বয় ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাহাই কি অনন্তকালের দ্যোতক হইয়া দাঁড়ায় না? অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, একদিক দিয়া মানবের জীবনও অনন্ত। সুতরাং একজন উপাসকই যদি 'অদ্য' ও 'শ্বঃ' কালবাচক এই দুই পদ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও অনন্ত-কালকেই বুঝায়। তাই আমরা এই মন্ত্র হইতে এই প্রার্থনার ভাব পাইতেছি যে, আমরা যেন অনন্তকাল, নিত্যকাল পরমধনের অধিকারী হইতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—আমরা তো প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সেই প্রার্থনানুরূপ ফল যে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাই মন্ত্র বলিতেছেন—আপনি প্রভূত ধনের দাতা হয়েন। আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা পূর্ণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত, অপিচ, মানবকে পরমধন দান করা আপনার বিশেষত্ব। কিরূপ ধন?—'ক্ষয়স্য বামস্য'—পরমাশ্রয়দায়ক পরমধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে মানবের চিরশান্তি লাভ হয়, সেই ধন ভগবান্ দান করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সেই পরমধনলাভের উদ্দেশ্যেই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে—'বামভাজঃ স্যাম'—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় পরমধনের অধিকারী হই।

এই প্রার্থনার মধ্যে সাধনারও একটু পরিচয় আছে। মন্ত্রের অন্যান্য অংশে ধনলাভের প্রার্থনাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের শেষ অংশে 'ধিয়া' পদে সাধনার ইঙ্গিতও আছে। প্রার্থনা করিলেই প্রার্থিত বস্তু লাভ করা যায় না, তজ্জন্য সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনার কথা 'ধিয়া' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই পদে যেন আমাদিগকে ইহাই বলিতেছে—"মানব! যদি তাঁহার করুণালাভ করিতে চাও, যদি ভগবানের পরমধনে ধনী হইতে চাও, তাহা হইলে আরাধনায় আত্মনিয়োগ কর—বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হও,—বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা।

এই অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভের অন্য একটী উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আমরা যাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥

চতুর্ব্বিংশ অনুবাক।

ত্রয়োবিংশ হইতে ষড়বিংশ অনুবাকের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা—সবিতা অর্থাৎ জগৎপ্রসবকারী পরমব্রহ্ম। তিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরং'—এখানে তাঁহার মঙ্গলস্বরূপের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি মঙ্গলময় বলিয়াই পরমমঙ্গলের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'শিবং' অর্থ—চরম ও পরমমঙ্গল,—যে মঙ্গললাভের জন্য মানব চিরলালায়িত। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে—'শিবেভিঃ পায়ুভিঃ নঃ গয়ং পরিপাহি'—মঙ্গলের দ্বারা অথবা মঙ্গলের সহিত আমাদের পরমাশ্রয় রক্ষা করুন। সেই পরমাশ্রয় ভগবচ্চরণ। ভগবানের চরণাশ্রয়ই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়। মোটের উপর ভগবানের চরণাশ্রয় লাভের জন্য ভগবানের নিকটেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'গয়ং পরিপাহি'—প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—ভগবানের চরণরূপ পরমাশ্রয় যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

মন্ত্রান্তর্গত 'পায়ুভিঃ' পদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উক্ত পদের অর্থ—তেজঃ দ্বারা, জ্যোতিঃ দ্বারা। জ্যোতিঃ দ্বারা পরমাশ্রয় রক্ষা করার অর্থ কি? জ্যোতিঃ পরমাশ্রয়-লাভের উপায়। ভগবান্ জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনিই আমাদিগকে তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পতন হইতে রক্ষা করেন, তাঁহার জ্যোতিঃর সাহায্যেই আমরা উন্নত জীবন যাপন করিতে সমর্থ হই। সুতরাং যখন আমরা সেই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারি তখনই আমাদের

জীবনের সার্থকতালাভ সম্ভবপর হয়। তাই সেই দিব্যজ্যোতিঃর দ্বারা আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত, উভয় অংশেই প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম—ভগবান্ যেন আমাদিগকে পরমসুখ প্রদান করেন, এবং নিত্যকাল যেন আমরা সেই পরম ধনের অধিকারী হই। প্রার্থনাটী বিশ্লেষণ করা যাউক। প্রার্থনার মূল কথা—'রক্ষ'—আমাদিগকে রক্ষা কর। কি জন্য? উত্তর,—'নব্যসে সুবিতায়'—চিরনূতন সুখের জন্য। এখানে 'রক্ষ' পদের মধ্যে কেবলমাত্র বিপদ হইতে রক্ষার ভাব আসিতেছে না, পরিপালনের ভাবই এখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। আমাদিগকে যেন ভগবান্ পরমানন্দ দান করিয়া রক্ষা করেন, অর্থাৎ চরমে যেন আমরা পরমানন্দের অধিকারী হই।

দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম—রিপুবিনাশ। আমাদের রিপুগণ যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারে, তাহারা যেন হীনশক্তি হয়—ইহাই মন্ত্রের প্রধান প্রার্থনা। 'অঘশংসঃ মা কি ঈশত'—পাপরিপুগণ যেন প্রভুত্ব লাভ না করে, অর্থাৎ আমাদের রিপুগণ যেন বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের প্রথম অংশের অন্তর্গত 'রক্ষ' পদের সহিত এই অংশের ভাবগত সম্বন্ধ আছে। প্রথম অংশে যে রক্ষার প্রার্থনা আছে, দ্বিতীয় অংশে সেই রক্ষার স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। রিপুগণই আমাদের অধঃপতনের কারণ। তাহারা যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের পতনের কারণ দূরীভূত হয়। অর্থাৎ আমরা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তাই দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রের উভয় অংশের মধ্যে এক ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মধ্যে যে দিব্যজ্যোতিঃর উল্লেখ আছে, তৃতীয় মন্ত্রে সেই দিব্য-জ্যোতিঃই মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু। এই দিব্যজ্যোতিঃ বা পরাজ্ঞান মানুষ কঠোর সাধনা দ্বারা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'গৃহীতঃ অসি' মন্ত্রাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। সেই পরাজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা আছে। পরা-জ্ঞান লাভের প্রয়োজন বিবৃত করিতে গিয়া মন্ত্র বলিতেছেন,—"সবিত্রে দেবায়"—সেই জগৎ-কারণস্বরূপ পরমদেবতাকে লাভ করিবার জন্যই পরাজ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে লাভ করিতে হইলে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। সম সমস্তেরই অনুসরণ করে, জ্ঞান-স্বরূপ সেই দেবতাকে লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা তাঁহার নিকট পৌছান সম্ভবপর নয়। জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানের উৎস সেই পরম দেবতার চরণে পৌছান যায়। সেই অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র হইতেই মানব তাহার অন্তরে একটুখানি জ্যোতিঃ লাভ করে; সেই জ্যোতিঃর বলেই মানুষ আদি সনাতন জ্যোতিঃকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্তরের দিব্যালোকে মানব প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পায়। সেই মোক্ষমার্গ অনুসরণ করিয়া পরমধামে উপনীত হয়। মুক্তিলাভের জন্য দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন, ভগবচ্চরণ লাভ করিতে হইলে দিব্যজ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের সারমর্ম্ম একরূপ প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অনুবাক।

এ মন্ত্রটীর সহিত এক বিচিত্র উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সবিতাদেবের বিশেষণে যে 'হিরণ্যপাণিং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উপাখ্যান সেই উপলক্ষেই সূচিত হইয়া থাকে।

সায়ণের ভাষ্যেও সে উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে। * সূর্য্যদেব কোনও যজ্ঞে অন্যায়রূপে হব্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হস্ত ছিন্ন হয়; তাহাতে ঋত্বিকের সুবর্ণ-নির্ম্মিত হস্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই সবিতা (সূর্য্য) দেবের নাম—হিরণ্যপাণি। কেহ বা কহেন,—দেবতার হস্তে সুবর্ণের বলয় ছিল বলিয়া তিনি হিরণ্যপাণি নামে পরিচিত হন। কেহ কহিয়াছেন,—'যজমানকে প্রদান জন্য সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সবিতার (সূর্য্যের) নাম—হিরণ্যপাণি হইয়াছিল।'

তার পর অর্থ নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা জনে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি (সবিতা দেব) আকাশে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের বাসস্থানভূত পৃথিবীকে দেখিতেছেন।' কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি যজমানের প্রাপ্য পদ জানাইয়া দিবেন।' কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অবগত আছেন।' বেদ-রূপ কল্পতরু হইতে যিনি যে ফল গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। বেদ-মন্ত্রের অর্থও সেই হেতু বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিং' এবং 'পদং' এই দুইটী পদের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিলেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। 'হিরণ্যপাণিং' শব্দের অর্থ—'সুবর্ণধারিণং'—কি না 'জ্ঞানপ্রদং।' ভগবান্ সবিতা-দেব কি আর সুবর্ণ বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন! তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—সে কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে। সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার যে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষ-রূপে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি ধন দান করেন কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য-রত্ন লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইবেন। আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার পরিত্রাণের জন্য, কি ধন প্রয়োজন? সুবর্ণ কি কখনও কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? সুবর্ণের দ্বারা সাময়িক রক্ষা সাধিত হইলেও, উহার ভাবী ফল অবশ্যই বিষময়। চিররক্ষা বা চিরপরিত্রাণ-লাভ সুবর্ণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন হয়।

'সবিতার' শব্দ বা বিশেষণ সত্যপ্রকাশের ভাব ব্যক্ত করে। যিনি সত্যপ্রকাশক, যিনি জ্ঞানপ্রদ, আমাদের রক্ষার জন্য আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্রাণ

---

* সূর্য্যদেবের 'হিরণ্যপাণি' নাম উপলক্ষে এ দেশে যেরূপ উপাখ্যান আছে, অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ গল্প-কথা প্রচলিত দেখিতে পাই। গ্রীকদিগের 'হেলিও' (Helios), লাটিনদিগের 'সোল' (Sol), টিউটনদিগের 'টার' (Tyr), ইরাণীয়গণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সূর্য্যেরই নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ জন্য সূর্য্যের হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে; জর্ম্মণদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের 'টার'-দেব ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন, কিংবদন্তী আছে। সূর্য্য ও সবিতা যে এক,—সর্ব্বত্রই এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

করুন।—এরূপ ভাব যেখানে ব্যক্ত হয়, সেখানে বিশেষণের অর্থ সুবর্ণাদির সহিত সংশ্রবযুক্ত বলিয়া কখনই কল্পনা করা যায় না। উপসংহারে 'পদং' শব্দের লক্ষ্য কি, চিন্তা করিয়া দেখুন। 'সেই দেবতা আমাদের পদের বা স্থানের জ্ঞাপয়িতা হউন',—ইহাতে কি ভাব ব্যক্ত করে? আমরা মনে করি,—চতুর্ব্বর্গ-সাধক স্থানের বা কর্ম্মের বিষয়ই ঐ 'পদং' শব্দের লক্ষ্য। ইহা ভিন্ন অন্য ভাব এ মন্ত্রে আসিতেই পারে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'সেই জ্ঞানরূপ সত্য-স্বরূপ সবিতৃদেবকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত সেই দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দেন। আমরা যেন সেই সবিতৃ-দেবের অনুধ্যানে, তাঁহার জ্ঞানরশ্মির অনুবর্ত্তনে, জ্ঞানধন-লাভে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ হই।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু—'রক্ষাশক্তি'। ভগবানের যে শক্তিবলে আমরা সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষালাভ করি, মন্ত্রে সেই শক্তিকে 'রক্ষাশক্তি' বলা হইয়াছে। মানুষ যখন সেই শক্তির অধিকারী হয়, তখন আর তাহার শত্রুভয় থাকে না। এখানে 'সবিত্রে দেবায়' পদদ্বয়ে রক্ষাশক্তির চরম উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। শক্তির অধিকারী হইলে রিপুগণ আক্রমণ করিতে পারে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। সুতরাং সাধক নির্ব্বিঘ্নে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। সেই জন্যই—রিপুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজসাধ্য করিবার জন্যই ভগবানের রক্ষাশক্তির প্রয়োজন। আলোচ্য মন্ত্রে ভগবানের সেই রক্ষাশক্তিকেই সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাধকগণ সেই শক্তির অধিকারী হয়েন, অথবা, ভগবানের সেই শক্তি সাধকদিগকে রক্ষা করে। আমরাও যেন ভগবৎকৃপায় সেই শক্তি লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারি—ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এখানে শক্তির দ্বারা শক্তির আধারকেই লক্ষ্য করিতেছে। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক্ থাকে না, অথবা উভয়ই যেমন একত্র অবস্থিত থাকে তেমনিভাবে ভগবানের শক্তিও ভগবান্ হইতে পৃথক্ থাকে না। ভগবানের অনন্ত শক্তি ও মহিমার মধ্যে রক্ষাশক্তিও একটী। রক্ষাশক্তির নিকট প্রার্থনার অর্থ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা এবং সেই প্রার্থনার উদ্দেশ্য রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা। মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে॥

ষড়্বিংশ অনুবাক।

এই অনুবাকটী চারি মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্রে নিত্যসত্য—ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধে মন্ত্রে দুইটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী—'সুশর্ম্মা' অন্যটী 'সুপ্রতিষ্ঠানঃ'। এই উভয় বিশেষণের মধ্যেই 'সু' এই শব্দাংশটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম পদ—'সুশর্ম্মা'। 'শর্ম্মন্' শব্দের অর্থ কল্যাণ—মঙ্গল। যিনি প্রকৃত কল্যাণদায়ক, যাঁহার অনুকম্পায় মানুষ পুণ্য পবিত্র হয়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়, সেই দেবতাকেই 'সুশর্ম্মা' বলা হয়। যিনি কল্যাণের আকর, যিনি মানবকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন, তিনিই সুশর্ম্মা। তাই তাঁহাকে 'শিবং' বলা হয়।

অন্য পদ—'সুপ্রতিষ্ঠানঃ' অর্থাৎ সকলজীবের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়স্থল। বিশ্ব ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত আছে। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতেই বিলীন হইবে। জগতের সকলকেই একদিন সেই আদি কারণে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সেই জন্যই ভগবানকে 'সুপ্রতিষ্ঠানঃ'—চরমাশ্রয় বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল চরমাশ্রয় নহেন, তিনি পরমাশ্রয়ও বটেন। যিনি একান্তভাবে সেই পরমারাধ্য দেবতার চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহার আর পতনের ভয় নাই, তাঁহাতেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে,—তাই তিনি 'সুপ্রতিষ্ঠানঃ'।

এই অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার ভাব এই যে, আমরা যেন ভগবানের প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। 'বৃহদুক্ষে' পদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'উক্ষ্' শব্দ সেচনার্থক, বর্ষণার্থক। যিনি প্রভূত পরিমাণে অভীষ্টবর্ষণ করেন, তাঁহাকেই বৃহদুক্ষ বলা যায়। একমাত্র সেই জগৎপিতা ব্যতীত আর কে মানবের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন? মানবের দুঃখকষ্টে আর কাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? যিনি জগতের পিতা ও রক্ষক, যিনি অপার স্নেহে জগৎকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন, সেই পরমদেবতাই মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তিনিই 'বৃহদুক্ষ'। সেই পরম করুণাময় জগৎপিতাকে পূজা করিবার শক্তি যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, সেই জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়—শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয় যাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবাসস্থল হয়, অর্থাৎ যাহাতে আমরা শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারি মন্ত্রের প্রার্থনার তাহাই সারমর্ম্ম।

চতুর্থ মন্ত্রে এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে? তাহার উত্তর—'বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ' অর্থাৎ সকল দেবভাবলাভের জন্য। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের যে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ আছে, মন্ত্রের প্রার্থনায় তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব লাভের উদ্দেশ্য—দেবত্বলাভ বা মুক্তি। সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে॥

এই অনুবাকের চারিটী মন্ত্রকে একত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনুবাকের মধ্যে মুক্তিলাভের প্রার্থনাই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার ত্রয়োবিংশ হইতে ষড়্বিংশ পর্য্যন্ত চারিটী অনুবাকের আরাধ্য দেবতা—'সবিতা' অর্থাৎ জগতের আদিকারণস্বরূপ পরমদেবতা। আরাধ্যের একত্বই প্রধানভাবে এই অনুবাকগুলিকে একত্রসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৩—২৬ অনুবাক।)॥ *

---

* ত্রয়োবিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একসপ্ততিতমসূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত); চতুর্ব্বিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত); পঞ্চবিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্।

সপ্তবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তবিংশোঽনুবাকঃ)।

বৃহস্পতিসুতস্য ত ইন্দো ইন্দ্রিয়াবতঃ পত্নীবন্তং গ্রহং গৃহ্ণাম্যগ্নাতই

পত্নীবাতঃ সজূর্দ্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা ॥ ২৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বৃহস্পতিসুতস্যেতি বৃহস্পতি—সুতস্য। তে। ইন্দো ইতি। ইন্দ্রিয়াবত ইতীন্দ্রিয়—

বতঃ। পত্নীবন্তমিতি পত্নী—বন্তম্। গ্রহম্। গৃহ্ণামি। অগ্নাতই। পত্নীবাত

ইতি পত্নী—বাতঃ। সজূরিতি স—জূঃ। দেবেন। ত্বষ্ট্রা।

সোমম্। পিব। স্বাহা ॥ ২৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বৃহস্পতিসুতস্য' (সজ্জনপালকস্য দেবস্য পুত্রস্বরূপস্য, যদ্বা—জ্ঞানদেবস্য পুত্রভূতস্য) 'ইন্দ্রিয়াবতঃ' (বীর্য্যবতঃ, পরমশক্তিদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'পত্নীবন্তং' (পালনশক্তিযুতং) 'গ্রহং' (দানং) 'গৃহ্ণামি' (গ্রহীতুং সমর্থঃ ভবানি ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'পত্নীবান্' (পালনশক্তিযুত!) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'ত্বষ্ট্রা সজূঃ' (ত্রাণকারকেণ দেবেন সহ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং—অস্মাকং হৃন্নিহিতং ইতি যাবৎ) 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং দীনপূজোপচারং গৃহ্ণাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অষ্টক—৪প্রপাঠক—২৭অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সজ্জনপালকদেবতার পুত্রস্বরূপ (অথবা জ্ঞান-দেবতার পুত্রভূত) পরমশক্তিদায়ক আপনার পালনশক্তিযুত দান গ্রহণ করিতে যেন সমর্থ হই।

(খ) পালনশক্তিযুত হে জ্ঞানদেব! আপনি ত্রাণকারক দেবতার সহিত আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দীন পূজোপচার গ্রহণ করুন)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৭ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)॥

কল্পঃ—"উপযামগৃহীতোঽসি বৃহস্পতিসুতস্য ত ইত্যুপাংশুপাত্রেণ পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্‌-গৃহীত্বা ন সাদয়ত্যগ্নাঽই পত্নীবাঽ ইতি বষট্‌কৃতে জুহোতি নানুবষট্‌করোত্যপি বোপাংশু-বষট্‌কুর্য্যাৎ" ইতি।

পাঠস্তু—"বৃহস্পতিসুতস্য ত ইন্দো ইন্দ্রিয়াবতঃ পত্নীবন্তং গ্রহং গৃহ্ণাম্যগ্নাঽই পত্নীবাঽঃ সজূর্দ্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা॥" ইতি॥ হে ইন্দো সোম তব সম্বন্ধিনং গ্রহং গৃহ্ণামি। কীদৃশম্। পত্নীবদ্দেবতাকম্। কীদৃশস্য তব। ইন্দ্রিয়াবতো বীর্য্যাবতঃ। বৃহস্পতির্যজমানঃ। বৃহতো যজ্ঞস্য পরিপালনাৎ। তেন সুতস্যাভিষুতস্য। হে পত্নীবন্নগ্নে ত্বষ্ট্রা দেবেন সজূঃ সহ সোমং পিব স্বাহা হুতমিদমস্তু॥

পাত্নীবতস্য গ্রহস্য পাত্রং বিধত্তে—"প্রাণো বা এষ যদুপাᳲশুর্যদুপাᳲশুপাত্রেণ প্রথমশ্চো-ত্তমশ্চ গ্রহৌ গৃহ্যেতে প্রাণমেবানু প্রযন্তি প্রাণমনূদ্যন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। উপাংশোঃ প্রাণত্বং পূর্ব্বমুক্তম্। বাচস্পতয়ে পবস্বেত্যনেন গৃহীতঃ প্রথমো গ্রহঃ। বৃহস্পতি-সুতস্যেতি গৃহ্যমাণশ্চোত্তমো গ্রহঃ। যত্যপি দধিগ্রহঃ পূর্ব্বভাবী তথাঽপি নাসৌ সোমগ্রহঃ। অদাভ্যাংশূ সোমগ্রহাবপি ন তৌ নিত্যৌ। তস্মান্নিত্যেষু সোমগ্রহেষূপাংশুরেব প্রথমঃ। হারিযোজনস্য পশ্চাদ্ভাবিত্বেঽপ্যগ্নিষ্টোমসাম্নি সমাপ্তে সতি যজ্ঞশেষত্বেনানুষ্ঠানম্। তস্মাদগ্নিষ্টো-মাপেক্ষয়া পাত্নীবতস্যোত্তমত্বম্। তয়োঃ প্রথমোত্তময়োরুপাংশুপাত্রেণ গ্রহণং কুর্য্যাৎ। তথা সতি প্রাণমেবানুসৃত্য প্রবৃত্তিং প্রারভন্তে। উৎক্রান্তিং সমাপয়ন্তি॥ পাত্নীবতগ্রহং বিধত্তে—"প্রজাপতির্বা এষ যদাগ্রয়ণঃ প্রাণ উপাᳲশুঃ পত্নাঃ প্রজাঃ প্র জনয়ন্তি যদুপাᳲশুপাত্রেণ পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্‌গৃহ্ণাতি প্রজানাং প্রজননায় তস্মাৎ প্রাণং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে" (সং০ কা০৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। পত্নারিতি প্রথমা। প্রাণমনু প্রাণযুক্তাঃ প্রজা উৎপদ্যন্তে॥

বিহিতং গ্রহং প্রশংসতি—"দেবা বা ইতইতঃ পত্নাঃ সুবর্গং লোকমজিগাᳲসন্তে সুবর্গং লোকং ন প্রাজানন্ত এতং পাত্নীবতমপশ্যন্তমগৃহ্নত ততো বৈ তে সুবর্গং লোকং প্রাজানন্যৎ পাত্নীবতো গৃহ্যতে সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি।

দেবাঃ পত্নীরিত ইতঃ পাত্নীবতগ্রহমুপেক্ষ্যান্যস্মাদগ্রহাৎ। স্বর্গং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তোঽপি ন প্রজ্ঞাতবন্তঃ। পাত্নীবতগ্রহণেন তু প্রজ্ঞাতবন্তঃ। ইতোঽন্যতো গৃহ্যতে॥ এতদগ্রহে স্বতমেলনং বিধত্তে—"স সোমো নাতিষ্ঠত স্ত্রীভ্যো গৃহ্যমাণস্তং ঘৃতং বজ্রং কৃত্বাঽঘ্নংস্তং নিরিন্দ্রিয়ং ভূতমগৃহ্ণংস্তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীরপি পাপাৎ পুংস উপস্তিতরং বদন্তি যদ্ঘৃতেন পাত্নীবতং শ্রীণাতি বজ্রেণৈবৈনং বশে কৃত্বা গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। নাতিষ্ঠত স্ত্রীদেবতাকত্বমসহমানঃ স্বাত্মানং ন প্রকাশিতবান্। অঘ্নন্ তাড়িতবন্তঃ। নিরিন্দ্রিয়ং ভূতং নির্ব্বীর্য্যং জাতম্। যস্মাৎ স্ত্রীদেবতাভ্যো গৃহ্যমাণঃ সোমো নিঃসামর্থ্যস্তস্মাল্লোকে স্ত্রিয়ঃ সামর্থরহিতা অপত্যেষু দায়ভাজো ন ভবন্তি। পাপাৎ পতিতাদপি পুংসোঽপ্যুপস্তিতরং ক্ষীণতরং স্ত্রীস্বরূপং বদন্তি॥ আম্না তস্তু বৃহস্পতিসুতস্তেতি মন্ত্রস্য শেষং পূরয়িত্বা ব্যাচষ্টে—"উপযামগৃহীতোঽসীত্যাহেয়ং বা উপযামস্তস্মাদিমাং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। উপেতাঃ প্রজা যচ্ছতি উৎপাদনধারণাদিনা ব্যবস্থাপয়তীত্যুপযামো ভূভাগবিশেষঃ॥

বৃহস্পতিশব্দস্যৈব প্রয়োগেঽভিপ্রায়মাহ—"বৃহস্পতিসুতস্য ত ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ ইন্দুশব্দো দ্রবত্বসাম্যেন রেত উপলক্ষয়তীত্যাহ—"ইন্দো ইত্যাহ রেতো বা ইন্দূ রেত এব তদ্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। ইন্দ্রিয়শব্দেন তৎকার্য্যভূতাঃ প্রজা উপলক্ষ্যন্ত ইত্যাহ—"ইন্দ্রিয়াব ইত্যাহ প্রজা বা ইন্দ্রিয়ং প্রজা এবাস্মৈ প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥

অগ্নিশব্দপত্নীবচ্ছব্দয়োরভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"অগ্না৩ ইত্যাহাগ্নির্বৈ রেতোধাঃ পত্নীব ইত্যাহ মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ ত্বষ্টৃশব্দপ্রয়োজনমাহ—"সজূর্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিবেত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ পাত্নীবতগ্রহস্য হোমমন্ত্রে ত্বষ্টুঃ পরামর্শো ন যুক্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি—"দেবা বৈ ত্বষ্টারমজিঘাংসন্ৎস পত্নীঃ প্রাপদ্যত তং ন প্রতি প্রাযচ্ছংস্তস্মাদপি বধ্যং প্রপন্নং ন প্রতি প্র যচ্ছন্তি তস্মাৎ পাত্নীবতে ত্বষ্ট্রেঽপি গৃহ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। যস্মাৎ পত্নীঃ শরণং গতস্তস্মাত্ত্বষ্টা পত্ন্যনুভাগী ভবতি॥

সাদনস্য প্রসক্তৌ তন্নিবারয়তি—"ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ অনুবষট্কারে তূষ্ণীংত্বগুণং বিধত্তে—"নানু বষট্ করোতি যদনুবষট্ কুর্য্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেত্যন্নানুবষট্ কুর্য্যাদশান্তমগ্নাৎ সোমং ভক্ষয়েদুপাংশ্বনু বষট্ করোতি ন রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজতি শান্তমগ্নাৎ সোমং ভক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। অন্ববসৃজেদনুপ্রাপ্য সৃষ্টিং বারয়েৎ। অশান্তমনিষ্টকরম্॥ অগ্নীন্নেষ্ট্রোরধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"অগ্নীন্নেষ্টুরুপস্থমা সীদ নেষ্টঃ পত্নীমুদানয়েত্যাহাগ্নীদেব নেষ্টরি রেতো দধাতি নেষ্টা পত্নিয়াম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি। হে আগ্নীধ্র নেষ্টুঃ সমীপমাগত্যোপবিশ। হে নেষ্টঃ পত্নীমুখাপ্যেহানয়। অনেন প্রৈষদ্বয়েন রেতঃ প্রজোৎপাদনসামর্থ্যোপেতং স্থাপিতং ভবতি॥ নেষ্টৃকারয়িতৃকমুদ্গাতৃকর্তৃকং পত্নীবিষয়ং দর্শনং বিধত্তে—"উদ্গাত্রা সং খ্যাপয়তি প্রজাপতির্বা এষ যদুদ্গাতা প্রজানাং প্রজননায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥

পত্নীকর্তৃকং পন্নেজনীসংজ্ঞকজলস্য প্রবর্ত্তনং বিধত্তে—"অপ উপ প্র বর্ত্তয়তি রেত এব তৎ সিঞ্চতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ প্রবর্ত্তনায় তজ্জলপ্রক্ষেপস্য স্থানং বিধত্তে—"ঊরুণোপ প্র বর্ত্তয়ত্যূরুণা হি রেতঃ সিচ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥ ঊরুপ্রদেশে স্রাবিতং জলং গুহ্যপর্য্যন্তং প্রবর্ত্ততে। লোকেঽপ্যূরুসহিতেন প্রজননেন রেতঃ সিচ্যতে॥ ঊরুপ্রদেশে বস্ত্রাপনয়নং বিধত্তে—"নগ্নংকৃত্যোরুমুপ প্র বর্ত্তয়তি যদা হি নগ্ন ঊরুর্ভবত্যথ মিথুনী ভবতোঽথ রেতঃ সিচ্যতেঽথ প্রজাঃ প্র জায়ন্তে (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৮) ইতি॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"দ্বিদেবশেষ আদিত্যস্থাল্যা আগ্রয়ণাভিধাম্। স্থালীং প্রাপ্তস্তয়া স্থাল্যা তস্য গ্রহণে সতি॥ তদ্ভক্ষণে দ্বিদেবঃ কিং সাদ্ধং পাত্নীবতেন তে। উপলক্ষ্যা ন বা পূর্ব্বস্যামেবোপলক্ষণম্॥ অস্য আগ্রয়ণাৎ পাত্নীবতো নৈতস্য বিদ্যতে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বদেবেষু পত্নীবানেব লক্ষ্যতে॥" ইতি॥ ঐন্দ্রবায়বাদয়ো দ্বিদেবত্যাঃ। তেষাং শেষ আদিত্যস্থাল্যামাগচ্ছতি। পুনরপি তস্যাঃ স্থাল্যা আগ্রয়ণস্থালীমাগচ্ছতি। তস্যা আগ্রয়ণস্থাল্যাঃ পাত্নীবতো গৃহ্যতে। তস্য পাত্নীবতস্য ভক্ষণ ইন্দ্রবায়্বাদয় উপলক্ষণীয়াঃ। পূর্ব্বাধিকরণে যথা মিত্রাবরুণাদিভিঃ সহেন্দ্র উপলক্ষতস্তদ্বদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"যজ্ঞপাংশুপাত্রেণ পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণাতি" ইত্যাগ্রয়ণপাত্রস্যাপাদানত্বশ্রবণাত্তস্য নিঃস্বতস্য সোমরসস্য তৎসম্বন্ধেঽপেতে সতি পশ্চাৎ পত্নীবদ্দেবতায়ৈ গ্রহণং ভবতি তথ সত্যত্রাভিমতস্য পাত্নীবতস্য পূর্ব্বদেবেষ্বাকাঙ্ক্ষা নাস্তি। পূর্ব্বাধিকরণোক্তস্তু পুনরভ্যুন্নীতঃ সোম ঐন্দ্রশেষেণ সংসৃষ্টঃ। তস্য সংসৃষ্টস্য ভক্ষণে মিত্রাবরুণাদীনামবেন্দ্রস্যাপি সম্বন্ধো নাপৈতীতি বৈষম্যম্। তস্মাৎ পাত্নীবতভক্ষণ ইন্দ্রবায়্বাদয়ো নোপলক্ষণীয়াঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"সহ পত্নীবতা ত্বষ্টা তদ্গ্রহে লক্ষ্যতে ন বা। সহ ত্বষ্ট্রা পিবেত্যুক্তের্দ্দেবত্বাৎ সোঽপি লক্ষ্যতে॥ সহত্বমাত্রং ত্বষ্টুঃ স্যান্ন পাতৃত্বমশব্দনাৎ। চোদনায়া অভাবাচ্চ ন দেবোঽতো ন লক্ষ্যতে॥" ইতি॥ তস্মিন্নেব পাত্নীবতগ্রহে শেষভক্ষণমন্ত্রে পত্নীবতা সহ ত্বষ্টাঽপ্যুপলক্ষণীয়ঃ। কুতঃ। ত্বষ্টুরপি তদ্দেবত্বাৎ। তচ্চ হোমমন্ত্রাদবগতম্। "অগ্নাত ই পত্নীবতঃ সজূর্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা" ইত্যাস্মিন্মন্ত্রে পত্নীবন্তমগ্নিং প্রত্যাত্তেন পদেন সম্বোধ্য ত্বষ্ট্রা দেবেন সহ পিবেত্যভিধানাৎ পাতৃত্বেন পত্নীবত ইব ত্বষ্টুস্তদ্দেবত্বম্। ততঃ পত্নীবত্বষ্টুপাতৃত্বেনোপলক্ষণামিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পানকালে সহাবস্থানমাত্রং ত্বষ্টুঃ সজূরিত্যনেন পদেন প্রতীয়তে ন তু পাতৃত্বম্। অনম্বোধিতস্য ত্বষ্টুঃ পিবেত্যনেন শব্দেন সামানাধিকরণ্যাভবাৎ। ন চ পাতৃসহভাবমাত্রেণ পাতৃত্বং, "সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভী" ইত্যত্র পুত্রাণাং বোঢ়ৃত্বাদর্শনাৎ। আস্তাং মন্ত্রঃ, বিধিবলাত্ত্বষ্টুর্দ্দেবত্বমিতি চেন্ন। "পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণাতি" ইত্যত্র ত্বষ্টুরপ্রতীতেঃ। তস্মাদদেবত্বাত্ত্বষ্টা নোপলক্ষণীয়ঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"পত্নীবস্তুস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাস্তাদয়েত্যমী। লক্ষ্যা ন বা যাজ্যয়োক্তের্দ্দেবত্বাদুপলক্ষণম্॥ একোঽগ্নির্যজমানেন মাদিতোঽন্যে তু বহ্নিনা। অতোঽগ্নেরেব দেবত্বান্নান্যেষামুপলক্ষণম্॥ তত্রৈব পাত্নীবতগ্রহস্য যাজ্যায়ামগ্নিং সম্বোধ্য পত্নীবন্নামবারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দে-

বান্নাদয়েত্যভিধীয়তে—"পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুস্বধমাবহ মাদয়স্ব" ইতি। অনুস্বধমনু-প্রদানম। অত্র হূয়মানেন সোমরসেন মাদনীয়ত্বাত্রয়স্ত্রিংশতাং তদ্দেবত্বম। অতস্তেঽপি ভক্ষণে লক্ষণীয়া ইতি চেৎ, ন। যজমানেন মাদনীয়ত্বাগ্নেরেব তদ্দেবত্বাৎ। ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাস্তু বহ্নিনা মাদ্যন্তু ইতি ন তেষামত্র দেবত্বম্। তস্মান্নোপলক্ষণম্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তবিংশোঽনুবাকঃ॥ ২৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই অনুবাকটী দুই মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ 'ইন্দো'—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। দ্বিতীয় মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী ভাব বিবৃত হইয়াছে। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিতেছি।

শুদ্ধসত্ত্ব মূলতঃ ভগবদ্বিভূতি। তাহা ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত থাকে। ভগবান্ হইতে যখন জগৎসৃষ্টি হয়, তখন তাহার সেই বিভূতি বা শক্তি মানুষের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এই শক্তিকেই দুইদিক হইতে দেখা যায়। প্রথম—উহা যখন ভগবানে নিহিত থাকে। দ্বিতীয়—উহা যখন মানুষের মধ্যে আবির্ভূত বা বিকশিত হয়।

প্রথম মন্ত্রে ভগবন্নিহিত অনন্তশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এই শক্তিকে বৃহস্পতিপুত্র বলা হইয়াছে। 'বৃহস্পতি' শব্দের অর্থ—'বৃহতাং মহতাং, সজ্জনানাং পতিঃ রক্ষকঃ'। যিনি সজ্জনের পালক ও রক্ষক, যাঁহার কৃপায় সজ্জনগণ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহাকেই 'বৃহস্পতি' বলা হইয়াছে। 'বৃহস্পতি' পদের অন্য অর্থ জ্ঞানাধিপতি, অথবা জ্ঞানদেব। এই উভয় অর্থেই পরমব্রহ্মকে বুঝায়। সুতরাং 'তাঁহার পুত্র' এই সংজ্ঞার দ্বারা ভগবানের মহান্ বিভূতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বিভূতিকে 'ইন্দো' পদের দ্বারা সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরমদান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হই। সেই দান কিরূপ? তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে—'পত্নীবন্তং'। ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'পত্নীবদ্দেবতাকং'। আমরা মনে করি, পালনার্থক 'পা' ধাতু হইতে এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদের অর্থ হয়,—পালন-শক্তিযুতং' অর্থাৎ যাহা মানুষকে পালন করে, রক্ষা করে। শুদ্ধসত্ত্বের দান সম্বন্ধে এই বিশেষণ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে জ্ঞানদেবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের যে সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহার অন্যবিধরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বের জনক, উৎপাদক। আর দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা দেখিতেছি, আমাদের হৃন্নিহিত ভগবৎপূজোপচাররূপ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি যাহার উৎপাদক, তিনি যাহা আমাদিগকে

দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চরণে নিবেদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ। যাহাতে আমরা এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। মন্ত্রে তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৭ অনুবাক)॥

—— ০ ——

অষ্টাবিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টাবিংশোঽনুবাকঃ)।

হরিরসি হারিযোজনো হর্য্যোঃ স্থাতা বজ্রস্য ভর্ত্তা পৃশ্নেঃ

প্রেতা তস্য তে দেব সোমেষ্টযজুষঃ স্তুতস্তোমস্য

শস্তোক্থস্য হরিবন্তং গ্রহং গৃহ্ণামি হরীঃ স্থ

হর্য্যোর্দ্ধানাঃ সহসোমা ইন্দ্রায় স্বাহা॥ ২৮॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

হরিঃ। অসি। হারিযোজন ইতি হারি—যোজনঃ। হর্য্যোঃ। স্থাতা। বজ্রস্য। ভর্ত্তা।

পৃশ্নেঃ। প্রেতা। তস্য। তে। দেব। সোম। ইষ্টযজুষ ইতীষ্ট—যজুষঃ।

স্তুত'স্তোমস্যেতি স্তুত—স্তোমস্য। শস্তোক্থস্যেতি শস্ত—উক্থস্য।

হরিবন্তমিতি হরি—বন্তম্। গ্রহম্। গৃহ্ণামি। হরীঃ।

স্থ। হর্য্যোঃ। ধানাঃ। সহসোমা ইতি সহ—

সোমাঃ। ইন্দ্রায়। স্বাহা॥ ২৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে দেব! ত্বং 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ 'হারিযোজনঃ' (হরিং, পাপহারকং যুনক্তি ইতি—হারিযোজনঃ—ভগবৎপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ।

(খ) হে দেব! ত্বং 'হর্য্যোঃ' (পাপনাশিকায়াঃ শক্ত্যাঃ) 'স্থাতা' (প্রতিষ্ঠাপয়িতা) ভবসি ইতি শেষঃ।

(গ) হে দেব! ত্বং 'বজ্রস্য' (রক্ষাস্ত্রস্য) 'ভর্ত্তা' (ভরণকর্ত্তা, পোষকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে দেব! ত্বং 'পৃশ্নেঃ' (জ্ঞানকিরণস্য) 'প্রেতা' (প্রেরয়িতা, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ।

(ঙ) 'দেব সোম' (সত্ত্বস্বরূপ হে পরমদেব!) 'ইষ্টযজুষঃ' (ইষ্টপ্রাপকস্য) 'স্তুতস্তোমস্য' (স্তোমৈঃ আরাধিতস্য) 'শস্তোক্থস্য' (বেদমন্ত্রৈঃ আরাধনীয়স্য) 'তস্য তে' প্রসিদ্ধস্য তব) 'হরিবন্তং' (পাপনাশকশক্তিযুতং) 'গ্রহং' (দানং) 'গৃহ্লামি' (গ্রহীতুং শক্নবানি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্য পরমমঙ্গলং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(চ) 'হর্য্যোঃ ধানা' (হে পাপনাশিকয়োঃ শক্ত্যাঃ ধারকাঃ, হে পাপনাশিকাশক্তিদায়কাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ!) 'সহসোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ ভূত্বা) যূয়ং অস্মাকং 'হরীঃ' (পাপনাশকাঃ) 'স্থ' (ভবত)।

(ছ) 'ইন্দ্রায় স্বাহা' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ অস্মাকং পূজোপচারং তমুদ্দিশ্য গচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। বয়ং ভগবৎপূজাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৮ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে দেব! আপনি পাপহারক হয়েন; অপিচ, ভগবৎ-প্রাপক হয়েন।

(খ) হে দেব! আপনি পাপনাশিকা শক্তির প্রতিষ্ঠাপয়িতা হয়েন।

(গ) হে দেব! আপনি রক্ষাস্ত্রের পোষক হয়েন।

(ঘ) হে দেব! আপনি জ্ঞান-কিরণের প্রেরয়িতা অর্থাৎ পরাজ্ঞান-দায়ক হয়েন।

(ঙ) সত্ত্ব-স্বরূপ হে পরমদেব! ইষ্টপ্রাপক, স্তোমের দ্বারা আরাধিত, বেদমন্ত্রের দ্বারা আরাধনীয় প্রসিদ্ধ আপনার পাপনাশকশক্তিযুত দান যেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরমমঙ্গল লাভ করি)।

(চ) হে পাপনাশিকাশক্তিদায়ক সদ্বৃত্তিসমূহ! শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হইয়া তোমরা আমাদের পাপ নাশক হও।

(ছ) ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের পূজোপচার তাঁহার উদ্দেশে গমন করুক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপূজাপরায়ণ হই)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৮ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"পরিধিষু প্রহৃতেষু নেতা হারিযোজনং গৃহ্নাতি উপযামগৃহীতোঽসি হরিরসীতি দ্রোণকলশেন সর্ব্বমাগ্রয়ণং গৃহাত্বা ন সাদয়তি বহ্বীভির্দ্ধানাভিঃ শ্রীত্বা হরীঃ স্থ হর্য্যোর্দ্ধানা ইতি বষট্কৃতানুবষট্কৃতে হুত্বা হরতি ভক্ষম্" ইতি।

পাঠস্তু—"হরিরসি হারিযোজনো হর্য্যোঃ স্থাতা বজ্রস্য ভর্ত্তা পৃশ্নেঃ প্রেতা তস্য তে দেব সোমেষ্টযজুষঃ স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্থস্য হরিবন্তং গ্রহং গৃহ্নামি হরীঃ স্থ হর্য্যোর্দ্ধানাঃ সহসোমা ইন্দ্রায় স্বাহা॥" ইতি॥ হে সোম ত্বং হরিরসি হরিতবর্ণোঽসি। হরিতমশ্বং যুনক্তীতি হরিযোজন ইন্দ্রস্তস্য সম্বন্ধী হারিযোজনঃ। ইন্দ্রদেবতাক ইত্যর্থঃ। হর্য্যোরশ্বয়োঃ স্থাতা হরিভ্যামশ্বাভ্যাং যুক্তে রথে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যদ্যপীন্দ্র এব রথে তিষ্ঠতি তথাঽপি তদীয়ত্বাৎ সোমোঽপি তিষ্ঠতীত্যুপচর্য্যতে। ইন্দ্রেণ পেয়ত্বাদিন্দ্রাভেদেন বজ্রস্য পোষকঃ। পৃশ্নিরন্নং তস্য প্রেতা যাগসাধনদ্বারেণ প্রেরয়িতা। হে সোম দেব তস্য তে তাদৃশস্য তব সম্বন্ধিনং গ্রহং গৃহ্নামি। কীদৃশম্। হরিবন্তমিন্দ্রদেবতাকম্। কীদৃশস্য। ইষ্টযজুষঃ। ইষ্টং যজ্ঞসাধনত্বেন প্রযুক্তং গ্রহণসাদনাদিমন্ত্ররূপং যজুর্যস্য সোঽয়মিষ্টযজুঃ। স্তুতাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশৈকবিংশনামকাঃ স্তোমা যস্যাসৌ স্তুতস্তোমঃ। শস্তানি উক্থানি প্রউগাজ্যনিষ্কেবল্যমরুত্বতীয়বৈশ্বদেবাগ্নিমারুতনামকানি শস্ত্রাণি যস্যাসৌ শস্তোক্থঃ। ভৃষ্টাস্তণ্ডুলা ধানাঃ। হে ধানা যূয়ং হর্য্যো রক্ষরথবাহকাশ্বয়োঃ সম্বন্ধিত্বেন হরীর্হরিশব্দার্থেন রূঢ়াঃ স্থ। সোমেন মিশ্রিতত্বাৎ সহসোমাঃ স্থ। তাদৃশমিদং হবিরিন্দ্রায় স্বাহা হুতমস্তু॥

হারিযোজনগ্রহবিধিমর্থবাদেনোন্নয়তি—"ইন্দ্রো বৃত্রমহংস্তস্য শীর্ষকপালমুদৌব্জৎ স দ্রোণকলশোঽভবত্তস্মাৎ সোমঃ সমস্রবৎ স হারিযোজনোঽভবৎ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ৫ অ॰ ৯) ইতি।

উদ্যোজহত্তনমভবৎ। তস্মাদ্বৃত্রশিরসো নিষ্পন্নাদ্দ্রোণকলশাৎ স্রুতঃ সোমরসো হারিযোজনোঽভবৎ। তস্মাদ্দ্রোণকলশেন হারিযোজনং গৃহ্নীয়াৎ॥ ধানামেলনং বিধত্তে—"তং ব্যচিকিৎসজ্জুহবানী৩ মা হোষা৩মিতি সোঽমন্যত যন্মোষ্যাম্যামং হোষ্যামি যন্ন হোষ্যামি যজ্ঞবেশসং করিষ্যামীতি তমধ্রিয়৩ হোতুং সোঽগ্নিরব্রবীন্ন মা্যামং হোষ্যসীতি তং ধানাভিরশ্রীণাত্তং শৃতং ভূতমজুহোদ্যদ্ধানাভির্হারিযোজনং শ্রীণাতি শৃতত্বায় শৃতমেবৈনং ভূতং জুহোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। তং হারিযোজনং গ্রহং প্রতি। আমমপক্বম্। যজ্ঞবেশসং যজ্ঞবিঘাতম্। স ইন্দ্রস্তং গ্রহং হোতুমধ্রিয়ত নিশ্চয়মকরোৎ। ন হোষ্যসি মা হৌষীঃ। শৃতং ভূতং পক্বং জাতম্॥ ধানানাং বাহুল্যং বিধত্তে—"বহ্বীভিঃ শ্রীণাত্যেতাবতীরেবাস্যামুষ্মিল্লোঁকে কামদুঘা ভবন্ত্যথো খল্বাহুরেতা বা ইন্দ্রস্য পৃশ্নয়ঃ কামদুঘা যদ্ধারিযোজনীরিতি তস্মাদ্বহ্বীভিঃ শ্রীণীয়াৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। সংখ্যয়া যাবত্যো ধানাস্তাবত্যো যজমানস্য স্বর্গে কামধেনবো ভবন্তি। কিঞ্চ হারিযোজনীর্দ্ধানা ইন্দ্রস্য কামধেনবঃ। পৃশ্নয়ে হ্রস্বতনবঃ॥

সবনীয়স্য পশোঃ পরিধিষু প্রহৃতেষু হারিযোজনকাল ইত্যেতদ্বিধত্তে—"ঋক্সামে বা ইন্দ্রস্য হরী সোমপানৌ তয়োঃ পরিধয় আধানং যদপ্রহৃত্য পরিধীঞ্জুহুয়াদন্তরাধানাভ্যাং ঘাসং প্র যচ্ছেৎ প্রহৃত্য পরিধীঞ্জুহোতি নিরাধানাভ্যামেব ঘাসং প্র যচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। ঋক্সামবেদাত্মকাবিন্দ্রস্যাশ্বৌ। তাবপ্যত্র সোমং পিবতঃ। অত এব হর্য্যোর্দ্ধানা ইত্যুক্তম্। সবনীয়পশ্বঙ্গভূতা যে পরিধয়োঽগ্নিং পরিত আবৃত্য তিষ্ঠন্তি তে তয়োরশ্বয়োরাধানম। আধীয়তে মুখে প্রক্ষিপ্যতেঽশ্বং নিযন্তুমিত্যাধানং খলীনম্। মুখস্যান্তঃ স্থিতমাধানং যয়োরশ্বয়োস্তাভ্যামন্তরাধানাভ্যাম্। পরিধিপ্রহরণাদূর্দ্ধং হোমে নিরাধানত্বাৎ সুখেনৈব ঘাসমত্তুং শক্যতে॥

নাত্রাধ্বর্য্যোর্হোমঃ কিং তূন্নেতুরিত্যমুমর্থং বিধত্তে—"উন্নেতা জুহোতি যাতয়ামেব হ্যেতর্হ্যধ্বর্য্যুঃ স্বগাকৃতো যদধ্বর্য্যুর্জ্জুহুয়াদ্যথা বিমুক্তং পুনর্যুনক্তি তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। এতস্মিন্ কালেঽধ্বর্য্যুর্যস্মাৎ স্বগাকৃতঃ স্বাধীনগতিঃ কৃতঃ প্রধানগ্রহাণাং সমাপ্তত্বেন পারতন্ত্র্যাভাবাত্তস্মাদয়ং গতসাররূপ ইব। তথা সত্যধ্বর্য্যোর্হোমে বিমুক্তস্য বলীবর্দ্দস্য শ্রান্তস্য পুনঃ শকটে যোগ ইব ভবতি॥ গৃহীতস্য হারিযোজনস্য হোমাৎ পূর্ব্বং শিরসি ধারণং বিধত্তে—"শীর্ষন্নধিনিধায় জুহোতি শীর্ষতো হি স সমভবৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। অত্র সূত্রম্—"বহ্বীভির্দ্ধানাভিঃ শ্রীত্বা শীর্ষন্নধিনিধায়োপনিষ্ক্রম্য" ইতি॥ হোমকালে আশ্রাবণদেশাদীষৎ পুরস্তো বলনং কৃত্বা হোতব্যমিতি বিধত্তে—"বিক্রম্য জুহোতি বিক্রম্য হীন্দ্রো বৃত্রমহন্ৎসমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি॥

ভক্ষণকালে হারিযোজনধানানাং মানসং চর্ব্বণং বিধত্তে—"পশবো বৈ হারিযোজনীর্যৎ সংভিন্দ্যাদল্পা এনং পশবো ভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠেরন্যন্ন সংভিন্দ্যাদ্বহব এনং পশবোঽভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠেরন্মনসা সং বাধত উভয়ং করোতি বহব এবৈনং পশবো ভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি। পশুপ্রাপ্তিহেতুত্বাদ্ধানাঃ পশবঃ। সংভিন্দ্যাদ্দন্তৈঃ খণ্ডয়েৎ। তথা সতি কতিচিদেব পশব এনং যজমানং ক্ষীরদানাদিভিঃ পালয়ন্তঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অসম্ভেদে বহবঃ প্রাপ্নুবন্তোঽপি ক্ষীরাদিভির্ন পালয়ন্তি। মানসচর্ব্বণে তু সম্ভেদনমসম্ভেদনং চেত্যুভয়ং কৃতত্বাৎ পশূনাং নাল্পত্বং নাপি ক্ষীরাদিরাহিত্যম্॥ উন্নেতৃহস্তগতং হুতশেষং সর্ব্বে ভক্ষয়িতু-

মুন্নেতুয়মুক্তামপেক্ষেরন্নিতি বিধত্তে—"উন্নেতর্যুপহবমিচ্ছন্তে য এব তত্র সোমপীথস্তমেবাব রুন্ধতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি॥ সর্ব্বভক্ষিতাবশেষাণাং দ্রোণকলশগতসোমানাং নিনয়নং বিধত্তে—"উত্তরবেদ্যাং নি বপতি পশবো বা উত্তরবেদিঃ পশবো হারিয়োজনীঃ পশুষেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ৯) ইতি॥

গ্রহহোমে পরিসমাপ্তে সতি গ্রহান্ প্রশংসতি—"গ্রহান্বা অনু প্রজাঃ পশবঃ প্র জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি॥ এতদেব বিস্পষ্টয়তি—"উপাꣳশ্বন্তর্যামাবজাবয়ঃ শুক্রামন্থিনৌ পুরুষা ঋতুগ্রহানেকশফা আদিত্যগ্রহং গাবঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। আদিত্যগ্রহস্য গবাং চ সাদৃশ্যপ্রকটনেন গ্রহমনু গবাং জন্মোপপাদয়তি—"আদিত্য-গ্রহো ভূয়িষ্ঠাভিঋ্গ্ভির্গৃহ্যতে তস্মাদ্গাবঃ পশূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। কদা চন স্তরীরসীত্যাদিকা ঋচো ভূমিষ্ঠাঃ॥ উপাংশুগ্রহমনু জাতানামজানাং গ্রহেণ সহ ত্রিত্বসাম্যং দর্শয়তি—"যত্রিরুপাꣳশুꣳ হস্তেন বিগৃহ্ণাতি তস্মাদ্দ্বৌ ত্রীনজা জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। দ্বৌ বা ত্রীন্বা ন তু ত্রিভ্যোঽধিকমপত্যং সা সহ জনয়তি॥ যস্মাদন্তর্য্যামগ্রহে সঙ্কোচকসংখ্যাবিশেষো ন শ্রুতস্তস্মাত্তমনু জায়মানানামবীনাং ভূয়িষ্ঠত্বং যুগ-পত্ত্বাক্তমিত্যাহ—"অথাবয়ো ভূয়সীঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি॥ অথ কথঞ্চিদা-গ্রয়ণসোমঃ ক্ষীয়েত তদা দ্রোণকলশাত্তদগ্রহণং বিধত্তে—"পিতা বা এষ যদাগ্রয়ণঃ পুত্রঃ কলশো যদাগ্রয়ণ উপদস্যেৎ কলশাদ্গৃহ্নীয়াত্তথা পিতা পুত্রং ক্ষিত উপধাবতি তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। প্রথমোৎপন্নত্বাদাগ্রয়ণঃ পিতা। পশ্চাদ্ভাবিতয়া কলশঃ পুত্রঃ। ক্ষিতঃ ক্ষীণবৃত্তিঃ। উপধাবতি জীবনার্থমুপসর্পতি॥ কলশসোমক্ষয়ে বৈপরীত্যং বিধত্তে—"যৎ কলশ উপদস্যেদাগ্রয়ণাদ্গৃহ্নীয়াত্তথা পুত্রঃ পিতরং ক্ষিত উপধাবতি তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি॥ কলশন্যায়ং গ্রহেঽপি দর্শয়তি—"আত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদাগ্রয়ণো যদ্গ্রহো বা কলশো বোপদস্যেদাগ্রয়ণাদ্গৃহ্নীয়াদাত্মন এবাধি যজ্ঞং নিষ্করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। যজ্ঞমধ্যবর্ত্তিত্বাদাগ্রয়ণো যজ্ঞস্যাঽঽত্মা। দৃষ্টান্তত্বেন কলশস্য পুনরুপাদানম্। নষ্টং যজ্ঞমনেন গ্রহণেনাঽঽত্মন উপরি পুনঃ সন্দধাতি॥

অথ স্থাল্যা হোমসাধনত্বাভাবেন তাং নিন্দন্নিব হোমসাধনং দারুপাত্রং প্রশংসতি—"অবি-জ্ঞাতো বা এষ গৃহ্যতে যদাগ্রয়ণঃ স্থাল্যা গৃহ্ণাতি বায়ব্যেন জুহোতি তস্মাদ্গর্ভেণাবিজ্ঞাতেন ব্রহ্মহা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। আ বায়ো ভূষেত্যাদিগ্রহণমন্ত্রেষু যথা দেবতা স্বনামবিশেষেণ বিজ্ঞায়তে ন তথা যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থেত্যত্র, নামবিশেষাশ্রুতেঃ। তস্মাদবি-জ্ঞাত আগ্রয়ণঃ স্থাল্যা মৃন্ময্যা গৃহ্যতেৎেব ন তু জুহোতি। বায়ব্যেন তু দারুপাত্রেণ জুহোতি। যস্মাত্তে দেবা ইতি মন্ত্রোক্তা বিজ্ঞাতনামকাংস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তো দেবানুদ্দিশ্য স্থাল্যা গৃহীতঃ সোমো গ্রহণ-মাত্রেণ তদ্দেবতাতৃপ্তাবপি হোমাভাবাৎ পরিত্যক্ত ইব তস্মাল্লোকেঽপ্যবিজ্ঞাতেন গর্ভেণ ব্রহ্মহা ভবতি। প্রোষিতে ভর্ত্তরি জারজন্যো গর্ভো ভর্ত্তারং প্রত্যবিজ্ঞাতস্তেন গর্ভেণোৎপন্নং ব্রহ্ম জহাতি পরিত্যজতীতি ব্রহ্মহা। অবিজ্ঞাতয়োর্গর্ভাগ্রয়ণয়োঃ পরিত্যাগস্তুল্যঃ। তং চ স্থালীগতং সোমং পুনর্দ্দারুময়েঽন্তর্য্যামপাত্রে সবিত্রর্থং গৃহীত্বা জুহোতি। ততো দারুপাত্রং প্রশস্তম্॥ প্রকারান্ত-রেণ দারুপাত্রাণি প্রশংসতি—"অবভৃথমব যন্তি পরা স্থালীরস্যন্ত্যুদ্বায়ব্যানি হরন্তি তস্মাৎ স্ত্রিয়ং

জাতাং পরাঽস্তস্মাৎ পুমাꣳসꣳ হরন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। যদাঽবভৃথং গচ্ছন্তি তদানীমাগ্রয়ণোক্থ্যধ্রুবাদিতাস্থালীশ্চতস্রো বেদ্যামেব পরাস্যন্তি পরিত্যজন্তি। বায়ব্যানি দারুপাত্রাণ্যুদ্ধরন্ত্যবভৃথদেশে নয়ন্তি। তস্মাৎ স্বাভাবল্লোকেঽপি স্ত্রিয়ং দুহিতরং বিবাহেন বরকুলে পরিত্যজন্তি। পুমাংসং বায়ব্যবদুদ্ধরন্তি সম্যক্ পোষয়ন্তি॥

পুরোরুচং গ্রহণং সাদনং চ ক্রমেণ প্রশংসতি—"যৎ পুরোরুচমাহ যথা বস্যস আহরতি তাদৃগেব তদথ গ্রহং গৃহ্ণাতি যথা বস্যস আহৃত্য প্রাহ তাদৃগেব তদথ সাদয়তি যথা বস্যস উপনিধায়াপক্রামতি তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। উপযামগৃহীতোঽসীত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বং পঠ্যমানম্ আ বায়ো ভূষেত্যাদিকা পুরোরুক্। বস্যসে বসুমত্তমায় রাজামাত্যাদিকায়। যথা লোকে ধনিকায়োপায়নমাহৃত্য তদেব মমেত্যুক্ত্বা পুরতো নিধায় গচ্ছন্তি তথা পুরোরুগাদিত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্॥ যজুঃসামনী নিন্দন্নিব পুরোরুচং প্রশংসতি—"যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্যদৃচা তদ্দৃঢং পুরস্তাদুপযামা যজুষা গৃহ্যন্ত উপরিষ্টাদুপযামা ঋচা যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। যজ্ঞসম্বন্ধি যদঙ্গং যজুঃসামভ্যাং ক্রিয়তে তদ্ধি শিথিলমিব। বেদেষু সর্ব্বত্র বিশ্বাসায় তদেতদৃচাঽভ্যুক্তমিত্যৃচ এবোদাহরণাৎ। উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্নিত্যাদিমন্ত্রৈর্গৃহ্যমাণাঃ পুরস্তাদুপযামাঃ। আ বায়ো ভূষেত্যাদিভিস্তূপরিষ্টাদুপযামাঃ। তত্র যজুষো দার্ঢ্যার্থমুপযামপূর্ব্বত্বম্। ঋচস্তু স্বয়মেব দৃঢত্বান্ন তৎপূর্ব্বত্বম্। তদুভয়ং যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ ভবতি॥ সোমপাত্রাণি প্রশংসিতুং দ্বেধা বিভজতি—"প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। কানিচিৎ পাত্রাণি প্রকর্ষেণ যুজ্যন্তেঽনুষ্ঠীয়ন্তে পুনরাবর্ত্ত্যন্ত ইত্যর্থঃ। যথা—উপাংশ্বন্তর্য্যামপাত্রয়োঃ প্রাতঃসবনে প্রযুক্তয়োঃ পুনস্তৃতীয়সবনেঽপি প্রয়োগঃ। "যদুপাংশুপাত্রেণ পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণাতি" "অন্তর্য্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণাতি" ইত্যাম্নাতত্বাৎ। অন্যানি তু নাঽবর্ত্ত্যন্তে কিংতু সকৃদেবানুষ্ঠীয়ন্তে। তদ্যথা—দ্বিদেবত্যগ্রহাদীনি, তেষু সকৃদনুষ্ঠিতেষু স্বর্গজয়ঃ॥

আবৃত্তেষ্বেতল্লোকজয় ইতি প্রশংসতি "যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তেঽমুমেব তৈর্লোকমভি জয়তি পরাঙিব হ্যসৌ লোকো যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্ত ইমমেব তৈর্লোকমভি জয়তি পুনঃপুনরিব হ্যয়ং লোকঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। পরাচীনান্যনিবৃত্তানি। স্বর্গঃ পরাঙিবানাবৃত্ত ইব। স্বর্গে স্থিতস্যাপি পুনর্জ্জন্মান্তরেঽপি স্বর্গং প্রাপ্তুমুদ্যোগাসম্ভবাৎ। মনুষ্যলোকে স্থিতস্য পুনরেতদর্থমুদ্যমোঽস্তীতি তস্য পৌনঃপুন্যম্॥ প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বোষধয়ঃ পরা ভবন্তি যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বোষধয়ঃ পুনরা ভবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। ফলপাকে বিনাশঃ পরাভবঃ। সম্বৎসরান্তে তদুৎপত্তিঃ পুনরাভবনম্॥ প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বারণ্যাঃ পশবোঽরণ্যমপ যন্তি যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্তে তান্যনু গ্রাম্যাঃ পশবো গ্রামমুপাবর্ত্তন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। আরণ্যা ব্যাঘ্রাদয়োঽরণ্যমেবোপযন্তি ন কদাচিদপি গ্রামম্। গ্রাম্যাস্তু গবাদয়স্তৃণমত্তুমরণ্যং গত্বা পুনর্গ্রামং প্রত্যাগচ্ছন্তি॥

শস্ত্রং প্রশংসতি—"যো বৈ গ্রহাণাং নিদানং বেদ নিদানবান্ ভবত্যাজ্যমিত্যুক্থং তদ্বৈ গ্রহাণাং

নিদানং যদুপাংশু শংসতি তদুপাংশ্বন্তর্য্যাময়োর্যদুচ্চৈস্তদিতরেষাং গ্রহাণামেতদ্বৈ গ্রহাণাং নিদানং য এবং বেদ নিদানবান্ ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। আজ্যমিত্যুক্থমাজ্য প্রউগাদিনামকং শস্ত্রং, প্রশংসাদ্বারা গ্রহানুষ্ঠান প্রযোজকত্বাদ্গ্রহাণাং নিদানং মূলকারণম্। তদেতত্যো বেদ স নিদানবাংশ্চিরঞ্জীবিভির্মাতাপিতৃস্বামিভিঃ সংযুক্তো ভবতি। শস্ত্রেষ্বপি যদুপাংশু শস্ততে তদ্দ্বয়োর্গ্রহয়োর্নিদানং, যদুচ্চৈস্তদিতরেষাং সর্ব্বেষামিত্যেবং বিশেষং জানতোঽপি তদেব ফলম্॥ স্থালীবায়ব্যরূপং দ্বন্দ্বং প্রশংসতি—"যো বৈ গ্রহাণাং মিথুনং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জ্জায়তে স্থালীভিরন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তে বায়ব্যৈরন্য এতদ্বৈ গ্রহাণাং মিথুনং য এবং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জ্জায়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। আগ্রয়ণোক্থ্যাদিগ্রহাঃ স্ত্রীরূপাভির্ম্মৃন্ময়স্থালীভির্গৃহ্যন্তে। উপাংশ্বন্তর্য্যামাদিগ্রহাস্তু পুরুষাকারৈর্ব্বায়ব্যৈঃ। বেদনে তু মনুষ্যমিথুনৈঃ পশুমিথুনৈশ্চ প্রজায়তে যুক্তো ভবতি। য এবং বেদেতি পুনরভিধানমুপসংহারার্থম্॥

অথ সবনীয়পুরোডাশান্বিধত্তে—"ইন্দ্রস্ত্বষ্টুঃ সোমমভীষহাঽপিবৎ স বিষ্বঙ্ ব্যার্চ্ছৎ স আত্মন্নারমণং নাবিন্দৎ স এতাননুসবনং পুরোডাশানপশ্যত্তান্নিরবপত্তৈর্ব্বৈ স আত্মন্নারমণমকুরুত তস্মাদনুসবনং পুরোডাশা নিরুপ্যন্তে তস্মাদনুসবনং পুরোডাশানাং প্রাশ্নীয়াদাত্মন্নেবাঽঽরমণং কুরুতে নৈনꣳ সোমোঽতি পবতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। ইন্দ্রেণ বিশ্বরূপাভিধে ত্বষ্টুঃ পুত্রে হতে সতি কুপিতস্ত্বষ্টা বিনেন্দ্রং সোমযাগং কর্ত্তুং প্রবৃত্তস্তদানীমিন্দ্রোঽভীষহা বলাদেবাপিবৎ। স ইন্দ্রঃ সহসা পীতস্য সোমস্যোদরমব্যাপ্য ইতস্ততো বিধাবনাদ্ব্যার্চ্ছদ্বিবিধার্ত্তিমাপ্নোৎ। তেনাঽঽর্ত্তঃ স ইন্দ্রঃ স্বাত্মনি সুখং নালভত। ততস্ত্রিষ্বপি সবনেষু সবনীয়পুরোডাশৈঃ সুখং প্রাপ্তবান্। তস্মাৎ পুরোডাশান্নিরুপ্য তচ্ছেষভক্ষণেন সুখং ভবতি। সোমশ্চৈনং নাতিপবতে নেতস্ততঃ সঞ্চারেণ বাধতে॥ তেষু সবনীয়পুরোডাশেষু পঞ্চদ্রব্যবিধিমর্থবাদেনোন্নয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নর্চ্চা ন যজুষা পঙ্‌ক্তিরাপ্যতেঽথ কিং যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বমিতি ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যা তেন পঙ্‌ক্তিরাপ্যতে তদ্যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১১) ইতি। পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিরিত্যাম্নানাৎ পঞ্চসংখ্যাযোগেন পাঙ্‌ক্তত্বং বক্তব্যম্। ঋচো যজুষো বা নাস্তি কাচিন্নিয়তা পঞ্চসংখ্যা। ন চ মা ভূৎ পাঙ্‌ক্তত্বমিতি বাচ্যম্। পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞ ইতি সর্ব্বত্রোদ্ঘোষণাৎ। অতঃ কিং পাঙ্‌ক্তত্বমিতি প্রশ্নঃ। ধানাদিদ্রব্যেষু নিয়তয়া পঞ্চসংখ্যয়া পাঙ্‌ক্তত্বমিত্যুত্তরম্। ভ্রষ্টা যবা ধানাঃ। আজ্যসংযুক্তাঃ সক্তবঃ করম্ভঃ। ব্রীহিজন্যা লাজাঃ পরিবাপঃ। পিষ্টবিকারঃ পুরোডাশঃ। ক্ষীরবিকারঃ পয়স্যা॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—"কিং স্যাচ্চমসিনামেব হারিযোজনভক্ষণম্। সর্ব্বেষাং বাঽগ্রিমস্তেষাং পূর্ব্ববাক্যেন সম্বন্ধঃ॥ লিপ্সন্তে সর্ব্ব একেতি হারিযোজনবাক্যতঃ। গ্রাবস্তুতোঽপ্যস্তি ভক্ষশ্চমসিত্বমকারণম্" ইতি॥ হরির স হারিযোজন ইত্যনেন মন্ত্রেণ গৃহ্যমাণো গ্রহো হারিযোজনঃ। হোতৃব্রহ্মাদয়শ্চমসিনঃ। যস্তু চতুর্ণাং হোতৄণাং মধ্যে চতুর্থো গ্রাবস্তুন্নামকোঽস্তি নাসৌ চমসী। তত্র চমসিনামেব হারিযোজনভক্ষণম্। কুতঃ। যথাচমসমন্যাংশ্চমসাংশ্চমসিনো ভক্ষয়ন্তি, অথৈতস্য হারিযোজনস্য সর্ব্ব এব লিপ্সন্ত ইত্যত্র পূর্ব্ববাক্যে চমসিনাং সন্নিহিতত্বেনোত্তরবাক্যে সর্ব্বশব্দেন তেষামেবাভিধাতব্যত্বাৎ। অতো নাস্তি গ্রাবস্তুতস্তত্র ভক্ষ ইতি প্রাপ্তে

ক্রমঃ—অথশব্দেনৈবকারেণ চ চর্ম্মসমাত্রশঙ্কামপোহ্য বাক্যেন বিহিতস্য সর্ব্বভক্ষণস্য সন্নিধিমাত্রেণ সঙ্কোচাযোগাদাস্ত গ্রাবস্তুতোঽপি ভক্ষঃ। তস্মাচ্চর্ম্মসত্ত্বং ন ভক্ষণে কারণম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকেঽষ্টাবিংশোঽনুবাকঃ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই অনুবাক সাতটী মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম চারি মন্ত্রে ভগবন্মহিমা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রের অর্থ—ভগবান্ পাপহারক, তিনিই আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির অর্থাৎ তাঁহার চরণপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'হরিঃ অসি' 'হারিযোজনঃ'। প্রথমতঃ 'হরিঃ অসি' অংশের ব্যাখ্যার আলোচনা করা যাউক। 'হরিঃ' শব্দ হরণার্থক 'হৃ' ধাতু নিষ্পন্ন। যিনি মানবের সকল পাপতাপ দুঃখদৈন্য হরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ' নামবান্। এই অর্থেই 'হরিঃ অসি' অংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হারিযোজনঃ' পদের অর্থ—যাহা আমাদিগকে পাপহারক দেবতার সহিত সংযুক্ত, মিলিত করিয়া দেয় তাহাই 'হারিযোজনঃ'। ভগবান্ নিজেই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ যাহাতে তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে তিনি তাহার উপায় বিধান করিয়াছেন। মন্ত্রের উভয় অংশে এই তথ্যই বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাব আরও পরিষ্কার। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভগবানই মানবের মধ্যে পাপনাশের শক্তি—রিপুজয়ের ক্ষমতা প্রদান করেন—প্রতিষ্ঠিত করেন। মানুষ যদি উপযুক্ত ভাবে শক্তি বিকাশ করিতে পারে, সেই মহতী শক্তির পরিচালনা করিতে পারে, তাহা হইলে সে রিপুজয়ী হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভগবান্ মানুষকে রিপুনাশিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আবার তিনি নিজেও তাহাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষাস্ত্র সুদর্শন হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি 'বজ্রস্য ভর্ত্তা'—রিপুনাশক অস্ত্রের পোষণকর্ত্তা। অর্থাৎ রিপুবিনাশের জন্য তিনি রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। মানুষ দুর্ব্বল, তাহাকে যে শক্তির অধিকারী করা হয়, তাহা রিপুজয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আবার মানুষ নিজের ত্রুটীবশতঃ সেই শক্তির সম্যক্ বিকাশ সাধন করিতে পারে না। সেই জন্যই ভগবানের বজ্র অসুরবিনাশের জন্য প্রয়োজন হয়। মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'বজ্রস্য ভর্ত্তা'।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ আরও উচ্চভাবমূলক। চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন,—'পৃশ্নেঃ প্রেতা'—জ্ঞানকিরণের প্রেরয়িতা অর্থাৎ পরাজ্ঞানদায়ক। 'পৃশ্নি' শব্দ কিরণবাচক, ভগবানই পরাজ্ঞানের অধিপতি, জ্ঞানস্বরূপ দেবতা—তিনিই মানবের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহার প্রদত্ত সেই জ্ঞানলোকেই মানব আপনার গন্তব্য পথ জানিতে পারে, বুঝিতে পারে। তাই জ্ঞানদাতা বলিয়া সেই পরম দেবতার মহিমা প্রকটিত হইতেছে।

পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়—শুদ্ধসত্ত্বরূপ। এই শুদ্ধসত্ত্বকে 'ইষ্টযজুষঃ' 'স্তুতস্তোমস্য' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের পরমদান যেন আমরা

গ্রহণ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দান—মুক্তি। সুতরাং পরোক্ষভাবে আলোচ্য মন্ত্রের প্রার্থনা—মুক্তিরই প্রার্থনা।

ষষ্ঠ মন্ত্রে একটী পদ আছে—'ধানাঃ'। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—'ভৃষ্টাস্তণ্ডুলাঃ'। কিন্তু হঠাৎ এখানে 'তণ্ডুলের' কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, এবং এখানে 'তণ্ডুল' অর্থ করিলে মন্ত্রার্থের পৌর্ব্বাপর্য্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। আমরা মনে করি, ধারণার্থক 'ধা' ধাতু হইতে 'ধান' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং 'হর্য্যোঃ ধানাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'পাপনাশিকাশক্তিদায়কাঃ'। উক্ত বিশেষণ পদদ্বয় সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্বোধ্য বিশেষ্য—সদ্বৃত্তিসমূহ, যাহা আমাদের শক্তিকে ধারণ করিতে পারে। সদ্বৃত্তি শক্তি ধারণ করিতে পারে, যাহাতে আমাদের প্রবৃত্তিসমূহও আমাদের পক্ষে পাপনাশিকা হয়, মন্ত্রে তাহারই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

সপ্তম মন্ত্রের ভাব এই যে, আমাদের পূজা আরাধনা যেন ভগবানের চরণে পৌঁছায়, যাহাতে আমরা সম্যক্‌রূপে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হই, ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৮ অনুবাক।)॥

—— * ——

ঊনত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ঊনত্রিংশোঽনুবাকঃ।)

অগ্ন আয়ূꣳষি পবস আ সুবোর্জ্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা তেজস্বত এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা তেজস্বতে ॥ ২৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অগ্নে। আয়ূꣳষি। পবসে। এতি। সুব। ঊর্জ্জম্। ইষম্। চ। নঃ। আরে। বাধস্ব। দুচ্ছুনাম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। অগ্নয়ে। ত্বা। তেজস্বতে। এষঃ। তে। যোনিঃ। অগ্নয়ে। ত্বা। তেজস্বতে ॥ ২৯ ॥

* * *

ত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ

সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বৌজস্বত এষ

তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বৌজস্বতে ॥ ৩০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

উত্তিষ্ঠন্নিত্যুৎ—তিষ্ঠন্। ওজসা। সহ। পীত্বা। শিপ্রে ইতি। অবেপয়ঃ।

সোমম্। ইন্দ্র। চমূ ইতি। সুতম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ।

অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ওজস্বতে। এষঃ। তে।

যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ওজস্বতে ॥ ৩০ ॥

* * *

একত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি

রোচনম্। উপযামগৃহীতোঽসি সূর্য্যায় ত্বা ভ্রাজস্বত এষ

তে যোনিঃ সূর্য্যায় ত্বা ভ্রাজস্বতে ॥ ৩১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

তরণিঃ। বিশ্বদর্শত ইতি বিশ্ব—দর্শতঃ। জ্যোতিষ্কৃদিতি জ্যোতিঃ—কৃৎ। অসি।

সূর্য্য। বিশ্বম্। এতি। ভাসি। রোচনম্। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—

গৃহীতঃ। অসি। সূর্য্যায়। ত্বা। ভ্রাজস্বতে। এষঃ। তে।

যোনিঃ। সূর্য্যায়। ত্বা। ভ্রাজস্বতে ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাত্রিংশোঽনুবাকঃ) ॥

আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বাভিরূতিভিঃ।

ভবা নঃ সপ্রথস্তমঃ ॥ ৩২ ॥

পদ-পাঠঃ।

প্যায়স্ব। মদিন্তম। সোম। বিশ্বাভিঃ। ঊতিভিরিত্যূতি—ভিঃ।

ভব। নঃ। সপ্রথস্তম ইতি সপ্রথঃ—তমঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়স্ত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

ঈয়ুষ্টে যে পূর্ব্বতরামপশ্যন্ ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্ত্যাসঃ। অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাঽভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥ ৩৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

ঈয়ুঃ। তে। যে। পূর্ব্বতরামিতি পূর্ব্ব—তরাম্। অপশ্যন্। ব্যুচ্ছন্তীমিতি বি—উচ্ছন্তীম্। উষসম্। মর্ত্ত্যাসঃ। অস্মাভিঃ। উ। নু। প্রতিচক্ষ্যেতি প্রতি—চক্ষ্যা। অভূৎ। ও ইতি। তে। যন্তি। যে। অপরীষু। পশ্যান্ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুস্ত্রিংশোঽনুবাকঃ।)

জ্যোতিষ্মতীং ত্বা সাদয়ামি জ্যোতিষ্কৃতং ত্বা সাদয়ামি জ্যোতির্বিদং ত্বা সাদয়ামি ভাস্বতীং ত্বা সাদয়ামি জ্বলন্তীং ত্বা

সাদয়ামি মল্মলাভবন্তীং ত্বা সাদয়ামি দীপ্যমানাং

ত্বা সাদয়ামি রোচমানাং ত্বা সাদয়াম্যজস্রাং ত্বা

সাদয়ামি বৃহজ্জ্যোতিষং ত্বা সাদয়ামি বোধয়ন্তীং

ত্বা সাদয়ামি জাগ্রতীং ত্বা সাদয়ামি ॥ ৩৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

জ্যোতিষ্মতীম্। ত্বা। সাদয়ামি। জ্যোতিষ্কৃতমিতি জ্যোতিঃ—কৃতম্। ত্বা।

সাদয়ামি। জ্যোতির্ব্বিদমিতি জ্যোতিঃ—বিদম্। ত্বা। সাদয়ামি। ভাস্বতীম্।

ত্বা। সাদয়ামি। জ্বলন্তীম্। ত্বা। সাদয়ামি। মল্মলাভবন্তীমিতি মল্মলা—

ভবন্তীম্। ত্বা। সাদয়ামি। দীপ্যমানাম্। ত্বা। সাদয়ামি। রোচমানাম্।

ত্বা। সাদয়ামি। অজস্রাম্। ত্বা। সাদয়ামি। বৃহজ্জ্যোতিষমিতি

বৃহৎ—জ্যোতিষম্। ত্বা। সাদয়ামি। বোধয়ন্তীম্। ত্বা।

সাদয়ামি। জাগ্রতীম্। ত্বা। সাদয়ামি ॥ ৩৪ ॥

* * *

পঞ্চত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

প্রয়াসায় স্বাহাঽয়াসায় স্বাহা বিয়াসায় স্বাহা সংয়াসায়
স্বাহোদ্যাসায় স্বাহাঽবয়াসায় স্বাহা শুচে স্বাহা শোকায়
স্বাহা তপ্যত্বৈ স্বাহা তপতে স্বাহা ব্রহ্মহত্যায়ৈ
স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

প্রয়াসায়েতি প্র—য়াসায়। স্বাহা। আয়াসায়েত্যা—য়াসায়। স্বাহা। বিয়াসায়েতি বি—য়াসায়। স্বাহা। সংয়াসায়েতি সং—য়াসায়। স্বাহা। উদ্যাসায়েত্যুৎ—যাসায়। স্বাহা। অবয়াসায়েত্যব—য়াসায়। স্বাহা। শুচে। স্বাহা। শোকায়। স্বাহা। তপ্যত্বৈ। স্বাহা। তপতে। স্বাহা। ব্রহ্ম-হত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। স্বাহা। সর্ব্বস্মৈ। স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

* * *

ষট্‌ত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ষট্‌ত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

চিত্তং সন্তানেন ভবং যক্না রুদ্রং তনিম্না পশুপতিং

স্থূলহৃদয়েনাগ্নিং হৃদয়েন রুদ্রং লোহিতেন শর্ব্বং মতস্নাভ্যাং

মহাদেবমন্তঃপার্শ্বেনৌষিষ্ঠহনং শিঙ্গীনিকোশ্যাভ্যাম্ ॥ ৩৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

চিত্তম্। সন্তানেনেতি সং—তানেন। ভবম্। যক্না। রুদ্রম্। তনিম্না। পশু-

পতিমিতি পশু—পতিম্। স্থূলহৃদয়েনেতি স্থূল—হৃদয়েন। অগ্নিম্। হৃদয়েন।

রুদ্রম্। লোহিতেন। শর্ব্বম্। মতস্নাভ্যাম্। মহাদেবমিতি। মহা—

দেবম্। অন্তঃপার্শ্বেনেত্যন্তঃ—পার্শ্বেন। ওষিষ্ঠহনমিত্যোষিষ্ঠ—

হনম্। শিঙ্গীনিকোশ্যাভ্যামিতি শিঙ্গী—নিকোশ্যাভ্যাম্। ৩৬ ॥

* * *

সপ্তত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্ব্বাচীনꣳ

সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায়

ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥ ৩৭॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

আ ইতি। তিষ্ঠ। বৃত্রহন্নিতি বৃত্র-হন্। রথম্। যুক্তা। তে ব্রহ্মণা হরী ইতি।

অর্ব্বাচীনম্। স্বিতি। তে। মনঃ। গ্রাবা। কৃণোতু। বগ্নুনা। উপযাম-

গৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে। এষঃ।

তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে॥ ৩৭॥

* * *

অষ্টাত্রিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টাত্রিংশোঽনুবাকঃ)।

ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসমৃষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ

মানুষাণাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ

তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥ ৩৮॥

* * *

পদ-পাঠঃ

ইন্দ্রম্। ইৎ। হরী ইতি। বহতঃ। অপ্রতিধৃষ্টশবসমিত্যপ্রতিধৃষ্ট—শবসম্। ঋষীণাম্। চ। স্তুতীঃ। উপেতি। যজ্ঞম্। চ। মানুষাণাম্। উপযাম-গৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে। এষঃ। তে। যোনি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে ॥ ৩৮ ॥

* * *

একোনচত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একোনচত্বারিংশোঽনুবাকঃ)।

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা
পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যং ন রশ্মিভিঃ। উপযাম-
গৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে
যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অসাবি। সোমঃ। ইন্দ্র। তে। শবিষ্ঠ। ধৃষ্ণো। এতি। গহি। এতি। ত্বা। পৃণক্তু। ইন্দ্রিয়ম্। রজঃ। সূর্য্যম্। ন। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ। উপযাম-

গৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে।

এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে॥ ৩৯॥

* * *

চত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চত্বারিংশোঽনুবাকঃ)।

সর্ব্বস্য প্রতিশীবরী ভূমিস্ত্বোপস্থ আঽধিত। স্যোনাঽস্মৈ সুষদা ভব যচ্ছাস্মৈ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥ ৪০॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বস্য। প্রতিশীবরীতি প্রতি—শীবরী। ভূমিঃ। ত্বা। উপস্থ ইত্যুপ—স্থে। এতি। অধিত। স্যোনা। অস্মৈ। সুষদেতি সু—সদা। ভব। যচ্ছ। অস্মৈ। শর্ম্ম। সপ্রথা ইতি স—প্রথাঃ। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে। এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে॥ ৪০॥

* * *

একচত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। একচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

মহা৺ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম যচ্ছতু। স্বস্তি নো
মঘবা করোতু হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। উপযাম-
গৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে
যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৪১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মহান্। ইন্দ্রঃ। বজ্রবাহুরিতি বজ্র—বাহুঃ। ষোড়শী। শর্ম্ম। যচ্ছতু। স্বস্তি।
নঃ। মঘবেতি মঘ—বা। করোতু। হন্তু। পাপ্মানম্। যঃ। অস্মান্।
দ্বেষ্টি। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা।
ষোড়শিনে। এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে ॥ ৪১ ॥

* * *

দ্বিচত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছূর বিদ্বান্।
জহি শত্রূ৺রপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ।

উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে

যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৪২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সজোষা ইতি স—জোষাঃ। ইন্দ্র। সগণ ইতি স—গণঃ। মরুদ্ভিরিতি মরুৎ—ভিঃ। সোমম্। পিব। বৃত্রহন্নিতি বৃত্র—হন্। শূর। বিদ্বান্। জহি। শত্রূন্। অপেতি। মৃধঃ। নুদস্ব। অথ। অভয়ম্। কৃণুহি। বিশ্বতঃ। নঃ। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে। এষঃ। তে। যোনিঃ। ইন্দ্রায়। ত্বা। ষোড়শিনে ॥ ৪২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'আয়ূংষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ) 'চ' (তথা) 'উর্জ্জং' (বলকরং, শক্তিপ্রদায়কং) 'ইষং' (সিদ্ধং) 'আসুব' (অভিমুখ্যেন প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'দুচ্ছুনাং' (রিপূন্) 'আরে' (দূরে, অত্যন্তঃ দূরে,—প্রের। ইতি যাবৎ) তথা তান্ 'বাধস্ব' (বিনাশয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবান্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ তথা সৎকর্ম্মসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি – সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ); 'তেজস্বতে' (জ্যোতির্ম্ময়ায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থানং) ভবতু—ইতি শেষঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তেজস্বতে' (জ্যোতির্ম্ময়ায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুয়াম—ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৯ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন এবং শক্তিপ্রদায়ক সিদ্ধি প্রদান করুন; রিপুদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করুন এবং তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী এবং সৎকর্ম্মসমর্থ করুন)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; জ্যোতি-র্ম্ময় জ্ঞান-দেবের জন্য আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৯ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ওজসা সহ' (বলেন সহ, আত্মশক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'উত্তিষ্ঠন' (উত্থায়, হৃদি আগত্য ইত্যর্থঃ) 'চমূ' (পাত্রেষু, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইত্যর্থঃ) 'সুতম্' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা) 'শিপ্রে' (জ্যোতিষি) 'অবেপয়ঃ' (কম্পয়, অস্মান্ স্থাপয়, ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপহারং গৃহ্নাতু তথা দিব্যজ্যোতিঃ প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(খ) হে পরাজ্ঞান! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'তেজস্বতে' (পরমশক্তিশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম'

(প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

(গ) হে পরাজ্ঞান! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থানং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'তেজস্বতে' (পরমশক্তিশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুয়াম—ইতি শেষঃ ॥ (১ অষ্টক—৪প্রপাঠক—৩০অনুবাক।)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) বলাধিপতে হে দেব! আত্মশক্তির সহিত হৃদয়ে আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করতঃ জ্যোতিঃতে আমাদিগকে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপহার গ্রহণ করুন)।

(খ) হে পরাজ্ঞান! আপনি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন। পরমশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি)।

(গ) হে পরাজ্ঞান! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক; পরমশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩০ অনুবাক)॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা॥

(ক) 'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্) ত্বং 'তরণিঃ' (ভবসাগরাতুদ্ধারকর্ত্তা) 'বিশ্বদর্শতঃ' (বিশেষাং সর্ব্বেষাং মুমুক্ষুণাং দর্শনীয়ঃ; 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যশ্চৈতাবদরে খল্বমৃতত্বং' ইত্যাদি শ্রুতেঃ) 'জ্যোতিষ্কৃৎ' (জ্যোতিষ্কানাং কর্ত্তা প্রতিষ্ঠাতা বা) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং দৃশ্যজাতং বস্তু) 'রোচনং' (দীপ্যমানং যথা তথা) 'আভাসি' (সম্যক্ প্রকাশয়সি)। হে পরমাত্মন্! ত্বমেব অস্য জগতঃ স্রষ্টা প্রকাশকঃ উদ্ধারকর্ত্তা চেতি ভাবঃ।

(খ) হে দিব্যজ্যোতিঃ! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি, আবির্ভূতঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'ভ্রাজস্বতে' (জ্যোতির্ম্ময়ায়) 'সূর্য্যায়' (জ্ঞানদেবায়) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে দিব্যজ্যোতিঃ! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ'

(নিবাসস্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'ভ্রাজস্বতে' (জ্যোতির্ম্ময়ায়) 'সূর্য্যায়' (জ্ঞানদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩১ অনুবাক) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে সূর্য্য (সর্ব্বান্তর্য্যামি-হেতু সকলের প্রেরণকর্ত্তা পরমাত্মা) ! তুমি এই ভাব-সাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শন-যোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের স্বষ্টিকর্ত্তা ; তুমিই দৃশ্যমান সকল পদার্থকে প্রকাশ করিতেছ। (ভাব এই যে,—হে পরমাত্মন্ ! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্ত্তা)।

(খ) হে দিব্যজ্যোতিঃ ! আপনি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন ; জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-দেবের জন্য আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(গ) হে দিব্যজ্যোতিঃ ! আমাদের হৃৎপ্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক ; জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-দেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩১ অনুবাক) ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'মদিন্তম' (শ্রেষ্ঠানন্দপ্রদ) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষাশক্তিভিঃ) অস্মান্ 'আপ্যায়স্ব' (বর্দ্ধিতান্ কুরু, রক্ষ) শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাশক্তিং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। হে দেব ! ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুপ্রথস্তমঃ' (শ্রেষ্ঠরক্ষকঃ) 'ভব' (এধি) ; শুদ্ধসত্ত্বং অস্মভ্যং পরমাং গতিং দদাতু—ইতি প্রার্থনা। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩২ অনুবাক।)

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) শ্রেষ্ঠ আনন্দপ্রদ হে শুদ্ধসত্ত্ব ! সকল রক্ষাশক্তির দ্বারা আপনি আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন—রক্ষা করুন ; (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব প্রভা[illegible] আমরা যেন পরাশক্তি লাভ করি) ; হে দেব ! আপনি আমাদিগের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হউন ; (প্রার্থনা—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে পরমা গতি প্রদান করুন) ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩২ অনুবাক।) ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(খ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সমাধিমগ্নাঃ ইত্যর্থঃ) 'মর্ত্তাসঃ' (মনুষ্যাঃ, মনীষিণঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্যুচ্ছন্তীং' (অজ্ঞাননাশিনীং জ্যোতিঃস্বভাবাং) 'পূর্ব্বতরাং' (আদিভূতাং) 'উষসং' (জ্ঞানদায়িনীং উষাদেবীং) 'অপশ্যন্' (পশ্যন্তি), 'তে' (মহাপুরুষাঃ) 'উৎ' (মহেশ্বরং, পরমাত্মানং) 'ঈয়ুঃ' (লভন্তে); 'ইতি' (এবং প্রকারেণ, তেষাং অনুসরণেন ইত্যর্থঃ) 'অস্মাভিঃ' (ব্রহ্মচর্য্যশীলৈঃ সদ্ভিঃ) 'নু' (নিশ্চয়মেব) সঃ 'প্রতিচক্ষ্যা' (পরিদৃষ্টঃ) 'অভূৎ' (ভবতি); মহাপুরুষাণাং পন্থানং অনুসৃত্য অস্মাভিরপি ভগবান্ দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ; অপিচ 'ইতি' (এবং রীতিং অনুসৃত্য) 'যে' (সংযতপুরুষাঃ) 'অপরীষু' (পরবর্ত্তিনীষু সংসৃতিষু—কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'পশ্যান্' (দ্রক্ষ্যন্তি), কর্ম্মক্ষেত্রেষু বিচরন্তি ইত্যর্থঃ, 'তে' (মুমুক্ষবঃ) 'ও' (ওঁ, প্রণবরূপিণং ভগবন্তং) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি)। অয়ং ভাবঃ—যয়া রীত্যা পূর্ব্বমনীষিণঃ ভগবন্তং লব্ধবন্তঃ, তয়া রীত্যা সংযমশীলাঃ সন্তঃ বয়মপি তং লব্ধুং শক্নুয়াম। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৩ অনুবাক)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

যে সকল প্রসিদ্ধ (সমাধিমগ্ন) মনুষ্যগণ (মনীষিগণ) অজ্ঞাননাশিনী, জ্যোতিঃ-স্বভাবা, আদিভূতা, জ্ঞানদায়িনী উষা-দেবীকে দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ মহেশ্বর পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছেন; এইরূপ ভাবে, তাঁহাদিগের অনুসরণের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ আমাদিগের কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তিনি পরিদৃষ্ট হয়েন; অর্থাৎ, মহাপুরুষদিগের পথ অনুসরণ করিলে আমাদিগের দ্বারাও ভগবান্ দৃষ্ট হয়েন; অপিচ, এই রীতির অনুসরণ করিয়া, যে সকল সংযতপুরুষ পরবর্ত্তী সংসারসমূহে কর্ম্ম সকল দর্শন করিবেন; অর্থাৎ, কর্ম্মক্ষেত্রসমূহে বিচরণ করেন; সেই সকল মুমুক্ষুগণ প্রণবরূপী ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—যে রীতির দ্বারা পূর্ব্বমনীষিগণ ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, সেই রীতিতে সংযমশীল হইয়া, আমরাও যেন তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হই)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৩ অনুবাক)॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে ভগবন্! 'জ্যোতিষ্মতীং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (পরিচয়ামি, অনুসরামি ইত্যর্থঃ)।

(খ) হে ভগবন্! 'জ্যোতিষ্কৃতং' (জ্যোতির্দ্দাতারং, পরাজ্ঞানদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(গ) হে ভগবন্! 'জ্যোতির্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞানানাং জ্ঞাতারং, সর্ব্বজ্ঞং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ঘ) হে ভগবন্! 'ভাস্বতীং' (দিব্যোজ্জ্বলং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ঙ) হে ভগবন্! 'জ্বলন্তীং' (দিব্যালোকস্বরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(চ) হে ভগবন্! 'মল্মলাভবন্তীং' (পরমোজ্জ্বলরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ছ) হে ভগবন্! 'দীপ্যমানং' (জ্যোতিঃদায়কং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(জ) হে ভগবন্! 'রোচমানাং' (জগৎপ্রকাশকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ঝ) হে ভগবন্! 'অজস্রাং' (অনন্তশক্তিযুতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ঞ) হে ভগবন্! 'বৃহজ্জ্যোতিষং' (মহান্তং জ্যোতিঃস্বরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ট) হে ভগবন্! 'বোধয়ন্তীং' (জ্ঞানবুদ্ধিদাতারং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)।

(ঠ) হে ভগবন্! 'জাগ্রতীং' (চিরজাগরূকং, চৈতন্যস্বরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (আরাধয়ামি)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৪ অনুবাক)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে ভগবন্! জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(খ) হে ভগবন্! পরাজ্ঞানদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(গ) হে ভগবন্! সর্ব্বজ্ঞ আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ঘ) হে ভগবন্! দিব্যোজ্জ্বল আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ঙ) হে ভগবন্! দিব্যালোকস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(চ) হে ভগবন্! পরমোজ্জ্বলরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ছ) হে ভগবন্! জ্যোতিঃদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(জ) হে ভগবন্! জগৎপ্রকাশক আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ঝ) হে ভগবন্! অনন্তশক্তিযুত আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ঞ) হে ভগবন্! মহান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ট) হে ভগবন্! জ্ঞান-বুদ্ধিদাতা আপনাকে আরাধনা করিতেছি।

(ঠ) হে ভবব্ন্! চৈতন্য-স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৪ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'প্রয়াসায়' (প্রচেষ্টায়ৈ, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে চেষ্টায়ৈ) 'স্বাহা' (মঙ্গলং ভবতু) ভগবৎপ্রাপ্তিচেষ্টা সফলা ভবতু ইত্যর্থঃ।

(খ) 'আয়াসায় স্বাহা' (সাধনায়ৈ মঙ্গলং ভবতু) সাধনা সিদ্ধিপ্রদা ভবতু—ইতি ভাবঃ।

(গ) 'বিয়াসায় স্বাহা' (বিশিষ্টায়ৈ সাধনায়ৈ মঙ্গলং ভবতু, ভগবৎপ্রাপিকা সাধনা সফলা ভবতু ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) 'সংয়াসায় স্বাহা' (শ্রেষ্ঠতমায়ৈ প্রচেষ্টায়ৈ মঙ্গলং ভবতু; মোক্ষপ্রাপ্তিচেষ্টা সফলা ভবতু ইত্যর্থঃ)।

(ঙ) 'উদ্যাসায় স্বাহা' (উদ্যোগায় মঙ্গলং ভবতু, অস্মাকং সর্ব্ববিধং উদ্যোগং মোক্ষপ্রদং ভবতু ইতি ভাবঃ)।

(চ) 'অবয়াসায় স্বাহা' (অস্মাকং সর্ব্বপ্রযত্নায় মঙ্গলং ভবতু, অস্মাকং সর্ব্বপ্রযত্নঃ সিদ্ধঃ ভবতু ইত্যর্থঃ)।

(ছ) 'শুচে স্বাহা (পবিত্রতালাভায় মঙ্গলং ভবতু; বয়ং পবিত্রহৃদয়াঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ)।

(জ) 'শোকায় স্বাহা' (শোকপ্রাপ্তিঃ অপি অস্মাকং মঙ্গলসাধিকা ভবতু ইতি ভাবঃ।)॥

(ঝ) 'তপ্যত্যৈ স্বাহা' (আরাধনায়ৈ মঙ্গলং ভবতু, অস্মাকং ভগবদারাধনা ইষ্টপ্রদা ভবতু—ইতি ভাবঃ।)॥

(ঞ) 'তপতে স্বাহা' (সাধনায়ৈ মঙ্গলং ভবতু, তপোসাধনেন বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি ভাবঃ)।

(ট) 'ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা' (ব্রহ্মহত্যাজনিতপাপাৎ অপি বয়ং মুক্তাঃ ভবেম, যদ্বা বয়ং ব্রহ্মপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ)।

(ঠ) 'সর্ব্বস্মৈ স্বাহা' (সর্ব্বজীবায় মঙ্গলং ভবতু, বিশ্বস্য সর্ব্বে জীবাঃ পরাশান্তিং লভন্তাম্ ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৫ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টাতে মঙ্গল হউক, অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা সফল হউক।

(খ) সাধনাতে মঙ্গল হউক, অর্থাৎ সাধনা সিদ্ধিপ্রদ হউক।

(গ) বিশিষ্ট সাধনায় মঙ্গল হউক, অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপিকা সাধনা সফল হউক।

(ঘ) শ্রেষ্ঠতম প্রচেষ্টাতে মঙ্গল হউক, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি চেষ্টা সফল হউক।

(ঙ) উদ্যোগে মঙ্গল হউক, অর্থাৎ আমাদের সর্ব্ববিধ উদ্যোগ মোক্ষপ্রদ হউক।

(চ) আমাদের সর্ব্বপ্রযত্ন সিদ্ধ হউক।

(ছ) আমরা যেন পবিত্রহৃদয় হই।

(জ) শোকপ্রাপ্তিও আমাদের মঙ্গলসাধিকা হউক।

(ঝ) আরাধনাতে মঙ্গল হউক; অর্থাৎ আমাদের ভগবদারাধনা ইষ্টপ্রদা হউক।

(ঞ) সাধনাতে মঙ্গল হউক; অর্থাৎ তপোসাধনের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।

(ট) ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও যেন আমরা মুক্ত হই, (অথবা আমরা যেন ব্রহ্মপরায়ণ হই।)।

(ঠ) বিশ্বের সকলজীব পরাশান্তি লাভ করুক। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৫ অনুবাক।)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'সন্তানেন' (সর্ব্বব্যাপিকয়া শক্ত্যা, তদ্ধেতুনা ইত্যর্থঃ) 'চিত্তং' (চিৎস্বরূপং দেবং) সর্ব্বে জানন্তি, জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ।

(খ) 'যক্না' হৃৎশক্ত্যা, হৃদয়ভাবেন, তস্য করুণয়া ইত্যর্থঃ) 'ভবং' (সর্ব্বস্য উৎপত্তিমূলং, জগতঃ উৎপত্তিকারণং দেবং) সর্ব্বে লোকাঃ জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি।

(গ) 'তনিম্না' (সূক্ষ্মতয়া, সূক্ষ্মশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'রুদ্রং' (রিপুনাশে কঠোরহৃদয়ং দেবং) সর্ব্বে জানন্তি, জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ।

(ঘ) 'পশুপতিং' (জীবানাং অধিপতিং, সর্ব্বভূতাধীশং দেবং) লোকাঃ 'স্থূলহৃদয়েন' (মহদন্তঃকরণেন) জানন্তি, জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি শেষঃ।

(ঙ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'হৃদয়েন' (হৃৎশক্ত্যা) লোকাঃ জানন্তি জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ।

(চ) 'রুদ্রং' (রিপুনাশে ক্রোধপরায়ণং দেবং) লোকাঃ 'লোহিতেন' (রজঃশক্ত্যা, রুদ্রশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি শেষঃ।

(ছ) 'শর্ব্বং' (রিপুবধকারিণং দেবং, রিপুনাশকং দেবং) লোকাঃ 'মতস্নাভ্যাম্' (রক্ষা-পালনশক্তিভ্যাং ইত্যর্থঃ) আরাধয়ন্তি ইতি শেষঃ।

(জ) 'মহাদেবং' (পরমদেবং) লোকাঃ 'অন্তঃপার্শ্বেন' (অন্তর্শক্ত্যা) জ্ঞাতুং সমর্থাঃ ভবন্তি।

(ঝ) 'ওষিষ্ঠহনং' (দাহকারিণঃ রিপূন্ যঃ হন্তি তং দুর্দ্ধর্ষরিপুনাশকং দেবং) সাধকাঃ 'শিঙ্গীনিকোশ্যাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং) প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৬ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) সর্ব্বব্যাপী শক্তির জন্য অর্থাৎ সেই শক্তিহেতু চিৎস্বরূপ দেবতাকে সকলে জানিতে সমর্থ হয়।

(খ) তাঁহার করুণার জন্য জগতের উৎপত্তিকারণ দেবতাকে সকল লোকে জানিতে সমর্থ হয়।

(গ) সূক্ষ্মশক্তির জন্য রিপুনাশে কঠোরহৃদয় দেবতাকে সকলে জানিতে সমর্থ হয়।

(ঘ) সর্ব্বভূতাধীশ দেবতাকে লোকগণ মহদন্তঃকরণের জন্য জানিতে সমর্থ হয়।

(ঙ) জ্ঞানদেবকে হৃদয়শক্তির জন্য লোকে জানিতে সমর্থ হয়।

(চ) রিপুনাশে ক্রোধপরায়ণ দেবকে লোকে রুদ্রশক্তির জন্য জানিতে সমর্থ হয়।

(ছ) রিপুনাশক দেবতাকে লোকে রক্ষাপালনশক্তির জন্য আরাধনা করে।

(জ) পরমদেবতাকে লোকে অন্তঃশক্তিদ্বারা জানিতে সমর্থ হয়।

(ঝ) দুর্দ্ধর্ষরিপুনাশক দেবতাকে সাধকগণ জ্ঞানভক্তিদ্বারা লাভ করেন। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৬ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'বৃত্রহন্' (অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্!) 'রথং' (অস্মাকং হৃদয়ং কর্ম্ম বা) 'আতিষ্ঠ' (সমন্তাৎ প্রাপ্নুহি); 'ব্রহ্মণা' (অস্মদুচ্চারিতেন স্তোত্রেণ, শব্দমন্ত্রেণ) 'তে' (তব

বহনোপযোগিনৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'যুক্তা' (যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'গ্রাবা' (পাষাণবৎ বিশুষ্কঃ অস্মাকং হৃদয়ঃ) 'বগ্নুনা' (স্তোত্রমন্ত্রেণ—অভিষিক্তঃ সন্) 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তরং, অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সু' (সুষ্ঠু-রূপেণ) 'অর্ব্বাচীনং' (অস্মদভিমুখং) 'কৃণোতু' (করোতু)। পাষাণবদ্দৃঢ়হৃদয়ঃ মন্ত্র-প্রভাবেন আর্দ্রঃ ভবতু; তস্মিন্ হৃদি হে ভগবন্ ত্বং অধিতিষ্ঠ—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণঃ ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে পরাজ্ঞান! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নং ভবসি সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'ষোড়শিনে' (ষোড়শগুণশালিনে, সর্ব্বগুণোপেতায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে পরাজ্ঞান! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়-স্থানং) ভবতু—ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে পরাজ্ঞান! 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং হৃদি উৎপাদয়াম—ইতি শেষঃ। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৭ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়কে বা কর্ম্মকে সমন্তাৎ প্রাপ্ত হউন; আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা (শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা) আপনার বহনোপযোগী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক; পাষাণবৎ বিশুষ্ক আমাদিগের হৃদয়, স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, আপনার অন্তরকে—আপনার অনুগ্রহকে—সুষ্ঠু-রূপে আমাদিগের অভিমুখ করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাষাণবৎ দৃঢ় আমাদিগের হৃদয় মন্ত্রপ্রভাবে আর্দ্র হউক; সেই হৃদয়ে, হে ভগবন্, আপনি অবস্থান করুন—আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।)॥

(খ) হে পরাজ্ঞান! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; সর্ব্ব-গুণোপেত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(গ) হে পরাজ্ঞান! আমাদের হৃদয়প্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(ঘ) হে পরাজ্ঞান! সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার জন্য, অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উৎপাদন করি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৭ অনুবাক)।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' (অশেষশক্তিশালিনং, প্রতিদ্বন্দ্বিরহিতবলযুক্তং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'ঋষীণাং' (মন্ত্রদ্রষ্টৄণাং সাধকানাং) 'চি' (তথা-) 'মানুষাণাং (লোকানাং, জনসাধারণানাং) 'স্তুতীঃ' (স্তোত্রান্) 'চ' (তথা) 'যজ্ঞং' (সর্ব্ববিধং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'উপ' (সমীপং) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'বহতঃ' (প্রাপয়তঃ)। জ্ঞানভক্তিসহযুতেন কর্ম্মণা নরঃ সর্ব্বাবস্থায়াং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ।

(খ) হে পরাজ্ঞান! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নং ভবসি—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); 'ষোড়শিনে' (ষোড়শগুণশালিনে, সর্ব্বগুণোপেতায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(গ) হে পরাজ্ঞান! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়-স্থানং) ভবতু—ইতি শেষঃ।

(ঘ) হে পরাজ্ঞান! 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং হৃদি উৎপাদয়াম—ইতি শেষঃ। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৮ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় অশেষশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণের এবং জনসাধারণের স্তোত্রসমূহের ও সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সমীপে নিশ্চয়ই বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(খ) হে পরাজ্ঞান! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; সর্ব্ব-গুণোপেত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(গ) হে পরাজ্ঞান! আমাদের হৃদয়প্রদেশ আপনার নিবাসস্থান হউক।

(ঘ) হে পরাজ্ঞান! সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার জন্য, অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উৎপাদন করি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৮ অনুবাক)।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'তে' (ত্বদর্থং) অস্মাসু 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অসাবি' (উৎপন্নঃ সঞ্চিতঃ বা অস্তু); 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্) 'ধৃষ্ণো' (শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ, রিপু-

বিবর্দ্ধক হে ভগবন) 'আ গহি' (আগচ্ছ, অস্মান প্রাপ্নুহি); 'ইন্দ্রিয়ং' (অস্মাকং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং, সর্ব্বা শক্তিঃ) 'সূর্য্যঃ' (দিবাকরঃ, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'ন' (যথা) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ, জ্যোতিভিঃ) 'রজঃ' (অন্তরিক্ষং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ, রজোভাবং অহঙ্কারাদিজন্মকারণং নশ্যতি তদ্বৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃণক্তু' (পূরয়তু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বা শক্তিঃ ত্বয়ি বিনিবিষ্টা ভবতু—অস্মাকং হৃদয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বেন পূর্ণঃ অস্তু; অতঃ ত্বং অস্মাসু বিরাজমানঃ ভব।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (সাধকহৃদি উৎপাদিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ); 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)। শুদ্ধসত্ত্বেন বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়স্থান) ভবতু—ইতি শেষঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) হৃদি উৎপাদয়াম ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৯ অনুবাক)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হউক। অতিশয় বলবান্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করে সেইরূপ (অথবা জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন সেইরূপ) সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! আমাদিগের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হউক—আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ রহুক; আর, আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান রহুন।)॥

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন; সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।)॥

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদ্দেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান ইন্দ্রদেবের জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদিত করিতে পারি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৩৯ অনুবাক।)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) হে মম মনঃ! 'সর্ব্বস্য' (সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য) 'প্রতিশীবরী' (আভিমুখ্যশায়ী, অনুগ্রহকারী ইত্যর্থঃ) 'ভূমিঃ' (নিবাসস্থানং, সাধকানাং আশ্রয়স্থানং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপদে' (উপরিতস্থানং, পরমাশ্রয়ং) 'আধত্ত' (আদধাতু, প্রযচ্ছতু)।

(খ) হে পরমাশ্রয়! 'অগ্নৈ' (অগ্নৈ দেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'স্যোনা' (সুখপ্রদঃ) তথা 'সুষদা' (শোভননিবাসঃ) 'ভব'; 'অস্মৈ' (অস্মৈ দেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'সপ্রথাঃ' (অতিবিস্তৃতঃ সন্, পরমসুখপ্রদঃ সন্) 'শর্ম্ম' (মঙ্গলং) 'যচ্ছ' (প্রদেহি)।

(গ) হে পরমাশ্রয়! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (প্রাপ্তঃ ভবসি—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ); 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং, আশ্রয়স্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) অস্মাকং হৃদি উৎপাদয়াম ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪০ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) হে আমার মন! সর্ব্বভূতজাতের অনুগ্রহকারী সাধকদের আশ্রয়স্থান তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করুন।

(খ) হে পরমাশ্রয়! ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনি সুখপ্রদ এবং শোভননিবাস হউন; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পরমসুখপ্রদ হইয়া মঙ্গল প্রদান করুন।

(গ) হে পরমাশ্রয়! আপনি সাধকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন; সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক; সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য অর্থাৎ তাহাকে প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন আপনাকে আমাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪০ অনুবাক।)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'মহান' (মহদন্তঃকরণবিশিষ্টঃ, মহত্ত্বযুতঃ) 'বজ্রবাহুঃ' (রক্ষাস্ত্রধারী) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিদেবঃ) অস্মভ্যং 'ষোড়শী শর্ম্ম' (সর্ব্ববিধং মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'যচ্ছতু' (প্রযচ্ছতু)।

(খ) 'মঘবা' (পরমধনবান্, পরমধনদাতা দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি করোতু' (মঙ্গলং করোতু) ; 'যঃ' (যঃ রিপুঃ) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ অস্মান্) 'দ্বেষ্টি' (হিনস্তি) 'পাপ্মানং' (পাপকারিণং, পাপপথি প্রবর্ত্তয়িতারং তং রিপুং) সঃ দেব 'হন্তু' (বিনাশয়তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিদধাতু তথা সর্ব্বান্ রিপূন্ বিনাশয়তু —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপন্নঃ ভবসি—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ); 'ষোড়শিনে (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে, 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (নিবাসস্থানং) ভবতু—ইতি শেষঃ ; 'ষোড়শিনে' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং লভেমাহ—ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪১ অনুবাক।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহত্ত্বযুত রক্ষাস্ত্রধারী বলাধিপতিদেব আমাদিগকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করুন।

(খ) পরমধনদাতা দেব আমাদের মঙ্গল করুন; যে রিপু প্রার্থনাকারী আমাদিগকে হিংসা করে, পাপপথে প্রবর্ত্তনকারী সেই রিপুকে সেই দেবতা বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন।)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকহৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন; সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়দেশ আপনার নিবাসস্থান হউক; সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন লাভ করি। (১ অষ্টক ৪ প্রপাঠক—৪১ অনুবাক।) ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'শূর' (বলবন্, সর্ব্বশক্তিমন্) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'মরুদ্ভিঃ সজোষাঃ' (বিবেকজ্ঞানদায়কঃ) 'সগণঃ' (গণৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ, সর্ব্বদেবভাবযুতঃ, দেবভাবপ্রদায়কঃ

ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'বিদ্বান্' (পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং—অস্মাকং হৃন্নিহিতং ইতি যাবৎ) 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃন্নিহিতং পূজোপকরণরূপং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবান গৃহ্নাতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) হে দেব! অস্মাকং 'শত্রূন্' (রিপূন্) 'জহি' (বিনাশয়); 'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্) 'অপনুদস্ব' (বিতাড়য়); 'অথ' (অনন্তরং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অভয়ং কৃণুহি' (ভয়ং দূরং কুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া রিপূন্ বিনাশ্য অস্মভ্যং অভয়ং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'গৃহীতঃ অসি' (উৎপাদিতঃ ভবসি—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'ষোড়শিনে' (সর্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযাম' (প্রাপ্নুয়াম)।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশঃ) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (আশ্রয়-স্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'ষোড়শিনে' (সর্বৈশ্বর্য্যশালিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) হৃদি উৎপাদয়াম ইতি শেষঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪২ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) সর্ব্বশক্তিমান বলাধিপতি হে দেব! বিবেকজ্ঞানদায়ক, দেব-ভাবপ্রদায়ক, অজ্ঞানতানাশক, পরাজ্ঞানদায়ক, আপনি আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃন্নিহিত পূজোপকরণরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ গ্রহণ করুন।)।

(খ) হে দেব! আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন; হিংসক শত্রুগণকে বিতাড়িত করুন; অনন্তর আমাদিগের ভয় দূর করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ব্বক রিপুগণকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন।)

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন; সর্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থান হউক। সর্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য আপনাকে যেন হৃদয়ে উৎপাদিত করি। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪২ অনুবাক।)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কল্পঃ—"ত্রীনগ্নিষ্টোমেঽতিগ্রাহান্ গৃহ্ণাত্যাগ্নেয়মৈন্দ্রং সৌর্য্যমিত্যগ্ন আয়ূꣳষ্যুত্তিষ্ঠংস্তরণিরিতি গ্রহণসাদনাঃ" ইতি।

প্রথমমন্ত্রপাঠস্তু—"অগ্ন আয়ূꣳষি পবস আ সুবোর্জ্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা তেজস্বত এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা তেজস্বতে॥" ইতি। হেঽগ্নে ত্বং ভক্তানামায়ূংষি পবসে শোধয়সি বর্দ্ধয়সীত্যর্থঃ। অস্মাকমিষমন্নমূর্জ্জং বলমাসুব প্রযচ্ছ। দুচ্ছুনাং বৈরিসেনামারে দূরং যথা স্যাত্তথা বাধস্ব। স্পষ্টমন্যৎ॥

দ্বিতীয়মন্ত্রপাঠস্তু—"উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বৌজস্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বৌজস্বতে॥" ইতি॥ হে ইন্দ্র সুতং সোমং পীত্বৌজসা বলেন সহোত্তিষ্ঠংশ্চমূ ভক্ষণকরণভূতে শিপ্রে হনূ অবেপয়শ্চালয়। তচ্চালনলিঙ্গেন তুষ্টমাত্মানমস্মাকং দর্শয়েত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥

তৃতীয়মন্ত্রপাঠস্তু তরণিরিত্যাদিরারণ্যকে সমাম্নাতত্বাত্তত্র ব্যাখ্যেয়ঃ॥ কল্পঃ—"আগ্রয়ণগ্রহং গৃহীত্বাঽথ ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্নিত্যনুদ্রুত্যোপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে জুষ্টং গৃহ্ণামীতি পরিমৃজ্যাঽঽসাদয়তি এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন ইতি" ইতি।

পাঠস্তু—"আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্ব্বাচীনꣳ সু তে মনো গ্রাব কৃণোতু বগ্নুনা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ হে বৃত্রঘ্নিন্দ্র তব হরী অশ্বৌ ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ যুক্তা রথযোজিতৌ। অতো রথমাতিষ্ঠাঽঽরোহ। অয়ং গ্রাবা বগ্নুনা বচনেনাভিষবধ্বনিনা ত্বন্মনোঽভিষুতে সোমেঽর্ব্বাচীনমভিমুখং করোতু। ষোড়শসংখ্যাপূরকং স্তোত্রং শস্ত্রং চ যস্যেন্দ্রস্যাস্ত্যসৌ ষোড়শী স্পষ্টমন্যৎ॥

অস্মিন্নেব গ্রহে পঞ্চ মন্ত্রা বিকল্পন্তে। তত্র প্রথমঃ—"ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসমৃষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ ঋষীণাং মন্ত্রাণাং স্তুতীশ্চ মানুষাণাং যজ্ঞং চোপেত্যাপ্রতিধৃষ্টশবসং কেনাপ্যতিরস্কৃতবলমিন্দ্রমেব হরী রথেন বহতঃ॥

অথ দ্বিতীয়ঃ—"অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ꣳ রজঃ সূর্য্যং ন রশ্মিভিঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ হে শবিষ্ঠাতিশয়েন বলবন্নিন্দ্র তে ত্বদর্থং সোমোঽসাবি সুতঃ। হে ধৃষ্ণো ধার্ষ্ট্যযুক্তাঽঽগহ্যাগচ্ছ। ইন্দ্রিয়শক্তিস্ত্বামাপৃণক্তু আপূরয়তু। কিমিব। রশ্মিভিঃ স্বীকৃতং রজ উদকং সূর্য্যমিব। এতচ্চান্যত্রাম্নাতম্—"আপঃ সূর্য্যে সমাহিতাঃ। অভ্রাণ্যপঃ প্রপদ্যন্তে" ইতি॥

অথ তৃতীয়ঃ—"সর্ব্বস্য প্রতিশীবরী ভূমিস্ত্বোপস্থ আঽধিত। স্যোনাঽস্মৈ সুষদা ভব যচ্ছাস্মৈ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য প্রতিশীবর্য্যাভিমুখ্যশায়িনী ভূমিস্ত্বামিন্দ্রোপস্থ উপস্থিতনস্থান আধিতাঽঽদধাতু। হে ভূ মহ্যা ইন্দ্রায় স্যোনা সুখপ্রদা সুষদা শোভননিবাসস্থানা চ ভব। অস্মৈ যজমানায় সপ্রথা অতিবিস্তৃতা সতী শর্ম্ম সুখং প্রযচ্ছ॥

অথ চতুর্থঃ—"মহাꣳ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম যচ্ছতু। স্বস্তি নো মঘবা করোতু হন্ত

পাপ্মানং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ স্পষ্টোঽর্থঃ॥

অথ পঞ্চমঃ—"সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছূর বিদ্বান্। জহি শত্রূঁ রপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে॥" ইতি॥ হে বৃত্রহঞ্ছূরেন্দ্র সজোষাঃ প্রীতিসহিতো মরুদ্ভির্যুক্তত্বা সগণস্ত্বং যজমানভক্তিং বিদ্বান্সোমং পিব। অস্মাকং মারণোদ্যতাঞ্ শত্রূন্মারয়। ইতরান্মৃধো বৈরিণোঽপনুদস্ব। অনন্তরমস্মাকং সর্ব্বতো ভয়রাহিত্যং কুরু॥

অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"ঐন্দ্রবায়ব আ বায়ো ইন্দ্র তস্য পুনর্গ্রহঃ। মৈত্রাবরুণকেঽয়ং বামাশ্বিনে দ্বৌ বিকল্পিতৌ॥ শুক্রে মন্থিনি চৈকৈকঃ প্রাগিবাঽগ্রয়ণে দ্বয়ম্। ঐকৈক উক্থ্যধ্রুবয়োশ্চতুর্দ্দশ তু মন্ত্রকাঃ॥ ঋতুগ্রহেষূপযামঃ সর্ব্বেষাদৌ প্রযুজ্যতে। ঐন্দ্রাগ্নো বৈশ্বদেবশ্চ ত্রয়ো মারুত্বতগ্রহাঃ॥ বৈকল্পিকৌ দ্বৌ মাহেন্দ্রে কদাঽদিত্যগ্রহস্তথা কদা দধিগ্রহস্তত্র যজ্ঞঃ সোমং পুনঃ ক্ষিপেৎ॥ পিব গ্রাবণাঽলোড়য়েৎস্থা কাব্যো দধ্যা প্রতিশ্রয়ঃ। ত্রয়ো বিকল্প্যাঃ সাবিত্রে বৈশ্বদেবে পরো হ্যসৌ॥ ৫॥ পাত্নীবতগ্রহস্যাস্য হোমোঽগ্না ইতিমন্ত্রতঃ। হারিযোজননাম্নস্তু হবীঃ স্থেতি হুতির্ভবেৎ॥ ৬॥ অগ্নেঽতিগ্রাহ্য আগ্নেয় উত্তিষ্ঠন্ গ্রাহ্য ঐন্দ্রকঃ। ষড় বিকল্প্যাঃ ষোড়শিনি গ্রহকাণ্ডং সমাপ্যতে॥ ৭॥" ইতি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে একোনত্রিংশমারভ্য
ষট্‌ত্রিংশপর্য্যন্তা অষ্টানুবাকাঃ॥ ২৯— ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

উনত্রিংশ অনুবাক।

এই অনুবাকটী চারি মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্র সামবেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই ব্যাখ্যা এখানে উদ্ধৃত হইল।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধনশক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমে শক্তি লাভ, তারপর সিদ্ধি। হৃদয়ে শক্তির উন্মেষ না হইলে, শক্তির অনুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে, সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। ভগবান্ আমাদিগকে সিদ্ধি বা মোক্ষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেইজন্য মানুষকে সাধনা করিতে হয়। তিনি মানুষের হৃদয়ে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনবলে তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া, তাঁহার চরণে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিবেদন না করিয়া, শুধু মুখের কথায় মোক্ষলাভ হয় না। তাই সাধক নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গাহিয়াছেন—

"ডাকলাম না ডাকার মত গুরু যাতে শুনতে পায়
মুখের কথায় ডাকি তাঁরে সে কথা কি তাঁর কানে যায়"

শক্তির লাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন। মুক্তি লাভের জন্য, শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সেই শক্তিও তিনিই মানুষকে প্রদান করেন। তাই, এই শক্তি ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম সম্পাদনে, সর্ব্ব প্রধান বিঘ্ন মানুষের অন্তরস্থ রিপুগণ। তাই তাহাদের বিনাশের জন্য, সাধনমার্গ সুগম করিবার জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে না। হাজার বৎসর বাঁচিয়াও যে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহার জীবনমৃত্যু সকলই সমান—মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার আয়ুষ্কাল আছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু, বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাই 'আয়ুঃষ' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥

দ্বিতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমরা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। সত্ত্বভাব এবং পরাজ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের দ্বারা সহজেই অন্যকে লাভ করা যায়। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে পরাজ্ঞান লাভের উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে জ্ঞানের একটা বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তেজস্বতে অগ্নয়ে' মন্ত্রাংশে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সেই জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতিঃস্বরূপ। জ্যোতিঃ দ্বারা, আলোকের দ্বারা যেমন মানুষ গন্তব্যপথ চিনিতে পারে, সেইরূপভাবে দিব্যজ্যোতিঃ দ্বারা সাধনমার্গের পরিচয় লাভ সম্ভবপর হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষ নিমজ্জিত হইয়া অশেষ দুঃখকষ্ট পায়, গন্তব্য পথ বাহির করিতে না পারিয়া বিপথে চলিতে থাকে। মানুষ স্থির থাকিতে পারে না, নিশ্চল হইয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। একদিকে তাহাকে চলিতেই হইবে। যেখানে সে সত্যপথের সন্ধান পায়, সেখানে অনায়াসে চলিতে পারে; কিন্তু অনেক সময়েই পথপ্রদর্শকের অভাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তদুপরি রিপুগণের আক্রমণ তো আছেই। এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। সেই জ্ঞানলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে, আমাদের হৃদয়ও যেন শুদ্ধসত্ত্বের লীলাভূমি হয়। অর্থাৎ আমরাও যেন শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারি, ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। চতুর্থ মন্ত্রের ভাব দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অনুরূপ; সুতরাং তাহার পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—২৯ অনুবাক)॥

ত্রিংশ অনুবাক।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রের সোমরস পানের এক চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শিপ্রে অবেপয়ঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন— 'হনূ অকম্পয় মদাবেশাদিতি ভাবঃ।' অর্থাৎ হে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া যখন তোমার

খুব মত্ততা উপস্থিত হইবে, তখন তোমার হনু অর্থাৎ চোয়াল কম্পিত কর। মাতালেরা মগুপান করিয়া কখনও চোয়াল কম্পিত করে কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রদেবের চোয়াল কম্পন কিরূপ ব্যাপার তাহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এই 'শিপ্রে' পদ আমরা অন্যত্রও পাইয়াছি, তাহাতে উহা 'জ্যোতিঃ' অর্থ প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম—১০১সূ—২০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'চমূ' পদে হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করে। একখানি হিন্দি ব্যাখ্যাতে উক্ত পদে 'পাত্র' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়রূপ পাত্রেই অভিষুত হয়, তাই উক্ত পদে হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি অভিষবণফলকে অভিষুত সোম পান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।" ইহা কি মাতালকে মত্ততাজনিত নৃত্যে আহ্বান? আমরা এই ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে প্রকাশ পাইয়াছে॥

পূর্ব্ব অনুবাকের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মন্ত্র পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অথবা শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। আলোচ্য অনুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে পরাজ্ঞানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান উভয়ই ভগবদ্বিভূতি। এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্ব অনুবাকে পরাজ্ঞান লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা, আর আলোচ্য অনুবাকে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য পরাজ্ঞানের নিকট প্রার্থনা। বস্তুতঃ একটীর আবির্ভাবে অন্যটীর আবির্ভাব হয়, সুতরাং একটীর দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

ত্রিংশ অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রে পরাজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন, আমরাও যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এখানে পরাজ্ঞান অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সেই উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—পরাজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। কিন্তু আমাদের—সাধনভজনহীন আমাদের—উপায় কি? আমরা কি চিরপতিত থাকিব? আমাদের কি কোন উপায় নাই? আমরা কি চিরদিন সংসারের ভীষণ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জমান রহিব? সেই পথের সন্ধান কোন দিন পাইব না কি? যাঁহারা সাধক, যাঁহারা আরাধনাপরায়ণ, তাঁহারা যে পরাজ্ঞান লাভ করিবেন, ভগবানের দর্শন লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কিন্তু আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? একমাত্র উপায়—ভগবচ্চরণে প্রার্থনা। এই মন্ত্রে তাহাই করা হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনাও কতকাংশে দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ। আলোচ্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, আমাদের হৃদয় যেন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? তাহার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন,—'তেজস্বতে ইন্দ্রায়'—পরমশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লাভ করিবার জন্য আমরা যেন পরমশক্তির উৎস পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। কারণ পরাজ্ঞানের সাহায্যেই ভগবানকে লাভ করা যায়। মন্ত্রে তাই পরাজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে॥

একত্রিংশ অনুবাক।

এই মন্ত্রের সকল পদই আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু রুচি-বৈচিত্র্যের ভিন্নভাবে পরিণত। ভাষ্যকার অনুকূল পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি মন্ত্রার্থ লিখিয়াছেন,—'হে সূর্য্য! ত্বং তরণিস্তরিতা'—তুমি খুব বেগশালী; যে পথে অপরে যাইতে পারে না, তুমি সেখানে যাইতে পার।

সূর্য্যের বেগগামিত্ব যে সম্ভব নহে, এখানে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভৌগোলিক দৃষ্টান্তে—সূর্য্য জড় ও স্থির, পৃথিবী গতিশীলা। উপনিষদচিন্তায় সকল বস্তুই এক চেতনের স্পন্দনে স্পন্দিত। সে পক্ষে 'তরণিঃ' পদের লক্ষ্য—'আত্মা বা চেতন'। কারণ, বেগগামিত্ব আত্মারই সম্ভবপর; তদ্ব্যতীত অপরে ইহা অসম্ভব। উপনিষদ দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

তাঁহার হাত নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মই যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেছেন; তাঁহার পা নাই, কিন্তু খুব বেগে অনন্তবিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তাহা হইলেও তিনি বিশ্বদ্রষ্টা; তাঁহার কর্ণ নাই, তবু কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রোতা।

সূর্য্য বলিতে এখানে সেই আত্মাকেই বুঝাইতেছে। আত্মা 'চেতন' বা 'অন্তর্যামী' এবং 'তরণিঃ' অর্থে বেগগামী—ইহা স্বীকার করিলেই ভাষ্যকারের ভাবের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা লক্ষ্য করেন নাই; এবং আত্মজ্যোতিঃ ভিন্ন যে জ্যোতিঃই নাই, ইহাও চিন্তা করেন নাই।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ নাই, অগ্নি নাই; কেবল তাঁহারই দীপ্তি। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল দীপ্ত। আর তাঁহার বিভায় নিখিল জগৎ বিভাত।

এ মন্ত্র সেই ভূমারই লক্ষ্যস্থল। ভাষ্যকার বোধ হয় 'তরণি' শব্দের বেগগামিত্ব অর্থ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই; তাই তিনি 'বথা' বলিয়া পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্ব অর্থে সংশয় না আসিলে, কখনও অর্থান্তরের অবকাশ হইতে পারে না। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি সন্দিহান হইয়া বলিয়াছেন,—'তরণিঃ রোগনাশকঃ'; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সমূহরোগ বিনষ্ট হয়। সে পক্ষে প্রার্থনা এই,—'হে সূর্য্য! তোমার উপাসকদের কখনও রোগ থাকে না, তুমি রোগ হইতে তোমার ভক্তদের পরিত্রাণ কর।'

আমরা ভাষ্যকারের এই দ্বিতীয়ার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে তিনি সাধারণতঃ দৈহিকপীড়াকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আমরা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পীড়াকেই লক্ষ্য করিতেছি; যেহেতু, মানব প্রতিনিয়ত ত্রিবিধ সন্তাপে সন্তপ্ত। একদিকে জন্মজরামৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ, অপর দিকে সর্পভীতি, ব্যাঘ্রের দারুণ শঙ্কা, আবার অন্যত্র বজ্রপাতের তীব্র শিহরণ।

অতএব তাপত্রয়ক্লিষ্ট ও সংসারযন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে সন্দহ্যমান মানব-হৃদয়ে আত্মবিকাশের

অভিব্যক্তি দ্বারা চিরনির্ব্বেদলাভের জন্যই এ মন্ত্র 'আত্মাকে' লক্ষ্য করত: ধ্বনিত হইতেছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য,—সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বপ্রেরক পরমাত্মন্ সেই পরমদেবতাই মানবের চরম ও পরম আরাধ্য দেবতা। সেই দেবতাকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে।

মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-সাগরের নিস্তারক। তুমি পরম জ্যোতিঃ! তুমি সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাতা। তোমা হইতেই দৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ পূর্ণদীপ্ত। তোমা হইতেই এ বিশ্ব প্রকাশিত। তুমি হৃদয়-গগনে প্রকাশিত হও। জড় জগতের অন্ধকার যেমন সূর্য্যদীপ্তির ভয়ে কোন্ এক অতলস্পর্শী পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া পড়ে, হে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তে, তোমার পবিত্র প্রভায় আমার হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরীভূত হউক। আমি আলোকিত হই,—আমি পবিত্র হই—আমি যেন আমার যথার্থ পথের অনুসরণ করিতে সামর্থ্য পাই। আলোকময়!—আলোক বিতরণ কর।'

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ—দিব্যজ্যোতিঃ অর্থাৎ ভগবজ্জ্যোতিঃ। ভগবানের যে দিব্যালোক লাভ করিয়া মানব ধন্য হয়, সেই দিব্যালোক সাধনা দ্বারা লব্ধ হয়। কিন্তু আলোক লাভ করাই যথেষ্ট নয়, এই জ্ঞানালোক অথবা দিব্যজ্যোতিঃ লাভের একটী মহান্ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সাধনা দ্বারা মানব জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞান-স্বরূপ অথবা জ্ঞানের মূল উৎস সেই ভগবানের চরণে উপনীত হইতে পারেন। জ্যোতিঃই জ্যোতিঃর সন্ধান দেয়, মানবের মধ্যে যে জ্যোতিঃ লুক্কায়িত আছে, অথবা যে জ্যোতিঃ অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে, তাহা বিকশিত হইলে মানুষ জ্যোতিঃর আধার সেই পরমপুরুষের নিকট পৌঁছিতে পারে।

তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেকটা দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ। তৃতীয় মন্ত্রও সেই দিব্য-জ্যোতিঃ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানবের বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়েই ভগবান্ আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—'এষঃ তে যোনি'। অর্থাৎ আমাদের হৃদয়দেশই তোমার আশ্রয় স্থান হউক। আমরা যেন দিব্য-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারি এবং তৎসাহায্যে ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হই, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই আছে।

দ্বাত্রিংশ অনুবাক।

অর্থ-বিকৃতি কিরূপে সংসাধিত হইয়াছে, এই মন্ত্রটীকে তাহার একতম দৃষ্টান্ত-রূপে উপস্থিত করা যায়। মন্ত্রের সোমের বিশেষণ (সম্বোধন) 'মদিন্তম' পদ আছে। 'মদঃ' পদে হর্ষ বা আনন্দ অর্থ আসে। তাহা হইতেই 'মদিন্তম' পদের ব্যুৎপত্তি। অথচ, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে মদকর বা মত্ততাপ্রদ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সোমলতার রসে মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে—এই কল্পনাই ঐরূপ অর্থ গ্রহণের কারণ।

একটী ইংরাজী অনুবাদে ভাবের কিন্তু একটু পরিবর্তন দেখি। সেখানে যেন একটা সত্যের জ্যোতিঃ স্বতঃবিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ইংরাজী অনুবাদটী এখানে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"Wax, O most gladdening Soma, great through all thy rays of light, and be
A friend of most illustrious fame to prosper us' *

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া দেখুন। 'শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সকল জ্ঞান প্রদান করুন। তিনি আনন্দময়; তাঁহার দ্বারা আমরা যেন জ্ঞানানন্দ লাভ করি।' মন্ত্রের প্রথম চরণে, আমরা বলি, এই ভাব পরিব্যক্ত। এখানকার সম্বোধন 'মদিন্তম'—শ্রেষ্ঠ আনন্দদাতা। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ আনন্দের হেতুভূত। তাই বলা হইয়াছে—'সর্ব্বেঃ উতিভিঃ আপ্যায়স্ব।' তার পর, তাঁহাকে বলা হইয়াছে, তিনি 'সুপ্রথস্তমঃ সখা' হউন। প্রথ-শব্দে রক্ষা মঙ্গল প্রভৃতি অর্থ প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে প্রথঃ কেমন? না—'সু' এবং 'তম'; অর্থাৎ, মিত্র হইয়া, সু ও শ্রেষ্ঠ রক্ষাকে তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন—দ্বিতীয় চরণের ইহাই প্রার্থনা। এ প্রার্থনা মাদক-দ্রব্যের উপাদানভূত লতার উদ্দেশে কখনই বিহিত হইতে পারে না। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগকে পরম মঙ্গলপ্রদান করুন—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

ত্রয়স্ত্রিংশ অনুবাক।

জ্ঞানদায়িনী ঊষা হৃদয়ে আসিলে মুমুক্ষুর যে অবস্থা হয়; অর্থাৎ, চিত্তবৃত্তির বিলয় বা সমাধিলাভের পরে জীবের যাহা থাকে,—এ মন্ত্র তাহারই দ্যোতনা করিতেছে। এই জন্য মন্ত্রের 'উং, ও 'ও' এই পদদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উ-কারকে ও ও-কারকে পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। বেদের মধ্যে কোনও শব্দের পাদপূরণার্থে ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। লৌকিক কবি বা কষ্টকবি শ্লোকরচনা করিবার সময় ছন্দঃরক্ষার নিমিত্ত নিরর্থকাত্মক পদের পাদপূরণার্থ ব্যবহার করিতে পারেন। বৈদিক কবি বা আদি কবি ব্রহ্মার তো আর তাহা নহে! এ রচনা তাঁহার (ব্রহ্মার) চিন্তাপ্রসূত নহে; ইহা তাঁহার নিসর্গ নির্গত। আর, এছন্দও তাঁহার রচনায় পাদপূরণের হেতু নহে; রচনাই তাঁহার ছন্দের হেতু। ছন্দঃসৃষ্টির নামই জগৎসৃষ্টি। বেদ তাহার প্রমাণ। বেদ তাহার নিদান। বেদে পাদপূরণার্থে পদ ব্যবহৃত হইলে, বেদের নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। সুতরাং এই অবিসম্বাদী অভিমতের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—'উ' অর্থে মহেশ্বর, আর 'ও' অর্থে প্রণব-রূপী ভগবান বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অতীত পুরুষ। সমাধিমগ্ন মনীষিগণ অজ্ঞাননাশিনী জ্যোতিঃস্বভাবা আদিভূতা জ্ঞানদায়িনী, ঊষাকে দর্শন

* বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রের মূল ব্যাখ্যায় গ্রিফিথ্‌স সাহেব সোমকে লতা বলিয়া মনে করেন নাই। অপিচ, তিনি টিপ্পনীতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"Though all thy stalks, according to Ludwig, who takes Soma to be the plant. Wilson, following Sayana, translates—"Increase with all twining plants."

করেন। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই, জ্যোতির বিকাশ; জ্যোতির বিকাশ হইলেই জগৎকারণ—জ্ঞানদায়িনী উষার বিমল হাস্য। এই হাস্য যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহারাই উ-কার বা পরম শিবকে লাভ করিতে সমর্থ হন। এই যে ভগবৎ দর্শন বা আত্মস্বরূপ-বোধ, ইহার মূলে—জ্ঞান। জ্ঞানই জগতের মূলে আছে ও থাকিবে। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন বা আত্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ রাজ্যের বা এ সৃষ্টির রীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। অজ্ঞান ও জ্ঞান, রাত্রি ও দিবস—এই চিরন্তনী রীতির অনুবর্ত্তন এখানে চিরদিন।

এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—যে রীতিতে, যে জ্ঞানদায়িনী উষার পথের পথিক হইয়া, যে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া, মহাপুরুষগণ মুক্ত হইয়া গিয়াছেন; আমরাও তাহাকেই অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইতে চলিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও জীবগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়া পরিমুক্ত হইবেন।

এখানে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। ক্রমমুক্তির কথা, জগতের ক্রমবিকাশের কথা, উষা-শক্তির, মায়ার বা পরাপ্রকৃতির কথা, জ্ঞানের অখণ্ডত্বের কথা ইত্যাদি নানা কথাই উত্থাপন করা যায়। কিন্তু মূল কথা এই যে,—ব্রহ্মচর্য্যশীল দ্রাঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী হইয়া, পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের অনুসরণীয় পথ অবলম্বন করা ও জ্ঞানদায়িনী উষার উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা আবশ্যক। তাহাতেই পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎস্মৃতির পরপারে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ অবস্থায় অবস্থান করা ও পূর্ণশান্তির বিমল ছায়ায় জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত তাপরাশিকে শীতল করা যায়। এক অখণ্ড জ্ঞানপথ জগতের অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে অবস্থিত। ফলতঃ, জ্ঞানের ত্রৈকালিক পূর্ণসত্তার অনুভূতি করানই এ মন্ত্রের মূললক্ষ্যস্থল। ইহা উষার ত্রৈকালিক সত্তার জ্ঞাপক নহে। ইহা জ্ঞান-দায়িনী চৈতন্যময়ীর ত্রৈকালিক সত্তা—যাহা জীবের নিতান্ত লক্ষ্য।

চতুস্ত্রিংশ অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাকটী দ্বাদশ মন্ত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রত্যেক মন্ত্রের ক্রিয়াপদ 'সাদয়ামি'—আরাধনা করিব, অথবা যেন আরাধনা করিতে পারি। প্রত্যেক মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনাই সূচিত হইতেছে। সকল মন্ত্রেরই একভাব থাকিলেও প্রত্যেক মন্ত্রে ভগবানের বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মন্ত্রের মধ্যে দিব্যজ্যোতিঃর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মন্ত্র—'জ্যোতিষ্মতীং ত্বা সাদয়ামি' —জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত প্রার্থনার মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনও আছে! প্রত্যেক মন্ত্রই এক ভাব প্রকাশ করিতেছে। সেই ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন আপনার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। কিন্তু সকল মন্ত্রের মধ্যে এই এক সাধারণভাব বিদ্যমান থাকিলেও মন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকটীর স্বাতন্ত্র্যও রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে ভগবানকে 'জ্যোতিষ্মতীং' বলা হইয়াছে। তিনি জ্যোতির আধার। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার মহিমা পর্য্যবসিত নয়, তিনি 'জ্যোতিষ্কৃতং'ও বটেন, অর্থাৎ মানবকে-বিশ্বকে তিনি জ্যোতিঃদানও করেন, জ্যোতিঃ সৃষ্টিও করেন, তাই তিনি

'জ্যোতিষ্কৃতং'। আবার তৃতীয় মন্ত্রে তাঁহাকে 'জ্যোতির্ব্বিদং' বলা হইয়াছে। তিনিই জ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞাতা, অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহাতেই অবস্থিতি করে। 'জ্যোতির্ব্বিদং' পদে সর্ব্বজ্ঞ অর্থও প্রকাশ করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানকে 'ভাস্বতীং' এবং পঞ্চম মন্ত্রে 'জ্বলন্তীং' বলা হইয়াছে। 'ভাস্' অর্থাৎ দীপ্তি যাঁহার আছে এই অর্থে 'ভাস্বতী' শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ—জ্যোতির্ম্ময়। অন্যত্র আমরা এইরূপ মন্ত্র পাইয়াছি। 'জ্বলন্তীং' পদ 'ভাস্বতীং' পদের অপেক্ষা অধিকতর ঔজ্জ্বল্য-বাচক। উক্ত পদে আমরা 'দিব্যালোকস্বরূপং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সপ্তম মন্ত্রের 'দীপ্যমানং' এবং 'জ্বলন্তীং' পদদ্বয় প্রায় একার্থক।

অষ্টম মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'রোচমানাং' অর্থাৎ জগৎকে যিনি প্রকাশ করেন। আদিতে বিশ্ব তমসাচ্ছন্ন ছিল, ভগবানের জ্যোতিঃতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সত্য প্রকাশের জন্যই 'রোচমানাং' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ মন্ত্রের একটী পদের দ্বারা অন্য সকল পদের ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদটী—'জাগ্রতীং' অর্থাৎ ভগবান্ চিরজাগ্রত, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহা হইতেই জ্ঞান চৈতন্য বিশ্বজ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়, মন্ত্র তাহাই বিবৃত করিতেছেন।

পঞ্চত্রিংশ অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাক দ্বাদশ মন্ত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক মন্ত্রই প্রার্থনামূলক। আলোচনার সুবিধার জন্য মন্ত্রগুলিকে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাউক। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত এই ছয়টী মন্ত্রকে গ্রহণ করা যায়। এই মন্ত্রগুলির মূলভাব এই যে, আমরা যেন সফল-কাম হই, আমাদের সাধনা আরাধনা যেন সিদ্ধিপ্রদা হয়। 'প্রয়াসায়' 'আয়াসায়' প্রভৃতি প্রত্যেক পদই মূলতঃ এক বস্তুকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা—সিদ্ধি। ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা, মোক্ষলাভের চেষ্টা যেন সফল হয়, অর্থাৎ আমরা যেন সাধনা দ্বারা, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারি ইহাই এই মন্ত্র কয়েটীর সারমর্ম্ম।

অনুবাকের অন্তর্গত দ্বাদশটী মন্ত্রের মধ্যেই 'স্বাহা' পদ আছে। উক্ত পদ মাঙ্গল্যসূচক। আমাদের সাধনাতে অথবা সাধনার জন্য মঙ্গল হউক। ইহার অর্থ ই এই যে,—মঙ্গলের সহিত যেন আমাদের সাধনা সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত প্রার্থনামূলক মন্ত্রসমূহের ভাব স্বতন্ত্র। সপ্তম মন্ত্রে পবিত্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। নবম মন্ত্রের ভাব আপাততঃ অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে—শোকের দ্বারা মানবের মঙ্গল হয় কিরূপে? হাঁ, শোকের দ্বারা মঙ্গল হয় বৈ কি? শোকের আগুণে পুড়িয়া মানব সংসারের অনিত্যতা যেমনভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, শত সহস্র উপদেশে তেমন হয় না। তাই বলা হইয়াছে,—'শোকায় স্বাহা'—শোক প্রাপ্তিও যেন আমার কল্যাণকর হয়।

একাদশ মন্ত্রের ভাবও একইরূপ। একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন,—'ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা' অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে যেন মুক্তি লাভ করিতে পারি। ব্রহ্মহত্যা বলিতে পরম-ব্রহ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা অথবা অভক্তি বুঝায়। অথবা ভগবানের প্রতি অভক্তির অন্যায় ভাব বুঝাইবার

জন্য এখানে ভগবদ্ভক্তির অভাবকে ভয়ঙ্কর পাপরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাপেক্ষা ভীষণতর পাপ আর কিছু হইতে পারে না। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনার বিশেষ ভাব এই যে, আমরা যেন সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যেন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হই।

সর্ব্বশেষ মন্ত্রের প্রার্থনায় অতি উচ্চভাব প্রকটিত হইয়াছে। 'সর্ব্বস্মৈ স্বাহা'—জগতের সর্ব্বজীবের মঙ্গল হউক, বিশ্বের সকল প্রাণী শান্তিলাভ করুক, কল্যাণলাভ করিয়া ধন্য হউক,—ইহাই শেষ মন্ত্রের প্রার্থনা। অনুবাকের অন্যান্য মন্ত্রের প্রার্থনাসমূহ এই মন্ত্রে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

ষড়্‌ত্রিংশ অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাক নয়টী মন্ত্রে বিভক্ত। সকল মন্ত্রের মধ্যেই ভগবৎসাধনার ইঙ্গিত আছে। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

প্রথম মন্ত্র 'সন্তানেন চিত্তং' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়াই আমরা চিৎস্বরূপ ভগবানকে জানিতে পারি। এই অনুবাকের প্রত্যেক মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ আছে। একটী দ্বিতীয়ান্ত, অপরটী তৃতীয়ান্ত। অনুরূপপদ অধ্যাহার করিবার নিয়মানুসারে মন্ত্রসমূহের অর্থসম্পূরক পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে। 'লক্ষণাৎ' এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 'ছত্রেণ ছাত্রমদ্রাক্ষম্' বাক্যে 'ছত্রেণ' পদে তৃতীয়া বিভক্তি লক্ষণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ছত্রই এখানে ছাত্রের পরিচায়ক চিহ্ন। বর্ত্তমান অনুবাকেও তৃতীয়া বিভক্তি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সন্তানেন' পদ বিস্তারার্থক তন্ ধাতু-নিষ্পন্ন। সম্যক্‌রূপে যাহা বিস্তৃত হয় বা বিস্তৃত আছে, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বব্যাপী তাঁহার বিশেষত্বকেই 'সন্তানেন' পদে লক্ষ্য করিতেছে। সেই চিৎ-স্বরূপ দেব সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাই সাধারণ মানব তাঁহাকে জানিতে পারে,—মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মানুষ তাঁহাকে কিরূপে জানিতে পারে—ইহার কারণ বলা হইতেছে—সন্তানেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবানের অন্তর্বিধ বিভূতির মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'যক্না' অর্থাৎ হৃদয়-ভাব, করুণাকে এই মন্ত্রে লক্ষ্য করিতেছে। তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য ভগবানের সূক্ষ্মশক্তি, তানম্না পদে তাহাই বিবৃত করিতেছে।

চতুর্থ পদের উদ্দিষ্ট দেবতা—'পশুপতিং' অর্থাৎ যিনি সকল জীবের অধিপতি। হৃদয়ের মহত্ত্বহেতু তিনি জনগণের নিকট পরিজ্ঞাত হয়েন। পঞ্চম মন্ত্রের উদ্দিষ্ট বিভূতি—জ্ঞান। জ্ঞান-স্বরূপ দেবতাকে লোকে জানিতে পারে—তাঁহাদের হৃদয়শক্তির দ্বারা। এখানে করণে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের 'শর্ব্বং' পদ বধার্থক 'শর্ব্ব' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই আমরা উক্ত পদে 'রিপুনাশকং দেবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

অষ্টম মন্ত্রের লক্ষ্য—'মহাদেবং'। দেবতারও যিনি দেবতা, সেই পরমদেবতাই, অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মই এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা। যে নামে, যে ভাবে, যাহাকেই ডাকা যাউক না কেন, মূলতঃ সেই এক দেবতাকেই আরাধনা করা হয়, তাঁহারই মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়। নবম মন্ত্রের 'ওষিষ্ঠহনং' পদেও সেই এক দেবতার বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সমগ্র অনুবাকটী

একত্র দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, আমরা ভগবানের বিশেষ কৃপাবলেই তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

সপ্তত্রিংশ অনুবাক।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'রথং' ও 'হরী' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় চরণের 'গ্রাবা' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবতার সম্বোধন 'বৃত্রহন্' পদও সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে বৃত্রহননকারী! তুমি রথে আরোহণ কর; তোমার অশ্বদ্বয় রথে সংযুক্ত হইয়াছে।' এইরূপে দ্বিতীয় চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'প্রস্তর (গ্রাবা) দ্বারা সোমরস বাহির করা যাইতেছে; তাহার শব্দে (বগ্নুনা) অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া তোমার চিত্ত আমাদের দিকে প্রধাবিত হউক।' সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের আয়োজন হইলেই, তদুপলক্ষে প্রস্তর সঞ্চালিত হইলেই, ইন্দ্র যেন আর স্থির থাকিতে পারেন না। এবম্বিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান্ দেখি।

যাহা হউক, আমরা সে ভাব সে অর্থ গ্রহণ করি না। 'রথং', 'হরী' ও 'গ্রাবা' পদত্রয়ে আমরা যথাক্রমে হৃদয় বা কর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় এবং পাষাণবৎ বিশুষ্ক আমাদিগের হৃদয় প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করি। 'বগ্নুনা' পদে 'স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া' ভাব আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ পাই এই যে,—'অজ্ঞানতা-নাশকারী হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের কর্ম্মকে বা হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক—ভগবৎ সম্বন্ধযুত কর্ম্মেই যেন আমরা নিরত হই।' তার পর প্রার্থনা—'আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা আপনার বহনোপযোগী জ্ঞান-ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক।' মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রথম চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদুপলক্ষে 'যুক্তা' পদটী 'যুক্তৌ' পদের রূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে 'গ্রাবা' পদের মর্ম্ম অনুধাবন সর্ব্বথা আবশ্যক। তাহা হইলেই অন্য অংশের ভাব পরিস্ফুট হইবে। 'গ্রাবা বগ্নুনা' পদদ্বয়ে 'পাষাণ ঘর্ষণের শব্দের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয় স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইলে'—এবম্বিধ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'মনঃ' পদে অন্তরকে (ভাবে—অনুগ্রহকে) বুঝায়। পাষাণবৎ কঠিন হৃদয় যখন স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত ভক্তিপ্লুত হয়, তখনই যে ভগবানের অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি আগমন করে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্রাংশে সেই বাণীই বিঘোষিত হইতে দেখি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে পরাজ্ঞানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে, পরাজ্ঞান সাধক-গণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সাধকগণ সাধনাবলে পরাজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু সাধনশক্তিহীন আমাদের কি উপায় হইবে? সাধনা করিবার শক্তি তো তোমাদের নাই, আমরা কি উপায়ে তোমার সাধনা করিব প্রভো! কি উপায়ে আমরা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারিব? সেই উপায়—ভগবদারাধনা। মন্ত্রের প্রার্থনায় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তিহীনের উপায় শক্তিমানের নিকট প্রার্থনা—তাঁহার সাহায্য লাভ। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ষোড়শিনে' পদে ভগবানের সুর্ব্বগুণোপেতত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্ব-

গুণাধার, তিনি সকলগুণের আকর, তাঁহাকেই পাইতে হইবে। তাঁহাকে পাইবার উপায় তাঁহার চরণেই প্রার্থনা। মন্ত্র সেই প্রার্থনাই আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনাও দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ। তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'এষঃ তে যোনিঃ'—আমাদের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থল হউক। অর্থাৎ আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি। চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনা বহুলাংশে দ্বিতীয় মন্ত্রের সমতুল্য। মোটের উপর দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনা একভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে।

অষ্টাত্রিংশ অনুবাক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরী' পদ সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতান্তর আছে; নচেৎ, মন্ত্রের সাধারণ ভাব-সম্বন্ধে কোনই মত পার্থক্য দেখিতে পাই নাই। 'হরী' পদে 'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করা হয়,—'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় ইন্দ্রকে ঋষিগণের এবং মনুষ্যগণের স্তোত্রের ও যজ্ঞের সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়।' ইহাতে সাধারণতঃ মনে আসে,—ইন্দ্র নামে কোনও এক মনুষ্য রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণ যখন তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেন, তখন তিনি আপনার দুইটী অশ্বে আরোহণ করিয়া বা অশ্বদ্বয় পরিচালিত রথে সেই অভ্যর্থনা ক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং আপনার প্রশংসাবাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইতেন।

যদি তাহাই হইবে—সেই অর্থেরই যদি সার্থকতা থাকিবে, তাহা হইলে এই সকল মন্ত্র আজিও যজ্ঞাদিতে—ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? ইন্দ্রদেব কি অশ্ব আরোহণ-পূর্ব্বক এখন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন? এবং মন্ত্র শ্রবণ করেন? কেহ দেখিয়াছেন কি? সে পরিকল্পনা নিরর্থক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

আমরা বলি, মন্ত্রার্থ নিত্যসত্য ভাব-প্রকাশক। চিরকাল যাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহাই এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ ইন্দ্রদেব চিরদিনই মানুষের স্তোত্র সমীপে—উপাসনার নিকট এবং যজ্ঞসমীপে—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের নিকট আসিয়া থাকেন। আমাদিগের জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়ই তাঁহাকে বহন করিয়া আনে। এ মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'তুমি ঋষিই হও, আর সাধারণ মনুষ্যই হও, জ্ঞানভক্তি-সংযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন। সেই কর্ম্মই সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।' আমরা মনে করি, এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে পরাজ্ঞানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে, পরাজ্ঞান সাধকগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সাধকগণ সাধনাবলে পরাজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু সাধনশক্তিহীন আমাদের কি উপায় হইবে? সাধনা করিবার শক্তি তো আমাদের নাই, আমরা কি উপায়ে তোমার সাধনা করিব প্রভো! কি উপায়ে, আমরা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারিব? সেই উপায়—ভগবদারাধনা। মন্ত্রের প্রার্থনায় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তিহীনের উপায় শক্তিমানের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার সাহায্য লাভ। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ষোড়শিনে' পদে ভগবানের সর্ব্বগুণোপেতত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বগুণাধার, তিনি সকলগুণের আকর, তাঁহাকেই পাইতে হইবে। তাঁহাকে পাইবার উপায় তাঁহার চরণেই প্রার্থনা। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনাও দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ। তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'এষঃ তে যোনিঃ'—আমাদের হৃদয়দেশ আপনার আশ্রয়স্থল হউক। অর্থাৎ আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনা বহুলাংশে দ্বিতীয় মন্ত্রের সমতুল্য। মোটের উপর, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনা একভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে।

ঊনচত্বারিংশ অনুবাক।

এই মন্ত্রে দুইটী সংস্থা-মূলক পদ আছে, এবং একটী সমস্থামূলক উপমা দৃষ্ট হয়। সেই পদ দুইটী—'সোমঃ' ও 'ইন্দ্রিয়ং'। উপমাটী—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। সোম-পদে যথাপূর্ব্ব সকলেই 'সোমরস মাদক-দ্রব্য' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। 'অসাবি' ক্রিয়াপদে তদনুসারে অভিষব-ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! আপনার জন্য সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে; শক্তিবর্দ্ধক আপনি আসিয়া তাহা পান করুন।" এইরূপ 'ইন্দ্রিয়ং' পদে সেই সোমরস-পানে মত্ততা-জনিত বল-সঞ্চারের ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'সোমরস-পানজনিত শক্তিতে তোমাকে পূর্ণ করুক, অর্থাৎ মত্ততাজনিত বল তোমাতে সঞ্চিত হ ক।' কেমনভাবে সেই বল তোমাতে সঞ্চিত হইবে বা তুমি সেই বলে পূর্ণ হইবে? তাহারই উপমা—"রজঃ সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ।" উহার প্রচলিত অর্থ— সূর্য্য যেমন অন্তরিক্ষকে আপনার রশ্মিসমূহের দ্বারা পূর্ণ করেন।'

আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থে সঙ্গতি দেখি না। 'সোমঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, আর শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের আশ্রয়-স্থল, তাহা পুনঃ পুনঃ খ্যাপন করিয়াছি। সে পক্ষে, এই মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—'হে ভগবন! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হই।' এ পক্ষে, 'অসাবি' ক্রিয়াপদের বিষয় অনুধাবনীয়। সু (সূ) ধাতু 'উৎপাদন' অর্থ প্রকাশ করে। তাহারই লুঙে 'অসাবি' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। আমরা ঐ ক্রিয়াপদে লোট বিভক্তির আরোপ করি। সে পক্ষে, 'অসাবি' স্থলে 'সুনোতু', 'সূতাং' অথবা 'সূয়তাং' পদ গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, 'উৎপন্ন হউক—সঞ্চিত হউক' এবম্বিধ ভাব ঐ ক্রিয়াপদ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। ভগবানকে আমরা 'আগহি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি—কখন? যখন আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, তখনই নহে কি? এই নিত্যসত্যতত্ত্ব স্মরণ করিয়াই, মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হউক; আর, আপনি আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন।'

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'মদ্যপানে আপনি শক্তিলাভ করুন'—এই কি দেবতার নিকট মানুষের কামনা? মনে করিতেও অন্তর কম্পিত হয় না ক কিন্তু এই অংশের 'ইন্দ্রিয়ং' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা বলি, এখানে 'ইন্দ্রিয়ং' পদে আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে—যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগের সকলকে—আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তিকে—অর্থ আসিতেছে। 'আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ং) আপনাকে পূরণ করুক (পৃণক্তু)'—এতদ্বাক্যে কি ভাব উপলব্ধ হয়?

ইহার ভাব কি এই নয়—'আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার কার্য্যে বিনিবিষ্ট হইতে পারি।' তাহারই উপমা—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। এই উপমা অংশে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণ-প্রচলিত ভাব—সূর্য্যরশ্মি যেমন অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে। অন্য অর্থ—জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতিঃবিস্তারে রজোভাবকে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন। এ পক্ষে 'সূর্য্যঃ' পদে জ্ঞানদেবতা (প্রজ্ঞান অর্থ) গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং 'রজঃ' পদে অহঙ্কারাদি জন্মকারণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। প্রজ্ঞানলাভে, পরমজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মানুষ যেমন আপনার জন্মহেতুভূত অহঙ্কারাদিকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল—আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তি—ভগবানে ন্যস্ত হইলে সেইরূপ আমাদিগের সকল বিপদ দূর করিয়া দেয়—আমাদিগকে মোক্ষের পথে আগুয়ান করে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রার্থনা আছে। সৎকর্ম্মান্বিত জনগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানব পবিত্রতা লাভ করে। পবিত্রহৃদয়ই পবিত্রবস্তুর আবাসস্থল হইতে পারে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পবিত্র সাধকহৃদয়কেই আশ্রয় করে। যাহাতে আমরা সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমাদের হৃদয়ও সাধনায় পবিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আমরাও বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

এই অনুবাকেও পূর্ব্ব অনুবাকের ন্যায়, 'ষোড়শিনে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ষোড়শিনে' পদের অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ একটী প্রার্থনাই আছে। সেই প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে, আমরা যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হই।

চত্বারিংশ অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাক চারিটী মন্ত্রে বিভক্ত। আমরা ক্রমশঃ প্রত্যেক মন্ত্রের আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক; কিন্তু এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে প্রার্থনার ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মন্ত্রের কেন্দ্রীভূত পদ—'ভূমিঃ' অর্থাৎ আশ্রয়স্থল—নিবাসস্থান। যে আশ্রয় লাভ করিলে তাহা হইতে আর পতনের ভয় থাকে না। সাধকগণ—ভক্তগণ সেই পরমাশ্রয় লাভ করেন, কিন্তু সাধারণ মানব তাহা তো সহজে লাভ করিতে পারে না। আর তাহা সহজলভ্য নয় বলিয়াই এই প্রার্থনা। মন্ত্রে মনকে সম্বোধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশ্যই উচ্চারিত হইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, মন যেন ভগবানের কৃপায় পরমাশ্রয় লাভ করে। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—'ভূমিঃ ত্বা উপস্থে'—জগতের পরম ও চরমাশ্রয়ই সেই আশ্রয়দান করিবে। অর্থাৎ যাহা জগতের সাধারণ আশ্রয়ভূমি, তাহাই আমাকে যেন চরমাশ্রয় প্রদান করে—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'প্রতিশীবরা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'আভিমুখ্যশায়িনী' অর্থাৎ অনুকূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও এইরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি। জগদাশ্রয় আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন, অর্থাৎ আমরাও পরমাশ্রয়লাভের অধিকারী হই—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে, সেই পরমাশ্রয় যেন আমাদের পরমমঙ্গলদায়ক হয়। 'স্যোনা' পদের অর্থ 'সুখদায়ক'। 'সুষদা' পদের অর্থ 'শোভননিবাস' অর্থাৎ যে নিবাসে মানব পরমসুখে থাকিতে পারে, যে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে মানবের কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না, দুঃখ দৈন্যের হাত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করে - 'স্যোনা' এবং 'সুষদা' পদদ্বয়ে সেই পরমাশ্রয়কেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু সেই পরমাশ্রয় কে লাভ করিতে পারে? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—সাধকগণ তাহা লাভ করেন। উপযুক্ত সাধনাদ্বারা তাহারা সেই পরমাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা যাহাতে সেই আশ্রয় লাভ করি, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই পরমাশ্রয় বস্তুটী কি? ভগবানের চরণই একমাত্র চরম ও পরম আশ্রয়। সেই আশ্রয় লাভ করিলে জীবনে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। সেই আশ্রয়কেই গীতা বলিয়াছেন, "যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও লোক বিচলিত হয় না, সেই পরমাশ্রয় প্রাপ্তির আশা ও প্রার্থনা এই অনুবাকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

একচত্বারিংশ অনুবাক।

এই অনুবাকে চারিটী মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রই প্রার্থনামূলক। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রে ভগবানের নিকট শাশ্বত মঙ্গললাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে ভগবানকে 'বজ্রবাহুঃ' বলা হইয়াছে। বজ্রবাহু পদের অর্থ—যাহার হস্তে 'বজ্র' আছে। বজ্র একটী মহাস্ত্র। সেই অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা—রিপুনাশে। ভগবানের রিপু নাই, তবে রিপুনাশের অর্থ কি? ভগবানের রিপু নাই সত্য, তিনি অজাতশত্রু সত্য, কিন্তু দুর্ব্বল মানব,—তাঁহার সন্তান— চারিদিকে রিপুগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই বজ্রকে, রক্ষাস্ত্র বলা হয়। শুধু বজ্র নয়, 'সুদর্শন চক্র' 'বিষাণ' প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ এক ভাবই দ্যোতনা করে। তাই এই সকল অস্ত্রকে রক্ষাস্ত্র বলা যায়, এই অস্ত্র মানবকে রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

সেই রিপুনাশক দেবতার নিকট প্রার্থনার মর্ম্ম,—আমরা যেন পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারি। প্রার্থিত বস্তু—'ষোড়শী শর্ম্ম'। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'ষোড়-শিনে' পদ পাইয়াছি। সেখানে আমরা দেখিয়াছি যে—উক্ত পদে সর্ব্বগুণাধারত্বই প্রকাশিত করিতেছে। এই মন্ত্রে 'ষোড়শী শর্ম্ম' পদদ্বয়ে সর্ব্বাবধ মঙ্গলকেই অর্থাৎ পরম ও চরমমঙ্গলকেই লক্ষ্য করিতেছে। মন্ত্রের প্রার্থনা—"ষোড়শী শর্ম্ম প্রযচ্ছতু"—আমাদিগকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করুন।

দ্বিতীয় মন্ত্রে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মঘবা নঃ স্বস্তি করোতু'—পরমৈশ্বর্য্য-শালী অথবা পরমধনদাতা দেব আমাদের মঙ্গল করুন, ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ। এই প্রার্থনা অতি সহজ ও সরল। ভগবানই মঙ্গল-নিদান, তাঁহার নিকটেই মঙ্গললাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"যঃ অস্মান্ দ্বেষ্টি পাপ্মানং হন্তু"—পাপমার্গে প্রবর্ত্তক যে রিপুগণ আমাদিগকে হিংসা করে, আমাদিগকে পাপপথে লইয়া যায়, তাহাদিগকে যেন ভগবান্ বিনাশ করেন। প্রার্থনার মধ্যে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম বিষয়,

রিপুগণের প্রকৃতি। 'পাপ্মানং' পদের দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা নিজে পাপ করে, যাহারা অন্তকে পাপ পথে লইয়া যায়, তাহাদিগকেই 'পাপ্মানং' বলা হইয়াছে। যে সকল রিপু আমাদিগকে অন্যায়ের পথে লইয়া যায়, যাহারা আমাদিগকে পাপকৃৎ করে বা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের অপেক্ষা ভীষণতম শত্রু আমাদের আর কেহ নাই। 'দ্বেষ্টি' পদ হিংসা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সেই হিংসার কর্ম্ম—পাপপথে প্রবর্ত্তন। হিংসা দ্বারা হিংসাকারী ক্ষতি হয়। পাপপথে চলা অপেক্ষা মানবের ক্ষতি আর কিছুতেই এমন গভীর হইতে পারে না। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে, আমাদের হিংসাকারী শত্রু যেন বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় বিষয় এই যে, —অসামর্থ্যজ্ঞাপন করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা। মানুষ দুর্ব্বল,—দুর্ব্বল সন্তান যেমনভাবে পিতার স্নেহকরুণা ভিক্ষা করে, এই মন্ত্রেও তাহাই জ্ঞাপন হইয়াছে।

এই অনুবাকের তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই উভয় মন্ত্রের ভাব এই,—বিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বভাব সাধকলভ্য বস্তু। সকল মানবের অন্তরে এই স্বর্গীয় জিনিষ অঙ্কুরাবস্থায় বিরাজিত আছে সত্য, কিন্তু সাধনা ভিন্ন তাহা বিকশিত হয় না তাই বলা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব সাধক-লভ্য অর্থাৎ সাধনার দ্বারাই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব অধিগত হয়। আমরাও যেন সেই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। সেই বস্তু লাভ করিবার উদ্দেশ্য কি? তাহা দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়?—শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে আমরা ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে পারি,—উহা ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই তাহা প্রার্থনা করা হইয়াছে। অনুবাকের প্রথম দুই মন্ত্রে ভগবানের নিকট পরমধন পরমমঙ্গল প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে, এবং শেষ দুই মন্ত্রে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভের প্রার্থনা আছে। মোটের উপর সমগ্র অনুবাকটীই প্রার্থনামূলক।

দ্বিচত্বারিংশ অনুবাক।

আলোচ্য অনুবাকটী চারি মন্ত্রে বিভক্ত। প্রথম দুই মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের আলোচনা প্রয়োজন। 'মরুদ্ভিঃ' সজোষাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ—বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন। 'মরুৎ' শব্দে বিবেকরূপী দেবগণকে বুঝায়, তাহা আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। 'সজোষাঃ' পদের অর্থ সহিত। তাই 'মরুদ্ভিঃ সজোষাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়—মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানদায়ক। 'সগণঃ' পদের অর্থ সকল গণের সহিত বর্ত্তমান যিনি। 'গণ' শব্দে সাঙ্গোপাঙ্গ বুঝায়। দেবতার সাঙ্গোপাঙ্গ দেবভাবই হয়। তাই 'সগণঃ' পদে সকল দেবভাবযুত অর্থই প্রকাশ করে। এই দুইটী ব্যতীত 'বৃত্রহা' এবং 'বিদ্বান্' এই দুই বিশেষণও ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি বিদ্বান্ অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার। 'বৃত্রহা' পদেও অজ্ঞানতানাশক, রিপুনাশক পরমদেবতাকে বুঝায়। অর্থাৎ এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পুজোপচার গ্রহণ করেন। মানুষ ভগবানের পূজা করে। সেই পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার—হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব। তাই বলা হইয়াছে—'সোমং পিব'।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবও প্রার্থনামূলক। কিন্তু এই প্রার্থনা প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনা অপেক্ষা একটু

বিভিন্নভাবের। প্রথম মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমরা ভগবানের আরাধনা করিতে সমুৎসুক, কিন্তু আমাদের সেই আরাধনা প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌছায় কিনা তাহা কে বলিতে পারে। তাই প্রথম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, আমাদের পূজা আরাধনা যেন যথাস্থানে পৌছায়, অর্থাৎ ভগবান যেন তাহা গ্রহণ করেন। আর দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে, আমরা যেন নিরুপদ্রবে ভগবানের উপাসনা করিতে পারি, তিনি তাহার উপায় বিধান করিয়া দিন। সেই উপায়, আমাদের রিপুনাশ এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রিপুগণের আক্রমণের অতীত করা। আমরা যদি নির্ব্বিঘ্নে ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তবেই আমাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর। তাই উপযুক্তভাবে ভগবৎসাধনার উপায়স্বরূপ রিপুজয়ের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪২ অনুবাক।)॥ *

— * —

ত্রিচত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ত্রিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আঽপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

* ঊনত্রিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী সামবেদসংহিতায় (৪প ৬অ—৫থ—১সা) প্রাপ্তব্য। ত্রিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চ্চিকে (৬অ—৩থ—৩সূ—.সা) দ্রষ্টব্য; একত্রিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়; দ্বাত্রিংশ অনুবাক ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৯১সূ—১৭ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়; ত্রয়স্ত্রিংশ অনুবাক ঋগ্বেদ-সংহিতায় প্রথম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্; সপ্তত্রিংশ অনুবাক ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ অষ্টক—৬ অধ্যায় ৫ বর্গ) পরিদৃষ্ট হয়; অষ্টাত্রিংশ অনুবাক ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গে দ্রষ্টব্য, ঊনচত্বারিংশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত প্রথমা ঋক্।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

দিবং গচ্ছ সুবঃ পত। রূপেণ বো রূপমভ্যৈমি বয়সা বয়ঃ।

তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজতু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকে।

এতত্তে অগ্নে রাধ ঐতি সোমচ্যুতং তন্মিত্রস্য পথা নয়র্তস্য

পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা যজ্ঞস্য পথা সুবিতা নয়ন্তীঃ।

ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসমৃষিমার্ষেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃমত্যং সুধাতুদক্ষিণং।

বি সুবঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্ব সদস্যৈঃ। অস্মদ্দাত্রা দেবত্রা

গচ্ছত মধুমতীঃ প্রদাতারমা বিশতানবহায়াস্মান্দেবযানেন

পথেত সুকৃতাং লোকে সীদত তন্নঃ সংস্কৃতম্॥ ৪৩॥

পদ-পাঠঃ।

উদিতি। উ। ত্যম্। জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্। দেবম্। বহন্তি।

কেতবঃ। দৃশে। বিশ্বায়। সূর্য্যম্।

চিত্রম্। দেবানাম্। উদিতি। অগাৎ। অনীকম্। চক্ষুঃ। মিত্রস্য। বরুণস্য।

অগ্নেঃ। এতি। অপ্রাঃ। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। অন্তরিক্ষম্।

সূর্য্যঃ। আত্মা। জগতঃ। তস্থুষঃ। চ।

অগ্নে। নয়। সুপথেতি সু—পথা। রায়ে। অস্মান্। বিশ্বানি। দেব।

বয়ুনানি। বিদ্বান্। যুয়োধি। অস্মৎ। জুহুরাণম্। এনঃ। ভূয়িষ্ঠাম্।

তে। নমউক্তিমিতি নমঃ—উক্তিম্। বিধেম।

দিবম্। গচ্ছ। সুবঃ। পত।

রূপেণ। বঃ। রূপম্। অভি। এতি। এমি। বয়সা। বয়ঃ।

তুথঃ। বঃ। বিশ্ববেদা ইতি বিশ্ব—বেদাঃ। বীতি। ভজতু।

বর্ষিষ্ঠে। অধীতি। নাকে।

এতৎ। তে। অগ্নে। রাধঃ। এতি। এতি। সোমচ্যুতমিতি সোম—চ্যুতম্।

তৎ। মিত্রস্য। পথা। নয়। ঋতস্য। পথা। প্রেতি। ইত।

চন্দ্রদক্ষিণা ইতি চন্দ্র—দক্ষিণাঃ। যজ্ঞস্য। পথা। সুবিতা। নয়ন্তীঃ।

ব্রাহ্মণম্। অদ্য। রাধ্যাসম্। ঋষিম্। আর্ষেয়ম্। পিতৃমন্তমিতি পিতৃ—মন্তম্।

পৈতৃমত্যমিতি পৈতৃ—মত্যম্। সুধাতুদক্ষিণমিতি সুধাতু—দক্ষিণম্।

বীতি। সুবঃ। পশ্য। বীতি। অন্তরিক্ষম্। যতস্ব। সদস্যৈঃ।

অস্মদ্দাত্রা ইত্যস্মৎ—দাত্রাঃ। দেবত্রেতি দেব—ত্রা। গচ্ছত। মধুমতীরিতি

মধু—মতীঃ। প্রদাতারমিতি প্র—দাতারম্। এতি। বিশত। অনবহায়েত্যনব—

হায়। অস্মান্। দেবযানেনেতি দেব—যানেন। পথা। ইত। সুকৃতামিতি

সু—কৃতাম্। লোকে। সীদত। তৎ। নঃ। সংস্কৃতম্॥ ৪৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং, প্রজ্ঞানাধারং বা) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং পরমব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) 'উদ্‌বহন্তি' (ঊর্দ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বন্তি।

(খ) 'দেবানাং' (দেবগণানাং, দীপ্তিদানাদিগুণানাং) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, রমণীয়) যৎ 'অনীকং' (তেজঃ) তথা 'মিত্রস্য' (মিত্রস্থানীয়স্য মিত্রদেবস্য) তথা 'বরুণস্য' (বর্ষণশীলস্য বরুণদেবস্য) তথা 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'চক্ষুঃ' (প্রকাশকং—যৎ অনীকং ইতি শেষঃ) 'উদগাৎ' (উৰ্দ্ধে দেবলোকে বিস্তৃতে ইত্যর্থঃ); 'চ' (তেনৈব তেজসা) 'আত্মা সূৰ্য্যঃ' (পরমাত্মরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (স্বর্গমর্ত্ত্যাং) 'অন্তরিক্ষং' (গগনমণ্ডলং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরান্) তথা 'জগতঃ' (জঙ্গমান্ গতিশীলান্, সমগ্রজগন্তি বা) 'আপ্রাঃ' (সমস্তাৎ অপূরয়ৎ)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষু দেবেষু তথা সূর্য্যে বরুণে অগ্নৌ চ খণ্ডশঃ যৎ তেজঃ পরিলক্ষিতং ভবতু, তত্তু পরমাত্মনঃ এব; ইদং তেজঃ খণ্ডভাবং পরিহৃত্য পুঞ্জীভূতং সৎ পরমাত্মা এব।

(গ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্!) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দেব' (দানাদি-গুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধসত্ত্বজনকানি) 'বয়ুনানি' (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কর্ম্মমার্গান্ ইত্যর্থঃ) 'বিদ্বান্' (জানন্তঃ, বেদয়িতারঃ—সর্ব্বজ্ঞ নাধারঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) 'রায়ে' (পরমধনদানায়) 'সুপথা' (শোভনমার্গেণ) 'নয়' (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ)। ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি। সঃ ভগবান্ অস্মান্ সন্মার্গে পরিচালয়তু সৎকর্ম্মণি চ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'অস্মৎ' (মত্তঃ, মদনুষ্ঠিতেভ্যঃ আবদ্ধকর্ম্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'জুহুরাণং' (কুটিলং বিচ্ছেদকং, অখিলসৎক্রিয়াবিঘাতকং ইতি যাবৎ) 'এনঃ' (পাপং) 'যুযোধি' (বিযোজয়, পৃথক্কুরু ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং, ভবৎপ্রীত্যর্থং) 'ভূয়িষ্ঠং' (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) 'নমউক্তিং' (নমস্কর্ম্মণা সহযুতং স্তুতিবাক্যং) 'বিধেম, (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ)। ন হি সৎকর্ম্মসাধকানাং প্রমাণং অস্তি। প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সর্ব্বে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সৎকর্ম্মণঃ বিরোধিনঃ অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয় সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ।

(ঘ) হে মম মনঃ! 'দিবং গচ্ছ' (দ্যুলোকং গচ্ছ, স্বর্গং প্রাপ্নুহি, স্বর্গপ্রাপ্তয়ে যথাবিহিতং সৎকর্ম্ম সম্পাদয় ইত্যর্থঃ); ততঃ 'স্বঃ পত' (স্বর্গং প্রাপ্নুহি)।

(ঙ) হে দেবভাবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বয়ঃ' (কমনীয়ং, প্রার্থনীয়ং) 'রূপং' (সামর্থ্যং) বয়ং 'বয়সা রূপেণ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'অভূম' (প্রাপ্নুবাম)।

(চ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বর্ষিষ্ঠে' (শ্রেষ্ঠতমে) 'অধিনাকে' (স্বর্গে অবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্ববেদাঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ভুবঃ' (পরমদেবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্ অকিঞ্চনান্) 'বিভক্তু' (সম্যক্ প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবতঃ কৃপাং লভেয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(ছ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'তে' (তব) 'এতৎ' (প্রসিদ্ধং) 'সোমচ্যুতং' (শুদ্ধসত্ত্বযুতং) 'রাধঃ' (পরমধনং) 'এতি' (আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু); 'তৎ' (তদ্ধনং) 'মিত্রস্য পথা' (শান্তস্য তব মার্গেণ, পরাশান্ত্যা সহ ইতি ভাবঃ) 'নয়' (প্রাপয়—অস্মান্ ইতি শেষঃ); 'চন্দ্রদক্ষিণাঃ' (হে শ্রেষ্ঠাঃ হ্লাদিনীশক্তয়ঃ) যূয়ং 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'পথ্যা' (মার্গেণ) 'প্রেত' (প্রচ্ছত); সত্যসাধনেন অস্মাকং অধিগতাঃ ভবত ইত্যর্থঃ; 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'সুবিতা'

(শোভনগমনযুক্তেন, মোক্ষদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'পথা' (মার্গেণ) 'নয়ন্তীঃ' (পরিচালয়ত ইত্যর্থঃ))

(জ) ভগবান্ 'অগ্ন' (নিত্যকালং) 'বাধ্যাসং' (পরমধনাকাঙ্ক্ষিণং) 'ঋষিং' (সত্য-দ্রষ্টারং) 'আর্ষেয়ং' (জ্ঞানিনং) 'পিতৃমন্তং' (পিত্রা সম্যগনুশিষ্টং, সুশিক্ষিতং ইত্যর্থঃ) 'পৈতৃমত্যং' (পিতুরনুগতং, ভগবদ্ভক্তং ইত্যর্থঃ) 'সুধাতুদক্ষিণং' (শোভনধাতুঃ দক্ষিণা যস্য তং, শোভনকর্ম্মোপেতং ইত্যর্থঃ) 'ব্রাহ্মণং' (ব্রহ্মজ্ঞং, স্তোত্রপরায়ণং সাধকং) প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ।

(ঝ) হে মম মনঃ! 'সুবঃ' (স্বর্গং) 'বিপশ্য' (বিশেষেণ পরিদর্শয়, স্বর্গলাভায় যথাবিহিতং কুরু ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (দ্যুলোকং চ) 'বি' (বিপশ্য,) মোক্ষলাভায় যথাবিহিতং সৎকর্ম্ম সম্পাদয় ইত্যর্থঃ); 'সদস্যৈ' (বিপ্রৈঃ, সদ্জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'যতস্ব' (অনুতিষ্ঠ, বর্দ্ধস্ব)।

(ঞ) হে অস্মাকং মনোবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'অস্মদ্দাত্রা' (অস্মাভিঃ পরিপালিতাঃ সত্যঃ) 'দেবত্রা' (দেবেষু, দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছত' (প্রাপ্নুত); হে সদ্‌বৃত্তয়ঃ। যূয়ং 'মধুমতীঃ' (মধু-প্রাপিকাঃ সত্যঃ) 'প্রদাতারং' (আত্মদানকারিণঃ ভগবতি আত্মোৎসর্গকারিণং) 'অস্মান্' 'আবিশ' (প্রাপ্নুত); ততঃ অস্মান্ 'অনবহায' (অপরিত্যজ্য) 'দেবযানেন' (দেবভাবপ্রাপকেন) 'পথেত' (মার্গেণ) 'সুকৃতাং লোকে' (সাধকানাং আশ্রয়স্থলে, পরমাশ্রয়ে ইত্যর্থঃ) 'সীদত' (উপবিশত, উপনয়ত); 'নঃ' (অস্মান্) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'সংস্কৃতং' (শোভনকৃতং, সৎকর্ম্ম) প্রাপয়ত ইতি শেষঃ। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) জ্ঞান-রশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ অথবা প্রজ্ঞানাধার দ্যোতমান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞান সাহায্যে সাধকগণ ভগবৎস্বরূপ অনুভব করেন।)।

(খ) দেবগণের (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের) বিচিত্র যে তেজঃ,—মিত্র-দেবতার, বরুণদেবতার, অগ্নিদেবতার প্রকাশক যে তেজঃ—ঊর্দ্ধে দেব-লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই তেজের দ্বারাই পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যদেব স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে গগনমণ্ডলকে স্থাবরসমূহকে জঙ্গমসমূহকে অথবা গতিশীল সমগ্র জগৎকে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। (ভাব এই যে,—দেবসমূহে—সূর্য্যে, বরুণে ও অগ্নিতে,—খণ্ড খণ্ড ভাবে যে তেজঃ পরিলক্ষিত হইতেছে, সে তেজঃ পরমাত্মারই; এই তেজঃ, খণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া পুঞ্জীভূত হইলেই পরমাত্মা।)।
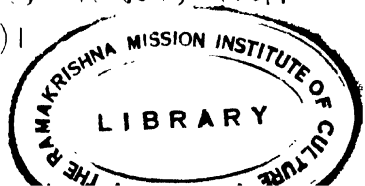
(গ) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বজনক দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষণকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে (সৎপথে) পরিচালিত করুন। (ভগবানের জ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই। সেই ভগবান্ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন) অপিচ, হে দেব! আমাদিগের হইতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে অভিলষিত ক্রিয়া-প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির নিমিত্ত নমস্কর্ম্ম-সহযুত স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি। (সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই। প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্ম্মের বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং সদ্ভাব উন্মেষণে আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন)।

(ঘ) হে আমার মন! স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যথাবিহিত সৎকর্ম্ম সম্পাদন কর; তার পর স্বর্গ প্রাপ্ত হও।

(ঙ) হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের প্রার্থনীয় সামর্থ্য যেন আমরা কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হই।

(চ) হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শ্রেষ্ঠতম স্বর্গে অবস্থিত সর্ব্বজ্ঞ পরমদেবতা তোমাদিগকে—অকিঞ্চনগণকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবানের কৃপা লাভ করি।)।

(ছ) হে জ্ঞানদেব! আপনার প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বযুত পরমধন আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; সেই ধন পরাশান্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত করান; হে শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনীশক্তিসমূহ আপনারা সত্যের মার্গে গমন করুন, অর্থাৎ সত্যসাধনের দ্বারা আমাদের অধিগত হউন; সৎকর্ম্মের মোক্ষদায়ক মার্গে পরিচালিত করুন।

(জ) ভগবান্ নিত্যকাল পরমধনাকাঙ্ক্ষী সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী সুশিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত শোভনকর্ম্মোপেত স্তোত্রপরায়ণ সাধককে প্রাপ্ত হয়েন।

(ঝ) হে আমার মন! স্বর্গলাভের জন্য যথাবিহিত সম্পাদন কর; এবং

দ্যুলোক প্রাপ্ত হও অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য যথাবিহিত সৎকর্ম্ম সম্পাদন কর; সদ্জ্ঞানের সহ বর্ত্তমান থাক।

(ঞ) হে আমাদের মনবৃত্তিসমূহ! তোমরা আমাদের কর্তৃক পরিচালিত হইয়া দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত হও; হে সদ্বৃত্তিসমূহ তোমরা অমৃতপ্রাপিকা হইয়া ভগবানে আত্মোৎসর্গাভিলাষী আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; তাহার পর আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া দেবভাবপ্রাপক মার্গের দ্বারা পরমাশ্রয়ে উপনীত করুন; আমাদিগকে প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্ম প্রাপ্ত করান। ১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৩ অনুবাক।)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

ষট্‌ত্রিংশেঽনুবাকে গ্রহাঃ সমাপিতাঃ। সপ্তত্রিংশে দক্ষিণা বর্ণ্যতে। কল্পঃ—"প্রচরণ্যা [দ]ক্ষিণানি জুহোতি হিরণ্যং প্রবধ্য ঘৃতেঽবধায়োদু ত্যং চিত্রমিতি দ্বাভ্যাং গার্হপত্যে জুহোতি" [ই]তি। তত্র প্রথমা—

১। "উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥" ইতি॥ [কে]তবো রশ্ময়স্ত্যং জাতবেদসং তমগ্নিসদৃশং সূর্য্যং দেবমুদ্বহন্তি উদ্ধদেশ এব প্রাপয়ন্তি। [কি]মর্থম্। বিশ্বায় কৃৎস্নস্য জগতঃ সূর্য্যং দৃশে দ্রষ্টুম॥

২। অথ দ্বিতীয়া—"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আঽপ্রা [দ্য]াবাপৃথিবী অন্তরিক্ষꣳ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥" ইতি॥ চিত্রং রক্তশ্বেতাদিবিবিধবর্ণং [দে]বানাং রশ্মীনামনীকং সৈন্যসদৃশং মণ্ডলমুদগাদুদয়ং গচ্ছতি। কীদৃশম্। মিত্রাদিদেবোপ[ল]ক্ষিতস্য কৃৎস্নস্য প্রাণিজাতস্যেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চক্ষুস্থানীয়ং তন্মণ্ডলস্থঃ সূর্য্যো জগতো জঙ্গমস্য [তস্থ]ুষঃ স্থাবরস্য চাঽত্মা সল্লোঁকত্রয়মাপ্রাঃ পূরিতবান্॥

কল্পঃ—"অগ্নে নয়েত্যাগ্নীধ্রমেত্য জুহোতি" ইতি।

৩। পাঠস্তু—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহু[রা]ণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥" ইতি॥ হেঽগ্নে রায়ে পারলৌকিকধনপ্রাপ্ত্যর্থ[ম]াঞ্শোভনেন মার্গেণ নয়। হে দেব! ত্বং বিশ্বানি বয়ুনানি সর্ব্বাস্মার্গান্বিদ্বাঞ্জানাসি। [জুহু]রাণং কুটিলমেনঃ পাপমস্মত্তো য়োধি বিযোজয়। তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং নমস্কারোক্তিং বিধেম কুর্য্যাম॥ [দ]ক্ষিণহোমং বিধত্তে—"সুবর্গায় বা এতানি লোকায় হূয়ন্তে যদ্দাক্ষিণানি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ [অ০] ১) ইতি। দাক্ষিণাং দিৎসুনা হোতব্যানি দাক্ষিণানি॥ হোমাধিকরণং বিধত্তে—"দ্বাভ্যাং [গা]র্হপত্যে জুহোতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যা আগ্নীধ্রে জুহোত্যন্তরিক্ষ এবাঽক্রমতে" (সং০ [কা]০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। দ্বাভ্যাং বক্ষ্যমাণাভ্যাম্॥ আগ্নীধ্রহোমাদূর্দ্ধং সদঃপ্রবেশং [বিধ]ত্তে—"সদোঽভৈত্যাতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ [সৌ]রীভ্যাং বিনিযুঙ্‌ক্তে – "সৌরীভ্যামৃগ্‌ভ্যাং গার্হপত্যে জুহোত্যমুমেবৈনং লোকꣳ সমারোহয়তি।

নয়বত্যর্চ্চাহগ্নীধ্রে জুহোতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিনীত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। উদু ত্যাং চিত্রমিত্যেতে সৌর্য্যৌ। অগ্নে নয় সুপথেতি নয়বতী॥

৪। "দিবং গচ্ছ সুবঃ পত" কল্পঃ—"দিবং গচ্ছ সুবঃ পতেতি হিরণ্যং হস্তেনোদ্গৃহ্লাতি" ইতি। হে হিরণ্য ত্বমাকাশং প্রতি গচ্ছ, ততঃ স্বর্গং প্রাপ্নুহি॥ অনেন যজমানস্য স্বর্গপ্রাপ্তি-রিত্যাহ—"দিবং গচ্ছ সুবঃ পতেতি হিরণ্যং হস্তেনোদগৃহ্লাতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। যদ্ধিরণ্যং পুরস্তাৎ ঘৃতেঽবহিতং তদ্ধিরণ্যং ঘৃতহোমা-দূর্দ্ধং হস্তেনোদ্ধরেৎ॥ কল্পঃ—"রূপেণ বো রূপমভ্যৈমীতি দক্ষিণা অভ্যৈতি" ইতি। পাঠস্তু—

৫। "রূপেণ বো রূপমভ্যৈমি বয়সা বয়ঃ॥" ইতি। হে দক্ষিণা অনেনোদ্ধৃতহিরণ্য-রূপেণ বেদের্দক্ষিণভাগেঽবস্থিতানাং যুষ্মাকং রূপমাভিমুখ্যেন প্রাপ্নোমি। কীদৃশেন হিরণ্য-রূপেণ। বয়সা কমনীয়েন। কীদৃশং যুষ্মদ্রূপম্। বয়ঃ কমনীয়ম্॥ রূপেণেত্যয়ং শব্দো হিরণ্যপর ইত্যেতদ্দর্শয়তি—"রূপেণ বো রূপমভ্যৈমীত্যাহ রূপেণ হ্যাসাং রূপমভ্যৈতি যদ্ধিরণ্যেন" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। হিরণ্যেন যদ্রূপমভ্যৈতি তদ্রূপেণ বো রূপমিতি মন্ত্রেণোচ্যত ইত্যর্থঃ॥

কল্পঃ—"তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজত্বিতি তা যজমানশ্চতুর্দ্ধা কৃষ্ণাজিনে ব্যুদ্ধৃত্য চতুর্থ-মধ্বর্য্যবে বিভজতে যাবদধ্বর্য্যবে দদাতি তস্যার্দ্ধং প্রতিপ্রস্থাত্রে তৃতীয়ং নেষ্ট্রে চতুর্থমুন্নেত্রে, এতেনেতরেষাং দানমুক্তম্" ইতি। পাঠস্তু—

৬। "তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজতু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকে" ইতি। হে দক্ষিণা বৃদ্ধতমে স্বর্গেঽধিকৃতস্তুথনামকো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞো যুষ্মান্ যথোচিতং বিভজতু॥ এতমেবার্থং স্পষ্টয়তি—"তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজত্বিত্যাহ তুথো হ স্ম বৈ বিশ্ববেদা দেবানাং দক্ষিণা বি ভজতি তেনৈবৈনা বি ভজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। কল্পঃ—"এতত্তে অগ্নে রাধ ইতি দক্ষিণা নয়নে" ইতি। মন্ত্র ইতি শেষঃ। পাঠস্তু—

৭। "এতত্তে অগ্নে রাধ ঐতি সোমচ্যুতং তন্মিত্রস্য পথা নয়র্ত্তস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা যজ্ঞস্য পথা সুবিতা নয়ন্তীঃ" ইতি॥ হেঽগ্নে দক্ষিণাদ্রব্যাণি তে রাধস্তব সমৃদ্ধিকারণং সোমচ্যুতং সোমযাগে প্রাপ্যমেতদ্দক্ষিণাদ্রব্যমৈত্যাগচ্ছতি। তদ্দ্রব্যং মিত্রস্য পথা শান্তস্য তব মার্গেণ নয়। হে চন্দ্রদক্ষিণাঃ সুবর্ণাদিদ্রব্যরূপা ঋতস্য সত্যস্য পথা মার্গেণ প্রেত প্রকর্ষেণ গচ্ছত সত্যফলকেন দেবেন যথাযথং বিভক্তা গচ্ছতেত্যর্থঃ। কীদৃশ্যশ্চন্দ্রদক্ষিণাঃ। সুবিতা শোভনগমনযুক্তেন যজ্ঞস্য পথা যজ্ঞপুরুষস্য মার্গেণ সদোগার্হপত্যয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তিনা নয়ন্তীর্দক্ষিণদেশাদুত্তরদেশে নীয়মানাঃ অত্র সূত্রম্—"হিরণ্যপাণিরগ্রেণ গার্হপত্যং নয়তি জঘনেন সদোঽন্তরাঽগ্নীধ্রং চ সদশ্চ তা উদীচীঃ" ইতি॥ দক্ষিণাদ্রব্যস্য সোমচ্যুতত্বং প্রশস্তমিত্যাহ—"এতত্তে অগ্নে রাধ ঐতি সোমচ্যুতমিত্যাহ সোমচ্যুতং হ্যস্য রাধ ঐতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ মিত্রশব্দপ্রয়োজনমাহ—"তন্মিত্রস্য পথা নয়েত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। তুথো রুদ্রোঽগ্নিরিতি শ্রুতত্বাদ্রুদ্রস্য পথা চেদশান্তিঃ স্যাদতো মিত্রস্যেত্যুচ্যতে॥ ঋতশব্দো নাত্র যজ্ঞবাচী কিং তু সত্যবাচীত্যাহ—"ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা ইত্যাহ সত্যং বা ঋতং সত্যেনৈবৈনা ঋতেন বি ভজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। মুখ্য-

স্থাগ্নিনস্তৃতীয়িনঃ পাদিনশ্চর্ত্বিজাং যথোচিতং বিভজতীত্যর্থঃ॥ দক্ষিণানাং সদোগার্হপত্যয়োর্ম্মধ্য-বর্ত্তিনা যজ্ঞমার্গেণ গমনং প্রসিদ্ধমিত্যাহ—"যজ্ঞস্য পথা সুবিতা নয়ন্তীরিত্যাহ যজ্ঞস্য হ্যেতাঃ পথা যন্তি যদ্দক্ষিণাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥

কল্পঃ—"ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসমিত্যাত্রেয়ায় প্রথমায় হিরণ্যং দদাতি দ্বিতীয়ায় তৃতীয়ায় বা তদভাবে য আর্ষেয়ঃ সন্নিহিতস্তস্মৈ দদ্যাৎ" ইতি। ত্রিবিধা আত্রেয়াঃ প্রবরে পঠিতা অতঃ প্রথমায়েত্যাদিবিশেষণম্। পাঠস্তু—

৮। "ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসমৃষিমার্ষেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃমত্যং সুধাতুদক্ষিণম্।" ইতি॥ অদ্যাস্মিন্যজ্ঞদিনে ব্রাহ্মণমত্রিগোত্রোৎপন্নং রাধ্যাসং হিরণ্যেন সাধয়ানি তোষয়ানীত্যর্থঃ। কীদৃশম্। ঋষিং বেদার্থজ্ঞম্। আর্ষেয়ং বেদার্থবিদঃ পুত্রম্। পিতৃমন্তং পিত্রা সম্যগনুশিষ্টম্। পৈতৃমত্যং পিতৃমত্যাঃ সম্যগনুশিষ্টায়াঃ পতিব্রতায়াঃ পুত্রম্। শোভনো ধাতুঃ সর্ব্বধাতুভ্য উত্তমং হিরণ্যং দক্ষিণা যস্যাসৌ সুধাতুদক্ষিণস্তাদৃশম্॥ ব্রাহ্মণাদিশব্দৈর্ব্বেদশাস্ত্রপারং গতো বিবক্ষিত ইতি দর্শয়তি—"ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসমিত্যাহৈষ বৈ ব্রাহ্মণ ঋষিরার্ষেয়ো যঃ শুশ্রুবাংস্তস্মা-দেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥

কল্পঃ—"সদ এত্য বি সুবঃ পশ্যেত্যনুবীক্ষতে" ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য সদোঽভ্যেতীতি পূর্ব্বং বিহিতম্। পাঠস্তু—

৯। "বি সুবঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্ব সদস্যৈঃ" ইতি। হে যজমান স্বর্গং বিপশ্যান্তরিক্ষং চ বিপশ্য। সদস্যনামকৈর্ঋত্বিগ্ভিঃ সহ যতস্বানুতিষ্ঠ॥ সুবঃ পশ্যেত্যস্যাভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"বি সুবঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষমিত্যাহ সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ সদস্যৈরিত্যনয়া সহায়ং তৃতীয়য়া মিত্রতাঽভিহিতেত্যাহ—"যতস্ব সদস্যৈরিত্যাহ মিত্রত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ কল্পঃ—"অস্মদ্দাত্রা দেবত্রা গচ্ছতেতি নীতা অনুমন্ত্রয়" ইতি। পাঠস্তু—

১০। "অস্মদ্দাত্রা দেবত্রা গচ্ছত মধুমতীঃ প্রদাতারমা বিশতানবহায়াস্মান্দেবয়ানেন পথেত সুকৃতাং লোকে সীদত তন্নঃ সꣳস্কৃতম্॥" ইতি। হে দক্ষিণা অস্মাভির্দত্তাঃ সত্যো দেবেষু ঋত্বিক্ষু গচ্ছত। হে গাবো মধুরক্ষীরোপেতাঃ সত্যঃ পরলোকে প্রদাতারং যজমানং রূপান্তরেণাঽবিশত। অস্মানপরিত্যাগাপরিত্যজ্য দেবয়ানেন পথেত সুকৃতাং মার্গেণ গচ্ছত। গত্বা চ পুণ্যকৃতাং স্থানে সীদত। তৎস্থানং নোঽস্মদর্থং সংস্কৃতং সম্যগুপভোগযোগ্যতয়া নিষ্পাদিতম্॥ প্রদাতারমাবিশতেত্যস্যাভিপ্রায়ং চ—"অস্মদ্দাত্রা দেবত্রা গচ্ছত মধুমতীঃ প্রদাতারমা বিশতেত্যাহ বয়মিহ প্রদাতারঃ স্মোঽস্মানমুত্র মধুমতীরা বিশতেতি বাবৈতদাহ" সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ প্রথমতো দাতব্যং বিধত্তে—হিরণ্যং দদাতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্ধত্তে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি॥ তস্য প্রতিগ্রহীতৃসম্বন্ধং বিধত্তে—"অগ্নীধে দদাত্যগ্নিমুখানেবর্ত্তূন্ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি।

অগ্নিমুখানগ্নিসহিতানাধানকালপ্রভৃত্যাদ্যভূন্। অত্র সূত্রম্—"হিরণ্যং পূর্ণপাত্রমুপবর্হণং সার্ব্বসূত্রমিত্যগ্নীধে দদাতি" ইতি॥ ঋত্বিগন্তরে দানং বিধত্তে—"ব্রহ্মণে দদাতি প্রসূত্যৈ

হোত্রে দদাত্যাত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদ্ধোতাহত্মানমেব যজ্ঞস্য দক্ষিণাভিঃ সমর্দ্ধয়তি” (সং• কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১) ইতি। পস্তৃত্যা অনুজ্ঞানায়। গোতুর্ব্বিভুমন্ত্রপাঠেন যজ্ঞাত্মত্বম্। এবমৃত্বিগন্তরে দানমুন্নেয়ম॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“উত ত্রাভির্দক্ষিণানাং হোমো দিনমতো ঘৃতাৎ। হিরণ্যমুদগৃহ্য রূপে দক্ষিণা অভিগচ্ছতি॥ ১॥ তুথো বো বিশ্ববেদেতি ভিন্দ্যাচ্চর্ম্মণি দক্ষিণাঃ। এতত্তা নিনয়েদ্রাজ্ঞ হেমাহত্রেয়ায় যচ্ছতি॥ ২॥ বি স্বঃ সদ আলোক্য হুম্বদাত্রাহনুমন্ত্রণম্। সপ্তত্রিংশেহনুবাকেঃ স্মিন্দশ মন্ত্রা উদীরিতাঃ॥ ৩॥” ইতি॥

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—“ঋত্বিগ্দানমদৃষ্টার্থমানত্যো বাহগ্রিমঃ শ্রুতেঃ। বৈরূপ্যান্নিয়মান্মৈবং দৃষ্টত্বাদানতেঃ শ্রুতিঃ॥ ভৃতৌ চ নিয়মাদেতদদৃষ্টং স্যাদ্বিরূপতা। বচনাত্তেন পত্রেষু সামিত্বান্ন ভৃতিঃ স্বচিৎ”॥ ইতি॥ ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দদাতীতি প্রকৃতৌ শ্রূয়তে। তৎ কিমদৃষ্টার্থমানত্যর্থং বেতি সংশয়ঃ। ভৃত্যা প বকার বশীকার আনতিঃ। অদৃষ্টার্থং তৎ স্যাৎ। অন্নহিরণ্যাদীনামদৃষ্টার্থে ত্যাগে দানশব্দস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যদ্যত্তদ্দানং ভৃতিঃ স্যাত্তদানীমল্লাধিককর্ম্মানুরূপ্যেণ দ্রব্যং দেয়ম্। বৈরূপ্যং ত্বত্র দৃশ্যতে—স্বল্পকর্ম্মণি ত্রৈধাতবীয়ে সহস্রং দেয়ম্। অধিকে কর্ম্মণ্যতপেয়ে স্বল্পং সোমচমসমাত্রং দীয়তে। তথা দ্বাদশশতাদিপরিমাণনিয়মো মন্ত্রানিয়মশ্চ ভৃতৌ নোপপদ্যতে। কর্ম্মকবানুমত্যা ন্যূনাধিকভাবসম্ভবাত্তক্ষরজকাদিভৃতৌ মন্ত্রাদর্শনাচ্চ। তস্মাদদৃষ্টার্থমিত্যাগ্রিমঃ পক্ষঃ প্রাপ্নোতি। নৈবম্। আনতের্দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ। দানশ্রুতিস্তু দৃষ্টার্থভৃতাবপ্যস্তি। ভৃতির্দ্দীয়েতি প্রয়োগাৎ। পরিমাণমন্ত্রনিয়মাদদৃষ্টমস্তু। দৃষ্টস্যাভাবাৎ। বৈরূপ্যং তু বচনবলাদভ্যুপগম্যতে। দক্ষিণায়া ভৃতিরূপত্বং প্রত্যক্ষবেদবাক্যাদপ্যবগম্যতে—“দীক্ষিতমদীক্ষিতা দক্ষিণাপরিক্রীতা ঋত্বিজো যাজয়েয়ুঃ” ইতি। তস্মাদৃত্বিগ্দানমানত্যর্থম্। এবং চ সতি সত্র ঋত্বিজাং যজমানত্বাদ্ভৃতিরূপা দক্ষিণা ন কাপি দেয়েত্যেতদ্বিচারফলং দ্রষ্টব্যম্॥

তত্রৈব তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—“দক্ষিণা দ্বাদশশতং তস্যেতোতদ্গবাদিষু। সর্ব্বেষু কেষুচিদ্বাহস্থে প্রত্যেকং মিলিতেষু বা॥ সংখ্যাগুণস্য প্রত্যেকং গবাদ্যন্বয়তোহগ্রিমঃ। বাক্যভেদান্ন তৎ কিং তু মিলিতেষু সমুচ্চয়াৎ॥ প্রস্থাপ্যোচিত্যতো ধান্যে সর্ব্বেষাং ন সমুচ্চয়ঃ। অসর্ব্বেষ্বিতি পক্ষেহপি পশবো বৈকমেব বা॥ সংখ্যোচিত্যেন পশবো নৈতত্তস্যেত্যনন্বয়াৎ। একত্বেহপাত্র যৎকিঞ্চিন্মাষা বা গাব এব বা॥ যৎকিঞ্চিন্নিয়মাভাবান্মাষাঃ সন্নিহিতত্বতঃ। মাষা নিরাকৃতা গাবঃ প্রাথম্যাচ্চোপকারতঃ॥ তস্যোক্ত বাক্যাদ্গোদ্রব্যং ন যক্তঃ প্রকৃতঃ ঋতুঃ॥ সংখ্যান্তরং চেদ্বিকৃতৌ স্যাদ্গবাং বাধ্যতানিয়ম্॥” ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে দেয়দ্রব্যাণ্যনুক্রম্য সংখ্যাবিশিষ্টা দক্ষিণা বিধীয়তে—“গৌশ্চাশ্বশ্চাশ্বতরশ্চ গর্দ্দভশ্চাবাশ্চাবয়শ্চ ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চ তিলাশ্চ মাষাশ্চ তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা” ইতি। দ্বাদশাধিকং শতং দ্বাদশশতম্। তত্র সংশয়ঃ—যেয়ং সংখ্যা সা কিং গবাদিসর্ব্বদ্রব্যবিষয়া কিং বা কতিপয়বিষয়া। সর্ব্বপক্ষেহপি প্রতিদ্রব্যমিয়ং সংখ্যা, উত মিলিতানাম্। তত্র গবাদিদ্রব্যাণি প্রধানানি, সংখ্যা তু তদ্গতো গুণঃ। প্রতিপ্রধানং গুণাবৃত্তির্ন্যায্যা। তস্মাদ্গবাদিদ্রব্যেষু সর্ব্বেষু প্রত্যেকমিয়ং সংখ্যেতি প্রথমপক্ষগতে প্রথমে সংখ্যাবিকল্পে প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নৈতদ্যুক্তং বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। অতো মিলিতানামিয়ং সংখ্যেতি দ্বিতীয়ঃ

সংখ্যাবিকল্পোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তথা সতি সমুচ্চয়বাচিনশ্চশব্দা অনুগৃহ্যন্তে। এতদপ্যযুক্তমনৌচিত্যাৎ। ন ব্রীহিযবাদিদ্রব্যেষু দ্বাদশাধিকশতসংখ্যা দ্বিত্রাদিসংখ্যোচিতা। পরিক্রীতস্যর্ত্বিজো দ্বিত্রৈর্ব্রীহিব্রীহৈঃ প্রয়োজনাভাবাৎ প্রস্থাদিকখার্য্যাদিসংখ্যা তত্রোচিতা। ন চেয়মত্র শ্রুতা। তস্মাদুদিতানাং সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় ইত্যয়ং পক্ষো ন যুক্তঃ কতিপয়দ্রব্যবিষয়া সংখ্যাত্যাশ্মিন্নপি পক্ষে কিং গবাদ্যাঃ ষড়্বিধাঃ পশবঃ কিং বা দশস্বু গবাদিদ্রব্যেম্বেকং দ্রব্যম্ তত্র পশুষু শ্রূয়মাণায়াঃ সংখ্যায়া উচিতত্বাৎ পশব ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নৈতদ্যুক্তম্। তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণেত্যত্র তস্যেত্যনেনৈকবচনস্তেন ষণ্ণাং গবাদিপশূনামপ্যেতুনয়োগ্যত্বাৎ। একত্বপক্ষেঽপি যৎকিঞ্চিদেকং কিং বা মাষদ্রব্যমুত গোদ্রব্যম্। তত্র নিয়ামকাভাবাদ্যৎকিঞ্চিদিতি প্রাপ্তম্। তন্ন। সন্নিধের্নিয়ামকত্বাৎ। মাষাশ্চ তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণেতি মাষাঃ সন্নিহিতাঃ। তর্হ্যস্তু মাষদ্রব্যমিতি চেৎ। ন। প্রস্থাদিপরিমাণসংখ্যোচিত্যেন নিরাকৃতত্বাৎ। তস্মাদ্‌গোদ্রব্যমিতি পক্ষঃ পরিশিষ্যতে। প্রথমশ্রুতত্বোপকারৌ তত্র নিয়ামকৌ। অস্তি হি মহানুপকারঃ। ঋত্বিজঃ প্রতিগ্রহীতুর্গবৈবাজ্যক্ষীরাদিভির্ব্বহ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিসিদ্ধেঃ। নন্বু তস্য প্রকৃতস্য ক্রতোর্দ্বাদশশতং দক্ষিণেত্যস্মাদ্‌গোদ্রব্যং ন প্রতীয়তে ইতি চেৎ। ন। যদ্‌গোদ্রব্যং তস্য দ্বাদশশতমিতি বাক্যেন তৎপ্রতীতেঃ। বাক্যং হি প্রকরণাদ্বলীয়ঃ। তস্মাদ্‌গবাং দ্বাদশশতমিতি সিদ্ধান্তঃ। বিকৃতিষু যত্র গোদক্ষিণায়াঃ সংখ্যান্তরং শ্রুতং তত্রাস্যাঃ সংখ্যায়া বাধো বিচারফলম্॥

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—'গোদানে বিহিতে স্বেচ্ছ নিয়তিস্বাহাস্তামেশাপ ঐকম। অবিভাগো বিভাগো বা নিয়মান্মুক্তিতোঽগ্রিমঃ॥ অবিভাগো বহুত্বোক্তেব্বহুত্বং ন বিবক্ষিতম্। বিভাগঃ স্যাৎ পরস্বত্বসিদ্ধেলিঙ্গং চ দৃশ্যতে" ইতি॥ পূর্ব্বোক্ত এব গবাং দানে সংশয়ঃ। ঋত্বিগ্‌ভ্যো দেয়ানামুক্তসংখ্যানাং গবাং বিভাগাবিভাগয়োর্যজমানেচ্ছৈব প্রয়োজিকা, উতাস্ত্যন্যতরনিয়তিঃ। যদাঽপি নিয়তিস্তদাঽপ্যবিভাগো বিভাগো বা। তত্র নিয়ামকস্যানুক্তত্বাদিচ্ছেতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদাতীতি বহুবচনশ্রবণেন সমূহস্য প্রতিগ্রহীতৃত্বাদবিভাগ ইতি পক্ষান্তরম্। প্রত্যেকত্ববদুদ্দেশ্যগতত্বাদ্বহুবচনং ন বিবক্ষিতমিত্যেকৈকঃ প্রতিগ্রহীতা। তথা সতি বিভাগোঽবশ্যং ভবতি। সমুদায় দত্তে সত্যেকৈকস্য স্বামিত্বাভাবাৎ পরস্বত্বাপাদনলক্ষণো দানশব্দার্থো ন সিধ্যতি। কিঞ্চ—"তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজতু" ইতি মন্ত্রে বিভাগলিঙ্গং দৃশ্যতে। তস্মাদ্বিভাগনিয়মো রাদ্ধান্তঃ॥ তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"স বিভাগঃ সমো নো বা বিশেষাশ্রবণাৎ সমঃ। বৈষম্যং স্যাদন্যথায়াসমেবং তৎ স্যাৎ সমাখ্যয়া" ইতি॥ পূর্ব্বোক্তঃ স বিভাগঃ সমঃ স্যাৎ। বৈষম্যহেতোর্বিশেষস্যাশ্রবণাৎ। সাম্যহেতুস্তু লৌকিকো ন্যায়ঃ। লোকে হি পুত্রাণাং পিতৃধনে সমবিভাগো দৃষ্টঃ। তস্মাৎ সম ইত্যেকঃ পক্ষঃ। কর্ম্মকরেষু পরং সানুরূপেণ ভৃতিতারতম্যং দৃষ্টং তদ্বদত্রাপীতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। দ্বাদশাহে দীক্ষায়ামেবং সমাখ্যায়তে—"অর্দ্ধিনো দীক্ষয়ন্তি পাদিনো দীক্ষয়ন্তি" ইতি। অর্দ্ধং যেষামৃত্বিজাং তেঽর্দ্ধিনঃ। এবং পাদিনো যোজনীয়াঃ। তদ্বিশেষো যাজ্ঞিকমুখাদবগন্তব্যঃ। ততঃ শ্রৌতসমাখ্যানুরূপেণ কেষাঞ্চিদর্দ্ধং কেষাঞ্চিৎ পাদ ইত্যাদির্বিষমো বিভাগ ইতি রাদ্ধান্তঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ॥ ৪৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

প্রথম (উদুত্যং প্রভৃতি) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের দ্বারা বস্ত্রাবদ্ধ সোমকে বন্ধন করিতে হয়। মন্ত্রটী সূর্য্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ—সকল জগতের বেত্তা সূর্য্যকে রশ্মিসমূহ ঊর্দ্ধে প্রদেশ প্রাপ্ত করায়। কি জন্য ?—সকল জগতের দর্শনের জন্য। (১) যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে এক উচ্চভাব প্রত্যক্ষ করি। 'কেতবঃ' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে, 'রশ্ময়ঃ'। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'প্রজ্ঞাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক জ্ঞান-রশ্মিসমূহ। এ স্থলে 'প্রজ্ঞাপক' শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-দ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদের অর্থে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্য জগতো দর্শনার্থং; অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত। আমাদের মতে সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত। এ স্থলে ভুবন বা দেবভাব উভয় পদই অধ্যাহৃত। 'সূর্য্য' পদের ব্যাখ্যায় আমরা 'জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরব্রহ্মের সূর্য্য রূপ বিভূতিতেই জ্যোতিঃর পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণ-জ্যোতিঃ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারপদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। *

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয় পর্ব্বে (১ প্র—৩ দ—১২ সা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণ যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদোদ্ধৃত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। আমরা নিম্নে সায়ণের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম ; যথা,—

"কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি ঊর্দ্ধং নয়ন্তি। কিমর্থং ? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং ? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং দ্যোতমানং।"

অর্থাৎ,—প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্যকিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে ঊর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে ? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ,—সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ ? না—প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অর্থ প্রদান করিলাম। যথা—(১) "অশ্বরূপ রশ্মি সকল জন্তু মাত্রের প্রবুদ্ধকর সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।" (২) "যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা

এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, (যেমন, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির) এ সকল তেজের মূলে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড তেজঃ বিদ্যমান আছে। তেজের কেন্দ্র একটী। সেই কেন্দ্রীভূত তেজঃ হইতেই পরিব্যক্ত হইয়া এই দৃশ্যমান্ তেজঃসকল বিবিধভাবে জীবজগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন এক জল, বহু প্রণালীর মধ্যে নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; যেমন এক অগ্নিজ্বালা বিবিধ আধারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হইতে পারে; সেইরূপ এক পরমাত্মজ্যোতিঃ বহুভাবে জগতের উপর জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বলা যাইতে পারে খণ্ড খণ্ড তেজকে ব্যষ্টি, ও সমষ্টিভূত তেজকে সমষ্টি বলে। তাহাও কিন্তু পারমার্থিক জগতের নহে; ব্যবহারিক জগতেরই জন্য। পরমার্থিক জগতে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিঃ"—বহুত্বের আভাস নাই। যাহা কিছু বহুত্ব, তাহা ব্যবহারিক জগতের। সুতরাং এই ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু দৃশ্যমান তেজ. বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে, পারমার্থিক জগতে তাহা কিন্তু এক—অখণ্ড, অসীম ও নিত্য। তথায় বহুত্বের লেশ নাই। কেবল একত্ব ও নিত্য চিরবিরাজমান।

বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত। এ মন্ত্র দেখাইতেছে যে,—'এখানে তেজঃ একটী; তবে যে ভিন্ন ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই অখণ্ড পুঞ্জীভূত তেজেরই অবভাস।' সুতরাং সেই একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বহুজ্যোতিষ্মান্ পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া জ্যোতিরাধার বা জ্যোতিঃকেন্দ্ররূপে এই জগতের অন্তরালে নিয়ত বিরাজমান। এই মহাভাবকে অভিব্যক্ত করাই এ মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। সামান্য সূর্য্যকে বা সামান্য তেজকে লক্ষ্য করিতে এ মন্ত্র প্রবর্ত্তিত নহে।

এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে সূর্য্যোপস্থানের জন্য স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে কোন্ সূর্য্য? দৃশ্যমান ঐ সূর্য্যের উপস্থানের জন্য অর্থাৎ সূর্য্যকে উদ্গত করিবার জন্য অথবা সূর্য্যকে আহ্বান করিবার জন্য যদি এ মন্ত্রের প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে কেবল

ঘোটকসমূহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা দ্যোতমান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে উর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।"

সামবেদের 'আগ্নেয় পর্ব্বে' এই সূর্য্য মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সায়ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"ছত্রিণো গচ্ছন্তি" এবং "প্রাণভৃত উপদধাতি" এই ন্যায়ানুসারে সেখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও আগ্নেয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ,—'ছত্রিগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি'—এস্থলে অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির 'সমবায়াৎ" সূত্রানুসারে যেমন তন্মন্ত্রযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ। ফলতঃ, উভয়ত্রই কষ্ট কল্পনা দ্বারা মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ কষ্ট কল্পনার আদৌ আবশ্যক করে না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাতঃকালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইলেই চলিত। ত্রিসন্ধ্যায় ইহা পাঠের আবশ্যকতা কেন? ফলতঃ এই মন্ত্র এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। ইহা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল খণ্ড খণ্ড তেজের আধার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় তেজের—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে—পুনঃ পুনঃ মনন করিতে—পুনঃ পুনঃ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে—এ মন্ত্রটী সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। যদি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে মহাভাবটী ফুটিয়া উঠে, ইহা বৈদিক মন্ত্রের সাফল্য।

প্রচলিত অর্থ—'মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ তেজোময় সূর্য্য উদিত হইয়া দ্যুলোককে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষকে স্বীয় কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম পদার্থের প্রাণতুল্য।' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দৃশ্যমান সূর্য্য—স্থাবর জঙ্গমের না হয় প্রাণ-তুল্য হইতে পারেন; কারণ, সূর্য্য-প্রকাশে সকল প্রাণীই প্রাণলাভ করে; কিন্তু মিত্র বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক ইহার তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যের প্রকাশক সূর্য্য—তাহাই বা কি প্রকার? এ সূর্য্যই বা কে? আর ইহার প্রকাশক সূর্য্যই বা কে? সুতরাং ইহা চিন্তা করা কি উচিত নহে যে,—সূর্য্যের প্রকাশক যে সূর্য্য, অগ্নির প্রকাশক যে সূর্য্য—সে সূর্য্য পরমাত্মা। মন্ত্রে তো তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। "সূর্য্যঃ আত্মা"—ইহাতে কি সূর্য্যকে পরমাত্মা বলা হইল না?

অতএব যে সূর্য্য নিখিল রশ্মিসমূহের বিক্ষেপক, যে সূর্য্য সূর্য্যের প্রকাশক, যে সূর্য্য বরুণের প্রকাশক, যে সূর্য্য অগ্নির প্রকাশক, যে সূর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য গগন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর উদ্ভাসক, সে সূর্য্য—পরমাত্মা, সে তেজঃ—পরমাত্মারই। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সূর্য্য-প্রকরণ প্রবর্ত্তিত। ইহাকেই লক্ষ্য করিবা ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা।

তৃতীয় ('অগ্নে নয় সুপথা' প্রভৃতি) মন্ত্রে শোভন-মার্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গের সাধনায় ভগবৎসন্নিকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পুরোনুবাক্য। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে অতিপাদদোষ রহিত সুমার্গে পরিচালিত করুন। হে দেব! আপনি সর্ব্ববিধ প্রথর বিষয়েই অবগত আছেন। নরকহেতুক কুটিল অতিপাদরূপ পাপকে আমাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করুন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার নমস্কার উক্তি করিব।' আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া থাকি,—'হে দেবতা! আমাদিগের এ অভীষ্ট পূরণ কর; আমরা ষোড়শোপচারে মেষমহিষাদি বলিদানে তোমার পূজা করিব; এ যেন সেই ভাবেরই প্রার্থনা। ভাষ্যপাঠে সেই ধারণাই মনে আসে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ ভাবের দ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদিগের মতে মন্ত্রটী অগ্নিরূপী-জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব-সংসারের হিতের জন্য ভগবানের করুণাধারা

সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সুধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞান-ভক্তির ও সদ্ভাব-সদ্বৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদ্গমও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাধার ভগবানের অনুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসমন্বিত জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সৎপথে গমন করিয়া সৎস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতস্করাদির উপদ্রব, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র শ্বাপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্য্যস্ত হইতে হয়; হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাধন মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূরিত হয়। সে ভয় বিদূরণের একমাত্র উপায়—সজ্‌জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানাঙ্কুর-সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি মানুষের জন্মসহজাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনাভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বৃষ্ট্যাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রোথিত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়; অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, উৎকর্ষাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরে অন্তরিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই সে ডুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহারা আত্ম-জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ সুদূরপরাহত। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিই একমাত্র সহায়। অন্তরকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির এবং সজ্‌জ্ঞানের আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ ও আরাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সৎপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনাতেই মূলীভূত। যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্ব্বাচনে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ-নির্ব্বাচন প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু নাশ করুন, আমাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট-পূরণে মোক্ষফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমরা তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন

করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। নিজের মনকে বলা হইতেছে—'দিবং গচ্ছ' অর্থাৎ স্বর্গে গমনের যথোপযুক্ত সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হও অর্থাৎ মোক্ষ লাভ কর। কিরূপে মোক্ষ লাভ করিতে হইবে? সৎকর্ম্মসাধনা, ভগবদারাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা যখন হৃদয়ের সকল মলিনতা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ ভাব প্রতিফলিত হয়, মানুষের মন ভগবদভিমুখীন হয়। হৃদয় মনকে ভগবন্মুখীন করিতে পারাই সাধনার একটা বড় অঙ্গ অথবা সফলতা বলা যায়। আমাদের মন যাহাতে সৎকর্ম্মে নিবিষ্ট হয়, ভগবানে আসক্ত হয় তাহারই জন্য সাধক চেষ্টা করিতেছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে প্রার্থনা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থিত বস্তু শক্তি। 'বয়ঃ' পদের অর্থ শক্তিও হয়, এবং কমনার অর্থও হয়। ভাষ্যকারই বিভিন্ন স্থলে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বয়ঃ রূপং' পদদ্বয় একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"কমনীয়, প্রার্থনীয় সামর্থ্য" অর্থাৎ যে সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। সেই সামর্থ্য—ভগবৎশক্তি সেই শক্তি লাভ করিবার উপায়—সৎকর্ম্মসাধন। তাই 'বয়সা রূপেণ' পদদ্বয়ের দ্বারা কঠোর সৎকর্ম্মসাধনরূপ উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা যেন সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা ভগবৎশক্তি লাভ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যাহা লাভ করে, তাহা সমস্তই ভগবৎশক্তি। মানুষের মধ্যে ভগবৎশক্তির বীজ নিহিত আছে, সাধন দ্বারা তাহারই বিকাশ করিতে হয়। মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহার বিকাশ দ্বারা মানুষই দেবতা হয়। ভগবৎশক্তি লাভের অর্থই এই যে, সাধনা দ্বারা মানুষ আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ভগবন্মুখী করে। সেই বিকশিত শক্তিপ্রভাবে আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। পঞ্চম মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রার্থনায় 'তুথঃ' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও ঐ পদে দেবতা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনও আছে। সেই আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনার অর্থ এই যে, আমরা যেন এমন ভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করিতে পারি, এমন ভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, যাহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া আমাদের হৃদয়মন্দিরে পদার্পণ করেন। এই মন্ত্রে একদিকে যেমন সাধন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে আবার ভগবৎ প্রাপ্তির প্রার্থনাও আছে। আত্মোদ্বোধনের ভাব আছে বলিয়াই মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

'বিশ্ববেদা' পদের অর্থ—যিনি বিশ্বকে জানেন, সমস্ত বিষয় জানেন। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞ আর কে হইতে পারে? মন্ত্রে তাঁহার কৃপা প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রের প্রধান ভাব প্রার্থনা, আরাধ্য দেবতা জ্ঞানদেব। মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রার্থনার ভাব—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রাপ্ত হই। সেই পরমধনের স্বরূপ কি? তাহার প্রথম কথা 'তে' অর্থাৎ আপনার পরমধন 'অগ্নে' পদে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপকে

লক্ষ্য করা হইয়াছে, সুতরাং 'তে রাধঃ' পদদ্বয়ে ভগবানের পরমধনেরই উল্লেখ আছে। সেই ধন কিরূপ? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—'সোমচ্যুতং' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বজাত শুদ্ধসত্ত্বযুত। ভগবানের পরমধন বলিতে ভগবৎশক্তিকে ভগবানের কৃপাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে।

প্রথম অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পরমধন যেন আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, আমরা যেন সেই পরমধন পাইতে পারি। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—'তদ্ধনং মিত্রস্য পথা নয়"—'মিত্রস্য পথা' পদদ্বয়ের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ নিহিত আছে। 'তদ্ধনং' পদে, পরমধনকেই বুঝাইতেছে, সেইধন আমরা যেন লাভ করিতে পারি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় অংশের সেই ধন প্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইযাছে। তাহার সঙ্গে আরও একটী প্রার্থনা সংযোজিত হইয়াছে তাহা—'মিত্রস্য পথা'—যাহা আমরা লাভ করিব, তাহা শান্তিমার্গেই লাভ করি, অর্থাৎ পরমধনের সহিত যেন পরাশান্তিও আমাদের অধিগত হয়।

তাহার পরের অংশ হ্লাদিনী শক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবানের আহ্লাদদায়িকা, অর্থাৎ পরমানন্দদায়িকা যে বৃত্তি অথবা শক্তি, তাহা যেন আমাদের অধিগত হয়, এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত প্রার্থনার ইহাই সারমর্ম। মানুষ সর্ব্বাবধ দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চায়। সেই মুক্তিলাভ হইতে পারে—দুঃখের একান্ত বিনাশের দ্বারা, পরমানন্দলাভের দ্বারা। আমরা যখন সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিতে পারি, যখন আমাদের মধ্যে সদ্ভাব সম্যক্‌রূপে উপজিত হয়, তখনই আমরা পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই। যাহাতে আমরা সেই পরমধনের অধিকারী হইতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

কে ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন, কাহার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর তাহা অষ্টম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার সাধকের ভক্তের হৃদয়মন্দিরে উপনীত হইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সেই হৃদয়ের দ্বার যে রুদ্ধ। যাঁহারা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র বিশুদ্ধ করিতে পারেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সাধনশীল, ভগবানে একান্ত ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের স্পর্শলাভ করিতে পারেন। যাঁহারা পরমধন লাভের জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন, তাঁহারই তাহা লাভ করিতে পারেন ইহাই অষ্টম মন্ত্রের অর্থ।

অষ্টম মন্ত্রে যে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নবম মন্ত্রের অবতারণা। এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। যাহাতে আমরা মোক্ষলাভের উপায়ভূত সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, সেই জন্যই আত্মোদ্বোধনা মন্ত্রে আছে। অষ্টম মন্ত্রে যে জ্ঞানের উন্মেষ সাধিত হইয়াছে, নবম মন্ত্রে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

দশম মন্ত্রটী কয়েকটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ যেন দেবভাবাভিমুখী হয়। আমরা যেন দেবভাব প্রাপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ হই। দ্বিতীয় অংশের ভাবও প্রায় একরূপ, তবে তাহা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্বৃত্তিসমূহ যেন আমাদের মধ্যে পূর্ণশক্তিতে বিরাজিত থাকে। সেই সদ্বৃত্তিসমূহ যেন আমাদিগকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করে—ইহাই এই অংশের মর্ম্ম। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। দেবভাব মোক্ষলাভের সহায়। তাই বলা হইয়াছে,—

"সুকৃতা লোকে সীদতঃ"—দেবভাবপ্রাপক পথের দ্বারা আমরা যেন পরমাশ্রয় লাভে সমর্থ হই। ভগবান্ যেন আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি ও দেবভাব প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৩ অনুবাক)॥ *

চতুশ্চত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুশ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপতির্নো অগ্নিঃ।

ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সংররাণো যজমানায় দ্রবিণং দধাতু।

সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সং সূরিভির্ম্মঘবন্ৎসং স্বস্ত্যা॥

সং ব্রহ্মণা দেবকৃতং যদস্তি সং দেবানাং সুমতা যজ্ঞিয়ানাম্॥

সং বর্চ্চসা পয়সা সং তনুভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।

ত্বষ্টা নো অত্র বরিবঃ কৃণোতু অনু মাষ্টু তনুবো যদ্বিলিষ্টম্॥

যদদ্য ত্বা প্রয়তি যজ্ঞে অস্মিন্নগ্নে হোতারমবৃণীমহীহ।

---

* এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্যত্র (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাকে) পরিদৃষ্ট হয়; দ্বিতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চদশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্; তৃতীয় মন্ত্রটী কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্যত্র (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) দ্রষ্টব্য।

ঋধগয়াড়্ধগুতাশমিন্টাঃ প্রজানন্যজ্ঞমুপযাহি বিদ্বান্।

স্বগা বো দেবাঃ সদনমকর্ম্ম য আজগ্ম সবনেদং জুষাণাঃ।

জক্ষিবাꣳসঃ পপিবাꣳসশ্চ বিশ্বেঽস্মে ধত্ত বসবো বসূনি।

যানাঽবহ উশতো দেব দেবান্তান্ প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে॥

বহমানা ভরমাণা হবীꣳষি বসুং ঘর্ম্মং দিবসা তিষ্ঠতানু॥

যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহৈষ॥

তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা।

দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নেঃ

দেব দেবেষু যজ্ঞꣳ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ॥ ৪৪॥

* * *

পদ-পাঠঃ

ধাতা। রাতিঃ। সবিতা। ইদম্। জুষন্তাম্। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ।

নিধিপতিরিতি নিধি—পতিঃ। নঃ। অগ্নিঃ। ত্বষ্টা। বিষ্ণুঃ। প্রজয়েতি প্র—

অস্মা। সম্বরাণ ইতি সং—বরাণঃ। যজমানায়। দ্রবিণম্। দধাতু।

সমিতি। ইন্দ্র। নঃ। মনসা। নেষি। গোভিঃ। সমিতি। সূরিভিরিতি সূরি—ভিঃ।

মঘবন্নিতি মঘ—বন্। সমিতি। স্বস্ত্যা। সমিতি। ব্রহ্মণা। দেবকৃতমিতি দেব—

কৃতম্। যৎ। অস্তি। সমিতি। দেবানাম্। সুমত্যেতি সু—মত্যা। যজ্ঞিয়ানাম্।

সমিতি। বর্চ্চসা। পয়সা। সমিতি। তনূভিঃ। অগন্মহি। মনসা। সমিতি।

শিবেন। ত্বষ্টা। নঃ। অত্র। বরিবঃ। কৃণোতু। অন্বিতি। মাষ্টু।

তনুবঃ। যৎ। বিলিষ্টমিতি বি—লিষ্টম্।

যৎ। অদ্য। ত্বা। প্রয়তীতি প্র—য়তি। যজ্ঞে। অস্মিন্। অগ্নে। হোতারম্।

অবৃণীমহি। ইহ। ঋধক্। অয়াট্। ঋধক্। উত। অশমিষ্ঠাঃ। প্রজানন্নিতি

প্র—জানন্। যজ্ঞম্। উপেতি। যাহি। বিদ্বান্।

স্বগেতি স্ব—গা। বঃ। দেবাঃ। সদনম্। অকর্ম্ম। যে। আজগ্মেত্যা—জগ্ম।

সবনা। ইদম্। জুষাণাঃ। জক্ষিবাংসঃ। পপিবাংসঃ। চ। বিশ্বে।

অস্মে ইতি। ধত্ত। বসবঃ। বসূনি।

যান্। এতি। অবহঃ। উশতঃ। দেব। দেবান্। তান্। প্রেতি। ঈরয়। স্বে।

অগ্নে। সধস্থ ইতি সধ—স্থে। বহমানাঃ। ভরমাণাঃ। হবীꣳষি। বসুম্।

ঘর্ম্মম্। দিবম্। এতি। তিষ্ঠত। অনু।

যজ্ঞ। যজ্ঞম্। গচ্ছ। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। গচ্ছ।

স্বাম্। যোনিম্। গচ্ছ। স্বাহা।

এষঃ। তে। যজ্ঞঃ। যজ্ঞপত ইতি যজ্ঞ—পতে। সহসূক্তবাক ইতি সহসূক্ত—

বাকঃ। সুবীর ইতি সু—বীরঃ। স্বাহা।

দেবাঃ। গাতুবিদ ইতি গাতু—বিদঃ। গাতুম্। বিত্ত্বা। গাতুম্। ইত।

মনসঃ। পতে। ইমম্। নঃ। দেব। দেবেষু। যজ্ঞম্।

স্বাহা। বাচি। স্বাহা। বাতে। ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'রাতিঃ' (দানশীলঃ, পরমধনদাতা) 'ধাতা' (বিশ্ববিধাতা) 'সবিতা' (জগৎ-প্রসবিতা, জগৎস্রষ্টা) 'নিধিপতিঃ' (পরমধনাধিপতিঃ) 'প্রজাপতিঃ' (লোকানাং পালকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'হব্যং' (পূজাং, আরাধনাং ইত্যর্থঃ) 'জুষন্তাং' (গৃহ্নন্তু); 'ত্বষ্টা' (বিশ্বনির্ম্মাতা, বিশ্বস্রষ্টা ইত্যর্থঃ) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ দেবঃ) 'প্রজয়া'

(সাধকেন, সাধকং ইত্যর্থঃ) 'সংররাণঃ' (সম্যগ্রমমাণঃ, পরমানন্দং প্রযচ্ছতি) ; 'যজমানায়' (সাধকেভ্যঃ, সৎকর্ম্মসাধকেভ্যঃ অস্মভ্যং) 'দ্রবিণং' (পরমধনং) 'দধাতু' (প্রযচ্ছতু)।

(খ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব !) ত্বং 'মনসা' (অনুগ্রহযুক্তেন মনসা, কৃপয়া ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'সং নেষ' (সম্মিলিতান্ কুরু) ; 'মঘবন্' (পরমধনসম্পন্ন হে দেব !) ত্বং 'স্বস্ত্যা' (মঙ্গলেন, তব মঙ্গলশক্ত্যা) অস্মান্ 'সূরিভিঃ' (বিদ্বদ্ভিঃ, জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সং' (সংনেষি, সম্মিলিতান্ কুরু) ; 'ব্রহ্মণা' (স্তোত্রেণ সহ, ভগবদারাধনয়া সহ) অস্মান্ 'সং' (সংনেষ, সম্মিলিতান্ কুরু, অস্মান্ ভগবৎ-পরায়ণান্ কুরু ইত্যর্থঃ) ; হে দেব ! 'যজ্ঞিয়ানাং' (যজ্ঞার্হাণাং, আরাধনীয়ানাং,) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'যৎ দেবকৃতং' (যঃ দেবত্বপ্রাপকঃ সদ্ভাবঃ) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) 'সুমত্যা' (অনুগ্রহবুদ্ধ্যা, কৃপয়া) অস্মান্ তেন সহ 'সং' (সংযোজয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং—প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(গ) বয়ং 'বর্চ্চসা' (ব্রহ্মতেজসা) 'সমগন্মহি' (সঙ্গতাঃ ভবামঃ) তথা 'পয়সা' (অমৃতেন) 'সং' (সমগন্মহি, সংযুক্তাঃ ভবামঃ) ; 'শিবেন মনসা' (সাত্ত্বেন, কল্যাণাস্পদেন মনসা) 'সং' (সমগন্মহি সংযুক্তাঃ ভবামঃ) ; 'শিবেন মনসা' (শান্তেন, কল্যাণাস্পদেন) 'রায়ঃ' (পরমধনানি, চতুর্ব্বর্গরূপাণি) 'বিদধতু' (অস্মভ্যং বিতরতু) ; 'তন্বঃ' (অস্মদীয়-শরীরস্য) 'যৎ বিলিষ্টং' (বিশেষেণ সৎকর্ম্মাক্ষমং ন্যূনং বা অঙ্গং) তৎ 'অনুমার্ষ্টু' (সৎকর্ম্ম-সাধনানুকূলং কৃত্বা শোধয়তু)। ভগবদনুগ্রহেণৈব বয়ং ব্রহ্মজ্যোতিরমৃতাদিযুক্তাঃ ভবামঃ। অতো ভগবন্তং প্রার্থয়ামহে, স ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং বিতরতু অস্মাকং শরীরাবয়বমপি সৎকর্ম্ম-সাধনক্ষমং করোতু ইত্যেবং তাৎপর্য্যার্থঃ।

(ঘ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) বয়ং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্য-কালে ইত্যর্থ) 'ইহ' (অস্মিন্ স্থানে, যজ্ঞসাধনস্থানে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'প্রয়তি' (প্রবর্ত্ত-মানে সতি) 'হোতারং' (যজ্ঞনিষ্পাদকং, সৎকর্ম্মসাধকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবৃণীমহি' (আহ্বয়াম) তস্মাৎ কারণাৎ ত্বং বয়ং যথা 'ঋধক্অয়াট্' (সমৃদ্ধান্ ভবাম তথা কুরু) 'উত' (অপিচ) অস্মান্ 'ঋধক্' (সমৃদ্ধান্) 'প্রজানন্' (প্রকৃষ্টেন জানন্, কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ) 'অশমিষ্ঠাঃ' (অস্মাকং বিঘ্নং বিনাশয় ইত্যর্থঃ), ততঃ অস্মাকং প্রার্থনাং 'বিদ্বান্' (জানন্) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'উপয়াহি' (প্রাপ্নুহি)।

(ঙ)* 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ !) 'স্বগাঃ' (স্বাধীনাঃ) 'জুষাণাঃ' (প্রীয়মাণাঃ, প্রসন্ন-চিত্তাঃ) 'যে' (যুয়ং) 'ইদং সবনা' (ইমানি সবনানি, অস্মদীয়ানি সৎকর্ম্মাণি) 'আজগ্ম' (প্রাপ্নুথ) তান্ 'বঃ' (যুস্মান্) অস্মাকং 'সদনং অকর্ম্ম' (আশ্রয়স্থানং করবাম) ; হে দেবাঃ ! 'জাক্ষবাংসঃ' (আরাধিতাঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়াঃ) 'চ' (তথা) 'পপিবাংসঃ' (সোমং পীতবন্তঃ, অস্মাকং প্রার্থনাং গৃহীতবন্তঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'বসবঃ পরমধনসম্পন্নাঃ) যূয়ং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'বসূনি' (পরমধনানি) 'ধত্ত' (স্থাপয়ত, প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি, বয়ং ঐকান্তিকতয়া ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(চ) 'দেব' (দ্যুতিমন্, জ্যোতির্ম্ময়) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'উশতঃ' (অস্মাকং পূজাং কাময়মানান, আরাধনীয়ান, প্রার্থনীয়ান্) 'যান্ দেবান্' (যান্ দেবভাবান্) 'আবহ' (আহ্বয়সি, সাধকান্ প্রাপয়সি) 'তান্' (তান্ দেবভাবান্) 'স্বে স্বধস্থে' (স্বকীয়ে নিবাসস্থানে, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রেরয়' (সংস্থাপয়ঃ); হে দেবভাবাঃ! 'হবীংষি বহমানাঃ' (ভগবতি পূজোপকরণপ্রাপিকাঃ) 'ভরমাণাঃ (সাধকান্ পালয়ন্তঃ) যূয়ং 'ঘর্ম্মং' (জ্যোতির্ম্ময়ং, জ্যোতিঃরূপং) 'বসুং' (পরমধনং) 'তিষ্ঠত' (প্রযচ্ছত—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'অনু' (তদনন্তরং) 'দিবং' (দ্যুলোকং, মোক্ষং ইতি ভাবঃ) 'আ' সম্যক্‌রূপেণ) প্রাপয়—ইতি শেষঃ।

(ছ) 'যজ্ঞ' (হে সৎকর্ম্মশক্তে!) ত্বং 'যজ্ঞং গচ্ছ' (সৎকর্ম্ম প্রাপয়—অস্মান্ ইতি যাবৎ), বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ; 'যজ্ঞ' (হে সৎকর্ম্ম) ত্বং 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মাধিপতিং ভগবন্তং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি; হে সৎকর্ম্ম! ত্বং 'স্বাং' (স্বকীয়ং) 'যোনিং' (আশ্রয়স্থানং, অস্মান্ 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি); 'স্বাহা' (মঙ্গলং ভবতু—অস্মাকং ইতি শেষঃ)।

(জ) 'যজ্ঞপতে' (হে সৎকর্ম্মাধীশ!) 'এষঃ' (অস্মাকং অনুষ্ঠিয়মানং) 'সহসূক্তবাকঃ' (সস্তোত্রকং) 'সুবীরঃ' (শোভনবীরং, আত্মশক্তিদায়কং) 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'তে' (তবার্থং ত্বাং প্রাপ্তয়ে) ভবতু ইতি শেষঃ; 'স্বাহা' (অস্মাকং মঙ্গলং) ভবতু ইতি শেষঃ।

(ঝ) 'গাতুবিদঃ' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মবেত্তারঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ!) যূয়ং 'গাতুং' (অস্মাকং সৎকর্ম্মেচ্ছাং) 'বিত্ত্বা' (বিজ্ঞায়) 'গাতুং' (তৎ সৎকর্ম্মং) 'ইত' (প্রাপ্নুহি); 'দেব' (দ্যোতমান্) 'মনসস্পতে' (মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব!) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দেবভাবসংজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্পয়ামি) 'বাচি' (স্তোত্রমন্ত্রেষু, যদ্বা—স্তোত্রমন্ত্রাণাং উৎকর্ষসাধনেন শক্তিজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্পয়ামি—মম কর্ম্ম ইতি ভাবঃ); এতৎকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ যুষ্মান্ চ 'বাতে' (প্রাণাপানাদিবায়ধিষ্ঠাতরি ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'ধাঃ' (নিধেহি, হে দেব! এতৎ কর্ম্মফলং বায়ুবৎ অনন্তং কুরু)। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবয়োরৈক্যসম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) পরমধনদাতা বিশ্ববিধাতা জগৎস্রষ্টা পরমধনাধিপতি, লোক-সমূহের পালক, জ্ঞানদেব আমাদিগের আরাধনা গ্রহণ করুন; বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপক দেব সাধককে পরমানন্দ প্রদান করেন; সৎকর্ম্মসাধক আমা-দিগকে পরমধন প্রদান করুন।

(খ) বলাধিপতে হে দেব! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞান-কিরণের সহিত সম্মিলিত করুন; পরমধনবান হে দেব! আপনি আপনার মঙ্গলশক্তির দ্বারা আমাদিগকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করুন;

ভগবদারাধনার সহিত আমাদিগকে সম্মিলিত করুন অর্থাৎ আমাগিগকে ভগবৎপরায়ণ করুন; হে দেব! আরাধনীয় দেবভাবসমূহের যে দেবত্ব প্রাপক সদ্ভাব আছে, কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার সহিত সংযোজিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥

(গ) (ভগবানের অনুগ্রহেই) আমরা ব্রহ্মতেজের সহিত সংযুক্ত হইব; সেইরূপ, অমৃতের সহিত এবং কল্যাণাস্পদ মনের সহিত সংযুক্ত হইব। শোভনদানশীল সেই ভগবান্, আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বিতরণ করুন এবং আমাদিগের শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অক্ষম, তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনানুকূল করিয়া পোষণ করুন।

(ঘ) হে জ্ঞানদেব! যে হেতু আমরা অদ্য অর্থাৎ নিত্যকাল সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবর্ত্তমান হইয়া সৎকর্ম্মসাধক আপানাকে আহ্বান করিতেছি, তদ্ধেতু আপনি আমরা যাহাতে সমৃদ্ধ হইতে পারি তাহা করুন, অপিচ, আমাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া আমাদিগের বিঘ্ন বিনাশ করুন; তারপর আমাদিগের প্রার্থনা জানিয়া সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন।

(ঙ) হে দেবভাবসমূহ! স্বাধীন প্রসন্নচিত্ত আপনারা আমাদিগের সৎকর্ম্মসমূহকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই আপনাদিগকে আমাদিগের আশ্রয়স্থান করিব; হে দেবগণ! সকলের আরাধনীয় এবং আমাদিগের প্রার্থনা-গ্রহণকারী সকল পরমধনসম্পন্ন আপনারা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; আমরা যেন ঐকান্তিকতার সহিত ভগবৎপরায়ণ হই।

(চ) জ্যোতির্ম্ময় হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনীয় যে দেবভাবসমূহ সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান সেই দেবভাবদিগকে আমাদিগের হৃদয়ে সংস্থাপিত করুন; হে দেবভাবসমূহ! ভগবানের পূজোপকরণ-প্রাপক সাধকদিগকে পালনকারী আপনারা জ্যোতিঃরূপ পরমধন আমা-দিগকে প্রদান করুন; তদনন্তর মোক্ষ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করান।

(ছ) হে সৎকর্ম্মশক্তি! আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্ম প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; হে সৎকর্ম্ম! আপনি সৎ-

কর্ম্মাধিপতি ভগবানকে প্রাপ্ত হউন; হে সৎকর্ম্ম! আপনি স্বকীয় আশ্রয়স্থান আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদের মঙ্গল হউক।

(জ) হে সৎকর্ম্মাধীশ! আমাদিগের অনুষ্ঠীয়মান সস্তোত্রক আত্ম-শক্তিদায়ক সৎকর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্তির জন্য হউক; আমাদিগের মঙ্গল হউক।

(ঝ) যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মবেত্তাগণ হে দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদিগের সৎকর্ম্মেচ্ছা জানিয়া সেই সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন; দ্যোতমান্, মনে অধিষ্ঠিত হে দেব! অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম দেবভাবের অর্থাৎ দেবভাব সংজননের জন্য আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। স্তোত্র মন্ত্রে (অথবা স্তোত্রমন্ত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য, শক্তিপ্রজননের জন্য আমার কর্ম্ম আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; এই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক। হে দেবগণ! আপনাদিগকেও ভগবানে সংস্থাপিত করুন; হে দেব! এই কর্ম্মফলকে বায়ুবৎ অনন্ত করুন। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৪ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

সপ্তত্রিংশোঽনুবাকে দক্ষিণা নিরূপিতা। অষ্টাত্রিংশে সমিষ্টযজুর্হোমো নিরূপ্যতে। কল্পঃ—"জুহ্বাং নবগৃহীতং গৃহীত্বা ধাতা রাতিরিত্যন্তর্ব্বেদ্যূর্ধ্বস্তিষ্ঠন্‌সংততং সমশো নব সমিষ্টযজূংষি জুহোতি" ইতি। তত্র ষড় চত্বারি যজূংষি জুহোতি॥ ষট্‌সু প্রথমা তাবদেবং পঠিতা—

১। "ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপতির্নো অগ্নিঃ। ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সꣳররাণো যজমানায় দ্রবিণং দধাতু" ইতি॥ ধাতা সবিতা প্রজাপতিরগ্নিস্ত্বষ্টা বিষ্ণুশ্চেত্যেতে ষড়্‌দেবা নোঽস্মাকমিদং হবির্জ্জুষন্তাম্। কীদৃশো ধাতা। রাতির্দ্দানশীলঃ। কীদৃশঃ প্রজাপতিঃ। নিধিপতিঃ, মহাশঙ্খাথর্ব্বাদিনামকানাং নবানাং নিধীনাং পালয়িতা। সোঽয়ং দেবগণো যজমানসম্বন্ধিন্যা প্রজয়া সংররাণঃ সম্যগ্রমমাণস্তথা যজমানার্থং দ্রবিণঃ দধাতু পোষয়তু॥ অথ দ্বিতীয়া—

২। "সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সꣳ সূরিভির্ম্মঘবন্‌ৎসꣳ স্বস্ত্যা। সং ব্রহ্মণা দেবকৃতং যদস্তি সং দেবানাꣳ সুমত্যা যজ্ঞিয়ানাম্॥" ইতি। হে ইন্দ্র ত্বমনুগ্রহযুক্তেন মনসা নোঽস্মানগোভিঃ সংনেষ সংযোজয়। সূরিভির্ব্বিদ্বদ্ভির্হোতৃপ্রমুখৈঃ সংযোজয়। হে মঘবন্‌স্বস্ত্যা ক্ষেমেণ সংযোজয়। ব্রহ্মণা বেদানার্থজ্ঞানসহিতেন দেবকৃতং দেবার্থং কর্ম্ম যদস্তি তেন সংযোজয়। যজ্ঞসম্বন্ধিনাং দেবানাং সুমত্যাঽনুগ্রহবুদ্ধ্যা সংযোজয়॥ অথ তৃতীয়া—

৩। "সং বর্চ্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সꣳ শিবেন। ত্বষ্টা নো অত্র বরিবঃ কৃণোতু অনু মার্ষ্টু তনুবো যদ্বিলিষ্টম্॥" ইতি। বয়ং দেবতানুগ্রহবলাদ্বর্চ্চসা বলেন তদ্ধেতুনা

চ পয়সা ক্ষীরাদিনা সমগন্মহি সংগতাঃ স্মঃ। তনূভিঃ শরীরৈঃ শোভনৈঃ সংগতাঃ। শিবেন শ্রদ্ধ লুনা মনসা সংগতাঃ। ত্বষ্টা দেবো নোঽস্মাকমত্রাস্মিনকর্ম্মণি বরিবো বরণীয়ং ধনং কৃণোতু করোতু। কিং চ তন্বঃ শরীরাণি অনুমার্ষ্টু শোধয়তু। যদ্বিলিষ্টং পাপং তদপ্যনুমার্ষ্টু॥ অথ চতুর্থী—

৪। "যদদ্য ত্বা প্রয়তি যজ্ঞে অস্মিন্নগ্নে হোতারমবৃণীমহীহ। ঋধগয়াড়ৃধগুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্যজ্ঞমুপযাহি বিদ্বান্॥" ইতি॥ হেঽগ্নে যস্মাৎ কারণাদদ্যাস্মিন্দিন ইহ দেবযজনদেশেঽস্মিন্যজ্ঞে প্রয়তি প্রবর্ত্তমানে সতি ত্বাং হোতারং হোমনিষ্পাদকমবৃণীমহি তস্মাৎকারণাদৃধকসমৃদ্ধং যথা ভবতি তথাঽয়াড়্যাক্ষীঃ। উতাপি চ ত্বমৃধকসমৃদ্ধং প্রজানন্নশমিষ্ঠা অস্মদ্বিঘ্নশান্তিকার্য্যোঃ। অতস্ত্বং বিদ্বানস্মদ্ভক্তিং জানন্নিমং যজ্ঞমুপয়াহি প্রাপ্নুহি॥ অথ পঞ্চমী—

৫। "স্বগা বো দেবাঃ সদনমকর্ম্ম য আজগ্ম সবনেদং জুষাণাঃ। জক্ষিবাꣳসঃ পপিবাꣳসশ্চ বিশ্বেঽস্মে ধত্ত বসবো বসূনি॥" ইতি। হে দেবা যে যুয়ং জুষাণাঃ প্রীয়মাণা ইদং সবনা ইমানি ত্রীণি সবনানি আজগ্মাঽগতাস্তেষাং বঃ সদনং স্থানং স্বগা স্বাধীনমকর্ম্ম বয়মকার্ষ্ম। বিশ্বে তে সর্ব্বে যুয়ং জক্ষিবাংসঃ সবনীয়পুরোডাশান্ভক্ষিতবন্তঃ পপিবাংসঃ সোমং পীতবন্তশ্চ। হে বসবো নিবাসহেতবো যূয়মস্মে অস্মাসু বসূনি ধনানি ধত্ত স্থাপয়ত॥ অথ ষষ্ঠী—

৬। "যানাঽবহ উশতো দেব দেবাꣳস্তান্প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে। বহমানা ভরমাণা হবীꣳষি বসুং ঘর্ম্মং দিবমা তিষ্ঠতানু॥" ইতি॥ হেঽগ্নে দেবোশতো হবীংষি কাময়মানান্যান্দেবানাবহো বর্ণবাতায়াদাহ্বয় আহূতবানসি, তান্দেবানস্বে স্বকায়ে সধস্থে সহনিবাসস্থানে প্রেরয়। হে দেবা হবীংষি বহমানা রথাদিভির্নয়ন্তো ভরমাণাঃ পোষয়ন্তো বসুং জগন্নিবাসহেতুং ঘর্ম্মমাদিত্যমাতিষ্ঠতাঽগচ্ছত। অনুনন্তরং দিবং স্বর্গমাগচ্ছত॥ অথ ত্রয়াণাং যজুষাং মধ্যে প্রথমং যজুঃ—

"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা" ইতি॥ হে যজ্ঞ ত্বং স্বপ্রতিষ্ঠার্থং যজ্ঞনামকং বিষ্ণুং গচ্ছ। ফলপ্রদানার্থং যজ্ঞপতিং যজমানং গচ্ছ। স্বনিষ্পত্ত্যর্থং স্বাং যোনিং স্বকারণভূতাং বায়োঃ ক্রিয়াশক্তিং গচ্ছ। স্বাহা হুতমস্তু॥ অথ দ্বিতীয়—

"এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা" ইতি॥ হে যজ্ঞপতে যজ্ঞস্বামিন্নেষোঽনুষ্ঠীয়মানস্তে যজ্ঞঃ সূক্তবাকৈঃ স্তোত্রৈঃ সহিতঃ শোভনাঃ বীরাঃ কর্ম্মকুশলা ঋত্বিজো যস্যাসৌ সুবীরঃ। তত ইদমাজ্যং ত্বয়া স্বাহা হুতমস্তু—অথ তৃতীয়ম্—

"দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞꣳ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ॥" ইতি॥ হে গাতুবিদো মার্গজ্ঞা দেবাঃ গাতুং বিত্ত্বা ভবদাগমনমার্গং জ্ঞাত্বা যজ্ঞে সমাপ্তে সতি গাতুমিত পুনস্তমেব মার্গং গচ্ছত। হে মনসম্পতে দেব পরমেশ্বর নোঽস্মাকমিমং যজ্ঞং দেবেষু হবির্ভুক্ষু স্বাহা প্রথমং স্থাপয়। ততো বাচি মন্ত্ররূপায়াং বাগ্দেবতায়াং স্থাপয়। ততো বাতে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকে দেবে ধাঃ স্থাপয়॥

যথোক্তমন্ত্রসাধ্যং হোমং বিধত্তে—"সমিষ্টযজূꣳষি জুহোতি যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রূরং যদ্বিলিষ্টং যদত্যেতি যন্নাত্যেতি যদতি করোতি যন্নাপি করোতি তদেব তৈঃ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি। সম্যগ্যজমানং সমিষ্টং যুঞ্জন্তে প্রযুঞ্জন্ত ইতি ধাতা রাতিরিত্যাদয়ো

মন্ত্রা যজূংষি। সমিষ্টার্থানি যজূংষ্যুচ্চার্য্যাহজ্যং জুহুয়াৎ। তচ্চ যজ্ঞস্য সম্যগনুষ্ঠিত্যৈ সম্পদ্যতে। ক্রূরাদিদোষাণাং হোমেন সমাহিতত্বাৎ। ক্রূরং পশুহিংসাদি। বিলিষ্টং বিহিতস্য দাক্ষিণাদি-দ্রব্যস্যাল্পীভাবঃ। অত্যয়ানত্যয়ৌ কালকৃতৌ। তথা হি—পশুকানাং প্রযাজানাং চোদক-বশেন হবিরাসাদনাদূর্দ্ধমনুষ্ঠানং প্রাপ্তং তত্র তিষ্ঠন্তং পশুং প্রযজন্তীতি বচনেন পশুবিশসনাৎ প্রাগপকৃষ্টং, তদনাদৃত্য চোদকবশেনৈবানুষ্ঠানমশাস্ত্রীয়ঃ কালাত্যয়ঃ। তথা তৃতীয়সবনোপ্র-ক্রমে সবনীয়পশোরঙ্গ প্রচারানন্তরমেবানূয়াজাশ্চোদকবশেন প্রাপ্তাস্তে ত্বাগ্নিমারুতাদূর্দ্ধমনূ-যাজৈশ্চরন্তীতি বচনেন তৃতীয়সবনস্য সমাপ্তিকাল উৎকৃষ্টাঃ তদনাদৃত্যোপক্রম এব তদনুষ্ঠানম-শাস্ত্রীয়ঃ কালানত্যয়ঃ। অপবর্হিষঃ প্রযাজানূযজতীতি বচনেনাবভৃথে বর্হির্নামকশ্চতুর্থপ্রযাজো নিষিদ্ধঃ। তস্মিন্নেবমতিক্রমা তস্যানুষ্ঠানমতিকরণম। বিহিতস্য কস্যচিদঙ্গস্য বিস্মৃতবকবণম্। অপিশব্দঃ ক্রূরাদীনাং সমুচ্চয়ার্থঃ। তচ্চ ক্রূরাদিকং তৈরেব হোমৈঃ প্রীণাতি সমাদধাতি॥

আহুতিসংখ্যাং বিধত্তে—"নব জুহোতি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ পুরুষেণ যজ্ঞঃ সংমিতো যাবানেব যজ্ঞস্তং প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি। প্রাণাস্তদাধারচ্ছিদ্রাণি॥ নবসু মন্ত্রেযু ঋগ্যজুষোরবস্তরসংখ্যাং বিধত্তে—"ষড়ৃগ্‌ময়াণি জুহোতি ষড়্‌বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি ত্রীণি যজূংষি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি॥ যজ্ঞস্য যজমানপ্রাপ্তিঃ স্বকারণপ্রাপ্তিশ্চ মন্ত্র পাঠাদেব সম্পদ্যত ইত্যাহ—"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছেত্যাহ যজ্ঞপতিমেবৈনং গময়তি স্বাং যোনিং গচ্ছেত্যাব স্বামেবৈনং যোনিং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি॥ সুবীরশব্দেন বীর্য্যপ্রাপ্তিঃ সূচ্যত ইত্যাহ—এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ ইত্যাহ যজমান এব বীর্য্যং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি॥

দেবা গাতুবিদ ইত্যেতন্মন্ত্রপ্রশংসার্থমাখ্যায়িকামাহ—"বাসিষ্ঠো হ সাত্যহব্যো দেবভাগং পপ্রচ্ছ যৎসৃঞ্জয়ান্ বহুযাজিনোঽয়ীযজো যজ্ঞে যজ্ঞং প্রত্যতিষ্ঠিপা৩ যজ্ঞপতা৩বিতি স হোবাচ যজ্ঞপতাবিতি সত্যাদ্বৈ সৃঞ্জয়াঃ পরা বভূবুরিতি হোবাচ যজ্ঞে বাচ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য আসীৎ যজমানস্যাপরাভাবায়েতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিতেত্যাহ যজ্ঞ এব যজ্ঞং প্রতি-ষ্ঠাপয়তি যজমানস্যাপরাভাবায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ২) ইতি। বসিষ্ঠগোত্রোৎপন্নঃ সত্যহব্যস্য পুত্রো দেবভাগনামানং মুনিং পপ্রচ্ছ, যদা সৃঞ্জয়াখ্যদেশস্থান্ বহুবিধসোমযাগানুষ্ঠায়িনো যাজিতবানসি তদা কিং যজ্ঞং স্বাহেত্যেবং যজ্ঞলিঙ্গকে দেবা গাতুবিদ ইত্যেতস্মিন মন্ত্রে যজ্ঞং সমিষ্টযজুর্হোমং সমাপিতবানসি, উত যজ্ঞপতিং গচ্ছেত্যেবং যজ্ঞপতিলিঙ্গকে যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছেত্যে-তস্মিন্মন্ত্র ইতি। তত্র দ্বিতীয়পক্ষে সতি যস্মাৎ সত্যাদ্যজ্ঞাৎ পরাভবংস্তস্মাৎ প্রথমপক্ষ এবোপাদেয় ইত্যুত্তরম্॥

অত্র বিনিয়োগ সংগ্রহঃ—"ধাতানুবাকে সর্ব্বস্মিন্ সমিষ্টাখ্যযজূংষি হি ঋচঃ ষড়াদ্যাঃ শেষাণি যজূংষ্যেতৈর্জ্জুহোতি হি" ইতি॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৪ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে চতুশ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ॥ ৪৪॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের জ্ঞান-স্বরূপের আরাধনা করা হইয়াছে। আরাধনার মূল মর্ম্ম এই যে,—আমরা যেন ভগবদারাধনার উপযোগী শক্তি লাভ করি। তিনি কেমন? তাহার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন,—'রাতিঃ'—দানশীল, তিনি পরমধনদাতা তাঁহার প্রকৃতিই এই যে, তিনি সাধককে ধন দান করেন। এখানে আরও একটী কথা প্রথমেই আলোচনা করা দরকার। ভাষ্যকার 'ধাতা' 'সবিতা' 'অগ্নিঃ' প্রভৃতি পদে বিভিন্ন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত পদসমূহ 'অগ্নিঃ' 'সবিতা' প্রভৃতি দেবতার নাম উল্লেখিত হইয়াছে, প্রত্যেক দেবতাই যেন বিভিন্ন। ভাষ্যকারের এরূপ মত প্রকাশ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মন্ত্রে 'জুষন্তাং' এই বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি 'রাতিঃ' 'ধাতা' প্রভৃতি পদসমূহ 'অগ্নিঃ' এই পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গৌরবে বহুবচনং' এই সূত্রানুসারে একবচন স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা অন্যদিক দিয়া আলোচনা করিলেও সেই এক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। 'অগ্নিঃ' 'ধাতাঃ' প্রভৃতি পদে ভগবানেরই বিভিন্ন বিভূতির উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ সেই এক দেবতারই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মূলতঃ এখানে বহুত্ব নাই একত্ব আছে। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'রাতিঃ' পদে যে অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার মূলভাব 'নিধিপতিঃ' এবং 'প্রজাপতিঃ' পদদ্বয়ে নিহিত আছে। ভগবান্ 'নিধিপতিঃ'—পরমধনের অধিপতি। কিন্তু তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? উত্তরে বলা যাইতেছে—তিনি কেবল নিধিপতি নহেন, তিনি প্রজাপতিও বটেন। কৃপণের মত তিনি ধন রক্ষা করাকেই একমাত্র কার্য্য মনে করেন না, কারণ তাঁহার সন্তানকে রক্ষা করা, তাহাদের মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার লক্ষ্য। তাই তিনি—'রাতিঃ'—দানশীল, তাঁহার অসীমধনভাণ্ডার তিনি মানবকে বিতরণ করেন। 'সবিতা' এবং 'প্রজাপতিঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার বিশ্বকর্তৃত্ব প্রখ্যাপিত হইতেছে।

সেই পরমদেবতা আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করুন। ভগবানের আরাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। মানুষ পূজা করে বটে, কিন্তু তাহা ভগবচ্চরণে পৌঁছায় কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকারী সে নয়। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে—যেন আমাদের সাধনা আরাধনা ভগবান্ গ্রহণ করেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একসঙ্গে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং প্রার্থনাও করা হইয়াছে। বিশ্ববিধাতা মানবকে পরমানন্দ প্রদান করেন, সাধকগণ তাঁহার কৃপার অধিকারী হয়েন। আমরাও যেন তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত না হই—মন্ত্রে এই প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি যেন কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। "গোভিঃ সংমেষি" পদদ্বয়ে কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন—গরুর সহিত আমরা যেন মিলিত হই, অর্থাৎ গো-ধন

লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা মন্ত্রের অন্য অর্থ গ্রহণ করি। 'গো' শব্দে জ্ঞানকিরণ বুঝায়। 'গোভিঃ সংনেষি' পদদ্বয়ে জ্ঞানলাভের প্রার্থনাই বুঝাইতেছে। অন্য অন্য প্রার্থনা মন্ত্রেও সেই—এক ভাবেরই প্রকাশ লক্ষিত হয়। 'গোভিঃ নঃ সংনেষি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়—জ্ঞান কিরণামৃতের সহিত আমাদিগকে মিলিত করুন। জ্ঞান কিরণের সহিত মিলিত করার অর্থই, আমাদের সত্তাকে জ্ঞানময় করা। আমাদের হৃদয় যেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়, আমরা যেন জ্ঞাননির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে পারি, মন্ত্রাংশের ইহাই তাৎপর্য্য। 'মনসা' পদের প্রচলিত অর্থ—'অনুগ্রহবুদ্ধ্যা' অর্থাৎ 'আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া'। আমরাও এই অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—"স্বস্ত্যা সূরিভিঃ সং'—মঙ্গলের দ্বারা, তাঁহার মঙ্গলশক্তির দ্বারা যেন আমাদিগকে জ্ঞানের সহিত মিলিত করেন। মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনার সহিত দ্বিতীয় প্রার্থনার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কেবল মাত্র 'স্বস্ত্যা' পদের দ্বারা একটা বিশেষত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, আমরা যাহা লাভ করিব তাহা যেন মঙ্গলশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, অর্থাৎ আমরা যেন মঙ্গলের পথে যাইতে পারি।

তৃতীয় মন্ত্রের ভাবে—যজমান অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিবে। 'সংবর্চ্চসা' এই মন্ত্র দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের অর্থ হয়,—'ব্রহ্মবর্চ্চের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি; ক্ষীরাদি রসের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি; অনুষ্ঠানক্ষম শরীরাবয়বের সহিত অথবা ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত আমরা সংযুক্ত হইতেছি এবং শান্ত কর্ম্মশ্রদ্ধাযুক্ত মনের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি' দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ এই যে,—'ত্বষ্টৃদেব, ধনসমূহ বিহিত করুন এবং মদীয় শরীরের যে অঙ্গ বিশেষরূপে ন্যূন, তাহাকে সেই ন্যূনত্ব নাশপূর্ব্বক সৎকর্ম্মানুকূল করিয়া শোধন করুন অর্থাৎ ধনের এবং শরীরের পুষ্টিসাধন করুন।' প্রচলিত ভাষ্যে এ মন্ত্রের অর্থাদি এইরূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও ব্যাখ্যাকার আবার এ মন্ত্রটীর অর্থ করেন,—'আমি অদ্য প্রচুর অন্নের সহিত সঙ্গত হইতেছি, প্রচুর পানীয়ের সহিত সঙ্গত হইতেছি, স্বীয় শরীরের সৌন্দর্য্য, বল, তেজঃ প্রভৃতির উন্নতি লাভ করিতেছি, অদ্য আমার মনে সুন্দর শান্তি স্থাপিত হইল, বিখ্যাত বদান্য ত্বষ্টৃদেবতা আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন; এবং আমার শরীরে যে সকল দোষ আছে, তাহা সংশোধন করুন।'

আমরা বলি এ মন্ত্রটীর প্রথমার্দ্ধে সাধকের ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি যেন স্বগত চিন্তা করিতেছেন—'সাধনমার্গে আমরা যাহা কিছু উন্নতিলাভ সমর্থ হই, তাহা কেবল একমাত্র সেই পরমেশ্বরেরই অনুকম্পায়। অতএব ভগবান্ যদি আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইব; অমৃতের অধিকারী হইব; আমাদিগের শরীরাবয়ব সমূহ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইবে এবং আমাদের মন, শান্ত শুদ্ধসত্ত্বান্বিত হইবে।' তাই তিনি, মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের সমীপে প্রার্থনার ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন,—'ত্বষ্টৃরূপী শোভনদানশীল সেই ভগবান্ আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন, এবং আমাদিগের যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অপটু, তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনক্ষম

স্করুন।' এস্থলে 'রায়ঃ' পদ যে একমাত্র পরমধন—চতুর্ব্বর্গকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা ভগবানের 'সুদত্রঃ' বিশেষণই দ্যোতনা করিতেছে। তিনি যে সুদানশীল—তাঁহার দানীয় ধন, কখনও তো অনিত্য স্বর্ণরত্নাদিরূপ হইতে পারে না। এ ধন সেই শোভন পরমধন—যে ধন নিত্য-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ। তাই আমরা এস্থলে 'রায়ঃ' পদের অর্থ—চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বলিয়া স্বীকার করিলাম। অন্যান্য শব্দের আলোচনা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা—জ্ঞানদেব অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞানবিভূতি। 'অদ্য' পদে নিত্যকাল বুঝায়। কারণ নিত্য সনাতন বেদমন্ত্র অনাদি অনন্তকাল যাবৎ উচ্চারিত হইতেছে। এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও হইবে। প্রত্যেক সাধক প্রত্যেক প্রার্থনায় 'অদ্য' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। নিত্যকাল স্থায়ী একটি বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় 'অদ্য' শব্দও নিত্যকালবাচক হইয়াছে। 'ইহ' পদে যজ্ঞের প্রতি লক্ষ্য আসে। কারণ মন্ত্রের সমগ্র ভাব অনুধাবন করিলে এই অর্থই অধ্যাহৃত হয়। যজ্ঞে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যজ্ঞসাধনের মুখ্যকারণভূত জ্ঞানকেই সৎকর্ম্মসাধক নিজের পথপ্রদর্শকরূপে লাভ করিতে চাহেন জ্ঞানকে যজ্ঞের হোতা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্তভাবে সৎকর্ম্মসাধন করিতে হইলে জ্ঞানালোকের প্রয়োজন। কারণ জ্ঞানের সাহায্যেই মানব আপনার প্রকৃত গন্তব্য পথ পরিগ্রহ করিতে পারে। সৎকর্ম্ম সাধনে বহুবিধ বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দূর করিবার জন্য বিনাশ করিবার জন্য জ্ঞান অসির প্রয়োজন, সেই জ্ঞান অসির দ্বারা পাপতাপরূপ অসুরকে বিনাশ করিতে হয়। ভগবানের জ্ঞানশক্তির সাহায্য না পাইলে মানুষ সদসৎ বিচার করিয়া চলিতে পারে না। তাই সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানকে বরণ করিবার প্রসঙ্গ আছে।

মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশিষ্ট কারণ যেন প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কারণ এই যে,—হে ভগবন্! আমরা আপনার শরণাগত হইতেছি, শরণাগতকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা আপনার দুয়ারে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আপনি আমাদিগকে সমৃদ্ধ করুন্ উন্নত করুন। আপাততঃ মনে হয় যে, কেন ভগবান্ আমাদিগকে উন্নত পবিত্র করিবেন, তাহার একটা কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কারণ প্রদর্শন নয়। মন্ত্রের প্রথম অংশে আত্মনিবেদন এবং শেষাংশে প্রার্থনা আছে। মন্ত্রের সর্ব্বশেষ প্রার্থনা,—"বিদ্বান্ যজ্ঞং উপয়াহি"—হে ভগবন্! আমাদের প্রার্থনার বিষয় অবগত হইয়া আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদের সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন, আমাদের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হউন।

পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়—'দেবভাবাঃ'—দেবভাবসমূহ। তাঁহারা কিরূপ?—'স্বগা' স্বাধীন। এই স্বাধীনতার একটা বিশেষ ভাব আছে। 'স্বাধীন' শব্দ দুইটী শব্দের একত্র সমবায় মাত্র। সে দুই শব্দ 'স্ব' এবং 'অধীন' অর্থাৎ যিনি নিজের অধীন তাঁহাকেই স্বাধীন বলা যায়। নিজে নিজেরই অধীন, অর্থাৎ আপনার শক্তির ও জ্ঞানের বলেই নিজকে পরিচালিত করেন। কখনও তিনি অন্যের দ্বারা চালিত হয়েন না, জগৎ তাঁহার শক্তিতে চালিত হয়, তাই তিনি স্বাধীন। প্রসন্নচিত্ত, সাধকের প্রতি কৃপাপরায়ণ যে পরমদেবতা তিনি

আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, অর্থাৎ আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। সেই দেবভাবের সাহায্যে যাহাতে আমরা পরমধনের অধিকারী হইতে পারি তাহার জন্য মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা আছে। সেই পরমধন কে দান করিবে? তার উত্তরে বলা হইতেছে—"জক্ষিবাংসঃ"—সকলের আরাধনীয় এবং 'পপিবাংসঃ'—আমাদের প্রার্থনা গ্রহণকারী। তিনি মানবের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং পরমধনসম্পন্ন, তাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নিদেবের অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার আরাধনা করা হইয়াছে। তিনি কেমন?—তিনি 'উশতঃ' অর্থাৎ আমাদের আরাধনা কামনাকারী। ভগবান্ আমাদের পূজা আরাধনা কামনা করেন। ইহার কারণ কি? ভগবান্ কি আমাদের স্তবস্তুতির জন্য লালায়িত? তা তো নয়। কামনা বাসনা বলিতে যাহা বুঝায়, ভগবানের তাহা নাই; তবুও জগতের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি মানবের নিকট হইতে আরাধনা পূজা পাইতে চাহেন। তাহার কারণ এই যে,—মানব ভগবানের আরাধনার দ্বারাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে। ভগবান্ তাঁহার সন্তানের মঙ্গল দেখিলে আনন্দিত হয়েন। তাই যাহাতে মানবগণ সৎকর্ম্মসমন্বিত ও আরাধনাপরায়ণ হয়, তাহাই ইচ্ছা করেন। 'উশতঃ' পদে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই মন্ত্রে কয়েকটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনার অর্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা যে উচ্চ পবিত্র ভাব লাভ করা যায়, তাহা যেন আমরা লাভ করিতে পারি। জ্ঞানস্বরূপ দেবতা যেন আমাদের হৃদয়ে সর্ব্ববিধ দেবভাব, উচ্চভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জ্ঞানকিরণই মানুষকে দেবত্ব প্রাপ্ত করান, পরমধন প্রদান করেন। 'ঘর্ম্মং বসুং তিষ্ঠত'—প্রার্থনার মধ্যে 'ঘর্ম্মং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। জ্ঞানের দ্বারা পরমধন লাভ হয়, সে কিরূপ ধন? 'ঘর্ম্মং' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিস্বরূপ পরমধন,—যে ধনের দ্বারা জীবন উজ্জ্বল ও মধুর হয়। সেই ধনই জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়, এবং তাহা পাইবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রটীর গঠন একটু বিভিন্ন ধরণের। এই মন্ত্রের প্রথম অংশ 'যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ'। এখানে কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদে একই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণভাবে অর্থ করিলে উক্ত-মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,— "হে যজ্ঞ! যজ্ঞকে প্রাপ্ত হও।" উহাদ্বারা বিশেষ কোন ভাব অধিগত হয় না, বরং উহা অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অর্থহীন নয় এবং হইতে পারে না। মন্ত্রটী সমগ্রভাবে দেখিলে উহার অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'যজ্ঞপতিং গচ্ছ—অর্থাৎ যজ্ঞপতিকে প্রাপ্ত হও। এখানেও 'যজ্ঞ' শব্দকেই সম্বোধনসূচক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রের প্রথম অংশের 'যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ' অংশের দুইটী অর্থ গ্রহণ করা যায়। উভয়ত্র সৎকর্ম্মাধিপতি দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথম অর্থ এই হয় যে, সৎকর্ম্মকে পাইবার জন্য সৎকর্ম্মের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য যেমন ভগবানের নিকটেই প্রার্থনা করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ভগবানের কর্ম্মশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। অথবা এই অর্থও করা হয় যে, 'যজ্ঞ' পদে ভগবানের কর্ম্ম-

শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবৎশক্তির কৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। আমরা শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অপর অংশের ভাব—আমাদের সৎকর্ম্ম যেন যজ্ঞপতি সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমরা যেন ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে পারি, ইহাই এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। 'স্বাহা' পদ মঙ্গলবাচক। সেই মঙ্গলময় অবস্থাই 'স্বাহা' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্র সপ্তম মন্ত্রের ভাবই বিশদভাবে প্রকাশিত করিতেছে। এই মন্ত্রের সম্বোধ্যপদ—'যজ্ঞপতি' অর্থাৎ সকল সৎকর্ম্মের অধিপতি। ভগবানের চরণেই সকল কর্ম্মাকর্ম্মের বোঝা নামাইয়া দিতে হয়, সাধক যাহা করেন তাহা সমস্তই 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করেন। আমরা ঠিক পূর্ব্বমন্ত্রেও এই 'যজ্ঞপতি' শব্দ পাইয়াছি। গতমন্ত্রের একটী অংশ—"যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ"—অর্থাৎ আমাদের কর্ম্ম সেই সৎকর্ম্মাধিপতির চরণে গমন করুক। আলোচ্য মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—সৎকর্ম্ম-সাধন ও প্রার্থনা। তাই বলা হইয়াছে—"সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ যজ্ঞঃ তে ভবতু"—প্রার্থনাসমন্বিত আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম্ম আপনার জন্য, আপনাকে প্রাপ্তির জন্য হউক। অর্থাৎ প্রার্থনা ও সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে লাভ করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৪ অনুবাক)॥ *

— * —

পঞ্চচত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ।

অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ।

শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গম্ভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।

---

* এই অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতায় (৫ম—৪২সূ—৪ঋক্) প্রাপ্তব্য; তৃতীয় মন্ত্র শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশী কণ্ডিকা; চতুর্থ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ঊনত্রিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত); নবম মন্ত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের প্রথম অষ্টক, প্রথম প্রপাঠক, ত্রয়োদশ অনুবাকে পরিদৃষ্ট হয়।

বাধস্ব দ্বেষো নিঋর্তিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ।

অভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশো। অগ্নেরনীকমপ আ বিবেশ।

অপাং নপাৎ প্রতিরক্ষন্নসুর্য্যং দমেদমে সমিধং যক্ষ্যগ্নে।

প্রতি তে জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যেৎ। সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ।

সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাহপো। যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে হবির্ভিঃ।

সূক্তবাকে নমোবাকে বিধেম। অবভৃথ নিচঙ্কুণ নিচেরুরসি নিচঙ্কুণাব

দেবৈর্দ্দেবকৃতমেনোহয়াড্‌ব মর্ত্তৈর্ম্মর্ত্যকৃতমুরোরা নো দেব রিষস্পাহি।

সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্য্যোহস্মান্দ্বেষ্টি

যং চ বয়ং দ্বিষ্মো। দেবীরাপ এষ বো গর্ভস্তং

বঃ সুপ্রীতং সুভৃতমকর্ম্ম দেবেষু নঃ সুকৃতো ব্রূতাৎ।

প্রতিযুতো বরুণস্য পাশঃ প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ।

এধোঽস্যেধিষীমহি সমিদসি তেজোঽসি তেজো ময়ি

ধেহ্যপো অন্বচারিষ৺ রসেন সমসৃক্ষ্মহি।

পয়স্বা৺ অগ্ন আঽগমং তং মা স৺ সৃজ বর্চ্চসা ॥ ৪৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

উরুম্। হি। রাজা। বরুণঃ। চকার। সূর্য্যায়। পন্থাম্। অন্বেতবা ইত্যনু—

এতবৈ। উ অপদে। পাদা। প্রতিধাতব ইতি প্রতি—ধাতবে। অকঃ।

উত। অপবক্তেত্যপ—বক্তা। হৃদয়াবিধ ইতি হৃদয়—বিধঃ। চিৎ।

শতম্। তে। রাজন্। ভিষজঃ। সহস্রম্। উর্ব্বী। গম্ভীরা। সুমতিরিতি

সু—মতিঃ। তে। অস্তু। বাধস্ব। দ্বেষঃ। নির্ঋতিমিতি নিঃ—ঋতিম্।

পরাচৈঃ। কৃতম্। চিৎ। এনঃ। প্রেতি। মুমুগ্ধি। অস্মৎ।

অভিষ্ঠিত ইত্যভি—স্থিতঃ। বরুণস্য। পাশঃ।

অগ্নেঃ। অনীকম্। অপঃ। এতি। বিবেশ। অপাম্। নপাৎ। প্রতিরক্ষন্নিতি

প্রতি—রক্ষন্। অসুর্য্যম্। দমেদম ইতি দমে—দমে। সমিধমিতি সম্—ইধম্।

যক্ষি। অগ্নে। প্রতীতি। তে। জিহ্বা। ঘৃতম্। উদিতি। চরণ্যেৎ।

সমুদ্রে। তে। হৃদয়ম্। অপ্স্বিত্যপ্—সু। অন্তঃ। সমিতি। ত্বা। বিশন্তু।

ওষধীঃ। উত। আপঃ। যজ্ঞস্য। ত্বা। যজ্ঞপত ইতি যজ্ঞ—পতে।

হবির্ভিরিতি হবিঃ—ভিঃ। সূক্তবাক ইতি সূক্ত—বাকে।

নমোবাক ইতি নমঃ—বাকে। বিধেম।

অবভৃথেত্যব—ভৃথ। নিচঙ্কুণেতি নি—চঙ্কুণ। নিচেরুরিতি নি—চেরুঃ। অসি।

নিচঙ্কুণেতি নি—চঙ্কুণ। অবেতি। দেবৈঃ। দেবকৃতমিতি দেব—কৃতম্।

এনঃ। অযাট্। অবেতি। মর্ত্ত্যৈঃ। মর্ত্ত্যকৃতমিতি মর্ত্ত্য—কৃতম্।

উরোঃ। এতি। নঃ। দেব। রিষঃ। পাহি।

সুমিত্রা ইতি সু—মিত্রাঃ। নঃ। আপঃ। ওষধয়ঃ। সন্তু। দুর্ম্মিত্রা ইতি দুঃ—মিত্রাঃ।

তস্মৈ। ভূয়াসুঃ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

দেবীঃ। আপঃ। এষঃ। বঃ। গর্ভঃ। তম্। বঃ। সুপ্রীতমিতি সু—

প্রীতম্। সুভৃতমিতি সু—ভৃতম্। অকর্ম্ম। দেবেষু। নঃ।

সুকৃত ইতি সু—কৃতঃ। ব্রূতাৎ।

প্রতিযুত ইতি প্রতি—যুতঃ। বরুণস্য। পাশঃ।

প্রত্যস্ত ইতি প্রতি—অস্তঃ। বরুণস্য। পাশঃ। এধঃ। অসি।

এধিষীমহি। সমিদিতি সম্—ইৎ। অসি। তেজঃ। অসি।

তেজঃ। ময়ি। ধেহি। অপঃ। অন্বিতি। অচারিষম্। রসেন।

সমিতি। অসৃক্ষ্মহি। পয়স্বান্। অগ্নে। এতি। অগমম্। তম্।

মা। সমিতি। সৃজ। বর্চ্চসা॥ ৪৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'রাজা' (রাজমানঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (বরপ্রদঃ, অভীষ্টসাধকঃ বরুণদেবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অন্বেতবৈ উ' (অনুক্রমেণ উদয়াস্তময়ৌ গন্তমেব) 'সূর্য্যায় পন্থাং' (সূর্য্যস্য পন্থানং, মার্গং) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং) 'চকার' (কৃতবান) ; স দেবঃ এব সূর্য্যস্য প্রতিষ্ঠাতা—ইতি ভাবঃ ; স দেবঃ 'অপদে' (পাদরহিতে, উপায়হীনে, বিপন্নজনে) 'পাদা' (পাদৌ, উপায়ৌ) 'প্রতিধাতবে' (প্রক্ষেপ্তুং, বিধাতুং) 'অকঃ' (মার্গং—প্রদর্শয়তু ইতি যাবৎ) ; 'উত' (অপিচ) সঃ দেবঃ 'হৃদয়াবিধঃ' (হৃদয়মর্ম্মভেদিনঃ শত্রোঃ) 'চিৎ' (অপি) 'অপবক্তা'

(নিরাকর্ত্তা, সংহর্ত্তা—ভবতু ইতি যাবৎ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যঃ দেবঃ সূর্য্যস্থাপি গন্তব্যপথং নির্দ্ধারিতবান্, স উপায়হীনস্থ বিপন্নস্থ মম মুক্তিপথং প্রদর্শয়তু॥

(খ) 'রাজন্' (হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব!) 'তে' (তব) 'শতং সহস্রং' (অশেষাণি) 'ভিষজঃ' (ঔষধানি) সন্তি ইতি শেষঃ; হে দেব! ত্বং হি অশেষপ্রকারেণ বন্ধনমোচনক্ষমঃ —ইতি ভাবঃ। 'তে' (তব) 'সুমতিঃ' (অস্মদনুগ্রহবুদ্ধিঃ, অস্মান্ প্রতি করুণাপ্রদর্শনেচ্ছাঃ), 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণাঃ, প্রভূতাঃ) 'গভীরাঃ' (স্থিরাঃ) 'অস্তু' (ভবন্তু); নির্ঋতিং' (অস্মাকং অনিষ্টকারিণীং পাপবুদ্ধিং) 'পরাচৈঃ' (অস্মত্ত পরাঙ্মুখীং কৃত্বা) 'দূরে বাধস্ব' (অস্মৎ অন্তরে ব্যবধানে স্থাপয়, দূরীকুরু); 'চিৎ' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতমপি) 'এনঃ' (পাপম্) 'প্রমুমুগ্ধি' (অস্মত্তঃ প্রকর্ষেণ মুক্তং কুরু, বিদূরয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রাহি মোক্ষঞ্চ দেহি।

(গ) হে দেব! 'বরুণস্থ' (অভীষ্টবর্ষকস্থ দেবস্থ—কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'পাশঃ' (বন্ধনঃ, আধিভৌতিকাদিকঃ ত্রিবিধঃ বন্ধনঃ) 'অভিষ্ঠিতঃ' (নিরাকৃতঃ—ভবতু ইতি শেষঃ)।

(ঘ) হে দেব! 'অগ্নেঃ অনীকং' (জ্ঞানদেবস্থ মুখস্বরূপঃ, জ্ঞানস্য সারভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অপং' (অমৃতঃ) 'আ বিবেশ' (অস্মাসু প্রবিশতু); 'অপাং নপাৎ' (অমৃতস্থ পুত্র! হে অমৃতদায়ক দেব!) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'দমেদমে' (প্রতিগৃহে প্রতিহৃদয়ে সর্ব্বত্রং ইত্যর্থঃ) 'অস্মর্য্যং' (যজ্ঞবিঘ্নং, সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিবন্ধকং) 'প্রতিরক্ষন্' (নিরাকৃত্য) 'সামিধং' (জ্ঞানসাধনোপায়ং) 'যাক্ষ' (সঙ্গতং কুরু, অস্মভ্যং প্রদেহি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'ঘৃতং' (অমৃততুল্যং) 'জিহ্বা' (বাক্যরূপং, বাক্যং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'প্রতি উচ্চারণ্যেৎ' (উদ্যুক্তং ভবতু, অস্মভ্যং প্রদোহ—ইতি ভাবঃ)।

(ঙ) হে মম মনঃ! 'তে' (তব) 'হৃদয়ং' 'অপ্সু সমুদ্রে অন্তঃ (অমৃতসমুদ্রমধ্যে 'সংবিশন্তু' (প্রবিশন্তু) 'ওষধীঃ' (ফলপাকান্তাঃ বৃক্ষাদয়ঃ, মোক্ষপ্রাপিকাঃ ভক্ত্যাদয়ঃ) 'উত' (অপিচ) 'আপঃ' (অমৃতং) 'ত্বা' (ত্বাং প্রাপ্নোতু—ইতি শেষঃ; 'যজ্ঞপতে' (হে সৎকর্ম্মাধিপতে দেব!) 'যজ্ঞস্থ' (সৎকর্ম্মণঃ, সৎকর্ম্মজাতস্থ) 'হবির্ভিঃ' (পূজোপকরণৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রাপ্নুয়াম—ইতি শেষঃ; হে ভগবন্! 'সূক্তবাকে নমোবাকে' (সর্ব্ববিধৈঃ প্রার্থনামন্ত্রৈঃ) বয়ং ত্বাং 'বিধেম' (আরাধয়াম)।

(চ) 'অবভৃথ' (হে পরিস্নাত, সর্ব্বতোভাবেন পাপক্লেদপরিশূন্য, শুদ্ধসত্ত্বপোষক দেব) 'নিচুম্পুণ' (হে মন্দগমনশীল, স্থিতপ্রজ্ঞ, মহত্ত্বাদিগুণোপেত), যদ্যপি ত্বং 'নিচেরুঃ' (চঞ্চলগতি-বিশিষ্টঃ, কোঽপি ত্বং ধারয়িতুং ন সমর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), তথাপি ত্বং 'নিচুম্পুণঃ' (মন্দগতিবিশিষ্টঃ, অস্মাকং ধারণাধীনঃ, ভব ইতি শেষঃ। মহত্ত্বাদিগুণপেতো ভগবান্ আরাধনা-প্রভাবেন সর্ব্বেষাং প্রাপ্তব্যঃ। অকিঞ্চনাঃ বয়ং তস্যানুগ্রহেণ বঞ্চিতাঃ ন ভবামঃ ইতি ভাবঃ। 'দেবৈঃ' (জ্ঞানকৃতৈঃ—অস্মাভিরনুষ্ঠিতৈঃ) 'দেবকৃতং' (দেববিষয়ে কৃতং) যৎ 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটিবিচ্যুতিমাত ভাবঃ) তৎ 'অবযাসিষং' (অপনীতো ভবতু); তথা 'মর্ত্যৈঃ' (মনুষ্যৈঃ, মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ, অজ্ঞানকৃতৈরিত্যর্থঃ) 'মর্ত্ত্যকৃতং' (মনুষ্যবিষয়ে কৃতং) যৎ 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটি-বিচ্যুতিং ইত্যর্থঃ) অস্তু, তৎ 'অবযাসিষং (অপনীতো ভবত্বিতি শেষঃ)। হে দেব! যথা তৎসর্ব্বং পাপং মাং ন ব্যাপ্নোতি, তদ্বিধেহি—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। দেব (হে

দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'পুরুরাবঃ' (বহুবিনিষ্টজনকাৎ) 'রিষঃ' (সংসারবন্ধনাৎ) 'পাহি' (রক্ষ পরিত্রাণং কুরু)। হে দেব! কঠোরসংসারবন্ধনাৎ অস্মান্ পরিত্রাণং কুরু ইতি প্রার্থনা।

(ছ) হে ভগবন্! 'ওষধয়ঃ' (ফলপাকান্তাঃ বৃক্ষাদয়ঃ, মোক্ষপ্রাপিকাঃ জ্ঞানভক্ত্যাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'আপঃ' (অমৃতস্বরূপাঃ) 'সুমিত্রাঃ' (পরমমঙ্গলদায়িকাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); 'যঃ' (যঃ রিপুঃ) 'অস্মান্ দ্বেষ্টি' (অস্মান্ হিনস্তি) 'চ' (তথা) 'বয়ং' (মুক্তিকামিনঃ বয়ং) 'যং' (যং রিপুং) 'দ্বিষ্মঃ' (বিনাশয়িতুং ইচ্ছামঃ) 'তস্মৈ' (তস্মৈ রিপবে) ভগবৎশক্তয়ঃ 'দুর্মিত্রাঃ' (ধ্বংসকারিণ্যঃ) 'ভূয়াসুঃ' (ভবন্তু)। অস্মাকং রিপবঃ বিনষ্টাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)।

(জ) 'দেবীরাপঃ' (হে অমৃতস্বরূপিণ্যঃ দেব্যঃ!) 'এষঃ' (অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'গর্ভঃ' (নিবাসস্থানং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'বঃ' (যুষ্মদর্থং) তং' (অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'সুপ্রীতং' (প্রীতিদায়কং) 'সুভৃতং' (শোভনকর্ম্মকারকং, সৎকর্ম্ম-সাধকং) 'অকর্ম্ম' (করবাম); 'দেবেষু' (দেবভাবেষু) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুকৃতঃ' (সৎ-কর্ম্ম) 'ব্রূতাৎ' (বদস্তি, প্রচারয়ন্তু), বয়ং সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ দেবভাবং লভেমহি ইতি ভাবঃ॥

(ঝ) হে ভগবন্! 'বরুণস্য' (অভীষ্টবর্ষকস্য দেবস্য—কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'পাশঃ' (বন্ধনঃ, মুক্তিবিঘ্নঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রতিমুক্তো' (নিরাকৃতঃ—ভবতু ইতি যাবৎ) অস্মাকং 'পাশঃ' (আধিভৌতিকাদিকঃ সর্ব্ববিধবন্ধনঃ) 'প্রত্যস্তঃ' (বিনষ্টঃ—ভবতু ইতি শেষঃ) প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সর্ব্ববিধবন্ধনমুক্তাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥

(ঞ) হে দেবভাব! ত্বং 'এধঃ' (বৃদ্ধিহেতুঃ, অস্মাকং উন্নতিবিধায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বৎ কৃপয়া বয়ং 'এধিষীমহি' (ঊর্দ্ধমার্গং লভেমহি); ত্বং 'সমিৎ' (সৎকর্ম্মসাধনহেতুঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'তেজঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ময়ি' (প্রার্থনাকারিণি ময়ি ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ধেহি' (সংস্থাপয়, প্রদেহি ইত্যর্থঃ); 'অনু অচারিষং' (অবভৃথকর্ম্মানুষ্ঠিতং, সৎকর্ম্মসাধনোপায়ং ইত্যর্থঃ) 'রসেন' (অমৃতেন) 'সংসৃক্ষ্মহি' (সংগতঃ অস্মি, লভেমহি ইত্যর্থঃ); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'পয়স্বান্' (অমৃতযুতঃ) ত্বং 'আগমং' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) হে দেব! তব 'বর্চ্চসা' (তেজসা) 'মা' (মাং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং মোক্ষং, মোক্ষেণ সহ ইত্যর্থঃ) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, প্রাপয়)॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৫ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ক) সেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্টসাধক বরুণদেব, যথাক্রমে সূর্য্যের উদয়াস্তের পথ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; (ভাব এই যে,—সেই দেবতাই সূর্য্যের প্রতিষ্ঠাতা।) সেই দেবতা পদহীন (উপায়হীন) বিপন্নজনে পদদ্বয় বিধান করিয়া পথ প্রদর্শন করুন; আর সেই দেবতা হৃদয়মর্ম্মভেদী শত্রুরও

সংহারকারী হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে দেবতা সূর্য্যেরও গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তিনি উপায়হীন বিপন্ন আমাদিগের মুক্তিপথ প্রদর্শন করুন।)।

(খ) হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব! আপনার অশেষ প্রকার ঔষধ আছে; (ভাব এই যে—হে দেব! আপনিই অশেষ প্রকারে বন্ধনমোচনক্ষম।) আমাদিগের প্রতি আপনার করুণা-প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভূত ও অচঞ্চল হউক; আমাদিগের অনিষ্টকারী পাপবুদ্ধিকে আমাদিগের নিকট হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরীকৃত করুন; আমাদিগের কৃত পাপকে আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করুন। (প্রার্থনার ভাব—হে দেব! আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন।)।

(গ) হে দেব! অভীষ্টবর্ষক দেবতার কৃপায় আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ বন্ধন নিরাকৃত হউক।

(ঘ) হে দেব! জ্ঞানদেবের মুখস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের সারভূত অমৃত আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করুক; হে অমৃতদায়ক দেব! হে জ্ঞানদেব! আপনি প্রতিহৃদয়ে অর্থাৎ সর্ব্বত্র সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিবন্ধককে নিরাকৃত করিয়া জ্ঞানসাধনোপায় আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আপনার অমৃততুল্য জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন।

(ঙ) হে আমার মন! তোমার হৃদয় অমৃতসমুদ্রে প্রবেশ করুক; মোক্ষপ্রাপিকা ভক্ত্যাদি অপিচ অমৃত তোমাকে প্রাপ্ত হউক; হে সৎকর্ম্মাধিপতি দেব! সৎকর্ম্মজাত পূজোপকরণের দ্বারা আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই; হে ভগবন্! সর্ব্ববিধ প্রার্থনামন্ত্রের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে আরাধনা করি।

(চ) সর্ব্বতোভাবে পাপক্লেদপরিশূন্য (শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী) স্থিতপ্রজ্ঞ (মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন) হে দেব! যদিও আপনি চঞ্চলগতিবিশিষ্ট (সহসা কেহ আপনাকে ধারণা করিতে পারে না); তথাপি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের ধারণাধীন হউন (আমাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞানরূপে অবস্থিত হউন)। (ভাব এই যে,—মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন দেবতা উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা বিতরণ করেন। সুতরাং অকিঞ্চন হইলেও আমরা তাঁহার করুণা-লাভে বঞ্চিত হইব না)। দেবতা-বিষয়ে

জ্ঞানতঃ আমাদিগের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াছে; অপিচ, মনুষ্য-সম্বন্ধে মনুষ্যস্বভাবসুলভ আমাদিগের যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে; সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি (এতদ্দ্বারা—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) অপনীত হউক। (অর্থাৎ—দেবতা বা মনুষ্য-বিষয়ে আমরা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; আমাদের সে সকল পাপ দূর হউক)। হে দেব! বহু অনিষ্টসাধক সংসাররূপ বন্ধন হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (অথবা, যাহাতে আমরা কঠোর সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ না হই, তাহার উপায়-বিধান করুন)।

(ছ) হে ভগবন্! মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানভক্ত্যাদি আমাদের জন্য অমৃত-স্বরূপ পরমমঙ্গলদায়ক হউন; যে রিপু আমাদিগকে হিংসা করে এবং মুক্তিকামী আমরা যে রিপুকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি সেই রিপুর প্রতি ভগবৎশক্তি ধ্বংসকারী হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের রিপুগণ বিনষ্ট হউক।)।

(জ) হে অমৃতস্বরূপিণী দেবীগণ! আমাদের হৃদয় আপনাদের নিবাসস্থান হউক; আপনাদের জন্য যেন আমাদের হৃদয়কে প্রীতিদায়ক এবং সৎকর্ম্মসাধক করি। দেবভাবের মধ্যে আমাদের সৎকর্ম্ম প্রচারিত হউক অর্থাৎ আমরা যেন সৎকর্ম্মপ্রভাবে দেবভাব লাভ করি।

(ঝ) হে ভগবন্! অভীষ্টবর্ষক দেবতার কৃপায় মুক্তিবিঘ্ন নিরাকৃত হউক; অভীষ্টবর্ষক দেবতার কৃপায় আমাদের আধিভৌতিকাদি সর্ব্ববিধ বন্ধন বিনষ্ট হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত হই।)।

(ঞ) হে দেবভাব! আপনি আমাদের উন্নতিবিধায়ক হয়েন; আপনার কৃপায় আমরা যেন ঊর্দ্ধমার্গ লাভ করি। আপনি সৎকর্ম্ম-সাধনহেতু হয়েন; আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ হয়েন; প্রার্থনাকারী আমাতে অমৃত প্রদান করুন; সৎকর্ম্মসাধনোপায়কে অমৃতের সহিত যেন লাভ করি; হে জ্ঞানদেব! অমৃতযুত আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন; হে দেব! আপনার তেজের দ্বারা আমাকে সেই প্রসিদ্ধ মোক্ষের সহিত সংযোজিত করুন অর্থাৎ মোক্ষপ্রদান করুন। (১ অষ্টক—৪—প্রপাঠক—৪৫ অনুবাক)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অষ্টাত্রিংশেঽনুবাকে সমিষ্টযজুর্হোমোঽভিহিতঃ। একোনচত্বারিংশেঽনুবাকেঽবভৃথো বর্ণ্যতে। কল্পঃ—"উরুꣳ হি রাজা বরুণশ্চকারেতি বেত্থা অভিপ্রয়ান্তো বদন্তি সাম্বালাদ্ধা" ইতি। পাঠস্তু—

১। "উরুꣳ হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ। অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥" ইতি॥ উশব্দোঽবধারণে। বরুণ এব রাজা সূর্য্যায় সূর্য্যস্যান্বেতবৈ, অনুক্রমেণ গন্তুমপদে নিরালম্বেঽন্তরিক্ষ উরুং পন্থাং বিস্তীর্ণং মার্গং যস্মাচ্চকার তস্মাদস্মাকমপি পাদা প্রতিধাতবে পাদং প্রক্ষেপ্তুং মার্গমকঃ করোতু। উতাপি চ যঃ শত্রুরপবক্তা নিন্দকো যশ্চ হৃদয়াবিধো হৃদয়োপলক্ষিতং শরীরং তাড়য়তি, চিচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ে, সোঽপি প্রতিবন্ধমকৃত্বা মার্গং করোত্বিত্যর্থঃ॥ কল্পঃ—"শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমিত্যপো দৃষ্ট্বা জপতি" ইতি। পাঠস্তু—

২। "শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গম্ভীরা সুমতিষ্টে অস্তু। বাধস্ব দ্বেষো নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ॥" ইতি॥ হে রাজন্বরুণ তব শতসহস্রসংখ্যাকা ভিষজোঽস্মদুপদ্রবনিবারকাঃ সন্তু। তস্মাদস্মাসু তব সুমতিরনুগ্রহবুদ্ধিরস্তু। কীদৃশী। উর্ব্বী বিপুলা সার্ব্বকালিকীত্যর্থঃ। গম্ভীরাঽনবগূঢ়েত্যর্থঃ। দ্বেষো দ্বেষিণো বাধস্ব। নির্ঋতিং যজ্ঞবিঘাতিনাং পরাচৈঃ কুরু তিরস্কুর্বিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কৃতমপি পাপমস্মত্তঃ প্রমোচয়॥

৩। "অভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশঃ" -কল্পঃ "অভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশ ইত্যুদকান্তমভিতিষ্ঠন্তে" ইতি। জলমধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মতন্তুকারো বন্ধনহেতুর্জীববিশেষো বরুণস্য পাশঃ। সোঽয়মভিষ্ঠিতঃ পাদাক্রমণেন তিরস্কৃতঃ॥ কল্পঃ—"অগ্নেরনীকমপ আ বিবেশেতি স্রুচ্যমাঘারয়তি" ইতি। পাঠস্তু—

৪। "অগ্নেরনীকমপ আ বিবেশ। অপাং নপাৎ প্রতিরক্ষন্নসুর্য্যং দমেদমে সমিধং যক্ষ্যগ্নে। প্রতি তে জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যেৎ॥" ইতি॥ অগ্নেরনীকং মুখমপ্সু প্রবিষ্টম্। হেঽপাং নপাদেতন্নামকাগ্নে দমেদমে তত্তদ্গৃহেঽসুর্য্যমসুরৈঃ কৃতং যজ্ঞাবঘ্নং প্রতিরক্ষন্ প্রতিনিবর্ত্ত্য যজ্ঞং প্যালয়ন্ সমিধং সমন্ধনসাধনং ঘৃতং যক্ষি সঙ্গতং কুরু। তে তব জিহ্বা ঘৃতং প্রত্যুচ্চরণ্যোদ্ধুহ্যন্তো ভবতু॥

উরুꣳ হি রাজেত্যাদিমন্ত্রাম্নাচিখ্যাসুঃ প্রাচীনমনুষ্ঠানং বিধত্তে—"অবভৃথযজূꣳষি জুহোতি যদেবার্ব্বাচীনমেকহায়নাদেনঃ করোতি তদেব তৈরব যজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। অবভৃথাখ্যং কর্ম্ম কর্ত্তুমুদকসমীপং জিগমিষুরায়ুর্দ্দা ইত্যাদীনি যজূꣳষি জুহুয়াৎ। তথা চ সূত্রম্—"আয়ুর্দ্দা অগ্নে হবিষো জুষাণ ইত্যবভৃথমবৈষ্যঞ্জুহুয়াদবভৃথ নিচঙ্কুণেতি চ, নমো রুদ্রায় বাস্তোষ্পতয়ে, আয়নে বিদ্রবণে, উদ্যানে যৎপরায়ণে, আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে, যো গোপায়তি তꣳ হুবে" ইতি। ইতঃ পূর্ব্বমেকস্মিন্ সম্বৎসরে যৎকৃতং পাপং তদেব তৈরবযজতে বিনাশয়তি॥ অবভৃথমুদ্দিশ্যোদকসমীপে গমনং বিধত্তে—"অপোঽবভৃথমবৈত্যপ্সু বৈ বরুণঃ সাক্ষাদেব বরুণমব যজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। অপাং প্রাপ্ত্যা তদভিমানিনং বরুণঞ্চ সাক্ষাদব্যবধানেনৈবাবযজতে পূজয়তি॥ প্রস্তোতুঃ সামাঽনুযানং বিধত্তে—"বরুণা বা অন্তত্র

যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্তি সাম্না প্রস্তোতাঽন্ববৈতি সাম বৈ রক্ষোহা রক্ষসামপহত্যৈ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি।

ত্রিত্বসংখ্যাং বিধত্তে—“ত্রির্নিধনমুপৈতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এব লোকেভ্যো রক্ষাংস্যপহন্তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ সর্ব্বেষাং নিধনোচ্চারণং বিধত্তে—“পুরুষঃ-পুরুষো নিধনমুপৈতি পুরুষঃপুরুষো হি রক্ষস্বী রক্ষসামপহত্যৈ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। রক্ষস্বা সর্ব্বেষাং প্রত্যেকং বাধকং রক্ষোঽস্তীত্যর্থঃ॥ অত্র সূত্রম্—“সর্ব্বে সপত্নীকাস্তিঃ সাম্নো নিধনমুপযন্ত্যূর্দ্ধ্বাধ্বে দ্বিতীয়ং প্রাপ্য তৃতীয়ম” ইতি॥ মন্ত্রোক্তো মার্গবিস্তারঃ পাদ-প্রতিষ্ঠার্থ ইত্যাহ—“উরুং হি রাজা বরুণশ্চকারেত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ ভিষক্শব্দেন যজমানস্য পাপোপদ্রবপরিহারঃ সূচ্যত ইত্যাহ—“শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমিত্যাহ ভেষজমেবাস্মৈ করোতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ মন্ত্রেণৈব বরুণপাশঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যাহ—“অভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশ ইত্যাহ বরুণপাশমেবাভি তিষ্ঠতি” সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥

অপ্সু বর্হিঃ প্রক্ষিপ্য তস্যোপরি জুহুয়াদিতি বিধত্তে—“বর্হির্বসি জুহোত্যাহুতীনাং প্রতি-ষ্ঠিত্যা অথো অগ্নিবত্যেব জুহোতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ “অগ্নিবান্বৈ দর্ভস্তম্বঃ” ইতি শ্রুতেবগ্নিযুক্তত্বম্। অত্র সূত্রম্—“তৃণং প্রহৃত্য স্রৌবমাঘারয়তি। যদি বা পুরা তৃণং স্যাত্তস্মিঞ্জুহুয়াৎ” ইতি। চোদকপ্রাপ্তেষু পঞ্চসু প্রযাজেষু বার্হির্নামকং চতুর্থং প্রযাজং নিষেধতি—“অপবর্হিষঃ প্রযাজান্যজতি প্রজা বৈ বার্হিঃ প্রজা এব বরুণপাশান্মুঞ্চতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ যদ্যপ্যাজ্যভাগৌ চোদকাদেব প্রাপ্তৌ তথাঽপি মন্ত্র-বিশেষমভিপ্রেত্য পুনর্ব্বিধত্তে—“আজ্যভাগৌ যজতি যজ্ঞস্যৈব চক্ষুষী নান্তরেতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। আজ্যভাগয়োর্যজ্ঞচক্ষুষ্ট্বমন্যত্র শ্রুতম্—“চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্য-ভাগৌ যদাজ্যভাগৌ” ইতি। প্রকৃতাবগ্নির্বৃত্রাণীত্যাদিকে পুরোনুবাক্যে। ইহ তু অপ্স্বগ্নে সধিষ্টবেত্যাদিকে। তথা চ সূত্রম্—“অপ্সুমন্তাবাজ্যভাগৌ যজতি অপ্স্বগ্ন ইত্যোষাঽপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ” ইতি॥

প্রধানদেবতাং বিধত্তে—“বরুণং যজতি বরুণপাশাদেবৈনং মুঞ্চতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ স্বিষ্টকৃদ্দেবতাং বিধত্তে—“অগ্নীবরুণৌ যজতি সাক্ষাদেবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। সাক্ষাচ্ছীঘ্রমেবেত্যর্থঃ॥ চোদকপ্রাপ্তেষু ত্রিষ্বনূযাজেষু বর্হির্নামকং প্রথমানূযাজং নিষেধতি—“অপবর্হিষাবনূযাজৌ যজতি প্রজা বৈ বর্হিঃ প্রজা এব বরুণপাশান্মুঞ্চতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ প্রযাজানূযাজান্ প্রশংসতি—“চতুরঃ প্রযাজান্যজতি দ্বাবনূযাজৌ ষট্ সম্পদ্যন্তে ষড্ বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥

৫। “সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ। সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাঽপো যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে হবির্ভিঃ। সূক্তবাকে নমোবাকে বিধেম।” বৌধায়নঃ—“অথাপ্সু স্রুচং প্রতিষ্ঠাপয়তি সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তরিত্যথৈনামদ্ভিঃ পূরয়তি সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাঽপ ইত্যপ্স্বেবাপো জুহোতি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে হবির্ভিঃ সূক্তবাকে নমোবাকে বিধেমেতি” ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রতামাহ—

"ঋজীষস্থ স্রুচং পুরস্তাদপ্সূপপ্লাবয়তি সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তরিতি ততো যো বিন্দুরপপ্লবতে তমুপস্পৃশেৎ" ইতি। হে জুহু তে হৃদয়ং বিলং সমুদ্রসমাস্বপ্স্বন্তর্ম্মধ্যে প্রতিতিষ্ঠতু। ঋজীষরূপা ওষধয়স্ত্বাং সম্যক্ প্রবিশন্তু। অপি চাহপো বিশন্তু। তথা বরুণং সম্বোধ্য ব্যাখ্যেয়ম্। "ইদং দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ সূক্তবাকঃ। "নমো বাচে যা চোদিতা" ইত্যাদিকো মন্ত্রো নমোবাকঃ। হে যজ্ঞপতে যজমান ত্বদীয়ৈর্ব্বর্হিভির্দ্দেবতাঃ সন্তর্প্য ত্বাং সূক্তবাকনমোবাকদ্বয়োক্তফলে বিধেম স্থাপয়ামঃ॥

৬। "অবভৃথ নিচঙ্কুণ নিচেরুরসি নিচঙ্কুণাব দেবৈর্দ্দেবকৃতমেনোহয়াড়ব মর্ত্তৈর্ম্মর্ত্ত্যকৃতমুরোরা নো দেব রিষস্পাহি।" বৌধায়নঃ—"অথৈতমবভৃথং সংকরন্তি যৎকিঞ্চ সোমলিপ্তং ভবত্যবভৃথ নিচঙ্কুণ নিচেরুরসি নিচঙ্কুণাব দেবৈর্দ্দেবকৃতমেনোহয়াড়ব মর্ত্তৈর্ম্মর্ত্ত্যকৃতমুরোরা নো দেব রিষস্পাহীতি" ইতি॥ আপস্তম্বস্তু—আয়ুর্দ্দা অগ্নে নমো রুদ্রায় বাস্তোষ্পতয় ইত্যেতাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং সহৈতং মন্ত্রং হোমে বিনিযুক্তবান্। তচ্চ পূর্ব্বমুদাহৃতম্। হেঽবভৃথাভিমানিন্ বরুণ নিচঙ্কুণ রাক্ষসভৎসনার্থং নিতরাং ধ্বনিং কারিতবানসি। নিচেরুরসি অস্মদ্রক্ষার্থং নিগূঢ়ত্বেন চরণশীলোঽসি। হে নিচঙ্কুণাস্মাভির্দ্দেবেষু কৃতমেনোঽপরাধং তৈর্দ্দেবৈঃ সহ ত্বমবায়াড়্-বিনাশয়। মর্ত্ত্যেষু ঋত্বিক্ষু কৃতং তৈর্ম্মর্ত্ত্যৈঃ সহাবায়াড়্ বিনাশয়। হে দেবোরোরবধিকাদ্রিষো দেবমর্ত্ত্যকৃতহিংসনাদ্নোঽস্মানা সমন্তাৎ পাহি॥ পাঠক্রমমনাদৃত্যৈতন্মন্ত্রমাদৌ ব্যাচষ্টে—"অবভৃথ নিচঙ্কুণেত্যাহ যথোদিতমেব বরুণমব যজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। নিচেরুনিচঙ্কুণাদিশব্দোদিতং বরুণমবযজত উপচরতি। ধাতূনামনেকার্থত্বাদ্যথোচিতং ব্যাখ্যেয়ম্॥ বরুণসম্বোধনপক্ষমাশ্রিত্য ব্যাচষ্টে—"সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তরিত্যাহ সমুদ্রে হ্যন্তর্ব্বরুণঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ সংশোদন যজমানস্যাদ্ভিরোষধীভিশ্চ সমৃদ্ধিঃ স্যাত ইত্যাহ—"সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাহপ ইত্যাহাদ্ভিরেবৈনমোষধীভিঃ সম্যঞ্চং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥

৭। "সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।" বৌধায়নঃ—"অথাঞ্জলিনাঽপ উপসংগৃহ্য সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত্বিতি তাং দিশং নিরুক্ষতি যস্যাং দিশ্যস্য দ্বেষ্যো ভবতি দুর্ম্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইতি" ইতি॥ আপস্তম্বস্যৈক এব মন্ত্রঃ—"সুমিত্রা ন আপ ওষধয় ইত্যপঃ প্রগাহ্য" ইতি। স্পষ্টো মন্ত্রার্থঃ॥ কল্পঃ—"দেবীরাপ ইত্যবভৃথং যজমানোঽভিমন্ত্র্য" ইতি। পাঠস্তু—

৮। "দেবীরাপ এষ বো গর্ভস্তং বঃ সুপ্রীতঁ সুভৃতমকর্ম্ম দেবেষু নঃ সুকৃতো ব্রূতাৎ" ইতি॥ হে আপো দেব্য এষ বরুণো যুষ্মাকং গর্ভবদন্তরবস্থিতোঽতো বো যুষ্মাকং পবিতোষায় তং বরুণং হবিষা সুপ্রীতং সুভৃতং সুষ্ঠু পুষ্টং চাকর্ম্ম বয়ং কৃতবন্তঃ। স বরুণো নোঽস্মান্ সুকৃতঃ সম্যগনুষ্ঠাতৄন্ ব্রবীতু॥ স্পষ্টার্থত্বাৎ সুমিত্রা ন ইতি মন্ত্রমুপেক্ষ্য দেবীরাপ ইত্যস্য স্পষ্টার্থতামাহ—"দেবীরাপ এষ বো গর্ভ ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। ঋজীষস্যাপ্সু প্রহারেণোদ্গতানাং বিন্দূনাং ভক্ষণাভক্ষণয়োর্দ্দোষসদ্ভাবাত্তৎপরিহারায়োপস্পর্শং বিধত্তে—"পশবো বৈ সোমো যদ্বিন্দূনাং ভক্ষয়েৎ পশুমান্ৎস্যাদ্বরুণস্ত্বেনং গৃহ্ণীয়াদ্যন্ন ভক্ষয়েদপশুঃ স্যান্নৈনং বরুণো গৃহ্ণীয়াদুপস্পৃশ্যমেব পশুমান্ ভবতি নৈনং বরুণো গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬

প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। সোমস্য পশুপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ পশুত্বম্। ভিন্দুস্থ ইতি ভিন্দবো জলকণাঃ। বরুণগ্রহণং নাম মহোদরাখ্যরোগোৎপত্তিঃ॥

৯। "প্রতিযুতো বরুণস্য পাশঃ প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ"—কল্পঃ—"অথাপামস্তং প্রতিযৌতি প্রতিযুতো বরুণস্য পাশঃ প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ ইতি" ইতি। বন্ধনস্য হেতুর্ব্বরুণস্য পাশঃ প্রতিযুতঃ পৃথক্‌কৃতঃ। প্রত্যস্তো বিনাশিতঃ॥ মন্ত্রস্যার্থস্তথৈব ফলতীত্যাহ—"প্রতিযুতো বরুণস্য পাশ ইত্যাহ বরুণপাশাদেব নির্মুচ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি॥ জলান্নির্গত্য পুনস্তজ্জলমদৃষ্ট্বৈব দেবযজনদেশে গন্তব্যমিতি বিধত্তে—"অপ্রতীক্ষমা যন্তি বরুণস্যান্তর্হিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। অন্তর্হিতিরদর্শনম্॥ কল্পঃ—"এধোঽস্যেধিষীমহীত্যাহবনীয়ে সমিধ আধায়াপো অন্বচারিষমিত্যুপতিষ্ঠন্তে" ইতি। পাঠস্তু—

১০। "এধোঽস্যেধিষীমহি সমিদসি তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহ্যপো অন্বচারিষꣳ রসেন সমসৃক্ষ্মহি। পয়স্বাꣳ অগ্ন আঽগমং তং মা সꣳ সৃজ বর্চ্চসা॥" ইতি॥ হে সমিদেধোঽসি বৃদ্ধিহেতুরসি। অতো বয়মেধিষীমহি অভিবৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। অয়মাদ্যো মন্ত্রঃ। সমিৎ সমিন্ধনসাধনমসীতি দ্বিতীয়ঃ তেজঃ কান্তিসাধনমসি। কান্তিং ময়ি ধেহি স্থাপয়েতি তৃতীয়ঃ। এতৈস্ত্রিভিঃ সমিধ আদধ্যাৎ। অপোঽন্ব জলমনুপ্রাপ্যাচারিষমবভৃথকর্ম্মানুষ্ঠিতবানাস্ম। রসেন ফলেন সমসৃক্ষ্মহি সঙ্গতোঽস্মি। হেঽগ্নে পয়স্বান্ ক্ষীরাদিসমৃদ্ধিযুক্ত আগমমিহাঽগতোঽস্মি। তং মা বর্চ্চসা বলেন সংযোজয়॥ সমিদাধানেন বহ্নিঃ পূজ্যত ইত্যাহ।

"এধোঽস্যেধিষীমহীত্যাহ সমিধৈবাগ্নিং নমস্যন্ত উপায়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। নমস্যন্তঃ পূজয়ন্তঃ॥ ময়ি ধেহীত্যস্যাভিপ্রায়মাহ—"তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহীত্যাহ তেজ এবাত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৩) ইতি। অবশিষ্টঃ স্পষ্টত্বাদুপেক্ষিতঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"উরুং বদন্তি গচ্ছন্তঃ সর্ব্বেঽপ্যবভৃথং প্রতি। শতং দৃষ্ট্বা জলে জপ্যমত্যাক্রামতি তজ্জলম্॥ ১॥ অগ্নেঃ স্রুচাঽঘারয়েত্তু সমৃজীষং জলং ক্ষিপেৎ। অবেতি গমনে হোমঃ সুমিত্রা অবগাহনম্॥ ২॥ দেবীরিত্যভিমন্ত্র্যাথ প্রত্যুদগচ্ছতি তজ্জলাৎ॥ এধঃ সমিত্তেজ এতৈর্হোম আহবনীয়কে॥ অপো অগ্নেরুপস্থানমিতি মন্ত্রাস্ত্রয়োদশ॥ ৩॥" ইতি॥

যদ্যপ্যেতাবতা সৌমিকমন্ত্রকাণ্ডং তদ্ব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণং চ সমাপ্তং তথাঽপি সন্তি ব্রাহ্মণশেষা অষ্টাবনুবাকাস্তে তত্রৈব বিব্রিয়ন্তে। তেষ্বনুবাকেষু ক্রমেণৈতেঽর্থাঃ প্রতিপাদ্যন্তে—যূপৈকাদশিনী পশ্বৈকাদশিনী পাত্নীবতঃ পশুঃ সৌমাচর্ব্বাদিপ্রতিগ্রাহোঽদাভ্যোঽꣳশুঃ ষোড়শী চেতি। তত্র সমনন্তরানুবাকপ্রতিপাদ্যা যূপৈকাদশিন্যেকযূপেন সহ বিকল্পিতা। তথা চান্যত্র শ্রূয়তে—"এক যূপো বৈকাদশিনী বা। অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। একবিꣳশিন্যশ্বমেধস্য" ইতি। অগ্নিষ্টোমে যঃ সবনীয়ঃ পশুস্তেন সহোপরিতনানুবাকে বক্ষ্যমাণা ঐকাদশিনাঃ পশবো বিকল্পিতাঃ। তথা চ সূত্রম্—"ক্রতুপশব ঐকাদশিনাশ্চ বিকল্পন্তে" ইতি।

তত্রৈকাদশিনপশ্বর্থা যূপৈকাদশিনী, তাং বিধত্তে—"স্ফ্যেন বেদিমুদ্ধন্তি রথাক্ষেণ বি মিমীতে যূপং মিনোতি ত্রিবৃতমেব বজ্রꣳ সংভৃত্য ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। ভূমেরুপরিতনমন্মেধ্যমপহন্তুং বেদিস্থানমুদ্ধন্যাৎ। তস্মিন্ স্থানে বেদিরেকযূপপক্ষে পদৈর্ব্বিমিতা। তথা চ পূর্ব্বমুদাহৃতম্—"ত্রিꣳশৎপদানি পশ্চাত্তিরশ্চী" ইত্যাদি।

একাদশিনীপক্ষে ত্ববকাশস্য পর্য্যাপ্তয়ে রথাক্ষেণ বেদির্ম্মাতব্যা। তথা চ সূত্রম্ "যৎপ্রাগ্বেদিসমানাত্তৎকৃত্বা দশরথাক্ষামেকাদশোপরাং রজ্জুং মীত্বা" ইতি। উপরশব্দেন প্রাদেশপরিমিতা যূপাবটদেশাঃ বিবক্ষিতাঃ। দ্বয়োর্দ্বয়োরবটদেশয়োর্ম্মধ্যদেশো রথাক্ষেণ পরিমিতস্তাদৃশ্যা বেদের্দ্দক্ষিণাংসমারভ্যোত্তরাংসপর্য্যন্তেষু পঙ্ক্তিরূপেণাবস্থিতেষ্বেকাদশস্ববটেষু যূপানুচ্ছ্রয়েৎ। যূপমিতি জাতাবেকবচনম্। স্ফ্যরথাক্ষযূপাস্ত্রয়ো বজ্রস্য ভাগাঃ। তথা চাম্নাতম্—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ং রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ম্" ইতি। তেষাং ত্রয়াণামত্র মেলনাদ্বজ্রস্ত্রিবৃৎ সম্পাদ্যতে। স্তৃত্যৈ হিংসায়ৈ॥

যূপাবটস্যার্দ্ধং বেদ্যামর্দ্ধং বাহিশ্চেত্যেবং তদ্দেশং বিধত্তে—"যদন্তর্ব্বেদি মিনুয়াদ্দেবলোকমভিজয়েদ্যদ্বহির্ব্বেদি মনুষ্যলোকং বেদ্যন্তস্য সন্ধৌ মিনোত্যুভয়োর্লোকয়োরভিজিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। অন্তঃ সমাপদেশঃ। বেদিশ্চান্তশ্চ বেদ্যন্তং তৎসন্ধাবুচ্ছ্রয়েৎ॥ উচ্ছ্রয়ে কাংশ্চিৎকাম্যান্বিশেষান্বিধত্তে—"উপরসম্মিতাং মিনুয়াৎ পিতৃলোককামস্য রশনসম্মিতাং মনুষ্যলোককামস্য চষালসম্মিতামিন্দ্রিয়কামস্য সর্ব্বান্ৎসমান্ প্রতিষ্ঠাকামস্য যে ত্রয়ো মধ্যমাস্তান্ৎসমান্ পশুকামস্য" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। তক্ষণরহিতানি যূপমূলানি উপরাণি তৈরেকাদশিনা সম্মিতা সদৃশী। একস্যোপরস্য যাবানায়ামস্তাবানেবেতরেষাং দশানামিত্যর্থঃ। রশনাদেশস্থৌন্নত্যেন সমানা রশনসম্মিতা। চষালবিস্তারেণ সমানা চষালসম্মিতা। অতএব সূত্রকারেণোক্তম্—"আয়ামত উপরাণি সমানি স্যুস্তির্য্যক্তো মধ্যানি রশনাশ্চ প্রথিম্নশ্চষালানি" ইতি। সর্ব্বানুপররশনাদেশচষালবিস্তারান্। একাদশসু মধ্যো মধ্যমস্তৎপার্শ্ববর্ত্তিনৌ দ্বৌ তেষাং ত্রয়াণামেবোপরাদিসাম্যনিয়মো নেতরেষাম্। তথা চ সতি পশুপ্রাপ্তিঃ॥ তামেব পশুপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—"এতান্বা অনু পশব উপাতিষ্ঠন্তে পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ এতান্ সমাননু যজমানং পশবঃ প্রাপ্নুবন্তি॥ ত্রিভ্যোঽতিরিক্তেষ্বষ্টাস্বত্যোন্যস্পর্শং বিধত্তে—"ব্যতিষজেদিতরান্ প্রজয়ৈবৈনং পশুভির্ব্যতিষজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ যূপৈকাদশিন্যাঃ কামনাভেদেন দক্ষিণদেশপ্রবণত্বং নিন্দিত্বোত্তরদেশপ্রবণত্বং বিধত্তে—"যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিতি গর্ত্তমিতং তস্য মিনুয়াদুত্তরার্দ্ধ্যং বর্ষিষ্ঠমথ হ্রসীয়াংসমেষা বৈ গর্ত্তমিদস্যৈবং মিনোতি তাজক্ প্র মীয়তে দক্ষিণার্দ্ধ্যং বর্ষিষ্ঠং মিনুয়াৎ সুবর্গকামস্যাথ হ্রসীয়াংসমাক্রমণমেব তৎ সেতুং যজমানঃ কুরুতে সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। গর্ত্তশব্দেন দক্ষিণদেশনিম্নশ্মশানং বিবক্ষিতম্। গর্ত্তবন্মীয়ন্তে যূপা অস্যামেকাদশিন্যামিতি গর্ত্তমিত্তাদৃশীমুচ্ছ্রয়েৎ অগ্নিষ্ঠনামকো যো মধ্যমো যূপস্তস্মাদস্যোত্তরার্দ্ধে স্থিতং যূপপঞ্চকং বর্ষিষ্ঠমত্যুন্নতম্। দক্ষিণার্দ্ধে স্থিতং পঞ্চকং হ্রসীয়াংসং হ্রস্বম্। ঈদৃশ্যৈকাদশিনা গর্ত্তমিত্তস্যামুচ্ছ্রিতায়াং তদানীমেব ম্রিয়তে। স্বর্গার্থমুক্তবৈপরীত্যং কুর্য্যাৎ। আক্রম্যত আরুহ্যতে স্বর্গোঽনেন সেতুনেত্যাক্রমণঃ॥

লৌকিকদৃষ্টান্তেন রশনাদ্বয়ং বিধত্তে—"যদেকস্মিন্যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ অত্র সূত্রম্—"অগ্নিষ্ঠং দ্বাভ্যাং রশনাভ্যাং পরিবীয়" ইতি॥ রশনাদ্বয়স্যান্তয়োর্ম্মেলনং প্রবেষ্টনং চ কামনাভেদেন বিধত্তে—"যং কাময়েত স্ত্র্যস্য

জায়েতেত্যুপান্তে তস্য ব্যতিষজেৎ স্ত্রেবাস্য জায়েত যং কাময়েত পুমানস্য জায়েতেত্যান্তং তস্য প্র বেষ্টয়েৎ পুমানেবাস্য জায়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। অন্তয়োঃ সমীপ উপান্তং। অন্তেন সহিতমান্তং রশনাগ্রভাগম্॥ একাদশভ্যোঽতিরিক্তমুপশয়াখ্যং যূপং বিধত্তে—"অসুরা বৈ দেবান্দক্ষিণত উপানয়ন্তান্দেবা উপশয়েনৈবাপানুদন্ত তদুপশয়স্যোপশয়ত্বং যদ্দক্ষিণত উপশয়া উপশয়ে ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ পুরা কদাচিদসুরা দেবান্ স্ববশান্ কৃত্বাঽগ্নিষ্ঠাদ্যূপাদ্দক্ষিণভাগে সমানয়ন্। তানসুরান্দেবা উপশয়েনৈকাদশিনীসমীপে শয়ানেন যূপেনাপানুদন্ত। সমীপশয়নাদুপশয়নাম সম্পন্নম্। উপশয় উপশেতে শয়ানত্বেন পাতয়েদিত্যর্থঃ। অত্র সূত্রম—"উপশয়ং দ্বাভ্যাং পরিবীয়াগ্রেণ দক্ষিণং যূপং নিদধাতি" ইতি॥

দ্বেষ্যং পশুত্বেন নির্দ্দিশেদিতি বিধত্তে—"সর্ব্বে বা অন্যে যূপাঃ পশুমন্তোঽথোপশয় এবাপশুস্তস্য যজমানঃ পশুর্যন্ন নির্দ্দিশেদার্ত্তিমার্চ্ছেদ্যজমানোঽসৌ তে পশুরিতি নির্দ্দিশেদ্যং দ্বিষ্যাত্তমেব দ্বেষ্টি তমস্মৈ পশুং নির্দ্দিশতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। অগ্নিষ্ঠাদয় একাদশ যূপা বক্ষ্যমাণৈরাগ্নেয়াদিপশুভিরুপেতাঃ। উপশয়ে তু পশ্বন্তরাভাবাদ্যজমানস্যাঽর্ত্তিপ্রাপ্তির্দ্বেষ্যং নির্দ্দিশ্য তদ্বারয়েৎ॥ দ্বেষ্যাভাবে মূষকং নির্দ্দিশেদিতি বিধত্তে—"যদি ন দ্বিষ্যাদাখুস্তে পশুরিতি ব্রূয়ান্ন গ্রাম্যান্ পশূন্ হিনস্তি নাঽরণ্যান্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ বিহিতামেকাদশিনীং প্রশংসতি—"প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত সোঽন্নাদ্যেন ব্যার্দ্ধ্যত স এতামেকাদশিনীমপশ্যত্তয়া বৈ সোঽন্নাদ্যমবারুন্ধ যদ্দশ যূপা ভবন্তি দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে য একাদশঃ স্তন এবাস্যৈ স দুহ এবৈনাং তেন" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি॥ দশযূপানাং বিরাড্রূপত্বেন ধেনুত্বাদেকাদশো যূপঃ স্তনো ভবতি॥

পাত্নীবতাখ্যং ত্রয়োদশং যূপং বিধত্তে—"বজ্রো বা এষা সং মীয়তে যদেকাদশিনা সেশ্বরা পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং যজ্ঞꣳ সম্মর্দ্দিতোর্যৎ পাত্নীবতং মিনোতি যজ্ঞস্য প্রত্যুত্তব্ধ্যৈ সয়ত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। সৈকাদশিনী বজ্ররূপা সতী পুরস্তাদবস্থায় প্রত্যগবস্থিতং যজ্ঞং সম্মর্দ্দিতুমীশ্বরা ভবতি। মর্দ্দিতস্য পুনঃ সমাধানং প্রত্যুত্তব্ধিঃ। সয়ো বন্ধঃ। ষিঞ্ বন্ধন ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নত্বাৎ। সয়ত্বায় দৃঢত্বায়েত্যর্থঃ॥ যূপৈকাদশিনী নিরূপিতা। অথ পশ্বেকাদশিনীং বিধত্তে—"প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত স রিরিচানোঽমন্যত স আয়ুরিন্দ্রিয়ং বীর্য্যমাৎমন্নধত্ত প্রজা ইব খলু বা এষ সৃজতে যো যজতে স এতর্হি রিরিচান ইব যদেষৈকাদশিনী ভবত্যায়ুরেব তয়েন্দ্রিয়ং বীর্য্যং যজমান আৎমন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৪) ইতি। প্রজাসৃষ্ট্যা বীর্য্যাদিক্ষয়াদ্রিক্তোঽহমিতি ধীঃ। তথা যজ্ঞপ্রয়াসেনাপি। পশ্বেকাদশিন্যা তৎসমাধানম্। তে চ পশুবিশেষা দেবতাসহিতা অশ্ব মধপ্রকরণে সমাম্নাতাঃ—"আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ সারস্বতী মেষী বভ্রুঃ সৌম্যঃ পৌষ্ণঃ শ্যামঃ শিতিপৃষ্ঠো বার্হস্পত্যঃ শিল্পো বৈশ্বদেব ঐন্দ্রোঽরুণো মারুতঃ কল্মাষ ঐন্দ্রাগ্নঃ সꣳহিতোঽধোরামঃ সাবিত্রো বারুণঃ পেত্বঃ" ইতি। কৃষ্ণগ্রীবত্বাদিভির্ব্বিশেষিতাঃ সর্ব্বেঽপ্যজাঃ। মেষী ত্বেকৈবাজব্যাবৃত্তিঃ। বিশেষণানি চ তস্মিন্নেব প্রকরণে ব্যাখ্যাস্যন্তে॥

তানেতানত্র পশূন্বিশেষেণ প্রশংসন্বিশেষবিনিযুঙ্ক্তে—"আগ্নেয়েন বাপয়তি মিথুনꣳ সারস্বত্যা করোতি রেতঃ সৌম্যেন দধাতি প্র জনয়তি পৌষ্ণেণ বার্হস্পত্যো ভবতি ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি বৈশ্বদেবো ভবতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাঃ প্রজা

এবাস্মৈ প্র জনয়তীন্দ্রিয়মেবৈন্দ্রেণাব রুন্ধে বিশং মারুতেনৌজো বলমৈন্দ্রাগ্নেন প্রসবায় সাবিত্রো নির্ব্বরুণত্বায় বারুণঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৫) ইতি। প্রবাপয়তি বীজং স্বতঃ সম্পাদয়তি। আগ্নেয়স্য পুংসঃ সারস্বত্যা স্ত্রিয়া সহ মিথুনীকরণম্। সৌম্যেন যোষিতি রেতো-ধারণম্। পৌষ্ণেন প্রজোৎপত্তিঃ। বার্হস্পত্যেন ব্রহ্মণ উৎপত্তিসাধনত্বম্। বৈশ্বদেবেন প্রজানাং তদ্দেবতানুগ্রহঃ। ঐন্দ্রেণেন্দ্রিয়পাটবম্। মারুতেন জনপদপ্রাপ্তিঃ। ঐন্দ্রাগ্নেন পুষ্টির্বলং চ। সাবিত্রেণানুষ্ঠানে প্রেরণম্। বারুণেনোপদ্রবরাহিত্যম্॥

অত্র ষষ্ঠসপ্তমাষ্টমানাং পশূনাং বৈশ্বদেবৈন্দ্রমারুতানামিতরপশুবৎ পাঠত এব ক্রমো যদ্যপি প্রাপ্তস্তথাঽপি তং ক্রমমনূদ্য প্রশংসতি—"মধ্যত ঐন্দ্রমা লভতে মধ্যত এবেন্দ্রিয়ং যজমানে দধাতি পুরস্তাদৈন্দ্রস্য বৈশ্বদেবমা লভতে বৈশ্বদেবং বা অন্নমন্নমেব পুরস্তাদ্ধত্তে তস্মাৎ পুরস্তাদন্নমদ্যত ঐন্দ্রমালভ্য মারুতমা লভতে বিড়্বৈ মরুতো বিশমেবাস্মা অনু বধ্নাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৫) ইতি। বৈশ্বদেবমারুতয়োর্মধ্যমৈন্দ্রস্য স্থানম্। তেন মধ্যম এব বয়সি বলাধিক্যং যজমানে স্থাপয়তি। বিশ্বে দেবা অন্নাভিমানিনঃ। বৈশ্বদেবস্য পুরস্তাদনুষ্ঠিতত্বাত্তৎসম্বন্ধমন্ন-মত্তুং পুরস্তাদেব স্থাপয়তি। তচ্চান্নং পুরস্তান্মুখেনাত্ততে। মারুতস্যৈন্দ্রমনু বর্ত্তমানত্বান্মরুদ্রূপা গ্রামনিবাসিপ্রজা অস্য যজমানস্যানুকূলাঃ করোতি॥ কামনাবিশেষেণ ক্রমব্যত্যাসং বিধত্তে—"যদি কাময়েত যোঽবগতঃ সোঽপ রুধ্যতাং যোঽপরুদ্ধঃ সোঽব গচ্ছত্বিত্যৈন্দ্রস্য লোকে বারুণমা লভেত বারুণস্য লোক ঐন্দ্রং য এবাবগতঃ সোঽপরুধ্যতে যোঽপরুদ্ধঃ সোঽব গচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৫) ইতি। অবগতঃ প্রাপ্তৈশ্বর্যঃ। অপরুধ্যতামৈশ্বর্য্যাৎ ক্লিশ্যতাম্। অয়মেকঃ কামঃ। এতদ্বিপর্য্যয়োঽন্যঃ কামঃ। তস্মিন্নুভয়বিধেঽপি কামে সপ্তমৈকাদশস্থানয়ো-রৈন্দ্রবারুণয়োঃ স্থানব্যত্যয়ং কুর্য্যাৎ॥

প্রজানাং ব্যাকুলীভাবং চেৎ কাময়েত তদানীমেকাদশানাং পশূনাং ক্রমসাঙ্কর্য্যং বিধত্তে—"যদি কাময়েত প্রজা মুহ্যেয়ুরিতি পশূন্ব্যতিষজেৎ প্রজা এব মোহয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৫) ইতি॥ উদকপ্রবণত্বেন স্থাপিতায়া একাদশযূপপঙ্ক্তের্দক্ষিণযূপে বারুণস্যাঽলম্ভং বিধত্তে—"যদভিবাহতোঽপাং বারুণমালভেত প্রজা বরুণো গৃহ্ণীয়াদ্দক্ষিণত উদঞ্চমা লভতেঽপবাহতোঽপাং প্রজানামবরুণগ্রাহায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৫) ইতি। অপামভিবাহস্তৎ প্রবাহস্থান-ভূতো নিম্নো দেশঃ। তত্রাবস্থিত উত্তরযূপে বারুণালম্ভেন প্রজানাং বরুণগ্রহরূপো রোগঃ স্যাৎ। দক্ষিণযূপে পশোরুদঙ্মুখত্বেনাঽলম্ভে রোগো ন ভবতি। দক্ষিণযূপস্যোন্নতদেশবর্ত্তিত্বেনাপা-মপবাহতঃ প্রবাহস্থানাভাবাদিত্যর্থঃ। অত্র সূত্রম্—"আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমগ্নিষ্ঠ উপাকরোতি উত্তরে সারস্বতীং মেষীং দক্ষিণে সৌম্যং বভ্রুমেবং ব্যত্যাসং দক্ষিণাপবর্গান্ পশূনুপাকরোতি বারুণমন্ততো দক্ষিণত উদঞ্চম্" ইতি॥ পশ্বেকাদশিনী নিরূপিতা। অথ পাত্নীবতপশুং বিধত্তে—"ইন্দ্রঃ পত্নিয়া মনুমযাজয়ত্তাং পর্য্যগ্নিকৃতামুদসৃজত্তয়া মনুরার্ধ্নোদ্যৎ পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজতি যামেব মনুর্ঋদ্ধিমার্ধ্নোত্তামেব যজমান ঋধ্নোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৬) ইতি। অত্র পত্নীশব্দেন পাত্নীবতসংজ্ঞকে যূপ উপাকৃতস্ত্বষ্টৃদেবতাকঃ পশুরুপলক্ষ্যতে। শাখান্তরে তথা বিধানাৎ। পশ্বেকাদশিনীগতপত্নীসংযাজানন্তরভাবিত্বাদস্য যূপস্য পাত্নীবতত্বম্। অত্র সূত্রম্—"জাঘনীভিশ্চ পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি অনুবন্ধ্যাবপায়াং হুতায়ামগ্রেণ শালামুখীয়ং পাত্নীবতং মিনোতি

যথাহধেনাভিমনবস্তীর্ণে চষালং তস্মিংস্ত্বাষ্ট্রং সাণ্ডং লোমশং পিঙ্গলং পশুমুপাকৃত্য পর্য্যগ্নিকৃতমুৎসৃজ্যাহজ্যেন শেষং সংস্থাপয়েৎ, যাবন্তি পশোরবদানানি স্যুস্তাবৎ কৃত্ব আজ্যস্যাবদ্যেৎপশুধর্ম্মাহজ্যং ভবতি শালামুখীয়ে প্রচরন্তীতি বিজ্ঞায়তে” ইতি। তস্মাদিন্দ্রঃ পাত্নীবতযূপে নিযুক্তেন পশুনা মনুময়াজযদিতি ব্যাখ্যেয়ম॥ পর্য্যগ্নিকৃতে পশাবুৎসৃষ্টে সতি কর্ম্মশেষস্যাহজ্যেন সমাপ্তিং বিধত্তে—“যজ্ঞস্য বা অপ্রাতষ্ঠিতাদ্যজ্ঞঃ পরা ভবতি যজ্ঞং পরাভবন্তং যজমানোহনু পরা ভবতি যদাজ্যেন পাত্নীবতং সংস্থাপয়তি যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোহনু প্রতি তিষ্ঠতি” (সং ০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৬) ইতি। অপ্রাতষ্ঠিতাদসংস্থাপনাৎ॥

অস্য পশোঃ কালং বিধত্তে—“ইষ্টং বপয়া ভবত্যনিষ্টং বশয়াহথ পাত্নীবতেন প্র চরতি তীর্থ এব প্র চরত্যথো এতর্হ্যেবাস্য যামঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৬) ইতি। বশা বন্ধ্যা, সা চানূবন্ধ্যেত্যনেন নাম্নোচ্যতে। তদীয়বপাহোমাদূর্দ্ধং হৃদয়াদ্যঙ্গহোমাৎ প্রাগেতস্য পাত্নীবতপশোঃ কালঃ। স চ তীর্থমুচিতং স্থানম্। কিং চৈতস্মিন্‌কালেহনুবন্ধ্যাখ্যস্য পশোর্যাম উপরমঃ সমাপ্তির্ভবতি। তস্য চান্তিমপশুত্বাৎ সমাপ্তেঃ প্রাগেব পাত্নীবতপ্রচারো যুক্তঃ। দেবতাং বিধত্তে—“ত্বাষ্ট্রো ভবতি ত্বষ্টা বৈ রেতসঃ সিক্তস্য রূপাণি বি করোতি তমেব বৃষাণং পত্নীষ্বপি সৃজতি সোহস্মৈ রূপাণি বি করোতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৬) ইতি। বিকরোতি বিবিধানি করোতি॥ পাত্নীবতপশুর্নিরূপিতঃ। অথ সৌম্যং চরুং বিধত্তে—“ঘ্নন্তি বা এতৎসোমং যদভিষুণ্বন্তি যৎসৌম্যো ভবতি যথা মৃতায়ানুস্তরণীং ঘ্নন্তি তাদৃগেব তৎ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। সোমস্যাভিষবো বধস্থানীয়োহতোহনুস্তরণীস্থানীয়ঃ সৌম্যশ্চরুঃ কর্ত্তব্যঃ। মৃতং দীক্ষিতমনু স্তার্য্যতে হন্যত ইত্যনুস্তরণী কাচিদ্গৌঃ। দীক্ষিতশবস্যাবয়বেষু হৃদয়হস্তাদিষু গোশবস্য হৃদয়াদ্যবয়বান্ সংস্থাপ্য তং দীক্ষিতং দহেৎ। তদর্থং কাচিদ্গৌর্হন্যতে।

চরোর্হোমস্থানং বিধত্তে—“যদুত্তরার্দ্ধে বা মধ্যে বা জুহুয়াদ্দেবতাভ্যঃ সমদং দধ্যাদ্দক্ষিণার্দ্ধে জুহোত্যেষা বৈ পিতৃণাং দিক্স্বায়ামেব দিশি পিতৄন্নিরবদয়তে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি॥ বহ্নেরুত্তরার্দ্ধমধ্যদেশয়োর্দ্দেবাহুতিস্থানত্বাত্তত্র পিত্র্যে হোমে দেবতাভিঃ সহ পিতৃণাং সমদং কলহং কুর্য্যাৎ। অতো নিরবদয়তে দেবদেশান্নিষ্কৃষ্য পিতৄন্ত্যজতে।

চরুশেষস্য দানং বিধত্তে—“উদ্গাতৃভ্যো হরন্তি সামদেবত্যো বৈ সৌম্যো যদেব সাম্নশ্ছম্বট্‌কুর্ব্বন্তি তস্যৈব স শান্তিঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। সামৈব সৌম্যচরোরভিমানিদেবতা। তথা সতি সামবেদসম্বন্ধি যদঙ্গমুদ্গাতার ইত্থং ছম্বট্‌কুর্ব্বন্তি বিনষ্টং কুর্ব্বন্তি তস্য দোষস্য স চরুঃ প্রতীকারঃ॥ তস্মিন্নাজ্যপূর্ণে চরাবুদ্গাতৃভিঃ স্বদেহচ্ছায়া দ্রষ্টব্যেতি বিধত্তে—“অবেক্ষন্তে পবিত্রং বৈ সৌম্য আত্মানমেব পবয়ন্তে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি, সৌম্যচরোঃ শুদ্ধিহেতুত্বাত্তং প্রেক্ষণেনোদ্গাতারঃ স্বদেহং শোধয়ন্তি। অত্র সূত্রম্—“আজ্যেন চরুমভিপূর্য্যোদ্গাতৃভ্যো হরন্তি তমুদ্গাতারোহবেক্ষন্তে” ইতি॥ আজ্যস্যাপর্য্যাপ্তৌ পুনরপ্যাজ্যং পূরণং বিধত্তে—“য আত্মানং ন পরিপশ্যেদিতাসুঃ স্যাদভিদদিং কৃত্বাহবেক্ষেত তস্মিন্ হ্যাত্মানং পরিপশ্যত্যথো আত্মানমেব পবয়তে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। ইতাসুর্গতপ্রাণঃ। অভিতো দীয়তে প্রক্ষিপ্যত আজ্যমস্মিংশ্চরাবিত্যভিদদিঃ।

কাম্যোবেক্ষণে মন্ত্রবিশেষং বিধত্তে—“যো গতমনাঃ স্যাৎ সোহবেক্ষেত যন্মে মনঃ পরাগতং

ষন্মা মে অপরাগতম্। রাজ্ঞা সোমেন তদ্বয়মস্মাসু ধারয়ামসীতি মন এবাত্মন্দাধার ন গতমনা ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। গতমনা অব্যবস্থিতচিত্তঃ। উদগাতৄণাং মধ্যে গতমনা যন্মে মন ইত্যাদিমন্ত্রণাবেক্ষেত। মদীয়ং মনো যদি মত্তো নিক্রান্তং যদি বা নিষ্ক্রমণোন্মুখং তদিদানীং নিষ্ক্রান্তস্য সোমস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদাদ্বয়ং তন্মনোঽস্মাস্বেব ধারয়ামঃ। মন্ত্রসামর্থ্যাচ্চিত্তসমাধানং ভবতি। অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বামিত্যনয়র্চা ঘৃতযাগং বিধত্তে—"অপ বৈ তৃতীয়সবনে যজ্ঞঃ ক্রামতীজানাদনীজানমভ্যাগ্নাবৈষ্ণব্যর্চা ঘৃতস্য যজত্যগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাশ্চৈব যজ্ঞং চ দাধার" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি॥ ঈজানাদিষ্টবতো যজমানাদনীজানং পুরুষমভিলক্ষ্য যজ্ঞোঽপক্রামতি তৎসমাধানায়াগ্নাবৈষ্ণবমন্ত্রযাগঃ। তত্র নীচধ্বনিং বিধত্তে—"উপাংশু যজতি মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। সৌম্যচরুগতেনোচ্চধ্বনিনা সহোপাংশুধ্বনের্মিথুনত্বম্।

অনুবন্ধ্যাং বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি মিত্রো যজ্ঞস্য স্বিষ্টং যুবতে বরুণো দুরিষ্টং ক্ব তর্হি যজ্ঞঃ ক্ব যজমানো ভবতীতি যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে মিত্রেণৈব যজ্ঞস্য স্বিষ্টং শময়তি বরুণেন দুরিষ্টং নার্ত্তিমার্চ্ছতি যজমানঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। যজ্ঞস্য যদঙ্গং সম্যগিষ্টং তস্যাধিপতির্মিত্রঃ স্বয়মনাবাধিতস্তদঙ্গং দুরিষ্টেন মিশ্রয়তি। দুরিষ্টস্যাঙ্গস্যাধিপতির্ব্বরুণশ্চানারাধিতস্তদ্দুরিষ্টং সম্পাদ্য স্বিষ্টেন মিশ্রয়তি। তথা সত্যুভাভ্যাং স্বিষ্টস্য বিনাশিতত্বাদ্যজ্ঞঃ ক্বাবতিষ্ঠেত। যজ্ঞাভাবে যজমানোঽপি কুত্র ফলোপেতো ভবেৎ। বশালম্ভেন তুষ্টো মিত্রঃ স্বিষ্টং পালয়তি। বরুণো দুরিষ্টং নাশয়তি। ততো যজ্ঞস্য সুস্থিতত্বান্নিষ্ফলত্বরূপামার্ত্তিং যজমানো ন প্রাপ্নোতি। অত্র সূত্রম্—"মৈত্রাবরুণীং গাং বশামনুবন্ধ্যামালভেত" ইতি। তামনুবন্ধ্যাং প্রশংসতি—"যথা বৈ লাঙ্গলেনোর্ব্বরাং প্রভিন্দন্ত্যেবমৃক্সামে যজ্ঞং প্র ভিন্তো যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে যজ্ঞায়ৈব প্রভিন্নায় মত্যমন্ববাস্যতি শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। সর্ব্বসস্যোপেতা ভূমিরুর্ব্বরা তস্যাং কৃষ্যাং কর্ষণমনু তত্র মত্যং ক্ষিপন্তি। শস্যাধানসাধনং গোময়াদিদ্রব্যং মত্যং, মতমভিমতং ফলমর্হতীতি মত্যম্। তদ্বদৃক্সামাভ্যাং কর্ষণবদুদ্যোগাতামাপাদিতস্য যজ্ঞস্য বশালম্ভেন মত্যপ্রক্ষেপবৎ ফলজননশক্তির্ভবতি। তেন চাশক্তিলক্ষণস্য দোষস্য শান্তির্ভবতি।

পুনরপি বশাং প্রশংসতি—"যাতযামানি বা এতস্য ছন্দাংসি য ঈজানশ্ছন্দসামেষ রসো যদ্বশা যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে ছন্দাংস্যেব পুনরা প্রীণাত্যযাতযামত্বায়াথো ছন্দঃস্বেব রসং দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৭) ইতি। ঈজানো যজ্ঞং কৃতবান্। এতস্য চ্ছন্দাংসি গতসারাণি ভবন্তি। বশা তু ছন্দসাং সারঃ। বষট্কারদেবতয়া গায়ত্রীদেবতায়াঃ শিরসি চ্ছিন্নে পতিতেন রসেনোৎপন্নত্বাৎ। এতচ্চ কাম্যপশুকাণ্ডে সমাম্নাতম্। অতো বশালম্ভেন চ্ছন্দসাং গতসারত্বাভাবাৎ প্রীতির্ভবতি। প্রত্যুত চ্ছন্দঃসু বিশেষরসঃ স্থাপ্যতে॥ সৌম্যচরুঘৃতযাগানুবন্ধ্যা নিরূপিতাঃ। অথাতিগ্রাহ্যান্ বিধত্তে—"দেবা বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তদতিগ্রাহ্যা অভবন্তদতিগ্রাহ্যাণামতিগ্রাহ্যত্বং যদতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্ত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্য্যং যজমান আত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। ইন্দ্রবায়ুমিত্রাবরুণাদিদেবৈরিন্দ্রিয়গতসামর্থ্যাদ্ভেতোঃ সোমরসে বিভক্তে সত্যতিরিক্তাদ্রসাদেতে গৃহ্যন্তে। তদ্গ্রহণেন সামর্থ্যং যজমানে স্থাপ্যতে॥

বিহিতানামতিগ্রাহ্যাণামগ্ন্যাদিদেবতাসম্বন্ধং বিধত্তে—"তেজ আগ্নেয়েনেন্দ্রিয়মৈন্দ্রেণ ব্রহ্মবর্চ্চস৺ সৌর্য্যেণ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। যজমান আত্মন্ধত্ত ইত্যনুবর্ত্ততে। তেজঃ কান্তিঃ। ইন্দ্রিয়ং বলম্। ব্রহ্মবর্চ্চসং শ্রুতাধ্যয়নসম্পত্তিঃ। প্রাতঃসবন আগ্রয়ণসাদনাদূর্দ্ধমেতে ত্রয়ো গ্রহীতব্যাঃ। অত্র সূত্রম্—"এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্থা দেবেভ্য ইতি সাদয়িত্বা ত্রীনগ্নিষ্টোমেঽতিগ্রাহ্যান্ গৃহ্লাত্যাগ্নেয়মৈন্দ্র৺ সৌর্য্যমিত্যগ্র আয়ু৺ষ্যত্তিষ্ঠ৺ স্বর্ণাণিরিতি গ্রহণসাদনাঃ" ইতি। ব্যতিরেকমুখেন পৃষ্ঠ্যষড়হে তানতিগ্রাহ্যান্বিধত্তে—"উপস্তম্ভনং বা এতদ্যজ্ঞস্য যদতিগ্রাহ্যাশ্চক্রে পৃষ্ঠানি যৎপৃষ্ঠ্যে ন গৃহ্লীয়াৎ প্রাঞ্চং যজ্ঞং পৃষ্ঠানি স৺ শৃণীয়ুঃ॥ (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। যজ্ঞরূপস্য রথস্যাতিগ্রাহ্যা উত্তম্ভনকাষ্ঠস্থানীয়াঃ। ষট্‌সু দিনেষু ক্রমেণ রথন্তরবৃহদ্বৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতসামনামকৈঃ সাধ্যানি পৃষ্ঠাস্তোত্রাণি চক্রস্থানীয়ানি। ততঃ পৃষ্ঠ্যষড়হেঽতিগ্রাহ্যরূপোত্তম্ভনাভাবে তানি পৃষ্ঠানি তং যজ্ঞরথং পুরঃ পাতয়িত্বা সংশৃণীয়ুর্ব্বিনাশয়েয়ুঃ। তস্মাত্তান্ গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ॥ উক্‌থ্যে চোদকপ্রাপ্তানতিগ্রাহ্যান্ প্রতিষেধতি—"যদুক্‌থ্যে গৃহ্লীয়াৎ প্রত্যঞ্চং যজ্ঞমতিগ্রাহ্যাঃ স৺ শৃণীয়ুঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। উত্তম্ভনমন্তরেণৈব পুরত উন্নতসদৃশ উক্‌থ্যাস্তস্মিন্ গৃহীতা অতিগ্রাহ্যাঃ পুরস্তাদস্যোন্নত্যমাপাদ্য যজ্ঞরথং প্রত্যঞ্চং পাতয়িত্বা বিনাশয়েয়ুঃ। তস্মাত্তান্ন গৃহ্লীয়াদিত্যর্থঃ॥

পৃষ্ঠ্যষড়হেঽপ্যুক্‌থ্যসদ্ভাবাদেতং প্রতিষেধং বারয়িতুং পূর্ব্ববাক্যেনৈতে বিহিতাস্তদ্বদ্বিশ্বজিদ্যাগস্যাপ্যুক্‌থ্যসংস্থস্য শাখান্তরে সদ্ভাবাত্তত্রাপি নিষেধং বারয়িতুং বিধত্তে—"বিশ্বজিতি সর্ব্বপৃষ্ঠে গ্রহীতব্যা যজ্ঞস্য সবীর্য্যত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। রথন্তরাদীনি ষড়পি পৃষ্ঠাস্তোত্রাণি যস্মিন্ সন্তি স সর্ব্বপৃষ্ঠঃ॥ অগ্নিষ্টোমে তান্বিধত্তে—"প্রজাপতির্দ্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ব্যাদিশৎ স প্রিয়াস্তনূরপ ন্যধত্ত তদতিগ্রাহ্যা অভবন্বিতনুস্তস্য যজ্ঞ ইত্যাহুর্যস্যাতিগ্রাহ্যা ন গৃহ্যন্ত ইত্যপ্যগ্নিষ্টোমে গ্রহীতব্যা যজ্ঞস্য সতনুত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। ব্যাদিশদ্বিভজ্য দত্তবান্। তদা স প্রজাপতির্যজ্ঞসম্বন্ধিনীঃ প্রিয়াস্তনূরপন্যধত্তাপনীয় কচিদ্গোপিতবান্। তা এবাতিগ্রাহ্যাঃ। তস্মাদগ্নিষ্টোমস্য সতনুত্বায় তান্ গৃহ্লীয়াৎ। অত্রাতিগ্রাহ্যাণাং পৃষ্ঠ্যষড়হাদিবিকৃতিসম্বন্ধপ্রতীতেঃ প্রকৃতাবগ্নিষ্টোমেঽপি বিধীয়ন্তে॥ ব্যাবৃত্তিকামস্য তান্বিধত্তে—"দেবতা বৈ সর্ব্বাঃ সদৃশীরাসন্তা ন ব্যাবৃতমগচ্ছন্‌ তে দেবা এত এতান্ গ্রহানপশ্যন্তানগৃহ্লতাগ্নেয়মগ্নিরৈন্দ্রমিন্দ্রঃ সৌর্য্য৺ সূর্য্যস্ততো বৈ তেঽন্যাভির্দ্দেবতাভির্ব্যাবৃতমগচ্ছন্যস্যৈবং বিদুষ এতে গ্রহা গৃহ্যন্তে ব্যাবৃতমেব পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ গচ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। সদৃশীস্তুল্যৈশ্বর্য্যাঃ। ব্যাবৃতমৈশ্বর্য্যাধিক্যলক্ষণম্। ইতরেভ্যো ব্যাবৃতং ভ্রাতৃব্যাদৈশ্বর্য্যাধিক্যমেতৈরতিগ্রাহ্যৈঃ প্রাপ্নোতি॥ তানতিগ্রাহ্যান্ প্রশংসতি—"ইমে লোকা জ্যোতিষ্মন্তঃ সমাবদ্বীর্য্যাঃ কার্য্যা ইত্যাহুরাগ্নেয়েনাস্মিল্লোঁকে জ্যোতির্দ্ধত্ত ঐন্দ্রেণান্তরিক্ষ ইন্দ্রবায়ূ হি সযুজৌ সৌর্য্যেণামুষ্মিল্লোঁকে জ্যোতির্দ্ধত্তে জ্যোতিষ্মন্তোঽস্মা ইমে লোকা ভবন্তি সমাবদ্বীর্য্যানেনান্ কুরুতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। ইমে পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুলোকাস্তে চাগ্ন্যাদিদেবতানুগ্রহেণ জ্যোতিষ্মন্তস্তুল্যসামর্থ্যাঃ। অন্তরিক্ষস্য বায়ুর্দ্দেবতা ন ত্বিন্দ্র ইতি চেন্ন, ইন্দ্রবায়োঃ সহাবস্থানাদৈন্দ্রবায়বগ্রহে তদ্দর্শনাৎ॥ প্রকারান্তরেণ তান্ প্রশংসতি—"এতাবৈ গ্রহাস্বর্ব্বাবিশ্বযন্নাবিত্তাঃ তাভ্যামিমে লোকাঃ পরাঞ্চশ্চার্ব্বাঞ্চশ্চ প্রাভুর্যস্যৈবং বিদুষ এতে গ্রহা গৃহ্যন্তে

প্রাশ্চা ইমে লোকাঃ পরাঞ্চশ্চার্বাঞ্চশ্চ ভান্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৮) ইতি। বধাশ্চ বিশ্ববয়াশ্চ তয়োরতিগ্রাহ্যমহিমাভিজ্ঞস্তাত্ত্বদর্থমুত্তমা অধমাশ্চেমে লোকাঃ প্রাভুঃ প্রভাবন্তঃ॥

অতিগ্রাহ্যা নিরূপিতাঃ। অথাদাভ্যগ্রহং বিধত্তে—"দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা অদাভ্যে ছন্দাꣳসি সবনানি সমস্থাপয়ন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষোঽদাভ্যো গৃহ্যতে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি। অসুরা মাৎসর্য্যেণ দেবৈরনুষ্ঠিতং যজ্ঞাঙ্গং স্বয়মপ্যনুষ্ঠিতবন্তঃ। তদাঽসুরবঞ্চনেন দেবা গায়ত্রীত্রিষ্টুব্জগতীভির্নিষ্পাদ্যানি ত্রীণি সবনান্যদাভ্যগ্রহে সমাপিতবন্তঃ। তত্র হি "বসবস্ত্বা প্রবৃহন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা" ইত্যাদিভিস্ত্রিভির্মন্ত্রৈস্ত্রয়ঃ সোমাংশবঃ পৃথক্কর্ত্তব্যাঃ। অত্র সূত্রম্—"উপনদ্ধস্য রাজ্ঞস্ত্রীনꣳশূন্ প্রবৃহতি বসবস্ত্বা প্রবৃহন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসেত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং তৈরেনং চতুরাধূনোতি" ইতি। তদিদং ছন্দসাং সবনানাং চ সমাপনম্। তেন দেবানাং বিভূতিরসুরাণাং পরাভবশ্চাভূৎ। তদ্বদন্যস্যাপ্যদাভ্যগ্রহণেন ভবতি॥ নির্বচনেন প্রশংসতি—"যদ্বৈ দেবা অসুরানদাভ্যেনাদভ্নুবন্তদদাভ্যস্যাদাভ্যত্বম্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি। অদভ্নুবন্ হিংসিতবন্তঃ। অসুরদম্ভনহেতুরয়ং গ্রহঃ স্বয়মন্যেন কেনচিদপি দম্ভিতুমশক্যত্বাদদাভ্যঃ॥ এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ দভ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং নৈনং ভ্রাতৃব্যো দভ্নোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি॥

"এষা বৈ প্রজাপতেরতিমোক্ষিণী নাম তনূর্যদদাভ্য উপনদ্ধস্য গৃহ্ণাত্যতিমুক্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি। অতিশয়েন পাপান্মোক্ষোঽতিমোক্ষঃ। সোঽস্যা অস্তীত্যতি-মোক্ষিণী। প্রজাপতেস্তাদৃগ্রূপোঽয়মদাভ্যঃ। তস্মাদুপনদ্ধস্য বস্ত্রেণ বদ্ধস্য সোমস্য বন্ধনাদতি-মুক্ত্যর্থং গৃহ্নীয়াৎ। শকটাদবরোপিতো বস্ত্রবদ্ধসোমোঽধিষবণফলকয়োরুপর্য্যবতিষ্ঠতে। তস্য চ সোমস্য বন্ধমূপাংশুগ্রহকালে বিস্রংস্যেন্দ্রায় ত্বা বৃত্রঘ্ন ইত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ সোমং মিমীতে। তস্মাদ্বি-স্রংসনাৎ প্রাগেবাদাভ্যো গ্রহীতব্য ইত্যর্থঃ॥ এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"অতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং মুচ্যতে য এবং বেদ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি পাপরূপং বৈরিণমুৎক্রম্য তৎকৃতোপ-দ্রবান্মুচ্যতে॥ অদাভ্যস্য সোমব্যতিরিক্তং দ্রব্যং বিধত্তে "ঘ্নন্তি বা এতৎ সোমং যদভিষুণ্বন্তি সোমে হন্যমানে যজ্ঞো হন্যতে যজ্ঞে যজমানো ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্যজ্ঞে যজমানঃ কুরুতে যেন জীবন্ৎসুবর্গং লোকমেতীতি জীবগ্রহো বা এষ যদদাভ্যোঽনভিষুতস্য গৃহ্ণাতি জীবন্তমেবৈনꣳ সুবর্গং লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি। অভিষবেণ সোমস্য হতত্বাত্তজ্জে হতে যজমানো হতপ্রায়ো ভবতি। তাদৃগ্বধমন্তরেণ স্বর্গপ্রাপ্তাবুপায়ান্ ব্রহ্মবাদিনো বিচার্য্যাদাভ্যং নিশ্চিতবন্তঃ। স চ জীবনোপেতো গ্রহঃ। তস্মাদনভিষুতস্যাভিষবরূপবধরহিতস্য দ্রব্যস্য রসং তত্র গৃহ্নীয়াৎ। অত্র সূত্রম্—"অꣳশুমদাভ্যং বা প্রথমং গৃহ্ণাতি শুক্রং তে শুক্রেণ গৃহ্ণামীতি দধ্নঃ পয়সো নিগ্রাভ্যাণাং বা" ইতি॥

অদাভ্যগ্রহস্যাঽধবনহেতূনাং সোমাংশূনাং ত্রয়াণাং সবনত্রয়গতেষু ত্রিষু মহাভিষবেষু মেলনং বিধত্তে—"বি বা এতদ্যজ্ঞং ছিন্দন্তি যদদাভ্যে সꣳস্থাপয়ন্ত্যꣳশূনপি সৃজতি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ৯) ইতি। অসুরবঞ্চনায় বসবস্ত্বেত্যাদিমন্ত্রৈরংশুত্রয়ং পৃথক্করণরূপ-

সবনত্রয়ব্যাপনং দেবৈঃ কৃত তদ্বদন্যেনাপি কৃতে সত্যুপাংশ্বন্তর্যামাদীনামনুষ্ঠানাবকাশো বিচ্ছিদ্যতে, তৎপরিহারায় পৃথক্ তানংশূনভিষবেষু মেলয়েৎ। তত্র সূত্রম্—"আধ নান শূন প্রস্তাতাম্নি-ধায়োপাংশুং দে। সোম গায়ত্রেণ ছন্দসেত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রমনুসবনমেকৈকং মহাভিষবেষ্বপিসৃজতি" ইতি॥ অদাভ্যো নিরূপিতঃ। অথাংশুগ্রহং বিধত্তে—"দেবা বৈ প্রবাহুগ গ্রহানগৃহ্নত স এতং প্রজাপতিরংশুমপশ্যত্তং গৃহ্নীত তেন বৈ স আর্ধ্নোদ্যস্যৈবং বিদুষোঽংশুর্গৃহ্যত ঋধ্নোত্যেব" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। প্রবাহুক্ তুল্যস্বভাবান্। প্রজাপতিস্তু সমৃদ্ধ্যর্থং বিলক্ষণ-মংশুগ্রহং গৃহীত্বা সমৃদ্ধোঽভবৎ॥

ইতরগ্রহবৈলক্ষণ্যং ক্রমেণ দর্শয়ন্নভিষবস্যাঽবৃত্ত্যভাবং বিধত্তে—"সকৃদভিষুতস্য গৃহ্নাতি সকৃদ্ধি স তেনার্ধ্নোৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। অষ্টৌ কৃত্বোঽগ্রহভিষুণোতীত্যাদিনা গ্রহান্তরেঽভিষবাবৃত্তিঃ শ্রুতা ন ত্বত্র তথা কুর্য্যাৎ কিং তু সকৃদেব। যস্মাৎ স প্রজাপতিঃ সকৃদেবাভিষুত্য তেন গ্রহেণ সম্যক্ সমৃদ্ধিং গতঃ॥ গ্রহণমন্ত্রস্যোচ্চারণং নিবারয়িতুং মানসমনু-সন্ধানং বিধত্তে—"মনসা গৃহ্নাতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। সঙ্কল্পমাত্রেণ জগৎসর্জ্জনাৎ প্রজাপতের্ম্মনঃসাদৃশ্যম্॥ গ্রহণপাত্রং বিধত্তে—"ঔদুম্বরেণ গৃহ্নাত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জ্জমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি॥ পাত্রস্যাঽকারং বিধত্তে—"চতুঃস্রক্তি ভবতি দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। চতুষ্কোণমিত্যর্থঃ॥ বামদেবেন দৃষ্টস্য কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদিত্যস্যা-মৃচ্যুৎপন্নস্য সাম্নো গ্রহণমঙ্গতামাহ—"যো বা অংশোরায়তনং বেদাঽয়তনবান্ ভবতি বাম-দেব্যমিতি সাম তদ্বা অস্যাঽয়তনং মনসা গায়মানো গৃহ্নাত্যায়তনবানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। গৃহবানিত্যর্থঃ॥ অনুচ্ছ্রবাসং গ্রহণকালে বিধত্তে—"যদধ্বর্য্যুরংশুং গৃহ্নন্নার্দ্ধয়েদুভাভ্যাং নর্দ্ধ্যেতাধ্বর্য্যবে চ যজমানায় চ যদর্দ্ধয়েদুভাভ্যামৃধ্যেতানবানং গৃহ্নাতি সৈবাস্যর্দ্ধিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। অংশুং নার্দ্ধয়েৎ সমৃদ্ধং ন কুর্য্যাৎ। তদানীমধ্বর্য্যুযজমানয়োঃ সমৃদ্ধির্ন স্যাৎ। অনুচ্ছ্বাসগৃহীতিরেবাংশোঃ সমৃদ্ধিঃ। অত্র সূত্রম্—"অংশুং গৃহ্নন্নেকগ্রহায়াঽপ্যংশুং রাজানমুপরে ন্যুপ্য সকৃদভিষুত্য বামদেব্যং মনসা গায়মানোঽন-বানং গৃহ্নাতি" ইতি।

কথঞ্চিদুচ্ছ্বাসশ্চেত্তদ্দোষনিবারণায় বিধত্তে—"হিরণ্যমভি ব্যনিত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমায়ুঃ প্রাণ আয়ুষৈবামৃতমভি ধিনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। হিরণ্যস্যাঽভি-মুখ্যেন শ্বাসং কুর্য্যাৎ। তথা সত্যায়ুঃস্বরূপেণৈব প্রাণবায়ুনা হিরণ্যরূপমমৃতমভিপ্রীণয়তি॥ হিরণ্যস্যেয়ত্তাং বিধত্তে—"শতমানং ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১০) ইতি। শতনিষ্কপরিমিতং শতমানপরিমিতং বা হিরণ্যং ভবতি। দশানাং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণামেকৈকস্য দশনাড়ীষু সঞ্চারাচ্ছতেন্দ্রিয়ত্বম্। অত্র সূত্রম্—"যদি ব্যবানেদা নঃ প্রাণ এতু পরাবত ইতি শতমানং হিরণ্যমভি ব্যনীয়াত্তামধ্বর্য্যু-র্যজমানশ্চ" ইতি। অংশুগ্রহাদাভ্যগ্রহয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং বিকল্পিতম্। অত এব সূত্রকারে-ণোক্তম্—"অংশুমদাভ্যং বা প্রথমং গৃহ্নাতি" ইতি॥ অংশুগ্রহো নিরূপিতঃ। অথ ষোড়শি-গ্রহং বিধত্তে—

"প্রজাপতির্দ্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ব্যাদিশৎ স রিরিচানোঽমন্যত স যজ্ঞানাꣳ ষোড়শধেন্দ্রিয়ং বীর্য্য-মাত্মানমভি সমকৃখিদত্তৎ ষোড়শ্যভবন্ন বৈ ষোড়শী নাম যজ্ঞোঽস্তি যদ্বাব ষোড়শꣳ স্তোত্রꣳ ষোড়শꣳ শস্ত্রং তেন ষোড়শী তৎ ষোড়শিনঃ ষোড়শিত্বং যৎ ষোডশী গৃহ্যত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্য্যং যজমান আত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। দেবেভ্যো যজ্ঞান্বিভজ্য দত্বা স্বার্থস্য কস্যাপ্যভাবাদ্রিক্তোঽহমিতি মন্যমানঃ স্বাত্মানমভিলক্ষ্য সর্ব্বযজ্ঞসম্বন্ধিনমিন্দ্রিয়সামর্থ্য-প্রদমংশং ষোড়শভেদভিন্নং সমকৃখিদৎ সম্পাদয় শ্রান্তোঽভবৎ। তচ্চ সামর্থ্যং ষোড়শিনামকঃ ক্রতুরভবৎ স চ সোমযাগব্যতিরিক্তো যজ্ঞঃ কশ্চিন্ন তানো ন॥

প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"দেবেভ্যো বৈ সুবর্গো লোকো ন প্রাভবত্ত এতꣳ ষোড়শিন-মপশ্যন্তমগৃহ্নত ততো বৈ তেভ্যঃ সুবর্গো লোকঃ প্রাভবদ্যৎ ষোড়শী গৃহ্যতে সুবর্গস্য লোক-স্যাভিজিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। ন প্রাভবন্ন স্বাধীনঃ॥ পুনঃ প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"ইন্দ্রো বৈ দেবানামানুজাবর আসীৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতꣳ ষোড়শিনং প্রাযচ্ছত্তমগৃহ্নীত ততো বৈ সোঽগ্রং দেবতানাং পর্য্যৈদ্যস্যৈবং বিদুষঃ ষোড়শী গৃহ্যতেঽগ্রমেব সমানানাং পর্য্যেতি" সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। অনুজেভ্যো নিকৃষ্টেভ্যোঽবরোঽত্যন্ত-নিকৃষ্টঃ। আনুজেতি দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। অগ্রং শ্রৈষ্ঠ্যম্॥ কালং বিধত্তে—"প্রাতঃসবনে গৃহ্ণাতি বজ্রো বৈ ষোড়শী বজ্রঃ প্রাতঃসবনꣳ স্বাদেবৈনং যোনের্নির্গৃহ্ণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। বজ্রবদনিষ্টনিবারকত্বাদুভয়োর্ব্বজ্রত্বম্। তস্মাদেব সাম্যাৎ প্রাতঃসবনং বজ্রস্য স্বযোনিঃ॥ পক্ষান্তরমাহ—"সবনেসবনেঽভি গৃহ্ণাতি সবনাৎ সবনাদেবৈনং প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। তত্র সূত্রম্—"ষোড়শিনো গ্রহণং প্রাতঃসবন উত্তমো ধারাগ্রহাণাꣳ সবনে সবনে বা" ইতি॥ নিত্যত্বেন বিহিতস্যৈব কাম্যত্বমপি বিধত্তে—"তৃতীয়-সবনে পশুকামস্য গৃহ্নীয়াদ্বজ্রো বৈ ষোড়শী পশবস্তৃতীয়সবনং বজ্রেণৈবাস্মৈ তৃতীয়সবনাৎ পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। যথা খাদিরো যূপো ভবতি খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্ব্বীতেতি বচনদ্বয়াদেকস্যৈব নিত্যত্বং কাম্যত্বং চ তদ্বৎ॥

উক্থ্যক্রতাবপি শাখান্তরানুসারেণ প্রসক্তং প্রতিষেধতি—"নোক্থ্যে গৃহ্নীয়াৎ প্রজা বৈ পশব উক্থানি যদুক্থ্যে গৃহ্নীয়াৎ প্রজাং পশূনস্য নির্দ্দহেৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। উক্থ্যক্রতুগতানাং শস্ত্রাণাং প্রজাপশুরূপত্বাদ্বজ্ররূপেণ ষোড়শিনা দাহঃ স্যাৎ। শাখান্তরে বিধানাদিহ নিষেধাচ্চ বিকল্পঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"নোক্থ্যে গৃহ্নীয়াদগৃহ্নীয়াদ্বা" ইতি॥ ষোড়শি-ক্রতাবিবাতিরাত্রক্রতাবপি কাম্যগ্রহং বিধত্তে—"অতিরাত্রে পশুকামস্য গৃহ্নীয়াদ্বজ্রো বৈ ষোড়শী বজ্রেণৈবাস্মৈ পশূনবরুধ্য রাত্রিয়োপরিষ্টাচ্ছময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। বজ্রষোড়শিনা পশূনামবরোধেঽপি নাস্তি বাধঃ। ষোড়শিশস্ত্রস্যোপরিষ্টাদ্ভাবিনা রাত্রিশব্দোপ-লক্ষিতেন শস্ত্রসমূহেন তদ্বাধোপশমনাৎ। পশুকামস্যেতি বিশেষণাদন্যস্যাতিরাত্রে ষোড়শি-গ্রহো নাস্তি॥

অধিকারিবিশেষেণ গ্রহং বিধত্তে—"অপ্যগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্নীয়াদ্ব্যাবৃৎকামো হি রাজন্যো যজতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। দ্বাদশভিঃ স্তোত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চোপেতোঽগ্নি-ষ্টোমো বর্ণত্রয়সাধারণঃ। রাজন্যস্তু বিপ্রবৈশ্যাভ্যাং ব্যাবৃত্তিমুৎকর্ষং কাময়তে তদর্থং গৃহ্ণীয়াৎ॥

অস্মিন্ ষোড়শিগ্রহস্তোত্রস্যৈকবিংশনামকং স্তোমং বিধত্তে—"সাহ্ন এবাস্মৈ বজ্রং গৃহ্লাতি স এনং বজ্রো ভূত্বা ইন্ধে নির্ব্বা দহত্যেকবিꣳশꣳ স্তোত্রং ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। অহ্না সহ বর্ত্তত ইতি একদিবসনিষ্পাদ্যঃ সোমযাগঃ সাহ্নঃ। তস্মিন্নেব যজমানার্থমধ্বর্য্যুঃ ষোড়শিরূপং বজ্রং গৃহ্লাতি। স চ বজ্রো বৈরিবিনাশায় প্রযুক্ত এনং যজমানমৈশ্বর্য্যার্থং প্রকাশয়তি। অথ বা প্রয়োগকৌশলাভাবাদস্মিন্নেব যজমানে পরীতো নিঃশেষেণৈনমেব দহতি। অতঃ পাক্ষিকদাহনিবৃত্ত্যা যজমানস্য প্রতিষ্ঠার্থমেকবিংশস্তোত্রং সম্পাদয়েৎ। প্রগীতমন্ত্রসাধ্যাস্তুতিঃ স্তোত্রম। তচ্চ গানং তৃচে কর্ত্তব্যম। একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রীয়মিতি বিধানাৎ। ষোড়শিস্তোত্রস্যাসাবি সোম ইন্দ্র ত ইত্যাক্ প্রথমা। ইন্দ্র-মিদ্ধরী বহত ইতি দ্বিতীয়া। আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্নিতি তৃতীয়া। সোঽয়ং তৃচস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈরা-বৃত্তিবিশেষো গীয়মান একবিংশত্যাগাত্মকং ভবতি। প্রথমে পর্য্যায়ে প্রথমদ্বিতীয়য়োশ্চোস্ত্রি-স্ত্রির্গানম্। তৃতীয়স্যাঃ সকৃদগানম। দ্বিতীয়পর্য্যায়ে প্রথমায়াঃ সকৃদ্গানম্। তৃতীয়পর্য্যায়ে মধ্যমায়াঃ সকৃদ্গানম। তথা চ চ্ছন্দোগব্রাহ্মণ আম্নায়তে—"সপ্তভ্যো হিং করোতি স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ স একয়া সপ্তভ্যো হিং করোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ সপ্তভ্যো হিং করোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স তিসৃভিঃ সপ্তসপ্তিমেকবিংশস্য বিষ্টুতিঃ" ইতি। সপ্তভ্যঃ সপ্তভিঋর্গ্ভির্হিং করোতি গায়েৎ। যথোক্তাবৃত্তিবিশিষ্টৈয়মেকবিংশনামকস্য স্তোমস্য সম্বন্ধিনী বিশিষ্টা স্তুতিঃ। তস্যাশ্চ সপ্তসপ্তিমিতি নামধেয়মিত্যর্থঃ॥

ষোড়শিশস্ত্রং বিধত্তে—"হরিবচ্ছস্যত ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপাপ্নোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। হরিশব্দোঽস্মিন্নস্তীতি হরিবচ্ছস্ত্রম। ইন্দ্রমিদ্ধরী বহত ইত্যাদিষৃক্ষু হরি-শব্দো বহুলমুপলভ্যতে। তেন শস্ত্রেণেন্দ্রস্য পরিতোষাত্তদীয়ো লোকঃ প্রাপ্যতে। তচ্চ শস্ত্রং দ্বিবিধং বিহৃতমবিহৃতং চ। নানাবিধচ্ছন্দসামৃচাং সম্মেলনেন নিষ্পাদিতং বিহৃতম্। তথা-বস্থিতমবিহৃতম্॥ তত্র বিহরণপ্রকারং বিধত্তে—"কনীয়াꣳসি বৈ দেবেষু ছন্দাꣳস্যাসঞ্জ্যায়াꣳস্য-সুরেষু তে দেবাঃ কনীয়সা চ্ছন্দসা জ্যায়শ্ছন্দোঽভি ব্যশꣳসন্ততো বৈ তেঽসুরাণাং লোকমবৃঞ্জত যৎ কনীয়সা ছন্দসা জ্যায়শ্ছন্দোঽভি বিশꣳসতি ভ্রাতৃব্যস্যৈব তল্লোকং বৃঙ্ক্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। সন্ত্যস্মিঞ্ শস্ত্রে বহূনি চ্ছন্দাংসি। তান্যাশ্বলায়নেনোদাহৃতানি—"আ ত্বা বহন্তু হরয় ইতি তিস্রো গায়ত্র্যঃ। উপো ষু শৃণুহী গিরঃ সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্নিত্যেকা দ্বে চ পঙ্‌ক্তী। যদিন্দ্র পৃতনাজ্যেঽয়ং তে অস্তু হর্য্যত ইত্যেৌষ্ণিহবার্হতৌ তৃচৌ" ইত্যাদিনা। তত্র চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। অষ্টাবিংশত্যক্ষরোষ্ণিক্। অনয়োরল্পাক্ষরত্বেন কনীয়স্ত্বাদ্দেব-চ্ছন্দস্ত্বম্। অষ্টাক্ষরপাদৈঃ পঞ্চভিশ্চত্বারিংশদক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ। ষট্ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী। অনয়ো-রধিকাক্ষরত্বেন ভূয়স্ত্বাদসুরচ্ছন্দস্ত্বম্। এবং ছন্দোন্তরেষ্বপ্যূহ্নেয়ম্। তত্র দেবা গায়ত্রীচ্ছন্দসা পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোঽভিতো বিহৃত্য শস্ত্রমপঠন্। বিহার আশ্বলায়নেন দর্শিতঃ—"তদেব শংস্যং বিহরেৎ পাদান্ব্যবধায়ার্দ্ধর্চ্চশঃ শংসেৎ পূর্ব্বাসাং পূর্ব্বাণি পদানি গায়ত্র্যঃ পঙ্‌ক্তিভিঃ পঙ্‌ক্তীনাং তু দ্বে দ্বে পদে শিষ্যেতে তাভ্যাং প্রহিণুয়াদুষ্ণিহো বৃহতীভিঃ" ইত্যাদিনা। অস্যায়মর্থঃ—অবিহৃতং যচ্ছস্ত্রং তদেব বিহৃতং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা—গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পাদং পঙ্‌ক্তেঃ প্রথম-পাদেন সংযোজ্যৈকমর্দ্ধর্চ্চং সম্পাদয়েৎ। এবং দ্বিতীয়তৃতীয়পাদসংযোগেন পুনরর্দ্ধর্চ্চদ্বয়ং

সম্পাদ্যম্। পঙ্ক্তেরবশিষ্টং পাদদ্বয়মেকোঽর্দ্ধৰ্চ্চস্তস্যান্তে প্রণবং কুর্য্যাৎ। তৈরেবৈতৈশ্চতুর্ভি-র্দ্ধর্চ্চৈর্দ্বাবনুষ্টুভৌ সম্পদ্যেতে এবং গায়ত্র্যাঃ পঙ্ক্তিভিঃ সংযোজ্যাঃ। অনয়া বিশংসতি বিহরেদিতি। তেন বিহৃতেন শস্ত্রেণ ভ্রাতৃব্যস্থানং বিনাশয়তি॥ সংখ্যাস্বরূপমভিপেত্য বিহরণং দর্শয়তি—"ষড়ক্ষরাণ্যাতি রেচয়ন্তি ষড্‌বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি চত্বারি পূর্ব্বাণ্যভি কল্পয়ন্তি চতুষ্পদ এব পশূনব রুন্ধে দ্বে উত্তরে দ্বিপদ এবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। কাচিদৃগষ্টাবিংশদক্ষরাঽন্যা দ্বাত্রিংশদক্ষরাঽন্যা ত্রিংশদক্ষরা। তত্র মধ্যমায়াঃ ষড়ক্ষরাণ্যনুষ্টুভোঽ-তিরিচ্যন্তে তস্যা ঋচ আদৌ চত্বারি পূর্ব্বস্যামৃচি সংযোজ্যানি। অন্তিমং দ্বয়মুত্তরস্যামৃচি সংযোজ্যম্॥

বিহরণে ফলিতং দর্শয়তি—"অনুষ্টুভমভি সং পাদয়ন্তি বাগ্বা অনুষ্টুপ্তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। আশ্বলায়নঃ—"অনুষ্টুপ্‌প্রকারং শংসেদূর্দ্ধং স্তোত্রি-য়ানুরূপাভ্যামতো বিহৃতঃ" ইতি॥ স্তোত্রোপাকরণস্য কালং বিধত্তে—"সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোত্যেতস্মিন্বৈ লোক ইন্দ্রো বৃত্রমহন্‌ৎসাক্ষাদেব বজ্রং ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। সময়াবিষিতোঽর্দ্ধাস্তমিতস্তস্মিন্নেবার্দ্ধাস্তময়কালে পূর্ব্বমিন্দ্রো ভূলোকে বৃত্রং জঘান॥ ষোড়শিনো যোগ্যাং দক্ষিণাং বিধত্তে—"অরুণপিশঙ্গোঽশ্বো দক্ষিণৈতদ্বৈ বজ্রস্য রূপꣳ সমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ৬ অ০ ১১) ইতি। অরুণমিশ্র পিশঙ্গবর্ণঃ। তদেবং ব্রাহ্মণশেষাণামনুবাকানামর্থা নিরূপিতাঃ॥

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"পাত্রস্যাবভৃথে সোমলিপ্তস্য নয়নং তু কিম্। সাধনং প্রতিপত্তির্ব্বা যন্তি তেনেত্যতঃ শ্রুতেঃ॥ প্রাপ্তা সাধনতা নৈবং পুরোডাশহবিষ্ট্বতঃ। পাত্রস্য তদসম্বন্ধাৎ প্রক্ষেপঃ প্রতিপত্তয়ে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"বরুণগৃহীতং বা এত-দ্যজ্ঞস্য যদৃজীষং যদ্‌গ্রাবাণো যদৌদুম্বর্য্যধিষবণফলকে তস্মাৎ যৎকিঞ্চিৎ সোমলিপ্তং দ্রব্যং তেনাব-ভৃথং যন্তি" ইতি। নিষ্পীড়িতস্য সোমস্য নীরসো ভাগ ঋজীষম্। তদেতদৃজীষগ্রাবাদিকং সোমাভিষবাদৌ সোমেন লিপ্যতে। তস্য লিপ্তস্য সর্ব্বস্য দ্রব্যস্যাবভৃথসাধনত্বমভ্যুপেয়ম্। কুতঃ। তেনাবভৃথং যন্তীতি তৃতীয়াশ্রুত্যাঽবভৃথসাধনত্বাবগমাৎ। তস্মাৎ সোমলিপ্তং দ্রব্যমবভৃথে হবিষ্ট্বেন নীয়ত ইতি চেন্মৈবম্। বারুণেনৈব কপালেনাবভৃথমবয়ন্তীত্যনেনোৎপত্তিবাক্যশিষ্ট-পুরোডাশহবিষাঽবরুদ্ধেঽবভৃথে সোমলিপ্তস্য পাত্রস্য হবিষ্ট্বেন সম্বন্ধাসম্ভবাৎ। তথা সত্যব-ভৃথশব্দেন তদীয়ং দেশং লক্ষয়িত্বা তস্মিন্দেশে সোমলিপ্তস্য পাত্রস্য নয়নমত্র বিধীয়তে। তচ্চ নয়নং প্রতিপত্তয়ে ভবতি। পাত্রস্য পূর্ব্বমুপযুক্তত্বাৎ। তস্মাদেতৎ প্রতিপত্তিকর্ম্ম॥

দশমাধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—"কিং স্যাদবভৃথে বর্হির্ব্বর্জ্জং সর্ব্বমুতাঽচরেৎ॥ যাবদুক্তং প্রযাজানুযাজবর্হির্নিষেধতঃ॥ আদ্যোঽপ্সু মন্তাবিত্যাজ্যভাগোক্ত্যা পরিসংখ্যয়া। অন্যেনাত্র গুণপ্রাপ্তেরপূর্ব্বত্বেন বাঽন্তিমঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমাবভৃথে চতুর্থপ্রযাজপ্রথমানুযাজরূপৌ বর্হির্যাগৌ বর্জ্জয়িত্বা শিষ্টং চোদকপ্রাপ্তং সর্ব্বমনুষ্ঠেয়ম্। কুতঃ। অপবর্হিষঃ প্রযাজা যজত্যপবর্হিষা-বনূযাজৌ যজতীতি বর্হির্যাগদ্বয়মাত্রবর্জ্জনাবগমাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অপ্সু মন্তাবাজ্যভাগৌ যজতীতি পরিসংখ্যানাদুক্তমেবানুষ্ঠেয়ম্। অথোচ্যেত চোদকপ্রাপ্তাবাজ্যভাগাবনূদ্যাপ্সু মচ্ছব্দোপেতমন্ত্র-

ব্বয়ব্রূপস্য গুণস্যাত্র বিধানান্ন পরিসংখ্যেতি। নৈবম্। লিঙ্গক্রমাভ্যামেব মন্ত্রয়োঃ প্রাপ্তত্বাৎ। অতঃ পরিসংখ্যয়া গৃহমেধীয়বদুপসদ্বচ্চাপূর্ব্বকর্ম্মত্বেন বা যাবদুক্তমনুষ্ঠেয়ম্।

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"কিমপ্স্ববভৃথে মুখ্যমাত্রং সাঙ্গমুতাগ্রিমঃ। মুখ্যত্বেনান্বয়ান্নৈবং প্রয়োগেণ তদন্বয়াৎ" ইতি॥ ইদং শ্রূয়তে—অপ্স্ববভৃথেন চরন্তীতি। তত্র বারুণ এককপালোঽবভৃথশব্দবাচ্যত্বান্মুখ্যং কর্ম্ম তেন মুখ্যেনাপামন্বয়ঃ শ্রূয়তে। অতোঽত্র দ্রব্যদেবতাবদপাং মুখ্যমাত্রাঙ্গত্বাৎ প্রধানস্যৈবাপ্স্বনুষ্ঠানম্। আঘারাজ্যভাগাদীন্যাহবনীয়েঽনুষ্ঠেয়ানীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—স্যাদেতদেবম্। যদ্যপ্স্ববভৃথ ইত্যেতাবদেব শ্রূয়েত। ইহ ত্বপ্সু চরন্তীতি শ্রবণাদবভৃথপ্রয়োগেণাপামন্বয়াৎ সাঙ্গং প্রধানমপ্সু কর্ত্তব্যম্। এতদ্বিচারত্রয়মবভৃথযজূংষি জুহোতীত্যস্মিন্ননুবাকে দ্রষ্টব্যম্। পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"যূপাঞ্জনাদিরেকৈকঃ সর্ব্বো বাঽনুসমীয়তে। একৈকঃ পূর্ব্ববন্নৈবং বচনাৎ কাণ্ডসঙ্গতেঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমেঽগ্নীষোমীয়পশৌ যূপস্য ঘৃতেনাঞ্জনমুচ্ছ্রয়ণমবটস্য পর্য্যূহণং যূপমূলস্য দৃংহণং মধ্যে রশনয়া পরিব্যয়ণমিত্যেতে পদার্থা আম্নাতাঃ। তে চৈকযূপপক্ষে তথৈব কর্ত্তব্যাঃ। একযূপস্য চ বিকল্পঃ শ্রূয়তে—"একযূপো বৈকাদশিনী বা। অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। একবিংশিন্যশ্বমেধস্য" ইতি। তত্র বহুযূপেষ্বঞ্জনাদিরেকৈকঃ পদার্থঃ প্রাজাপত্যপশূপাকরণাদিবদনুসমেতব্য ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অঞ্জনাদিপরিব্যয়ণান্তং যজমানো যূপং নাবসৃজেদিতি বচনেন যজমানস্য যূপত্যাগনিষেধোঽঞ্জনাদিকাণ্ডস্যানুসময়ে সত্যুপপদ্যতে। তস্মান্নাত্র পদার্থানুসময়ঃ।

সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"সংস্কারঃ স্যাদুপশয়ে ন বা যূপোক্তিতোঽগ্রিমঃ। ন স্যান্নিযোজনাভাবাত্তক্ষাংচ্ছেদেন যূপতা" ইতি॥ যূপৈকাদশিন্যাং শ্রূয়তে—"উপশয়ো যূপো ভবতি" ইতি। একাদশানাং যূপানাং সমূহ একাদশিনী। তত্র দক্ষিণতোঽবস্থাপিতো দ্বাদশো যূপ উপশয়ঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"যদ্দক্ষিণত উপশয়" ইতি। তস্মিন্নুপশয়ে পরিব্যয়ণাদিকো যূপসংস্কারোঽস্তি, সংস্কারনিমিত্তস্যৈকস্য যূপশব্দস্য তত্র প্রযুক্তত্বাদিতি চেন্নৈবম্। সংস্কারপ্রয়োজনস্যাত্রাভাবাৎ। পশুং নিযোক্তুং যূপঃ সংস্ক্রিয়তে। তচ্চ নিযোজনমিতরেষ্বেকাদশসু যূপেষ্বস্তি ন তু দ্বাদশ উপশয়ে। তথা চ তৈত্তিরীয়কব্রাহ্মণম্—"সর্ব্বে বা অন্যে যূপাঃ পশুমন্তোঽথোপশয় এবাপশুঃ" ইতি। পরিব্যয়ণাদিসংস্কারাভাবেঽপ্যমন্ত্রচ্ছেদনাদয়ঃ কেচিদ্ধর্ম্মাস্তত্র বাচনিকা বিদ্যন্তে। তাবতাঽল্পেন সাদৃশ্যেন গৌণী তত্র যূপোক্তিঃ। তস্মান্ন যূপশব্দো ধর্ম্মানতিদিশতীতি। এতদ্বিচারদ্বয়ং স্ফ্যেন বেদিমুদ্ধন্তীত্যেতস্মিন্ননুবাকে দ্রষ্টব্যম্॥

অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"স্যাদৈকাদশিনে দৈক্ষাৎ সৌত্যাদ্বাঽন্ত্যোঽস্তু পূর্ব্ববৎ। রশনাদ্বয়সৌত্যত্রাবশেষাল্লিঙ্গতোঽন্তিমঃ" ইতি॥ ঐকাদশিনাঃ পশব এবমাম্নায়ন্তে—"আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ সারস্বতা মেষী বভ্রুঃ সৌম্যঃ পৌষ্ণঃ শ্যামঃ শিতিপৃষ্ঠো বার্হস্পত্যঃ শিল্পো বৈশ্বদেব ঐন্দ্রোঽরুণো মারুতঃ কল্মাষ ঐন্দ্রাগ্নঃ সংহিতোঽধোরামঃ সাবিত্রো বারুণঃ পেত্বঃ" ইতি। যদ্যপ্যশ্বমেধপ্রকরণ এতে পঠিতাস্তথাপি জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণেঽপ্যেতে বিধীয়ন্তে—"ঐন্দ্রবাঽগ্নেয়েন বাপয়াত মিথুনং সারস্বত্যা করোতি রেতঃ সৌম্যেন দধাতি প্রজনয়তি পৌষ্ণেণ" ইত্যাদিনা। তেষ্বেকাদশিনেষু দৈক্ষাদগ্নীষোমীয়াদ্বিধ্যন্তাতিদেশঃ স্যাৎ। কুতঃ। অগ্নীষোমীয়স্য পশুপ্রকৃতিত্বেন পূর্ব্বাধিকরণে নির্ণীতত্বাদিতি চেন্নৈবম্। সৌত্যগতবিশেষলিঙ্গদর্শনাৎ। সুত্যাকালে

ভবঃ সৌত্যঃ সবনীয়ঃ পশুঃ। তত্র চোদকপ্রাপ্তা রশনৈকা বাচনিকী দ্বিতীয়া। এতচ্চ তৃতীয়ে নির্ণীতম্। তদেতদ্রশনাদ্বয়মগ্নীষোমীয়পশাবসম্ভবাৎ সবনীয়স্য বিশেষলিঙ্গমেকং সুত্যাকালীনত্বং দ্বিতীয়ম। তে চ দ্বে লিঙ্গে ঐকাদশিনেষু দৃশ্যেতে। তত্রেদমাম্নায়তে—"দ্বে দ্বে রশনে আদায় দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাংরশনাভ্যামেকৈকং যূপং পরিব্যয়তি" ইতি। সুত্যাকালীনত্বং চ তেষ্বস্তি। ততঃ সৌত্যধর্ম্মাতিদেশঃ।

নবমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"কৃষ্ণগ্রীবাদিকে নোহ উহো বাহস্তি ন পূর্ব্ববৎ। দেবত্বং ন গণস্যাত উহো বহ্বাভবিৎসযা" ইতি॥ যূপৈকাদশিন্যামগ্ন্যাদিদেবতাকাঃ পশব আম্নাতাঃ—"ঐন্দ্রাগ্নেয়েন বাপয়তি মিথুনং সারস্বত্যা করোতি রেতঃ সৌম্যেন দধাতি প্রজনয়তি পৌষ্ণেন" ইত্যাদিনা। তে চ স্বনামভিরন্যত্রাহম্নাতাঃ—"আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ সারস্বতী মেষী বভ্রুঃ সৌম্যঃ পৌষ্ণঃ শ্যামঃ" ইত্যাদিনা। তত্রাপ্যেকবচনান্তস্য মেধপতিশব্দস্যা-হদিত্যেষ্বিব নোহ ইতি চেন্নৈবম। বৈষম্যাৎ। আদিত্যগণস্য তত্র দেবত্বম্। ইহ ত্বেকৈকস্য পৃথগ্দেবত্বম্। অতো বহূন্দেবানভিধাতুং বহুবচনান্তত্বেনোহনীয়ম্।

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম—"ঐকাদশিনকে তন্ত্রং বসাহোমেহপ ভিন্নতা। তন্ত্রং শক্যত্বতো ভেদঃ প্রধানার্দ্ধর্চভেদতঃ" ইতি॥ ঐকাদশিনেষ্বাগ্নেয়সারস্বতসৌম্যাদিপশুষু বসাহোমস্য সহ কর্ত্তুং শক্যত্বাত্তন্ত্রমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"দেবতাভেদেন প্রধানভেদাত্তত্তস্যা-জ্যার্দ্ধর্চান্তকালানাং ভিন্নত্বেনানুষ্ঠানযৌগপদ্যাসম্ভবাদ্ভেদঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"যূপৈকাদশিনীযূপাহুতের্ভেদোহথ তন্ত্রতা। সামীপ্যভেদাদাদ্যোহস্ত্যাঃ সামীপ্যং দৃষ্টিগং যতঃ" ইতি॥ যূপৈকাদশিন্যাং চোদকপ্রাপ্তা যূপাহুতিঃ প্রতিযূপং ভিদ্যতে। কুতঃ। যূপস্যান্তিকেহগ্নিং মথিত্বা যূপাহুতিং জুহোতীতি তদ্বিধানাৎ সামীপ্যানাং চ ভেদাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদত্যন্তসামীপ্যং সম্ভবতি যূপদাহপ্রসঙ্গাৎ। অতো যাবতা ব্যবধানেন যূপা দৃষ্টিগোচরা ভবন্তি তাবতো দেশস্য সমীপত্বমভ্যুপেতব্যম্। তথা সতি দেশৈক্যাদাহু-তেস্তন্ত্রতা। তত্রৈব চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"কিমেকাদশিনেষ্বস্য কুম্ভ্যাদের্ভিন্নতা ন বা। অসন্দেহায় ভেদো ন লিঙ্গাদেবাস্য সিদ্ধিতঃ" ইতি॥ ভিন্নদেবতাকেষ্বেকাদশিনেষু পশুষ্বেককুম্ভীপাকে সতি কিমঙ্গং কাং দেবতাং প্রত্যুপাকৃতস্য পশোঃ সম্বন্ধীতি সন্দেহে সতি প্রদানং সঙ্কীর্য্যেত। তস্মাৎ কুম্ভ্যাদেরাবাপর্ভেদ ইতি চেন্নৈবম্। চিহ্নকরণমাত্রেণ সন্দেহাপগমসিদ্ধৌ লাঘবাৎ। তস্মাদত্র তন্ত্রতা। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"তন্ত্রত্বং হেয়মুত নো চিহ্নং নাস্তি বসাস্বতঃ। হেয়ং নো প্রতিপত্তিত্বাৎ সাঙ্কর্য্যেণাপ্যদোষতঃ" ইতি। ঐকাদশিনেষু কুম্ভ্যাদের্যত্তন্ত্রং নির্ণীতং তৎপরিত্যাজ্যমঙ্গানামিব বসানাং চিহ্নকরণাসম্ভবেন সাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নৈবম্। বসাহোমস্য প্রতিপত্তিকর্ম্মত্বেন দ্রব্যং প্রত্যপি প্রয়োজ-কত্বাভাবেন তদ্দ্রব্যশ্রপণার্থং কুম্ভীভেদপ্রযোজকত্বস্য দূরাপেতত্বাৎ। ন চাত্র দ্রব্যসাঙ্কর্য্যং দোষায় ভবতি, ব্যবস্থাপকপ্রমাণাভাবাৎ। নন্বু তত্তদ্দেবতাবিষয়য়াজ্যার্দ্ধর্চান্তেষু ভিন্না হোমাঃ পূর্ব্বং নির্ণীতাঃ। বাঢ়ং, তথৈবৈকাদশকৃত্বো হূয়তাং কিমায়াতং দ্রব্যসাঙ্কর্য্যে। তস্মাৎ কুম্ভ্যাদেস্তন্ত্রং ন ত্যাজ্যম্। ইদং ষট্কং প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজতেত্যস্মিন্নন্-বাকে দ্রষ্টব্যম্॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবত উৎসৃজ্যাত ইত্যসৌ। যাগো গুণো বা যাগঃ স্যাদন্বয়াব্যবধানতঃ॥ প্রত্যভিজ্ঞানমালভ্যমনুদ্যোৎসর্গশব্দতঃ। গুণং পর্য্যগ্নিকৃতাখ্যং বক্ত্যুত্তরনিবৃত্তয়ে॥ ন দুষ্টা পরিসংখ্যাঽত্র চোদকাৎ প্রাপ্তিধৌ সতি। পর্য্যগ্নিকরণাত্তাঙ্গরীতিঃ ক্লৃপ্তোপকারতঃ" ইতি॥ "ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমালভেত" ইতি প্রকৃত্যৈবমাম্নাতম্—"পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজতি" ইতি। তত্র পর্য্যগ্নিকৃতশব্দেন সংস্কৃতপশুদ্রব্যস্য পাত্নীবতশব্দেন পত্নীবন্নামকদেবতাসম্বন্ধস্য চ প্রতীয়মানত্বাদয়ং যাগবিধিঃ। এবং সতি পর্য্যগ্নিকৃতপাত্নীবতশব্দয়োরব্যবহিতান্বয়ো লভ্যতে। সিদ্ধান্তে তু পর্য্যগ্নিকৃতমুৎসৃজতী-ত্যন্বয়ং বাঞ্ছন্তি। তদা ব্যবহিতান্বয়ো দুর্ব্বারঃ। তস্মাদন্বয়ব্যপগুক্তযাগবিধিরিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অনারভ্যাধীতত্বান্নাস্তি বায়ব্যে প্রকৃতপ্রত্যভিজ্ঞা। ইহ ত্বালভ্যত্বেন প্রকৃতঃ পশুঃ পাত্নী-বতশব্দেন প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তমনূদ্য পর্য্যগ্নিকৃতশব্দান্বিতেনোৎসৃজতীত্যাখ্যাতেন পর্য্যগ্নিকরণাখ্যো গুণো বিধীয়তে॥ ন চ প্রকৃতিগতস্য পর্য্যগ্নিকরণস্য বিকৃতৌ চোদকেন প্রাপ্তত্বাদনর্থকোঽয়ং বিধিরিতি বাচ্যম্। উপরিতনাঙ্গনিবৃত্তের্ব্বিধিপ্রয়োজনত্বাৎ। নন্বেবং সতি পরিসংখ্যা স্যাৎ। সা চ দোষত্রয়দুষ্টা। স্বার্থত্যাগোঽন্যার্থস্বীকারঃ প্রাপ্তবাধশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ। পর্য্যগ্নিকরণ-বাক্যে স্বার্থো বিধিস্ত্যজ্যেত। অন্যার্থো নিষেধঃ স্বী ক্রিয়েত। চোদকপ্রাপ্তান্যুপরিতনাঙ্গানি বাধ্যেরন্। নৈবম্। পর্য্যগ্নিকরণোত্তরভাবীন্যঙ্গানি নানুষ্ঠেয়ানীত্যেতস্যাঃ পরিসংখ্যায়া অনঙ্গীকারাৎ। কথং তর্হি তন্নিবৃত্তিঃ। আর্থিকীতি ব্রূমঃ। চোদকপ্রবৃত্তেঃ প্রাগেবায়ং বিধিঃ প্রবর্ত্ততে। প্রত্যক্ষোপদেশস্য শীঘ্রবুদ্ধিজনকতয়া কল্প্যাতিদেশাৎ প্রবলত্বাৎ। তথা সত্যুপদিষ্টৈরে-বাঙ্গৈর্নিরাকাঙ্ক্ষায়াং বিকৃতৌ চোদকস্যাপ্রবৃত্ত্যোবোপরিতনাঙ্গানি ন প্রাপ্যন্তে। ন চানেন ন্যায়েন পর্য্যগ্নিকরণাৎ প্রাচীনানামপ্যপ্রাপ্তিরিতি বাচ্যম্। বিধীয়মানস্য পর্য্যগ্নিকরণস্য নূতনস্যৈ সত্যুপকারকল্পনাপত্ত্যা প্রকৃতৌ যৎক্লৃপ্তোপকারং পর্য্যগ্নিকরণং তদবস্থাপন্নস্যৈবাত্র বিধেয়ত্বাৎ। প্রকৃতৌ চ প্রাচীনাঙ্গানন্তরভাবিন এবোপকারঃ ক্লৃপ্ত ইত্যত্রাপি তাদৃশস্যৈব বিধানাৎ পর্য্যগ্নি-করণান্তাঙ্গরীতিঃ সিধ্যতি। এবং চ সত্যুৎসৃজতীত্যাখ্যাতেন যথোক্তপর্য্যগ্নিকরণবিধাবর্থসিদ্ধ উপরিতনাঙ্গোৎসর্গো ধাতুনাঽনূদ্যতে। তদেবমত্র গুণবিধিঃ।

নবমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"আজ্যেন শেষমিত্যুক্তৌ দ্রব্যপ্রতিনিধির্ভবেৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাদ্বাঽগ্রিমস্যাগশেষসংস্থাপনোক্তিভিঃ॥ অঙ্গরীত্যা সমাপ্তত্বাদ্দেবতোক্ত্যনুবর্ত্তনাৎ। সাম্যা-চ্ছেষঃ সংস্থিতিস্তু যাগ আলম্ভনাদিবৎ" ইতি॥ "ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমালভেত" ইতি প্রকৃত্য "পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজতি" ইতি শ্রুতম্। তত্র পুনঃ শ্রূয়তে—"আজ্যেন শেষং সংস্থাপয়েৎ" ইতি। তদিদমাজ্যং পশুদ্রব্যস্য প্রতিনিধির্ভবেৎ। কুতঃ। উৎসর্গশেষ-সংস্থাপনশব্দৈস্তদবগমাৎ। পর্য্যগ্নিকরণাদূর্দ্ধং পশুদ্রব্যস্য ত্যাগমভিধায়াজ্যেনেতি দ্রব্যান্তরং পশুস্থানীয়ং সাধনভূতমুপদিশ্য চোদকপ্রাপ্তমুত্তরকালীনমঙ্গজাতং তেন দ্রব্যেণ সমাপনীয়মিতি বিধীয়ত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পূর্ব্বাধিকরণন্যায়েনাঙ্গরীত্যা পাত্নীবতঃ পশুঃ সমাপ্তঃ। যদি পাত্নীবতমালভেতেতি বিহিতস্য কর্ম্মণঃ সমাপ্তির্ন স্যাৎ, কেবলং পশুদ্রব্যত্যাগঃ ক্রিয়েত তদা বিহিতো দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধরূপো যাগো নানুষ্ঠিতঃ স্যাৎ। ততো দেবতামুদ্দিশ্য ত্যাগোঽবশ্যং কর্ত্তব্যঃ। তথ সতি পশুসাধনকে যাগে মুখ্যেন পশুনৈব সাধিতে কৃত

প্রতিনিধিঃ। দেবতোদ্দেশত্যাগস্য চোৎপত্তিবাক্যেনৈব সিদ্ধত্বাৎ। পর্য্যগ্নিকরণোৎসর্গবাক্যে-নাঙ্গরীতিবিধানে সংস্থাপনীয়ঃ শেষো ন কোঽপ্যস্তি। তস্মাদাজ্যবাক্যেন কর্ম্মান্তরং বিধীয়তে। দেবতা তু পাত্নীবতশব্দস্যানুবৃত্ত্যা লভ্যতে। কর্ম্মান্তরস্যাপি শেষত্বমুপচর্য্যতে। পশ্বাজ্যদ্রব্যকয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকর্ম্মণোঃ পত্নীবদাখ্যায়া দেবতায়া একত্বেনাব্যবহিতানুষ্ঠানেন চোপ-ক্রমোপসংহারসদৃশত্বাৎ। সংস্থিতিক্রিয়য়া চাঽলম্ভননির্ব্বাপাদিব্যাগো লক্ষ্যতে। লিঙ্‌প্রত্যয়শ্চা-পূর্ব্বভাবনামভিধত্তে। তস্মাদাজ্যদ্রব্যকং পত্নীবদ্দেবতাকং শেষবৎ পশুযাগসমনন্তরোত্তরভাবিক-র্ম্মান্তরমত্র বিধীয়তে। এতদুভয়মিন্দ্রঃ পত্নিয়েত্যনুবাকে দ্রষ্টব্যম্।

দ্বাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"অস্ত্যাহুতিশ্চরৌ সৌম্যে নাস্তি বা পশুপাকতঃ। নিবৃত্তত্বাদস্তি নৈবমনিবৃত্তেঃ পুরোত্থিতেঃ" ইতি॥ তৃতীয়সবনীয়ে যে সৌম্যচর্ব্বাদয়স্তেষু হবিষ্কৃদাহ্বানং পুনঃ কর্ত্তব্যম্। পশ্বর্থমাহূতায়াস্তস্যাঃ পশুপাকে নিষ্পন্নে সতি নিবৃত্তত্বাদিতি চেন্নৈবম্। প্রকৃতৌ পত্নীসংযাজেভ্য ঊর্দ্ধং হবিষ্কৃতঃ পত্ন্যা উত্থানং বাক্যেন বিহিতম্। পশাবপি ততঃ পূর্ব্বং নিবৃত্ত্যভাবাৎ। তস্মাত্তৎকালীনেষু সৌম্যচর্ব্বাদিষু নাস্তি পুনরাহ্বানম্। এতচ্চ ঘৃতি বা এতৎসোমমিত্যনুবাকে দ্রষ্টব্যম্।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"উক্থ্যোৎকর্ষে ষোড়শী নোৎকৃষ্যেতোৎকৃষ্যতেঽথ বা। স্তোত্রকালায় নোৎকর্ষঃ পূর্ব্ববৎ ষোড়শিগ্রহে॥ গ্রহং পরাক্রমুক্থেভ্য ইত্যঙ্গাঙ্গিত্ব-ভাসনাৎ। স স্তোত্রে গ্রহ উৎকৃষ্টে স্তোত্রকালঃ প্রবাধ্যতাম্" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে ষোড়শি-গ্রহং প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"তং পরাঞ্চমুক্থেভ্যো নিগৃহ্লাতি" ইতি। তৃতীয়সবনে সূর্য্যাস্তময়াৎ প্রাগেবোক্থ্যগ্রহাস্ত্রয়ো গৃহ্যন্তে। তেভ্যঃ পরস্তাদয়ং ষোড়শী বিহিতঃ। যদি কদাচিদ্দৈবাদুক্-থ্যগ্রহা অস্তময়াদূর্দ্ধমুৎকৃষ্যেরংস্তদা তত ঊর্দ্ধং বিহিতস্যাপি ষোড়শিগ্রহস্য নাস্ত্যুৎকর্ষঃ। কুতঃ। পূর্ব্বন্যায়েন কালস্যানুসরণীয়ত্বাৎ। কালোঽপ্যেবমাম্নাতঃ—"সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি। সময়োঽস্তময়স্তং প্রাপ্তে সূর্য্যে স্তোত্রপ্রারম্ভকালঃ। সোঽয়মুৎ-কর্ষে সতি বাধ্যতে। তচ্চাযুক্তং পূর্ব্বমগ্নিহোত্রস্য স্বকালমবাধিতুমেবেষ্টিমধ্যেঽনুষ্ঠানাঙ্গীকারা-দিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরাঞ্চমিতি শব্দেনোক্থেভ্য উত্তরকালঃ ষোড়শিগ্রহাঙ্গত্বেন বিধীয়তে। ততো মুখ্যগ্রহস্য কালমবাধিতুমুপসর্জ্জনস্য স্তোত্রস্য কালং বাধিত্বা সস্তোত্রগ্রহ উৎক্রষ্টব্যঃ।

দশমাধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—"বিকৃতৌ প্রকৃতৌ বা স্যাৎ ষোড়শ্যুৎকর্ষতোঽগ্রিমঃ। অবিরুদ্ধেন বাক্যেনানুৎকর্ষাৎ প্রকৃতাবসৌ" ইতি। জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রূয়তে—"য এবং বিদ্বান্ ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" ইতি। সোঽয়ং ষোড়শিগ্রহো বিকৃতৌ নিবিশতে। কুতঃ। প্রবলেন বাক্যেন তস্য গ্রহস্য প্রকরণাদুৎকৃষ্যমাণত্বাৎ। "উত্তবেঽহন্দ্বিরাত্রস্য গৃহ্যতে মধ্য-মেঽহংস্ত্রিরাত্রস্য" ইতি হি বাক্যম্। দ্বিরাত্রাদীনাং চ বিকৃতিত্বং প্রসিদ্ধম্। অতঃ প্রকরণং বাধিত্বা বিকৃতৌ নিবেশ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"অপ্যগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্লীয়াৎ" ইত্যন্যদ্বাক্য-মস্তি। তেন প্রকৃতিভূতেঽগ্নিষ্টোমে নিবিশতে। ন চাত্র প্রকরণবাধঃ। অগ্নিষ্টোমস্য জ্যোতিষ্টোমাবান্তরসংস্থারূপত্বেন ততোঽনন্যত্বাৎ। ন চৈবং সতি চোদকেনৈব দ্বিরাত্রাদিষু প্রাপ্তত্বাৎ পুনর্ব্বিধিবাক্যং ব্যর্থমিতি শঙ্কনীয়ম্। অহর্ব্বিশেষসম্বন্ধায় রাজন্যাদিনিমিত্তনৈর-পেক্ষ্যায় চ তদুপপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রকৃতৌ নিবেশঃ।

তত্রৈবাণ্যচ্চিন্তিতম্—"উক্থ্যাগ্রয়ণতঃ স স্যাৎ কেবলাগ্রয়ণাদুত। আদ্য উক্তিদ্বয়াদন্ত্যা উক্থ্যোর্দ্ধত্ববিধিত্বতঃ" ইতি॥ স পূর্ব্বোক্তঃ ষোড়শী বচনদ্বয়বলেনোক্থ্যপাত্রাদাগ্রয়ণপাত্রাচ্চ গ্রহীতব্যঃ। "উক্থ্যান্নিগৃহ্লাতি ষোড়শিনম্" ইত্যেকং বাক্যম্। "আগ্রয়ণাদ্গৃহ্লাতি ষোড়শিনম্" ইতি দ্বিতীয়ং বাক্যম। অত্রোচ্যতে—আগ্রয়ণপাত্রাদেব গ্রহীতব্যঃ। কুতঃ। উক্থ্যবাক্যস্যোত্তরকালবিধিপরত্বাৎ। "তং পরাঞ্চমুক্থ্যান্নিগৃহ্লাতি" ইত্যূর্দ্ধকালবাচিনঃ পরাক্শব্দস্য প্রয়োগাৎ। ততো নোভয়স্মাদ্গ্রহণম। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"সবনেষু তৃতীয়ে বা স ত্রয়োক্ত্যা ভবেত্রিষু। দ্বে নিন্দিত্বা তৃতীয়স্য বিধেস্তত্রৈব গৃহ্যতান্" ইতি॥ স পূর্ব্বোক্তঃ ষোড়শিগ্রহস্ত্রিষু সবনেষু ভবেৎ। কুতঃ। সবনত্রয়স্যোক্তত্বাৎ। ষোড়শিনং প্রকৃত্যাহম্নায়তে—"প্রাতঃসবনে গ্রাহ্যো মাধ্যন্দিনসবনে গ্রাহ্যস্তৃতীয়সবনে গ্রাহ্যঃ" ইতি। নৈতদ্যুক্তম্। সবনদ্বয়স্যার্থবাদত্বেন তৃতীয়সবনস্যোক্তত্বাৎ অত এব বাক্যশেষে সবনদ্বয়ং নিন্দিত্বা তৃতীয়সবনং বিধীয়তে। যৎপ্রাতঃসবন ইত্যাদিনা সবনদ্বয়ে বজ্রপাতদোষোঽভিহিতঃ। তৃতীয়সবনে গ্রাহ্যো ন সর্ব্বেষু সবনেষু গৃহ্লাতীতি প্রশংসাপূর্ব্বকং বিহিতম্। তস্মাত্তৃতীয়সবন এব ষোড়শিগ্রহঃ।

পুনরপ্যত্রৈব চিন্তিতম্—"অগ্নিষ্টোমোক্থ্যসম্বন্ধী ষোড়শ্যস্তুতশস্ত্রকঃ। তদ্যুক্তো বাঽগ্রিমঃ প্রাপ্তস্তত্র সংস্থ মনাধিতুম॥ স্তোত্রং ভবত্যেকবিংশং হরিবচ্ছস্যতে ততঃ। ইষ্যতে হ্যন্যসংস্থাত্বং স্তুতশস্ত্রযুতস্ততঃ" ইতি॥ ষোড়শিনং প্রকৃত্যাহম্নায়তে "অপ্যগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্লীয়াদপ্যুক্থ্যে গ্রাহ্যঃ" ইতি। সোঽয়মগ্নিষ্টোমোক্থ্যসংস্থয়োর্ব্বিহিতঃ ষোড়শিগ্রহঃ স্তুতশস্ত্রবর্জ্জিতো ভবিতুমর্হতি। অন্যথা তদীয়াভ্যাং স্তুতশস্ত্রাভ্যাং ক্রতুসমাপ্তৌ ষোড়শিসংস্থাত্বং প্রসজ্যেত, অগ্নিষ্টোমসংস্থাত্বমুক্থ্যসংস্থাত্বং চ বাধ্যেত, তৎসম্বন্ধিসমাপ্ত্যভাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"একবিংশং স্তোত্রং ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ হরিবচ্ছস্যতে" ইতি ষোড়শিনি প্রত্যক্ষবিধিনা স্তুতশস্ত্রে বিহিতে। কিং চ "গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি গ্রহগ্রহণচমসোন্নয়নয়োঃ স্তোত্রনিমিত্তত্বং শ্রুতম্। ন হি সতি নিমিত্তে নৈমিত্তিকং ত্যক্তুং শক্যম্। তস্মাৎ পূর্ব্বসংস্থাত্বহানিমন্যসংস্থাত্বং চাভ্যুপেত্য স্তুতশস্ত্রযুক্তত্বং দ্রষ্টব্যম॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চচত্বারিংশোঽনুবাকঃ॥ ৪৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রেও 'রাজা বরুণঃ' পদদ্বয়ে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি সূর্য্যের গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার নির্দ্দেশে ঐ জগৎলোচন সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রামমাণ রহিয়াছেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, 'রাজা বরুণঃ নামে পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করে না কি?

এ মন্ত্রে তাঁহাকে 'রাজা বরুণঃ' বলিয়া সম্বোধন করার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বরুণদেব নামে প্রধানতঃ বৃষ্টির অধিপতিকে বুঝাইয়া থাকে। বর্ষণই তাঁহার বরুণত্বের

দ্যোতক। সংসার যখন খরকরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তিনি তখন বারিরূপে বিগলিত হইয়া সংসারকে শান্তি শীতলতা প্রদান করেন। অভীষ্টবর্ষণে—শান্তিশীতলতা-প্রদানেই তাঁহার বরুণ নামের সার্থকতা। এ মন্ত্রে, বিষম সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, দারুণ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া পাপতাপতপ্ত জন ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। তিনি যেমন বর্ষণের দ্বারা সংসারের শান্তিদান করেন; সেইরূপ প্রার্থনাপূরণ করিয়া, মুক্তির পথ প্রদর্শন করুন। ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

পরমেশ্বরই বা কি, আর দেবগণই বা কি? পরমেশ্বরের বিভূতিই বা কি, আর দেবতার মধ্যেই বা সে বিভূতি কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে?—সেই তত্ত্ব বোধগম্য হইলেই বরুণ-দেবকে জলাধিপতিরূপেও দেখিতে পারি, আবার বরুণদেবকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বররূপেও পরিকল্পনা করিতে পারি। ভগবদ্বিভূতি যখন সমষ্টিভূত, তখন তাহাতে আমাদের মনে এক ভাবের অধ্যাস হইয়া থাকে, আবার সে বিভূতি যখন ব্যষ্টিভাবে বিকাশ পায়, তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে অন্যভাবের উদয় হইতে পারে। কার্য্য দেখিয়াই কারণ অনুমান করা হয়। বরুণদেব যখন একমাত্র বারিবর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারাই পরিচিত হন, তখন তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতি আরোপ করি; কিন্তু যখন তাঁহাতে সৃষ্ট্যোপস্থাপন প্রভৃতি স্রষ্টার কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন তিনি পরমেশ্বরের মধ্যেই গণ্য হন। সলিলরাশি যখন নদীপ্রবাহে প্রবাহিত হয়, তখনই সে 'নদীর জল' সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু সেই জল আবার যখন মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন সে মহাসমুদ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আর তাহার পৃথক্ সত্তা থাকে না, তখন আর তাহার পার্থক্য অনুভবেরও উপায় থাকে না। এখানে, এ মন্ত্রে বরুণদেব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

অপদে তিনি পদ দান করেন; চলচ্ছক্তি-বিরহিত জনে তিনি চলচ্ছক্তিদানে পরিচালিত করিয়া থাকেন; শত্রু-সংহারে তিনি নিঃশঙ্ক করিয়া থাকেন; পরিশেষে তিনি বন্ধন-মোচনে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দেন। তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ত আছে কি? তাই মন্ত্রে তাঁহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে—'রাজা বরুণঃ'। রাজা যেমন বন্ধনেরও কর্ত্তা, আবার মুক্তিদানেরও কর্ত্তা; রাজা যেমন প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে বন্ধমোক্ষ প্রদান করেন; এখানে বরুণদেবের 'রাজা' বিশেষণ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

এ মন্ত্রটীও বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা-মূলক। জরাব্যাধি আসিয়া যখন দেহকে আক্রমণ করে, তখন ক্রমশঃ দেহের গতি বদ্ধ হইতে থাকে। ঔষধ-প্রয়োগে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। সেই আক্রমণ-প্রতিরোধই একপক্ষে বন্ধন-নিবারণ—বন্ধনমোচন। পক্ষান্তরে, মায়ামোহরূপ সংসারের যে বন্ধনে মানুষ অহর্নিশ বিজড়িত হইতেছে, সে বন্ধন মোচনের অসংখ্য প্রকার ঔষধও, হে ভগবন্, তোমারই নিকট আছে,—প্রার্থনায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যানের সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধ থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, সাধারণভাবে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মোচনের ঔষধ অর্থ আমনন করিলে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে।

হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট

হইতে 'নির্ঋতিকে' * (পাপকে) বিতাড়িত করুন এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পাপ হইতে মুক্ত করুন,—এ মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা ও মর্ম্মার্থ।

তৃতীয় মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার বিষয়—মুক্তি। অভীষ্টবর্ষক দেবতার অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্ববিধ বন্ধন যেন নিরাকৃত হয়—ইহাই প্রার্থনার মূল মর্ম্ম। 'পাশঃ' পদের দ্বারা মানবের সর্ব্ববিধ বন্ধনকে বুঝাইতেছে। এই বন্ধন ত্রিবিধ; আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। শরীরজনিত এবং শারীর শক্তির সসীমতাজনিত যে বন্ধন, তাহাই আধিভৌতিক পাশ। শরীর ভূতসমূহের সমবায়ে গঠিত; তাই ক্ষিত্যাদি ভূতগণ প্রাকৃতিক যে নিয়মবন্ধনের অধীন, জাগতীয় যাবতীয় বস্তুও সেই নিয়মের অধীন। কেহই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই যে শৃঙ্খল, ইহাকেই আধিভৌতিক পাশ বলা হইয়াছে। মুমুক্ষু এই আধিভৌতিক বন্ধনকেও অতিক্রম করিয়া যাইবেন। আধিদৈবিক বন্ধন সাধারণ মানুষের করায়ত্ত নয়, কিন্তু মুক্তিলাভের পূর্ব্বে এই বন্ধন বিনাশ করিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শৃঙ্খল—আধ্যাত্মিক বন্ধন। মানুষের অন্তরের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে রিপুগণ শৃঙ্খল রচনা করে। সেই অজ্ঞাতশত্রুকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাহাতে আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথম অংশের ভাব এই যে, আমরা যেন জ্ঞানের সারভূত অমৃতলাভ করি। জ্ঞানের সারভূত অমৃত বলিতে কি বুঝায়? মানবের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু—অমৃতত্ব লাভ। মানুষ অমৃতের সন্তান, অমৃত হইতে আসিয়াছে, অমৃতেই মিশিবে অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিবে। সেই অবস্থা প্রাপ্তি—জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভবপর হয়। জ্ঞান-লাভ করিয়া মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, তাই অমৃতকে জ্ঞানের সারভূত বলা হইয়াছে।

'অপাং নপাৎ' পদদ্বয়ে অমৃতস্বরূপ দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ হয় —অমৃতের পুত্র। অমৃতের পুত্র অমৃতস্বরূপ। মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানকেই অমৃতের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া আমাদের সর্ব্বরিপু ও বিঘ্নাদি বিনাশের জন্য প্রার্থনাও পরিদৃষ্ট হয়।

পঞ্চম মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। প্রার্থনাকারীর হৃদয় যেন অমৃতসমুদ্রে প্রবেশ করে, নিমজ্জিত হইয়া যায়। জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ এবং অমৃত যেন তাঁহার জীবনকে পূর্ণ করে, ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়। আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়াই এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের অপর অংশে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'যজ্ঞপতে' পদে ভগবানকেই বুঝায়,

---

* মন্ত্রের 'নির্ঋতিং' শব্দের অর্থ সায়ণ 'পাপদেবতা' লিখিয়া গিয়াছেন। 'ঋত' শব্দে 'সত্য' বুঝায়। যাহা সত্য নয়, তাহাই 'নির্ঋতিং' অর্থাৎ অসত্য। অসত্যই পাপ। সেই জন্যই 'নির্ঋতি' শব্দে 'পাপ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সত্য-পথ হইতে দূরে যাওয়ার নামই নির্ঋতি। ম্যাক্সমূলারও এই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"*Nir iti*" was coi ceived, it would seem, as going away from the path of rtght, the Geimar *Vergchen Nirriti* was pei onified as a power of evil or destruction.'

মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মাকর্ম্মের, ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিপতি ভগবান্ নিজে, তাই সাধকগণ 'শ্রীকৃষ্ণার্পণ-মস্তু' বলিয়া নিজেদের সকল কর্ম্মের বোঝা তাঁহারই চরণে নিবেদন করেন। সেই যজ্ঞপতিকে লাভ করা যায়, যজ্ঞের দ্বারা—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। তাই বলা হইয়াছে—'যজ্ঞস্য হবির্ভিঃ স্যাং'—যজ্ঞজনিত অথবা যজ্ঞস্বরূপ উপকরণের দ্বারা যেন আপনাকে পাইতে পারি। আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হইতে পারি—মন্ত্রের প্রার্থনার শেষভাগে এবম্বিধ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যে প্রকাশ—এই মন্ত্রে বরুণ-প্রঘাস-যজ্ঞের অঙ্গীভূত শেষ ক্রিয়া অবভৃথ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হয়। 'অবভৃথ' শব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞাবশেষ স্নান। প্রধান যজ্ঞে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, সম্ভাবিত সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার জন্য, অপিচ প্রধান যজ্ঞসমাপনার্থ, এই অবভৃথ-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নদী বা জলাশয়ে গমন করিয়া, যজমান যজমান-পত্নী উভয়ে জলমধ্যে কলসী অধোমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নানান্তে তাঁহারা সেই কলসী পরিত্যাগ করিবেন। ইহাই সাধারণতঃ 'অবভৃথ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, যজমান এবং যজমান-পত্নী নদীতে বা অন্য কোনও জলাশয়ে অবগাহন করিয়া স্নানপাত্র কলসী জলমধ্যে অধোমুখে স্থাপন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে অবভৃথ! হে মন্দগতি জলাশয়! তুমি স্বভাবতঃ বেগে গমনশীল; তথাপি এইক্ষণ মন্দগতিবিশিষ্ট হও। আমরা দেবকার্য্যবিষয়ে জ্ঞানকৃত যে পাপ করিয়াছি এবং মনুষ্য-বিষয়ে মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত যে পাপ করিয়াছি, সে সকলই এই জলে প্রক্ষালিত করিতেছি। হে দেব। আমাদিগকে বিবিধ অনিষ্টকারী পাপ রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন, অর্থাৎ আমরা যেন আর পাপকার্য্যে লিপ্ত না হই।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও প্রায় এই একই ভাব পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রের সকল পদই বিশেষ সমস্যা-মূলক। 'অবভৃথ' পদের 'অব' পূর্ব্বক 'ভৃ' ধাতুর অর্থ পোষণ করা। যিনি সত্ত্বভাব ধারণ এবং পোষণ করেন, তিনিই অবভৃথ। একপক্ষে এ ভাব গ্রহণ করা যায়। অন্যপক্ষে, ভাষ্যানুসরণে, স্নান-সংক্রান্ত ক্রিয়াদি হইতে ঐ পদে 'পরিস্নাত' কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। দুইটি 'নিচঙ্কুণ' পদের প্রথমটী সম্বোধনে প্রযুক্ত। যাহা নিম্নগতিবিশিষ্ট, তাহাই নিচঙ্কুণ। দয়া-করুণা-স্নেহ নিম্নগতি-শীল। দয়ার আধার যিনি, তিনি তাই নিচঙ্কুণ অর্থাৎ মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন। সেই জন্যই প্রথম (সম্বোধন পদ) 'নিচঙ্কুণ' পদের এক অর্থ 'মহত্ত্বাদিগুণোপেত' পরিগৃহীত হইয়াছে। অন্যার্থ- ভাষ্য-মতের অনুসারী। ভাষ্যের 'মন্দগতিবিশিষ্ট' প্রতিবাক্য হইতে ঐ পদে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ভাব আসে। 'নিচেরুঃ' পদের ভাষ্যানুসারী ভাব চঞ্চলগতিবিশিষ্ট'; অর্থাৎ সহসা কেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার 'চর্' ধাতু গমনার্থে প্রযুক্ত হয়। সে-পক্ষে যাহা নিম্নগামী, 'নিচেরুঃ' পদে তাহাকেই বুঝায়। এইরূপে প্রথম অংশের এক প্রকার ভাব এই হয় যে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী মহত্ত্বাদিগুণোপেত দেব! আপনি সকলেরই অনায়াস-লভ্য। অতএব, আপনি আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের অনায়াস-লভ্য

হউন। আপনি ছোট বড়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা-বিতরণ করিয়া থাকেন। অতি অকিঞ্চন আমরা; আপনার করুণায় আমরা বঞ্চিত হইব না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা যাহাতে আপনাকে অনায়াসে পাইতে পারি, আমাদিগকে আপনি সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অন্যভাব যে প্রার্থনামূলক, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—অ-ধর আপনি, ধরা দিউন; চঞ্চল আপনি, অচঞ্চল হউন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য। এখানে প্রার্থনাকারীর জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত সর্ব্ববিধ পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের 'দৈবৈঃ' এবং 'মর্ত্ত্যৈঃ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যে 'দৈবৈঃ' পদের অর্থ আছে,—'দ্যোতনাত্মকৈরস্মদীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ'। যাহা দ্যোতনাত্মক, তাহাই দীপ্তিদানসমর্থ। এই ভাব হইতে 'দৈবৈঃ' পদের আমরা 'জ্ঞানকৃতৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'মর্ত্ত্যৈঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—'মনুষ্যৈরস্মৎসহায়ভূতৈশ্চ ঋত্বিগ্‌ভিঃ'। এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পে 'মর্ত্ত্যাকৃতং' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মর্ত্ত্যেষু যজ্ঞদর্শনার্থমাগতেষু কৃতমবজ্ঞারূপং'; অর্থাৎ, 'যজ্ঞদর্শনে সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি আমাদের ঋত্বিক্‌গণ অবজ্ঞাপ্রকাশরূপ যে পাপাচরণ করিয়াছেন।' মনুষ্য-ভাব হইতেই অবজ্ঞাদির সূচনা হইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা 'মর্ত্ত্যৈঃ' পদে 'মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব হইতেছে এই যে,—'আমাদের অনুষ্ঠানে, জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অপনীত হউক।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের অর্থ অল্পায়াসেই বোধগম্য হইবে। এই মন্ত্রে সংসার-বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সংসার পাপময়; সংসার-বন্ধন বহু অনিষ্টের মূল। পাপ-সংসারের পাপ আসিয়া আর লিপ্ত করিতে সমর্থ না হয়, এস্থলে প্রার্থনাকারীর সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের 'রিষ.' পদ বহুভাবদ্যোতক। রিষ পদ হিংসার্থে প্রযুক্ত। তাহা হইতে ঐ পদে শত্রু অর্থ পরিগৃহীত হয়। সংসার-বন্ধন অপেক্ষা শত্রু আর কি থাকিতে পারে? তাহার অপেক্ষা অনিষ্ট-সাধকও আর কিছুই নাই। সংসার-বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ না হই, পাপ আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে,—এ মন্ত্রে দেবতার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভক্ত বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে এমন সামর্থ্য দেন, আমরা যেন সংসার-বন্ধন-রূপ ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি; আমরা যেন আর কোনও প্রকার পাপে লিপ্ত না হই।'

সপ্তম মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। প্রথম অংশের অর্থ—মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি যেন আমাদের মঙ্গলদায়ক হয়। জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি তো সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মঙ্গলদায়ক হইয়াই থাকে, তবে তাহারা যাহাতে আমাদের প্রতিও মঙ্গল-দায়ক হয়, তাহার জন্য প্রার্থনার অর্থ কি? 'মোক্ষপ্রাপক' বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রার্থনার অর্থ পরিস্ফুট হইবে। কোন বস্তুর দ্বারা মানবের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হইতে

পারে। আলোচ্য প্রার্থনায় মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনাই আলোচ্য মন্ত্রের সার মর্ম্ম।

মোক্ষপ্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিঘ্ন—মানবের রিপুগণ। এই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণকে বিনষ্ট অথবা পরাজিত করিতে না পারিলে মানব মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে অমৃতস্বরূপ দেবীদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদিগের হৃদয় অমৃতে পূর্ণ হউক, অর্থাৎ আমরা যেন অমৃতলাভে ধন্য হই—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম।

কিন্তু কেবলমাত্র প্রার্থনা করিলেই তো প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, তজ্জন্য সাধনা চাই, উপযুক্ত কর্ম্ম চাই। তাই বলা হইয়াছে—অমৃতপ্রাপ্তির উপযোগী শক্তি ও অবস্থা যেন লাভ করি। সেই শক্তি সামর্থ্য লাভ হয়—সংকর্ম্মের দ্বারা। 'সুভৃতং' পদে সৎকর্ম্মেরই ইঙ্গিত আছে। কিরূপ সৎকর্ম্ম? 'সুপ্রীতং' পদে তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের হৃদয়কে যেন সদ্ভাব ও সৎকর্ম্মের দ্বারা পবিত্র করিতে পারি, মন্ত্রাংশের ইহাই লক্ষ্য। শেষাংশে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা দেবভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নবম মন্ত্রের প্রার্থনা অনেকাংশে চতুর্থ মন্ত্রের ন্যায়। চতুর্থ মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, নবম মন্ত্রে দুইবার সেই প্রার্থনাই করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দশম মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। উহা অনেক অংশে বিভক্ত। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই মানবের উদ্ধগতি বিধান করেন, তাই তাঁহার চরণে পরাগতি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে—"এধঃ অসি, এধিষীমহি"।

তাহার পরের কয়েকটী অংশে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'সমিৎ অসি' 'তেজঃ অসি' অংশদ্বয়ে ভগবানের গুণ-গান করা হইয়াছে। ভগবানই তেজঃ ও জ্যোতিঃর উৎস। তাঁহার অনুকম্পাতেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়। তাঁহার জ্যোতিঃলাভ করিয়াই আপনাদের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই জ্যোতিঃই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—"ময়ি অপঃ ধেহি"—আমাতে অমৃত সংস্থাপন করুন, আমাকে অমৃত প্রদান করুন। মন্ত্রের শেষাংশেও অমৃত লাভের প্রার্থনাই আছে, কেবলমাত্র সর্ব্বশেষ অংশে জ্যোতিঃ ও মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৫ অনুবাক)॥ *

---

* এই অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—২৪সূ—৮ঋক্) প্রাপ্তব্য; দ্বিতীয় মন্ত্রটীও ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—২৪সূ—৯ঋ) পরিদৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ মন্ত্র শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টাচত্বারিংশী কণ্ডিকা।

ষট্চত্বারিংশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। ষট্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ।)

যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি।

জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্।

যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্।

অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।

ত্বে সু পুত্র শবসোঽবৃত্রন্ কামকাতয়ঃ।

ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে।

উক্থউক্থে সোম ইন্দ্রং মমাদ নীথেনীথে মঘবানম্ সুতাসঃ।

যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে।

অগ্নে রসেন তেজসা জাতবেদো বি রোচসে।

রক্ষোহাঽমীবচাতনঃ। অপো অন্বচারিষং রসেন সমসৃক্ষ্মহি।

পয়স্বাঁ অগ্ন আহগমং তং মা সঁ সৃজ বর্চ্চসা।

বসুর্ব্বসুপতির্হিকমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি।

ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্॥

ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্ম্মর্ত্ত্যানাম্।

ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্দ্ধন্তি সুষ্টুতম্।

স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্।

অয়ং নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্।

অয়ঁ শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোহয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ।

অগ্নিনাহগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্জুহ্বাস্যঃ॥

ত্বঁ হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্‌ৎসতা।

সখা সখ্যা সমিধ্যসে। উদগ্নে শুচয়স্তব বি জ্যোতিষা॥

আ দদে বাচস্পতয় উপযামগৃহীতোঽস্যা বায়ো অয়ং বাং যা ৰাং

প্রাতর্যুজা বয়ং বেনস্তং প্রত্নথা যে দেবাস্ত্রি৺শদুপযামগৃহীতোঽসি

মূর্দ্ধানং মধুশ্চেন্দ্রাগ্নী ওমাসো মরুত্বন্তমিন্দ্র মরুত্বো মরুত্বান্মহান্ম-

হান্নৃবৎ কদা বামমদদ্ধেভির্হিরণ্যপাণি৺ সুশর্ম্মা বৃহস্পতির্হরির-

স্যগ্ন উত্তিষ্ঠন্তরণিরা প্যায়স্বেয়ুষ্টে যে জ্যোতিষ্মতীং প্রয়া-

সায় চিত্তমা তিষ্ঠেন্দ্রমসাবি সর্ব্বস্য মহান্‌ৎসজোষা উদু

ত্যং ধাতোরু৺ হি যস্মা ষট্‌চত্বারি৺শৎ ॥ ৪৬॥

আ দদে যে দেবা মহানুত্তিষ্ঠন্‌ৎসর্ব্বস্য সন্ত দুর্মিত্রাশ্চতুঃপঞ্চাশৎ ॥ ৫৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যঃ। ত্বা। হৃদা। কীরিণা। মন্যমানঃ। অমর্ত্ত্যম্। মর্ত্ত্যঃ। জোহবীমি।

জাতবেদ ইতি জাত—বেদঃ। যশঃ। অস্মাসু। ধেহি। প্রজাভিরিতি

প্র—জাভিঃ। অগ্নে। অমৃতত্বমিত্যমৃত—ত্বম্। অশ্যাম্।

যস্মৈ। ত্বম্। সুকৃত ইতি সু—কৃতে। জাতবেদ ইতি জাত—বেদঃ। উ।

লোকম্। অগ্নে। কৃণবঃ। স্যোনম্। অশ্বিনম্। সঃ। পুত্রিণম্। বীর-

বন্তমিতি বীর—বন্তম্। গোমন্তমিতি গো—মন্তম্। রয়িম্। নশতে। স্বস্তি।

স্বে ইতি। স্বিতি। পুত্র। শবসঃ। অবৃত্রন্। কামকাতয় ইতি কাম—

কাতয়ঃ। ন। ত্বাম্। ইন্দ্র। অতীতি। রিচ্যতে।

উকথউকথ ইত্যুকথে—উকথে। সোমঃ। ইন্দ্রম্। মমাদ। নীথেনীথ ইতি নীথে—

নীথে। মঘবানমিতি মঘ—বানম্। সুতাসঃ। যৎ। ঈম্। সবাধ ইতি

স—বাধঃ। পিতরম্। ন। পুত্রাঃ। সমানদক্ষা

ইতি সমান—দক্ষাঃ। অবসে। হবন্তে।

অগ্নে। রসেন। তেজসা। জাতবেদ ইতি জাত—বেদঃ। বীতি। রোচসে।

রক্ষোহেতি রক্ষঃ—হা। অমীবচাতন ইত্যমীব—চাতনঃ। অপঃ। অম্বিতি।

অচারিষম্। রসেন। সমিতি। অসৃক্ষ্মহি। পয়স্বান্। অগ্নে। এতি।

অগমম্। তম্। মা। সমিতি। সৃজ। বর্চ্চসা।

বসুঃ। বসুপতিরিতি বসু—পতিঃ। হিকম্। অসি। অগ্নে। বিভাবসুরিতি

বিভা—বসুঃ। স্যাম। তে। সুমতাবিতি সু—মতৌ। অপি।

ত্বাম্। অগ্নে। বসুপতিমিতি বসু—পতিম্। বসুনাম্। অভি। প্রেতি। মন্দে।

অধ্বরেষু। রাজন্। ত্বয়া। বাজম্। বাজয়ন্ত ইতি বাজ-যন্তঃ। জয়েম।

অভীতি। স্যাম। পৃৎসুতীঃ। মর্ত্ত্যানাম্।

ত্বাম্। অগ্নে। বাজসাতমমিতি বাজ—সাতমম্। বিপ্রাঃ। বর্দ্ধন্তি। সুষ্টুতমিতি

সু—স্তুতম্। সঃ। নঃ। রাস্ব। সুবীর্য্যমিতি সু—বীর্য্যম্।

অয়ম্। নঃ। অগ্নিঃ। বরিবঃ। কৃণোতু। অয়ম্। মৃধঃ। পুরঃ। এতু। প্রভি-

ন্দন্নিতি প্র—ভিন্দন্। অয়ম্। শত্রূন্। জয়তু। জর্হৃষাণঃ। অয়ম্।

বাজম্। জয়তু। বাজসাতাবিতি বাজ—সাতৌ।

অগ্নিনা। অগ্নিঃ। সমিতি। ইধ্যতে। কবিঃ। গৃহপতিরিতি গৃহ—পতিঃ।

যুবা। হব্যবাডিতি হব্য—বাট্। জুহ্বাস্য ইতি জুহু—আস্যঃ।

ত্বম্। হি। অগ্নে। অগ্নিনা। বিপ্রঃ। বিপ্রেণ। সন্। সতা। সখা। সখ্যা।

সমিধ্যস ইতি সম্—ইধ্যসে। উদিত! অগ্নে।

শুচয়ঃ। তব। বীতি। জ্যোতিষা ॥ ৪৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(ক) 'জাতবেদঃ' (জাতপ্রজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ হে দেব!) 'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (মরণধর্ম্মাহং) 'মন্যমানঃ' (প্রার্থনাপরায়ণঃ সন্) 'অমর্ত্ত্যং' (মরণরহিতং, অমৃতস্বরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'কীরিণা' (স্তুতিপরায়ণেন) 'হৃদা' (হৃদয়েন) 'জোহবীমি' (সম্যক্‌রূপেণ পূজয়ামি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'অস্মাসু' (প্রার্থনাকারিষু অস্মাসু) 'যশঃ' (যশোধনং) 'ধেহি' (সংস্থাপয়), বয়ং 'প্রজাভিঃ' (লোকৈঃ, শক্তিভিঃ সহ) 'অমৃতত্বং' 'অশ্যাম্' (প্রাপ্নুয়াম)।

(খ) 'জাতবেদঃ' (জাতপ্রজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' 'যস্মৈ সুকৃতে' (যস্মৈ সৎকর্ম্মসাধকায়) 'স্যোনং' (সুখকরং, মঙ্গলকরং) 'লোকং' (স্থানং, আশ্রয়ং) 'কৃণবঃ' (করোষি) 'স উ' (সঃ সাধকঃ এব) 'অশ্বিনং' (অশ্বোপেতং, ব্যাপকজ্ঞানযুতং) 'পুত্রিনং' (পুত্রযুতং, মোক্ষোপায়ভূতং) 'বীরবন্তং' (আত্মশক্তিযুতং) 'গোমন্তং' (পরাজ্ঞানযুতং) 'স্বস্তি' (মঙ্গলকরং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নশতে' (প্রাপ্নোতি)।

(গ) 'শবসঃ পুত্র' (বলস্য পুত্র! হে প্রবলপরাক্রান্ত দেব!) অস্মাকং 'কাম-কাতয়ঃ' (সর্ব্ববিধাঃ স্তুতয়ঃ) 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'সু' (সুষ্ঠু) 'অবৃত্রন্' (তিষ্ঠন্তু); 'ইন্দ্র' (হে বলাধিপতিদেব!) কাচিৎ অপি স্তুতিঃ 'ত্বাং' 'ন অতিরিচ্যতে' (ন অতিক্রামতে) ত্বয়ি সর্ব্বগুণাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ।

(ঘ) 'যৎ' (যদা) 'উক্‌থউক্‌থে' (সর্ব্বাসু প্রার্থনাসু) সাধকানাং হৃদি উৎপদ্যমানঃ 'সোম.' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'মমাদ' (আনন্দয়তি, তৃপ্তং করোতি); 'নীথেনীথে' (সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু উৎপদ্যমানঃ) 'সুতাসঃ' (বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ) 'মঘবানং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং দেবং) তৃপ্তং করোতি ইতি শেষঃ; তদা 'সবাধঃ' (একত্রমিলিতবন্তঃ, একমতাবলম্বিনঃ) সমানদক্ষাঃ' (সমানোৎসাহাঃ সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'পুত্রাঃ' (পুত্রস্থানীয়াঃ মানবাঃ) 'পিতরং ন' (পিতৃস্থানীয়ং) 'ঈং' (এনং দেবং) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'হবন্তে' (আরাধয়ন্তি)।

(ঙ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'জাতবেদঃ' (হে সর্ব্বজ্ঞ দেব!) 'রক্ষোহা' (রিপু-নাশকঃ) 'অমীবচাতনঃ' (অন্তশত্রুবিনাশকঃ) ত্বং 'রসেন' (অমৃতেন) 'তেজসা' (জ্যোতিষা) চ 'বিরোচসে' (অস্মান্ সম্যক্‌রূপেণ সংযোজয়)।

(চ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'অপঃ অশ্বচারিষং' (অমৃতকাঙ্ক্ষিণঃ অস্মান্) 'রসেন' (অমৃতেন সহ) 'সমস্যূক্ষ্মহি' (সংযোজয়); হে দেব! 'বর্চ্চসা' (জ্যোতিষা) 'পয়স্বাং' (অমৃতকামিনং) 'আগমং তং' (তবানুগতং ইত্যর্থঃ) 'মা' (মাং) 'সংসৃজ' (প্রাপুহি)।

(ছ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'হিকং' (যতঃ) ত্বং 'বসুপতিঃ' (পরমধনাধিপতিঃ) 'বিভাবসুঃ' (জ্যোতিঃধনঃ, জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) 'বসু' (বাসয়িতা, সাধকানাং পরমাশ্রয়ঃ) 'অসি' (ভবসি) তদ্ধেতুঃ বয়ং 'অপি' 'তে' (তব) 'সুমতৌ' (সুষ্টুতৌ, কৃপায়াং) 'স্যাম্' (ভবেম) তব কৃপাং লভেমহি—ইত্যর্থঃ।

(জ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বসুপতিং' (পরমধনাধিপতিং) 'ত্বাং' 'বসুনাং অভি' (পরমধনপ্রাপ্তয়ে) 'অধ্বরেষু' (সৎকর্ম্মসাধনে) 'প্রমন্দে' (আভিমুখ্যেন স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'রাজন্' (হে বিশ্বাধিপতে!) 'ত্বয়া' (তবানুকূল্যেন) 'বাজয়ন্তঃ' (পরমধনকাময়ন্তঃ,—বয়ং ইতি যাবৎ) 'বাজং' (পরমধনং) 'জয়েম' (লভেম); 'মর্ত্ত্যানাং পৃৎসুতীঃ' (রিপুসেনাঃ) 'অভিস্যাম' (অভিভবেম)।

(ঝ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সুষ্টুতং' (সুষ্ঠু স্তুতং, সর্ব্বারাধনীয়ং) 'বাজসাতমং' (শ্রেষ্ঠশক্তিযুতং) 'ত্বাং' 'বিপ্রাঃ' (জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ) 'বর্দ্ধন্তি' (মহিমাং প্রখ্যাপয়ন্তি, পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রদেহি)।

(ঞ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িবং কৃণোতু' (প্রভূতধনং প্রযচ্ছতু); 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ অয়ং জ্ঞানদেবঃ) 'মৃধঃ' (রিপূন্) 'প্রভিন্দন্' (বিদারয়ন্, বিনাশ্য ইত্যর্থঃ) 'পুরঃ এতু' (পুরতঃ আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ) 'অয়ং' (জ্ঞানদেবঃ) অস্মাকং 'শত্রূন্' (রিপূন্) 'জয়তু'; 'জহৃষাণঃ' (জয়শীলঃ আনন্দদায়কঃ) 'অয়ং' (অয়ং দেবঃ) 'বাজসাতৌ' (রিপুসংগ্রামে) 'বাজং' (শক্তিং) 'জয়তু' (অস্মদর্থং জয়তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ)।

(ট) 'কবিঃ' (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'গৃহপতিঃ' (লোকানাং রক্ষকঃ পালকো বা) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনূতনঃ) 'হব্যবাট্' (হবির্ব্বহনকারী, সত্ত্বপ্রাপকঃ, ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'জুহ্বাস্যঃ' (প্রদীপ্তবদনঃ, মুখেন প্রকাশরূপেণ বা সত্যস্য জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানাগ্নিঃ) 'অগ্নিনা' (জ্ঞানেন) 'সমিধ্যতে' (সম্যগ্ দীপ্যতে, পরিবৃদ্ধির্জ্জায়তে)। অয়ং ভাবঃ—আলোক-সাহায্যেন যথা আলোকো বিভাতি জ্ঞান-সাহায্যেন তদ্বৎ জ্ঞানং বর্দ্ধতে।

(ঠ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'অগ্নিনা' (জ্ঞানতেজসা) অস্মান্ 'সমিধ্যসে' (উদ্বোধয়সে); 'বিপ্রঃ' (জ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞঃ ত্বং) 'বিপ্রেণ' (জ্ঞানেন) অস্মান্ উদ্বোধয়াস; হে দেব! 'সন্' (সত্যস্বরূপঃ—ত্বং ইতি যাবৎ) 'সতা' (সত্যেন) অস্মান্ উদ্বোধয়, 'সখা' (বন্ধুভূতঃ!) ত্বং 'সখ্যা' (সখিত্বেন) অস্মান্ উদ্বোধয়।

(ড) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'তব' 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলাঃ পবিত্রাঃ) প্রভাঃ 'বি'

(বিশেষেণ) 'জ্যোতিষা' (জ্ঞানকিরণেন সহ) 'উৎ' (উদীরয়ন্তু, উপজিতাঃ ভবন্তু—অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং বিশুদ্ধং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৬ অনুবাক)॥

বঙ্গানুবাদ।

(ক) সর্ব্বজ্ঞ হে দেব! মরণ-ধর্ম্মা আমি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া অমৃত-স্বরূপ আপনাকে স্তুতি-পরায়ণ হৃদয়ের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিতেছি; হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের মধ্যে যশোধন সংস্থাপিত করুন, আমরা শক্তির সহিত অমৃতত্ব যেন প্রাপ্ত হই।

(খ) জাতপ্রজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আপনি যে সৎকর্ম্মসাধকের জন্য মঙ্গল-কর আশ্রয় করেন, সে সাধকই ব্যাপক-জ্ঞানযুত মোক্ষোপায়ভূত আত্ম-শক্তিযুত পরাজ্ঞানযুত মঙ্গলকর পরমধন প্রাপ্ত হয়েন।

(গ) হে প্রবল পরাক্রান্ত দেব! আমাদের সর্ব্ববিধ স্তুতি আপনাতে সুষ্ঠুরূপে বর্ত্তমান থাকুক; হে বলাধিপতি দেব! কোনও স্তুতি আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ আপনাতে সর্ব্বগুণ সর্ব্বশক্তি বর্ত্তমান আছে।

(ঘ) যখন সকল প্রার্থনাতে সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে তৃপ্ত করেন, সর্ব্ব সৎকর্ম্মে উৎপদ্যমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতাকে তৃপ্ত করেন, তখন একমতাবলম্বী সৎকর্ম্মসাধনে সমানোৎসাহযুত পুত্রস্থানীয় মানবগণ পিতৃ-স্থানীয় এই দেবতাকে রক্ষা লাভের জন্য আরাধনা করেন।

(ঙ) হে জ্ঞানদেব! হে সর্ব্বজ্ঞ দেব! রিপুনাশক অন্তঃশত্রুবিনাশক আপনি অমৃত ও জ্যোতিঃর সহিত আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করুন।

(চ) হে জ্ঞানদেব! আপনি অমৃতাকাঙ্ক্ষী আমাদিগকে অমৃতের সহিত সংযোজিত করুন; হে দেব! জ্যোতিঃর সহিত অমৃতকামী আপনার অনুগত আমাকে প্রাপ্ত হউন।

(ছ) হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনি পরমধনাধিপতি, জ্যোতিঃসম্পন্ন সাধকগণের পরমাশ্রয় হয়েন, সেই হেতু আমরাও আপনার কৃপাতে বর্ত্তমান থাকিব অর্থাৎ আপনার কৃপা লাভ করিব।

(জ) হে জ্ঞানদেব! পরমধনাধিপতি আপনাকে পরমধন-প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্মসাধনে আরাধনা করিতেছি; হে বিশ্বাধিপতি! আপনার আনুকূল্যে পরমধনকামনাকারী আমরা যেন পরমধন লাভ করি,—রিপু-সেনাসমূহ অভিভব করি।

(ঝ) হে জ্ঞানদেব! সর্ব্বারাধনীয় শ্রেষ্ঠশক্তিযুত আপনাকে জ্ঞানী সাধকগণ পূজা করেন, সেই প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগকে আত্ম-শক্তি প্রদান করুন।

(ঞ) প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব আমাদিগকে প্রভূতধন প্রদান করুন; প্রসিদ্ধ এই জ্ঞানদেব রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; জ্ঞানদেব আমাদের রিপুদিগকে জয় করুন; জয়শীল আনন্দদায়ক এই দেবতা রিপু-সংগ্রামে আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন।

(ট) মেধাবী, কর্ম্মকুশল, লোক-সমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ চিরনূতন, সত্ত্বপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্ দীপ্যমান্ বা পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—আলোক-সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশক হয়েন)।

(ঠ) হে জ্ঞানদেব! আপনিই জ্ঞান-তেজের দ্বারা আমাদিগকে উদ্বোধিত করেন, সর্ব্বজ্ঞ আপনি জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগকে উদ্বোধিত করেন; হে দেব! সত্য-স্বরূপ আপনি সত্যের দ্বারা আমাদিগকে উদ্বোধিত করুন, বন্ধুভূত আপনি সখিত্বের দ্বারা আমাদিগকে উদ্বোধিত করুন।

(ড) হে জ্ঞানদেব! আপনার পবিত্র নির্ম্মল প্রভা জ্ঞানকিরণসমূহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন বিশুদ্ধ পরাজ্ঞান লাভ করি)। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৬ অনুবাক)॥

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

একোনচত্বারিংশেঽনুবাকে সোমযাগঃ সমাপিতঃ। অথাস্য প্রপাঠকস্যাস্মিমেঽনুবাকে কাম্যা-যাজ্যাপুরোনুবাক্যা উচ্যন্তে। ইষ্টিকাণ্ডে দ্বিহবিষ্কা কাচিদিষ্টিরেবমাম্নায়তে—"অগ্নয়ে পুত্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রায় পুত্রিণে পুরোডাশমেকাদশকপালং প্রজাকামোঽগ্নিরেবাস্মৈ

প্রজাং প্রজনয়তি বৃদ্ধামিন্দ্রঃ প্র যচ্ছতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। বৃদ্ধাং পুত্র-পৌত্রেণাভিবৃদ্ধাম্॥ তত্রাঽগ্নেয়স্ত পুরোঽনুবাক্যামাহ—

১। "যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্।" ইতি॥ হে জাতবেদো যোঽহং মর্ত্ত্যঃ সন্ কীরিণা গুণকীর্ত্তনশীলেন হৃদা মনসা ত্বামমর্ত্ত্যং মরণরহিতং মন্যমান আহ্বয়ামি, তাদৃশেষস্মাসু পুত্র-পৌত্রাদিরূপপ্রজাভির্নিষ্পাদিতং যজ্ঞঃ কীর্ত্তিং নিধেহি। হেঽগ্নে ত্বৎপ্রসাদাদমৃতত্বং দেবত্বমশ্যাং প্রাপ্নুয়াম্॥ অথ যাজ্যামাহ—

২। "যস্মৈ ত্ব৺ সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিন৺ স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্ত৺ রয়িং নশতে স্বস্তি।" ইতি॥ শোভনং কর্ম্ম করোতীতি সুকৃৎ। জাতং জগদ্বেত্তীতি জাতবেদাঃ। হে জাতবেদোঽগ্নে ত্বং সুকৃতে যস্মৈ যজমানায় স্যোন৺ সুখকরমুৎকৃষ্টং স্থানং কৃণবঃ করোষি স যজমানো রয়িং ধনং স্বস্তি নশতে সম্যক্ প্রাপ্নোতি। কীদৃশং ধনম্। অশ্বৈঃ পুত্রৈঃ শূরভটৈর্গোভিশ্চ সংযুতম্॥ ঐন্দ্রস্য পুরোঽনুবাক্যামাহ—

৩। "ত্বে সু পুত্র শবসোঽবৃত্রন্কামকাতয়ঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে।" ইতি॥ ত্বে ত্বয়ি। শবসো বলস্য। অবৃত্রন্ সুষ্ঠু বর্ত্তন্তে। কামা ভোগাঃ কাম্যন্তে যাভিঃ স্তু তিভিস্তাঃ কামকাতয়ঃ। ইন্দ্রস্যাতিপ্রবলত্বাচ্ছবসঃ পুত্রেত্যুপচর্য্যতে। হে শবসঃ পুত্রেন্দ্রাস্মদীয়স্তুতয়স্ত্বয়ি সুষ্ঠু বর্ত্তন্তে, কাচিদপি স্তুতিস্ত্বাং নাতিরিচ্যতে। সর্ব্বস্য স্তুতিবাক্যস্য ত্বয়ি বিদ্যমানত্বাৎ॥ অথ যাজ্যামাহ—

৪। "উক্থউক্থে সোম ইন্দ্রং মমাদ, নীথেনীথে মঘবান৺ সুতাসঃ। যদী৺ সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে।" ইতি॥ উক্থউক্থে সোমযাগবর্ত্তিনি তত্তচ্ছস্ত্রে স সোম ইন্দ্রং মমাদ হর্ষয়ামাস। নীয়ত আহূয়ত ইন্দ্রোঽত্রেতি নীথো যাগপ্রদেশঃ। সমান-দক্ষাস্তল্লোষু যজমানেষু কুশলাঃ সুতাসঃ পুত্রস্থানীয়া যজমানাঃ পিতৃস্থানীয়ং মঘবানং নীথেনীথে তত্তদ্যাগপ্রদেশেঽবসে রক্ষার্থং হবন্ত আহ্বয়ন্তি। যদীং সবাধো যস্মাদীদৃশ আহূতো মঘবা বিরোধিষসুরেষু বাধকারী তস্মাদাহ্বয়ন্তে। পুত্রাঃ পিতরং ন পিতরমিব। যথা বালা অন্যৈস্তাড্যমানা রক্ষার্থং পিতরমাহ্বয়ন্তি তদ্বৎ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে রসবতেঽজক্ষীরে চরুং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত রসবান্‌ৎস্যামিত্যগ্নিমেব রসবন্ত৺ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈন৺ রসবন্ত৺ করোতি রসবানেব ভবত্যজক্ষীরে ভবত্যাগ্নেয়ী বা এষা যদজা সাক্ষাদেব রসমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। রসবান্ ক্ষীরদধ্যাদিরসোপেতঃ। অজায়া অগ্নিবৎ প্রজাপতিমুখাদুৎপন্নত্বাদাগ্নেয়ত্বম্। সাক্ষাদব্যবধানেন শীঘ্রমিত্যর্থঃ॥ তত্র পুরোঽনুবাক্যামাহ—

৫। "অগ্নে রসেন তেজসা জাতবেদো বি রোচসে। রক্ষোহাঽমীবচাতনঃ।" ইতি॥

৬। "অপো অন্বচারিষ৺ রসেন সমসৃক্ষ্মহি। পয়স্বা৺ অগ্ন আঽগমং তং মা সং৺ সৃজ বর্চ্চসা।" ইতি॥ হে জাতবেদোঽগ্নে রসেনাস্মাদ্যোজস্য। তেজসা বিশেষেণ প্রকাশসে। কীদৃশস্ত্বম্। যাগদেশে রক্ষসাং হন্তা। শরীরেঽমীবস্যাঽন্তররোগস্য চাতনো বিনাশকঃ। যাজ্যা লিখিতা। উরু৺ হি রাজা বরুণশ্চকারেত্যস্মিন্ননুবাকে ব্যাখ্যাতো মন্ত্রঃ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে বসুমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত বসুমান্‌ৎস্যামিত্যগ্নিমেব বসুমন্ত৺

স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং বসুমন্তং করোতি বসুমানেব ভবতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ তত্র পুরোঽনুবাক্যামাহ—

৭। “বসুর্ব্বসুপতির্হি কমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি।” ইতি॥ হেঽগ্নে হি কং যস্মাৎ কারণাত্ত্বং বসুর্লোকানাং বাসিতা ধনপতিঃ প্রজ্ঞাযুক্তস্তিস্তেজোধনশ্চাসি তস্মাদ্বয়মপি তবানুগ্রহবুদ্ধাববস্থিতা ভবেম॥ যাজ্যামাহ—

৮। “ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্। ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্ম্মর্ত্ত্যানাম্।” ইতি॥ হে রাজন্দীপ্তিমন্নগ্নেঽধ্বরেষু যজ্ঞেষু ত্বামভিপ্রমন্দে সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ তোষয়ামি। কীদৃশং ত্বাম্। বসূনাং বসুপতিং ধনানাং মধ্যে যানি শ্রেষ্ঠানি ধনানি তেষামধিপতিমিত্যর্থঃ। বাজয়ন্তঃ অন্নমিচ্ছন্তো বয়ং ত্বৎপ্রসাদেন বাজমন্নং জয়েম। বিরোধিনাং মনুষ্যাণাং পৃৎসুতীঃ সেনা অভিষ্যামাভিভবিতুং শক্তা ভবেম। ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়ে বাজসৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সংগ্রামে সংযত্তে বাজং বা এষ সিসীর্ষতি যঃ সংগ্রামং জিগীষত্যগ্নিঃ খলু বৈ দেবানাং বাজসৃদগ্নিমেব বাজসৃত৺ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ধাবতি বাজ৺ হন্তি বৃত্রং জয়তি তঁ সংগ্রামমথো অগ্নিরিব ন প্রতিধৃষে ভবতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। বাজমন্নং সরতি প্রাপ্নোতীতি বাজসৃৎ। লোকে যুদ্ধং জেতুমিচ্ছুর্জয়াদূর্দ্ধং বৈরিসম্বন্ধমন্নং কৃৎস্নং প্রাপ্তুমিচ্ছতি। অতো বাজসৃদিতি বিশেষণং যুক্তম্। বাজং ধাবতি প্রাপ্নোতি তদর্থং বৃত্রং শক্রং হন্তি যুদ্ধং চ জয়তি। কিং চাগ্নিরিবায়মন্যেন প্রতিধৃষে তিরস্কর্ত্তুং শক্যো ন ভবতি॥ তত্র পুরোঽনুবাক্যামাহ—

৯। “ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্দ্ধন্তি সুষ্টুতম্। স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্।” ইতি॥ হেঽগ্নে ত্বাং বিপ্রা যজমানা অভিবৃদ্ধিং প্রাপয়ন্তি। কীদৃশং ত্বাম্। বাজসাতমমতিশয়েনান্নপ্রদং সুষ্টুতং স্তোত্রৈর্হি সুষ্ঠু স্তুতম্। স তাদৃশস্ত্বং নোঽস্মাকং সুষ্ঠু সামর্থ্যং রাস্ব দেহি॥ যাজ্যামাহ—

১০। “অয়ং নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ঁ শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ।” ইতি॥ অয়মগ্নিরস্মাকং বরিবঃ পরিচারকং ভৃত্যবর্গং সম্পাদয়তু। মৃধো বৈরিণো বিদারয়ন্নোঽস্মাকং পুরতো গচ্ছতু। জর্হৃষাণঃ প্রহরন্‌ শত্রূঞ্জয়তু। বাজসাতাবন্নদাননিমিত্তং পরকীয়মন্নং জয়তু॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়েঽগ্নিবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যস্যাগ্নাবগ্নিমভ্যুদ্ধরেয়ুর্নির্দ্দিষ্টভাগো বা এতয়োরন্যোঽনির্দ্দিষ্টভাগোঽন্যস্তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানমভি সং ভবতঃ স ঈশ্বর আর্ত্তিমার্ত্তোর্যদগ্নয়েঽগ্নিবতে নির্ব্বপতি ভাগধেয়েনৈবৈনৌ শময়তি নার্ত্তিমার্চ্ছতি যজমানঃ” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। গার্হপত্যাদাহবনীয়েঽগ্নিং প্রক্ষিপ্য তত্রাগ্নিহোত্রং হূয়তে। তথা সতি যস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনঃ পুরুষা বিস্মৃত্যোদ্ধৃত আহবনীয়াগ্নৌ পুনরন্যমগ্নিমুদ্ধরেয়ুঃ স যজমানোঽগ্নিযুক্তায়াগ্নয়ে নির্ব্বপেৎ। তত্র বিশেষ্যরূপোঽগ্নির্নির্দ্দিষ্টভাগো বিশেষণরূপস্ত্বনির্দ্দিষ্টভাগস্তাবুভৌ পরস্পরং সংসৃজ্যমানৌ যজমানং ভক্ষয়িতুমভিলক্ষ্য সম্ভবতঃ। ততঃ স যজমান আর্ত্তিমার্ত্তোরীশ্বরো বিনাশং প্রাপ্তুং সম্প্রভবতি। তাবগ্নী অনয়েষ্ট্যা শাম্যতঃ॥ তত্র পুরোঽনুবাক্যামাহ—

১১। “অগ্নিনাঽগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্‌জুহ্বাস্যঃ।” ইতি॥

পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্তেনাগ্নিনা পূর্ব্বস্থিতোঽগ্নিঃ সমগ্দীপ্যতে। সোঽগ্নির্ব্বিশেষণৈঃ কবিরিত্যাদিভি-র্ব্বিশিষ্টঃ॥ যাজ্যামাহ—

১২। "ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্‌ৎসতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে।" ইতি॥ হে পূর্ব্বস্থিতাগ্নে পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্তেনাগ্নিনা ত্বং সমিধ্যসে। তাদৃশস্ত্বং ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী সন্মার্গবর্ত্তীং প্রিয়শ্চ। ইতরোঽপি তাদৃশ এব॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে জ্যোতিষ্মতে পুরোডাশমষ্টাক-পালং নির্ব্বপেদ্যস্যাগ্নিরুদ্ধৃতোঽহুতেঽগ্নিহোত্র উদ্বায়েৎ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। যস্য যজমানস্যাগ্নিহোত্রার্থমুদ্ধৃতোঽগ্নির্হোমাৎ পূর্ব্বমেবোপশাম্যতি স এতামিষ্টিং নির্ব্বপেৎ॥ অত্র শাখান্তরানুসারিণাং মতং পূর্ব্বপক্ষত্বেনোপন্যস্যতি—"অপর আদীপ্যানূদ্ধৃত্য ইত্যাহুঃ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অপরোঽগ্নির্গার্হপত্যো প্রদীপ্য পূর্ব্বোদ্ধরণমনু পুনরুদ্ধরণীয় ইতি তন্মতম্॥ তদিদং দূষয়তি—"তত্তথা ন কার্য্যং যদ্ভাগধেয়মভি পূর্ব্ব উদ্ধ্রিয়তে কিমপরোঽভ্যুদ্ধ্রিয়েতেতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অগ্নিহোত্রহবির্লক্ষণো যদ্ভাগধেয়মভিলক্ষ্য পূর্ব্বো বহ্নি-রুদ্ধৃতস্তমেব ভাগমভিলক্ষ্যাপরো বহ্নিঃ কিমুদ্ধ্রিয়েত তদনুচিতম্। ইতিশব্দো হেতৌ। তস্মান্ন কার্য্যম্॥

সিদ্ধান্তং বিধত্তে—"তান্যেবাবক্ষাণানি সন্নিধায় মন্থেৎ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। যান্যুল্মুকানি শান্তানি তান্যেবাধস্তাদবস্থাপ্যারণীভ্যামগ্নিমন্থনং কুর্য্যাৎ॥ মন্থনে মন্ত্রমুৎ-পাদয়তি—"ইতঃ প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ স্বাদ্যোনেরধি জাতবেদাঃ। স গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুভা জগত্যা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্নিতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অগ্নিঃ পূর্ব্বমিতো দগ্ধকাষ্ঠাদ্যুৎপন্ন ইদানীমপি স জাতবেদা গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিরনুগৃহীতঃ স্বাদ্যোনের্দ্দগ্ধকাষ্ঠাদধি-জায়তাম্। জাতশ্চ তং তং দেবং প্রজানন্দেবেভ্যো হব্যং বহতু॥ মন্ত্রস্য তাৎপর্য্যং ব্যাচষ্টে—"ছন্দোভিরেবৈনৎ স্বাদ্যোনেঃ প্র জনয়তি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ নন্বস্মিন্সি-দ্ধান্তেঽপি পূর্ব্বপক্ষাদপরোঽগ্নিঃ প্রসজ্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ—"এষ বাব সোঽগ্নিরিত্যাহুঃ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। স্বকারণাদুৎপন্নত্বাদেষ এব পূর্ব্বোঽগ্নির্ন তু ভেদোঽস্তীতি সিদ্ধান্তিন আহুঃ॥ কিমর্থা তর্হীয়মিষ্টিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—"জ্যোতিস্ত্বা অস্য পরাপতিতামিতি যদগ্নয়ে জ্যোতিষ্মতে নির্ব্বপতি যদেবাস্য জ্যোতিঃ পরাপতিতং তদেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অস্য পূর্ব্বাগ্নের্জ্জ্যোতিরেব বিনষ্টং ন ত্বগ্নির্ব্বিনষ্টঃ। তচ্চ জ্বালারূপং জ্যোতিরিষ্ট্যা সম্পাদ্যতে॥ তত্র যাজ্যাপুরোনুবাক্যয়োর্ম্মর্চোঃ প্রতীকং দর্শয়তি—

১৩। "উদগ্নে শুচয়স্তব বি জ্যোতিষা॥" ইতি॥ উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ইত্যয়ং মন্ত্রস্ত্বমগ্নে রুদ্র ইত্যস্মিন্ননুবাকে ব্যাখ্যাতঃ। বি জ্যোতিষা বৃহতেত্যয়ং মন্ত্রঃ কৃণুষ্ব পাজ ইত্য স্মিন্ননুবাকে ব্যাখ্যাতঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"যস্ত্বা যাজ্যা পুত্রবত্যামিষ্টৌ ত্বে পুত্রযাগকে। অগ্নে রসবত্যাগে তু বস্বূর্ব্বমতীষ্যতে॥ ১॥ ত্বামগ্নে বাজসৃত্যাগে হ্যগ্নিনাঽগ্নিবতীষ্যতে। উদ্বিজ্যোতিষে জ্যোতিষ্মত্যে তত্র চতুর্দ্দশ॥ ২॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

নবমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"জ্যোতিষ্মতী ভবেন্নো বা দর্শাদ্যুদ্ধৃতলোপনে। নিমিত্ত-সত্ত্বাৎ স্যান্নাগ্নিহোত্রার্থোদ্ধৃতিবর্জ্জনাৎ" ইতি॥ অগ্নিহোত্রপ্রক্রিয়ায়ামাম্নায়তে—"অগ্নয়ে

জ্যোতিষ্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যস্যাগ্নিরুদ্ধৃতোঽহুতেঽগ্নিহোত্র উদ্বায়েৎ” ইতি। প্রতিদিনমগ্নিহোত্রং হোতুং গার্হপত্যাদুদ্ধৃত্যাহবনীয়েঽগ্নিঃ প্রক্ষিপ্যতে সোঽয়মুদ্ধৃতোঽগ্নিঃ কদাচিদহুতেঽগ্নিহোত্রে যদি শাম্যেত্তদানীময়মিষ্টিঃ প্রায়শ্চিত্তমিত্যর্থঃ। তত্র দর্শপূর্ণমাসার্থমুদ্ধৃতস্যাপ্যগ্নেঃ শান্তৌ সেয়ং জ্যোতিষ্মতীষ্টির্ভবেৎ। কুতঃ। অগ্ন্যুদ্ধানস্য নিমিত্তস্য সদ্ভাবাদিতি চেন্নৈবম্। অগ্নিহোত্রার্থোদ্ধৃতস্যৈবাগ্নেরুদ্ধানং নিমিত্তমিতি প্রকরণাদবগম্যতে। অন্যথা চেষ্ট্যাঽগ্নিহোত্রাদৈবাগ্নিঃ পুনরুৎপাদ্যতে। তথা সত্যগ্নিহোত্রশেষ ইষ্টিঃ সামবায়িকমঙ্গং ভবতি। অতোঽগ্নিহোত্রার্থোদ্ধৃতোদ্বানস্য নিমিত্তস্যাভাবান্নৈমিত্তিকাষ্টির্ন প্রবর্ত্ততে। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—“ধার্য্যোদ্বানে সাঽগ্নেঃ নো বা সর্ব্বার্থত্বেন বিদ্যতে। গতশ্রীত্বনিমিত্তং তৎসর্ব্বার্থত্বং ন বিদ্যতে” ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—“ধার্য্যো গতশ্রিয় আহবনীয়ঃ” ইতি। গতশ্রীশব্দার্থস্ত্বেবং শ্রূয়তে—“ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যঃ” ইতি। ঔর্ব্বো গৌতমো ভারদ্বাজ ইতি কল্পসূত্রকারঃ। গতশ্রীভির্দ্ধার্য্যমাণস্যাহবনীয়স্য সর্ব্বকর্ম্মার্থত্বে সত্যগ্নিহোত্রার্থত্বমপ্যস্তীতি তদুদ্বানে সা জ্যোতিষ্মতীষ্টিরস্ত্বিতি চেন্নৈবম্। ন হ্যস্য ধারণেঽগ্নিহোত্রং নিমিত্তং কিং তু গতশ্রীত্বম্। সর্ব্বকর্ম্মসমুদায়স্য চোদনয়া কয়াচিদপ্যচোদিতত্বাৎ সর্ব্বার্থত্বং শঙ্কিতুমপ্যশক্যম্। গতশ্রীত্বং নিমিত্তীকৃত্য ধৃতোঽগ্নিঃ প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বকর্ম্মস্বপকুর্ব্বন্নগ্নিহোত্রেঽপ্যুপকরোতীতি চেৎ। উপকরোতু নাম, নৈতাবতা প্রায়শ্চিত্তস্য নিমিত্তত্বং লভ্যতে। অগ্নিহোত্রার্থমুদ্ধৃতস্যোদ্বানং তন্নিমিত্তং, ন চাত্র তদস্তি। কিং ত্বন্যস্য যস্য কস্যচিৎ কর্ম্মণোঽর্থে সমুদ্ধৃতস্য গতশ্রীত্বনিমিত্তং ধারণং ক্রিয়তে। তস্মান্নিমিত্তাভাবান্নাস্তি সেষ্টিঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠকে ষট্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ॥ ৪৬॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজ-
স্যাজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-
তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ॥ ৪॥

— • —

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— • —

আলোচ্য-অনুবাকে ত্রয়োদশটী মন্ত্র আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানশক্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। মর্ত্ত্য মানব, অমর্ত্ত্য দেবতাকে পূজা করিতেছেন অথবা পূজা করেন—ইহাই প্রথমাংশের ভাব। দ্বিতীয় অংশের ভাব—অমৃতত্বপ্রাপ্তি। যিনি অমর্ত্ত্য, যিনি মরণধর্ম্মরহিত তাঁহার নিকটেই মৃত্যুর উপরে যাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রেরও সম্বোধ্য পদ—জাতবেদ—'জাতবেদঃ'। যিনি জাতমাত্রই জ্ঞানী, অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশমাত্রই তাঁহাকে জাতপ্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। যিনি মানবকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা। সেই দেবতাই সাধককে পরমানন্দের পথে লইয়া যান। যিনি ভগবানের কৃপা-লাভের যোগ্য, তিনিই পরমসুখের অধিকারী হইতে পারেন; অথবা ভগবানের কৃপাবলেই মানব চরম ও পরম সুখ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করে।

তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের শক্তি-স্বরূপের উপাসনা করা হইয়াছে। 'শবসঃ পুত্রঃ' পদদ্বয়ে শক্তির পুত্র অর্থ হয়. 'আত্ম বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই ভাবের অনুসরণে উক্ত পদদ্বয়ে শক্তি-স্বরূপ, প্রবলপরাক্রান্ত প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সেই পরমদেবতাই মানবের স্তুতির একমাত্র উপলক্ষ। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই মানুষ স্তুতি উচ্চারণ করে। কিন্তু সসীম মানুষ যে ভাবে, যে ভাষার সাহায্যেই ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করুক না কেন, কিছুতেই সেই অসীম অনন্ত পুরুষের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে পরিব্যক্ত করিতে পারিবে না। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'ত্বাং ন অতিরিচ্যতে'—কেহই আপনার মহিমা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে পারে না। ভগবান্ যে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরং' ইহাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার বিকাশ দেখিতে পাই সৎকর্ম্মসাধন ও প্রার্থনার দ্বারা যখন মানুষ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, যখন তাহার সাধনায় ও প্রার্থনায় ভগবান্ প্রীত হয়েন, তখনই মানুষ আপনার জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের সুযোগ পায়। মানুষ ভগবানের সন্তান, ভগবান্ মানুষের পিতৃস্থানীয়। সাধনা ও প্রার্থনার দ্বারা হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হইলে মানুষ, সেই জগৎপিতার পদতলে সমবেত হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতরং ন পুত্রাঃ' উপমাবাক্যে এক উচ্চভাবের পরিস্ফুটন দেখিতে পাই। সাধনার প্রথম স্তরে যে বিচ্ছেদ-ব্যবধান—যে সঙ্কোচ বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে সে ব্যবধান—সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায় দূর হইয়াছে। পুত্রের আপদে বিপদে—পুত্রের আকুল আহ্বানে পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? পিতার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে?' তিনি নমস্য অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক মহান্ লক্ষ্য!

মর্ম্মার্থ এই যে,—তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াসলভ্য হয়েন। মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে,—তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান জন্য পরমপিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন। যখন তাঁহাকে স্বর্গের দেবতা

বলিয়া মনে করিব, তখন তো তিনি দূরে—অতি দূরে রহিলেন! যাঁহারা সাধারণভাবে ইন্দ্র দেবতার পূজা আরাধনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতা পুত্রের নিকট-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তো তিনি আর দূরের বস্তু নহেন? তখন তো তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান্! তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—তেমন পুত্র হও—যে পুত্রের পিতার নিকট উপস্থিত হইতে কোনও সঙ্কোচ নাই—কোনও দ্বিধা নাই। মন্ত্রে ইইরূপ তাৎপর্য্যই সমীচীন বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রগ্রন্থে বাৎসল্য-ভাবের যে পরিণতি দেখিতে পাই, এখানে তাহারই অঙ্কুরোদ্গম পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর, ইন্দ্র বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

পঞ্চম মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভগবানের জ্ঞান-শক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই জ্ঞান-শক্তি—'রক্ষোহা', 'অমীবচাতনঃ' অর্থাৎ জ্ঞানই আমাদের সর্ব্ববিধ শত্রুকে—অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রুকে বিনষ্ট করে, জ্ঞানের প্রভাবেই আমরা অজ্ঞানতা মায়ামোহ প্রভৃতির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা মন্ত্রের প্রার্থনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—"তেজসা রসেন বিরোচসে"—জ্ঞানশক্তি, অমৃতের সহিত আমাদিগকে সংযোজিত করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রদান করুন। যেখানে জ্ঞান-ভক্তি, যেখানে তেজঃ-শক্তি, সেখানে রিপুগণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। তাই সেই জ্ঞান-শক্তির নিকটেই পরাজ্ঞান লাভ ও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম মন্ত্রের ন্যায় ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য পদও 'অগ্নে'—জ্ঞানদেব। এই মন্ত্রেরও প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য—অমৃত-প্রাপ্তি। প্রার্থনার ভাব এই,—হে ভগবন্! হে অমৃত-স্বরূপ! আমরা আপনার দুর্ব্বল সন্তান, আমাদিগকে আপনার অমৃত-সমুদ্রের একবিন্দু অমৃত দান করিয়া আমাদের জীবন ধন্য ও সার্থক করুন। দয়াময়! আমরা ব্যাকুল তৃষিত হইয়া আপনার কৃপা-বারির আশায় অপেক্ষা করিতেছি। আপনি শান্তিবারি দান করুন।'

সপ্তম মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানকে 'বিভাবসুঃ' 'বসুপতিঃ' 'বসুঃ' প্রভৃতি পদের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। 'বিভাবসুঃ' পদের অর্থ জ্যোতিঃই যাঁহার ধন, অর্থাৎ পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন, জ্যোতিঃ-স্বরূপ। 'বসুপতিঃ' পদে সেই পরমধনের অধিপতিকে বুঝায়। 'বসুঃ' অর্থ বাসয়িতা, অর্থাৎ যিনি সাধকদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন, তিনি বসু বা বাসয়িতা। সেই পরমদেবতার কৃপা যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ এই যে,—আমরা আপনার আরাধনা করিতেছি। এই উক্তির উদ্দেশ্য পরে বিবৃত হইয়াছে,—'বাজং জয়েম'. এবং 'মর্ত্ত্যানাং পৃৎসুতী অভিষ্যাম'। ভগবানকে পূজা করিলে, ভগবানের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলে, মানুষ পরমধনের অধিকারী হয়—ভগবানের কৃপায় রিপুজয়ে সমর্থ হয়' সেইজন্য পূজা আরাধনা। পূজা আরাধনার দ্বারা মানুষ উন্নত ও পবিত্র হয়; পরিশেষে মোক্ষ-লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ভাবও তাহাই।

নবম মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার বিষয়—আত্মশক্তি। মন্ত্রের প্রথম অংশে নিত্যসত্য-

প্রখ্যাপিত হইয়াছে। জ্ঞানী সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন। জ্ঞানী সাধকগণ ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত করেন। জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা জীবনের চরম গন্তব্যপথ দর্শন করিতে পারেন; জীবনের চরম লক্ষ্য কি, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সেই লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন, ভগবানের গুণ-গান প্রভৃতি দ্বারা মানুষের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনুক্ষণ ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনের এবং তাঁহার ধ্যান-ধারণার দ্বারা মানুষের হৃদয় ভগবদ্‌গুণসমূহে পূর্ণ হয়, মানুষ ভগবানের শক্তি লাভ করে—ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি। নবম মন্ত্রে ইহাই বিবৃত হইয়াছে

নবম মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক মন্ত্রেই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। প্রথম অংশ—"ররিবঃ কৃণোতু"—আমাদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করুন। সর্ব্বধনের অধিপতি তিনি, অপার করুণাময় তিনি, তাই তাঁহার নিকট পরমধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ—"মৃধঃ প্রভিন্দন্ পুরঃ এতু"—রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বা অন্তরে আগমন করুন, আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ—আমরা যেন রিপু-কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রাংশের ভাব। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব দ্বিতীয় অংশেরই অনুরূপ। তৃতীয় অংশ—"রিপূন্ জয়তু"—ভগবান্ আমাদের রিপু-সমূহকে জয় করুন। ভগবান্ নিজে অজাতশত্রু। তাঁহার সন্তানগণের রিপু-নাশের জন্যই তিনি সুদর্শন চক্র ধারণ করেন। তিনি জয়শীল রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরাশক্তি প্রদান করুন,—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার বিশেষ অর্থ।

এক্ষণে দশম মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। আলোক সাহায্যেই যে আলোক লাভ সম্ভবপর—জ্যোতির সহায্যেই যে জ্যোতির্ম্ময়কে লাভ করিতে পারা যায়, মন্ত্র সেই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছে। উৎপত্তি-স্থান বিভিন্ন হইতে পারে; উৎপত্তির হেতুভূত নামেরও বিভিন্নতা ঘটিতে পারে; কিন্তু বস্তু সেই একই থাকে। জল সেই একই,—বৃষ্টিরূপেই প্রাপ্ত হই, নদী-তড়াগাদিতেই প্রাপ্ত হই, নির্ঝর হইতেই আনয়ন করি, আর কূপ হইতেই উত্তোলন করি;—জল সেই একই। কূপের জলও জল, বৃষ্টির জলও জল, ঝরণার জলও জল, নদী-তড়াগাদির জলও জল। জল সেই একই। বিভিন্ন পাত্রে উৎপন্ন, বিভিন্ন আধারে অবস্থিত, বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান্, বিভিন্ন নামসংজ্ঞায় অভিহিত, অগ্নি-সম্বন্ধেও সেই একই উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র অগ্নি অভিন্ন,—এ মন্ত্র তাহারই আভাষ দিতেছে।

অগ্নিদেবের আর আর যে বিশেষণ, তৎসমুদায়ের অধিক আলোচনা বাহুল্য-মাত্র। যজ্ঞ-হবিঃ প্রদানের পাত্র হইতে 'জুহ্বাস্যঃ' নামের উৎপত্তি-বিষয়ে সায়ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু বলিয়াছি তো, বস্তু কে সর্ব্বত্র যখন সেই একই লক্ষ্য রহিয়াছে, তখন আর সে বিতর্কে অবিশ্বাসীর হৃদয়ে সংশয়ের ভাব দৃঢ় করায় কি সার্থকতা আছে? ফলতঃ, যদি অগ্নিদেবের কৃপালাভ করিতে চাও, তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর। হও—মেধাবী, হও—কর্ম্মকুশল, হও—গৃহস্থের প্রতিপালক, হও—নিত্যতরুণ অর্থাৎ সৎকর্ম্মে নিত্য নবভাবে উৎসাহ-সম্পন্ন, আর হও—হব্যবাট্ ও জুহ্বাস্য, অর্থাৎ দানে মুক্তহস্ত হও, এবং মুখে সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক। তাহা হইলেই বুঝিবে,—জ্ঞানাগ্নির অভিন্নতা সর্ব্বত্র,—পার্থক্য কোথাও নাই। দশম মন্ত্রে তাহারই আভাষ আছে।

একাদশ মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ 'অগ্নে' অর্থাৎ জ্ঞানদেব। ভগবানের জ্ঞান-বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে। ভগবানই আমাদিগকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় বিধান করেন, তিনিই আমাদিগকে পুণ্য-জ্যোতির দ্বারা সন্মার্গ প্রদর্শন করেন। যাহাতে আমরা পাপপথে পদার্পণ না করি,—তিনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করেন;—সৎপথে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার যে অভাব ও দুশ্চিন্তার জন্য আমরা পাপকে গ্রহণ করি, সেই অভাব পূরণ করেন—দুশ্চিন্তা দূর করেন। সত্যলাভের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য তিনিই আমাদের হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা প্রদান করেন। তিনিই বন্ধুরূপে আমাদিগকে হাত ধরিয়া শ্রেষ্ঠতম পথে লইয়া যান। একাদশ মন্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রার্থনামূলক দ্বাদশ বা শেষ মন্ত্রটীর সাধারণ অর্থ সরল হইলেও, আপাতঃদৃষ্টিতে একটু জটিল বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রে 'অগ্নি' অথবা জ্ঞানদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের জন্য প্রার্থনা? জ্ঞানকিরণ অথবা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য। কে সেই প্রার্থনা পূরণ করিবে?—অগ্নিদেব। কিরূপে তাহা পূর্ণ হইবে? জ্ঞানদেবের শক্তি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে, তাহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে কিরূপে? শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। সুতরাং শক্তি যাহা প্রদান করিবে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিধরেরই দান। জ্ঞান-শক্তির অধিপতি পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবেন।

ফলতঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—আমার স্তুতি বা আমার পূজা যে তিনি গ্রহণ করিবেন, সে স্পর্দ্ধা করিবার ক্ষমতা আমার কি আছে? তিনি যদি সে পূজা গ্রহণ করেন, সে তাঁহার অনুগ্রহের লক্ষণ মাত্র। তাঁহার সুনির্ম্মল আলোক-জ্যোতিঃ মধ্যে প্রতিভাত প্রতিবিম্বিত হয়—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-নিবহ। সৎকর্ম্মের সুফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা তখন আপনিই প্রকট হইয়া পড়ে। সৎস্বরূপ ভগবান—সৎকর্ম্মে পরিতুষ্ট হন। সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবুদ্ধ হইয়া সজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে—ভগবানের করুণাধারা স্বতঃ-বিগলিত হয়। সদ্ভাবের নিয়ন্তা সৎস্বরূপ সেই ভগবান তাহাতে আপনিই অনুগ্রহপরায়ণ হন। তার পর সর্ব্বদেব-আহ্বানকারী যে স্তোত্র, সে তো তাঁহারই—ভগবানেরই মুখ-নিঃসৃত। তাঁহারই প্রকাশরূপ ভিন্ন সে তো অন্য কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহারই স্তোত্রমন্ত্রে তিনি তুষ্ট না হইবেন কেন? একে তিনি স্বতঃ-অনুগ্রহপরায়ণ; তাহার উপর, তাঁহারই স্তোত্রে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিলে, তাঁহার তুষ্টিসাধনে সমর্থ না হইব কেন? ভগবান করুণাময়। তিনি করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া আছেন। তুমি সামান্য আয়াস স্বীকার করিলেই নির্ঝরের স্বতনিঃসৃত সে অমৃত-ধারা পান করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহারই জ্যোতিঃ তাঁহার পথে তোমাকে পরিচালিত করিবে। সুতরাং সেই জ্যোতিঃ-লাভে তৎপর হও। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ অষ্টক—৪ প্রপাঠক—৪৬ অনুবাক)।

* এই অনুবাকের একাদশ মন্ত্রটী ঋগ্বেদেও (১ম—১২সূ—৬ঋ) পরিদৃষ্ট হয়; দ্বাদশ মন্ত্রটী সামবেদের উত্তরার্চ্চিকে (১৪অ—৪খ—৩সূ—৩ম) প্রাপ্তব্য॥

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

মন্ত্র-সূচী ।

অ ।

আ ॥

ই ।

ঈ ।

উ ।

দ।

ধ।

ন।

প।

ব।

ম।

য।

র।

শ।

স।

হ ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত ॥

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

মূল-পদবিশ্লেষণ-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-ভাষ্য-
মর্ম্মার্থালোচনা-সমেতঃ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতঃ সম্পাদিতশ্চ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রাধামোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-শহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীনগেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।